আজি তবে এস এস
হৃদয়ে হৃদয়ে বস
বরিষ অমৃত-ধার। তাপদীর্ণ অঙ্গে।
বাজুক্ মঙ্গল-শঙ্খ আনন্দে সুরঙ্গে।
বিশ্ব-বীণার সে তারে
সাম্য মৈত্রী নব সুরে
বাজিয়ে তুমি এস গো ভেদ দ্বেষ ভঙ্গে॥
নিয়ে এস নব আশা
তৃষাহারী ভালবাসা
নিরাশার কষাঘাতে জর্জ্জরিত অঙ্গে।
বাজুক্ মঙ্গল-শঙ্খ আজি সর্ব্ব বঙ্গে।
অপ্রিয় অতীত স্মৃতি
দিয়ে নব অনুভূতি
আবরি এস হে, আজি উৎসাহ-তরঙ্গে।
দীন হীন অলসেরা
পেয়ে তব নব সাড়া
করম-প্রবাহ সনে ছুটুক্ সরঙ্গে।
বাজুক্ মঙ্গল-শঙ্খ আজি সর্ব্ব বঙ্গে॥

শ্রীবিশ্বেশ্বর দত্ত।

মৌলিকে মৌলিকে বিবাহ

মৌলিকে মৌলিকে বিবাহে কি কোন দোষ আছে? এ কথা সর্ব্বদাই লোকে আমাদের জিজ্ঞাসা করেন।

দোষ কি আছে বুঝা যায় না, কিন্তু কলিকাতা ও তাহার নিকটবর্ত্তী কতিপয় স্থানে দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে প্রচলিত নাই। এ অঞ্চলের দক্ষিণ-রাঢ়ীয়েরা অন্যত্র বাস করিয়াও প্রথাটী ত্যাগ করেন নাই। যাঁহারা এই

নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াছেন, সমাজ তাঁহাদের ত্যাগ করেন নাই, কিন্তু অনেকের ধারণা যে মৌলিকে মৌলিকে বিবাহ সমাজ বিগর্হিত।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানিতে গেলে, বিবাহ অবশ্য কর্ত্তব্য, কারণ বিবাহ না করিলে সৃষ্টি লোপ পায় এবং সমাজ নষ্ট হয়। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন—বিবাহ না করিয়াও ত' সৃষ্টি রক্ষা করা যায়। আজকালের ইউরোপ ও আমেরিকার যাঁহারা "Free love" এবং পুরুষ স্ত্রীর বিবাহ না করিয়া একত্র বাস প্রথা সমর্থন করেন, তাঁহারা ইহার মধ্যে। আবার কেহ কেহ হয়ত বলিবেন—আবাধে বিবাহেই বা দোষ কি? ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে বিবাহ এবং ভিন্ন জাতিমধ্যে বিবাহ জাতিবিজ্ঞান বা Sociology'র বিরুদ্ধ; তদ্বিষয়ে আমরা এখন কিছু বলিতে বিরত থাকিলাম।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানিতে গেলে বিবাহ যদি অবশ্য কর্ত্তব্যই হয়, বিবাহের ব্যাঘাত উৎপাদন করাও অশাস্ত্রীয়। আমাদের শাস্ত্রের ব্যবস্থা দেখুন। অসমানগোত্র ও অসমান প্রবর হইলেই বিবাহ শাস্ত্রীয়। তাহা ভিন্ন অন্য নিয়ম কোথা হইতে আসে? কিন্তু আমাদের সমাজে কোন নিয়ম একবার প্রচলিত হইলে এত বদ্ধমূল হয় যে বলা যায় না। আশ্চর্য্যের বিষয় যে সমাজের প্রকৃতি এইরূপ হইলেও কতকগুলি নিয়ম সহজেই প্রচলিত হয়। আমি জানি কোন পরিবারে জামাইষষ্ঠীর তত্ত্ব পাইবার পরই কেহ মারা গেলেন—অমনি সে দুই বা এক পরিবারে উক্ত তত্ত্ব বন্ধ হইয়া গেল। অন্য কোন পরিবারে বিবাহের পর বর ও ক'নে "জোড়ে" বাড়ী ফিরিল, তাহার প্রায় দুই বৎসর পরে বধূটী মারা যায়। সেই অবধি সে পরিবারে বিবাহের পর বর-ক'নে আর একখানে "জোড়ে" ফেরা রীতি উঠিয়া গেল। মৌলিকে মৌলিকে বিবাহে আপত্তি কতকটা সেইরূপ কারণে প্রচলিত কি না বলা যায় না। কলিকাতার কোন এক বিখ্যাত পরিবারে যে আপত্তির এইরূপ কারণ তাহা জানি না। এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজের হুগলী ও চব্বিশপরগণা ভিন্ন অন্যত্র এবং বঙ্গজ, উত্তররাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র সমাজে মৌলিকে মৌলিকে অবাধে বিবাহ হইয়া থাকে। হুগলী ও ২৪ পরগণায়ও ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বে মৌলিকে মৌলিকে বিবাহ চলিত।

হটাৎ এই সঙ্কীর্ণ প্রথা প্রচলনের কারণ কি? এই সঙ্কীর্ণতার ফলে মৌলিকদের উপর অত্যন্ত অত্যাচার হইতেছে। কুলীন কায়স্থেরা বাকী

দুই ঘর কুলীন কিম্বা আশীঘর মৌলিকের মধ্যে বিবাহ করিতে পারেন। কিন্তু এই আশীঘর মৌলিকের বিবাহ কুলীন তিন ঘরের মধ্যে দিতেই হইবে। তিন ঘরও নয়, কথায় বলে "আড়াই ঘর," কারণ কুলীনেরা কুলকর্ম্ম করার জন্য মৌলিকেরা অনেককে পান না! বুঝিয়া দেখুন, এই প্রথা আজকাল কিরূপ ভয়ঙ্কর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে পণপ্রথার পীড়নের প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে এবং তৎসহ মনুষ্যত্ব লোপের পথ প্রশস্ত হইতেছে। স্বার্থে লোক জ্ঞানহীন ত' হয়ই আবার অত্যাচারের এমন সুবিধা ইহা কি ছাড়া যায়।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মৌলিকেরা নিজেরা দলবদ্ধ হইয়া ইহার প্রতিকারে বদ্ধমূল না হইয়া তাঁহারা নিজের পদে কুঠারাঘাত করিতে কৃতসঙ্কল্প। মৌলিকদের বড় সাধ যে কুলীনদের সহিত বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া তাহারা গৌরবান্বিত হন। পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ এখনও অনেকের এই সাধ প্রবল রহিয়াছে। কিন্তু এই নিয়ম বদ্ধমূল হওয়ায় যে কত এখন ক্ষতি হইতেছে তাহা কি কেহ ভাবিবেন না? আর এখনও কি গৌরবান্বিত সত্য সত্যই হওয়া যায়? ছিল একদিন, যখন কুলীনগণ আচার বিনয় বিদ্যা ইত্যাদি নবগুণ সম্পন্ন ছিলেন আর মৌলিকেরা তাহা ছিলেন না। তখন মৌলিকেরা কুলীনদের সহিত বিবাহে উন্নতির বিশেষ আশা করিতে পারিতেন। আজকাল মৌলিকদের মধ্যে নবধা কুললক্ষণের কি অভাব আছে? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল, লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন। লেখকদের মধ্যে দেখুন—কাশীরাম দাস, কালীপ্রসন্ন সিংহ মাইকেল মধুসূদন দত্ত, অক্ষয় কুমার দত্ত ও তাঁহার পৌত্র সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, অক্ষয়কুমার সরকার প্রভৃতি, ব্যবহারজীবীর মধ্যে স্যার তারকনাথ পালিত। ভাষাবিদ্‌গণের মধ্যে হরিনাথ দে, ধর্ম্মপ্রচারক স্বামী বিবেকানন্দ, বীর সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস, বিজ্ঞানবিৎ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রাজকার্য্য-কুশল রমেশচন্দ্র দত্ত, চিকিৎসক স্যার নীলরতন সরকার ও শ্রীকেদার নাথ দাস প্রভৃতি। আর কত দেখাইব। যেখানে সেখানে গিয়া দেখুন শ্রেষ্ঠ উকীল, ব্যারিষ্টার, চিকিৎসক, রাজকর্ম্মচারী মৌলিকদের মধ্যে প্রচুর। উদারচরিত মহামতি পুরন্দর খাঁ মৌলিকদের মাল্যদিবার ব্যবস্থা করিয়া যান। মৌলিকদের উন্নত অবস্থা না দেখিয়াই কি তাঁহার ন্যায় বিবেচক ব্যক্তি এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন? দক্ষিণরাঢ়ীয়দের

কুলপ্রথা এখন পুরন্দর খাঁর ব্যবস্থা, কিন্তু তাঁহার ইঙ্গিতটুকু আমরা বুঝিয়াও বুঝি না।

ধরিয়া লওয়া যাক যে মৌলিকেরা গুণে নিম্নস্তরে আছেন এবং উন্নত কুলীনদের সহিত বিবাহবদ্ধ হইলে মৌলিকদের উৎকর্ষ লাভের সম্ভাবনা। কিন্তু তাহাতে সমগুণ সম্পন্নদের মধ্যে বিবাহের ব্যাঘাত কি হইতে পারে? সকলেরই যে কুলীনের ঘরে বিবাহ হইতেই হইবে এমন কি কথা আছে? জ্ঞানে, গুণে ও ধনে, সমানস্তরে বিবাহ হওয়াই সমাজ-বিজ্ঞানানুমোদিত এবং সুখকর। নিজ কৌলিন্যের গরিমায় অহঙ্কৃত কুলীনের সহিত মৌলিকেরা বিবাহ করিয়া কি সুখ পান? আমি জানি পূর্ব্ববঙ্গে মৌলিকের ঘর হইতে আনীত বধূর হস্তে কুলীন শাশুড়ী কখন জলগ্রহণ করেন না।

আর কালবিলম্ব না করিয়া এই প্রথা বিলোপের চেষ্টা করা আবশ্যক।

শ্রীশশিভূষণ মিত্রবর্ম্মা।

খোলা চিঠি

মহোদয়গণ!

আজ ২২ বৎসর হইল বঙ্গদেশীয়-কায়স্থ-সভার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে কত বাধা বিঘ্ন, অভাব, অবসাদ, উদ্দীপনা উত্তেজনা সভার বিশালবক্ষের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। কায়স্থ-জাতির সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলকামী পাথুরিয়াঘাটার স্বর্গীয় রমানাথ ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে ও তৎপর কয়েক বৎসর যে সকল কায়স্থমহোদয় কৃপাপরবশ হইয়া সভার সংসর্গ লাভ করিয়াছিলেন, সেই সকল মহারথী আজ পর্য্যন্তও সশরীরে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সভায় আর তাঁহাদের অস্তিত্ব অবলোকিত হয় না কেন? কেনই বা তাঁহারা সভার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইলেন? সে সময় যাঁহারা সভার সভাপতি সম্পাদকাদি ছিলেন, সভার কোন্ অপরাধে তাঁহারা

সভাকে তাঁহাদের সাহায্য হইতে বঞ্চিতা করিলেন? বলিতে দুঃখ হয়,—যাঁহারা এক দিন জোর গলায় সভার উদ্দেশ্যগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বক্তৃতায় সভাস্থল মুখরিত করিয়াছিলেন, সভার কোন্ দোষে তাঁহারা এখন নীরব, নিশ্চেষ্ট রহিয়াছেন? সভাকে পূর্ণরূপে কার্য্যকরী শক্তিদান করিবার জন্য, দুই চারিজনের আপত্তি সত্ত্বেও যে সকল বিষকুম্ভ পয়োমুখ বন্ধু সভার লীলানিকেতন খাস কলিকাতায় স্থায়ীভাবে রাখিবার জন্য চট্টগ্রাম সভায় প্রস্তাব "পাশ" করাইয়া লইয়াছেন, তাঁহারাই বা উদ্দেশ্যগুলি কার্য্যে অকরণজনিত প্রত্যবায়গ্রস্থ হইতেছেন কেন? সে দিন "আমরা কি করিতেছি" ইতি শীর্ষক প্রবন্ধ বক্ষে "দুই একজন সভ্যপদ ছাড়িয়া দিলে দুঃখিত হইবার কারণ নাই" বলিয়া বহু সভ্যের অন্তরে যাঁহারা দারুণ দুঃখের দাবানল জ্বালিয়া দিয়াছিলেন, কোন্ গূঢ় অভিসন্ধির চরিতার্থতার জন্য তাঁহারা এখন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতেছেন? সভার কর্ম্মকর্ত্তাগণের মধ্যে কেহ দয়া করিয়া আমাদের ঈপ্সিত উত্তরগুলি প্রদান করিলে বাধিত হইব।

কায়স্থ-সভার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির বিগত ১৭ই বৈশাখ (১৩২৯ সাল) তারিখের অধিবেশনের মন্তব্য মূলে আমরা অবগত হইতেছি যে, ২০জন সভ্য লইয়া একটী "কর্ম্ম সম্পাদনসঙ্ঘ" সৃষ্টি হইয়াছে। এই ২০ জনের মধ্যে ৮জন উপবীতী। ইহাদের ২নং কার্য্যধারা—**কায়স্থের বর্ণানুগত সংস্কার গ্রহণের ব্যবস্থা**। এখন আমরা সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিতেছি—কর্ত্তারা এই কার্য্যে কতটুকু অগ্রসর হইয়াছেন? অসংস্কৃত দ্বাদশ জনের মধ্যে কি কেহই এই দশ এগার মাসের মধ্যে সংস্কার গ্রহণের ব্যবস্থা খুঁজিয়া পান নাই? ইঁহারাই কিন্তু দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে প্রচারক পাঠাইয়া প্রচারের ব্যবস্থা করিতেছেন আর নিজেরা নিশ্চিন্তে বসিয়া নাম জাহিরের বলবতী বাসনার বোঝা লইয়া বিশেষ ব্যতিব্যস্ত। কর্ত্তাদের মধ্যে কে কত টুকু অগ্রসর হইয়াছেন জানিতে পারিব কি?

মহাজনগণ তারস্বরে উপদেশ দিতেছেন "আপনি আচরি ধর্ম্ম অন্যেরে শিখাও।" এই অমূল্য উপদেশ কর্ম্মকর্ত্তাদের দ্বারা আদৌ প্রতিপালিত হইতেছে বলিয়া মনে হয় না এবং তাঁহারা পদে পদে উহা উপেক্ষা করত উপহসিত হইতেছেন। যাঁহাদের কর্ত্তব্যে আস্থা নাই, জাতীয়ত্বে বিশ্বাস নাই, সমাজোন্নতির স্পৃহা নাই, বর্ণগৌরব বিবর্দ্ধিত ও উজ্জ্বলীকৃত করিবার চেষ্টা নাই, কলঙ্কলিপ্ত সমাজ শরীরকে বিধৌত করিবার ইচ্ছা নাই, নির্য্যাতিত,

বিড়ম্বিত, ধিক্কৃত হইয়াও যাহাদের চেতনা নাই, মনে মুখে যাহাদের মিল নাই, তাহাদের দ্বারা সমাজের সংস্কার, সভার উদ্দেশ্য ও জাতীয় কর্ত্তব্য কতটুকু সংসাধিত হইবে তাহা আমাদের ক্ষুদ্র ধারণার বহির্ভূত।

নিজে সংস্কৃত না হইয়া পরকে সংস্কার দান করিতে চাহিলে শোভমান হইবার আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। সংস্কারকবর্গ প্রথমে নিজেরা কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হন; তৎপর তাঁহার পরিবারবর্গ, তৎপর গ্রাম, তৎপর দেশের জন্য, তাঁহাদের প্রাণ ব্যাকুলিত হইয়া উঠে কিন্তু আমরা কায়স্থ-সভায় তদ্বিপরীত দেখিতেছি। কর্ত্তারা নিজেরা সংস্কার গ্রহণের নাম গন্ধ সহ্য করিবেন না অথচ পরকে উপদেশ দিতে ও মন্তব্য নির্দ্ধারিত করিতে আদৌ পশ্চাৎপদ নহেন। ইহাই সমাজ-সেবক কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্য? না এই রূপেই সভার কর্ত্তব্য পর্য্যবসিত করিতে হয়? কায়স্থ-সভার মূল উদ্দেশ্য—জাতিগত বা বর্ণগত সংস্কার গ্রহণ; কিন্তু কর্ত্তাদের দ্বারাই যখন সেই উদ্দেশ্য উপেক্ষিত ও পদদলিত হইতেছে এবং পত্রিকাপৃষ্ঠে মসী-মলিন করা ভিন্ন আর কিছুই অনুষ্ঠিত হইতেছে না তখন, তাঁহাদের দ্বারা সভার কার্য্য সম্পাদিত হইবার আশা কোথায়? সহররাজ কলিকাতার স্থায়ী কায়স্থবৃন্দ সংস্কারগ্রহণের উপকারিতা ও আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন কি না জানি না, তবে ইহা অভ্রান্ত সত্য যে, তাঁহাদেরই নির্দ্দেশিত পন্থায় বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপিত করিয়া মফঃস্বলের বহু কায়স্থ সংস্কার গ্রহণ করত ধন্য হইতেছেন; আর সভার তথাকথিত কর্ণধারের দল বিলাস ব্যসনের ব্যস্ততা বশতঃ কর্ত্তব্যের মূলে কুঠারাঘাত করিতে কুণ্ঠা ও লজ্জা বোধ করিতেছেন না।

আমাদের মনে পড়ে—কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি, কলিকাতার প্রত্যেক কায়স্থপল্লীতে প্রচার করিয়া তত্রত্য কায়স্থগণকে কর্ত্তব্যপ্রণোদিত করিবার মন্তব্য নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন; কায়স্থ-সভার মাননীয় সম্পাদক মহাশয়! সেই মন্তব্য কার্য্যে পরিণত হইয়াছে বা হইতেছে কি?

কায়স্থ-পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় হাটবেড়িয়ার অধিবেশনের অভিভাষণে উপবীতি কায়স্থের মর্য্যাদা ব্যঞ্জক যে অংশটুকু পাঠ করিয়াছিলেন, তচ্ছ্রবণে বস্তুতঃ নিরতিশয় আনন্দলাভ করিয়াছিলাম এবং মনে করিয়াছিলাম—শীঘ্রই ইনি সপুত্র সংস্কার গ্রহণ করত সভাকে গৌরবান্বিত করিবেন; কিন্তু হায়! আমাদের সেই আশা অলীকত্বে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

অথচ ইনিই প্রতিমাসে পত্রিকাপৃষ্ঠে বিভিন্নস্থানের উপনয়ন সংবাদ ও প্রচার বিবরণ প্রকাশিত করিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছেন এবং সভার জয়োল্লাসে দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত করিতেছেন। ধন্য সভা আর ধন্য কায়স্থ-পত্রিকা! ফলতঃ আমরা আজ আর অধিক দূর অগ্রসর না হইয়া উপসংহারে বলিতে চাই, সভার কর্ণধারগণ কেবল পরের মাথায় কাঁঠাল না ভাঙ্গিয়া নিজেরাও কর্ত্তব্য প্রণোদিত হউন—আর লোকহাসাইবেন না।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ বর্ম্মঘোষচৌধুরী।

আমাদের কর্ত্তব্য

"কায়স্থ কি শূদ্র"? শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে কায়স্থ শূদ্র নহে, ক্ষত্রিয়। এক্ষণে বিরুদ্ধবাদিগণ বলিতে পারেন "জন্মনাজায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্বিজোচ্যতে" যখন বঙ্গীয় কায়স্থগণ সংস্কারবিহীন তখন, তাহারা শূদ্র বই আর কি? যতদিন তাহারা উপবীতী না হইবে, ততদিন তাহারা শূদ্রই থাকিবে। একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাই বঙ্গীয় কায়স্থগণের উপনয়ন গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া আমরা উত্তর-বঙ্গের রাজবংশিগণের ন্যায় উপনয়ন গ্রহণের পক্ষপাতী নহি। আমরা দেখিয়াছি বহুসংখ্যক রাজবংশী একদা একস্থানে সমবেত হইয়া মাথা মুড়িয়া স্নান করিয়া আইসে। শাস্ত্রজ্ঞানহীন জনৈক কামরূপী ব্রাহ্মণ একটি যজ্ঞ করেন;—সেও যজ্ঞ নয় যেন চিতার চুল্লী:—সেই যজ্ঞের শান্তিজল প্রক্ষেপে সমবেত জনমণ্ডলীর অঙ্গ শোধন করিয়া বাজারের সেই বিলাতী সূতার উপবীত প্রস্তুত করিয়া প্রত্যেকের গলায় পরাইয়া দেন। সে উপবীতের মাপজোক বা গ্রন্থি কিছুই ঠিক নাই। সে উপনয়নের দিন নাই, তিথি নাই, * মন্ত্র নাই, প্রায়শ্চিত্ত নাই, সংযম নাই ও বৈদিক দীক্ষা নাই; এক কথায় বলিতে গেলে শাস্ত্রোক্ত কোন ক্রিয়াই নাই;—কেবল আছে—গলায় সূতা দেওয়া। যখন তাহাদের নেতৃগণের বিজয় বিষান প্রথম বাজিয়া উঠিল, যখন রাজবংশীসমাজে উপবীত গ্রহণের ধুম পড়িল, তখন এই দৃশ্য প্রায়শই দেখা গিয়াছে। সেই উপনয়ন দেখিবার জন্য কত লোক উপনয়নক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছে; কত রাজবংশী সেই দৃশ্য দেখিতে আসিয়া উপরোধে অনুরোধে সেই অপূর্ব্ব শুভ্রসূত্র গলায় দিয়া ক্ষত্রিয় হইয়া বাড়ী ফিরিয়াছে; কেহ বা পথে গিয়া, গ্রামের মণ্ডল মাতব্বর কেহ পৈতা লয় নাই;—তাহারা তাহার গলায় পৈতা দেখিয়া কি বলিবে মনে করিয়া, কুল গাছে বা পুকুরের জলে পৈতা ফেলিয়া দিয়া বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। আমরা এরূপ উপবীত গ্রহণের পক্ষপাতী নহি।

যাহারা উচ্চপদলাভের আশায় গবর্ণমেণ্টের নিকট আভিজাত্যের পরিচয় দিতে প্রয়াসী, তাহাদের ঐরূপ উপনয়নের প্রয়োজন হইতে পারে; কিন্তু কায়স্থ জাতির তাহা করিবার প্রয়োজন কি? গবর্ণমেণ্ট ত বরাবরই কায়স্থকে সম্মানিত জাতি মনে করিয়া আসিতেছেন। উচ্চপদে তাহাদের অধিকারও অব্যাহতই রহিয়াছে; নতুবা গবর্ণর এবং হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির আসন সর্ব্বপ্রথম কায়স্থকে অর্পণ করা হইত না। গত লোক গণনার সময় কত জাতিই ত অভিজাত বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য প্রাণপণ করিলেন, কৈ কি হইল? চাষী কৈবর্ত্তগণকে প্রথমে "মাহিষ্য কৈবর্ত্ত" লিখিবার আদেশ হইল; তাহাতেও তাহারা আপত্তি করিলেন; তখন কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদিগকে "মাহিষ্য" লিখিতে বলিলেন। কিন্তু তাহাতে উল্লেখ থাকিল যে 'মাহিষ্য' লিখিলেই কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে চাষীকৈবর্ত্ত বলিয়া জানিবেন। অর্থাৎ মাহিষ্যই বল আর যাহাই বল তাহাই কাগজে থাকিল কিন্তু গবর্ণমেণ্ট বুঝিয়া লইবেন মাহিষ্য আর কিছুই নহে—উহারা চাষী কৈবর্ত্ত। তারপর যে মাছুয়া কৈবর্ত্তের ভয়ে কৈবর্ত্তদাশগণ "ক" দেখিলেই কাঁপিয়া উঠেন, "কৈ" মাছের নামেই মূর্চ্ছা যান; সেই মাছুয়া কৈবর্ত্তগণও মাহিষ্য লেখাইবার জন্য আব্দার করিল। গবর্ণমেণ্ট তাহাদের আব্দারের মীমাংসা করিয়া, তাহাদিগকে "আদি কৈবর্ত্ত" অর্থাৎ "কৈবর্ত্তের আদি" বলিয়া লিখিতে বলিলেন। এখন বলুন দেখি, কোথায় রহিল মাহিষ্যের অভিমান? রাজবংশিগণকেও গবর্ণমেণ্ট ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করেন নাই, ব্রাকেটে 'রাজবংশী' বলিয়া লিখাইয়াছেন। অন্য জাতি যত বড় হইতেই চাউক না কেন, গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে চিনিয়া লইয়াছেন; গবর্ণমেণ্টের চক্ষে ও

* যাহাদের ব্রাত্যতা রূপ উপপাতকের জ্ঞান হইয়াছে, তাহাদের দিন, তিথি বা কালাকালের অপেক্ষা করে না, পাপের জ্ঞান হইলে বেরজ্ঞ ব্যক্তির ব্যবস্থা লইয়া ব্রাত্যতা হইতে মুক্ত হইয়া সাবিত্রী দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে; ইহাই মহর্ষি অঙ্গিরার মত। কাঃ সং সং

প্রতিভায় উহারা কখনও কায়স্থের উপরে উঠিতে পারে নাই, বা কখন পারিবে না, ইহা সুনিশ্চিত। যতদিন হিন্দুধর্ম্মের সম্মান থাকিবে, যতদিন সাহিত্য, বিজ্ঞান, গণিত ও ব্যবহার শাস্ত্রের আদর থাকিবে, ততদিন এই জাতির সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকিবে। সুতরাং যদি গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহলাভের জন্যই কায়স্থের উপনয়ন আবশ্যক হয় তবে আমরা তাহার সমর্থন করিতে পারি না। কায়স্থের উপনয়ন রাজানুগ্রহলাভের জন্য নহে, উহা তাহাদের শাস্ত্রবিহিত সংস্কার। এই সংস্কারের অভাবে এই জাতি পতিত হইয়াছে। সুতরাং শাস্ত্রসঙ্গত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যথাবিহিত উপবীত গ্রহণ করত পাতিত্য দূর করিতে হইবে। রাজবংশিগণের প্রবর্ত্তিত পথ অবলম্বন করা, তাঁহাদের পক্ষে নিতান্তই ঘৃণাজনক। তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে জাতিভেদ হিন্দুর নিজস্ব সম্পত্তি। হিন্দু ব্যতীত অন্য কাহারও মধ্যে জাতিভেদ নাই। যখন কেহ কায়স্থ বা ব্রাহ্মণ ইত্যাদি বলিয়া নিজের পরিচয় প্রদান করেন, তখনই তিনি হিন্দু শাস্ত্রের ব্যবস্থাধীনে আসিয়া উপস্থিত হন; সুতরাং আমাদিগকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে, হিন্দু শাস্ত্রের ব্যবস্থা মানিয়া, দশবিধ সংস্কারের অধীনে আসিতে হইবে। এবং শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়াগুলি যাহাতে বিশুদ্ধরূপে সম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে তীব্র দৃষ্টি রাখিতে হইবে, নতুবা জনসমাজে নিন্দিত ও শাস্ত্র-বাক্য-লঙ্ঘন-পাপে কলুষিত হইতে হইবে।

উপনয়ন পরিত্যাগ করিয়া আমরা যে শাস্ত্রানুসারে পতিত হইয়াছি, শুধু তাহাই নহে;—আমাদের আদিস্থান কান্যকুব্জের কায়স্থগণ আমাদিগকে তাঁহাদের স্বজাতি বলিয়া পরিচয় দিতেও কুণ্ঠিত হন। যে সকল রজঃপূতগণ পাঁচ সাত পুরুষ যাবৎ বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করিতেছেন, তাঁহারা অনায়াসে তাহাদের পুত্রকন্যাগণের বিবাহ পশ্চিমদেশে দিতে পারিতেছেন, আর আমরা নিজেদের কর্ম্মদোষে সে অধিকারে বঞ্চিত হইয়াছি। আমাদের সহোদরগণ আমাদিগকে ঘৃণিত কুকুরজ্ঞানে ত্যাগ করিয়াছেন, অন্যান্য জাতি আমাদিগকে শূদ্র বলিয়া ঘৃণা করিতেছে, ইহাই আমাদের উপনয়নত্যাগের ফল।

এদেশে ব্রাহ্মণের পরেই কায়স্থের সম্মান। সে সম্মানলাভের আশায় কত শূদ্র, কত নবশাখ কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিয়া সমাজে মিশিতে চেষ্টা করিতেছে, অনেকে মিশিয়া সমাজতরুতে উপবৃক্ষবৎ হইয়া রহিয়াছে। উপনয়ন গ্রহণ না করিলে এইসকল উপবৃক্ষের সংখ্যা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইবে এবং কায়স্থ সমাজ-তরুর অস্তিত্ব লোপ হইয়া যাইবে। কায়স্থগণ উপনয়ন গ্রহণ করিলে, ঐসকল

জাতির সংমিশ্রণের আশঙ্কা থাকিবে না। সুতরাং এইসকল কারণে, পাতিত্য অপনয়ন জন্য উপনয়ন গ্রহণ করা কায়স্থজাতির একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু উপনয়ন গ্রহণে প্রথমেই গুরু পুরোহিতের কথা আসিয়া পড়ে। অনেক স্থলে তাঁহারা হয় ত বিরুদ্ধ মতাবলম্বী হইতে পারেন; তখন কি করা কর্ত্তব্য? অনেকে হয়ত পুরোহিতের মমতা ত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু গুরুর বেলা ইতস্ততঃ করিবেন। হয়ত বলিবেন "তাইত কুলগুরু ত্যাগ করি কিরূপে? তাহা হইলে যে মহা পাতকে পড়িতে হইবে।" তাহাদের ভ্রান্তি বিদূরিত করিবার জন্য এস্থানে দুই একটি কথা নিবেদন করিব। "কুলগুরু" অর্থে বংশগুরু নহে। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ পরমহংস একদিন উপদেশচ্ছলে বলিয়াছিলেন, "কুলগুরু" শব্দ কোন বেদপুরাণে নাই এবং উহার অর্থও বংশগুরু নহে। তন্ত্রশাস্ত্রে যে কুলধর্ম্মের উল্লেখ আছে সেই কুলাচার ধর্ম্মের গুরুকেই "কুলগুরু" শব্দে বুঝিতে হইবে। পিতার গুরুপুত্র যদি মূর্খ বা পাপিষ্ঠ হন, তবে তাঁহাকেও যে গুরুপদে বরণ করিতে হইবে তাহা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে। গুরুপ্রণামের মন্ত্রটি তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ :—

"অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া
চক্ষুরুন্মিলিত যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥"

যাঁহার নিজের জ্ঞান নাই, তিনি অপরকে জ্ঞান দিবেন কিরূপে? যিনি অজ্ঞতা বা মোহান্ধতাবশতঃ ক্ষত্রিয় সন্তানকে শূদ্রোচিত মন্ত্রদান করিতে চাহিবেন, তেমন গুরু সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। তদ্দত্ত শূদ্রোচিত মন্ত্রগ্রহণে কায়স্থ সন্তানের আধ্যাত্মিক উন্নতি না হইয়া অবনতিই ঘটে; সুতরাং তাহা কোনমতেই গ্রহণ করা সঙ্গত নহে। যাঁহার নিকট ক্ষত্রিয়োচিত মন্ত্র লাভ করা যায়, তাঁহার নিকটই কায়স্থের মন্ত্র গ্রহণ করা উচিত।

গুরু পুরোহিত ব্যতীত অনেক স্থলে উপনয়ন গ্রহণে ধোপা নাপিতের সমস্যাও আসিতে পারে। এইসকল সমস্যায় অর্থবল ও একতার আবশ্যক, কিন্তু কায়স্থ সমাজে এক্ষণে অনেক স্থলে এ দুইটিরই অভাব লক্ষিত হয়। অনেক গ্রামেই দলাদলী আছে। কেহ মারলে তাহার সৎকার লইয়াও অনেক সময় বিপদে পড়িতে হয়। আমাদের জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে হইলে, এইসকল দলাদলী দূর করিতে হইবে, সকলে একমন একপ্রাণ হইয়া জাতীয় উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইবে। স্বজাতীয় কোন কেহ অভাবে পড়িলে,

তাহার উদ্ধারের জন্য সকলকেই বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। জাতীয় উন্নতি-কল্পে একটি ধন-ভাণ্ডার স্থাপিত করিতে হইবে, তাহা হইতে দরিদ্র-স্বজাতীয় বালকগণের শিক্ষা ও বিধবাগণের ভরণপোষণের এবং কন্যাদায়ের সাহায্য করিতে হইবে। বরপণ উঠাইয়া দিবার জন্য প্রাণপণ করিতে হইবে। দিনাজপুরাধিপতির যত্নে দিনাজপুরে যেমন কায়স্থ জাতির সাহায্যকল্পে একটি ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে, বঙ্গের প্রত্যেক নগর, উপনগর ও জনপদে তদ্রূপ ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া কায়স্থ জাতির এবং তাহাদের গুরু পুরোহিত প্রভৃতিকে সাহায্য করিতে হইবে; তাহা হইলে কায়স্থের উপনয়নের সমুদয় বাধাবিঘ্ন তিরোহিত হইবে। কায়স্থ জাতি পুনরায় উপনয়ন গ্রহণ করিয়া মেঘমুক্ত পূর্ণচন্দ্রবৎ সমাজ-গগনে শোভা পাইতে থাকিবে।

শ্রীপ্রমদাকিশোর সরকার।

বাজু-সমাজ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি, ৫১৪ পৃঃ পর)

সাহাজাপুরের দত্তরায়গণ পরগণে সাহাজাপুরের জমিদার। যখন টাকায় ৮/০ মন চাউল ঢাকা অঞ্চলে বিক্রয় হইত, সেইসময় এই জমিদারীর আয় অন্যূন ৫০ হাজার টাকা খাজনা বাদে শ্রীবাড়ী গ্রামে পঁহুছিত ও নানা সৎকার্য্যে—দেবক্রিয়া, ব্রাহ্মণ প্রতিপালন ও আমোদপ্রমোদ, গান বাজনায় ব্যয়িত হইত। সেই সময় রেলষ্টীমার প্রচলিত ছিল না, বহুলোক—বিশেষতঃ তীর্থযাত্রিগণ পদব্রজে যাতায়াত করিতেন, সুতরাং প্রত্যহ তাঁহাদের কুলদেবতা শ্রীসর্ব্বমঙ্গলা দেবীর পূজার ন্যায় অতিথি পূজনও নিত্যকার্য্য মধ্যে গণ্য ছিল। এমন কি কোন কোন দিন দুই শত হইতে পাঁচ শত অতিথি সমবেত হইলেও তাঁহাদের আহার্য্যদ্রব্যের অপ্রতুল হইত না। সস্তা চাউল ডাইল, অপর্য্যাপ্ত ঘৃত তৈল প্রভৃতি ও চিড়া গুড় ভাণ্ডারে অনবরত মজুত থাকিত। কাহারই আহারের বা পরিধানের কোনও অভাব ছিল না। বিলাসিতা কাহাকে বলে সাধারণ লোকে তাহা মোটেই জানিত না। এই সাহাজাপুর পরগণার এক্ষণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু শরিক সৃষ্টি হইয়া আনা, কড়া, ক্রান্তি, তিল দশমিক অংশে

পরিণত হইয়াছে! সে অতিথি-সেবাও এক্ষণে আর নাই, আর অতিথিও আইসে না, চাকরীজীবী ২।৪ জন লোক ব্যতীত অবস্থা সকলেরই খারাপ। অট্টালিকা, তোষাখানা, বালাখানা ও প্রকাণ্ড চণ্ডীমণ্ডপে বড় বড় বটবৃক্ষ গজাইয়া উঠিয়াছে; তোষাখানা এখন শৃগালের বৈঠকখানায় পরিণত হইয়াছে ও মণ্ডপ দালানে এক্ষণে সর্পের বংশধরগণ বিরাজ করিতেছেন। গৌড়-নগরের ধ্বংসাবশেষ যিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, শ্রীবাড়ী গ্রামের চিত্রপট তিনিই সহজে বুঝিতে পারিবেন। গ্রামে গোখিকা, স্বর্ণগোখিকা, চন্দনীবোরা সর্প প্রচুর। চন্দনীবোরা সর্প খেজুর গাছের ন্যায় লম্বা ও স্থূলকলেবর। শূকর, শৃগাল, বিড়াল, ছাগল, ভেড়া প্রায়ই তাহাদের উদরস্থ হয়, রক্ষা যে উহারা খুব ধীরে ধীরে চলে, দ্রুত চলিতে পারে না এবং জঙ্গল ব্যতীত ময়দানেও বাহির হয় না। শৃগাল ভোজন করিয়া সেই গর্ত্তেই প্রায় অবস্থান করে। বর্ষাকালের রাত্রিতেই বড় ভয়ের কারণ হয়, কিন্তু প্রদীপ বা লণ্ঠন থাকিলে সেখানে উহারা আইসে না।

সাহাজাপুর পরগণার জমিদারী সৃষ্টি ও শ্রী সর্ব্বমঙ্গলা বিগ্রহের সেবা প্রবর্ত্তন ব্যাপার বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক। নিম্নে তাহার সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাইতেছে।

সম্রাট সাহাজান বা সাজেহানের পুত্র সাসুজা ঢাকা (জাহানগর) আসিয়া ফজল গাজী বা ঈশা খাঁর পরিত্যক্ত ভূমি যাহা মোগল গবর্ণমেণ্টের অধিকৃত হয়, উহার কিয়দংশ ভূমি বন্দোবস্ত করিবার জন্য ঘোষণা দেন। তদনুসারে রাজনমালার পৌত্র কালিকাপ্রসাদ ঐ ভূমির বন্দোবস্ত লইবার জন্য ইচ্ছুক হইয়া ঢাকা যাইতে কৃতসংকল্প হন ও গ্রহাচার্য্যকে রাজ-দর্শনোপযোগী একটী শুভদিন নির্ব্বাচন করিবার উপদেশ করেন। গ্রহাচার্য্য অনেক অনুসন্ধান ও আলোচনা করিয়া দীর্ঘকাল পরে একটী শুভদিনের সন্ধান পাইয়া তাহা কালিকাপ্রসাদকে জ্ঞাপন করেন, কালিকাপ্রসাদ সেই শুভদিন ও শুভক্ষণ ও শাস্ত্রীয় প্রক্রিয়া অনুসারে ঢাকায় যাত্রা করেন। তিনি রাজদর্শনোপযোগী নানা উপঢৌকন ও গৃহজাত নানাপ্রকার ফল, আচার, চাট্‌নি প্রভৃতি দীর্ঘকালস্থায়ী উপাদেয় আহার্য্য দ্রব্য সঙ্গে লইয়া যান। যথাকালে বৃহৎ নৌকাযোগে ও লোকজন সঙ্গে ঢাকায় পঁহুছিয়া সাসুজাকে তিনি দর্শন করিলেন ও অতি সবিনয়ে আদপ কায়দার সহিত আত্মপরিচয়, স্থান পরিচয়, ও ভেট নজরাদি প্রদান

পূর্ব্বক জমিদারী বন্দোবস্ত প্রস্তাবের অভিলষে প্রার্থনাপত্রি তাঁহার নিকট উপস্থিত করিলেন।

এদিকে কিন্তু ঐ জমিদারীর অবস্থা অন্য প্রকার হইয়া গিয়াছিল। কালিকাপ্রসাদের শুভদিনের অন্বেষণ হেতু বিলম্বতা প্রযুক্ত তৎপূর্ব্বেই সিমুলিয়ার নাগবংশীয় জমিদারগণের কোনও পূর্ব্বপুরুষ সুজার নিকট উপস্থিত হইয়া জমিদারী পত্তন হইয়াছিলেন। সিমুলিয়া গ্রাম শ্রীবাড়ী হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত। ঐ গ্রামের অবস্থাও পরে বেশ উন্নত হইয়াছিল, এক্ষণে আর নাগবংশীয় জমিদার তথাতে কেহ নাই, তাঁহাদের দৌহিত্র গুহরায়বংশ তৎস্থলাভিষিক্ত। এই গুহ বংশের বংশধর রাজা গঙ্গাধর রায়, মুরসিদাবাদের পেন্‌সন প্রাপ্ত নবাব হুমাউণ্ডার দেওয়ান ছিলেন; তখন ইংরাজ রাজত্বের প্রথমাবস্থা। অতঃপর সিমুলিয়ার বৃত্তান্ত বর্ণনাকালে তাহা বর্ণিত হইবে। যাহা হউক, উক্ত নাগগণ জমিদারী পূর্ব্বেই বন্দোবস্ত লইয়া ফেলায় সা সুজা কালিকাপ্রসাদকে বলিলেন—"কালিকাপ্রসাদ! তোমার ভেট দ্রব্য, বিশেষতঃ আচার ও চাটনী প্রভৃতি পাইয়া খুব সন্তুষ্ট হইলাম, কিন্তু বড় অসময়ে ও বিলম্বে পঁহুছিয়াছ, তোমার এরূপ বিলম্বের কারণ কি? কালিকাপ্রসাদ সসম্মানে ও বিনীতভাবে উত্তর করিলেন—"জাঁহাপনা! আমি হিন্দু, হিন্দুশাস্ত্রে রাজদর্শনের যে শুভযোগ ও সময় বর্ণিত আছে তাহাই অনুসন্ধান করিতে আমার বিলম্ব হইয়াছে।

সুজা—"শুভদিন পাইয়াছিলে?"

কালিপ্রসাদ—"আজ্ঞে হাঁ শুভদিন পাইয়াছিলাম ও সেই দিন অনুসারেই আমি হুজুরকে দর্শন জন্য যাত্রা করিয়া আসিয়াছি; অদ্যই আমার সেই শুভ দিন।"

সুজা হাস্য করিয়া বলিলেন "তোমাদের ওসব শাস্ত্র টাস্ত্র কিছু নয়, সব বৃথা, তুমি এখানে পঁহুছিবার বহু দিন পূর্ব্বেই সিমুলিয়ার নাগগণ সেই জমিদারী বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া গিয়াছে, তুমি বৃথা একটা ভ্রান্ত মতের বশবর্ত্তী হইয়া তোমার সুযোগ হারাইয়া ফেলিয়াছ। তোমাদের শাস্ত্রও বৃথা,—দিন দেখাও বৃথা।"

কালিকা—"জাঁহাপনা! আমাদের শাস্ত্র ও দিন দেখা কিছুই বৃথা নয় নিশ্চয়ই উহার শুভ ফল ফলিবে, বিশেষতঃ আমাদের গ্রহাচার্য্য জ্যোতিষ শাস্ত্রে অতি সুপণ্ডিত তাঁহার সিদ্ধান্ত কিছুতেই মিথ্যা হইবে না।"

সুজা। "মিথ্যা হইবে না। এই যে হইয়া গেল, সম্পত্তি বন্দোবস্ত সব শেষ হইয়াছে আর বাকী নাই।"

কালিকা। "জাঁহাপনা! আমার এইস্থানে একটী নিবেদন আছে, যদি আজ্ঞা হয় ও অভয় দেন আমি বলিতে পারি।"

সুজা। "আচ্ছা নির্ভয়ে বল।"

কালিকা। "আমার কি রাজদর্শনও মিথ্যা হইয়াছে?"

সুজা। "তা না হইতে পারে, কিন্তু জমিদারী পাইবার সম্ভাবনা কোথায়?"

কালিকাপ্রসাদ!—"আমার রাজদর্শন যখন বৃথা হয় নাই সফল হইয়াছে, তখন আমার প্রার্থনাও বৃথা হইবে না, হুজুরের অনুগ্রহেই উহাও সফল হইবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস!"

সুজা দেখিলেন, কালিকাপ্রসাদ তাঁহার কৃতকার্য্যতার উপর অটল ও দৃঢ়বিশ্বাসী; তখন, তিনি একটী নির্দ্দিষ্ট দিন স্থির করিয়া দিয়া সেই দিন তাঁহাকে দরবারে উপস্থিত হইতে আদেশ করিলেন ও তৎকাল পর্য্যন্ত ঢাকাতেই অবস্থানের অনুজ্ঞা করিলেন।

এই কালের মধ্যে সুজা সিমুলিয়ার সেই জমিদারী বন্দোবস্তকারী নাগ জমিদারকে তলব করিয়া আনাইয়া বলিলেন "দেখ জমিদার! তোমাকে আমি যে সেদিন "সুজাবাদ কুতুবপুর" পরগণা নামকরণে এক জমিদারী পত্তন করিয়াছি, উহার ।০ চারি আনা অংশ তুমি ছাড়িয়া দাও, আমার একটী অনুগত লোক উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকে কিছু দিতে হইবে।" নাগ মহাশয়ের তখন ঘটনাক্রমে দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হইল,—তিনি বলিলেন হুজুর কি একমুখে দুই কথা বলিবেন? হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়িতে পারে না, হুজুর ইতঃগ্রে আমাকে বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন, এখন তাহার অন্যথাচারণ কিরূপে করিতে পারেন?"

"ক্যা হ্যায়রে এত্তা বড়া বাত্! তোমারা মর্‌জি পর্ হাম্ চলেঙ্গে? বলিয়া সুজা ক্রুদ্ধ হইয়া রক্তবর্ণ লোচনে গর্জ্জিয়া নাগ মহাশয়কে বলিলেন।

"দেখ নাগ! যদি ।০ আনা ছাড়িতে তোমার কষ্ট হয় তাহা হইলে ডবল ॥০ আনা ছাড়"—

নাগ মহাশয় দেখিলেন ব্যাপার বড় গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল, এই মুহূর্ত্তেই সমস্ত সম্পত্তি এমন কি গর্দ্দান পর্য্যন্তও যাইতে পারে, তখন তিনি তাড়াতাড়ি সাসুজার কথায় তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন ও সসম্মানে আত্মক্রটী—

পূর্ব্বক জমিদারী বন্দোবস্ত প্রস্তাবের আভলষে প্রার্থনাপত্রি তাঁহার নিকট উপস্থিত করিলেন।

এদিকে কিন্তু ঐ জমিদারীর অবস্থা অন্য প্রকার হইয়া গিয়াছিল। কালিকাপ্রসাদের শুভদিনের অন্বেষণ হেতু বিলম্বতা প্রযুক্ত তৎপূর্ব্বেই সিমুলিয়ার নাগবংশীয় জমিদারগণের কোনও পূর্ব্বপুরুষ সুজার নিকট উপস্থিত হইয়া জমিদারী পত্তন হইয়াছিলেন। সিমুলিয়া গ্রাম শ্রীবাড়ী হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত। ঐ গ্রামের অবস্থাও পরে বেশ উন্নত হইয়াছিল, এক্ষণে আর নাগবংশীয় জমিদার তথাতে কেহ নাই, তাঁহাদের দৌহিত্র গুহরায়বংশ তৎস্থলাভিষিক্ত। এই গুহ বংশের বংশধর রাজা গঙ্গাধর রায়, মুরসিদাবাদের পেন্‌সন প্রাপ্ত নবাব হুমাউন্নার দেওয়ান ছিলেন; তখন ইংরাজ রাজত্বের প্রথমাবস্থা। অতঃপর সিমুলিয়ার বৃত্তান্ত বর্ণনাকালে তাহা বর্ণিত হইবে। যাহা হউক, উক্ত নাগগণ জমিদারী পূর্ব্বেই বন্দোবস্ত লইয়া ফেলায় সা সুজা কালিকাপ্রসাদকে বলিলেন—"কালিকাপ্রসাদ! তোমার ভেট দ্রব্য, বিশেষতঃ আচার ও চাট্‌নী প্রভৃতি পাইয়া খুব সন্তুষ্ট হইলাম, কিন্তু বড় অসময়ে ও বিলম্বে পঁহুছিয়াছ, তোমার এরূপ বিলম্বের কারণ কি? কালিকাপ্রসাদ সসম্মানে ও বিনীতভাবে উত্তর করিলেন—"জাঁহাপনা! আমি হিন্দু, হিন্দুশাস্ত্রে রাজদর্শনের যে শুভযোগ ও সময় বর্ণিত আছে তাহাই অনুসন্ধান করিতে আমার বিলম্ব হইয়াছে।

সুজা—"শুভদিন পাইয়াছিলে?"

কালিপ্রসাদ—"আজ্ঞে হাঁ শুভদিন পাইয়াছিলাম ও সেই দিন অনুসারেই আমি হুজুরকে দর্শন জন্য যাত্রা করিয়া আসিয়াছি; অদ্যই আমার সেই শুভ দন।"

সুজা হাস্য করিয়া বলিলেন "তোমাদের ওসব শাস্ত্র টাস্ত্র কিছু নয়, সব বৃথা, তুমি এখানে পঁহুছিবার বহু দিন পূর্ব্বেই সিমুলিয়ার নাগগণ সেই জমিদারী বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া গিয়াছে, তুমি বৃথা একটা ভ্রান্ত মতের বশবর্ত্তী হইয়া তোমার সুযোগ হারাইয়া ফেলিয়াছ। তোমাদের শাস্ত্রও বৃথা,—দিন দেখাও বৃথা।"

কালিকা—"জাঁহাপনা! আমাদের শাস্ত্র ও দিন দেখা কিছুই বৃথা নয় নিশ্চয়ই উহার শুভ ফল ফলিবে, বিশেষতঃ আমাদের গ্রহাচার্য্য জ্যোতিষ শাস্ত্রে অতি সুপণ্ডিত তাঁহার সিদ্ধান্ত কিছুতেই মিথ্যা হইবে না।"

সুজা। "মিথ্যা হইবে না। এই যে হইয়া গেল, সম্পত্তি বন্দোবস্ত সব শেষ হইয়াছে আর বাকী নাই।"

কালিকা। "জাঁহাপনা! আমার এইস্থানে একটী নিবেদন আছে, যদি আজ্ঞা হয় ও অভয় দেন আমি বলিতে পারি।"

সুজা। "আচ্ছা নির্ভয়ে বল।"

কালিকা। "আমার কি রাজদর্শনও মিথ্যা হইয়াছে?"

সুজা। "তা না হইতে পারে, কিন্তু জমিদারী পাইবার সম্ভাবনা কোথায়?"

কালিকাপ্রসাদ!—"আমার রাজদর্শন যখন বৃথা হয় নাই সফল হইয়াছে, তখন আমার প্রার্থনাও বৃথা হইবে না, হুজুরের অনুগ্রহেই উহাও সফল হইবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস!"

সুজা দেখিলেন, কালিকাপ্রসাদ তাঁহার কৃতকার্য্যতার উপর অটল ও দৃঢ়বিশ্বাসী; তখন, তিনি একটী নির্দ্দিষ্ট দিন স্থির করিয়া দিয়া সেই দিন তাঁহাকে দরবারে উপস্থিত হইতে আদেশ করিলেন ও তৎকাল পর্য্যন্ত ঢাকাতেই অবস্থানের অনুজ্ঞা করিলেন।

এই কালের মধ্যে সুজা সিমুলিয়ার সেই জমিদারী বন্দোবস্তকারী নাগ জমিদারকে তলব করিয়া আনাইয়া বলিলেন "দেখ জমিদার! তোমাকে আমি যে সেদিন "সুজাবাদ কুতুবপুর" পরগণা নামকরণে এক জমিদারী পত্তন করিয়াছি, উহার ।০ চারি আনা অংশ তুমি ছাড়িয়া দাও, আমার একটী অনুগত লোক উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকে কিছু দিতে হইবে।" নাগ মহাশয়ের তখন ঘটনাক্রমে দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হইল,—তিনি বলিলেন হুজুর কি একমুখে দুই কথা বলিবেন? হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়িতে পারে না, হুজুর ইত্যগ্রে আমাকে বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন, এখন তাহার অন্যথাচারণ কিরূপে করিতে পারেন?"

"ক্যা হ্যায়রে এত্তা বড়া বাত্! তোমারা মর্‌জি পর্ হাম্ চলেঙ্গে? বলিয়া সুজা ক্রুদ্ধ হইয়া রক্তবর্ণ লোচনে গর্জ্জিয়া নাগ মহাশয়কে বলিলেন।

"দেখ নাগ! যদি ।০ আনা ছাড়িতে তোমার কষ্ট হয় তাহা হইলে ডবল ॥০ আনা ছাড়"—

নাগ মহাশয় দেখিলেন ব্যাপার বড় গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল, এই মুহূর্ত্তেই সমস্ত সম্পত্তি এমন কি গর্দ্দান পর্য্যন্তও যাইতে পারে, তখন তিনি তাড়াতাড়ি সাসুজার কথায় তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন ও সসম্মানে আশ্বস্তটী—

অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সুজা তখন নাগ মহাশয়ের প্রতি আর কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া তাঁহার ঐ পরিত্যক্ত ॥• পরগণাকে নিজ পিতা সাজাহান বাদসাহের নাম অনুসারে সাজাহা পুর (সাহাজাজাদ পুর) পরগণা নাম দিয়া উহা কালিকাপ্রসাদকে তৎক্ষণাৎ হুকুম লিখিয়া বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। কালিকাপ্রসাদ রাজ আজ্ঞা শিরোধার্য্য পূর্ব্বক বাসায় আসিলেন। পরগণার জমিদারী লাভ করিবার পর, ঢাকা হইতে শ্রীবাড়ী প্রত্যাগমন করিবার পূর্ব্বে আরোও একদিন তিনি উপঢৌকনাদি ভেট্ দ্রব্য লইয়া রাজদর্শন করিয়াছিলেন। কালিকাপ্রসাদের গৃহজাত আচার ও চাট্‌নি দ্রব্যাদি আস্বাদন করিয়া সুজা এতই প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন যে তিনি কালিকাপ্রসাদকে একদিন কৌতুক করিয়া বলিয়াছিলেন,—কালিকাপ্রসাদ! তুমি কেমন করিয়া যে জমিদারী পাইলে তাহা আমিও বুঝিতে পারিতেছি না, আমার ধারণা হয়—তোমাদের হিন্দুশাস্ত্র বোধ হয় সত্যই।

কালিকাপ্রসাদ অবনত মস্তকে বলিলেন "জাঁহাপনা! আপনার ধারণা কখনই ভুল হইতে পারে না, ভগবান যাহার প্রতি যখন যেরূপ বিচার করিবেন, তাঁহার প্রতিবিম্ব আপনার হৃদয়ে উপস্থিত হইয়া তাহার বিচার তখন সেইভাবে পরিণত হইবে, আমার এই বিশ্বাস। হিন্দুশাস্ত্রে রাজাকে ঈশ্বরের অংশ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন।

কালিকাপ্রসাদের কথায় সাসুজা অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন ও তাঁহার প্রত্যাগমনকালে তাঁহাকে "রাজা" উপাধি দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন।

সাহাজাদা সাসুজাও কালিকাপ্রসাদ সংবাদ অবশ্য তৎকাল রাজভাষা পারস্যভাষাতেই সুসম্পন্ন হইয়াছিল; বোধসৌকার্য্য ও লিপি চাতুর্য্যে তাহা বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইল। আর সিয়ুদিয়ার নাগ মহাশয়ের সেই অবিশিষ্ট অর্দ্ধ জমিদারী যাহার সম্পূর্ণ নাম পূর্ব্বে পরগণা সুজাবাদ কুতুবপুর হইয়াছিল, অর্দ্ধাংশ কর্ত্তিত হইবার পরও উহার ঐ নামই থাকিল। সুজাবাদ নাম হইয়াছিল—সাসুজায় নামে আর কুতুবপুর নাম হইয়াছিল ভারতবিজেতা সম্রাট কুতুবুদ্দিনের নামে। ভাগ্যবান কালিকাপ্রসাদের রাজা হওয়া—তাঁহার পিতামহী বলরামগুহ গাজীর দুহিতা, সুবুদ্ধি খাঁর সহোদরা রাঙ্গনমালা বৃদ্ধাবস্থায় অবলোকন করিয়া কিছুদিন পর স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন।

কালিকাপ্রসাদ রাজা উপাধি ও জমিদারী অর্জ্জন করিবার পর স্বীয় নিকেতনে শ্রীসর্ব্বমঙ্গলা, শ্রীসিদ্ধেশ্বরী, শ্রীরাজরাজেশ্বরী, শ্রীমঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি

শক্তি বিগ্রহ এবং শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধিকা, শ্রীনাড়ুগোপাল, শ্রীলক্ষ্মী ও শ্রীসরস্বতী সহ বাসুদেব এবং বহু শালগ্রাম শিলা শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহ স্থাপন করেন। শক্তিমূর্ত্তি বিগ্রহের প্রথোমক্ত দুইটী পিত্তলময়ী, ছোট অবয়বের কালী মূর্ত্তি, দ্বিতীয়টী কিছু বড় অবয়বের প্রস্তরময়ী, দশভূজা ভগবতী মূর্ত্তি, চতুর্থটী ঘট স্বরূপা এবং শালগ্রাম ব্যতিরেকে অবশিষ্ট সকল গুলিই অষ্টধাতু বিনির্ম্মিত।

এই সময়ের কিছু পূর্ব্বে ঈশা খাঁর রাজত্ব কালে সুবুদ্ধি খাঁ, তাঁহার পিতা বলরাম গাজির খনিত তড়াগের বা পাঁচ পুষ্করণীর দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে স্বীয় বহির্বাটীর ঠাকুর আঙ্গিনায় স্বীয় কুলদেবতা শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের জন্য একটী সুদৃশ্য ও নানা কারুকার্য্যময় প্রায় তিনহস্ত পরিমিত ভিত্তির উপরে প্রথিত ও গ্রথিত একটী সুদৃঢ় ইষ্টক নির্ম্মিত মন্দির বা মঠ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান ঢাকার ইতিহাসের ৪০০ পৃষ্ঠায় ঐ মন্দিরের জীর্ণ অবস্থার ও অতি প্রিয়দর্শন ফটো ছবি অঙ্কিত রহিয়াছে, অনুসন্ধান করিলেই দর্শন করা যায়। ঐ মন্দিরে মহাত্মা সুবুদ্ধি খাঁ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ শালগ্রাম শিলার সমীপে আরোও অনেক বিগ্রহ আনিয়া স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার স্থাপিত বিগ্রহ অনেক ছিলেন, শুনিয়াছি হটাৎ একটী পরিব্রাজক সন্ন্যাসী আসিয়া বহুদিন পূর্ব্বে অনেক বিগ্রহ তিনি শ্রীমন্দির হইতে লইয়া চলিয়া যান, তৎপরে যে সমস্ত বিগ্রহ এখনও আছেন, তাঁহাদের নামের তালিকা দেওয়া গেল :—

১। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ। শালগ্রামশীলা। ইনি যশোহর হইতে উগ্রকণ্ঠ গুহ কর্ত্তৃক বলরাম গাজীর সহিত আনিত হইয়াছিলেন, ইনি অপহৃত হন নাই।

২। শ্রীধর। শালগ্রামশিলা। সুবুদ্ধি খাঁ কর্ত্তৃক পরে স্থাপিত।

৩। শ্রী দধিবামন। ঐ ঐ

৪। শ্রীশ্রীহরগৌরী, সিংহ ও বৃষভ সহকারে। পিত্তল নির্ম্মিত মূর্ত্তি। এইরূপ সুদৃশ্য মূর্ত্তি ব্রজধামের অন্তর্গত মহাভারতের বর্ণিত কাম্যকবনের একস্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকা দর্শণ করিয়াছি, ভত্তিন্ন আর কুত্রাপি ঐরূপ মূর্ত্তি দর্শন করি নাই।

৪। শ্রী বাসুদেব।

৫। শ্রীকৃষ্ণ। একক, খড়মপায়ে দণ্ডায়মানহইয়া বেণুবাদন করিতেছেন।

৬। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা। অতীব সুদৃশ্য।

৭। শ্রীগোপাল। হামাগুড়ি দিয়া লাড্ডুক হস্তে।

৩

৮। শ্রীমঙ্গল চণ্ডী। পিত্তলময়ী ঘট মূর্ত্তি।

৯। শ্রী শিবলিঙ্গ। শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত।

১০। শ্রীমহিষমর্দ্দিনী। (পিত্তলময়ী ভগবতী অষ্টভূজা মূর্ত্তি; প্রমত্ত মহিষাসুরের মস্তকের উপর শস্ত্রধারিণী হইয়া যুদ্ধবেশে উপবিষ্টা, দেবীর পদদেশে মহিষাসুর অবনত ও নতজানু হইয়াও মহাবিক্রম প্রদর্শন করিতেছে।

১১। চতুষ্কোণ দুইখানি তাম্রখণ্ডে কালীপূজার মন্ত্র অঙ্কিত আছে।

২নং হইতে উক্ত ১১নং সমস্ত বিগ্রহই উক্ত সুবুদ্ধি খাঁ মহোদয় স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীমন্দির পূর্ব্বদ্বারী। উত্তরদিকে কুলমহিলাগণের যাতায়াতের জন্যও একটী দরজা আছে, উভয় দরজারই front portion arch খিলান ও inner portion side এ carbel খিলান করা। টেপরার অর্দ্ধকালী বংশোদ্ভব, গবর্ণমেণ্টের Asst Engineer শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঐ সমস্ত খিলানের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন carbel খিলান বৌদ্ধযুগে প্রচলিত ছিল; আর arch খিলান মুসলমানদের সময়ে প্রচলিত হয়। এই মঠের দুইপার্শ্ব হইতে দুইখানি ফোটো ঢাকার সেটেলমেণ্ট আফিসার মিঃ য়্যাস্কলী (Ascoly) সাহেব ক্যামেরা দ্বারা তুলিয়া লইয়া গিয়াছেন। গত ৪।১১।১৫ তারিখে, ঢাকা মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ মিঃ N. K. Bhattasali মাসতারা টেম্পলের কিছু ornamental Bricks, একখানি ভাল ফোটো এবং সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আমার নিকট চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন, দুর্ভাগ্যের বিষয় আমি এ পর্য্যন্তও অনবসর, অসুবিধা, অযোগার ও বাড়ী হইতে বিশেষতঃ পাবনা হইতে দূরত্ব নিবন্ধন ঐ ঐ দ্রব্য মিউজিয়ামে উপস্থিত করিতে পারি নাই; তবে ornamental Bricks (নক্‌শা কাটা ইট) আমার সংগ্রহ করাই আছে, ইতিহাসও সংক্ষেপ করিয়া লিখা আছে, সুবিধা ও সাবকাশ পাইলেই সেখানে দিব। মঠের ইটের ভস্মস্তূপের মধ্যে নক্‌শা কাটা ইটের সহিত ষোড়শ শতাব্দির মনুষ্যের কাঁচা ইটে দাগ পড়া পদ চিহ্ন, অঙ্গুলী চিহ্ন, গরু, বাছুর, বলদ ও কুকুরের পদ চিহ্ন পাইয়াছি; কাঁচা ইট পুড়িয়া পাকা হইয়া ঐ সমস্ত চিহ্ন অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। সময়ে সময়ে তাহা দর্শণ করিলে মনে নানাভাব, নানা চিন্তা ও অতুল আনন্দ উপস্থিত হইয়া থাকে।

এই মঠ এবং বাইষ্টার গুহমজুমদার বংশের মঠ উভয়ই পূর্ব্বদ্বারী

ও হিন্দু শাস্ত্রানুসারে স্থাপিত ও গঠিত। শ্রীজগন্নাথের মন্দির এবং গয়াধামের শ্রীবিষ্ণু পাদপদ্মের মন্দির ও পূর্ব্বদ্বারী।

বিষ্ণু দেবতাকে বাম ভাগে রাখিয়া উত্তর মুখ হইয়া বসিয়াই পূজা করার বিধান, বিষ্ণুমন্দির পূর্ব্বদ্বারী হইলে ঐরূপ পূজা ও দর্শণ উভয়েরই সুবিধা হয়। আধুনিক অনেক দক্ষিণদ্বারী বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মিত হইতেছে কিন্তু অনেক পণ্ডিতের ইহা মত বিরুদ্ধ।

ঐ মঠেরই পূর্ব্বদিকস্থ অঙ্গন পার হইয়া পূর্ব্বদিকে মহাত্মা সুবুদ্ধি খাঁর কৃত ইষ্টক নির্ম্মিত যোড়বাঙ্গালা ছিল। দুইটী ইটের দোচালা বাঙ্গালা ঘর যোড়া দেওয়া, ইহারই নাম যোড়বাঙ্গালা। এই যোড় বাঙ্গালায় একটীতে শ্বেতপ্রস্তরের ও একটীতে কৃষ্ণপ্রস্তরের দুইটী বৃহৎ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মাসতাড়ার জমিদারগণ পাঠান রাজত্বে ও মোগল রাজত্বের প্রাক্কালে কাহাকেও রাজকর প্রদান করিতেন না। রাজ-অনুগ্রহ যথেষ্ট পরিমাণেই প্রাপ্ত হইতেন এবং রাজ-সেবাতেও তাঁহারা যথেষ্ট কৃতিত্ব দর্শাইতেন। মোগল-রাজত্বের শেষভাগে নবাবী আমলে স্বর্গীয় কর্ত্তাদের নিকট একদা বহু রাজস্বের তলব হয় ও তাহা তাঁহারা দিতে সমর্থ না হওয়ায় তাৎকালীক নবাবের কার্য্যকারক খল্‌শীর রাহারায়গণের পূর্ব্ব পুরুষের রিপোর্ট অনুসারে মুর্শিদাবাদ হইতে বহু মুসলমান পল্টন কর্ত্তাদিগকে ধৃত করিয়া লইবার জন্য প্রেরিত হয়। স্বর্গীয় কর্ত্তারা পল্টনের আগমন বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়াই মঠ হইতে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ ও অন্যান্য সমস্ত বিগ্রহ ও ধন সামগ্রী তৈজস পত্রাদি লইয়া বাড়ী ঘর ছাড়িয়া পলায়ন করেন। যোড়বাঙ্গালায় স্থাপিত শিবলিঙ্গ ঘর অচল মূর্ত্তিতে পাকা গাথনির ভূমিতে চির সংলগ্ন থাকায় উহা আর উত্তোলন করিয়া লইবার অবসর পাইয়া ছিলেন না। দুর্দ্দান্ত মুসলমান ফৌজগণ মাসতাড়ার জনশূন্য আলয়ে প্রবেশ করিয়া কাহাকেও গ্রেপ্তার করিতে বা কোনও অর্থাদি লইতে সমর্থ না হইয়া পরিশেষে যোড় বাঙ্গালায় প্রবেশ করে ও কুঠারাঘাতে শিবলিঙ্গদ্বয় চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ঐ স্থানে গোহত্যা করে ও শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের শূন্য মন্দিরে সেই সব গোমাংস লইয়া রন্ধন ও ভোজন করিয়া অস্থি, চর্ম্ম, রক্ত ও উচ্ছিষ্ট দ্বারা সমস্ত শ্রীমন্দির ও বাড়ী ঘর ছিন্ন ভিন্ন কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়া দিয়া যায়। ফৌজগণ সপ্তাহকাল ঐ বাড়ীতে থাকিয়া স্থানে স্থানে সন্ধান করিয়াও কর্ত্তাদের কোন খোঁজ না পাইয়া নবাব সরকারে

প্রজা পলাতক হইয়াছে বলিয়া রিপোর্ট করে। তখন প্রজা পলাতক হইলে বা মুসলমানধর্ম্ম অবলম্বন করিলে নবাবী খাজনা মাপ হইবার নিয়ম ছিল। সুতরাং পলাতক নিয়মানুসারে খাজনার দাবী তৎকাল পর্য্যন্ত সব মাপ হইয়া গিয়াছিল। ঐরূপ মাপ হইবার পরই স্বর্গীয় কর্ত্তারা শ্রীবিগ্রহ লইয়া পুনরায় নিজ আলয়ে আগমন করিয়া ষোড় বাঙ্গালার, মঠের ও শ্রীশিবলিঙ্গ বিগ্রহদ্বয়ের শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন যবনের অত্যাচার ভয়ে সমস্ত গ্রামই জনশূন্য হইয়াছিল। পল্টনগণ গমনের পর ক্রমে ক্রমে পুনরায় সকলেই স্বস্থানে আসিয়া সমবেত হইলেন। পণ্ডিতগণও সমবেত হইলেন, পরামর্শ এই হইল যে, যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত ও যজ্ঞাদি করিয়া বাড়ী পবিত্র করিতে হইবে। শ্রীমন্দিরে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহকে আর নেওয়া হইবে না, পৃথক্ ঘর প্রস্তুত করিয়া সেই স্থানে তাঁহার সেবা পূজা করিতে হইবে। আর গোহত্যার স্থান যোড় বাঙ্গলা একেবারে ভগ্ন করিয়া গোহত্যা স্থানের কিছু ইষ্টক ও মৃত্তিকাদি খুড়িয়া ফেলিয়া দিতে হইবে। অনুতপ্তচিত্তে খলশীর রাহা রায়গণও শেষে আসিয়া উক্ত স্বস্ত্যয়ণ কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। যথা বিধান সেই সমস্ত কার্য্য নিষ্পন্ন হইল। সেই যোড়বাঙ্গলার সান্নিধ্যেই এক্ষণে একখানি টীনের ঘর উঠান হইয়াছে, উহার চতুষ্পার্শে ও মৃত্তিকা গর্ভে বহু প্রাচীন ইষ্টক খণ্ড প্রোথিত অবস্থায় এখনও পাওয়া যায়।

এক্ষণে রাজা কালিকাপ্রসাদ দত্তরায়ের শ্রীসর্ব্বমঙ্গলা বিগ্রহ প্রাপ্তির বিবরণ বর্ণনা করিয়াই অদ্যকার মত এই প্রস্তাব শেষ করা যাইতেছে।

শ্রীসর্ব্বমঙ্গলা—পিতল নির্ম্মিত কালী মূর্ত্তি। ইনি পূর্ব্বে কোনও গ্রামে ব্রাহ্মণের বাড়ীতে স্থাপিতা ছিলেন। ব্রাহ্মণ বড় ভক্তিমান; মার সঙ্গে তাঁর কথোপকথন চলিত। মা একদিন ব্রাহ্মণকে বলিলেন—দেখ বাছা, আমার ইচ্ছা হয় প্রত্যহ আমি কৈ মাছের ব্যঞ্জন আহার করি। তুই আমাকে তাহা দিতে পারিবে? ব্রাহ্মণ বলিলেন "মা! আমি দরিদ্র ও ভিক্ষুক, তোমার যেরূপ খাওয়ার লোভ, তাহাতে তোমার ফরমাইস্ যোগান তো আমার কঠিন। শ্রীবাড়ীর রাজা কালিকাপ্রসাদ ভিন্ন মা তোমার এই অভিলাষ আমার পূরণ করা অসাধ্য, আমি রোজ রোজ কৈ মাছ তোমাকে কি প্রকারে সংগ্রহ করিয়া দিব?"

মা বলিলেন—"তথাস্তু—আমি কালিকাভক্ত কালিকাপ্রসাদের বাড়ীই

চলিলাম, তুই আমাকে সেইখানে এই সব বৃত্তান্ত তাহাকে বলিয়া রাখিয়া আয়। তোর সাধনা পূর্ণ হইয়াছে আর তোর কোন অমঙ্গল হইবে না।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "মা! তা তোমার এই সব কথা আমি রাজাকে বলিলে, তিনি ইহা বিশ্বাস নাও করিতে পারেন।" মা বলিলেন "আচ্ছা আজই আমি রাত্রিযোগে স্বপ্নে তাহাকে আমার আদেশ জানাইবে। তুই কল্যই প্রভাতে আমাকে এখান হইতে শ্রীবাড়ী তাহার বাড়ীতে লইয়া যাইবি."

পরে বলা বাহুল্য যথারীতি রাজা কালিকাপ্রসাদ স্বপ্নে মায়ের আদেশ ও আগমন বার্ত্তা জ্ঞাত হইয়া প্রাতে মাতৃ মূর্ত্তি ও বাহকব্রাহ্মণের আগমন প্রতিক্ষায় বাদ্যভাণ্ড সহ অপেক্ষা করিতে ছিলেন। মায়ের আগমন মাত্রেই মঙ্গলবাদ্য সমস্ত নিনাদিত হইল। এই হইতেই মায়ের নাম হইল সর্ব্বমঙ্গলা।

সর্ব্বমঙ্গলার প্রত্যহ কৈ মাছের ব্যঞ্জন ও অন্নভোগ—দত্তরায় বংশে এই কাল পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল। এখন অবস্থার শোচনীয় পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই নিয়মও লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। মাও আর আগেকার মত কথা বলেন না, চাহিয়াও খান না। সে মাও নাই, আর সে ছেলেও নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রিয়নাথ গুহবর্ম্মমজুমদার

বাবু ও মিষ্টার

কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ইংরেজি শিক্ষার বিস্তৃতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশে বাবু শব্দের বৃদ্ধি হইতে চলিয়াছে। চাকুরে কায়স্থ জাতিই প্রথমে বাবু নামে অভিহিত হইতেন। পরে যখন অন্যান্য জাতি আপন আপন পেশা ত্যাগে চাকুরী গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়া জাতীয় পোষাক পরিচ্ছদ ত্যাগ করিলেন, তাঁহারাও বাবু নামের অধিকারী হইলেন। তাঁহাদের প্রতি বাবু সম্বোধন না হইলে রাগিয়া অগ্নিশর্ম্মা হইতেন। ইতর শ্রেণীর লোকেরা বলাবলি করিত—আজকাল কায়স্থেরা বাবু কাঙ্গাল। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, শূদ্র এমনকি বেহারা,

হাড়ী, ডোম, প্রভৃতি যাহারাই চাকুরীতে ভর্ত্তি হউক না কেন, তৎ সমস্তকেই ইতর অশিক্ষিত লোকেরা কায়েথ বলিয়া জ্ঞান করে। সৃষ্টির আদিকাল হইতে কায়স্থগণ আক্ষরিক বিদ্যা শিক্ষা করিয়া চাকুরিতে অবস্থিত থাকায় এখন ত যিনি আক্ষরিক বিদ্যা শিক্ষা করত চাকুরী করেন, তাঁহাকে কায়েথ বলা এক-রকম স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং চাকুরে কায়েথ বাবুর দেখাদেখি অন্য চাকুরে জাতিও কায়েথ বনিয়াছেন।

বাবু শব্দের উৎপত্তি কবে জানিনা, কিন্তু বৃদ্ধিরকাল ইংরেজ রাজত্ব হইতে আরম্ভ। বঙ্গদেশের রাজধানী মহানগরী কলিকাতায় প্রথমতঃ বাবুশব্দের বৃদ্ধি বিস্তৃতি ঘটিয়াছিল। তৎপরে অতি বৃদ্ধি হইয়া পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা জিলায় পদার্পন করে। ঢাকা জিলাকে পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী বলিতে হইবে। বিশেষতঃ ঢাকার মতন চাকুরে লোক বঙ্গদেশের অন্যান্য জিলায় বিরল। ঢাকা হইতে পূর্ব্ববঙ্গের সমস্ত জিলায় ও প্রান্ত সীমায় চট্টগ্রাম জিলা পর্য্যন্ত বাবু শব্দ প্রসার লাভ করিয়াছে। এখনও বঙ্গোপসাগর পার হইয়া সংক্রামক ব্যাধি-রূপে ব্রহ্মবাসীকে আক্রমণ করিতে পারে নাই। পরে যে পারিবে না তাহা কে বলিতে পারে? ব্রহ্মবাসী বাবুত্ব পায় নাই বটে কিন্তু তদ্ধর্ম্ম অনেকটা প্রাপ্ত হইয়াছে। চা পান রুটি খাওয়া অলসতা অকর্ম্মণ্যতা প্রভৃতি বহুতর আছে। তাহা লিখিলে প্রবন্ধ বাহুল্য হইবে। ব্রহ্ম নর নারী পূর্ব্ব অনলস ছিল। এখনও অনেক অনলস আছে।

মুসলমান সমাজে বাবু শব্দের স্থলে 'মিঞা' শব্দ ব্যবহৃত হইত, এখনও হইতেছে। ক্বচিৎ কোন ভদ্র মুসলমানকে বাবু সম্বোধনে সম্বোধিত দেখা যায়। ব্রহ্মের কেডেষ্ট্রাল সার্ভে আফিসে একজন হেড্ কেরাণী ছিলেন। তাঁহার নাম ফতে মহম্মদ। সার্ভে আফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বৃদ্ধ মিঃ লিটন্‌ডিক্ক সাহেব ঐ হেড্ কেরাণীকে 'ফতে মহম্মদ বাবু' ডাকিতেন। ইহার ফল এই হইল যে, অন্য আমলা বা সমধর্ম্মী মুসলমানগণ তাঁহাকে মিঞা সম্বোধন করিলে, তাঁহার রাগ হইত। এজন্য সকলে তাঁহাকে 'বাবু লোভী উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিল। অনেক পশ্চিমা কায়স্থ ব্রাহ্মণ ঐ আফিসে ছিল কিন্তু বাবু বলিতে ফতে মহম্মদকেই বুঝিত বুঝাইত। তাঁহার মূল নাম লোপই হইয়াছিল।

ব্রহ্মদেশে বিস্তর মাদ্রাজি কায়স্থ চাকুরে আছেন। তাঁহাদের মধ্যে উচ্চ চাকুরে মিষ্টার ও নিম্ন চাকুরে বাবু। বঙ্গদেশের সহিত যেমন অপরিচিত ভদ্র-

লোককে সম্বোধন করিতে "মহাশয়" শব্দ প্রয়োগ হয়, মাদ্রাজ ও ব্রহ্মের তেমন দুইটী শব্দ আছে। মাদ্রাজি শব্দটির নাম "আইয়া" এবং ব্রহ্মের শব্দটির নাম "খেইমা" মহাশয়, আইয়া, খেইমা তিনটাই এক অর্থবাচক। তথাপি আইয়া এবং "খেইমার" একটু বিশেষত্ব আছে। কোন মাদ্রাজি যুবককে আইয়া" সম্বোধন করিলে মহাশয় বুঝায় আর মাদ্রাজি যুবতীকে "আইয়া" সম্বোধন করিলে চাকরাণী বুঝায়। তদ্রুপ ব্রহ্ম যুবককে "খেইমা" সম্বোধন করিলে মহাশয় ও যুবতীকে "খেইমা" সম্বোধনে ঠাকুরাণী বুঝায়। বঙ্গ ভাষায় পুংলিঙ্গ মহাশয় স্ত্রীলিঙ্গে মহাশয়া শব্দের মতন ঐ "আইয়া" এবং "খেইমা" শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ বাচক শব্দান্তর নাই।

কলিকাতায় ফেরিওয়ালার নিকট প্রভু ভৃত্য উভয়েই বাবু সম্বোধন লাভ করিয়া থাকে। কলিকাতায় এক প্রভুর নাম রাজকুমার দত্ত এবং ভৃত্যের নাম ষষ্ঠীচরণ খেদমতি ছিল। গোয়ালা দুধ লইয়া আসিবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব সময়ে ভৃত্য ষষ্ঠীচরণ খেদমতি সদর দরজা বন্ধ করিয়া রাখিত। গোয়ালা আসিয়া দ্বারে আঘাত ও ষষ্ঠীবাবু বলিয়া চিৎকার করিত। খিদমদ্‌গার শব্দের অপভ্রংশই খেদমতি লিখিত হইয়া থাকে। কলিকাতায় বাবু শব্দের সার্থকত হৃদয়ঙ্গম করিয়া ষষ্ঠীচরণ মনিবের চাকুরী ত্যাগ করিয়া আপনাকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিল। তাহার বংশের লোকেরা এখন খিদমদ্‌গারী করে না, পাল্‌কিও বহে না। কেহ কেহ লিখা পড়া শিক্ষা করিয়াছে। সকলেই পত্রাদিতে দলীলাদিতে এখন জাতিস্থলে বেহারার পরিবর্ত্তে কায়স্থ, উপাধিস্থলে খেদমতির পরিবর্ত্তে দে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই আকারে ও নানা আকারে বাবু হইতে কায়স্থ গজাইয়া কায়স্থ জাতির সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। এই সুযোগেই ব্রাহ্মণগণ কায়স্থকে শূদ্র বলিতে অধিকতর উৎসাহী ও সাহসী হইয়াছেন।

বাবুর অতি বৃদ্ধি বশতই কায়স্থ বৈদ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে ও হইতেছে—আরো হইবে। ব্রাহ্মণেতর সমস্ত হিন্দু জাতিই পুরোহিতের গোত্র প্রবরে গোত্র-প্রবর বলে, ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। বৈদ্য জাতির ভূতপূর্ব্ব গোলায় ও বর্ত্তমান চাকরাণ প্রজা ও "পাঙ্গচিয়া" 'পুষ্পাঞ্জলী" গণ আপন আপন মনিবের গোত্র প্রবরের বলে এখন বৈদ্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছে—হইতেছে ও হইবার ইচ্ছুক। দ্রুতগতি প্রচার কার্য্য চলিতেছে। ব্রাহ্মণ জাতিই সাহায্যকারী। গুপ্ত সভা সমিতির প্রাদুর্ভাব অনেকই হইয়াছে। ঐ সকল

সভাসমিতির প্রধান কর্ত্তব্য হইতেছে, কায়স্থ বৈদ্যগণের নিন্দাবাদ। কায়স্থ বৈদ্যগণের চাকুরী না করার ধর্ম্মঘটস্থাপন আর নিজেরা কায়স্থ বৈদ্য বলিয়া পরিচিত হওয়া। কায়স্থ বৈদ্যগণের যে সকল সংস্কার আছে, তদ্রূপ সংস্কৃত হওয়ার জন্য ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক উদ্বুদ্ধ হইতেছে। ঐ কার্য্য তাহাদের বিধবা স্ত্রীলোকগণই বিশেষ অন্তরায় হইয়াছে। কোনমতে কলে, কৌশলে, বলে, ধমকে বিধবাগণের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি ও রসনা সংযত করিতে পারিলেই কৃতার্থ হইব মনে করে। যতদিন বিধবাগণের মধ্যে মাংস লোভে রসনা হইতে লালা নিঃসৃত হইবে ততদিন অকায়স্থ অবৈদ্যগণের কায়স্থ বৈদ্য হইবার আশা সুদূর পরাহত।

বাবুর অতি বৃদ্ধি সময়ে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাবু নামক জীবের দশাবতারের বর্ণনা করিয়াছিলেন। অসুর বধের জন্য ভগবান দশবার পৃথিবীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন যথা—

"মৎস্যঃ কূর্ম্মঃ বরাহশ্চ নরসিংহশ্চ বামনঃ।
রাম রাম রামশ্চৈব বৌদ্ধঃ কল্কিশ্চ দশমঃ।"

তিন রাম অর্থাৎ পরশুরাম, দাশরথী শ্রীরাম আর বসুদেব পুত্র বলরাম। ভগবান যেমন অসুর বধ করিয়াছিলেন তখন বাবুগণের বধ্য জীবের বর্ণনাও আছে। তাহার বর্ণনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে বিধায় ক্ষান্ত হওয়া গেল। বিশেষতঃ বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থ পাঠ করেন নাই এখন বাঙ্গালী শিক্ষিত বালক, যুবক, বৃদ্ধ কেহই নাই সুতরাং ঐ বিষয় পুনরুক্তি করা বাহুল্য হইবে।

স্বর্গীয় বঙ্কিমবাবু সর্ব্বজন মান্য বিদ্বান জ্ঞানবান বুদ্ধিমান ছিলেন বটে কিন্তু আর্য্য ঋষিগণের মতন ভবিষ্যদ্দর্শী ছিলেন না। তিনি যদি ভবিষ্যদর্শী হইতেন বাবুর দশাবতারের ভবিষ্যৎ ফল আপন প্রবন্ধে সন্নিবেশ করিয়া রাখিতেন। তিনি তাৎকালিক বাবুগণের চরিত্র ও ব্যবহার দৃষ্টে প্রবন্ধ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ভবিষ্যতে যে অবাবুর দল বাবু প্রস্তুত হইবে তাহা তিনি কল্পনা করেন নাই। বাবুর দল যে উত্তরকালে বাবু ত্যাগী মিষ্টার প্রয়াসী হইবে, তদ্বিষয় চিন্তা করিবার অবসর তাঁহার ঘটে নাই।

পুরাতন ব্যাকরণকার ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী, কায়স্থের কায়স্থনী, চাকরের চাকরাণী, মেথরের মেথরাণী সাব্যস্ত করিয়াছেন কিন্তু বাবু শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ বাচক শব্দ সাব্যস্ত করেন নাই। কেননা বাঙ্গালা ব্যাকরণ রচনা

সময়ে বাবু শব্দ ব্যবহৃত হইত না। ব্যাকরণকার বাবু শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ বাচক শব্দ নির্ণয় না করিলেও ভাষায় পূর্ণায়ব সম্পাদন জন্য রহস্যপ্রিয় কবিগণ বাবু শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে 'বাব্বী' লিপি করত ভাষা অসম্পূর্ণ রাখেন নাই। দুঃখের বিষয় যে 'বাব্বী' শব্দ সর্ব্ববাদী সম্মত নহে। অনেকে বাবুরাইলও বলে।

বাবু শব্দের স্ত্রী লিঙ্গ বাচক শব্দ লইয়া এত টানা হিচরার কারণ বাবুগণের অলসতা অকর্ম্মন্যতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সমস্ত ঐ বাব্বী বা বাবুরাইলগণ অধিকার করিয়াছেন বলিয়া। এই বাবু বাব্বীগণই হিন্দুর সোনার সংসার শ্মশানে পরিণত করিয়াছেন। হিন্দুর সংযম সদাচারকে লাঠির আঘাতে তাড়াইয়াছেন। নানাপ্রকার আধি ব্যাধিকে আহ্বান করত আসন প্রদান করিয়াছেন। যে কয়েকজন বাবুর স্ত্রী বাব্বী বা বাবুরাইল না হইয়া গৃহলক্ষ্মীরূপে গৃহস্থালী করিতেছেন, তাঁহারাই হিন্দু নামের অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছেন।

বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান 'বাবু' 'মিঞা', মাদ্রাজী 'আইয়া' ব্রহ্মবাসী 'থেইমা' গণের মধ্যে বহুতর বিলাত ফেরত নানা চাকুরে ও ব্যবসায়ী আছেন। ইহাঁরা বিলাত যাইবার পূর্ব্বে বাবু, মিঞা, আইয়া, থেইমা ছিলেন। বিলাত হইতে আসিয়া পূর্ব্বের সেই বাবু, মিঞা, আইয়া, থেইমায় আর রুচি নাই। মিষ্টার সম্বোধনের রুচি হইয়াছে। তাঁহাদিগকে মিষ্টার সম্বোধন না করিলে, তাঁহারা অপমান মনে করেন। স্থল বিশেষ সম্বোধনকারী দণ্ড প্রাপ্তও হইয়া থাকে। অনেক স্থলে তিরস্কাররূপ দণ্ডই অনেকে প্রাপ্ত হইয়াছে প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে।

বাবুসাহেব মিঞাসাহেব প্রভৃতি সম্বোধনে অনেকে সন্তুষ্ট হন বটে, যদি সেই সঙ্গে নাম উচ্চারণ না হয়। নাম উচ্চারণ করিতে হইলেই মিষ্টার প্রয়োগ করিতে হইবে। নচেৎ ভাষার অঙ্গহানী রূপ অপরাধ সম্বোধন কারীর সংঘটিত হয়।

বঙ্কিমবাবুর বর্ণিত বাবুর দশাবতারের স্থলে বর্ত্তমান সময়ে বাবুর দ্বাবিংশাবতার হইতেও অতিরিক্ত দেখা যাইতেছে। বাবুগণ কেবল অসুর বধে নিযুক্ত নহেন। তাঁহারা চাহেন সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম আচার ব্যবহার পবিত্রতা তাড়াইয়া সর্ব্বজাতি সমন্বয়ে একীকরণ। ভারতে পৃথক পৃথক জাতি ধর্ম্ম থাকা বাবুগণের ইচ্ছা নহে। সেইদিন দেখিলাম ডাক্তার

গোরের বিবাহবিল ভোটাধিক্যে সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হইয়াছে। ঋষি প্রণীত বিবাহ বিধি বাবুগণ মানিতে নারাজ।

অধিক কথা বলিবার অবসর নাই। এই মাত্র বলিতেছি যে মুসলমানগণ একধর্ম্মী একাচারী হইয়া ও বহুদিন হইতে সিয়াসুন্নিতে বিবাদ চলিতেছে। ইউরোপীয়গণ এক ধর্ম্মী একাচারী হইয়া ও রোমান ক্যাথলিক প্রোটেসণ্টাণ্টে মনের মিল নাই। আপন আপন বা সম্প্রদায়গত স্বার্থ ত্যাগ করিতে না পারিলে একধর্ম্মী একাচারী হইলেও লাভ নাই। গত ইউরোপীয় যুদ্ধে তুরস্ক ব্যতীত আর সকলই ত একাচারী খৃষ্টান তবে কেন অসংখ্য প্রাণ নষ্ট হইল? বাবুদের যদি চৈতন্য থাকিত তবে দেখিতেন যে হিন্দুরা ত্যাগী হইলে সকলের সহিত সম চারী হইয়া থাকে। জীব'ত তুচ্ছ কথা ত্যাগীগণের পক্ষে চন্দন বিষ্ঠা সম জ্ঞান। স্বার্থ বজায় রাখিয়া আচার ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া বাবু সাজিয়া, তৎপর বাবু হইতে উপরের সিড়ির মিষ্টার সাজিয়া কোন ইষ্টসিদ্ধি করিতে পারিবেন না।

কবিগণ বলিয়া গিয়াছেন—প্রথম পূর্ব্বরাগ তৎপরই আসঙ্গ লিপ্সা হইয়া থাকে। বাবু ও মিষ্টার তৎবৎ। প্রথমতঃ বাবু না হইলে তৎপর মিষ্টার হওয়া চলে না। আগে বাবু হইয়া বা সিগারেটপান সাহেবী পোষাকে সজ্জিত হইয়া সাহেবী টোনে কথা বলে, তৎপরই মিষ্টারীর আকাঙ্ক্ষা। এ সম্বন্ধে একটী গল্প আছে তাহা নিম্নে প্রকাশ করা হইল।

এক ব্রাহ্মণ যুবক ইংরেজি শিখিয়া হ্যাট কোট পরিয়া সরকারী চাকরী করিতেন। তাঁহার গ্রামবাসী একজন অশিক্ষিত ইতর লোক একদিন সহরে গিয়া রাস্তায় তাঁহার সাক্ষাৎ পায় ও বলে ঠাকুর মহাশয় প্রণাম হই। ব্রাহ্মণ যুবক রাগিয়া বলেন—তোমার এইরূপ বে-আদবী কেন? আমার সরকারী চাকুরীর পোষাক হ্যাট কোট দেখিতেছ, আমাকে বাবু বলিতে হয়, আপনি বলিতে হয়। তাহা না বলিয়া ঠাকুর মহাশয় সম্বোধন করায় রাস্তায় ভদ্রলোকেরা কি মনে করিবে? গ্রাম্য উমীলোক তাঁহার কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না বলিল—

"দেবং দৃষ্ট্বা দ্বিজং দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বাতু জাহ্নবী জলং।
প্রণম্যঞ্চ ন কুর্ব্বন্তি হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতং।

ব্রাহ্মণ বলিলেন—তোমার পুরাতন বচন প্রমাণ রাখিয়া দেও ব্রাহ্মণগণ এরূপ ও আরো বহুরূপ বচন প্রবচন ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়াই ত

ভারতের শক্তি হ্রাস করত ভারতকে অধঃপাত দিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ বাধা জন্মাইয়া ব্রাহ্মণেতর দ্বিজাতিকে সংস্কৃত উন্নত হইতে না দেওয়াতেই তাহারা শক্তি সঞ্চয় করিতে না পারিয়া ভারতের এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। ক্ষাত্র শক্তির অভাবে আমরা অন্য পন্থা আবিষ্কার করিতেছি তাতেই ভারত উদ্ধার হইবে। এখন আমাকে বাবু বলিবে। দুদিন পরে সাহেব বলিবে। তৎপর অন্যান্য লোকে পত্রাদি লিখিতে মিষ্টার চাকরটী লিখিবে।

মুসলমান আমলে প্রথম হইতেই একে অন্যকে সাহেব বলিত। কুতবুদ্দিন বক্তিয়ার খিলিজিকে সাহেব সম্বোধন করিতেন ইতিহাসে দেখিতে পাই। ভারতীয়গণ মুসলমান ভদ্রলোককে সাহেব সম্বোধন করেন। তখন অর্থাৎ ইংরেজ আগমনের পূর্ব্বে কেহই মিষ্টারাকাঙ্ক্ষী ছিলেন না। এখন কি হিন্দু কি মুসলমান প্রথম বাবু মিঞা তৎপর সাহেব হওয়ার আকাঙ্ক্ষী। পূর্ব্বেই লিখা হইয়াছে সাহেব না হইলে মিষ্টার হওয়া যায় না।

এরূপ ক্রমোন্নতি বা ক্রমাধোগতি হইয়াই বঙ্গীয় কায়স্থগণ ও ভারতীয় কায়স্থগণ মিষ্টার হইয়াছেন ও হইতেছেন ও হইবার চেষ্টাবান। এখন প্রকৃত কায়স্থগণ ও কৃত্রিম কায়স্থগণ সকলেই প্রথমতঃ বাবু তৎপর সাহেব তৎপর মিষ্টার হইতেছেন। আর ভারতীয় যে জাতিই হউন না কেন বিলাত ফেরত হইলেই মিষ্টার হন।

ভারতীয় উচ্চ নীচ বহু জাতীয় লোক খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহা অনেকে বিদিত আছেন। তাহার মিষ্টার ও সাহেব হইতে কোন বেগ পাইতে হয় নাই। খৃষ্টান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সাহেব মিষ্টার সম্বোধনে সম্বোধিত হইয়া থাকে। যাহারা প্রথমতঃ বাবু, তৎপর সাহেব, তৎপর মিষ্টার হইয়া ভারত উদ্ধারের ইচ্ছুক, তাহারা ভারতীয় খৃষ্টানদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, তাহাদের অবস্থাটা একবার পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য। তাহাদের উন্নতি কতদূর অগ্রসর হইয়াছে সম্মুখে আর কতদূর হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহা চিন্তা করা বাবু সাহেব, মিষ্টারগণ বিশেষ মতেই আবশ্যক। পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মী মাদ্রাজী, বিলাত ফেরত মাত্রেই মিষ্টার হইয়া থাকে। তাহাদের আইয়া ও খেইয়া একেবারেই লুপ্ত হইয়া যায়। তাহারাও কতদূর উন্নত হইয়াছ বিচার্য্য বিষয়।

এখন বাবুতে, সাহেবেতে, মিষ্টারেতে ভারত ভরপুর। ইহাঁরা মনে

করেন এই সংখ্যা এখনও অসম্পূর্ণ। আশানুরূপ হয় নাই। যখন ভারতবর্ষ ইউরোপীয় ধর্ম্মাচার সভ্যতা পূর্ণাধিকার করিবে তখনই ভারত উদ্ধার হইবে। এই ভারত উদ্ধার যে কি রকম তাহা আমাদের বুদ্ধির অতীত বিধায় তদালোচনায় নিবৃত্ত হওয়া গেল। বাবুদলের অনেকে গীতা বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের স্মরণ ও তৃপ্তির জন্য বলি এই ভারতবর্ষেই ভগবান অবতীর্ণ হইয়া বলিয়াছিলেন—

"ধর্ম্মসংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

অতএব ভারতের উদ্ধার পতন বাবুদের আয়ত্তাধীন নহে। বাবুদের আয়ত্তাধীন নহে। বাবুদের শোভনীয় উক্তি "যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" তাহা না বলিয়া কেবল হাম্ বড়া হাম্ বড়া চিৎকার করা ক্লেশ বৃদ্ধিকর মাত্র।

সাহেবী খানা পিনায়, সাহেবী সম্বোধনে, সাহেবী পোষাক পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া ভারত উদ্ধার করার কল্পনা বাবুদের আকাশ কুসুমমাত্র। বাবুরা যদি ভারত উদ্ধার করিতে চাহেন সাধু সজ্জনের আদেশে ও উপদেশানুযায়ী চলিতে প্রস্তুত হউন। বিলাসিতা ত্যাগ করুন, সহিষ্ণুতা অর্জ্জন করুন, পৈতৃক ধর্ম্ম আচার ব্যবহারে নিষ্ঠাবান হউন তাহাতে একতায় সৃষ্টি পুষ্টি বৃদ্ধি হইবে। নতুবা অন্য শত সহস্র উপায়েও ভারত উদ্ধার হইবে না।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ে এই বিশাল ভারতবর্ষে সমস্ত জাতি হইতে কায়স্থ জাতির সংখ্যা অধিক। বিশাল বঙ্গদেশেও অন্যান্য সমস্ত জাতি অপেক্ষা শিক্ষিত কায়স্থ জাতি অধিক। বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতবর্ষের আর কুত্রাপি অকায়স্থগণ কায়স্থ বলিয়া পরিচয় প্রদান করে না। বঙ্গদেশের মধ্যেও পশ্চিমবঙ্গাপেক্ষা পূর্ব্ববঙ্গের অকায়স্থগণ কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিতে বেশী উৎসাহি। পূর্ব্ববঙ্গের বহুতর বহিঃশূদ্র, আদিশূদ্র ও সেবাধর্ম্মী শূদ্র, বেহারা, সূতার প্রভৃতি জাতি আপনাদিগকে কায়স্থ জ্ঞাপন করেন। পূর্ব্ববঙ্গের অকায়স্থগুলিকে বাদ দিলেও মূল কায়স্থ জাতি অন্যান্য জাতি অপেক্ষা সমধিক হইবে। ব্রাহ্মণ জাতির কায়স্থ বিদ্বেষ ইদানীং বড়ই বৃদ্ধি হইয়াছে। তাহাতে অনেক অকায়স্থ জাতি কায়স্থ বলিয়া ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইতেছে। যেই জিলায় যে অকায়স্থ জাতি আপনাকে কায়স্থ বলিয়া বিজ্ঞাপিত করুক না কেন সেই জিলাবাসী সেই অকায়স্থকে ধরিয়া লইতে পারিবে কিন্তু ভিন্ন জিলার লোকে সেরূপ ধরিতে অক্ষম।

জিলাবাসী লোকের পক্ষে অকায়স্থকে ধরা অতি সহজ। পূর্ব্বপুরুষীয়

আচার ব্যবহার, বর্ত্তমান আচার ব্যবহার, পুরাতন ও আধুনিক বৈবাহিক রীতি প্রভৃতি দৃষ্টি করিলেই অকায়স্থ বাছিয়া লওয়া যায়। পূর্ব্ব-পশ্চিম বঙ্গের প্রত্যেক জিলায় মূল কায়স্থগণ হিংসাদ্বেষ রহিত হইয়া লোভ সম্বরণ করিয়া নিরপেক্ষভাবে যদি আপন আপন জিলায় একটী মূল কায়স্থ তালিকা প্রস্তুত করেন তবে বিনা কষ্টেই বঙ্গদেশের একটী কায়স্থ তালিকা বা কায়স্থ আদম সুমারী প্রস্তুত হইতে পারে। এক একটী গ্রামের পাঁচজন লোক একত্র হইলেই কার্য্য সমাধা হইবে। অথবা এমন স্থান আছে সেই পাঁচ জন লোকে দশ গ্রামের তালিকাও প্রস্তুত করিতে পারিবেন।

বর্ত্তমান সময়ে একটী কায়স্থ তালিকা বঙ্গদেশে প্রস্তুত হওয়া একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। নতুবা হুহু শব্দে কায়স্থজাতির সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে। অকায়স্থগণ যেরূপভাবে কায়স্থ গজাইতেছে আর ব্রাহ্মণগণ তাহাতে যেরূপ-ভাবে জলসেক দিতেছে কায়স্থ সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া অনিবার্য্য।*

পূর্ব্ববঙ্গের ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, কুমিল্লা, নওয়াখালি, চট্টগ্রাম এই পাঁচটী জিলায় বৈদ্যগণেরও এই কায়স্থবৎ দশা ঘটিয়াছে। বিস্তর অবৈদ্য জাতি বৈদ্য পরিচয় দিতে আরম্ভ করিয়াছে। তত্তৎদেশীয় বৈদ্যগণ যদিও এই বৈদ্য বলিয়া পরিচিত অবৈদ্যগণকে চিনেন ও জানেন কিন্তু ভিন্ন জিলাস্থ বৈদ্যগণের এই সকল অবৈদ্যকে চিনা ও জানার কোন সুযোগ নাই বরং কষ্টকর। ইহাতে পানভোজনের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিতেছে। অল্প কতিপয় বৎসর হইতে অকায়স্থ ও অবৈদ্যগণ কায়স্থ বৈদ্যের উপাধি গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের পুরাতন উপাধি বর্জ্জন করিয়াছে। অনেক সময় আদালতে এই উপাধি বিভ্রাটের রহস্য হইয়া থাকে। এক মোকদ্দমার দলীলে রাধাচরণ দস্তিদার পিতার নামের স্থানে শিবকান্ত দে দৃষ্ট হইলে কিরূপ রহস্য হয়, পাঠকের অনুমেয়।

---

* লেখক মহাশয় সম্ভবতঃ আদম সুমারীর বিবরণী পুস্তিকা দেখিবার সুযোগ পান নাই তজ্জন্যই পুনঃ পুনঃ কায়স্থ জাতি বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করিতেছেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার এই, কায়স্থ বৃদ্ধির ধারণা সম্পূর্ণই ভ্রম সঙ্কুল—কায়স্থ বৃদ্ধি হওয়া ত দূরের কথা, কায়স্থের ন্যায় অন্য কোন জাতি এরূপ ভীষণ ভাবে ধ্বংস হইতেছে না। গত ৫০ বৎসরের অনুপাতে কায়স্থ কত কমিয়াছে তাহা যদি দেখিতেন, নিশ্চয়ই প্রতিকারের জন্য লেখনী অন্য প্রকারে পরিচালিত করিতেন। কাঃ সঃ সং

এক সময় ভারতবর্ষ ক্ষত্রিয় জাতিরই আয়ত্তাধীন ছিল। তাঁহারাই ত্রিধা বিভক্ত হইয়া ভারতবর্ষীয় জনগণকে শাসন পালন রক্ষণ করিতেন। তখন কাহারো উচ্ছৃঙ্খল হইবার সাধ্য ছিল না। সকলেই সংযত ছিল। এখন আর সেদিন নাই। সেদিন পুনঃ আসিবেও না। বর্ত্তমান যুগ-কালোচিত সুখে শান্তিতে কিরূপে থাকা যায় ভারতীয় মনীষিগণের তাহাই চিন্তা করিয়া স্থির করা আবশ্যক। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যাহা বুঝিয়াছি তাহা উপরে লিপিবদ্ধ করিলাম। আমার বিশ্বাস আছে বিদ্বান বহুদর্শী মনীষিগণ ইহাপেক্ষা ভাল উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিবেন। এইজন্যই মনের ভাব সাধারণ্যে নিবেদন করিলাম।

যদি ভগবানের কৃপায় বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণের একটী তালিকা প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে পরস্পরের সাহচর্য্যে ও সাহায্যে সকলেই সংযত সদাচারী হইতে পারিবেন। সত্য বটে এখন ধর্ম্ম লইয়া টানাটানি হইতেছে, তা বলিয়া জাতি লইয়া টানাটানি হওয়ার কোন কারণ দেখিতেছি না। ধর্ম্ম লইয়া যে টানাটানি তাহা কেবল হিন্দুধর্ম্মের মধ্যেই নিবদ্ধ। মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ধর্ম্ম লইয়া কোন গোলই নাই। হিন্দুগণের সংযম সদাচারই বিলাসী বাবুদের বালাই হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের বিভিন্ন শাখামত বাবুগণ হিন্দুত্ব বজায় রাখিয়া অভিলষিত ফল লাভ করিতে অনায়াসে পারেন। পুরাতন বৈদিক, তান্ত্রিক, শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, বৈষ্ণব দলে প্রবেশ করিবার অভীষ্ট সিদ্ধিও করা যায়, হিন্দুত্বও রাখা যায়। তাহা অবলম্বন না করিয়া আধুনিক সন্ত, পঞ্চাশনী, জগদানন্দী প্রভৃতির মত গ্রহণ করিয়া সামাজিক কেলেঙ্কারীর সৃষ্টি করার কারণ কি? প্রবঞ্চনার আশ্রয় গ্রহণ করার কারণ কি? ইহারা ইদানীন্তন কালের মনুষ্য। মানুষ মানুষকে তরাইতে পারে কি? যাহাদের মনে মুখে কার্য্যে ব্যবহারে সমান নহে তাহারা প্রবঞ্চক ভিন্ন আর কি হইবে?

"পরধর্ম্মো ভবেত্ত্যজ্যা স্বরূপা পরদারবৎ,
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।"

অতএব স্বজাতীয়সকল সুধী সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণকে বিনীত অনুরোধ সকলেই নানা ধর্ম্মের বিটলামী হইতে অপসৃত করিয়া আপন আপন পৈতৃক ধর্ম্মানুযায়ী সংযত হইয়া পৈতৃক আচার ব্যবহার অব্যাহত রাখুন ও স্বজাতীয়-গণের ভবিষ্যত মঙ্গলসাধনে ব্রতী হউন। শাস্ত্রাদিষ্ট সংযম সদাচাররূপ অগ্নিতে সকল পাপ ভস্মীভূত হইবে। কায়স্থ জাতির একতা স্থাপিত হইবে।

আলিবর্দ্দী খাঁ যখন বাঙ্গালার নবাব ছিলেন, মুরসিদাবাদের একজন প্রৌঢ় পণ্ডিত ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার বন্ধুতা হয়। নবাব তাহাকে পিতৃবৎ মান্য করিতেন। এহেতু অন্তঃপুরে ব্রাহ্মণের যাতায়াত ছিল। একদা নবাবের ২২-২০-১৮-১৬ বৎসর বয়স্কা চারিটী মেয়ে ও নবাব বসিয়া আছেন। বড় মেয়েটীর নাম ঘাসিটী। সে বড়ই মুখরা ছিল। এমন সময় ব্রাহ্মণ অন্তঃপুরে উপস্থিত। মেয়ে চতুষ্টয় কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া ব্রাহ্মণ আসন গ্রহণ করত বলিলেন, জাঁহাপনা! আপনাকে বিমর্ষ ও চিন্তাযুক্ত দেখিতেছি কেন? উত্তরে নবাব বলেন—মেয়ে চতুষ্টয় বয়স্কা হইয়াছে, তাহাদের বিবাহ চিন্তায় মগ্ন আছি। ব্রাহ্মণ বলিলেন, আমি আপনার আশ্রিত প্রতিপালিত, ইহারা চারিজনকে আমাকে সম্প্রদান করত নিশ্চিন্ত হউন। বিবাহের কথায় মেয়ে ৩টী লজ্জিতা হইল। ঘাসিটী বলিল, "ঠাকুর দাদা! আমাদিগকে বিবাহ করিলে যে তোমার জাতি যাইবে? ব্রাহ্মণ বলিলেন, জাতি স্থিরতর রাখিয়া বিবাহ করার উপায় আছে। তোমার মস্তক মুণ্ডন করিয়া বৈষ্ণবী করিব। তাহাতে বিবাহ সিদ্ধ হইবে, জাতিও যাইবে না। নবাব হাস্য-পরিহাসান্তর ব্রাহ্মণকে বিদায় দিলেন।

হিন্দুগণ আপন ধর্ম্মে স্থিরতর থাকিয়া সকলপ্রকার বৈদিক, তান্ত্রিক ক্রিয়া করিতে পারেন, অনর্থক বেদাচার বহির্ভূত সন্ত, পঞ্চাশনী প্রভৃতি প্রবঞ্চনামূলক ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া বিনা কর্ম্মে উদ্ধারের চেষ্টা করিবেন না। কর্ম্ম সাঙ্গ হইলেই কর্ম্মাতিত হওয়া যায়। দৃষ্টান্ত ৺ত্রৈলঙ্গ স্বামী।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র বিশ্বাস।

রথেষ্টন ও ভস্ত্রীয়োস্কীয়

(সুপুর) সংঘশ্রী—নব সংঘারাম।

পুঃ		স্ত্রী	পুঃ		স্ত্রী
অথর্ব্বণ	...	লক্ষ্মী	১ম পঃ	...	রামলাল ভকত রাম
রথেষ্টন	...	চমৎকার	২য় পঃ	...	পিটার
ভস্ত্রীয়োস্কীয়	...	বিজয়া	৩য় পঃ	...	বেস্কট নায়ার
হুইটস্	...	নিস্তারিনী	নদী গর্ভ হইতে		
			১ম পুঃ—		
			নব-অলক্ষ	...	মহম্মদ হোসেন

প্রথম অধ্যায়।

অথর্ব্বণ—পুরোহিত
রথেষ্টন—যোদ্ধা
ভস্ত্রীয়োস্কীয়—কৃষিজীবী
হুইট্‌স—শ্রমজীবী
ও কৃষিজীবী

"ননদিনি, কদ্দিন থাকে বা মানুষ সহরে ?
ওসে গিয়েছে সেই ভাদর মাসে
এ যে আবার ভাদর ফিরে আসে
দিদি যারাই ছিল পরবাসে সবাই ত এল ঘরে ;
ও তার হাতের ছাওয়া নতুন ঘরে
এখন দেবতা লাগলেই পানি পড়ে,
ওসে গোঁজা দেওয়া টিক্‌ছে না আর
এ কাল বছরের বাদরে—
তবু কেমন বেহুস্ মানুষ সেকি ফিরে আমার নাম করে।
কদ্দিন থাকে বা মানুষ সহরে ?"

(প্রতিভা, ১৩১৬ ফাল্গুন)

সে দেশটা খুব জানা শুনা ছিল, এখন বেজায় অজানা হয়ে গিয়েছে। ভুলেও খোজখপর লওয়া হয় না। স্বপ্নেও আর সে দেশটার দেখা পাই না। একটু একটু মনে পড়ে, সে দেশটার ধারে একটা প্রকাণ্ড পর্ব্বত, আর তার পাশেই একটা নদী, আর সেই নদীর দু' ধারে ঘাস ঢাকা তেপান্তর মাঠ। সে মাঠের কুলকিনারা নাই, সেই অকুল মাঠের সঙ্গে যেখানে নীল আকাশটা ঠেকে গিয়েছে, সেই কুলের গা ঘেসে প্রতিদিন সকালবেলায় রাঙ্গা রবি লাফিয়ে লাফিয়ে উঠত, আবার সমস্ত দিনটার উপর দিয়ে হু হু করে দৌড়ে, অপর ধারের অকূলের কূলে সবুজ মাঠের গায়ে নীল আকাশ ছেড়ে অন্ধকারে ডুবে যেত !

তখন সেখানে আমরা দুজন ছিলাম। সেই কালজলের তীরে, সবুজ মাঠের মাঝে, একটা কুলের গাছ ছিল, সেই স্নেহের কোলে আমাদের কুঁড়ে ঘরখানি মাথা উচু করে থাকত, আর আমরা দু'জনে সেই ঘরের ভিতর থাকতাম।

সূর্য্য উঠত ডুবত, চাঁদ উঠত, বাসাত বইত, বৃষ্টি হ'ত, বন্যা হ'ত, ঝড় উঠত, আমরা তাদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতাম। তারা আমাদের সঙ্গে মিলে-মিশে যেত আসত।

তারাই হেসে হেসে আমাদিগকে কত কি দিত, তাদের দেওয়া জিনিষ আমাদের ঘরে অফুরন্ত হয়ে থাকত !

অজানা অকূল মাঠের কি জানি কোন কূল থেকে হরিণ আসত, ছাগল আসত, সেগুলো আমাদের গা ঘেঁসা হয়ে থাকতে ভালবাসত। তখন তারাই আমাদের পাড়াপড়সী হয়েছিল। একদিনও ছাড়া থাকত না। আমরা দু'জনে তাদের সঙ্গে খেলা করতাম, তারাও খেলা না করে তাদের অকূলের অজানা যায়গায় যেত না। ফিরে যাবার সময় ফিরে তাকাত না, ফিরে আসবার সময় দূর হ'তে তাকাতে তাকাতে আসত।

সে অনেক দিনের কথা—অনেকদিন চলে গেছে, তবু সেকালের দিনগুলো ঘুরে ঘুরে নিত্য নূতন হয়ে আজও আসছে যাচ্চে। তখন যেমন আসত যেত এখন তেমনি আসছে যাচ্চে। কিন্তু তখন যেমন অকূল তেপান্তর মাঠের কূল থেকে নীল আকাশের গা বেয়ে উঠত এখন আর তেমন ওঠে না। তেমনধারা কাল জলভরা নদীর কুল কুল গানের তালে তালে হু হু করে বাসাত বয় না, সেই বাসাতের উপর দিয়ে, নীল আকাশের গায়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চাঁদের

হাসিমুখ দেখা যায় না। আর যারা আমাদিগকে না দেখলে থাকতে পারত না, তারাও আর আসে না!

আমাদের ছাড়াছাড়ি দেখে, তারা বুঝি আড়ি করে দেখা দেয় না! তারা চায় দু'জনকে, আমি এখন একলা, তাই হয়ত তারা আর আমাকে ভালবাসে না—চায় না!

তখনকার দিনগুলি বড়ই সুখের ছিল, আর খুব ছোট ছিল। এখন দিন যতই যাচ্চে ততই যেন বড় হয়ে উঠছে, যেতে চায় না, ফুরুতে চায় না। আমিও যেমন বড় হয়ে উঠছি, দিনও তেমনি বড় হয়ে উঠছে! আমারও প্রাণের ভিতর আকুলি বিকুলি করছে—দিনেরও বুঝি তেমনি করছে!

আমিও একা, দিনও একা,—যেদিকে দেখি, সেইদিকেই একার মধ্যে ডুবছে উঠছে! একার জ্বালার অস্থির হ'য়ে উঠছি! বুকটা ধড়্‌ফড়্‌ করছে—সেও বুঝি একা বলে ধড়ফড় করছে!

আমার মত অনেক রয়েছে কিন্তু তারা যে সবাই একা তা আমি বেশ বুঝতে পারছি; তারাও হয় ত বুঝছে, কি নাও বুঝছে তার খোজখবর কেউ রাখতে পারছে না। আমি রাখতে চাই, পারি না। হয় ত তারাও পারে না।

ঐ যে একা একজন কে আসছে নয়? একাই ত, আচ্ছা আসতে দাও, এখানে এলে যদি দুটোর মত কিছু হয়ে উঠে! কাছেই এসে পড়েছে, খুব নিকটে এল যে, তুমি কে গা—

আগন্তুক—আমি 'অথর্ব্বণ', তোমাকে একা দেখে এদিকে এলাম, অন্যায় হয় নি ত?

একা—না না অন্যায় হয় নি. তুমিও দেখছি একা!

অথর্ব্বণ—হাঁ ঠিক অনুমাণ করেছ, আমি নিতান্তই একা—একাই ভাল!

একা—যদি একাই ভাল, তবে এখানে কেন?

অথর্ব্বণ—ভুল হয়েছে, একা ভাল নয়—তুমি কি বল?

একা—আমিও বলি একা ভাল নয়।

অথর্ব্বণ—তা হলে তোমার মতের সঙ্গে আমার মতের মিল হয়েছে?

একা—মিল কৈ হ'ল, এখন যে তোমার কথার মিল হয় নি।

অথর্ব্বণ—হাঁ ঠিক বলেছ, দু'জন ছিলাম কিনা, একা হয়ে মনে ঠিক করেছিনু—একাই ভাল। এখন দেখছ সেটা ঠিক নয়।

একা—আচ্ছা—ঠিক মিলবে, আমরাও দু'জন ছিলাম, কিন্তু একা হয়ে অবধি একা যে ভাল না, তা অনুভব করছি—তুমিও দেখছি সে অনুভব করেছ। এখন যাবে না থাকবে?

অথর্ব্বণ—না, আর যাওয়া হবে না, থাকতেই হল।

একা—বেশ কথা।

অথর্ব্বণ—তোমার নামটা কি?

একা—আমি 'রথেষ্টন'।

অথর্ব্বণ—বাঁচা গেল! যা খুঁজছি তাই মিলেছে।

রথেষ্টন—হারাণ কিছুর কি সন্ধান পেলে নাকি?

অথর্ব্বণ—হারায়নি কিছু, যা পেলে দিনগুলো সুখের হবে তাই পেয়েছি।

রথেষ্টন—সুখের দিনগুলো ভারি ছোট, অত ছোট জিনিষ পাওয়ার জন্য তুমি ব্যাকুল কেন?

অথর্ব্বণ—ছোটও নয় বড়ও নয়—সত্তিকার জিনিষ রথেষ্টন!

রথেষ্টন—কোন কিছু কি সত্তিকার আছে নাকি?

অথর্ব্বণ—সত্তিও নেই একেবারে যে মিথ্যে তাও নেই।

রথেষ্টন—তুমি কি অকুলের কূলে সূর্য্য ওটা দেখেচ, অকুল নীল আকাশের বুকের উপর চাঁদের হাসি দেখেছ! নদীর গানের সঙ্গে বাতাসের নাচ দেখেছ?

অথর্ব্বণ—সেইটাই হারিয়েছে কিনা, তার খোজেই ত বেরিয়েছি। দেখ্‌ছি তুমিই তার সন্ধান জান, কত কাহাকে জিজ্ঞাসা করেছি, কেউ আগেকার অকূলের কূলের সূর্য্য ওঠার কথা বলতে পারে নি।

রথেষ্টন—তুমিই বুঝি আমার মুখে সে খবর পেলে, বেশ কথা তবে বস, একটু বিশ্রাম করে না হয় অকূলের কূলে চলে যেয়ো।

অথর্ব্বণ—ঐ যে কে আসছে নয়?

রথেষ্টন—ও তোমার মতই আসছে, এই দিকেই আসছে, তা আসতে দাও, হয়ত ও তোমার মত অকূলের কূল খুঁজতে বেরিয়েছে! দেখ দেখি, সোজা না এসে ঘুরে ঘুরে আসছে, ও কে তবু অকুল তেপান্তর মাঠ পেরুতে হয় নি!

(আগন্তুকের প্রতি) তুমি কি খুঁজচ?

আগন্তুক—কিছুই না, তোমরা এখানে কি করছ তাই দেখতে দেখতে এদিকে এসে পড়েছি!

অথর্ব্বণ—দেখা ত হল, এখন যেতে পার।

রথেষ্টন—না না তাই কি হয়, ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, একটু বিশ্রাম করতে দাও।

আগন্তুক—বড়ই ক্লান্ত, একটু বিশ্রাম করতে চাই।

রথেষ্টন—উত্তম কথা, আমরাও যেমনভাবে বিশ্রাম করছি, তুমিও তেমনিভাবে বিশ্রাম করতে পার, বিশ্রামের উপকরণ কিছু নাই।

(আগন্তুক কাঁধের বোঝা নামাইয়া উপবেশন করিল)

অথর্ব্বণ—তোমার নামটি কি ?

আগন্তুক—আমার নাম "ভস্ত্রীয়োস্কীয়"।

রথেষ্টন—নামটা জমকাল বটে।

ভস্ত্রীয়ো—ঐ নামের জোরেই যা কিছু।

রথেষ্টন—তোমার কি কিছু হারিয়েছে নাকি ?

ভস্ত্রীয়ো—আমি একটা সন্ধানে বেরিয়েচি, সন্ধানটা বলতে পার যে কি ?

রথেষ্টন—তুমিও বুঝি, একটা বড় পর্ব্বতের ধারে, কাল জল ভরা নদীর দু'কূলে ঘাস ভরা অকূল তেপান্তরের সন্ধান চাও ?

ভস্ত্রীয়ো—হাঁ হাঁ ঠিক্ কথা, তুমি আমার মনের কথা কি করে বুঝলে ?

রথেষ্টন—তোমার মুখ দেখেই ঐ ভাবটা আমার মনের মধ্যে জেগে উঠল !

ভস্ত্রীয়ো—বা ! বা ! তা হলে তার পরের কথাগুলোও ঐ রকম ভেবে উঠছে—বল ! বল ! বলে ফেল !

রথেষ্টন্—সেখানে কালজলের কুল কুল গানে, বাসাত দৌড়ে এসে হু, হু, করে গান গেয়ে নাচে। অকূলের কূলের গায়ে নীল আকাশের অকূল কূল গায়। আর সেই ঘেঁষা ঘেঁসি মেসামেশী অকূলের কূল ধরে সুজ্জি লাফিয়ে নীল আকাশের গা ধরে দৌড়ে গিয়ে অপর পায়ের অকূলের ঘাস মাখা কূলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তলিয়ে যায়।

ভস্ত্রীয়ো—বল, বল, আরও বল।

রথেষ্টন—আর সেই অকূলের কোন কূল থেকে হরিণ আসে ছাগল আসে, সেখানে কত কি পাওয়া যায়। সবই অফুরন্ত।

ভস্ত্রীয়ো—বাহবা কি বাহবা, ঠিক ঠিক আমি সেই অচেনা যায়গাকে চেনা করতে চাই। আর এক পাও বাড়াবো না। তুমিও দেখছি, সে যায়গার সন্ধান জান।

রথেষ্টন—তুমি কি একা ?

ভস্ত্রীয়ো—বেজায় একা,—

অথর্ব্বণ—ঠিক হয়েছে, একার মজাটা বুঝেচ দেখচি !

ভস্ত্রীয়ো—তুমি বুঝেচ বোধ হচ্চে,—ঐ যে কে একজন আসছে নয় ? দেখছ—ব্যস্ত হয়ে দৌড়ে দৌড়ে আসছে। ওর বসবার জন্য আগেই একটু সরে সরে ব'সে যায়গা করে রাখা উচিত।

অথর্ব্বণ—এসেছে হাঁপাচ্চে—এস, এস, কি হয়েছে ?

আগন্তুক—আমি নিতান্তই একা ! তোমরা এখানে রয়েছ দেখে দৌড়ে আসছি ! এখানে ভয় নেই ত ?

রথেষ্টন—ভয় আবার কি ? সেটা কেমন ? তেপান্তর মাঠের মত, না নীল আকাশের মত, না সুজ্জি ওঠার মত ?

আগন্তুক—অন্ধকারের মত, বুঝলে কিছু ! মারার বাড়া গাল নাই, সেই মরার মত, অন্ধকার, ঘুরঘুট্টি !

রথেষ্টন—ঘাসভরা অকূলের কূলে, অকূল নীল আকাশের যেখানে শেষ সেই অকূলের কূলে সুজ্জি ডোবার মত নয় ?

আগন্তুক—ঠিক অনুমান করেছ। ঠিক ঠিক, সে পিঠে করে অন্ধকার নিয়ে ছড়িয়ে যায়—কেমন ?

রথেষ্টন—তা ছড়ায় কিন্তু সেই অকূল নীল আকাশের বুকের উপর চাঁদের হাঁসি ফুটে ওঠে, কেমন ?

আগন্তুক—তুমি পরের কথাটা আগে কি করে বল্‌তে পারলে ?

রথেষ্টন—আমি দেখেছি, তাই বলছি।

আগন্তুক—আমাকে সেই তেপান্তরের অকূলে কূল দেখিয়ে দিতে হবে।

রথেষ্টন—আমরা তিন জনে সেই দিকেই যাবো, তুমিও দেখছি আমাদের সঙ্গী হবে। তোমার নাম কি, বলে ফেল, শুনি।

আগন্তুক—আরে ছ্যা ! ও নামে কিছু নাই !

রথেষ্টন—কিন্তু নাই এখন কিছুই নাই—নামটা বলে ফেল।

আগন্তুক—'হুইটস্' বুঝলে ? কিছুই নয় ! নামের মত এর ভিতর জিনিষে কিছু নাই।

রথেষ্টন—ভাই 'হুইটস' সুজ্জি ওঠবার আগেই রওনা হতে হবে। এখন

একটু বিশ্রাম করা চলতে পারে। তবে বিশ্রামের উপকরণ কিছুই নাই। আমাদের বিশ্রামের মত তুমিও বিশ্রাম কর।

অথর্ব্বণ—মেঘ উঠেছে, ঝড় আসছে, ভীষণ প্রলয়! দেখছ না।

রথেষ্টন—দেখলে কি হবে, এই খোলা যায়গাতেই, ঠিক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

অথর্ব্বণ—দুর্য্যোগের মধ্যে দিয়াই চলতে সুরু করা যাক্। সুজ্জি ওঠবার আগেই চলা শেষ কর্ত্তে হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অথর্ব্বণ—সাবধান! খুব সাবধান! পা টিপে টিপে চলো, দেখ যেন পা পিছলায় না।

হুইটস্—কিছুত দেখতে পাচ্ছি না, কোন্ দিকে চলেছি, উত্তরে না দক্ষিণে বুঝ্‌ছি না, কোথায় যেতে কোথায় যাবো তার ঠিক্ নেই।

রথেষ্টন—পা টিপে চল, যেখানে হক্, এক যায়গায় পৌছব এখন, তার জন্য ভেব না। চলার কামাই দিও না, কেউ যেন পিছিয়ে পড় না। সবাই আগে যাবার চেষ্টা কর।

ভস্ত্রীয়ো—বেজায় ঝাপট, বেজায় ঝড়! চোখ ঝল্‌সে গেল—বাজটা এই খানেই কোথায় পড়েছে। মনে হল আমার উপরিই বুঝি পড়েছে। কেহে তোমাদের কারু মাথায় পড়ে নি ত?

রথেষ্টন—এবার পড়ল না বলেই কি ফিরে বারে পড়বে না মনে কর? মনে রেখো আমাদের মাথায় পড়বে—পড়েত পড়ুক পা টিপে সোজা হয়ে চল! ও সব কতবার হয়েছে, কতবার হবে—এখন যেমন হচ্চে, তার চেয়ে বেশী বেশী হবে। আর দু' দশ পা চলতে চলতেই হবে।

হুইটস্—এর চেয়ে বেশী আর হতে পারে না। যা হয়েছে তাই সব চেয়ে বেশী। এর চেয়ে বেশী হলে আর কিছু থাকবে না।

অথর্ব্বণ—ভয় পেয়েছ বুঝি? দাঁড়াবে নাকি?

রথেষ্টন—দাঁড়ান চলবে না! এবং আরো জোরে জোরে পা বাড়িয়ে চল। দেখতে যখন কিছুই পাচ্চ না, তখন ধরে লও, আর কিছু নাই। এই আমরা ক'জন ছাড়া আর এ দুর্য্যোগ ভোগ করতে আর কেউ নাই। চল চল এগিয়ে চল!

হুইটস্—এগিয়ে আর কোন দিকে যাবো? চলতে বলছ—চলছি, কোথায় যাচ্চি তা ত বুঝ্‌ছি না। এগিয়ে চলেছি কি ভুলে পেছিয়ে চলেছি তার ঠিক কি?

রথেষ্টন—যে দিকেই হক্ এক দিকে ত চলেছি। সুজ্জি উঠতে দাও, তখন ঘোর ভেঙ্গে যাবে। যতক্ষণ না সুজ্জি ওঠে ততক্ষণ এই রকম করেই চল।

ভস্ত্রীয়ো—আর সুজ্জি উঠবে না, সে একেবারে অকূলের কোন্ কূলে ডুবে গিয়েছে। ও কি জল, কি ঝড়—শীতে শরীরটা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। দম্ আটকে যাবার মত হচ্চে।

রথেষ্টন—দম আটকায় নি ত? ঐ রকমই হয়, চল, চল, এগিয়ে চল, আটকায় আটকাবে—তখন আর চলতে হবে না। ভাবতে হবে না। এই দুর্য্যোগের পরপারে যেতেই হবে। হরিণগুলো যেমন ফিরে না তাকিয়ে অকূলের কূলের দিকে যেতো, সেই রকম করে অকূলের কূলে চলে চলো।

অথর্ব্বণ—বাণ্ডেকে এলো, পায়ের তলায় জল যেন সজীবের মত পা সরিয়ে দেবার যোগাড় করেছে। পা রাখা দায়, স্রোতটা বাড়ছে নয়?

রথেষ্টন—এখন তেমন বাড়ে নাই, এই ত সবে চেটো ডুবে এলো! চল চল—যেমন স্রোত বাড়ছে, পা তেমনি বাড়িয়ে চালাও? কি পড়ল?

অথর্ব্বণ—আমাকে ধর ধর, আমি পড়ে গেছি, ধর ভেসে চলেছি। এই হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছি ধর ধর! তোমরা কতদূরে রয়েছ। অনেক দূর বুঝি—সাড়া দাও না কেন?

ভস্ত্রীয়ো—বেজায় অন্ধকার, কে কাকে ধরে, ধরতে গিয়ে কি, আমি ভেসে যাব। তুমিই যে বল্‌ছিলে পা টিপে টিপে চল, আগে তোমারই পা পিছলে গেল! আর ত কথা কয় না, বুঝি ডুবে গেছে।

হুইটস্—ডোবেনি, ডোবেনি, অনেক দূরে ভেসে গেছে, যাক্ কোথাও না কোথাও গিয়ে লাগবে এখন। চল চল থম্‌কে দাঁড়িয়ো না। যে দাঁড়াবে তারি পা হড়কে যাবে—সে ভাসবে।

ভস্ত্রীয়ো—দেখতে দেখতে কোমরভোর জল হল যে—বান ডেকে এলো না নদীর খাতের ভিতর নামছি।

রথেষ্টন—তা হতে পারে সেই অজানা যায়গার, উঁচু পাহাড়ের ধারের

কাল জলে ভরা নদীতে হয়ত নামছি তার দু'কুলে সুবদ্ধ ঘাসে ঢাকা অকূল তেপান্তর মাঠ, সে অকূলের কুলে নীল অকূল আকাশের কূল মিশে থাকে। সেই অকূল থেকে সুজ্জি নীল আকাশে লাফিয়ে ওঠে। চল্ চল্ এগিয়ে চল। কহিয়েছে।

হুইটস্—স্থল গলায় গলায় হয়ে এলো, কি ঢেউ, কি টান্ দেখ্‌ছ না, পায়ের তলায় বালি থরথর করে সরে যাচ্চে, পা দাঁড়ায় না। ঐ যা—আমি ভেসে গেলাম—ধরেত পায় ত ধর! তোমরা কোথায় গো, তোমাদের কথা শোনা যাচ্ছে না।

ভস্ত্রীয়ো—ওরা দু' জনেত ভেসে গেল—হয়ত অকূল মাঠের কুলে গিয়ে ঠেকবে। আমি সেই তেপান্তর মাঠে সেই ঘাস ভরা অকূল মাঠের সন্ধানে চলেছি। সেটা না পেলে আমার চলবে না।

রথেষ্টন—সেই কাল জলের মাঝে পড়েছি—এর পরেই ঘাস ভরা অকূল তেপান্তর! সেখানে অকূলের কূল হতে যাইতে যাইতে হরিণ ছুটে আসে, ছাগল আসে—এর পর সেই তেপান্তর মাঠ। পা ঠিক রেখে চলো।

ভস্ত্রীয়ো—আমি সাতার দিচ্চি—আর থাই পাচ্চি না! তুমি একটু কাছে কাছে থেকো—বুঝলে?

রথেষ্টন—তা আছি, নইলে যে একা হয়ে যাবো, ঢেউ একটা আসছে সামনে সাতার দাও হাত ধরব নাকি?

ভস্ত্রীয়ো—সে রকম এখন হই নি। তুমি কাছে কাছে চল। ওখানে কত জল—থাই আছে কি?

রথেষ্টন—দাঁড়া সাতার দিচ্চি, এখন থাই পাইনি, দাঁড়া সাতার দাও, দাও, পা ভাসিয়ে দিও না।

ভস্ত্রীয়ো—কি শন্ শন্ খস্ খস্ করছে?

রথেষ্টন—ডাহা কাহিয়েছে, সেই অকূল মাঠের নল খাগড়ার খস্ খসানি শন্‌শনানি শোনা যাচ্চে?

ভস্ত্রীয়ো—তা হলে থাই থাবো—এখন ডুবোন জল, ওটা কি দুটো ভাটার মত জলচে?

রথেষ্টন—ও কিছু নয়, ঐ খানেই ডেঙ্গা আছে, ওটা বাঘ টাঘ হবে, আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

ভস্ত্রীয়ো—হুম্ করে দু'জনার একজনার উপর পড়বে। ডাঙ্গায় ওঠা হবে না থাই পেয়েছি এই খানেই থাকি।

রথেষ্টন—আমি সেই অকূল তেপান্তরের ঘাসের উপর দাঁড়িয়েছি, এখন কোমর জল, তুমি বুঝি এখন গা ভাসিয়ে সাতার দিচ্চ?

ভস্ত্রীয়ো—সত্যই ত! থাই পেলাম,—ঐ চোখ দুটো এই দিকেই জ্বলছে?

রথেষ্টন—জলুক ও আমাদের মত জলে ভেসে এসে শীতে কাঁপছে অকূলের কূলের লোক বুঝেছ? এখন সে তার স্বভাব ভুলে গেছে।

ভস্ত্রীয়ো—না না তা ভুলতে পারে না, আমার মত ওর যদি ক্ষিদে পেয়ে থাকে—কিছু না খেয়ে থাকে?

রথেষ্টন—ও কিছু খায় নি—আমরাও খাইনি—পাবে কোথা সব যে ভেসে গেছে!

ভস্ত্রীয়ো—আমি ওর পাল্লায় অনেক বার পড়েছি কিনা, তাই ইতস্ততঃ করছি। তুমি ওর পাল্লায় বুঝি এই প্রথম পড়েছ?

রথেষ্টন—পড়া পড়ি আর কি, না পড়লে একলা হয়েছিলাম কি করে? সুবদ্ধ তেপান্তর মাঠে অকূলের কূলে ত পৌছিতে হবে। ও সব দিকে নজর কল্লে চলবে কেন? দাঁড়াও সোজা দাঁড়াও, কাপড় কসে পর—চল দৌড়ে চল।

ভস্ত্রীয়ো—এ্যা জা, সাঁতার দিতে দিতে কাপড় চোপড় খুলে, স্রোতে ভেসে গেছে, বুঝতে পারিনি।

রথেষ্টন—আমি তোমার অনেক আগেই দিগম্বর হয়েছি—সেটা বলবার ফুরসৎ হয় নি। বেশ হয়েছে—দুজনেই এক হয়েছি—এখন চল, ভোঁ দৌড় দিই। ও দিকে তাকালে চলবে কেন?

ভস্ত্রীয়ো—কোন দিকে যাবে? দিকের ত ঠিক নাই।

রথেষ্টন—আরে ছ্যা, তেপান্তর ঘাসের মাঠের কুলে যেতে হবে যেখান দিয়ে সুজ্জি উটে। চলে চলে—সুজ্জি উঠলে কূল ভেঙ্গে যাবে। এখন দাঁড়াবার সময় নেই, ফুরসৎ নেই।

ভস্ত্রীয়ো ও রথেষ্টন উলঙ্গবেশে অন্ধকারে দৌড়িয়া চলিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিদাস পালিত।

অন্ত্যজ-বাদ।

কায়স্থ অন্ত্যজ কিনা—এই অন্ত্যজবাদের আলোচনা করিতে হইলে, কায়স্থ সম্বন্ধে অন্যান্য যে সকল বাদ বা থিওরী প্রচলিত আছে বা ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহার উল্লেখ আবশ্যক।

(১) কায়স্থ—কায়স্থ (অখণ্ড মন্ত্রদ্রষ্টা দেব বা হিন্দু জাতি)

(২) কায়স্থ—লেখক (Scribes) দেবভাষাজ্ঞ ও তাহার লিপিকার বেদ লেখক—A political sect.

(৩) কায়স্থ—ক্ষায়থিয় (ভারতপূর্ব্ব রাজন্য সম্প্রদায়) A Pre-Indian riting caste.

(৪) কায়স্থ—ক্ষত্রিয় (বর্ণ-ভেদ-পূর্ব্ব)

(৫) কায়স্থ—ক্ষত্রিয়—ক্ষত্রিয়বর্ণ (২য় বর্ণ)

(৬) কায়স্থ—শূদ্রবর্ণ (৪র্থ বর্ণ)

(৭) কায়স্থ—পঞ্চমবর্ণ (যথা মান্দ্রাজে)

(৮) কায়স্থ—ব্রাত্য ক্ষত্রিয় (মনূক্ত করণ)

(৯) কায়স্থ—সঙ্কর বর্ণ (যজ্ঞবাল্ক্যোক্ত করণ ;—বৈশ্যশূদ্রাজ সঙ্কর)

(১০) কায়স্থ—অক্ষরজীবক (লেখনী ছেদনী হস্ত) কেরাণী (Profession caste)

(১১) কায়স্থ—সৎশূদ্র (স্পৃশ্যশূদ্র)

(১২) কায়স্থ—অন্ত্যজ (অস্পৃশ্য শূদ্র) A race caste

এই দ্বাদশ প্রকার থিওরীর আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই দেখিতে হইবে হিন্দু বা দেবজাতির ধর্ম্ম সাহিত্য প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত ;— বৈদিক ও পৌরাণিক। যেমন ভায়াক্রাম দেশীর দ্বারা বক্ষঃ ও উদর বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, সেইরূপ বৈদিক ও পৌরাণিক অবস্থার ব্যবচ্ছেদক ঘটনা কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ। য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধ, যাহার পরবর্ত্তী (Past-war) ব্যবস্থা এখনও শেষ হয় নাই,—তাহা কর্ম্মক্ষেত্রে, বাণিজ্য বা আর্থিক শ্রীবৃদ্ধির ক্ষেত্রে, অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ "ধর্ম্মক্ষেত্রে" অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সুতরাং ইহার পরবর্ত্তী ব্যবস্থায় সামুদ্রিক অধিকার, রাজ্যাধিকার বা বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির উপায় আলোচিত হয় নাই ;—

আলোচনার বিষয় ছিল—ধর্ম্ম, ধর্ম্মাধিকার ও তদনুযায়ী সমাজের বিধি-

ব্যবস্থা। কেননা এই গম্ভীরতর কারণ হইতেই "ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে" (গীতা) কুরুজাতি অবতীর্ণ হইয়াছিল।

এইক্ষণে যেমন ট্যুস্ Deutche জার্ম্মান্) জাতির অন্যতম শাখা ইংরেজ জাতি পৃথিবীতে সর্ব্বোচ্চ শক্তিসম্পন্ন ও সুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের অধিকারী, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ব্বে এই ট্যুস্ বা দেবজাতি (হিন্দুজাতি)—উজ্জ্বল গৌরবর্ণ জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পন্ন কুরুজাতি তাৎকালিক পরিজ্ঞাত বসুধায় সুবিস্তৃত ভূখণ্ডে সর্ব্বোচ্চ শক্তিসম্পন্ন ও জ্ঞান-গৌরবে ভূষিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তাহাদের এক শাখা উত্তর সমুদ্রের তীর চুম্বিত ভূভাগে যে বর্ষ স্থাপন করেন ; তাহাকে 'উত্তর কুরুবর্ষ' বলে ; ইহা ঋষিগণের বিবেচিত পৃথিবীর চারিভাগের একভাগ ;— (অন্য বর্ষ—ভদ্রাশ্ব, ভরত, কেতুমাল)

উত্তরস্য সমুদ্রস্য সমুদ্রান্তে চ দক্ষিণে।
কুরব স্তত্র তদ্বর্ষং পুণ্যং সিদ্ধ নিবেসিতং॥

ব্রাহ্মাণ্ড পুরাণ।

তাহা হইলে কুরুজাতি পুণ্যাত্মা ও সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। টলেমীর ওত্তর-কোরা (Ottorkorra) আর এই উত্তরকুরু এক বলিয়া মনে করা হয় ; (Lassen) ইহাকে বর্ত্তমান ক্যাস্পিয়ান সাগরের পূর্ব্ব দিকে স্থাপিত করেন। ইহাতে ঐ পৌরাণিক মতই সমর্থিত হইতেছে! ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৮।১৪) উত্তর কুরুগণের ও উত্তর মদ্রগণের আবাস স্থান হিমালয়ের উত্তরে নির্দ্দেশ করিতেছে। ঋগ্বেদে কুরুকৃভি শব্দের উল্লেখ আছে এবং প্রফেসর জিমার (Zimmer) মনে করেন, কুরুকৃভি জাতীয় লোক হিমালয়ের উপাত্যকা ভূমিতে বাস করিত। রমেশ বাবু ঋগ্বেদ ও তদ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণ অবলম্বন করিয়া বলিতেছেন ;—"The Kurus originnally lived among the hills in the extreme north of the Panjub."

পাঞ্জাব প্রদেশের সর্ব্বশেষ উত্তর প্রান্তস্থ শৈলশ্রেণীর মধ্যে কুরুগণ বাস করিত। তাহারাই বহু সংখ্যায় গঙ্গাযমুনার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে অনুমান ১৪০০ খৃঃ পূঃ আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে।

Mr Dutts Civilisation in India p. 126 এই সমতল ক্ষেত্রের কুরু উপনিবেশীরাই "ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে" তাহাদের নৈতিক বলের পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

এইক্ষণে ইহা জানা আবশ্যক হিমালয়ের সুদূর উত্তরে কুরুরা যে স্থানে

বাস করিত, বর্ত্তমান ম্যাপের উপর তাঁহার নাম কি ? ইহা নির্দ্দেশ করিবার জন্য আমি ম্যাক্‌ডোনেল্ সাহেবের Sanscrit literature হইতে একটুকু স্থান উদ্ধৃত করিতেছি ;—

"From these data * it may safely be concluded that the Aryans when the hymns of Rikveda were composed had overspread that position the northwest which appears on the map as a fan shaped territory bounded on the west by Indus and on the East by Sutlej, and on the north by Himalaya. with a firnge of settlements extending beyond those tounets to the cast and to the west (Page 145)

ইহার অর্থ এই যে, এই সকল কারণে ইহা নির্ভয়ে বলা যাইতে পারে, যে সময়ে ঋগ্বেদের সূক্ত রচিত হইতেছিল, তাহার পূর্ব্ব হইতেই উত্তর পশ্চিমের যে অংশে আর্য্যেরা ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা ম্যাপের উপর তালবৃন্তাকার (Fan shaped) একটি জনপদ। সেই জনপদের পশ্চিমে সিন্ধুনদ, পূর্ব্বদিকে সট্‌লেজ (শুতুদ্রু) নদী, উত্তরে হিমালয় এবং তাহা ছাড়িয়াও উত্তরে পূর্ব্ব পশ্চিমে কতিপয় আর্য্য বসতি ছিল।

অন্য একস্থলে তিনি বলিয়াছেন ;—The Rikvedas mentions many tribes among the Aryans. The most westerly of these were the Gandares (Page 153.)

গান্ধারেরা মুজাবতদিগের অব্যবহিত সন্নিকটে বাস করিতেন। এই দুই tribes উত্তর পশ্চিমের সর্ব্ব শেষ সীমার অধিবাসী ছিলেন। কুরুজাতিও ইহার নিকটে পর্ব্বতোপরি বাস করিতেন। ইহা হইতে আমরা নিঃসন্দেহ বলিতে পারি যে উত্তর কুরুজাতি যাঁহারা তদানীন্তন সময়ে মহাপুণ্যবান্, সিদ্ধ ও জ্ঞানগরিমার আদর্শস্থল ছিলেন, তাঁহারা সুদূর উত্তর-পশ্চিমে

* এই সকল কারণ মধ্যে একটী কারণ এই যে, ঋগ্বেদে হিমবত (হিমালয়) পর্ব্বতের যে উল্লেখ আছে, তাহার একটী মাত্র উচ্চ শৃঙ্গ মুজাবত হইতে দোম আহৃত হইত ; ঐ মুজাবত কাবুল উপত্যকার নিকটস্থ। মুঞ্জাবত নামে একটী জাতি (tribe) ঐ পর্ব্বতে বাস করিত, তাহারা গান্ধারদিগের অব্যবহিত নিকটবর্ত্তী ; অপর একটী কারণ হিমাবতের ত্রিকুট শৃঙ্গ, যাহাকে এক্ষণে ত্রিকোটা বলে, তাহার একটি শৃঙ্গতে জলপ্লাবন কালে সপ্তর্ষিরা মৎস্যশৃঙ্গে বান্ধা নৌকায় রক্ষা পাইয়াছিলেন, এইজন্য এই শৃঙ্গকে নৌবন্ধ বলে। ইহা অথর্ব্ববেদ ও শতপথ ব্রাহ্মণ হইতে জানা যায়।

হিন্দুকুশের নিকটে চিত্রলাদি মালভূমিতে বাস করিতেন। ইহাই সাধুসেবিত পুণ্যময় ও ধর্ম্মময় স্থান। ইহা চৈত্ররথবনের দ্বারা আরো মাধুরীময় হইয়াছিল।

"সপ্তর্ষিণাং স্থিতি যত্র যত্র মন্দাকিনী নদী।
দেবর্ষি চরিতং যত্র যত্র চৈত্ররথং বনং ॥

৺প্রফুল্ল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার গ্রীক ও হিন্দু পুস্তকের ৯ পৃষ্ঠায় উক্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন ;—

"এবংবিধ সর্ব্বসুখপ্রদ উত্তর কুরুবর্ষ। এবং উহা কেবল আমাদের নহে, গ্রীকদিগেরও পিতৃভূমি।"

এই সপ্তর্ষিরাও কুরুজাতীয় লোক ;—

সনৎকুমারাবরজা মানসাঃ ব্রাহ্মণঃ সুতাঃ।
সপ্ততত্র মহাভাগাঃ কুরব নাম বিশ্রুতাঃ ॥

কেদার বাবু-ধৃত ব্রাহ্মাণ্ড পুরাণ, আ-কা-প্র ৪২ পৃ)

১৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

ইহা দ্বারা জানা গেল ব্রহ্মার যে সপ্ত মানস পুত্র (সপ্তর্ষি), তাঁহারা কুরু বলিয়াই বিশ্রুত।

বায়ুপুরাণ বলিতেছে ,—পূর্ব্বং চৈত্ররথং নাম দক্ষিণং নন্দনং বনং।

যে ব্যক্তির বাক্য হইতে বায়ুপুরাণ উক্ত দুই স্বর্গতুল্য রমণীয় উদ্যানের উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই কবি উশনার (কবউশ) ন্যায় ইরাণ বা পারস্যের মধ্যে বাস করিতেন। তাহা হইলে তাহার পূর্ব্বে চিত্রল প্রভৃতি পার্ব্বত্য ভূমির চৈত্ররথ বন এবং দক্ষিণে মেশোপতামিয়ার 'এদন' উদ্যান (Eden Garden) হয়। ঐ এদনউদ্যান বা নন্দনই "ধাবাবতঃ" যেখানে আদিত্যেরা বৃষ্টিবর্ষন করেন (কায়স্থ কি হিন্দু প্রবন্ধ—কাঃ স কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ ১৩২৭।৫১ পৃঃ) উহা 'ber' রাজ্যের অন্তর্গত, যে রাজ্যের গিরিশৃঙ্গের নাম আরারাট।

মহাভারতানুসারে কুরুর পুত্রগণের মধ্যে চৈত্ররথ অন্যতম (আদি, ৯৪ অধ্যায়)। কাথক উপনিষদনুসারে রাজা ধৃতরাষ্ট্র বৈচিত্রবীর্য্য একজন সুবিখ্যাত ব্যক্তি। ঋগ্বেদে দেখা গিয়াছে চিত্ররাজা সরস্বতীতীরে যজ্ঞ করিয়াছিলেন ; কণ্বের অপত্য সোভরি ঋষি এই যজ্ঞে বহু ধন পাইয়াছিলেন।

এই চিত্রের নাম অনুসারে চিত্রল নাম হইয়াছে। যে চিত্র গাঙ্গেয়নি জন্মান্তর বাদ প্রকটিত করিয়া হিন্দুজগৎ মুগ্ধ রাখিয়াছেন তিনিও উত্তরকুরুবাসী চিত্র বংশীয় কোন মহীয়ান্ উত্তর পুরুষ। গান্ধ্যপ্রদেশে তাঁহার রাজবাটী ছিল।

আমরা যে সংপ্রতি দুর্গা পূজা সমাপ্ত করিয়া বিজয়ার আলিঙ্গন আপ্যায়নে ব্যাপৃত আছি সেই বেগুনে বর্ণা (bluish) ঘোরলাল প্রস্তরময়ী ভীমা (দুর্গা) দেবীর মূর্ত্তি সেই উত্তরকুরুর উচ্চ পার্ব্বতীয় দেশে প্রতিষ্ঠিত ছিল। * এই (দুর্গা) ভীমা দেবীর পূজার ন্যায়, সদৃশ দেবতা কুবিলীর পূজা স্মার্ণার নিকটবর্ত্তী ফরুগীয় লোকেরা (Phryggians), যাহাদের মধ্যে যিহুদি ও গ্রীক জাতীয় লোক ছিল, কলসী নাম্নী নগরীতেও করিত। † উত্তর কুরুর যে পার্ব্বত্য দেশে ভীমা বা দুর্গাদেবীর পূজা হইত, সেই পর্ব্বতের পাদদেশে মহেশ্বরের মন্দির ছিল। ইহা চীন পরিব্রাজক ইউয়েন সঙ্গ (Houen saong) স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। তিনি তথা হইতে পাণিনির জন্মভূমি শলাতুরায় গিয়াছিলেন। ম্যাকক্রোলেন সাহেব বলেন "He belonged to the extreme north west and probly flourished about 300 B. C." এও সেই সুবিখ্যাত কুরুজাতির দেবর্ষি-চরিত ও চৈত্ররথ সুশোভিত স্বর্গোপম মনোরম্য স্থান। এখান হইতেই আসিয়া কুরুসন্তান দেববংশীয় চিত্রেরা গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্ত্তী হস্তিনাপুরী, কৌশম্বী ও কাম্পিল্যাদি নগর অধ্যুষিত করিয়াছিলেন।

*Near the town of Polusha, our traveller (Houensang) came to a high Mountain on which he found a figure of Bhima Devi (Durga) carved out of bluish stone. Rich and poor assambled here from every part, near and distant and saw the image after prayers and fastings. Below the Mountain was the temple of Moheswar,—Mr. Dutt's Civilisation in India, Page 515. "ভীমাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি।" চণ্ডী ১১।৫২

† স্মার্ণার (Smyrna) নিকটবর্ত্তী কলসীনগরে গ্রীকভাষা ভাষী ফরুগীয় (Phrygians) লোক বাস করিত, তন্মধ্যে গ্রীক ও য়িহুদী লোকও ছিল। তাহারা যে দেবীর উপাসনা করিত তাহার নাম কুবিলি। "তাহার উপাসনা নানা বিষয়ে এতদ্দেশীয় দুর্গার উপাসনা সদৃশ ছিল।" Dr. Wenger (ডাক্তার ওয়েঞ্জার) বরিশালে মিশনারী ছিলেন। তিনি পুরাতন ও নূতন নিয়ম (Old and New Testament) সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সংস্কৃত জ্ঞান ও বাঙ্গালা ভাষায় জ্ঞান দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। তিনি পৌল (St. Paul) প্রভৃতির পত্রের অতি সুন্দর সঠিক বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়াছেন, তাহার Collassians কলসীয়দের প্রতি পত্রের টিকা হইতে উহা উদ্ধৃত হইল।

দুর্গাপূজার অম্বিকাহোমের মন্ত্রটী এই :—

"ওঁ অম্বে অম্বিকে অম্বালিকে নমানয়তি কশ্চন।
স স্বস্ত্যশ্বকঃ সুভদ্রিকাং কাম্পিল্যবাসিনীং স্বাহা।"*

এই কাম্পিল্য অঞ্চলের দুর্গাপূজার প্রচারক সম্ভবতঃ "চৈত্ররথ বংশ সমুদ্ভবঃ" সুরথ রাজা। রামায়ণের আদিকাণ্ডের ৩৫ অধ্যায়ে রাম যে সবপূর্ব্ব ভারতের জনপদ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কৌশম্বী, কান্যকুব্জ ও কাম্পিল্যের নাম আছে। "বিন্ধ্যস্থাং বিন্ধ্যাচলনিবাসিনীং" দুর্গাপূজার মন্ত্রের মধ্যে আছে। কান্যকুব্জ দেববংশীয় কর্ণদেবের স্থাপিত।

পাঠকেরা দেখিয়াছেন, ব্রহ্মার যে সপ্তমানসপুত্র (সপ্তর্ষি), তাঁহারা কুরু-নামে বিশ্রুত ছিলেন এবং কুরুগণের সন্তানই চিত্রদেবেরা; এজন্য ইহা বলা অসঙ্গত নহে যে ভীমাদেবীর উপাসক কৌরব চিত্রদেবেরা, স্মর্ণা হইতে উত্তর কুরুর পার্ব্বত্য ভূমি, চিত্রল ও পামীরের মালভূমি কাশ্মীর, হিমালয়ের উপাত্যকাভূমি, সারস্বত প্রদেশ, 'দেবনির্ম্মিত' ব্রহ্মাবর্ত্ত, দেবর্ষি (ব্রহ্মর্ষি) সেবিত ব্রহ্মর্ষি প্রদেশ এবং হস্তিনা হইতে কাশী পর্য্যন্ত গঙ্গাযমুনার মধ্যবর্ত্তী স্থানগুলি একদা অতিপ্রভাবশালী হইয়া বাস করিতেছিলেন। দক্ষিণেও তাঁহাদের প্রভাব বিন্ধ্যাচলে দৃষ্ট হইতেছে। পূর্ব্ববঙ্গ বিজেতাও এই চিত্রদেব বংশীয় ক্ষত্রিয়েরা; আসামের বিজেতৃকায়স্থগণকেও আজও 'দেওতা' দেবতা বলে। 'উত্তর ও পূর্ব্ব ভারতের চিত্রদেব বংশীয়দের যদি ক্ষত্রিয়ত্ব না থাকে, তবে কাহার আছে? ভীমা রণদেবী দুর্গাই তাহার সাক্ষীস্থানীয়া।

আমাদের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবার পথে পশ্চিম দক্ষিণের কুরু ও কাম্বোজের কথাও বলিতে হইবে। পূর্ব্বে বলিয়াছি ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উত্তর কুরু ও উত্তর মদ্রগণের উল্লেখ রহিয়াছে। মদ্রগণের যে শাখা দক্ষিণে গিয়া বাস করিয়াছিল, তাহাদের স্থাপিত নগরই এক্ষণে মান্দ্রাজ বলিয়া খ্যাত মথুরাপুরীও একটি প্রসিদ্ধ নগরী। এই নগরীর অধিবাসী মাথুরদিগের সম্ভবতঃ মাথুর কায়স্থদিগের যে শাখা দাক্ষিণাপথে গিয়া যে স্থানে বাস করেন, তাহাই এক্ষণে মাদুরা (Madwor) বলিয়া প্রসিদ্ধ। মথুরা হইতে পূর্ব্বাভিমুখে যে সকল চিত্রসেনসন্তান আসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে উত্তর রাঢ়ীর পুরুষোত্তম দাস অন্যতম; ইঁহাকেই বঙ্গজ দক্ষিণরাঢ়ীর পুরুষোত্তম দত্ত বলিয়া

* এই মন্ত্রের পাঠ সম্বন্ধে সন্দেহ আছে; তবে এ স্থলে কাম্পীল্য নগরই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য, তাহা সকল পাঠেই একরূপ।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং মথুরাবাসী কৌরব চিত্রদেবেরা ভারতের ভিতরে দক্ষিণ পূর্ব্বে বিলক্ষণ বিস্তৃত হইয়া পাড়িয়াছিলেন।

কিন্তু ভারতের বাহিরেও তাঁহারা পশ্চিমে দক্ষিণে বিস্তৃত হইয়াছিলেন। পারস্য, তুরস্ক, সুরিয়া, আরবের মধ্যেও কাহেত বা কায়স্থের অস্তিত্বের অসংদিগ্ধ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

That the famous race of Kurus was indential with what came, in later time to be known as the Kittites and had their original home in what was called by the Greek Khathi on the Kharsut rever on Pontus, and aftarwards at Baghus Kui to here, not only the name Khathi or Hathi, but also the names Kuru and Kibi (i. e. no doubt Kridi or Priochal), in addition to the names of certain vedic deities had been found discribie and that the name Hattian given to what was probably a still later colony of the Hittites to the north of Orontos was probably of the same origin as the someritie. Hastina.

মানবের আদি জন্মভূমিধৃত জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা

ইহা হইতে নিঃসন্দেহ বোধ হইতেছে যে, বৈদিক কোন কোন (নাসত্য দ্বয় আমার স্মরণ হয়) দেবতা সহ কুরুক্রিবি উল্লেখে যে শিলালেখ বঘাস কুইতে আবিস্কৃত হইয়াছে, তাহাতে খরছত নদীতীরে বিখ্যাত কুরুদিগের (পরবর্ত্তীকালে কীত্তিয়দিগের বাস স্থান খাথী (khathe) স্থানে ছিল। অরেন্টিসের উত্তরে হিত্তীয় (১) (হিন্দু) দিগের যে পরবর্ত্তী সময়ে হাত্তিয়ান (Hathian) নামক স্থানে আর একটি বসতি (Colony) হইয়াছিল, তাহারই সংস্কৃত নাম হস্তিনা। (হাত্তিয়ান শব্দ যেমন হস্তিনা হইয়াছে, সেইরূপ কায়েতান শব্দ কায়স্থ হইয়াছে)।

হিত্তীয় (হিন্দু) দিগের কলনী অরেন্‌টীসের উত্তরে খারখীতে ছিল; কিন্তু তাহারা আসিল কোথা হইতে?

পুরাতন নিয়ম (Old Test ment) মধ্যে য়িহুদি বা হিব্রুজাতিকে ঈশ্বর যে ১০টি জাতির আবাসভূমি দিয়াছিলেন। আদি পুস্তক ১৫।১৮, ১৯, ২০, ২১) তাহাদের মধ্যে Hittetes (হিন্দু) cates (কলোনী) ছটী জাতির বাসস্থান দেখা যায়। যিহোশূয় (jaiShua) পুস্তকের (১।৪) পদে

আছে "প্রান্তর অবধি লিবানোন্ পর্য্যন্ত এবং মহানদী অবধি সূর্য্য গমনের দিকে সমুদ্র পর্য্যন্ত হিত্তীয়দিগের দেশ সমস্ত দেশ তোমাদের সীমা হইবে।" ইহার মধ্যে সমুদায় কনান দেশ যিহুদিয়া (judea) দেশ পড়িল। আমরা বেদ প্রমাণে জানিতে পারি (২)* যদুদিগের পুরোহিত কণ্বগণের বাসস্থান কনান্ (প্যালেষ্টাইন) দেশে ছিল। প্যালেষ্টাইনের প্রাচীন নাম কনান (কন্নাম্)

পাঠকেরা এক্ষণ দেখুন (উত্তর) কুরুমণ্ডলে যাহারা ব্রহ্মার সপ্ত মানস পুত্র এবং জলপ্লাবনান্তে ত্রিকুট শৈলশিখরে রক্ষিত সপ্তর্ষি বলিয়া খ্যাত, তাঁহারা আর কেহই নহেন কুরুজাতীয় লোক এবং তাঁহাদের মত দেববংশীয় ও অভিন্ন চৈত্র সন্তানেরা বা কাহেতরা একত্রই বাস করিতেন। (২) বঘাসকুই (এই কুই ও কুরু শব্দ) স্থানের শিল-লেখ অনুসারে আর্মেনিয়ার অজ্ঞান পণ্টাস নামক স্থানে কুরু, খাথি বা হাত্তির বা কাহেতের একত্র বাসের প্রমাণ রহিয়াছে। (৩) কনান্ (প্যালেষ্টাইন) প্রদেশের কুরুরা কাল ক্রমে কিত্তীয় (kittets) বলিয়া প্রখ্যাত হইলেও পরে কণ্ব ও যদুভূমের হিত্তীয় (Hittitas) বা হিন্দু বাদের কৌরব কাহেতেরই স্থান প্রাপ্ত হইয়া বাস করিয়াছিলেন। এখানেও কুরু ও কাহেত মিশিয়া গিয়াছে।

ত্রীয়ন্যক উরুগায়ো বি চক্রমে যত্র দেবাসো মদংতি।

ঋগ্বেদ ৮।২৯।৭ ঋক্

এই সূক্তের ঋষি "মনুর্বৈবস্বতঃ কশ্যপো বা মারীচ।"

৮।২৩।১৭ ঋকে কাব্য উশনা (কবউশ) মনু-গৃহে যজ্ঞ করিয়া ছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। সুতরাং উশন আর মনু সমসাময়িক। ইহারা অতি প্রাচীনতম ঋষি। অতীতের সাক্ষ্য সম্বন্ধে ইহাদের কথাই অধিকতর বিশ্বাস্য।

এই মন্ত্রের অর্থ এই যে এক, বহু লোকের স্তুতিযোগ্য (উরুগায়) তিনি তিন পদক্ষেপ করিয়াছিলেন, যে তিন পদে দেবতারা হৃষ্ট হইতেন। এই

*বিশ্বকোষ হিন্দু (১) Hittetes থিওরী ধরা যাইতেছে, আমর স্মরণ হয়
(২)with their Turvaeas)angerest association the yodoes among whom the purity family of the canvas sen whole lived (S. L. Page 145.

৭

ত্রিপদ বা তিন জনপদ কি দেব জাতীয় উপরোক্ত উত্তর কুরুবর্ষীয় চিত্রমণ্ডল, আমের্নিয়ার কুরুকাহেত মণ্ডল এবং প্যালেষ্টাইনের কণ্ণযাত্ব কাহেতমণ্ডলকে লক্ষ্য করিকেছে না ?

রমেশ বাবু এক অর্থে "একজন (বিষ্ণু)" অনুবাদ করিয়াছেন। ইহা সায়ণের মতানুসারেই হইয়াছে। পাঠকেরা দেখুন, বিষ্ণুশব্দ কোথাও নাই। ৯৷২২৷১৮ ঋক (মেধাতিথি) ত্রীণি পাদা বি চক্রমে বিষ্ণু গোপা অদাভ্যঃ" আছে। এই মন্ত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য করার জন্যই বোধ হয় সায়ণ এক অর্থে বিষ্ণুকে লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু মেধাতিথির কথা লইয়া মনু কশ্যপ প্রভৃতি ব্রহ্মার মানস পুত্রদের কথা ব্যাখ্যাও হওয়া সঙ্গত নহে। সুতরাং এই এক শব্দ ব্রহ্মা অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। পাঠকেরা অবগত হইয়াছেন, বেদের ব্রাহ্মণস্পতি বা বৃহস্পতি দেবই হিন্দুর ব্রহ্মা ও য়িহুদি বা হিব্রুদের অব্রাহম। উভয়ত্রই তাঁহারা বাক্‌ (সরস্বতীর) অধিষ্ঠাতৃ দেব। সুতরাং হিন্দু, য়িহুদি এবং য়িহুদিদিগের শাখা আরব জাতি দেবাখ্য ব্রহ্মসন্তান।

কেবল শাব্দিক প্রমাণেই ইহা বলা যাইতেছে এমন নহে। মানসিক ও দৈহিক সাদৃশ্য ও উৎকর্ষ বশতঃ ও এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য।

That the ancestors of the Afgans and the Kashmiris came from the Black sea caost and the Kars regions and were of the same parent stock as the Hebrews between whom on the one hand and the Afgans and Kashmiris on the other, there was a remarkable semilarity of features as had been recognised by many an observed.

ফলেও আফগানিস্থানের লোক, কাশ্মীরের লোক, হিব্রুজাতীয় লোক দেখিতে একই রকম ও সুশ্রী। যে গান্ধার, মুঞ্জবত, চিত্রল ও উত্তর-কুরু গুলের কথা বলিয়া আসিয়াছি তাহাদিগকে পুরাণাদিতে সাধারণতঃ গন্ধর্ব্বদেশ বলে; চৈত্ররথাদি আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা গন্ধর্ব্ব বলিয়া খ্যাত ছিলেন।

পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন আফগানিস্থানকেই অন্তরীক্ষ বলেন এবং গান্ধার নামক এক জনপদ আফ্রিদিযুদ্ধের সময় ঐ অঞ্চলে আছে বলিয়া শুনা গিয়াছে, ব্যক্ত করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ সাহিত্যানুসারে তৎকালীন লোকেরা মুঞ্জবত হইতে সোম আহরণ করিতেন জানা যায়।

ঋগ্বেদ ৯।১১৩।৩ ঋকে গন্ধর্ব্বেরা সোম প্রস্তুত করিতেন জানা যায়। ১।২২।১৪ ঋকে তাহাদের বাসস্থান অন্তরীক্ষ। ঋগ্বেদের সময়েই গন্ধর্ব্বগণ একরূপ কাল্পনিক জীব হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।" অর্থাৎ তাহাদের ইতিহাস স্মরণাতীত অতীতের গর্ভে প্রথিত হইয়া পড়িয়াছিল। সেইরূপ কশ্যপ ও যদুগণ যে স্থানে বাস করিতেন কেনান, য়িহুদিয়া), সেইস্মৃতি ও সুদূর অতীত গর্ভে নিহিত। কিন্তু সেই গান্ধারাদি দেশীয় বর্ত্তমান আফগণ জাতির, কাশ্মীরিগণের, য়িহুদিয়াবাসী হিব্রু বা য়িহুদিগণের স্ত্রী-পুরুষের রূপলাবণ্যে remarkable similarly রহিয়াছে, ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না।

আমরা দেখিয়াছি, উত্তরকুরু মণ্ডলেই সভ্যতার আদর্শ স্থল ছিল। সেখানে সপ্তর্ষিরা বাস করিতেন। মুঞ্জবত নিকটস্থ ত্রিকুট পর্ব্বতশৃঙ্গে মনুপালিত মৎস্য তদীয় শৃঙ্গে বাধা নৌকায় মহাজলপ্লাবন কালে উক্ত ঋষিসপ্তকে রক্ষা করিয়াছিল। বেদোক্ত সপ্তমানুষই এই সপ্তঋষি, বোধহয়—ইহাঁরাই তদানীন্তন হিন্দুর অর্থাৎ দেবজাতির সপ্তধাম (তখন হিন্দুপনিবেশ সপ্তধামে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে) হইতে আসিয়া তথায় অবস্থিতি করিতেন।

অতো দেবা অবন্তু নো যত বিষ্ণু বি চক্রমে।

পৃথীব্যাঃ সপ্তধামভিঃ॥

এই স্থানেই দেবর্ষিরা (হিন্দু জাতির মন্ত্রদ্রষ্টা মহাজ্ঞানীরা) বিচরণ করিতেন এবং এই কুরুমণ্ডলেই কায়স্থের (কাহেতের) চিত্রবংশীয় পূর্ব্ব-পুরুষেরা বিদ্যাধর বিদ্যাধরীরা—রূপগৌরবে পর্ব্বতশিখা সুশোভিত করিয়া সোমচয়ন ও সোমরস প্রস্তুত করিতেন। চিত্রমণ্ডল (কাহেতমণ্ডল) ও কুরুমণ্ডল অগ্নিও একার্থ। কাহেত (ক্ষাথ) শব্দ সুমেরিয়ান ভাষায় সদি (Shadi) বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সাদি অর্থ পার্ব্বতীয় এবং কুরু অর্থও তাহাই (জগদীশ বাবুর বর্ত্তৃক)।

দক্ষিণ কুরুমণ্ডলের জ্যুঃ (Jeu) বা য়িহুদি জাতি ঈশ্বর সন্তান বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহারা অব্রাহাম বা ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া বিশ্বাস করে। এই ব্রহ্মসন্তান ব্রাহ্মণজাতি ও কৌরব ও কাহেত এক, ইহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। এই য়িহুদি নরনারীও বিদ্যাধর ও বিদ্যাধরী যেমন রূপে তেমন জ্ঞানে অদ্বিতীয়। Where their (Hebrwes) Enlightenment is repered to as a distent historical event (Introduction to

the Epistle to the Hebrews by Davidson M. A. L. L. D. page 10) হিন্দুজাতির বিদ্যাবত্তাও অতুল্য।

এইক্ষণ আমরা দক্ষিণ ও ভারত বাহ্য কুরুমণ্ডেলর কথা বলিয়া এ প্রবন্ধ শেষ করিব।

পাঠকেরা বোধ হয় জানেন, অব্রাহাম বা ব্রহ্মার দুই সহধর্ম্মিনী, সারা (সরস্বতী) ও হাসার (হসির)। দুই বাক্য দেবতা। বেদোক্ত ব্রাহ্মণস্পতিই পৌরাণিক ব্রহ্মা; তিনিও বাক্য দেবতা। অব্রাহামের হাগার হইতে যে পুত্র হয় তাহার নাম ঈশমাইল। ঈশমাইলের বংশই আরব জাতি। এই জাতির আদি রাজা Kahtan; ইহা আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি। Kahtan (কাহেতের) পুত্র আরব তাহার নাম হইতেই আরবদেশের নাম হইয়াছে।

ঈশলাম-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে আরবে হিন্দু-ধর্ম্মের বিশেষতঃ শৈব (Sabian) ধর্ম্মের প্রবল প্রভাব ছিল। মক্কা শব্দেরও প্রাচীন নাম (Mesha) (১) অর্থাৎ মাহেশ। ইহা বাইবেলেরই শব্দ।

কোরাণেই উল্লেখ আছে, যে সকল দেবীর (angels) বা অগ্নিরূপের প্রার্থনা, রুদ্রাবতার শিবের উপাসনা আরব জাতি করিত; তন্মধ্যে Alwzza (মহাদেবী অজা) বা অযোনিসম্ভবা একতমা Al অর্থ great, আল্লাহ great God বা মহাদেব; আল অজা সেইরূপ মহাদেবী। অজা অযোনিসম্ভবা।

"Ulwzza, as some affirm was the idol of Korish and Kenanah তারপরে Sale বলিতেছেন, কেহ কেহ বলেন—এই দেবী আর

---

* (১) And their (sons of Shew's) was dowelling from Mesha as than goest into Sephur a mount of the east. Gen. X. X. 30 (২) বাইবেলে যে Angels শব্দ আছে, তাহা আমাদের অগ্নি শব্দরই প্রায় অবিকল রহিয়াছে। বেদের আপ্রীসূক্তগুলিতে যে বিভিন্ন অগ্নিরূপের স্তব দৃষ্ট হয়, তাহাই পাশ্চাত্য দেবধর্ম্ম Angels বলিয়া খ্যাত। এই Angels পক্ষ বিশিষ্ট; তাঁহারা পক্ষ দ্বারা পৃথিবীতে এবং পৃথিবী হইতে স্বর্গে উড়িয়া যাতায়াত করিতেন। বেদোক্ত দেবীদিগেরও পক্ষের (পত্রের) বর্ণনা আছে (ঋগ্বেদ ১।১২।১০)

কেহই নহেন মিসরদেশীয় পাদপ (Egyptian thorne accasia ইহা হইতে আমরা বলিতে পারি আমরা যে নবপত্রিকা সম্বলিতা মহাদেবী অজা দুর্গার অর্চ্চনা করি, আরবে কোরেশ সম্প্রদায় তৎসদৃশ দেবীর অর্চ্চনা করিতেন। এইত চৈত্রবংশ সমুদ্ভব সুরথরাজ প্রতিষ্ঠিত দুর্গোৎসবের কথা।

এই কোরেশ জাতিরই বংশধর হজরত মহম্মদ। ইহারই মক্কা বা মহেশ মন্দিরের ঈশ্লামপূর্ব্ব অবস্থায় সর্ব্বে সর্ব্বা মালিক ছিলেন; তাঁহারা যেমন তাঁহার আধিপত্য করিতেন, তেমন পৌরোহিত্য করিতেন। কোরেশেরা কুরু জাতিরই শাখা; কোরা হইতে কোরেশ হইয়াছে! টলেমী অনুসারে উত্তর কুরুই উত্তর কোরা; সেইরূপ দক্ষিণ কুরুই সেই কোরা শব্দকে উৎপন্ন করিয়াছিল; তাহাদের প্রধানদিগকে কোরেশ বলিত।

যেমন উত্তর মদ্রগণের শাখা ভারত ভিতরে দক্ষিণে মান্দ্রাজবাসীরা, তেমন উত্তর কুরুদের ভারত বাহিরে দক্ষিণাবর্ত্তে দুইটী শাখা দেখা যায়; তাহার একটি কনানে বা কণ্বদের আদি বাসস্থানে অপরটী আরবীয় কুরুদেশে ও কনানায় উভয়ত্রই কাহেতের অস্তিত্ব রহিয়াছে।

The Arabians were for some Centuries under the Goverment of the discendants of Kahtan; Yarab one of his sons founding that kingdom of Yaman and Jorham and another of their that at Hejaz.

অর্থ—আরবজাতি কাহেতের বংশধর কর্ত্তৃকই কয়েক শত বৎসর শাসিত হইতেন। কাহেতের এক পুত্র যারব যমন্ (যম) এবং জোরহম্ রাজত্বের স্থাপয়িতা; অন্য এক পুত্র হেজাজের স্থাপয়িতা। হেজাজ রাজ্য মধ্যেই মক্কা বা মাহেশ মন্দির।

এই ত দেখা যায় যমপ্রদেশের অধীশ্বর কাহেত। ইহা কি চিত্রদেবের সন্তানগণের উপযুক্ত বাসস্থান? না হইবে কেন?

The province of Yaman (যম) so called from its situation to the right or south at the temple of mecca or else from the happiness and verdure of its soil extends it self along the Indian Ocean to cape Rasalghat, part of. Red Sea bounds it on the west and south sides and province of Hajez on the north.

ইঁহার রাজধানীকে Castle of-delights' বলিত।

অনুঃ—

The delightfulnes and plenty of yaman are owing to its mountains for all that part which lises along the Red-sea is a dry, barren desert, in some places ten or twelve bagues over but in return bounded by these mountains which being well watered, enjoy an almost contenual spring and besides coffee the peculiar produce of the country, wield great plenty and varity of fruits and in particular excellent corn, grapes and spiecs. Sele's discorse to Koran.

আমি আর ইহার অনুবাদ করিলাম না। পাঠকেরা দেখিবেন—এই যম-পুরীর একাংশ শুষ্ক ও অনুর্ব্বর মরুপ্রধান হইলেও ইহা পর্ব্বতের দ্বারা বেষ্টিত হওয়াতে এবং সেই সব পর্ব্বতবশতঃ নদনদীর জলে সজল হওয়াতে কি মনো-রম্য স্থান হইয়াছে। এই যমপুরী সদা বসন্ত-বিরাজিতা, ফলশস্য শোভিতা, লতাবল্লরী বিভূষিতা, সদানন্দময়ী, গন্ধময়ী, সুখময়ী, আনন্দময়ী স্বর্গীয় সুখের লীলাস্থলী। ইহাই কুরুবংশীয় চিত্রদেবগণের অপর চৈত্ররথ বন। যাঁহারা কায়স্থের যমবাদের পক্ষপাতী তাঁহারা মৃত্যুর পরপারে না গিয়া আরবসাগর পার হইলেই তাহাদের পিতৃভূমি দেখিয়া আসিতে পারেন। এখানেও অযোনিসম্ভবা মহাদেবী ও মহাদেবের মন্দির ছিল। ইহাও পর্ব্বতবেষ্টিত দ্বিতীয় চিত্রল।

মপ্‌লারা যেমন আরবদেশের কোন অংশ হইতে আসিয়া দাক্ষিণাত্যের কতক অংশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে, সেইরূপ এক সময়ে (যমন্) যমপুরী হইতে কুরুবংশীয় চিত্রদেবের সন্তানেরা কর্ণাটাদি দেশে বংশবিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিস্তার দাক্ষিণাত্যের সীমার বাহিরে ও ভারতের নানাস্থানে দেখা যায়। সুতরাং ভারতের সকল কায়স্থই চিত্রদেববংশীয়। যাঁহারা বহু বহু পুরুষ ব্যাপিয়া ক্রমাগত দেবর্ষি কুরুগণের স্মৃতি বিলুপ্ত করিতে, সিরাজউদ্দৌলাকে কুৎসিৎ রঙে চিত্রিত করায় চেষ্টা অপেক্ষাও শত-গুণে অধিক চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা কায়স্থের সধর্ম্ম ও স্বরাজ স্থাপনের বিরোধী হওয়া বিচিত্র নহে।

কিন্তু বিচিত্র,—যাঁহারা চিত্রদেব সন্তান বলিয়া আত্মপরিচয় দেন, তাঁহারা তাঁহাদের দেবসংস্রব এত ভুলিয়াছেন যে, দেবনাম শুনিলেই তাঁহাদের জল-তঙ্কের ন্যায় আতঙ্ক উপস্থিত হয়।

এই ভূমিকার পর আমরা উল্লিখিত দ্বাদশ প্রকার কায়স্থ খিওরীর সংক্ষি-

আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব; তাঁহাতেই অন্ত্যজবাদের সম্বন্ধ আলোচনা থাকিবে।*

শ্রীমধুসূদন সরকার।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন :—

আগামী ৫ই জ্যৈষ্ঠ, ইংরাজী ১৯শে মে শনিবার বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন কলিকাতায়ই হইবে স্থির হইয়াছে। নির্দ্দিষ্ট দিন অপরাহ্ণ ৪॥ টায় সমাজের মাননীয় সভ্য, সুহৃদ্, লেখক, প্রচারক, গ্রাহক, অনুগ্রাহক প্রভৃতি সর্ব্বসাধারণ কায়স্থ মহোদয়গণের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।

ধারা নির্দ্দেশ :—

বরিশাল সিদ্ধকাঠীনিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহ মহাশয় দীর্ঘদিন রাজ-কার্য্যোপলক্ষে বঙ্গের নানাস্থানে ঘুড়িয়া বঙ্গের প্রসিদ্ধ ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র ও দত্তবংশের বহু বংশাবলী সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। সেটেলমেণ্টের কার্য্যে তিনি বর্ত্তমানে বহরমপুরে আছেন। তিনি ইচ্ছা করিয়াছেন—যাঁহারা কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নামে পরিচিত—অথচ তাঁহাদের ধারাবাহিক বংশাবলী পাওয়া যায় না—তাঁহারা কে কোথা হইতে কি কারণে বর্ত্তমান স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, কাহার সন্তান বিস্তারিত বিবরণ সহ বংশাবলী যতদূর সংগ্রহ করিতে পারেন, তিনি তাঁহাদের বংশের ধারাগুলি নির্ভুল করিয়া পুস্তক আকারে প্রকাশ করিতে পারেন। তাঁহার এই সামাজিক নিঃস্বার্থ চেষ্টায় আমরা উৎসাহিত হইয়াছি এবং বঙ্গজ কায়স্থের উপরোক্ত বংশের যিনি যে স্থানে আছেন, তাঁহাদিগকে শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর নিকট বংশাবলী পাঠাইতে বিনীত অনুরোধ করিতেছি। তিনি এজন্য একখানি কার্ডও মুদ্রিত করিয়া যাঁহাদের নাম ঠিকানা পাইতেছেন, তাঁহাদের নিকট পাঠাইতেছেন। অবশ্য ইহাতে যে সকলে বংশাবলী পাঠাইতেছেন তাহাদের অনেকে হয় ত কুলীন,

* এই প্রবন্ধ দুর্গোৎসবের সময়েই লেখা হইয়াছে। ইহার কোন কোন স্থান আমার গোবিন্দবরণ রণসীর অভিভাষণে প্রবেশ করিয়াছে। এ প্রবন্ধ হইতে সে অংশ বাদ দিলাম না; কেননা তাহা করিলে ইহার শৃংখলতা ব্যাঘাত করে। ইহার উদ্দেশ্য কায়স্থকে ভারত-বাহ্য জাতি এবং বর্ণ ভেদের বহু পূর্ব্ব হইতে তাঁহারা Kahtan, Khati, Hati এবং ক্ষায়র্থিয় ইত্যাদি আখ্যায় Ruling cast নামে পরিচিত ছিলেন তাহার প্রদর্শন। এজন্য বাইবেল ও কোরাণ অনুগত সাহিত্য হইতে কোন্ কোন সংবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে। লেখক

কুলজ বা বংশজ ভাবে আছেন, বংশাবলী পাঠাইলে এইভাবে কাহারও সম্মানের হানি হয় অনেকে ইহা মনে করিতেছেন—বস্তুতঃ এরূপ মনে করিবার কারণ নাই ; তিনি কে কুলীন কে বংশজ তাহা নির্দ্দেশ না করিয়া কে কাহার সন্তান শুধু তাহাই নির্দ্দেশ করিবেন। এমতাবস্থায় কায়স্থ ভ্রাতৃগণের তাঁহাকে বংশাবলী পাঠাইয়া সহায়তা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

উপনয়ন :—

১৫ই চৈত্র, ১৩২৯। পাবনা—উধুনিয়া প্রচারক শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র গুহ-বর্ম্মা মহাশয়ের চেষ্টায় বারেন্দ্র শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ সিংহ, পুরোহিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে বৈদিকী দীক্ষা ও সাবিত্রীসূত্র গ্রহণ করেন।

জলপাইগুড়ি হইতে আমাদের সমাজের সভ্য শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার সরকারবর্ম্মা লিখিয়াছেন—গত ১৬ই ও ১৯শে চৈত্র স্থানীয় গোপাল-ভবনে নিম্নলিখিত বঙ্গজ কায়স্থগণ যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্রীসূত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

ঢাকা বরাঙ্গাইলনিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র হোড় বি-এল, রাইমোহন ঘোষ, তেজেশচন্দ্র ঘোষ, ভক্তকুমার ঘোষ, শ্রীনাথ ঘোষ, বি-এল। দিয়াবাড়ী-নিবাসী—শ্রীযুক্ত রজনীনাথ বসু, সুরেন্দ্রনাথ বসু, মনোরঞ্জন বসু, অজিত-কুমার বসু, পবিত্রকুমার বসু ; জিলা ফরিদপুরের ইদিলপুর সমাজের শ্রীযুক্ত যামিনীকুমার বসু, হেমন্তকুমার বসু, অমূল্যচন্দ্র বসু ; ঢাকা নবগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত তারাপ্রসাদ বিশ্বাস, বি-এল, দেবেন্দ্রপ্রসাদ বিশ্বাস, রবীন্দ্রপ্রসাদ বিশ্বাস ; রাইসবরনিবাসী শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার গুহমুস্তফী ; তাদিয়াখোলানিবাসী শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ গুহনিউগী, সুরেশচন্দ্র গুহনেউগী, নরেশচন্দ্র গুহনেউগী, চানিসারানিবাসী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মজুমদার ; ধুলণ্ডী-নিবাসী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দাস, মোক্তার, পার্ব্বতীচরণ দেব ; নালীনিবাসী শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাস, যতীন্দ্রনাথ দেব এই ২৫ জন কায়স্থ সন্তান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র স্মৃতিরত্ন ও শরচ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন, বামাচরণ চক্রবর্ত্তী, যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক উপনীত হন। প্রচার-পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা, তাঁহার সহকারী শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ বি-এল মহাশয়ের আহ্বানে কয়েকটী সভা করিয়া বক্তৃতা করেন। তৎপর এই উপনয়ন হয়। এই কার্য্যে যোগেশ বাবু ও শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ঘোষ গুণাকর প্রভূত চেষ্টা ও পরিশ্রম করেন। তজ্জন্য ইঁহাদিগকে আমরা ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

২৫শে চৈত্র, ১৩২৯। কায়স্থসমাজকেন্দ্র। ঢাকা হাসাইলনিবাসী শ্রীযুক্ত রাখালরাজ ঘোষ, নাটেশ্বরনিবাসী শ্রীযুক্ত যশোদারঞ্জন বসু, কাজিরপাগলা নিবাসী শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার বসু যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে বৈদিক সাবিত্রী সূত্র গ্রহণ করেন।

কায়স্থ-সমাজ

৪র্থ বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়—১৩৩০ | ২য়, ৩য় সংখ্যা

বাসনে ব্যসন

বর্ত্তমানকালে বঙ্গদেশীয় শিক্ষিত মনীষিগণ আধিব্যাধিভয়ে বিশেষ চিন্তান্বিত। প্রতিকারেও বিশেষ উদ্যোগী। প্রত্যেক সংবাদপত্রে আধি-ব্যাধিবৃদ্ধি সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়। সকলকে সতর্ক করার বহুল উপদেশ প্রচারিত হয়। অনেক বহুদর্শী বিজ্ঞ ডাক্তার আধিব্যাধি সম্বন্ধে বহু আলোচনা গবেষণাপূর্ব্বক স্থিরীকৃত করিয়াছেন—এত যে ব্যারামের বৃদ্ধি ইহা "ম্যালেরিয়াই" কারণ ; অতএব নানাপ্রকার হেতু নির্দ্দেশ করিয়া ম্যালেরিয়া তাড়ানের ও ম্যালেরিয়া বিস্তৃতির যাহাতে ব্যাঘাত হয় তাহার চেষ্টা হই-তেছে। প্রজাসাধারণের অনবরত চিৎকারে ম্যালেরিয়া নাশের জন্য গবর্ণ-মেণ্টও নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবনে চেষ্টাবান। চেষ্টা অনেক হইতেছে বটে কিন্তু সাফল্য লাভ অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। কেন যে ম্যালেরিয়া দূরীকরণের সফলতা দৃষ্ট হইতেছে না তদ্বিষয়ে কেহ চিন্তা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

আজকাল উপর্য্যুপরি কোন পীড়ায় আক্রান্ত হইলে তাহাকে ম্যালেরিয়া, ম্যালেরিয়াজনিত, ম্যালেরিয়াসংশ্লিষ্ট ইত্যাদি নানাপ্রকার হেতুবাদে পীড়ার সমস্ত দোষ ম্যালেরিয়া বেচারীর ঘাড়ে চাপান হয়। ডাক্তারগণের মতে

কুলজ বা বংশজ তাবে আছেন, বংশাবলী পাঠাইলে এইভাবে কাহারও সম্মানের হানি হয় অনেকে ইহা মনে করিতেছেন—বস্তুতঃ এরূপ মনে করিবার কারণ নাই ; তিনি কে কুলীন কে বংশজ তাহা নির্দ্দেশ না করিয়া কে কাহার সন্তান শুধু তাহাই নির্দ্দেশ করিবেন। এমতাবস্থায় কায়স্থ ভ্রাতৃগণের তাহাকে বংশাবলী পাঠাইয়া সহায়তা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

উপনয়ন :—

১৫ই চৈত্র, ১৩২৯। পাবনা—উধুনিয়া প্রচারক শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র গুহ-বর্ম্মা মহাশয়ের চেষ্টায় বারেন্দ্র শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ সিংহ, পুরোহিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে বৈদিকী দীক্ষা ও সাবিত্রীসূত্র গ্রহণ করেন।

জলপাইগুড়ি হইতে আমাদের সমাজের সভ্য শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার সরকারবর্ম্মা লিখিয়াছেন—গত ১৬ই ও ১৯শে চৈত্র স্থানীয় গোপাল-ভবনে নিম্নলিখিত বঙ্গজ কায়স্থগণ যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্রীসূত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

ঢাকা বরাঙ্গাইলনিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র হোড় বি-এল, রাইমোহন ঘোষ, তেজেশচন্দ্র ঘোষ, ভক্তকুমার ঘোষ, শ্রীনাথ ঘোষ, বি-এল। দিয়াবাড়ী-নিবাসী—শ্রীযুক্ত রজনীনাথ বসু, সুরেন্দ্রনাথ বসু, মনোরঞ্জন বসু, অজিত-কুমার বসু, পবিত্রকুমার বসু ; জিলা ফরিদপুরের ইদিলপুর সমাজের শ্রীযুক্ত যামিনীকুমার বসু, হেমন্তকুমার বসু, অমূল্যচন্দ্র বসু ; ঢাকা নবগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত তারাপ্রসাদ বিশ্বাস, বি-এল, দেবেন্দ্রপ্রসাদ বিশ্বাস, রবীন্দ্রপ্রসাদ বিশ্বাস ; রাইসবরনিবাসী শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার গুহমুস্তফী ; ভাদিয়াখোলানিবাসী শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ গুহনিউগী, সুরেশচন্দ্র গুহনেউগী, নরেশচন্দ্র গুহনেউগী, চানিসারানিবাসী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মজুমদার ; ধুলগুী-নিবাসী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দাস, মোক্তার, পার্ব্বতীচরণ দেব ; নালীনিবাসী শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাস, যতীন্দ্রনাথ দেব এই ২৫ জন কায়স্থ সন্তান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র স্মৃতিরত্ন ও শরচ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন, বামাচরণ চক্রবর্ত্তী, যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক উপনীত হন। প্রচার-পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা, তাঁহার সহকারী শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ বি-এল মহাশয়ের আহ্বানে কয়েকটী সভা করিয়া বক্তৃতা করেন। তৎপর এই উপনয়ন হয়। এই কার্য্যে যোগেশ বাবু ও শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ঘোষ গুণাকর প্রভূত চেষ্টা ও পরিশ্রম করেন। তজ্জন্য ইঁহাদিগকে আমরা ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

২৫শে চৈত্র, ১৩২৯। কায়স্থসমাজকেন্দ্র। ঢাকা হাসাইলনিবাসী শ্রীযুক্ত রাখালরাজ ঘোষ, নাটেশ্বরনিবাসী শ্রীযুক্ত যশোদারঞ্জন বসু, কাজিরপাগলা নিবাসী শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার বসু যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে বৈদিক সাবিত্রী সূত্র গ্রহণ করেন।

কায়স্থ-সমাজ

৪র্থ বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়—১৩৩০ | ২য়, ৩য় সংখ্যা

ব্যসনে ব্যসন

বর্ত্তমানকালে বঙ্গদেশীয় শিক্ষিত মনীষিগণ আধিব্যাধিভয়ে বিশেষ চিন্তান্বিত। প্রতিকারেও বিশেষ উদ্যোগী। প্রত্যেক সংবাদপত্রে আধি-ব্যাধিবৃদ্ধি সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়। সকলকে সতর্ক করার বহুল উপদেশ প্রচারিত হয়। অনেক বহুদর্শী বিজ্ঞ ডাক্তার আধিব্যাধি সম্বন্ধে বহু আলোচনা গবেষণাপূর্ব্বক স্থিরীকৃত করিয়াছেন—এত যে ব্যারামের বৃদ্ধি ইহা "ম্যালেরিয়াই" কারণ ; অতএব নানাপ্রকার হেতু নির্দ্দেশ করিয়া ম্যালেরিয়া তাড়ানের ও ম্যালেরিয়া বিস্তৃতির যাহাতে ব্যাঘাত হয় তাহার চেষ্টা হই-তেছে। প্রজাসাধারণের অনবরত চিৎকারে ম্যালেরিয়া নাশের জন্য গবর্ণ-মেণ্টও নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবনে চেষ্টাবান। চেষ্টা অনেক হইতেছে বটে কিন্তু সাফল্য লাভ অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। কেন যে ম্যালেরিয়া দূরীকরণের সফলতা দৃষ্ট হইতেছে না তদ্বিষয়ে কেহ চিন্তা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

আজকাল উপর্য্যুপরি কোন পীড়ায় আক্রান্ত হইলে তাহাকে ম্যালেরিয়া, ম্যালেরিয়াজনিত, ম্যালেরিয়াসংশ্লিষ্ট ইত্যাদি নানাপ্রকার হেতুবাদে পীড়ার সমস্ত দোষ ম্যালেরিয়া বেচারীর ঘাড়ে চাপান হয়। ডাক্তারগণের মতে

জলনিকাশের সুবন্দোবস্ত না থাকিলে নানাবিধ আবর্জ্জনা পচিয়া বায়ু দূষিত হয়, দুর্গন্ধ নিঃসৃত হয়, তাহাতে ম্যালেরিয়া ও মশক জন্মে এবং মশকের দ্বারা ম্যালেরিয়া নানাস্থানে বিসর্পিত হইয়া ম্যালেরিয়ার বিস্তৃতি ঘটে। একটীর উল্লেখ করা হইল বটে আরো বহুবিধ কারণ ডাক্তারগণ উল্লেখ করিয়া থাকেন। সমগ্রগুলির আলোচনা করা এই প্রবন্ধে অসম্ভব। আমরা ডাক্তারগণের মতগুলি মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছি কিন্তু এই কারণ ব্যতীত আধিব্যাধির উৎপত্তি বিস্তৃতির আরও কারণ আছে, তৎসমস্ত ম্যালেরিয়া ম্যালেরিয়াজনিত বা ম্যালেরিয়ার সংশ্লিষ্ট নহে। সেগুলী স্বয়ং পীড়া স্বমূর্ত্তিতে মনুষ্য শরীরে উৎপত্তি হয়। এক শরীর হইতে অন্য শরী সংক্রামিত হয়।

ইহা অবিসম্বাদিত সত্য যে যেখানে পবিত্রতা বেশী সেখানে আ ব্যাধি অল্প। কদাচিৎ কাহারো পীড়া হইলেও বিনা চিকিৎসায় বিনা ঔ শারীরিক ক্রিয়া ও সংযম দ্বারা রোগ অন্তর্হিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কায় বিধবাগণ প্রদর্শিত হইতে পারেন। শত শত ক্ষেত্রে পরীক্ষা ও প্রত্যক্ষ ক গিয়াছে একান্নবর্ত্তী পরিবারে দশজন লোকের মধ্যে একজন কায়স্থ বিধ থাকিলে নয়জনের পীড়া হইয়াছে কিন্তু বিধবা স্ত্রীলোকটী সুস্থ শরী সকলের সেবা শুশ্রুষা করিতেছেন। ইহার কারণ কেহ চিন্তা করিয়াছে কি? বিধবার পবিত্রতাই ইহার কারণ নহে কি? কায়স্থেতর জাতিসমূহে বিধবা আছেন, তাঁহারা যে এই সংক্রামক ব্যাধি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করি পারেন না তাহাও পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে। এমনও অনেকস্থ দেখা গিয়াছে কায়স্থের চিররোগী সধবা স্ত্রীলোকগণ বিধবা হওয়ামা বিনাঔষধে নিরাময় হন। ইহার কারণ পবিত্রতা ও ব্রহ্মচর্য্য।

আমরা জ্ঞানবিজ্ঞানের অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া রোগোৎপত্তির নানা কারণ ব্যক্ত করি, বাস্তবপক্ষে রোগোৎপত্তি আমাদের জ্ঞান বুদ্ধির অগোচ আমাদের জ্ঞান বুদ্ধির সীমার ভিতর হইলে আমরা পূর্ব্বাহ্ণে সতর্ক হই পারিতাম যাহাতে রোগে আক্রান্ত না হই। অবশ্য মোটা মোটা কয়ে বিষয় আমরা অবগত আছি। যথা বিষ পান করিলে মানুষ মরে, আ জানি। একাধিক দ্রব্য সংযোগে বিষ তুল্য পদার্থ প্রস্তুত হয়, তাহা আ জানি। জলে ডুবিয়া শ্বাসরুদ্ধ হইলে মরে, তাহা আমরা জানি। চন্দনক ঘর্ষণে যে অগ্নি উৎপন্ন হয় তাহারও দাহিকাশক্তি আছে, তাহা আ জানি। সমুদ্রমধ্যে যে অগ্নি উৎপন্ন হয় যাহার নাম 'বাড়বানল' তাহারও দাহিকা শক্তি আছে, আমরা জানি। ইত্যাদি বহু বহু স্থূল বিষয় আমরা অবগত আছি বলিয়া সতর্কতা অবলম্বন করিতে পারি, আত্মরক্ষা করিতে পারি। যে সকল সূক্ষ্ম বিষয় আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য বিষয়ের সহিত নানা ভাবে জড়িত আছে, তদ্দ্বারা আমাদের ইষ্টানিষ্ট ঘটে তাহা আমাদের চিন্তার অতীত—বুদ্ধির অতীত। এইজন্যই আমরা আধিব্যাধিতে অহরহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। যদি আমাদের আচার বৈষম্য না ঘটিত আধিব্যাধিতেও আমরা আক্রান্ত হইতাম না।

নানাপ্রকার দুঃখযন্ত্রণা, ধনহানী, স্বাস্থ্যহানী, মৃত্যু, অপমৃত্যু, রাজদণ্ড প্রভৃতি সমস্তই ব্যসন মূলক। নীতিকার চাণক্য বলিয়া গিয়াছেন—

"উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষ শত্রুবিগ্রহে
রাজদ্বারে শ্মশানে চ য স্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ।"

আমাদের অর্থাৎ বাঙ্গালী জাতির এই ঘোরতর ব্যসনের হাত হইতে রক্ষা করিবার কোন বান্ধব নাই। সকলেই সমান অবস্থাপন্ন, এমতাবস্থায় কে কাহার বান্ধব সাজিয়া অগ্রসর হইবেন? এই ঘোরতর ব্যসন বা আধিব্যাধির দিনে আমাদের আত্মসংযম অর্থাৎ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথে বিচরণ ভিন্ন এই ব্যসন নিরাকৃত হইবে না।

আমাদের সূক্ষ্মদৃষ্টির অভাব হইলেও শাস্ত্রাদিষ্ট পথে চলিলে সূক্ষ্মদৃষ্টির অভাবজনিত ক্লেশভোগ করিতে হইত না, ইহা স্থিরনিশ্চয়। কায়স্থ বিধবাগণ শাস্ত্রাদিষ্ট পথে চলেন বলিয়া রোগশূন্য ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। আমাদের সূক্ষ্মদৃষ্টি না থাকিলেও শাস্ত্রকারগণের যে তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল তাহা অস্বীকার করার সাধ্য নাই। তাঁহাদের সকল আদেশই কেবল সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচায়ক এমন নহে, পরীক্ষিতও বটে। তাঁহারা সূক্ষ্মদৃষ্টিতে যাহা অনুমান করিয়াছিলেন, পরে পরীক্ষা দ্বারা তাহার গুণাগুণ স্থিরীকরণ করিয়া রাখিয়াছেন। আমরা অবহেলায় অমান্য করিয়াছি—অগাধ দুঃখসলিলে ডুবিতেছি।

কোন একটা সামগ্রী যাহাতে রাখা যায় তাহার সংস্কৃত নাম হইতেছে আধার পাত্র! পশ্চিম দেশীয় লোকে বলে বর্ত্তন। আমরা বঙ্গদেশীয় লোকে বলি বাসন। এই বহুভাষী ভারতে এই আধার পাত্রের বহু নামকরণ আছে। তাহা আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ বাহুল্য করা উদ্দেশ্য নহে। চারি জাতি হিন্দু অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, কিরকম বাসন ব্যবহার করিলে

স্বাস্থ্যবান থাকিবেন, তাহা যুগযুগান্তর পূর্ব্ব হইতে স্থিরীকৃত আছে। ইদানীং আমরা সেই বাসনের ব্যত্যয় ঘটাইয়া ব্যসনকে ডাকিয়া আনিয়া ঘরে স্থান দিয়াছি। অকৃতকার্য্যের ফলভোগ করিতেছি আর সমস্ত দোষ চাপাইতেছি ম্যালেরিয়া বেচারির উপর।

সাধারণতঃ আমরা মাটির, লোহার, পিত্তলের, তামার ও কাঁসার বাসন ব্যবহার করি। কোন্ ধাতুতে কোন্ দ্রব্য রক্ষা করিলে দ্রব্যের অবস্থার ও গুণের বিপর্য্যয় ঘটে তাহা অনেকে জ্ঞাত আছেন। আমাদের গৃহ দেবতার পূজা অর্চ্চনায় পিত্তলের ও তামার বাসন আধার পাত্র, পুষ্প পাত্র, নৈবেদ্যপাত্র ব্যবহার হয়। শিবপূজার সময় কাংস্যপাত্রেই শিবস্থাপন হইয়া থাকে। দরিদ্রের জন্য কদলীপত্রই ব্যবস্থা। আহা! কি সুন্দর নিয়ম! আমরা এই সকল অমান্য করিয়াই অধঃপাতে যাইতেছি।

খাদ্য সামগ্রী পাক করিবার মাটির বাসন অর্থাৎ হাঁড়ি পাতিলই প্রশস্ত। তদভাবে বা অসুবিধা স্থলে লৌহ ব্যবহার করিতে হয়। অর্থাৎ লৌহ নির্ম্মিত ডেক কড়াই প্রভৃতি। আয়ুর্ব্বেদোক্ত তৈল, ঘৃত, অবলেহ, খণ্ড প্রভৃতি সমস্ত ঔষধ মাটির, তদভাবে বা অসুবিধা স্থলে লৌহের কড়াই ভিন্ন প্রস্তুত হইতে পারে না। করিলে ফলপ্রদ হয় না। অনেক স্থলে বিপরীত ফল হইয়া থাকে। ভূরিভোজন সময়ে পিত্তলের ডেকে যে অন্ন প্রস্তুত হয় তাহা উদরস্থ করিয়া অনেকে পীড়াগ্রস্ত হন। অনেকে দু'তিন দিন শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করেন। অনেকে পিত্তলের বাসনের প্রস্তুত অন্ন স্পর্শ করেন না। তামার ডেকের প্রস্তুত অন্ন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উত্তেজক। মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ ভূরিভোজন সময়ে তাম্রনির্ম্মিত ডেকে যে অন্ন প্রস্তুত করেন, তাহা বড়ই উত্তেজক। কবিরাজগণ বলেন—তাম্রাধারের পাক মুসলমান শরীরের উপযোগী। কেননা পলাণ্ডু মাংস প্রভৃতি উত্তেজক সামগ্রী সহযোগে ঐ তাম্রাধারে প্রস্তুত অন্ন উদরস্থ করিলে "বিষস্য বিষমৌষধম্" ক্রিয়ায় কোন অনিষ্ট হইতে পারে না।

তামার জল পায়ে পড়িলে দোষ ও অনিষ্টজনক বলিয়া ধারণা থাকায় হিন্দুগণ ঠাকুর পূজা ভিন্ন অন্য কাজে ব্যবহার করেন না। তামার জল পায়ে পড়িলে যে অনিষ্ট হয় তাহা বাহ্যদৃষ্টিতে অনুভব না হইলেও তন্মধ্যে যে বিজ্ঞান নিহিত নাই কে বলিতে পারে? তাঁবা একটি ধাতুবিশেষ। তুলসী একটি উদ্ভিজ্জ বিশেষ। এই ধাতু ও উদ্ভিজ একত্রে হস্তে লইয়া হলপ (শপথ) করিয়া অনেককে নির্ব্বংশ হইতে দেখা গিয়াছে। কথাটা শিক্ষিত সম্প্রদায় অবিশ্বাস করিতে পারেন কিন্তু ধর্ম্মবিশ্বাসী হিন্দুগণ কখনও অবিশ্বাস করিবেন না। আর তুলসী সহযোগে তাঁবা বা তামা সহযোগে তুলসী বিষাক্ত হয় না বলিয়া শরীরস্থ তাড়িৎ মিশে না বলিয়া কোন বৈজ্ঞানিক অস্বীকার করেন নাই। পূর্ব্বপুরুষ হইতে অধস্তন পুরুষে সকল প্রকার বিষ, সকল প্রকার রোগ সংক্রামিত হওয়া সকলেরই স্বীকার্য্য।

পুরাকাল হইতে পরীক্ষিত অষ্টধাতুর ব্যাখ্যা হইয়া আসিতেছে। অধুনা বিজ্ঞান সাহায্যে চূণ ও মিশ্রণ বহু ধাতুর আবির্ভাব হইয়াছে হইতেছে। সকল ধাতুর বাসন বা বর্ত্তনও প্রস্তুত হইতেছে। এই সকল বাসনে আহার্য্য সামগ্রী পাক হইতেছে। ভোজনাধার রূপেও ব্যবহৃত হইতেছে। তাহার গুণাগুণের পরীক্ষা যাহা হইয়াছে, যথেষ্ট মনে হয় না। অধুনা সুখ সুবিধা লইয়াই লোক ব্যস্ত। পবিত্র অপবিত্রতার ধার ধারে না। এই সুখ সুবিধা জন্য "কুকারে" রন্ধন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া অনেকে ভোজন করেন ও রোগগ্রস্ত হন। এই রোগীগণও পুনঃপুনঃ রোগ ভোগ করিয়া ম্যালেরিয়ার ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া থাকেন।

রন্ধনের দ্বিতীয় উপাদান কাষ্ঠস্থলে এখন পাথুরিয়া কয়লা আসন প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাও সুখ সুবিধা সম্ভার খাতিরে। নানা কারণে কাষ্ঠ এখন দুর্ম্মূল্য। তাহাতেই কয়লার পসার বৃদ্ধি। কয়লার পাকে পক্ক দ্রব্য যে অবস্থায় পরিণত হয়, তৎসম্বন্ধে এ দীন হীন ভুক্তভোগী! পিত্তলাধারে বা তাম্রাধারে পক্ক দ্রব্য ভক্ষণে যে আয়ুষ্কাল কাটিয়া যায়, শরীর রুগ্ন হয় তাহাতে দৃঢ় ধারণাই জন্মিয়াছে। তবে কিনা মাংসাশীগণের পক্ষে এ প্রমাণ প্রযোজ্য না হইয়া গরীবের পক্ষেই প্রযুজ্য হইতে পারে।

অনেকে অনুভব বা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন মহানগরী কলিকাতায় ছাত্রাবাসে আধিব্যাধির অতি বৃদ্ধি কেন। আমদের বিবেচনায় তামার ডেকে কয়লার জ্বালে অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া উদরস্থ করেন বলিয়াই ছাত্রগণ অতি মাত্রায় পীড়িত হন। তাঁহারাও ম্যালেরিয়ার ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া থাকেন। ডাক্তারী ঔষধ সেবনে যে পুনঃ পুনঃ রোগাক্রান্ত হন এই কথাটুকু কাহারো বিচারের আমলে আইসে না।

কবিরাজি ঔষধ পাক করার প্রধান উপাদান যেমন ঘুঁটে বা শুষ্ক গোবর,

আমাদের খাদ্য দ্রব্য পাক করার ব্যবস্থাও তেমন ঐ ঘুঁটে অভাবে কাষ্ঠ। কয়লা কোন প্রকারেই উপযোগী নহে। কয়লাপক্ক সামগ্রী খাইয়া প্রথমতঃ শারীরিক উদ্বেগ, তৎপর রোগ ভোগ প্রায়ই প্রত্যক্ষ হইতেছে; তবুও আমাদের চৈতন্য হইতেছে না।

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে বর্ত্তমান কালে যতই কেন নিত্য নূতন বিষয়ের অবতারণা আবিষ্কার আলোচনা হইতেছে, তৎ সমস্ত বিষয়ের বিচার হিন্দুশাস্ত্রে খুজিয়া পাওয়া যাইবে। তদ্দ্বারা ভাল মন্দ নির্ণয় হইতে পারিবে। যেমন তল্লাস করিবার লোকাভাবেই আমরা বিপন্ন হইতেছি। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে শাস্ত্রকারগণ কিরূপ দুরদর্শী ছিলেন।

হিন্দুগণ নবগ্রহের পূজা প্রণাম ও নবগ্রহের উদ্দেশ্যে ধাতু বা ধাতুনির্ম্মিত পাত্র (বাসন) দান করিয়া থাকেন। শিক্ষিতগণ উপহাস করিয়া বলেন—এ সকল ব্রাহ্মণগণের বদমায়েসী। লাভের জন্য লোকের মনে ভীতি সঞ্চার করাইয়া কিছু আদায় করার ফন্দি মাত্র। তাঁহাদের যুক্তি এই গ্রহলোক ও মনুষ্যলোক বহুদূরে অবস্থিত এমতাবস্থায় গ্রহগণ মানুষের কি করিতে পারে? ইহাঁদের সহিত তর্ক অনাবশ্যক হইলেও বলিতে বাধ্য হইলাম যে, চন্দ্র সূর্য্য উভয়ইত দুটী গ্রহ। চন্দ্রগ্রহ দ্বারা ঠাণ্ডা ও সূর্য্য গ্রহ দ্বারা উত্তাপ ইহাও অস্বীকার করিবেন কি? যদি অস্বীকৃত না হন অন্য গ্রহের অস্বীকার করার কি হেতু আছে?

কোন্ গ্রহের শান্তির জন্য কোন্ ধাতু দান বা ধারণ করিতে হয় তাহার বিধান ও পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট আছে। আবার কোন্ ধাতু ধারণে কোন্ গ্রহের কোপে পড়িতে হয় তাহারও বিধান আছে। আবার গ্রহগুলীর কতগুলী উপগ্রহ আছেন। তাঁহাদের কৃপায় ও কোপে মানুষের ভাল মন্দ ঘটিয়া থাকে। গ্রহাপেক্ষা উপগ্রহের শক্তি কিঞ্চিৎ ন্যূন বটে কিন্তু উপগ্রহগুলী শক্তিশূন্য নহে। রবিগ্রহ বা সোম গ্রহের দৃষ্টি বা তেজ যেমন মনুষ্য শরীরে পতিত হয়, তেমন উপগ্রহের দৃষ্টি বা তেজও পতিত হইয়া থাকে।

তামা ব্যবহার করিতে নাই। তামার জল পায়ে পড়িলে শারীরিক অনিষ্ট বা স্বাস্থ্যহানী ঘটে পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। শরীরে তামা ধারণ করিলে অনিষ্টাশঙ্কার পূর্ব্বে কেহই তামা ধারণ করিতেন না।

অধুনা তামার বলয় প্রস্তুত করিয়া তদুপরী কারুকার্য্য বিশিষ্ট স্বর্ণপাত বসাইয়া স্ত্রীলোকেরা হাতের শোভা সম্পাদন করিতেছেন। ইহা হইতেছে—

"গরীবের গরীবানা
চিনি দিয়া মিশ্রিপানা।"

উচ্চ মূল্যে স্বর্ণ বলয় খরিদ বা প্রস্তুত করতঃ হস্তের শোভা বর্দ্ধিত করার সামর্থ্য ইহাদের নাই অথচ সামাজিক মর্য্যাদা রক্ষা না করিলেই নয়, এই হেতু বশতই তাম্র ধারণ। এই তামার জল অনবরতই পায়ে পড়িতেছে। বারণ করিবার কোন উপায় নাই। তামার উপর গ্রহের দৃষ্টি বা তেজ সর্ব্বদাই পতিত হইয়া শরীরে ব্যাধি সঞ্চার হইতেছে এবং সেই ব্যাধি তাঁহার সন্তান সন্ততিতে সংক্রামিত হওয়াইত স্বাভাবিক। এই বাসন ব্যত্যয়ে যে ব্যাধির উৎপত্তি স্থিতি বিস্তৃতি হইতেছে তাহাও ম্যালেরিয়ার ঘাড়ে অর্পিত হইতেছে।

চন্দ্রঋষ্টি অর্থাৎ চন্দ্রগ্রহের দৃষ্টি বা তেজ আতুরে শিশুর উপর পতিত হয়, সেই দোষ খণ্ডন জন্য শিশুর গলায় রৌপ্যনির্ম্মিত অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি হার প্রস্তুত করিয়া ঝুলান হয়. ইহা অনেকে অবগত আছেন। ঐ রৌপ্য নির্ম্মিত অর্দ্ধচন্দ্র শিশুর গলার শোভা সম্পাদন জন্য দেওয়া হয় বলিয়া কেহ বিশ্বাস করিবেন না। শারীরিক উপকারার্থই উহা প্রদত্ত হইয়া থাকে। জাতক গণনায় চন্দ্রঋষ্টি পড়িয়াছে স্থির হইলেই স্ত্রীলোকেরা আবহমান কালের প্রথানুসারে রূপার অর্দ্ধচন্দ্র প্রস্তুত করাইয়া থাকেন। অন্ধ বিশ্বাসের বশেই ঐ কার্য্য হইয়া থাকে। ইহার ভিতর যে শাস্ত্র যুক্তি আছে, স্ত্রীলোকেরা ঘুণাক্ষরেও তাহা অবগত নহেন। ইদানীং আমরা অন্ধবিশ্বাস হারাইয়াই অন্ধ হইয়াছি।

সত্যযুগ হইতে ভোজন পাত্রের (বাসনের) ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট আছে। আমরা সেই ব্যবস্থা মান্য না করিয়া দুর্ভোগ ভুগিতেছি, অধস্তন জনগণকে ভোগাইতেছি। পাত্র বিশেষে ভক্ষ্যবস্তুর যে গুণের তারতম্য হয় এই কথা আদৌ আমাদিগের মনে স্থান পায় না। কয়েক বৎসর হইতে তাহা অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। ভোজন বাসনের বা ভোজন পাত্রের শুদ্ধি বিষয়েও পূর্ব্বকার লোক উদাসীন ছিলেন না। পূর্ব্বকালের ন্যায় এখনও ছাই দ্বারা কাংস্য পাত্র বা থালাবাটি প্রভৃতি তেঁতুল লেবু বা অন্য কোন প্রকার টক দ্বারা পিত্তল পাত্র প্রভৃতি মাজিয়া

পরিষ্কার ও শুদ্ধ করার নিয়ম হিন্দুগৃহে প্রচলিত আছে। প্রাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া গৃহিণী বা বৌগণ গৃহ প্রাঙ্গণে গোবর ছড়া দেওয়া ঘর লেপা বাসন মাজা নিত্য কার্য্য মধ্যে গণ্য ছিল। সমস্ত কার্য্যই যে স্বাস্থ্যরক্ষার উদ্দেশ্যে সম্পন্ন হইত তাহা বলাই বাহুল্য। অধুনা বাসন মাজা উঠিয়া গিয়াছে বলা যাইতে পারে। এনামেলের বাসন, মাটীর কলাইকরা বাসন, কাচের বাসন, স্ফটিকের বাসন প্রভৃতিতে বাবুদের ঘর পরিপূর্ণ। কাঁসা, পিত্তল তামা প্রভৃতির বাসন উচ্চ মূল্যে খরিদ করিয়া প্রতিদিন তাহা মাজিয়া ঘষিয়া সময়ের অপব্যবহার ও পরিশ্রম করা গৃহিণীগণ পালন করেন না। অনেক গৃহস্ত ঘরে চিনা মাটীর চাকচিক্যময় পরিস্কার বাসন ও ব্যবহৃত হইতেছে। পয়সার অল্পতা পরিশ্রমের অল্পতা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হইলেই হইল। শুদ্ধাশুদ্ধ বা গুণের তারতম্য বা গুণের হ্রাস বৃদ্ধির জন্য আসে যায় কি। উহা একটা কুসংস্কার বলিয়াই কথিত হইতেছে। ভোজন পাত্রের দোষে যে রোগের সৃষ্টি হয় তাহা আজকাল স্বীকার্য্য বিষয় নহে।

সকলেই জানেন যে নারিকেল ভগ্ন করিয়া কাংস্যপাত্রে জল রক্ষা করত সেই জল পান করিলে বিষ তুল্য হয়। সদ্য প্রাণ ।রে বিষ নহে বলিয়া তাহা কেহই গ্রাহ্য করেন না। এমন অনেক বিষ ।। বিষাক্ত দ্রব্য আছে যাহার ক্রিয়া মাসান্তে বৎসরান্তে হইয়া থাকে ও শারীরিক ক্লেশ উৎপাদন করে। সেই শারীরিক ক্লেশ যে অধস্তন পুরুষে বা অন্য শরীরে সংক্রামিত হয় না তাহা কে বলিতে পারে; তদ্দ্বারা যে বাসনের ব্যসন উৎপন্ন ও বিসর্পিত হয় না তাহাও বা কে বলিতে পারে? যাহার নিজের বিচার শক্তি নাই সে অন্যের অনুকরণ না করিয়া চির প্রচলিত প্রথানুসারে চলিলেও আর বাসনে ব্যসন উৎপত্তি হইতে পারে না।

কায়স্থ বিধবাগণ নারিকেল ভগ্ন বা নারিকেলের মালা ও পাথরের বাসনকে (শ্বেত কৃষ্ণ উভয় প্রস্তর) এক পর্য্যায়ে ব্যবহার করেন। নারিকেলের মালা ও পাথরের বাটিতে ভক্ষদ্রব্য বা ঔষধি যাহা রক্ষিত হয় তাহা বিকৃত হয় না। গুণেরও ব্যতিক্রম হয় না। বিধবাগণ ধাতুপাত্র ভোজনে ব্যবহার করেন না, পাথর অভাবে কলার পাতে ভাত খাইতে নারিকেলের মালায় ডাল তরকারী খাইতে জল পান করিতে অনেকস্থলে দেখা যায়। তত্রাচ কোন বিধবা ধাতুপাত্র ব্যবহার করেন না। অনেকে অলাবু পাত্রেও জলপান করেন।

কবিকঙ্কন ৺ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী কালকেতুর গৃহস্থালী বর্ণনায় যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা প্রণিধান যোগ্য হইলেও ঐশ্বর্য্যের পরিচায়ক নহে বলিয়া আমরা আচরণ করিতে নারাজ। এই বর্ণনা মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন ভাবে স্বাস্থ্য রক্ষার কথা বর্ণিত আছে তাহা আমাদের বিচারের এলাকার বাহির। কালকেতুর বীরত্ব কথা সকলের শুনা আছে। তাহার স্ত্রীর নাম ফুল্লরা। এই দরিদ্র ব্যাধদম্পতির যে চরিত্রবল, ধর্ম্মজ্ঞান, নির্লোভতা ছিল, তাহা বর্ণনার অতীত— তুলনার অতীত। কালকেতুর অপর নাম বীর বা মহাবীর। তিনি মৃগয়ায় বা শিকারে যাইবেন এইস্থলে কবি লিখিয়াছেন—

"কালকেতু বলে শুন পুষ্পকেতুর ঝি!
মৃগয়ায় যাইতে হয় খাইতে আছে কি?
ফুল্লরা রন্ধন করে বীরে খাইতে ভাত,
তাড়াতাড়ি করি আনে মানকচুর পাত।
পাত লৈয়া ভোজনে বসিলা বীরমণি,
ভাঙ্গা নারিকেলেতে ফুল্লরা দিল আনি।
বারে বারে অন্ন দিয়া ফুল্লরা'ত যায়,
ফিরিয়া াহিতে নারে খাইয়া ফুরায়।
ক্রোধ ক য়া তবে ফুল্লরা ব্যাধিনী,
পাতিল ধ য়া ঢালি দিলেক পালনী।
যে কিছু র চল বীর করিল ভোজন,
ভাঙ্গা নারিকেলের (মালার) জলে কৈল আচমন।
এমত ভে জন প্রিয়া, নিত্য দেহ মোরে,
বামকরে রি দিব মত্ত করিবরে।
ফুল্লরা যে ল প্রভু মিছে কহ বাত,
মৃগোয় না লে ঘরে খাইতে নাহি ভাত।"

লোকে বলিতে পারেন দরিদ্রতা নিবন্ধন কচুর পাতে ভাত ভক্ষণ ও নারিকেলের মালায় জলপান ক য়াছিল। আমরা বলি ভোজন পানের পবিত্রতা রক্ষার জন্যই এই ব্যবহার করিত এবং তদ্দরুণ তাহার শারীরিক শৌর্য্য, বীর্য্য, বীরত্ব স্থিরতর ছিল বা বৃ হইয়াছিল।*

* লেখক মহাশয় কি দে এই অনার্য্য আদর্শটা, আর্য্যদিগকে ব্যবহার করিতে বলেন? ভগবান মনু প্রভৃতি পাত্র চণ্ডাল, পুক্কশ প্রভৃতি অনার্য্য বন্য জাতির জন্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কাঃ সং

সত্যযুগে ভোজন পাত্র সুবর্ণের দ্বারা নির্ম্মিত হইত। লোক একবিংশতি হস্ত দীর্ঘ ও লক্ষবর্ষ পরমায়ু ছিল। সুবর্ণপাত্রে ভোজন হেতু যে দীর্ঘজী ছিল, ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। স্বাস্থ্যবান বলবান থাকা ও বিধা করিবার হেতু যথেষ্ট বিদ্যমান আছে। অদ্যাপিও মুমূর্ষু ব্যক্তিকে স্বর্ণ সে করাইলে জ্ঞান জন্মে ও প্রাণত্যাগ হইতে কিঞ্চিৎ দেরী হয় দৃষ্ট হইতেছে পুরুষ পরম্পরা সুবর্ণ পাত্রে ভোজন করিয়া অরোগী স্বাস্থ্যবান দীর্ঘজীবী হও কিছুই আশ্চর্য্য নহে। বিশেষতঃ পুণ্যে আয়ুবৃদ্ধি পাপে আয়ুক্ষয় শা বাক্য। সত্যযুগে "পূণ্যং পূর্ণং পাপং নাস্তি" উল্লেখ আছে।

তৎপরে ত্রেতাযুগে রৌপ্যদ্বারা ভোজন পাত্র প্রস্তুত হইত, লোক চতু হস্ত দীর্ঘ দশসহস্র বর্ষ পরমায়ু ছিল। এই যুগেও পাপে আয়ুহ্রাস পুণ্যে আ বৃদ্ধি দৃষ্ট হইতেছে। কথিত আছে "পুণ্যাং ত্রিপাদং পাপমেক পাদং", রা দশরথ স্ত্রৈণতা পাপে পাপী হওয়ায় নয় হাজার বৎসরে মৃত্যুমুখে পতিত হ রামচন্দ্র প্রভৃতি তাঁহার পুত্রগণ পুণ্যবলে পিতার সহস্র বৎসর আয়ু লা করিয়াছিলেন। যখন ভরত রাজ্যখণ্ড ও ধনভাণ্ডার লইয়া বনে গমনপূর্ব্ব রাম লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীকে রাজা দশরথের মৃত্যুজ্ঞাপন করান তখন রামচ পুরোহিত বশিষ্ঠ মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"অযুত বৎসর লোক সূর্য্যবংশে জিয়ে
কালপূর্ণ না হইতে মৃত্যু কি লাগিয়ে"

বশিষ্ঠ মুনি মহা বুদ্ধিমান ছিলেন। রাজার স্ত্রৈণতা পাপ বর্ণনা করি ভাবিয়াজা রামচন্দ্রের অপ্রিয় হইতে হইবে বিধায় তিনি অত্যা পুত্রবাৎসল্যতা প্রদর্শন করাইয়া বলিলেন—

"সুমন্ত্র কহিল গিয়া তুমি গেলে বন,
হা রাম বলিয়া রাজা ত্যজিলা জীবন।"

পুনরায় বলিলেন—

"সকল ভাণ্ডার আছে ভরতের হাথে,
লহ ধন কর ব্যয় প্রয়োজন মতে।"

অতঃপর উত্তরকাণ্ডে রামচন্দ্রের আয়ু বৃদ্ধির বর্ণনা আছে। তাহা এ আলোচ্য নহে। তবে দেখা যাইতেছে স্বর্ণপাত্র ত্যাগ করিয়া রৌপ্য পা ভোজনারম্ভ করায় নব্বুই সহস্র বৎসর আয়ু কমিয়া গেল।*

* পাঠান রাজত্বের শেষ সময়ে অধিকাংশ মধ্যবিত্ত লোক সুবর্ণপাত্রে ভোজন ক ইতিহাস পাঠে জানা যায়, তবে কেন তৎকালে দীর্ঘজীবী হয় নাই? কাঃ সঃ সং

তৎপর দ্বাপর যুগে তাম্রপাত্রে ভোজন আরম্ভ হইল। দ্বাপর যুগের লোকের শরীর সপ্ত হস্ত পরিমিত দীর্ঘ ও আয়ুষ্কাল একসহস্র বৎসর মাত্র। পাপে পুণ্যে সমান হইল অর্থাৎ "পুণ্যমর্দ্ধং পাপমর্দ্ধং" এই যুগেও পুণ্যে আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পাপে আয়ুষ্কালের হ্রাস হইল। রাজা কংস, রাজা শিশুপাল, রাজচক্রবর্ত্তী জরাসন্ধ সহস্রবর্ষ পরমায়ু ভোগ করিতে পারেন নাই। ইহারা অধর্ম্মী অত্যাচারী হওয়াতে পাপী হইয়াছিলেন।*

এখন দেখা যাইতেছে যুগের পর যুগ বাসনেই ব্যসন উৎপত্তি হইয়াছে। সত্যযুগে স্বর্ণপাত্রে ভোজন নির্দ্দিষ্ট ছিল বিধায় তখনকার লোক একবিংশতি হস্ত দীর্ঘ, লক্ষ বর্ষ পরমায়ু ভোগ করিয়াছেন। ত্রেতাযুগের লোক রৌপ্য পাত্রে ভোজন করিতেন বলিয়া চতুর্দ্দশহস্ত দীর্ঘ ও দশসহস্রবর্ষ পরমায়ু ভোগ করিয়াছেন। দ্বাপরযুগের লোক তাম্রপাত্রে ভোজন করিতেন বলিয়া সপ্তহস্ত দীর্ঘ ও সহস্রবর্ষ পরমায়ু ভোগ করিয়াছেন। সোণা হইতে রূপার মূল্য কম এবং রূপা হইতে তামার মূল্য কম ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। অতএব স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র বাসনে আহার করিয়া যুগের পর যুগে ব্যসনই বৃদ্ধি হইয়া লোক খর্ব্ব, অতিখর্ব্ব, অত্যাতিখর্ব্ব হইয়াছে। ইহাই বাসনে ব্যসন। প্রত্যেক যুগেই যখন পরমায়ুর হ্রাসতা দৃষ্ট হইতেছে, ইহা বাসন ব্যতীত আর কি ব্যাখ্যা হইতে পারে? কলিযুগে এই ব্যসন পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্বযুগে যথাক্রমে মজ্জাগত, অস্থিগত, রক্তগত প্রাণ মনুষ্যের ছিল। কলিযুগে অন্নগত প্রাণ। এই আয়ুর ব্যতিক্রমে অতি মৃত্যু অপমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

অতঃপর কলিযুগে ভোজনপাত্র নির্ণয় নাস্তি এবং বিংশত্যধিক শতবর্ষ পরমায়ু সার্দ্ধ ত্রিহস্ত পরিমিত মানবদেহ। কোথায় শত সহস্র বৎসর আর কোথায় বিংশত্যধিক শতবর্ষ! ইহার তুলনাই মিলিতেছে না। প্রবোধ বাক্য এই যে, যে যুগে "পাপং ত্রিপাদং—পুণ্যমেকপাদং" সে যুগে এরূপ হইবেই। মানুষের খর্ব্বতা সম্বন্ধেও এই হেতু প্রযুজ্য। কলিযুগের লক্ষণ যথা—

"ধর্ম্মসঙ্কুচিতস্তপো বিচলিতঃ সত্যঞ্চ দূরে গতং।
ক্ষৌণীমন্দফলা নৃপাশ্চ কুটিলাঃ শাস্ত্রেতরা ব্রাহ্মণাঃ।"

*এই প্রবন্ধের পরাংশে লেখক বলিয়াছেন, তামার বাসন ব্যবহার সমীচীন নহে, অনিষ্টকর উহা মুসলমান ব্রাহ্মণের পক্ষে খাটে, আবার দ্বাপর যুগের ব্যবহার কথা পাড়িলেন কেন? কাঃ সঃ সং

লোকাঃ স্ত্রীবশগাঃ স্ত্রীয়োপি চপলাঃ পাপানুরক্তজনাঃ।
সাধুসীদতি দুর্জ্জনঃ প্রভবাতপ্রায়ঃ প্রবৃত্তে কলৌ ॥"
"যদা যদা সত্যহানি বেদমার্গানুসারিণাম্।
তদা তদা কলের্‌ বৃদ্ধিরনুমেয়া বিচক্ষণৌঃ ॥"

কলিযুগের যে লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে যুগারম্ভ বা যুগারম্ভের অব্যবহিতপা তাহা ঘটে নাই। বহু পরেই তাহা ঘটিতে আরম্ভ হইয়াছে। কলিযুগে সংখ্যা ৪৩২০০০ বৎসর তৎমধ্যে ৫০২৩ বৎসরমাত্র গত হইতেছে। সুতা কলিযুগের স্থিতিকাল আরো ৪২৬৯৭৭ বৎসর সম্মুখে আছে। সেই মা কি ঘটনা ঘটে ভবিষ্যৎ মূর্খ মানবগণ তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষ বাসনে ব্যসন আরম্ভ হইয়াছে যে ত্রিশত বৎসরের অধিক নহে, বরং নূ হইবে।

শিশুকালে ঠাকুরমার কোলে বসিয়া যে সকল তাজ্জব গল্প শুনিয়াছি এ ঠাকুরদাদাও যাহা সমর্থন করিয়াছিলেন, তাহার কিছু কিছু এখন প্রত্য করিতেছি। এই সকল তাজ্জব গল্পের মধ্যে মানুষ বেগুণ গাছে আরো করিয়া বেগুণ ছিড়িবার গল্প অন্যতম। কালে সে এইরূপ ঘটিবে না তা বুক ঠুকিয়া সাহস করিয়া বলিতে পারিতেছি না।

ভোজনের বাসন, পাকের বাসন, পক্কদ্রব্য, পাচক, পাচিকা, ও চিকিৎ এই পঞ্চই আধিব্যাধি বৃদ্ধির উপাদান। এই বৃদ্ধি ব্যাধির বর্ত্তমান ন ম্যালেরিয়া স্থিরীকৃত হইয়াই তাহার দমন চেষ্টা হইতেছে। অতএব ই প্রকৃত চেষ্টা হইতেছে না। প্রকৃত চেষ্টা না হওয়াতেই সফলতা দৃষ্ট হইতে না। এই পঞ্চ উপাদানের অতিরিক্ত পীড়াবৃদ্ধির আরো বহু উপাদান বি মান আছে। বাহুল্যভয়ে বর্ণনায় বিরত হওয়া গেল।

পূর্ব্বতন কাঁসা, পিত্তল, তামার বাসনের স্থানে বহুবিধ ধাতু ও মিশ্রণ ধা বাসন রন্ধনে ভোজনে ব্যবহৃত হইতেছে। নানাকারণে অখাদ্য অ পাচকদ্রব্য উদরস্থ হইতেছে। আর পূর্ব্বে যে মা, ভগিনী, স্ত্রী, কন্যা আত্মীয়গণ পরিশ্রম সহকারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সহিত অতি যত্নে রা পরিবেশন করিতেন, তৎস্থলে এখন পাচকপাচিকার, তদভাবে চাক আবির্ভাব হইয়াছে। ইহাদের নিকট পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার যত্নের আশা বৃথা নহে কি?

চিকিৎসাও গণনীয় বিষয়ের মধ্যে ধরিতে হইবে। শিশু মাতৃগর্ভ হ

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতেই তাহাকে চিকিৎসা ও যত্ন করিতে হয়। পূর্ব্বে প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকগণের মুষ্টিযোগ চিকিৎসায় ও যত্নে শিশু নিরাময় থাকিয়া বর্দ্ধিত হইত। কদাচিৎ কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলে শিশু চিকিৎসক ডাকা হইত। খরচ অতি অল্পই ছিল। শিশু চিকিৎসকগণ পাঁচ বৎসরের অধিক বয়স্ক বালকবালিকার চিকিৎসা করিতেন না। চিরজীবন শিশুগণের চিকিৎসায় ব্যাপৃত থাকিতেন। অধুনা তৎস্থলে হাতুরে বা পাশ করা ডাক্তার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই যে সদ্যোজাত শিশুর জন্য ডাক্তার ডাকা হইল, ইনিই ফেমেলী ডাক্তার বা গৃহচিকিৎসকরূপে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইলেন। গৃহস্থের উপর ডাক্তারের বিল এখন আর নৈমিত্তিক খরচের মধ্যে গণ্য নহে। মাসিক নিত্য খরচের মধ্যে গণ্য হইয়াছে।

এই বাসন ব্যসনে চাকুরীসর্ব্বস্ব কায়স্থজাতি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অধঃপাতে যাইতেছে। কি অধ্যয়ন অধ্যাপনায় কি উপার্জ্জনের উদ্দেশে পোনর আনা কায়স্থ যুবক বালক প্রবাসে থাকেন। ইহার মধ্যে যাঁহারা আত্মপাকী তাঁহারা কুপারের পাক খাইয়া শরীর মাটী করিতেছেন। যাঁহারা দশ জনে মিলিয়া মেস করিয়া থাকেন, তাঁহারা অন্যের উপর নির্ভরশীল এজন্য আহারের পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারেন না। আর যাঁহারা অবস্থাপন্ন তাঁহারা বিলাস-প্রিয় বিধায় পাচক পাচিকার বা চাকরের উপর নির্ভর থাকায় তাঁহাদেরও আহারের পবিত্রতা রক্ষা হয় না। এ হেতু শরীর মাটী হয়। কায়স্থজাতি আত্মসংযমী আত্মকর্ম্মী হওয়া ব্যতীত এই ব্যসনের প্রতিকার হইবে না। কায়স্থ জাতির অহেতুক লজ্জাও অনেকটা বাধা। আমি এমন শিক্ষিত, উন্নত, সুপরিচিত গণনীয় লোকগেরে আমার স্ত্রী স্বহস্তে পাককরা ও পরিবেশন করা বাসনমাজা প্রভৃতি কার্য্য করিলে লোক নিন্দা। অতএব অন্যের দ্বারা এ সকল কাজ করান কর্ত্তব্য। বাবুদের এ কথা মনে হয় না যে শিক্ষিত, উন্নত, *সুপরিচিত, গণনীয় লোকগেরে হইলেও তাঁহারা রাজা বা সম্রাট নহেন। তাঁহাদের গৃহিণীগণও রাণী বা সাম্রাজ্ঞী নহেন। পুরাকালে রাজকন্যা রাজ-রাণী সাম্রাজ্ঞীগণ স্বহস্তে পাক ও পরিবেশনকরত স্বামীপুত্র ও আশ্রিতগণকে খাওয়াইতেন।

অযোধ্যাধিপতি সম্রাট রামচন্দ্র বন হইতে বা লঙ্কা হইতে স্বদেশে আসিয়া যখন রাজ্যে অভিষিক্ত হন তখন সেই উৎসব সময়ে সাম্রাজ্ঞী সীতাদেবী স্বহস্তে পাক পরিবেশন করিয়া রক্ষ, মনুষ্য, বানর, ভল্লুক সকলকেই খাওয়াইয়া

ছিলেন। কোন মতে হনুমানের তৃপ্তি সাধন করিতে না পারিয়া সীতাদেবী হস্ত পদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক আচমনকরত ধ্যানস্থ হইয়া জানিলেন—

"বানর রূপেতে বসিয়াছে গঙ্গাধর,
ঊর্দ্ধমুখে অর্য্য বিনা না পুরে উদর।"

অতঃপর সীতাদেবী হনুমানের মস্তকোপরি "নমঃ শিবায়" উচ্চারণ করেন; চারিটি ভাত দুর্ব্বা সহযোগে অর্পণ করিয়া বলিলেন বৎস! আর কত খাইবে? তোমার উদর হইতে ঊর্দ্ধদিকে মস্তক ভেদ করত ভাত নির্গত হইতেছে। তখন হনুমান বলিলেন মা! আর খাইব না। আমার তৃপ্তিসাধন হইয়াছে। রাক্ষস, বানর, ভল্লুক প্রভৃতি কেমন বীর বুঝিয়া লউন, যাহাদের বীরত্বে লঙ্কাপুরের রাবণ কুম্ভকর্ণ ব্যতীত ও দেবান্তক নরান্তক প্রভৃতি মহাবীর ধ্বংস হইয়াছিল। ঐ সকল বীরগণের কত আহার এবং এক এক জন বীরের পাতের কাছে সীতাদেবীর কতবার যাইতে হইয়াছিল, পাঠক পাঠিকাগণ চিন্তা করিবেন। কুম্ভকর্ণ বিষয়ে কবি কীর্ত্তিবাস লিখিয়াছেন—

"ব্রহ্মার বরেতে রাজা দশানন যুঝে,
কুম্ভকর্ণ বীর যুঝে আপনার তেজে।"

কুম্ভকর্ণের দেহায়তন সম্বন্ধে কবির উক্তি এইরূপ যথা—

"ত্রিজবে অঙ্গুলীপ্রোক্তা চতুরঙ্গুলেন যুষ্টিকঃ যুষ্টিনা ভবেদ্ধস্তং—
চারিহস্তেন ধনুক, এবং ধনুসহস্রেণ তালমেকং স্থিরীকৃত। শ্রীরামং
দশভাগঞ্চ নয়তালঞ্চ লক্ষ্মণং সপ্ততালঞ্চ বৈদেহী স্ত্রীংশৎতাল দশানন।
ত্রিংশৎ দ্বাদশতালঞ্চ কুম্ভকর্ণো মহাবল।"

মহাভারত পাঠে জানা যায়, পাণ্ডবগণ বনবাস সময়ে বহুতর ব্রাহ্মণ, দাস, দাসী, সারথ্যাদি তাঁহাদের সঙ্গে ছিল। মহারাজ্ঞী দ্রৌপদী সকলকে স্বহস্তে পাক করিয়া খাওয়াইতেন। পিতৃগৃহে থাকাকালেও দ্রৌপদীর পাক করার অভ্যাস ছিল। যে দিন অর্জ্জুন লক্ষ্যভেদ পূর্ব্বক দ্রৌপদী লাভ করতঃ ভার্গব নামক কুম্ভকার গৃহে উপস্থিত হন, সেই দিন দ্রৌপদী স্বয়ং স্বহস্তে পাক পরিবেশন করিয়া সকলকে আহার করাইয়াছিলেন। অজ্ঞাতবাসে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্ব দিন সকলকে বিদায় দিয়াছিলেন। মহামতি কাশীরাম দাস লিখিয়াছেন—

"অজ্ঞাতে প্রস্তুত হইয়া ধর্ম্মের নন্দন,
অগ্নিহোত্র ধৌম্যেরে করিলা সমর্পণ।

দাস দাসী যতেক আছিল দ্রৌপদীর,
পাঞ্চালে যাইতে আজ্ঞা কৈলা যুধিষ্ঠির।
ইন্দ্রসেন আদি করি যতেক সারথি,
রাখ লৈয়া সবে চলি যাও দ্বারাবতী।
অন্য যে সকল ভার্য্যা পাণ্ডবের ছিল,,
নিজ নিজ ভ্রাতৃ সঙ্গে ভ্রাতৃদেশে গেল।"

তখনকার দিনে পরিবারের মধ্যে যিনি প্রধান তিনিই পাচিকা হইতেন, অন্য পাচিকার উল্লেখ নাই।

বর্ত্তমান কালের প্রবাসী কায়স্থনারীগণ ও অবস্থাপন্ন কায়স্থ গৃহের গৃহিণীগণ সীতাদেবী ও দ্রৌপদী দেবী হইতেও, উচ্চতর মনে করেন। পাকশালে গমনার্পণ করিতে লজ্জাপমান বোধ করিয়া থাকেন। কুন্তীদেবীও বনবাসে এবং রাজধানীতে স্বহস্তে রন্ধন পরিবেশন করিতেন। রন্ধনকার্য্যে যেমন অপারগ স্তন্য দ্বারা বা যত্নের দ্বারা সন্তান প্রতিপালন করা প্রতিক্ষণ অপারগ। ধাই বা চাকরাণীর যত্ন এবং প্রসূতির যত্ন কত প্রভেদ তাহার তুলনা পাঠিকার বিবেচ্য।

সকল শাস্ত্র ও অভিজ্ঞগণের মতে এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ মতে মাতৃস্তন্য শরীর বর্দ্ধক, আয়ুষ্কর, বলকারক, বায়ুনাশক প্রভৃতি শত শত প্রকার উপকারী। এমন উপকারী সামগ্রী শিশুর পক্ষে পৃথিবীতে আর কিছুই নাই। স্তন্যদুগ্ধে প্রতিপালিত শিশু যে রকম স্বাস্থ্যবান দেখা যায় অধুনাতন কালের আবিষ্কৃত শতশত শিশুখাদ্য তাহার সমতুল্য নহে। যিনি ইহা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক তিনি একবার ব্রহ্মায় যাইয়া সমবয়স্ক প্রবাসী কায়স্থ বালক এবং স্তন্যদুগ্ধে প্রতিপালিত ব্রহ্মরমণীর ক্রোড়স্থিত ব্রহ্মবালক স্বচক্ষে দেখিতে পারেন।

শীতপ্রধান দেশের আবিষ্কৃত, প্রস্তুত ঔষধ ও শিশুখাদ্য গ্রীষ্ম প্রধান দেশের লোকের শরীরের উপযোগী হয় না। হইতে পারে না। সেই বিষয়ে আমাদের সন্দেহই নাই। পাঠকগণ চিন্তা করিয়া দেখিবেন পূর্ব্বে লোকের মৃত্যুকাল ছিল ৮০—৯০ বৎসর। এখন মৃত্যুকাল হইয়াছে ৫০—৬০ বৎসর। ভবিষ্যতে আরো কমিয়া ৩০—৪০ বৎসর হইবে অনুমান করা অসঙ্গত নহে। এই যে দিনের পর দিন আয়ুষ্কাল হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে, ইহা বাসনেরই ব্যসন।

সংসারে সকলের জ্ঞান বুদ্ধি ও বিচার শক্তি সমান নহে বলিয়াই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে—

"মহাজনো যেন গতঃ সপন্থাঃ"

এই বাক্যের মোটা অর্থ এই যে, যাহার বিচারশক্তি নাই সে পূর্ব্ব বর্ত্তীর পথেই চলিবে। আমাদের পক্ষে আমাদের পূজনীয় পূর্ব্ব পুরুষগণই উৎকৃষ্ট মহাজন। আমরা পূর্ব্ব পুরুষের পথ ত্যাগ করিয়াছি এবং বিপরীত ভাবে বর্ত্তমান কালের বিলাসী বাবুকে মহাজন মনে করিয়া বাবুর গন্তব্য পথে বিচরণ করিতেছি। সৎসাহসের অভাবে আমাদের বাসন বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। বাসন বিপর্য্যয়ে ব্যসনের উৎপত্তি স্থিতি বিস্তৃতি। যেরূপ বাসন বিস্তৃতি ঘটিয়াছে, তৎসঙ্গে সঙ্গে ব্যসন বিস্তৃতির অতি বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।

প্রত্যক্ষভাবে যাহারা ব্যসন বিস্তৃতির অনুভব করিতে পারিতেছেন না তাঁহারা পূর্ব্ব কালের ও বর্ত্তমানকালের নরনারীর আয়ুষ্কালের আলোচনা করিলে সমস্ত বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

বর্ত্তমান সকল জিনিসের সর্ব্বব্যাপী দুর্ম্মূল্যতায় লোকে কাঁসা, পিত্তল, তামা, লোহার বাসন খরিদের সামর্থ্যহীন হইয়াছে তাহা স্বীকার্য্য বটে কিন্তু অর্থের দিক দিয়া বিবেচনা করিলেও দেখা যাইতেছে, যে সকল ধাতু নির্ম্মিত বাসন ভগ্ন হইলেই ত কিঞ্চিত লাভ থাকে। ভগ্ন ধাতু পাত্র বিক্রি করিলেও কিছু পয়সা পাওয়া যায়। চিনামাটির ভগ্ন বাসন বিক্রী করিয়া এক দামড়ী পাইবার সম্ভাবনা আছে কি? অন্যান্য ধাতু পাত্রও যে ক্ষণভঙ্গুর ক্ষণস্থায়ী তাহা বলাই বাহুল্য। তথাপি যাহারা দরিদ্রতা নিবন্ধন কাঁসা, পিত্তল, তামা, লোহার রন্ধন ভোজন বাসন খরিদ করিতে অক্ষম তাহারা কলার পাত, কচুর পাত, নারিকেলের মালা, অলাবু পাত্র ব্যবহার করে না। মানসিক বলের অভাবই ইহার প্রধান কারণ। দ্বিতীয় কারণ একটী আছে। তাহা আরো অনিষ্টজনক। সকলেরই বিশেষ চেষ্টা দরিদ্রতা গোপন। চুরি ডাকাতি বা লোক পীড়ন করিয়া ঘুষ গ্রহণ করিয়া বাহ্যাড়ম্বরে দরিদ্রতা গোপন করিতেই হইবে। ইহাই এক মাত্র ধ্যান স্বরূপ হইয়াছে।

চরিত্রবলে বলীয়ান হইয়া প্রশংসা লাভ করা বা যশস্বী হওয়ার ইচ্ছা কাহারও নাই। ইহার বিপরীত নিন্দার ভয় হৃদয়ে পোষণ করে। ইহাদের

মনে করা উচিত পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালে যাহারা চরিত্রবলে, সংযম বলে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহারা দীর্ঘজীবী ছিলেন। বর্ত্তমান কালে আমরা যে সকল নরনারীকে আদর্শ স্ত্রী পুরুষ বলিয়া প্রশংসা করি, প্রণাম করি, আমরা যদি লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ, মদ, মাৎসর্য্য ত্যাগ করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহান্তর চলিয়া যাইতে পারি, উত্তর কালে আমরা ত প্রশংসিত হইব।

যন্ত্র সম্বন্ধেও কিছু বলা আবশ্যক। আমরা পূর্ব্বে ঘরের চড়কায় প্রস্তুত সূতা তাঁতিকে দিয়া বস্ত্র প্রস্তুত করত ব্যবহার করিতাম। সঙ্গতিপন্ন লোকের কথা স্বতন্ত্র। সাধারণতঃ মোটা কাপড়ের প্রচলনই বেশী ছিল। মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক হইতে নিম্নশ্রেণীর সকলেই মোটা কাপড় ব্যবহার করিতেন। বর্ত্তমানে যে সার্ট, কোর্ট, পাঞ্জাবী, জামা প্রভৃতি নামকরণে দেহাবরণ লক্ষিত হইতেছে, পূর্ব্বে তাহার নামই আঙরাখা বা অঙ্গরক্ষা ছিল। পূর্ব্বোক্ত চরকার সূতা দ্বারাই সর্ব্ব প্রকার দেহাবরণ প্রস্তুত হইত। বিভিন্ন প্রকার চরকায় চিকন্ মিহি সূতার ধুতি চাদর ও থান কাপড় দ্বারা আঙরাখা গুলি প্রস্তুত হইত, তাহা অবস্থানুসারে বড়লোকের ব্যবহার্য্য ছিল। ঢাকা শান্তিপুর প্রভৃতির সেই বস্ত্রশিল্প জগতে বিখ্যাত ছিল। তাহা আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ বাহুল্য অনাবশ্যক।

ইংরেজ রাজত্বের আরম্ভ হইতে বিলাতী মিহি কাপড়ের আমদানি সুরু হইয়া ক্রমশঃ বিলাতী বস্ত্র দেশে ভরপুর। দেশীয় চরকা উঠিয়া গিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মিহি বিলাতী বস্ত্র আমাদের শরীরের উপযোগী নহে। কেন নহে তাহা কটু চিন্তা করিলে বুঝিতে কষ্ট হয় না; সাধারণতঃ দেখা যায় মোটা কাপড় পরিয়া যাহারা মাঠের মুক্ত বায়ুতে কাজ করে তাহারা অরোগী দীর্ঘজীবী পাতলা কাপড় পরিয়া গৃহ-প্রকোষ্ঠে টানা পাখার নীচে যাহারা কাজ করে তাহারা চিররোগী অল্পায়ু। মোটা কাপড় যেরূপ শীতাতপ নিবারক পাতলা কাপড় সেরূপ নহে। লোকে বলে—

"বাবু মরে শীতে আর ভাতে"

আমরা বাবু হইয়া সেই ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছি। আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীগণ অবাবু ছিলেন বিধায় কোন প্রকার দৈহিক কষ্ট পান নাই।

কার্পাস বস্ত্রাপেক্ষা রেসম, তসর গরদ ও পশুলোমের বস্ত্র অধিক উষ্ণ সকলেই অবগত আছেন। পূর্ব্বে যে ঋতুতে যে কাপড় পরণের উপযোগী

হইত তাহাই লোকে পরিধান করিত। অধুনা বস্ত্র ব্যবহারে ঋতু বিচার নাই। বহু লোক সেই বার মাস ত্রিশ দিন চব্বিশ ঘণ্টা সিল্কের চাদর জড়ানো দেখা যায়। রন্ধন ভোজনের বাসন ব্যসন হইতে বসনের ব্যসন নিতান্ত হীন নহে—অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

অতি সংক্ষেপে যাহা উল্লেখ করা হইল তাহাপেক্ষা শত সহস্র কারণে মনুষ্য শরীরে নানা প্রকার আধি ব্যাধির সৃষ্টি পুষ্টি ও বিস্তৃতি ঘটিতেছে। আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি ক্ষমতা থাকা সত্বেও তাহার প্রতিকার করিতেছি না। অবশ্য লোক লজ্জা অর্থাভাব প্রভৃতি কতগুলী কারণ তাহার বাধক। সেই সকল বিষয় আমাদের জ্ঞানের বুদ্ধির, চিন্তার অতীতে সেগুলীর প্রতিকার করা একমাত্র শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট পথে চলা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। আজ নির্দ্দিষ্ট পথে আচরণ করিতে মনের বলই প্রধান সহায়। যাহাদের মানসিক বল আছে তাহারা অন্যের টিটকারীকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। যাহারা শাস্ত্রাদিষ্ট পথ চিনেনা তাহাদের পক্ষে পূর্ব্বোল্লিখিত—

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা"

অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত আচার ব্যবহার মতে চলিলে সকল প্রকার ব্যসনের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে।

আধিব্যাধি সৃষ্টিপুষ্টি বিস্তৃতির যে কয়েকটী মোটা মোটা কারণ লিখা হইল, তদ্ব্যতীত ভেজাল দ্রব্য ভক্ষণে ও কেরোসিন তৈলের দীপ ঈক্ষণে যে আধি-ব্যাধির বৃদ্ধি তাহা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য। বর্ত্তমানে আমাদের দৈহিক পুষ্টি ও জীবন ধারণের জন্য যে সকল নিত্য ভক্ষ্যবস্তু সংগ্রহ করা হয় তত্তাবতই কৃত্রিম ভেজাল বলা যাইতে পারে। বিশেষতঃ সহরে বন্দরে ভেজাল বেশী, তত্তৎস্থানে পীড়াও বেশী। রসনা তৃপ্তির জন্য যাহারা বিদেশী পাককরা ব্যঞ্জন ও গোদুগ্ধের অভাবে যাহারা টিনের দুগ্ধ প্রয়োজন পান করে তাহারা যেমন পীড়াগ্রস্ত গণ্ডগ্রামে ভেজাল সামগ্রী পান ভোজনে গ্রাম্য লোকগুলীও তদবস্থ। আজকাল অরোগী লোক নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বোধ হয় অনেকে এখনও বিস্মৃত হন নাই কলিকাতা মহানগরীর এক ভূরিভোজনে শতাধিক লোক পীড়াগ্রস্ত ও দশাধিক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। ইহা বেশীদিনের কথা নহে। বঙ্গবাসী প্রভৃতি বিশিষ্ট সংবাদপত্রে এই বিষয়ের আলোচনা হয়। পশ্চাৎ পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে পাকের বাসনের-ব্যতিক্রমে এই ব্যসন ঘটিয়াছিল। তৎপরও

মহানগরীর লোক যে পাকের বাসনের সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন এমন মনে হয় না। এই তদন্তটা কেবল মামুলী তদন্তেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। অন্যান্য বহুবিষয়ে এরূপ মামুলী তদন্ত প্রায়ই হইয়া থাকে কিন্ত প্রতিকার অতি অল্পই শুনা যায়। এই সব নিষ্ফল তদন্তের কোন আবশ্যকতা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে তিল, সর্ষপ, কেরণ, ভেরুল, এরণ্ড গর্জ্জন প্রভৃতি হইতে জ্বালানী তৈল প্রস্তুত হইত। ঐ সকল তৈল নানাবিধ ঔষধেও ব্যবহার হইত—এখনও হয়। ঐ সকল তৈলের আলোদ্বারা আমরা ঘর আলো করিতাম। পূজা মণ্ডপে ঘৃতের ও গানের আসরে নারিকেল তৈলের আলো দেওয়ার নিয়ম ছিল। কেরোসিন তৈল এখন সকল স্থানে অধিকার করিয়া সকলের উপর টেক্কা মারিয়াছে। পূর্ব্বতন ঠাণ্ডা আলোকের পরিবর্ত্তে কেরোসিনের উষ্ণ আলোকে আমরা দিনকানা হইয়াছি। আর কেরোসিনের ধুমে নানাপ্রকার আধিব্যাধি সৃষ্টি হইয়াছে—অহরহ হইতেছে। চোখের জন্য—চস্‌মা রোগের জন্য ডাক্তার না হইলে উপায়ান্তর নাই।

এখন দেখা যাইতেছে অসনে বসনে বাসনে ব্যবহারে দশদিক হইতেই আমরা ব্যসনাক্রান্ত হইতেছি। এই ব্যসন বিচার না করিয়া কেবল ম্যালেরিয়া ম্যালেরিয়া বলিয়া চিৎকার ও চিকিৎসা করিলে কোন ফল হইবে না। ব্যসনমুক্ত হইতে চাহিলে শাস্ত্রাদিষ্ট পথ অবলম্বন বা পূর্ব্বপুরুষীয় পবিত্র আচার ব্যবহার গ্রহণ করিতেই হইবে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও ব্রহ্মচর্য্যের নিকট কোন ব্যসন তিষ্ঠিতে পারিবে না।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র বিশ্বাস।

বলির নিষেধ বিধি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

জ্ঞানের আলোচনায় ঋষিগণ ঈশ্বরতত্ত্ব সবিশেষ লাভ করিয়া, যখন বিশ্বময় একি আত্মার অস্তিত্ব অনুভব করিলেন; যখন তাঁহাদের মুখ হইতে "সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম" এই মহান্ বেদবাক্য নির্গত হইয়া চরাচর সমস্ত প্রাণীতেই "ব্রহ্ম"

আত্মারূপে বিরাজ করিতেছেন, ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্টি করিলেন, তখন হইতে বধের সংখ্যা হ্রাস হইতে আরম্ভ হইয়া পরিণামে পুরোডাশে পরিণত হইয়াছিল।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের যজ্ঞকাণ্ডে পশু আলম্ভন সম্পর্কে ৬ষ্ঠ ও ৩১ অধ্যায়ে যে সকল আখ্যায়িকা আছে,তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সুধী পাঠক সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি, তদ্দৃষ্টে পশুবলি সম্বন্ধে শাস্ত্রাদির নিষেধ বিধান সকল পর্য্যালোচনা-পূর্ব্বক কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করুন এই বাসনা।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ষষ্ঠ অধ্যায়ে অষ্টম খণ্ডে "পুরুষং বৈ * * * নাশ্নীয়াৎ" মন্ত্রের আখ্যায়িকায় ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকৃত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইতেছে।

"পুরাকালে দেবগণ পুরুষকে (মনুষ্যকে) পশু রূপে আলম্ভন (যজ্ঞে হনন) করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। সেই হননোদ্যুক্ত পুরুষ হইতে যজ্ঞভাগ পলায়ন করিয়া অশ্বে প্রবেশ করিল; সেই জন্য অশ্ব যজ্ঞযোগ্য হইল * * * তাঁহারা অশ্বের আলম্ভনে উদ্যত হইলেন, সেই হননোদ্যুক্ত অশ্ব হইতে যজ্ঞভাগ পলায়ন করিল ও গোতে প্রবেশ করিল; সেই হইতে গো যজ্ঞের যোগ্য হইল; * * * তাঁহারা গরুর আলম্ভনে উদ্যত হইলেন, সেই বধোদ্যুক্ত গরু হইতে যজ্ঞ ভাগ পলায়ন করিল ও অবিতে (মেষে) প্রবেশ করিল; সেই হইতে মেষ যজ্ঞের যোগ্য হইল। তাঁহারা অবি বা মেষের আলম্ভনে উদ্যত হইলেন, সেই বধোদ্যুক্ত মেষ হইতে যজ্ঞভাগ পলায়ন করিল ও অজে (ছাগে) প্রবেশ করিল, সেই হইতে ছাগ যজ্ঞের যোগ্য হইল। সেই যজ্ঞভাগ ছাগে বহুকাল ধরিয়া ক্রীয়া করিয়াছিল, সেই হেতু সেই যে, অজ পশুমধ্যে যজ্ঞে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত। তাঁহারা অজের আলম্ভনে (বধে) উদ্যুক্ত হইলেন, সেই বধোদ্যুক্ত অজ হইতে যজ্ঞভাগ পলায়ন করিল; এবং এই পৃথিবী মধ্যে প্রবেশ করিল, সেই হইতে এই পৃথিবী যজ্ঞের যোগ্য হইল। এই পৃথিবীতে প্রবিষ্ট যজ্ঞ ভাগকে দেবগণ অনুগমন করিয়াছিলেন। অনুসৃত হইয়া সেই ব্রীহি (ধান্য) হইল; সেই হেতু পশুর (হননের) পর (ধান্য হইতে প্রস্তুত) পুরোডাশ নির্বপণ (আহুতি দান) করা হয়। এই সেই পশুগণ (যজ্ঞভাগ) মেধ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ায় অমেধ্য (যজ্ঞের অনুপযুক্ত বা অমেধ্য; অপবিত্র) সেইজন্য ইহাদের মাংস ভোজন করিবে না।"

নবম খণ্ডে পুরোডাশের প্রশংসা—"স বা এষ * * লোকমিতি" মন্ত্রদ্বারা

এই যে পুরোডাশ (প্রদান) এতদ্বারা পশুরই আলম্ভন (বধ) হয়। তাহার (পুরোডাশের অর্থাৎ তাহার উপকরণরূপ ধান্যের) যে কিংশার (খড়) তাহাই (পশুর) লোম, যে তুষ তাহাই চর্ম্ম, যে ক্ষুদ তাহাই রক্ত, যে (তণ্ডুল হইতে প্রস্তুত) পিষ্টক ও পিষ্টকের অবয়ব সকল তাহাই মাংস, আর যে কিছু সার (তণ্ডুলের কঠিন ভাগ) তাহাই অস্থি। অতএব যে পুরোডাশ দ্বারা যজ্ঞ করিবে সে পশুগণের সকল যজ্ঞভাগ দ্বারাই যাগ করে; সেই জন্য ব্রহ্মবাদীরা বলেন পুরোডাশ যাগ সকলের দর্শনীয়।

বৈদিকযুগে যজ্ঞার্থে পশুবধ ও পুরোডাশ দ্বারা যজ্ঞ করার মন্ত্র সকল নিবিষ্টমনে পাঠ করিলে ইহাই উপলব্ধি হয় যে, আদিতে দেব, ঋষিগণ যজ্ঞ কার্য্যার্থে প্রথমে মনুষ্যকেই বলিরূপে প্রদান করিতেন (ঋগ্বেদ প্রথম মণ্ডল শুনঃশেপ আজীগর্তিঃ প্রজাপতিঃ প্রভৃতি দেবতা ২৪ হইতে ৩০ সূক্ত) দশম মণ্ডলে ৯০ সূক্তে "যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞ মতন্বত" মন্ত্রে উহাই প্রমাণ করিতেছে। পরে ক্রমশঃ পুরুষ বা মানুষ হইতে অশ্ব, গো, অবি ও অজ প্রভৃতি পশু দ্বারা যজ্ঞাদি কার্য্য সম্পন্ন হইবার বিবরণ ঐ সূক্ত মধ্যেই পাওয়া যায়। বহুকাল পর্য্যন্ত অজ দ্বারা যজ্ঞ করার কথা উক্ত সূক্তে এবং পূর্ব্ব কথিত ব্রাহ্মণে উল্লেখ আছে; কিন্তু যখন ঋষিগণ সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাকে মনুষ্য হইতে পশু পক্ষী সমস্ত জীব জন্তুতে পরিলক্ষিত করিতে পারিয়াছিলেন, তখনই "মা হিংসা সর্ব্বভূতানি" শ্রুতি বাক্যে উপরোক্ত মেধ্য পশুসকলকে যজ্ঞে অমেধ্য (বধের অনুপযুক্ত) বলিয়া তাহার বধ এবং মাংস ভক্ষণ নিষেধ করত ব্রীহি (ধান্যযবাদি) যজ্ঞভাগ কল্পনা করিয়া পুরোডাশ (যজ্ঞকার্য্যে ব্যবহৃত ধান্যাদি পিষ্ট চূর্ণদ্বারা প্রস্তুত পিষ্টক বিশেষ) দ্বারা যজ্ঞকার্য্যের বিধি ও তাহার শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। আর্য্যজাতির দুর্ভাগ্য বলিয়া নানা বিপ্লবে বেদ বর্জ্জিত হইয়া পুনরায় হিংসাবৃত্তি দ্বারা চিত্তের কাঠিন্যতা আনয়ন করিয়াছে।

বেদের পরই স্মৃতির প্রাদুর্ভাব। স্মৃতিশ্রেষ্ঠ মনুসংহিতা "বধ" বিষয়ে কি বলিতেছেন তাহা একবার পাঠ করুন—

"যো যস্য মাংসমশ্নাতি স তন্মাংসাদ উচ্যতে।
মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদস্তস্মান্মৎস্যান্ বিবর্জয়েৎ ॥"১৫
"অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়বিক্রয়ী।
সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তাচ খাদক শ্চেতি ঘাতকাঃ।"৫১

"বর্ষে বর্ষেঽশ্বমেধেন যো যজেত শতং সমাঃ।
মাংসানি চ ন খাদেদ্ যস্তয়ো পুণ্যফলং সমং॥"৫৩

মনুসংহিতা, পঞ্চম অধ্যায়।

বঙ্গার্থ

১৫। যে যাহার মাংস ভক্ষণ করে, তাহাকে তাহার মাংস ভোগী করে, মৎস্যেরা সর্ব্ব মাংস ভক্ষণ করে, সেই জন্য মৎস্য ভক্ষণ পরিত্যাগ করিবে।

৫১। বধ কার্য্যের অনুমতি দাতা, পশুর নিহন্তা, তৎকার্য্যে পশুর ক্রয় বিক্রয়কারী, পশুর মাংস যে খণ্ড খণ্ড করে, যে পশুর মাংস পাক করে, যে পশ্বাদির মাংস খায়, যে পরিবেশন করে, তাহারা সকলেই ঘাতক শ্রেণীতে পরিগণিত হয়।

৫৩। বর্ষে বর্ষে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া শত অশ্বমেধ যজ্ঞের যে পুণ্য ফল, যিনি মাংস ভক্ষণ না করেন, তিনিও তৎসম পুণ্য ফল প্রাপ্ত হয়েন।

বেদ বিভাগকর্ত্তা মহর্ষি বেদব্যাস কৃত মহাভারতে জীব বধ সম্বন্ধে যে নিষেধ বিধি আছে, আমরা পাঠকগণের অবগতির জন্য কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম।

"যেন যেন শরীরেণ যদ্যৎ কর্ম্ম করোতি যঃ।
তেন তেন শরীরেণ তত্তৎ ফলমুপাশ্নুতে॥৩৭
অহিংসাপরমোধর্ম্ম স্তথা হিংসা পরো দম।
অহিংসা পরম দানমহিংসা পরমং তপঃ॥৩৮
অহিংসা পরমো যজ্ঞ স্তথা হিংসা পরং ফলম্।
অহিংসা পরমং মিত্রমহিংসা পরং সুখং॥৩৯
অহিংসা পরমং সত্যম হিংসা পরমং জ্ঞানম্।
সর্ব্ব যজ্ঞেষু বা দানম্ সর্ব্বতীর্থেষু বাপ্লুতম্॥৪০
সর্ব্বদানফলং বাপি নৈতত্তুল্যমহিংসয়া।
অহিংস্র সর্ব্বভূতানাং যথা মাতা যথা পিতা॥৪১

অনুশাসন, পর্ব্বাধ্যায় ১১৬।

বঙ্গার্থ

"যে ব্যক্তি যে শরীরে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে সেই শরীরে

সেই ফল ভোগ করিতে হয়, ইহার সন্দেহ নাই। ফলতঃ অহিংসাই মনুষ্যের পরম ধর্ম্ম, পরম দান, পরম তপস্যা, পরম যজ্ঞ, পরম বল, পরম মিত্র, পরম সুখ; অহিংসাই পরম সত্য ও পরম জ্ঞান। এক অহিংসাতেই সমস্ত যজ্ঞের, সর্ব্বদানের, সমস্ত তীর্থ স্নানের তুল্য ফল প্রদান করিয়া থাকে। অহিংসা সর্ব্ব প্রাণীর মাতা পিতার ন্যায় পরম শ্রদ্ধার আচরণীয় বিষয়।"

সুতরাং অহিংসা হইতে প্রধান ধর্ম্ম কর্ম্ম আর কি আছে? মহাভারতকার মাংস শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"মাং আমাকে সঃ অর্থাৎ সে ভক্ষণ করিবে, অতএব আমিও তাহাকে ভক্ষণ করিব। উদ্ধৃত শ্লোক সকলের এই ভাব যে যাহারা পশ্বাদি মাংস ভক্ষণ করে, অথবা পশুবধ করে, তাহারা সেই সেই পশ্বাদি দ্বারা বধ ও ভক্ষিত হইয়া থাকে।

বলির নিষেধ বিধি সম্বন্ধে শাক্তের কালিকাপুরাণ কি বলিতেছেন একবার প্রণিধান করুন।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ—

যে মমার্চ্চনমিত্যুক্ত্বা প্রাণি হিংসনতৎপরা।
তৎপূজনং মমামেধ্যং যদ্দোষাত্তদধোগতিঃ॥
মদর্থে শিব! কুর্ব্বন্তি তামসা জীবঘাতনম্।
আকল্পকোটিনিরয়ে তেষাং বাসো ন সংশয়ঃ॥
মম নাম্নাথবা যজ্ঞে পশুহত্যাং করোতি যঃ।
ক্বাপি তন্নিস্কৃতি নাস্তি কুম্ভীপাকমবাপ্নুয়াৎ॥
দৈবে পৈত্রে তথাত্মার্থে যঃ কুর্য্যাৎ প্রাণিহিংসনম্।
কল্পকোটিশতংশম্ভো! রৌরবে স বসেৎ ধ্রুবম্॥
যজ্ঞে যজ্ঞে পশুন্ হত্বা কুর্য্যাৎ শোনিতকর্দ্দমম্।
স পচেন্নরকে তাবদ্ যাবল্লোমানি তস্য বৈ॥
হন্তা কর্ত্তা তথোৎসর্গকর্ত্তা ধর্ত্তা তথৈবচ।
তুল্যা ভবন্তি সর্ব্বে তে ধ্রুবং নরকগামিনঃ॥
মমোদ্দেশে পশূন্ হত্বা সরক্তং পাত্রমুৎসৃজেৎ।
যো মূঢ়ঃ স তু পুয়োদে বসেদ্ যদি ন সংশয়॥
দেবতান্তরমন্ত্রাদ্যব্যাজেন স্বেচ্ছয়া তথা।
হন্তা জীবাংশ্চ যো ভক্ষেৎ নিত্যং নরকমাপ্নুয়াৎ॥

যূপে বদ্ধা পশূন হত্বা যঃ কুর্য্যাদ্রক্তকর্দ্দমম্।
তেন চেৎ প্রাপ্যতে স্বর্গো নরকং কেন গম্যতে॥
উপদেষ্টা বধে হন্তা কর্ত্তা ধর্ত্তা চ বিক্রয়ী।
উৎসর্গকর্ত্তা জীবানাং সর্ব্বেষাং নরকং ভবেৎ॥
দেবযজ্ঞে পিতৃশ্রাদ্ধে তথা মাঙ্গল্য কর্ম্মণি।
তস্যৈব নরকে বাসো যঃ কুর্য্যাজ্জীব ঘাতনম্॥
মন্ত্রাজ্ঞেন পশূন্ হত্বা যো ভক্ষেৎ সহবন্ধুভিঃ।
তদ্গাত্রলোমসংখ্যাব্দৈরসিপত্রবনে বসেৎ॥
যদীচ্ছেদাত্মনঃ ক্ষেমং ভক্ত্বা জ্ঞানং তদা নরঃ।
জীবান্ কানপি ন হন্যাৎ সঙ্কটাপন্ন এব চেৎ।
সম্পত্তৌ চ বিপত্তৌ বা পরলোকেচ্ছুকঃ পুমান্।
কদাচিৎ প্রাণিনো হত্যাং ন কুর্য্যাত্তত্ত্ববিৎ সুধী॥

শব্দকল্পদ্রুমোদ্ধৃত বচনাবলী।

ভাবার্থ—

শ্রীমহাদেবের নিকট শ্রীপার্ব্বতী বলিতেছেন—যে আমার পূজা করিবে বলিয়া প্রাণী হিংসা করে, তাহার পূজা আমার অগ্রহণীয় এবং সেই দোষে তাহার অধোগতি হয়। হে শিব! আমার উদ্দেশে জীব হিংসার দ্বারা যে তামসিক পূজা করে, তাহার কল্পকোটী পর্য্যন্ত নিশ্চয়ই নরকবাস হয়। আমার নামে কিম্বা যজ্ঞ কার্য্যে যে কেহ পশুহত্যা করে, তাহার নিস্কৃতি নাই, সে কুম্ভীপাক নরক প্রাপ্ত হয়। দেবতা উদ্দেশ্যে ও পিতৃকার্য্যে কিম্বা আত্মার্থে যে প্রাণিহিংসা করে, হে শম্ভো! সে কল্পকোটি পর্য্যন্ত নিশ্চয়ই রৌরব নামক নরকে বাস করিবে। যজ্ঞকর্ম্ম সাধনার্থ যে পশুহত্যা দ্বারা শোণিতের কর্দ্দম করে, সে পশুর গাত্রে যত লোম থাকে তৎকাল পর্য্যন্ত নরকে পচে। পশুহত্যাকারী, আজ্ঞা প্রদানকারী, উৎসর্গকর্ত্তা, ধারক, সকলেই সম পাপভাগী হইয়া নরকে গমন করে। আমার উদ্দেশ্যে পশুহত্যা পূর্ব্বক যে সরক্ত পাত্র উৎসর্গ করে, সেই মূঢ় পূয়পূর্ণ নরকে বাস করে। যে আমার কিম্বা অন্য দেবতার নামে ভুল পূর্ব্বক স্বেচ্ছায় জীব হত্যা করিয়া মাংস ভক্ষণ করে সে নিশ্চয়ই নরক প্রাপ্ত হয়। যূপে আবদ্ধ পশুকে বধ করিয়া যে রক্ত দ্বারা কর্দ্দম করে, সে নরকগামী না হইয়া তদ্রূপে স্বর্গ প্রাপ্ত হইবেক। যিনি পশু বধে উপদেশ দেন, যিনি কর্ত্তা, যে বধ করে পশুকে

ধারণ করে, যে উৎসর্গ করে এবং যে পশু বিক্রয় করে, সকলেই নরকে গমন করে। দেবকার্য্যে, পিতৃশ্রাদ্ধে, কিম্বা কোন মঙ্গলজনক কার্য্যে যে পশু হত্যা করিয়া বন্ধুগণ সহ তন্মাংস ভক্ষণ করে, সে পশুর গাত্রস্থিত লোমসংখ্যা কাল পর্য্যন্ত অসিপত্রবনে বাস করে। যিনি আপন মঙ্গল কামনা করেন, তিনি যেন কোন সঙ্কটাপন্ন অবস্থাতেও জ্ঞানপূর্ব্বক জীবহত্যা না করেন। জ্ঞানীব্যক্তি সম্পদে, বিপদে, কিম্বা পরলোকগমন ইচ্ছায় কখনও প্রাণীহত্যা করিবেন না।

বলিদান প্রসঙ্গে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণোক্ত প্রকৃতিখণ্ডে ৬১।৬২ অধ্যায়ে লিখিত আছে—

সপ্তম্যাংপূজনং কৃত্বা বলিং দত্ত্বাদ্বিচক্ষণঃ।
অষ্টম্যাং পূজনং শম্ভো বলিদানং বিবর্জ্জিতম্॥
অষ্টম্যাং বলিদানেন বিপত্তি জায়তে ধ্রুবম্।
দদ্যাদ্বিচক্ষণো ভক্ত্যা নবম্যাং বিধিবদ্বলিম্॥
বলিদানেন বিপ্রেন্দ্র দুর্গাপ্রীতির্ভবেন্নৃনাম্।
হিংসাজন্যঞ্চ পাপঞ্চ লভতে নাত্র সংশয়॥
উৎসর্গকর্ত্তা দাতাচ ছেত্তা পোষ্টাচ রক্ষকঃ।
অগ্রপশ্চান্নিরোদ্ধাচ সপ্তৈতে বধভাগিণঃ॥
যো যং হন্তি স তং হন্তিচেৎ বেদোক্তমেবচ।
কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবীং পূজাং বৈষ্ণবাস্তেন হেতুনা॥

ভাবার্থ—দুর্গা পূজা উপলক্ষে কথিত :—

সপ্তমীতে পূজাপূর্ব্বক বলি প্রদান করিবে, অষ্টমী পূজাতে বলি প্রদান করিবে না। হে শম্ভো! অষ্টমীতে বলিদান করিলে নিশ্চয়ই বিপত্তি হয়। বিচক্ষণ ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক নবমী পূজাতে বিধিবৎ বলি প্রদান করিবে। হে বিপ্রেন্দ্র! বলি প্রদান করিলে দুর্গাদেবী সন্তুষ্ট হয়েন; কিন্তু হিংসাজনিত পাপ নিশ্চয় হইবেক। উৎসর্গকর্ত্তা, দাতা, ছেদনকর্ত্তা, রক্ষক, অগ্রপশ্চাৎ ধৃতকারী ও খাদক এই সপ্তজন সকলেই বধজনিত পাপের ভাগী হইবে। যে তাহাকে বধ করে, সে তাহার নিহত্যা হয়, ইহা বেদবাক্য। সেইজন্যই প্রাণী হিংসা না করিয়া বৈষ্ণবী পূজা করিবে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে সুরথ রাজার একটি উপাখ্যান আছে। তাহাতে বর্ণিত আছে—পুরাকালে ভারতবর্ষে সুরথ নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি

ছিলেন, তিনি দেবীর প্রীতির জন্য লক্ষপশু বলিদ্বারা পূজা করিয়াছিলেন কি তাহাতে তাঁহার সুখ উৎপন্ন না হইয়া পরজন্মে তাঁহাকে অত্যন্ত ক্লেশ ভো করিতে হইয়াছিল। মহারাজ সুরথের মৃত্যুর পর বধ্য পশুগণ তাঁহাকে হনন করিতে উদ্যত হইলে তিনি দেবীকে স্মরণ করিয়া নিবেদন করিলেন- মাতঃ! আমি তোমার প্রীত্যর্থে যেসকল পশু বধ করিয়াছিলাম, তাহা সকলেই আমাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছে; এখন তুমি কৃপা করি আমাকে এই বিপদসাগর হইতে রক্ষা কর। তখন দেবী সাক্ষাৎ প্রাদুর্ভূ হইয়া কহিলেন, বৎস! যে যাহাকে হনন করে, সে তাহাকে হত্যা করি ইহা বেদের বিধান। ইহার অন্যথা করিবার আমার ক্ষমতা নাই তবে আমি তোমার প্রতি কৃপাপূর্ব্বক এই পর্য্যন্ত করিতে পারি যে, তুমি লক্ষজন্ম পর্য্যন্ত বধ না হইয়া একি জন্মে সমস্ত পশু কর্ত্তৃক হত হও। তখন রাজা তাহাই হউক বলিয়া নিবৃত্ত হইলেন।

এই উপাখ্যান দ্বারা আমরা জানিতে পারি যে, দেব দেবীর প্রীতির জন্যও কোন পশু বধ করা শ্রেয়স্কর নহে।

আহার বিধিতেও উল্লেখ আছে "স্বচ্ছন্দফলমূলেন শাকেনাপি প্রপূর্য্যতে অস্য দগ্ধোদরস্যার্থে মাঃ কুর্য্যাৎ পাতকং মহৎ" অর্থাৎ যখন সামান্য ফল, মূল, শাক সব্জী দ্বারা উদর পরিতোষ করা যাইতে পারে তখন জীবহত্যা রূপ মহাপাতক আশ্রয় করিয়া পশু মাংসে উদরকে পূরণ না করাই কর্ত্তব্য।

যাহারা তন্ত্রের দোহাই দিয়া বলিপ্রদানে পশু মাংস দ্বারা উদর পূরণ করিয়া থাকেন, তাহারা একবার তন্ত্ররাজ মহানির্ব্বাণ তন্ত্রটী কষ্ট করিয়া দেখিবেন। মহানির্ব্বাণ তন্ত্র সর্ব্বথা পশুবধ নিষেধ করিয়া ব্রহ্মমন্ত্র প্রণব জপ দ্বারা পূজার বিধান করিয়াছেন। যাহারা তন্ত্রের প্রধান ভক্ত, তাহারা তন্ত্রোক্ত পঞ্চ মকারের নিগূঢ় অর্থ একবার প্রণিধান করিবেন। পঞ্চমকার বাহ্যিক প্রয়োগ পদার্থ নহে; ইহা দেহমধ্যে নিবিষ্ট রহিয়াছে। যেমন বাক্ দমন করিবার জন্য জিহ্বা সংযত করিতে হয়, অধিক বাক্যব্যয় করিলে মনের অস্থিরতা জন্মে সেই হেতু মাংস ভক্ষণ বিধান করা হইয়াছে; কিন্তু ইহা পশু মাংস নহে। ইহা রসনা সংযমন নামক উৎকৃষ্ট মৌনব্রত। মা শব্দ নিষেধ, অংশ শব্দে রসনা জ্ঞেয়। অর্থাৎ রসনা সংযমন করিয়া মৌনী হও। এইরূপ প্রত্যেক মকারের বিভিন্ন দেহ সংযোজক অর্থ বর্ত্তমান থাকিতে অজ্ঞানীরা আত্মদেহ তৃপ্ত্যর্থে পরদেহ ধ্বংস করিয়া থাকে এবং শাস্ত্রের

গূঢ়ার্থ গ্রহণে অসমর্থ হইয়া আশু সুখকর বাহ্যিক মকারে লিপ্ত হইয়া মাংসাদি ভক্ষণ রূপ গর্হিত কার্য্যকেও বিধিসঙ্গত করিয়া শাস্ত্রের কূটার্থ করিতে দ্বিধাবোধ করে না।

মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পঞ্চমবেদ মহাভারত অনুশাসন পূর্ব্বাধ্যায় হইতে মাংস ভক্ষণের দোষ ও মাংস ভক্ষণ না করিলে তজ্জনিত পুণ্য ফলের ব্যবস্থা স্বরূপ কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করা যাইতেছে। পাঠকগণ ১১৪ অঃ পাঠ করিলে সবিশেষ অবগত হইতে পারিবেন।

মাংস ভক্ষণের দোষ।

পুত্রমাংসোপমং রাজন খাদতে যোঽবিচক্ষণঃ।
মাংসমোহ সমাবিষ্টঃ পুরুষঃ সোঽধমঃ মতঃ॥ ১১।১১৪

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মোহবশতঃ পুত্র মাংস সদৃশ পশ্বাদিমাংস ভক্ষণ করে, সে অতীব নীচ প্রকৃতি বলিয়া পরিগণিত।১১

যো বৈ খাদতি মাংসানি প্রাণিনাং জীবিতৈষিণাম।
হতানাং বা মৃতানাং বা যথা হন্তা তথৈব সঃ॥ ৩০।১১৫

অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বয়ং মৃত বা অন্য কর্ত্তৃক নিপাতিত প্রাণীগণের মাংস ভোজন করে, তাহাকে হত্যাকারী ব্যক্তির তুল্য ফল ভোগ করিতে হয়।৩০

ধনেন ক্রয়িকো হন্তি স্বাপদশ্চোপ ভোগা।
ঘাতকো বধ বন্ধাভ্যামিত্যেষ ত্রিবিধোবধঃ॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন জন্তুকে বধ করার জন্য ক্রয় করে, যে ব্যক্তি তাহাকে সংহার করে, যে ব্যক্তি উহার মাংস ভোজন করে, তাহারা তিনজনাই হত্যা-জনিত মহাপাপে লিপ্ত হয়।

আহর্ত্তাচানুমন্তাচ বিশস্তা ক্রয়বিক্রয়ী।
সংস্কর্ত্তা চোপভোক্তাচ খাদকাঃ সর্ব্ব এবতে॥

অর্থাৎ যাহারা হত্যা করিবার জন্য পশু আহরণ করে, পশু বিনাশের অনুমতি প্রদান, স্বয়ং বিনাশ, ক্রয়, বিক্রয়, পাক ও ভোজন করে, তাহারা সকলেই ঘাতক তুল্য পাতকে লিপ্ত হয়।

স্বমাংস পরমাংসেন যো বর্দ্ধয়িতুমিচ্ছতি।
নারদঃ প্রাহ ধর্ম্মাত্মা নিয়তং সোঽবসীদতি॥১৪।১১

অর্থাৎ তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি পর মাংস দ্বারা

স্ববীর্য্য মাংস বর্দ্ধিত করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে নিশ্চয়ই প্রতিনিয়ত ক্লেশ ভোগ করিতে হয়।

মাংস ভক্ষণ না করিবার ফলশ্রুতি।

যো যজেতাশ্বমেধেন মাসি মাসি যতব্রতঃ।
বর্জ্জয়েন্মধুমাংসঞ্চ সমেতদ্যুধিষ্ঠির ॥ ১০

অর্থাৎ হে যুধিষ্ঠির মহারাজ—যতব্রত হইয়া প্রতি মাসে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে যে ফল হয়, মধু মাংস পরিত্যাগ করিলে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে।

সর্ব্বে বেদা ন তৎকুর্য্যুঃ সর্ব্বে যজ্ঞাশ্চ ভারত।
যো ভক্ষয়িত্বা মাংসানি পশ্চাদপি নিবর্ত্ততে ॥

অর্থাৎ মনুষ্য প্রথম মাংস ভোজন করিয়া পরিশেষে তাহা পরিত্যাগ করিলে যেরূপ ধর্ম্ম লাভ করিতে পারে; বেদাধ্যয়ন ও সমুদয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও তাহার সেরূপ ধর্ম্ম লাভের সম্ভাবনা নাই।

অদুষ্য সর্ব্বভূতানাং বিশ্বাস্যঃ সর্ব্বজন্তবু।
সাধুনাং সম্মতো নিত্যং ভবেন্মাংসং বিবর্জ্জয়ন্ ॥ ১৩

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মাংস বর্জ্জন করেন, তিনি সর্ব্বদা সকল জন্তু ও সর্ব্বভূতের বিশ্বাসী হইয়া অদুষ্য হয়েন, ইহা সাধুদিগের মত।

চতুরো বার্ষিকান মাংসান্ যো মাংস পরিবর্জ্জয়েৎ।
চত্বারি ভদ্রস্যাপ্নোতি কীর্ত্তিমায়ু যশোবলম্ ॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বর্ষার চারি মাস (শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক) মাংস পরিত্যাগ করে তাহার দীর্ঘআয়ু কীর্ত্তি, যশ ও বল লাভ হয়।

মধু মাংস যো নিত্যং বর্জয়ন্তি ধার্ম্মিকঃ।
জন্ম প্রভৃতি মদ্যঞ্চ সর্ব্বে তে মুনয়ঃ স্মৃতাঃ ॥

অর্থাৎ যে সকল মহাত্মা আজন্ম মধু মাংস ও মদ্য পরিত্যাগ করেন তাহারা মুনি বলিয়া পরিগণিত হয়েন।

বাহুল্য ভয়ে এতাধিক উদ্ধৃত করায় বিরত হইলাম।

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়বর্ম্মা।

পুরীর পার্ব্বণ

জানিনা কি শুভক্ষণে—কি মহেন্দ্রমুহূর্ত্তে, আমি ৺জগন্নাথক্ষেত্রে আসিয়াছি। জগন্নাথক্ষেত্রে আসিয়া আমার মত মহাপাপী আর বেশী কি পুণ্যসঞ্চয়ের আশা রাখিতে পারে? পুণ্যের মধ্যে প্রাতে বেশ গরম গরম এক পেয়ালা চা তৎসহ মুখরোচক যৎকিঞ্চিৎ; তারপর এদিক ওদিক ভ্রমণ ও সমুদ্রে লম্ফঝম্ফ; আবার কোনদিন হয়তো সময়মত জগন্নাথদেবকে অনুগৃহীত করিতে একবার হাজিরা দিই। একদিন এইরূপ হাজিরা দিয়া গৃহাভিমুখী হইতেছি এমন সময়ে আমার বন্ধু মিঃ হিরণচন্দ্র চ্যাটার্জি রায়সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইলে হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হে ভায়া খুব পুণ্য হোল ত?" আমিও হাসিমুখে উত্তর দিলাম—"ভায়া হে কার হোল, আমার না স্বয়ং কর্ত্তা প্রভু জগন্নাথের? সেটা বুঝ্‌তে আমি এখনও পর্য্যন্ত পারি নি।" আমাদের দর্শনতো সেইরূপ? যাহা হউক এইরূপে দর্শন করিয়া জগন্নাথ প্রভুর সহিত খুব ঘনিষ্ঠতা করিয়া ফেলিলাম—সময়ে অসময়ে—তাঁহার দ্বারে দাঁড়িয়া থাকি। যে সকল বেশভূষা ও পার্ব্বণাদি নয়নপথে এয়েছে তাহারই একটা লিষ্ট দিব। জানি না, ইহাতে কাহারোর কোন উপকার হ'বে কিনা? তবে As a token of obligation or gratitude (কৃতজ্ঞতার নিদর্শনার্থে) for seeing Sri Sri Lord Jognath, আমি যৎকিঞ্চিৎ পাগলামি করিব। Hope to be excused for creating disturbances to the readers. আশা আছে পাঠকপাঠিকারা আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন। প্রথমতঃ প্রভুর পার্ব্বণ লইয়া একটু নাড়াচাড়া করিব—আমাদের চেয়েও প্রভুর পার্ব্বণ কিঞ্চিৎ বেশী। আমাদের তো বারমাসে তের পার্ব্বণ কিন্তু প্রভুর বারমাসে আঠার পার্ব্বণ Thou art oh God, thou art glorified! বৎসরের প্রারম্ভেই;—

পার্ব্বণ

চন্দন যাত্রা—ইহার অপর নাম বাহির চন্দন। এই পার্ব্বণটা প্রভু নিজে না করিয়া তাঁহার viceroy (প্রতিনিধি) মদনমোহনকে ভার দেন। বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়া হইতে ২১ দিবস যাবত এই পার্ব্বণটী বিশেষ আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হয়। মন্দিরের পূর্ব্ব দিক হইতে ১মাইল দূরে নরেন্দ্র সরোবরের মধ্যে একটী বাড়ীতে মদনমোহন দেব জগন্নাথের মন্দির হইতে যাইয়া উৎসব আরম্ভ করেন। মন্দির হইতে পুকুর পর্য্যন্ত রাস্তার মাঝে

মোটামোটা খুঁটী পুঁতিয়া চাঁদোয়া টাঙ্গান হয় সেই সব চাঁদোয়ার নীচে মদনমোহনদেব মাঝে মাঝে বিশ্রাম করিতে করিতে পুকুরে যাইয়া উপস্থিত হন। প্রথম দিন হইতে প্রত্যেক বিকালে নৌকায় করিয়া দিন গণনানুসারে ততবার জলবিহার করেন। মদনমোহনকে চন্দন মাখাইয়া একটা নৌকায় রাখিয়া মহাপাত্রগণ (অর্থাৎ পুজারি) চামর ও পাখা ব্যজন করিতে থাকেন। একখানি নৌকায় দেবদাসী (অর্থাৎ licensed Prost.) নানারূপে শ্লীল বা অশ্লীল নৃত্য করিতে করিতে ভগবানের পশ্চাতে পশ্চাতে যায়। আর একখানি নৌকায় কয়াড়ি বাজনা থাকে—সর্ব্বশেষ নৌকায় অপূর্ব্ব দৃশ্য লালপাগরীর দল।

মদনমোহনের প্রতিদিনের বেশ :—

১। নটবর বেশ।
২। জন্মবেশ।
৩। রাজাধিরাজ বেশ।
৪। বচ্চর চড়াইবা—বাছুর চড়াইবার রাখাল বেশ।
৫। বচ্চর হরণম্—বাছুর চুরি করিবার চোরবেশ।
৬। গুমতী কুস্তা—দুঃখকাতরা গাভীর বেশ।
৭। কুটাধারী বাঁকিয়া—কুব্জবেশ।
৮। অগ্রসুর—অগ্রাসুর বধের দৈত্যরূপী বেশ।
৯। চক্রনারায়ণ—চক্রপানিরূপী নারায়ণ বেশ।
১০। নবকিরি—নবকন্যার বেশ।
১১। রঘুনাথ বেশ।
১২। নরসিংহ জন্ম—নৃসিংহ জন্ম হইতে নৃসিংহ বধে ভগবানের বেশ।
১৩। কন্দর্প রথ—কামদেবের বেশ।
১৪। রহস্য মঞ্জুলি—মহিলাবেষ্টিত প্রেমিক বেশ।
১৫। চৈতন্য অবতার।
১৬। গিরিপড় অবসিবা—পাহাড়ের উপর পাহাড়িয়া বেশ।
১৭। গিরি গোবর্দ্ধন বেশ।
১৮। বস্ত্রহরণ বেশ।
১৯। চিন্তামণি কৃষ্ট—ভগবানের চিন্তাযুক্ত (প্রাজ্ঞ) বেশ।
২০। গজোদ্ধার বেশ—ভগবানের সামনে একটা শোলার হাতিকে

একটা শোলার কুমীর কামড়াইয়া ধরিয়াছে, ভগবান যেন উদ্ধার করিতে উদ্যত এরূপ বেশ।

২১। ফুলের বেশ—ফুল দিয়া খুব সরঞ্জামের সহিত সাজান হয়।

জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমেই অর্থাৎ এই বাহির চন্দনযাত্রার ২১ দিন শেষ হইলেই আবার ২১ দিন ধরিয়া স্বয়ং ভগবানের চন্দনযাত্রা হয়।

ভগবান জগন্নাথের উক্তরূপ ২১ প্রকার বেশ হইয়া থাকে। জগন্নাথের বিশাল কলেবরখানি বেশ চন্দন মাখাইয়া পাখার ব্যজন করা হয়। গোবিন্দ-দেব (Viceroy) অর্থাৎ প্রতিনিধি ভগবানের বদলে মূলমন্দিরের উত্তর পশ্চিম কোণস্থিত ভূষণ্ডিকাকের চৌবাচ্চায় (রোহিণী কুণ্ডে) জলক্রীড়া করেন।

রুক্মিণী হরণ।—এই মাসেই রুক্মিণী হরণ নামে এক অপূর্ব্ব পার্ব্বণ হয়। জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্ল পক্ষের একাদশী দিনেই রুক্মিণী হরণ হইয়া থাকে। একজন মহাপাত্র সুবর্ণময় লক্ষ্মী মূর্ত্তি লইয়া জগন্নাথের মন্দির হইতে বাহির হয় এবং লক্ষ্মী দেবীর মন্দিরে যাইয়া কিয়ৎকাল অবস্থিতি করেন।

তথা হইতে বিমলা মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। বিমলা মন্দিরের পার্শ্বে আর একজন মহাপাত্র কৃষ্ণ রূপ ধরিয়া লুকাইয়া রহে। বিমলা মন্দিরের কাছে লক্ষ্মীদেবী আসিলেই কৃষ্ণরূপী মহাপাত্র লক্ষ্মীদেবীকে অপহরণ করিয়া প্রস্থান করিবার সময়ে শিশুপালরূপী আর এক মহাপাত্রের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হয়। কৃষ্ণের সহিত বহুলোকজন থাকে; শিশুপালও একা থাকে না তখন দুই দলে তুমুল যুদ্ধ হইলে শ্রীকৃষ্ণরূপী মহাপাত্র শিশুপালকে পরাজিত করিলে শিশুপাল পলায়ন করে এবং শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ্মী লইয়া—জগন্নাথ-দেবের মন্দিরে আইসে এবং তথায় জগন্নাথের সহিত লক্ষ্মীদেবীর বিবাহ হয়। সেদিন মন্দিরে খুব আমোদ আহ্লাদ চলিতে থাকে এবং জগন্নাথদেবের মদনমোহন বেশ হয়। মদনমোহনবেশে জগন্নাথ রুক্মিণীকে কোলে করিয়া ভক্তবৃন্দকে দর্শন দেন।

স্নানযাত্রা।—জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমাতে জগন্নাথের স্নানযাত্রা হয়। এই দিনে জগন্নাথের বিশাল বিগ্রহকে বলরাম ও সুভদ্রার বিগ্রহদ্বয়ের সহিত মূল মন্দির হইতে লইয়া মন্দিরের দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণস্থিত স্নানবেদীতে রাখে বহু পাণ্ডা ও মহাপাত্র মিলিয়া ঘড়া ঘড়া জল বিগ্রহের মাথায় ঢালেন। সারাদিন ধরিয়া এই জলের খেলা চলিতে থাকে এবং সন্ধ্যার পরেই

বিগ্রহ তিনটী (জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা) পূর্ব্ব মন্দিরে আনিয়া রত্নবেদী শোভা বিস্তার করা হয়।

অনসর—স্নানযাত্রার পর দিবস হইতে ১৫ দিন পর্য্যন্ত এই পার্ব্বণ হইয়া থাকে অনসর অর্থাৎ জগন্নাথদেবের জ্বর হইলে জগন্নাথদেবকে মন্দিরের মধ্যে রাখিয়া মন্দিরের বাহিরের সমস্ত দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এই সময়ে জগন্নাথদেবের মন্দিরে যাত্রী প্রবেশ নিষেধ থাকে। এই সময়ে তিনটী বিগ্রহকে পূর্ব্ববৎ বর্ণে রঞ্জিত করা হয়। জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার চিঁড়েভাজা মুড়কী ও সাবু ভোগ্ দেওয়া হইয়া থাকে।

রথযাত্রা—আষাঢ় মাসে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা বা বিহার পার্ব্বণ হইয়া থাকে। অনসর পর্ব্বের পরেই অর্থাৎ প্রতিপদে তিনটী বিশাল রথে মন্দিরের নবরঞ্জিত তিনটী বিশাল বিগ্রহকে স্থাপন করিয়া রথ টানা হয়। এখানকার রথ আমাদের দেশের রথের ন্যায় দোতলা বা তিনতালা এবং বহুচূড়াবিশিষ্ট নহে। বড় বড় কাঠ দিয়া একটা প্ল্যাটফরমের মত তৈয়ার করিয়া তন্নিম্নে ১৬ খানি ১০ হাত ব্যাসবিশিষ্ট বৃহৎ চাকা লাগান থাকে। ইহা মাটি হইতে ২০।২১ ফুট উচ্চ এবং এই প্ল্যাট ফরমের উপর চারিকোণে খুব লম্বা লম্বা কাঠ দিয়া প্রকাণ্ড একটা মন্দিরের মতন করিয়া সমস্তটা হরিদ্রা ও লোহিত বর্ণের কাপড় দিয়া ঘেরিয়া দেয়। এই রথ দেখিয়া আমাদের ছেলে বেলাকার কদমের রথ তৈরির কথা মনে পড়ে। প্রতি বৎসরে এইরূপ রথ তৈয়ার করিয়া রথ যাত্রার পর ইন্ধনরূপে জগন্নাথের ভোগের জন্য ব্যবহার করিতে দেখা যায়। রথে এতদধিক কাঠ লাগান থাকে যে সমস্ত বৎসর জগন্নাথদেবের ভোগের রন্ধন চলে এবং কখন কখন মৃত দেহের সৎকারে কাষ্ঠের কাজ হয়। এইরূপ তিনখানি রথ টানিতে টানিতে বড় রাস্তা দিয়া মাসীর বাড়ীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়, তথায় বহুক্ষণ থাকে এবং এখানে নানারূপ গান বাজনা হইলে পর গুণ্ডিচা বাড়ীর দিকে টানিয়া টানিয়া সন্ধ্যার সময়ে গুণ্ডিচা বাড়ীর সম্মুখে পৌঁছায়। মাসীর বাড়ীটী বড়দাণ্ডের পার্শ্বে রামচন্দ্র গরেনকার ধর্ম্মশালার পূর্ব্বদিকে নরেন্দ্র সরোবরের কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত। এখানে একটী ছোট মন্দির আছে। গুণ্ডিচাবাড়ী জগন্নাথদেবের মন্দির হইতে ৩ মাইল পূর্ব্বে প্রকাণ্ড একটা মন্দির, দেখিতে জগন্নাথদেবের প্রধান মন্দিরের মতন ; তবে অত উৎকৃষ্ট বা উচ্চ নহে এবং পাথরের তৈরী নহে—ইটের তৈয়ারী। এখানে সাতদিন থাকিয়া পুনরায় মূল মন্দিরের দিকে

উল্টারথ যাত্রা করিয়া তিনটী বিগ্রহকে আনা হয়। উল্টারথের পর আর কোন পার্ব্বণ হয় না। রথ টানিবার কালে মহাপাত্রগণ অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ এবং কুৎসিৎ অঙ্গভঙ্গী প্রদর্শন করেন।

শ্রাবণ মাসে কোন পার্ব্বণ নাই :—

কৃষ্ণজন্ম—ভাদ্রমাসে শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব হয়। ভাদ্রীয় কৃষ্ণা অষ্টমীতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব হইয়া থাকে। এইদিন হইতে ৭ দিন পর্য্যন্ত উৎসব চলে।

ঝুলন যাত্রা—ঝুলনও এই মাসের পূর্ণিমা হইতে দশমী দিবস পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। অষ্টধাতুর নির্ম্মিত গোবিন্দ মূর্ত্তিটীকে একটা ঝোলায় চাপাইয়া মন্দিরের পার্শ্বস্থিত মুক্তিমণ্ডপে ঝোলান হয়।

দশেরা—আশ্বিনমাসে দুর্গাপূজার সময়ে বিমলাদেবীর মন্দিরে নানারূপে আমোদ ও আহ্লাদের সহিত পূজাদি হয়। ইহার নাম দশেরা বা দুর্গাপূজা। ইহাই পুরীর একমাত্র শক্তিপূজা এবং শক্তিপূজাবিষয়ক বৎসরের শেষ পূজা। That is the last & first Sakti Puja at Puri. বৈষ্ণব ভাবপ্রবণ স্রোতে ভাসিত পুরীতে এই শক্তিপূজা বস্তুতঃ শাক্তদের মনে অনির্ব্বচনীয় আমোদ প্রদান করে।

কার্ত্তিক—কার্ত্তিক পূর্ণিমা হইতে পরবর্ত্তী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত জগন্নাথদেবের দামোদর বেশে এই পার্ব্বণ হইয়া থাকে। ইহা কার্ত্তিক পূজার অন্তর্গত এবং কার্ত্তিকের মন্দিরে নানারূপ আমোদ আহ্লাদ ও মল্লযুদ্ধ শর-রণ এবং নানারূপ ব্যায়ামাদি প্রদর্শিত হয়।

লক্ষ্মীবিজয়—জগন্নাথদেবের পার্শ্বস্থিত সুবর্ণময় লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তিকে নানারূপ আমোদপ্রমোদ সহ এবং মহাধুম করিয়া সমুদ্র নিকটবর্ত্তী বালমঠে লইয়া যাওয়া হয়। বালমঠ স্বর্গদ্বারের রাস্তার পার্শ্বে এবং সমুদ্র নিকটবর্ত্তী একটী মঠ। এই মঠে 'ভাসুর ভাদ্দর বৌ কুয়ো' নামক অপূর্ব্ব এক কূপ আছে। এই কূপে জল লইবার জন্য দুইটী পথ। একটা পথ কূপের পাড় অর্থাৎ উপর দিয়া জলতোলা যায় এইখান হইতে জল তুলিতে দড়ির দরকার কিন্তু নীচেকার পথ দিয়া জল তুলিতে দড়ির দরকার হয় না ঘটী বা ঘড়া ডুবাইয়া চৌবাচ্চা হইতে যেমন জলতোলা হয় সেইরূপ জলতোলা যায়।

পইলাভোগ—পৌষ পূর্ণিমা হইতে মাঘ মাসের পূর্ণিমা (মকর)

পর্য্যন্ত জগন্নাথদেবের পইলাভোগ নামক একটা ভোগ দেওয়া হয় এবং না রূপ আমোদ প্রমোদ এবং ভগবানের স্তবস্তুতি চলে। পইলাভোগের যথা ঃ—দর্শবড়ি, চূড়াভজা, মুগসিদ্ধা, মাগুয়া ক্যাঁকড়া, দর্শবড়ী, নাড়ী প্র অপূর্ব্ব ও উপাদেয় খাদ্য।

মকর—মকর দিনে নূতন চাউলে নূতন জিনিষে ভোগ ক জগন্নাথদেবকে নিবেদন করা হয়। জগন্নাথদেবের রাজবেশ হইয়া থ কিন্তু সন্ধ্যার সময়ে মহারাজ রাজবেশে ভক্তমণ্ডলীকে দর্শন দেন। লক্ষ্মী মূর্ত্তিকে জগন্নাথদেবের কোলে বসাইয়া দিয়া থাকে।

গজোদ্ধার—এই মাসেই গজোদ্ধার বেশ হইয়া থাকে। মাঘপূর্ণি দিবসে জগন্নাথদেবকে রাজবেশে সাজাইয়া একটা শোলার হাতী মাথা এই হাতীটীর পায়ে একটী শোলার কুমীর লাগাইয়া জগন্নাথদেবের স্ব পদের সহিত হাতীটী সংলগ্ন করান থাকে। ইহার নাম গজোদ্ধার অর্থাৎ হস্তীকুমীর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ভগবানের স্মরণাপন্ন হইলে স্বয়ং শ্রী ইহাকে রক্ষা করেন।

দোলযাত্রা—ফাল্গুন পূর্ণিমার দিনে মদনমোহন মূর্ত্তি অর্থাৎ ন্নাথদেবের পার্শ্বস্থিত মদনমোহন মূর্ত্তিটীকে মূলমন্দিরের পূর্ব্ব দক্ষিণে অব দোলমণ্ডপে লইয়া যাইয়া ফাগ দ্বারা হলী হইয়া থাকে। দিনের বে জগন্নাথদেবের দর্শন পাওয়া যায় না। রাত্রিতে রাজবেশে জগন্নাথ দর্শন দেন।

রামনবমী—চৈত্রীয় শুক্লানবমীর দিবসে জগন্নাথদেবের শ্রী বেশ হইয়া থাকে এবং মূলমন্দিরের দক্ষিণ দরোজার নিকটস্থিত রামচ মন্দির হইতে রামসীতা ও লক্ষ্মণ মূর্ত্তি লইয়া জগন্নাথবল্লভ নামক মঠের মন্দি লইয়া যাওয়া হয়।

জগন্নাথবল্লভ একটী মঠ ও মন্দির—নরেন্দ্র সরোবরের নিকটে অবস্থি এইস্থানে রাবণ বধ হয়। একজন মহাপাত্র রাবণ মূর্ত্তি ধরিয়া রা চন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করেন। রামচন্দ্র মূর্ত্তিও একজন মহাপাত্রের কাঁ অবস্থান করিয়া সাঙ্গোপাঙ্গসহ যুদ্ধ করেন এবং বহুক্ষণ যুদ্ধে রাবণকে ব করেন। কতকগুলি লোক মিলিয়া মৃত রাবণকে দাহ করিবার সমুদ্রের ধারে লইয়া যায়। এই দিন হইতে ৯দিন যাবত আমোদ আহ চলে।

জগন্নাথদেবের বেশ।

সিঙ্গার বেশ—বছরে সব সময়েই থাকে।

বৈশাখে—

মদনমোহনবেশ—চন্দনযাত্রার ২১ দিবস যাবত।

ভাদ্রে—

গৌরবেশ—শ্রীকৃষ্ণ বেশের পরদিন গৌরবেশ। জগন্নাথদেবের কাঁধে দইয়ের ভার।

কালীয়দমন বেশ—একটা বেতের সাপ করিয়া কালো রংয়ের কাপড় জড়াইয়া সাপের ফণাটী জগন্নাথদেবের সোণার পায়ের নীচে থাকে।

প্রভম্বা—বলরামদেবের কাঠের পায়ের একটা অসুর যেন বলরাম-দেবকে কাঁধে করিয়াছে এইরূপভাবে দেওয়া হয়। জগন্নাথ-দেবের রাজবেশ থাকে।

বলিবামন বেশ—ভাদ্রীয় শুক্লাদ্বাদশী দিন হইতে তিনদিন।

১ম দিনে—টিয়াকিয়া অর্থাৎ সোণার কেয়াফুলের মালা করিয়া জগন্নাথ-দেবের গলায় পরান হয়।

২য় দিনে—বাঁকচূড়া অর্থাৎ ব্যাকা শ্যামমূর্ত্তিতে জগন্নাথদেব দর্শন দেন।

৩য় দিনে—ডালিকিয়া অর্থাৎ শুধু কেয়া ফুল দিয়া জগন্নাথদেবকে সাজান হয়। ভাণ্ডার নিকাশ (Store-keeper) অর্থাৎ জগন্নাথদেবের ভাঁড়ারী বলিমূর্ত্তি সাজিয়া জগন্নাথদেবের পায়ের তলায় বসে আর ছয়জন মহাপাত্র জগন্নাথদেবের মাথায় ছাতি ধরে।

রাজবেশ—দোলপূর্ণিমার দিবসে জগন্নাথদেবের এই বেশে মন্দিরে থাকেন।

লুপ্তবেশ—

রঘুনাথ বেশ—১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে রাজকিশোর বাবু যখন মন্দিরের ম্যানেজার ছিলেন তখন চৈত্রমাসে জগন্নাথদেবের এই বেশ করান কিন্তু এখন আর এই বেশ হয় না।

গিরিগোবর্দ্ধন বেশ—২ বৎসর পূর্ব্বে বালমুকুন্দদেব যখন টেম্পলের ম্যানেজার ছিলেন তখন এই বেশে জগন্নাথদেবকে সাজান হইয়াছিল ; এখন আর হয় না।

মাঘমাসে—

পদ্মবেশ—জগন্নাথ সুভদ্রা ও বলরামকে শোলার পদ্ম দিয়া সাজান হয়।

জগন্নাথ দেবের রুটিন :—

১ম—ঘুম ভাঙ্গিবার পর ছয় জন মহাপাত্র আসিয়া মূল মন্দিরের দরোজা খোলেন।

মঙ্গল আরতি—আরতি করা হয়। ২১ প্রদীপের আলো চালের পিটলীর উপর বসাইয়া আরতি করিবার সময়ে কেবল পুরীর অধিবাসী-বৃন্দকে মণিকোঠায় যাইতে দেওয়া হয় এবং যাত্রীদিগকে পাশ লইতে হয়। পাশের দাম লোক প্রতি একটি টাকা।

৩য়—অবকাশ

দাঁতন—জগন্নাথদেবের সাম্‌নে পিতলের একটা আয়না ধরিয়া জগন্নাথ-দেবের প্রতিফলিত দাঁতে দাঁতন করান হয়। দাঁতন বটের ৪ইং ব্যাসবিশিষ্ট একটা ডাল।

৪র্থ—এই সময়ে যাত্রীগণ মণিকোঠায় যায়।

৫ম—বাল্যভোগ—

মুড়কী, চিঁড়ে, দই, মাখন ইত্যাদি দিয়া জগন্নাথদেবের ভোগ হয়।

৬ষ্ঠ—খিঁচুড়ি ভোগ—

চাল ডালে ঘিয়ে সিদ্ধ করিয়া ভগবানকে নিবেদন করা হয়। কাণিকা, অহর, মোহর, ব্যাসর এবং আম্বীর দেওয়া হইয়া থাকে।

৭ম—দেবদাসী কেবল নৃত্য করে।

৮ম—চত্রভোগ—

এই ভোগ মণিকোঠায় না রাখিয়া ভোগঘরে অর্থাৎ মণিকোঠার ঠিক সাম্‌নে ৮০।৯০ হাত তফাতে একটা ঘরে দৃষ্টিভোগ করান হয়।

৯ম—মধ্যমভোগ—

১০ম—সন্ধ্যা আরতি

এই সময়ে সন্ধ্যার আরতি হয়। প্রধান মঠের ভক্তেরা কন্নারী বাজনা বাজাইয়া দশম অবতারের স্তব করেন।

১১শ—সন্ধ্যাভোগ—

১২শ—যাত্রীদিগকে মণিকোঠায় যাইতে দেওয়া হয়।

১৩শ—চন্দন নাগি—

জগন্নাথদেবের গায়ে চন্দন মাখান হয়।

১৪শ—বড় শিঙ্গার বেশ।

১৫শ—বড় শিঙ্গার ভোগ।

১৬শ—পহর অর্থাৎ ঘুম। এই সময়ে জগন্নাথদেব শয়ন করেন।

১৭শ—দেবদাসীদিগের গান।

দেবদাসী ৮।১০ ঘরে প্রায় ২০।২৫ জন আছে। ইহারা দুই সম্প্রদায়-ভুক্ত—ভিতর গানী ও নাচনী। ভিতর গানীরা কেবল গান করে এবং নাচনীরা কেবল নাচে।

রায় বাহাদুর সখিচাঁদ অদ্বৈতবাবু ও ধর্ম্মদাস প্রভৃতি মহোদয় এই প্রবন্ধের জন্য সাহায্য করেন, তজ্জন্য লেখক তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

শ্রীমাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায়।

রথেষ্টন ও ভস্ত্রীয়োস্কীয়

তৃতীয় অধ্যায়।

"এখন সুজ্জি ওঠেনি দেখ্‌চি, বোধ হচ্চে আর উঠতে পাল্লে না! নীল আকাশের গোড়া হ'তে, সুজ্জি ওঠবে কি না! তা অকূলের শেষ কূল তেই ত উঠতে হ'বে, ঐ দুটোর জোড়ের গায়েই ত জলের ধাক্কা লেগে ছে! সেখানে সাঁতার জল, আমার মতই সুজ্জি ডুবেছে, ভেসেই হয়ত ছে!

আমি যেমন এখন নীল আকাশের গোড়া পাচ্ছিনা, আর ঘাসভরা অকূল তপান্তরের কূলও পাচ্চি না, সুজ্জিও হয়ত তেমনি পাচ্ছে না!

আঃ বাঁচা গেল! তেপান্তর মাঠ জুড়ে আলো হয়ে গেল, এটা সাঁঝের

আলো না সকালের আলো! কোন দিক হ'তে আলোটা ভেসে এসে অন্ধকারটা মুছে দিলে তা ত বুঝ্‌চি না! তা যাই হক্ না, নিজের শরীরটা ত নিজের চখেই দেখ্‌তে পেলাম তাই ঢের।

গা হাত চুপ্‌সে গেছে দেখছি! শরীরটা পাঙ্গাশ হ'য়ে গেছে, গা হাত ছ'ড়ে গেছে, কতই না লেগেছিল, তা যদি জান্‌তে পারতাম, তা হলে আর বাঁচতাম্ না। বোধ হয় জোঁক ধরেছিল, ইস্! সব রক্ত চুষে নিয়েছে—বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ করছে! মালকোচা মেরে কাপড়খানা পরেছিলাম, তাই রক্ষা নইলে দেখ্‌ছি ন্যাংটা হয়েই থাকতে হত,—কিছু নেই, খোঁচা লেগে কুটি কুটি হ'য়ে গেছে। ততুও ত আছে!"

হুইটস্ বালির চড়ার উপর বসিয়া এই রকম ভাবে আপন মনে কথা বলিতেছে। তাহার আর মাথা রাখিবার স্থান নাই। বন্যার জল, জোয়ারের জল দূরে সেই নদীর খাতের ভিতর দিয়া বহিয়া চলিয়াছে, অকূল তেপান্তরের উপর পলি পড়িয়া গিয়াছে।

হুইটস্—তুমিই কি সে কালের অথর্ব্বণ নাকি? তুমিই বুঝি সবার আগে ভেসে গিয়েছিলে? এখন সুখ হ'ল কি করে হে?

অথর্ব্বণ—ঠিক্ চিনতে পেরেছ, আমিই সেই অকূল যাযভরা তেপান্তর মাঠের যাত্রী ছিলাম, সেই কাল জলভরা নদীর কথা মনে পড়ে কি? আচ্ছা, তোমার মুখটা অমন কদাকার দেখাচ্চে কেন?

হুইটস্—কই? আমি ত তা কিছুই দেখ্‌তে পাচ্চি না? তুমি ঠিক্ দেখ্‌ছ ত, না ভুল বলছ? আর তোমার মুখটা অমন ছুতাহাড়ির তলার মত কাল হ'ল কি করে? তুমি কি দেখ্‌তে পাচ্চ না!

অথর্ব্বণ—না, না, তা হ'বে কেন, তুমি ভুল বল্‌ছ!

হুইটস্—একেবারে ঠিক্ দেখ্‌ছি, আর একেবারে সত্য বল্‌ছি? তোমার মুখ তুমি দেখ্‌তে পাচ্চ না? বেশ মজার কথা বটে!

অথর্ব্বণ—আগে তোমার মুখটাই তুমি দেখে নাও না, তার পর বোলো!

হুইটস্—সত্যি বটে, নিজের মুখ নিজে দেখতে পাই না, যেখানে এমন চন্দ্র সূজ্জির মত চোখ দুটো জ্বলছে, সেইখানটাই অন্ধকার? কেন বল দেখি?

অথর্ব্বণ—তোমার মুখটাই ঐ রকম হ'য়ে গেছে, নিজের মুখ দেখা যাবে

না, ঐ খানেই গোলযোগ। তুমি আমার দেখে বল, আমি তোমার দেখে বলি!

হুইটস্—আচ্ছা এখন থেকে তাই হবে, তুমি না ভেসে গিয়েছিলে এখানে এলে কি করে?

অথর্ব্বণ—কি করে তা বল্‌তে পারি না, ভেসেছি তা মনে আছে, তার পর আর কিছু মনে নাই। এক দিকে ত লাগবেই, সেই রকম হ'য়ে লেগেছি!

হুইটস্—আমিও দেখছি লেগেছি, প্রথমে মনে হ'য়েছিল, বুঝি মরে গেছি, এখন বুঝছি মরি নাই, বেঁচেই আছি—তবে মরার সামিল, কিন্তু তোমার মুখ দেখে মনে হচ্চে এখন তুমি মানুষ নও!

অথর্ব্বণ—তোমাকে দেখে আমারও তাই মনে হয়েছিল—এখন সে সন্দেহ ঘুচে যায় নি—বুঝলে?

হুইটস্—আমারও সেই রকম একটা ভয় তোমাকে দেখে এখন হচ্চে। তুমি ভুত টুথ কিছু হও নি ত?

অথর্ব্বণ—তাতেই বা ক্ষতি কি? তুমিও যা এখন আমিও তা, একজাত ত বটে। ভূতের আবার জাত কি? এখন কোন দিকে যাবে ঠিক করেছ কি?

হুইটস্—ঐ যে ধূ ধূ করছে, বালির তেপান্তরের পারে, অকূলের গায়েই একখানা মেঘের চূড়ো দেখা যাচ্চে সেইখানেই যাবো, আর নিচু দিকে নামচি না, যতই দূর হক্ না, ঐ নীল আকাশে যার মাথা ঠেকে রয়েছে—ঐ উচুতে গিয়ে চড়ে বস্‌ব ডুবতে আর পারব না!

অথর্ব্বণ—ওটা হয়ত, সেই অকূলের কাল জল ভরা নদীর ও পারের সেই বড় পর্ব্বতটা হ'বে!

হুইটস্—ঐখানেই ত যেতে চাই, অকূল যাযভরা তেপান্তর দিয়ে যাবনা আমরা ত ছাগল হরিণ নই—যে চরে বেড়াব, আর অকূলের কোন্ কূলে চলে যাবো?

অথর্ব্বণ—চল, রওনা হই।

হুইটস্—কেবল হাত পা নিয়ে যাওয়া, রওনার ত ভাবনা নেই! রওনা হয়েই আছি। এতক্ষণ জলে ডুবে না গেলে, হয়ত পৌঁছে যেতাম!

অথর্ব্বণ—চলছি ত চলছি, বালির গাদা আর ফুরুতে চায় না, এত
কি ক'রে এখানে এলো ?

হুইটস্—এই জন্যেই ত আমাদের এখানে পোষাচ্চেনা, সব ঢেলে দিয়ে
দেখছ না, যেখান থেকে হেটে এলাম সেদিকে যেন 'নদীর ঢেউ খেলা
দেখলে ত সেখানে জলটল ছিল না, এখন দেখনা কেমন মজা, তোকা জ
ঢেউ খেলছে—পিপাসা পেয়েছে, আর কেবল মনে হচ্ছে ঐ ফাঁকা
যেখানে, সেইখানে গিয়ে পেট ভরে জল খাই। আর "ভবী ভুলছে
"তেল দাও সিন্দুর দাও—আর ভবী ভুলছে না" ? বুঝলে ওদিকে তা
না—সটান চল ?

অথর্ব্বণ—ভারি পিপাসা—জল না হলে চলছে না। ফিরে যাই চল!

হুইটস্—ও সব হবে না, আর ফেরাফিরিতে আমি নেই—আমি
এলাম ওখানে জল নেই—ফাঁকা ঢেউ দেখে আর ভুলচি না। এই তুমিই
বললে 'কাল জল ভরা নদীর ওপারে ঐ মেঘের মালার মত পর্ব্বত রয়েছে
সেই নদীর জল খাবো, আর নদী যে পাথর থেকে বেরিয়েচে সেই
যায়গায় গিয়ে দাড়াব! চল ত চল, নইলে তুমি একাই ফিরে যাও, আ
একাই এগিয়ে যাই!

চতুর্থ অধ্যায়

রথেষ্টন—ক্রমেই যেন উচুতে উঠছি নয় ? অপথ কুপথ দিয়েই পথ
আসছি, আমাদের পিছুতে যারা আসবে তারা সুপথ পাবে।

দেখছ না, কেবল পাথরের নুড়ি, আর ফাঁটা ঝুপি বনের বহর বেড়ে
চলেছে। নুড়িগুলো ক্রমশই নোড়া হ'য়ে উঠছে, ঝুপি বন গুলো মাথা
করে, অমন নীল পাহাড়টাকে ঢেকে দিচ্ছে। ঢেকে দিক, যাবই যাব,
ভুলেও পিছু হটছি না। কেমন হে ?

ভস্ত্রীয়ো—ওঃ পায়ে বড় ধাক্কা লেগেছে—কেবল পাথরের চিপি পথ
ঠেলে উঠছে—দাড়াও হে বেতের শীষ পিঠে জড়িয়ে ধরেছে, ছাড়াতে দাও
চলেই যাচ্ছ যে—একলা ফেলে যেও না।

রথেষ্টন—টেনে চলে এস, পিঠটা না হয় একটু ছিড়েই গেল, তাতে
আর সরবে না ? চলে এস,—দেখ ? এবার পাথরের চিপের উপর
ফেলে আসতে হবে—লাফিয়ে লাফিয়েএস, এ সোজা পথ নয়!

ভস্ত্রীয়ো—তাই ত নয়! এই বার বুঝি পাহাড়ে উঠচি, এবে দেখছি জলে
ডোবার মত পাথরের আর জঙ্গলে ডুবে যাচ্ছি।

রথেষ্টন—ডুবে যাবার, ভেসে যাবার ত ভয় নাই।

ভস্ত্রীয়ো—আরে তা না থাকলো, পা ফস্‌কে পড়ে যাবার ভয় যে ক্রমেই
বেশী হ'য়ে উঠল।

রথেষ্টন—উঠতে দাও, অমন ঢের উঠবে, তাতে কি ? চলে এস,
দাড়িও না।

ভস্ত্রীয়ো—এবার যে লাফিয়ে নাগাল পাই না ? হেইও লাফিয়েছি, তুমি
বুঝি অত উপরে উঠে পড়েছ ?

রথেষ্টন—এই নাও, আমার হাত ধরে, ঐ বড় পাথরটার উপর ভর
দিয়ে উঠে পড়ে।

ভস্ত্রীয়ো—হ্যাইও! উঠেছি ঐ যে পাহাড়ের গায়ের বন দেখা যাচ্ছে, আর
বেশী দূর নেই, কি বল ?

রথেষ্টন—আরে ছ্যা—দূর দেখছ কি ? ঐ পাহাড়টা টপ্‌কে ওর ওপারে
যেতে হবে। চলে এস, সুজ্জি ওঠবার আর বড় দেরি নাই। ঐ পাহাড়ের
মাথায় দাড়িয়ে সুজ্জি ওঠা দেখতে হবে, তার আগে নয়!

ভস্ত্রীয়ো—কে যেন গান গাচ্চে নয় ?

রথেষ্টন—তবেই মরেচ ও দিকে কাণ দিও না—এখনি দিশে লেগে যাবে।

ভস্ত্রীয়ো—তাই নাকি ? কেন ?

রথেষ্টন—চলে এস,—আর এই ব্যাঁকটা ঘুরলেই সুজ্জি দেখা যাবে।

ভস্ত্রীয়ো—ওকি দেখা যাচ্চে ?

রথেষ্টন—ও কিছু না, চোখ ফিরিয়ে নিয়ে—এদিকে চলে এস।

ভস্ত্রীয়ো—এত লাল রং এলো কোথা থেকে ?

রথেষ্টন—হুঁ! ঐ গেরীমাটির উপর দিয়েই চল্‌তে হবে লালে লাল
এইবার! সাবধান! ঐ লাল মাটির আল্‌গা ঢিপের উপর পা দিও না।

ভস্ত্রীয়ো—তবে আর কোথায় পা ফেলব ? পা ফেলবার মত যায়গা
কোথায় ?

রথেষ্টন—নাও, এই ডালটা নুইয়ে ধরেছি—এইটে বেয়ে গাছে উঠে পড়।

ভস্ত্রীয়ো—তুমি ত দেখছি, মজার লোক হে, ডাল ধরে উঠবো কি
করে ?

রথেষ্টন—যেমন করে পার, উঠবে ত ওঠ, নইলে আমি ডালটা ছেড়ে দিয়ে—গুড়ি বেয়ে নেমে পড়ব।

ভন্ত্রীয়ো—না, না, থাক, এই নাও—ঝুলে পড়লাম যে, পড়ি বুঝি, তুমি ত নেমে পড়লে—বেশ লোক ত দেখছি! দাঁড়াও চলে যেও না।

রথেষ্টন—পেরেছ দেখছি নেমে এস—বাস্ ঠিক হয়ে গেছে! এখন ঐ ঝরণার ধারে দাড়িয়ে সুজ্জি ওঠা দেখে লও। কেমন জল বল দেখি? কেমন ঝুর ঝুর করে পড়ছে। কেমন ফুল ফুটে রয়েছে দেখছো? হাওয়াটা যেন ফুরফুরে নয়?

পঞ্চম অধ্যায়

ভন্ত্রীয়ো—পাহাড়ের গায়ে পাহাড়, তার পাশে পাহাড়, পাহাড়ের ঢেউ যেন অকুল নীল আকাশের গায়ে গিয়ে ঠেকবার জন্য ছুটেছে!

রথেষ্টন—ও ঠেকুক্ আর নাই ঠেকুক্ আমাদের মন জোরে দৌড়ে চলেছে—তাই সব্ দিকেই দৌড়াদৌড়ি ভাব ময় হ'য়ে উঠেছে, বুঝলে?—এই পর্ব্বতে উঠচি, এই রকম ছোট পাহাড়ের পর পাহাড় ডিংঙ্গে উঠতে উঠতে দেখচ কত বড় চূড়োয় গিয়ে পৌছাব! আমাকে ঐখানে যেতেই হবে নইলে ছাড়ব না! চল! চল! সুজ্জি উঠেছে—দেখছ না রাগে যেন গস্ গস্ করছে!

ভন্ত্রীয়ো—ওর রাগবার মত আমরা ত কিছু করিনি?

রথেষ্টন—ঢের করেছি—কতকাল ধরে ও ডুবছে আর উঠছে, ও দেখেছে তা কেউ দেখেনি। এবার উঠে দেখলে—এমন বোকামি আর কেউ করেনি। আমাদের উপর তাই চটেছে—ভারি চটেছে, দেখছ না রাগে থর থর করে কাঁপছে।

ভন্ত্রীয়ো—কেন?

রথেষ্টন—ও অনেক আগেই উঠতে পারত, আমাদের বোকামিতে ওকে চেপে ধরেছিল কি না, তাই ওর ঠিক ওঠবার সময়টা পিছিয়ে গেছে—রাগবে না! রাগবেই ত!

ভন্ত্রীয়ো—খুব উচু যায়গায় উঠেছি নয়? এর চেয়েও কি উচুতে উঠতে হবে নাকি?

রথেষ্টন—এও উচু নাকি? এ যে নিচুই হ'য়ে আছে—আগের দিকে তাকিয়ে দেখ—কত উচু রয়েছে?

ভন্ত্রীয়ো—অত উচুতে উঠতে আমি পারব না! তোমার সঙ্গে থাকে উঠতে পার।

রথেষ্টন—উচুর দিকে উঠতেই হবে, নইলে যেখানে পৌছেচ এখানে টিকতে পারবে না। নিচুতে নেমে পড়তে হবে—ঠিক জেনো!

ভন্ত্রীয়ো—তা হলে কি সেই অকুল বালির চড়ায় কোন কূলে গিয়ে পড়তে হবে?

রথেষ্টন—হাঁ তাই পড়তে হবে, এখন আর সে বালি নাই—সে ভারি তপ্ত হয়ে উঠেছে, সেখানে গেলে আরও নিচে ইচ্ছা করে প্রাণের দায়ে নেমে পড়তে হবেই হবে। তার নিচে সেই বান ডাকে, ভাসিয়ে নিয়ে যায়—মনে পড়ে কি?

ভন্ত্রীয়ো—না, না সেদিকে আর কিছুতেই যাওয়া হবে না, কিন্তু অত উচুতে উঠতে আমার মন সরছে না। এইখানেই কোথায় একটু বিশ্রাম করে ধীরে ধীরে হাঁটব! এত জোরে চলতে পারব না।

রথেষ্টন—এরি মধ্যে, সুজ্জি উঠতে না উঠতে আয়েসে ধরেছে। আচ্ছা চল, এই বাঁকটা ঘুরে একটা উতরাই পার হয়ে বিশ্রাম করা যাবে, কিন্তু মনে রেখো, বিশ্রামের উপকরণ সেখানে এখন জন্মায় নাই।

ভন্ত্রীয়ো—ওহে—দেখছ কি হচ্ছে? আমাদের আগে এসে ওরা কারা পাথর দিয়ে কি করছে। আমি জানতাম, আমরাই বুঝি এ পর্ব্বতে সকলের আগেই উঠেছি! তা নয়! ওরা কোন দিক্ দিয়ে, কি করে, কখন এলো, বলতে পার? ওরা কি অথর্ব্বণ আর হুইট্ নাকি?

রথেষ্টন—তা হ'তে পারে আশ্চর্য্য কি? না, না তারা নয়—ওরা দেখছি অনেক গুলি, চল ঐ দিকেই যাওয়া যাক্। ওদের সঙ্গে মিশে যাওয়া যাবে।

ভন্ত্রীয়ো—এই দিকে কত ফুল ফুটেছে,—কেমন ছোট ছোট গাছে ফল ঝুলছে! বা! বা! কেমন ঘাস, কেমন লতা, কেমন সুন্দর পাতা। দেখ! দেখ! কেমন রং বেরং প্রজাপতি উড়ে উড়ে ফুলের মাথায় মাথায় বেড়াচ্ছে! তোফা যায়গা বটে! যতই চলেছি ততই যেন সুন্দর অতি সুন্দর হ'য়ে উঠছে! রুপার পাতের মত চক্ চক্ ঝক্ ঝক্ করে ঝরণা বয়ে জল নামছে—'কুল কুল' গান ধরেছে, আমার বুকের মধ্যে কেমন হচ্ছে! মনটা যেন গান গাবার জন্য ছট্ ফট্ করে উঠ্‌ল আমি গান গাব, দাঁড়াও না গান শুনবে না! তুমি কি এসব কিছুই দেখতে পাচ্চ না?

এই এসে পড়েছি ওরা থেমে উঠেছে দেখছি, ওঃ কি পাথরগুলাই স
সরিয়েছে, হাতুড়ি দিয়ে পাথর ভাঙ্গছে কাটছে ওরা আরও উপরে ওঠা
সিঁড়ি করছে নাকি ?

রথেষ্টন—এই উঁচু হ'তে উঁচুতে ওঠবার রাস্তা এখানে নাই, তাই এরা অ
পরিশ্রমে অনাহারে দিন রাত খেটে খেটে পথ করছে। আমরা চলে আসছে
কাতর হয়ে পড়েছি। এরা এত পথ চলে এসে আমাদের জন্যই পাথর ভে
রাস্তা করছে ওরা ত বিশ্রাম করতে চাচ্ছে না। আর তুমিই এর মধ্যে আরা
করতে চাও! ছি!

(যাহারা পাথর কাটিতেছে তাহাদের মধ্যে জনৈক ব্যক্তি আগন্তুকগণকে
বলিল)

কি হে ভাই! তোমরা উপরে যাবে নাকি? এসে পড়েছ দেখছি, বে
ভাল করেছে, যাও এখন যাবার সুবিধা হয়েছে, চলে যাও দাঁড়িও না। আমা
একটা শেষ করে তবে এগোবো।

ভন্ত্রীয়ো—আমাদের জন্যেই কি এত পাথর কেটে পথ করেছ নাকি
থাক্ তোমার নামটি কি ?

পাথরকর্ত্তক—নাম আবার কি? আমাদের সকলেরই এক নাম—
তোমাদের আমাদের এখানে কিছু নেই—সবই আমাদের ভাই! চলে যাও
চলে যাও যদি উপরে গিয়ে দেখ পথ নাই, তা হলে পথ করতে লেগে পড়বে।
এখানকার কাজ সেরে আমরা সেখানে গিয়ে কাজে লেগে যাবো
বুঝলে ?

ভন্ত্রীয়ো—বেশ লোক ত তুমি রথেষ্টন! বলা নাই কহা নাই খাঁ করে
অতদূর চলে গেছ! এতদিন ধরে এক সঙ্গে চলে আসছি—এত আলাপ
তবুও একটা কথা জিজ্ঞাসা না করে চলেই যাবে! দাড়াহ হে, দাড়াও!

(রথেষ্টন হাত নাড়িয়া অনুমানের ঈঙ্গিত করিয়া চলিল।)

চল, দেখছি তুমিই কত চল, আর আমিই কত চলি। হটাতে পারবে না
আমি—"ভন্ত্রীয়োকীয়ো" মনে রেখো।

(দ্রুতবেগে প্রস্থান।)

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিদাস পালি

তৃতীয়বার্ষিকঅধিবেশন

গত ৫ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার, অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় কলিকাতা স্কটিশচার্চ্চ কলেজের সুবৃহৎ হলে বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজের তৃতীয়বার্ষিক অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়াছে। সভাগৃহ মফঃস্বল ও সহর হইতে আগত কায়স্থবৃন্দ মুখরিত হইয়াছিল এবং পশ্চিমদেশীয় কায়স্থ ভ্রাতৃবৃন্দও বঙ্গীয় কায়স্থগণের সহিত একতাসূত্রে বদ্ধ হইবার জন্য সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের নাম যতদূর সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে, নিম্নে লিখিত হইল।

ব্রাহ্মণ :—

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ।
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র স্মৃতিরত্ন।
" " কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি।
" " শরচ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন।

কায়স্থ

বা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মচৌধুরী, জমিদার, নিমতিতা।
উ কুমার নরেন্দ্রচন্দ্র রায়বর্ম্মা, সেওড়াফুলি।
স অধ্যাপক মন্মথমোহন বসুবর্ম্মা, গোকুল মিত্র লেন।
দ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসু, উকিল, মেহেরপুর।
দ " শরচ্চন্দ্র বিশ্বাস, উকিল, বসিরহাট।
দ " সুরেশচন্দ্র দত্তবর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ, উকিল, খুলনা
ব রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম-এ, বি-এল, বরানগর
দ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা, বৃন্দাবন পাল লেন।
ব " সত্যচরণ ঘোষ, কুমিল্লা।
দ " বসন্তকুমার সেনবর্ম্মা, রঘুনাথ চাটুয্যার ষ্ট্রীট।
দ " শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা, উকিল, হাইকোর্ট।
দ " বসন্তকুমার বসু, সম্পাদক কায়স্থ-পরিচয়
দ " ললিতকুমার বসু, হরিঘোষ ষ্ট্রীট।
দ " প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, বাঘুটিয়া।

দ শ্রীযুক্ত পতিরাম ঘোষ, বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড।
দ " লক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষ, পঞ্চানন তলা রোড, হাবড়া
দ " অমরনাথ বসুমল্লিক, প্যারিসুর লেন।
দ " ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহনবাগান।
দ " অনিলকৃষ্ণ পাল, যজ্ঞেশ্বর বসু লেন।
ব " কেদারনাথ ঘোষবর্ম্মা, সম্পাদক রংপুর কায়স্থ-সভা
দ " হরিদাস মিত্র, ধর্ম্মদাস কুণ্ডুলেন, শিবপুর।
দ " শরচ্চন্দ্র দত্ত, চরকডাঙ্গারোড।
ব " উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, কায়স্থ-সমাজ-সম্পাদক।
ব " সুরেশচন্দ্র বসুবর্ম্মা, হিন্দু পেট্রিয়টের সহঃসম্পাদক
দ " প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, আহিরীটোলা ষ্ট্রীট্।
ব " রমণীরঞ্জন গুহরায়, গ্যালিফ লেন।
ব " মুরলীগোপাল সরকার বর্ম্মা, বহরমপুর।
উ " সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, লাভপুর, বীরভূম।
দ " বিনোদলাল ঘোষ, পঞ্চাননতলা রোড, হাবড়া।
বা " দীনেশচন্দ্র রায়বর্ম্মা, উকিল, হাইকোর্ট।
দ " সীতানাথ ভদ্র, সাউথরোড, ইটিলী।
দ " তারকনাথ দেববর্ম্মা, শ্রীরামপুর, যশোহর।
দ " চারুচন্দ্র দত্ত, মনোখালি, যশোহর।
বা " বিমানবিহারী মজুমদার বর্ম্মা, ভাগবতরত্ন, নবদ্বীপ
দ " গিরিজানাথ বসু, পটুয়াটোলা লেন।
উ " সত্যপ্রকাশ সিংহবর্ম্মা, মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট।
উ " উমাপ্রসন্ন দত্ত রায়, কাঁচড়াপাড়া।
ব " ভুবনমোহন সরকার, নটাখোলা, ঢাকা।
ব " দক্ষিণারঞ্জ বসু, কুতুবপুর হীদিলপুর।
ব " গণেশচন্দ্র গুহবর্ম্মা, বারইভাগ পাবনা।
বা " শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বর্ম্মা, নবদ্বীপ।
দ " অনুকূলচন্দ্র মিত্র, শ্রীমন্তদেলেন।
দ " উপেন্দ্রনাথ দে, কর্ণওয়ালিশ ষ্টীট।
ব " দুর্গানাথ বসু, হৃদয়রাম বানার্জ্জি লেন।

শ্রী " আখৌরী নাগেশ্বরপ্রসাদ সিংহ বর্ম্মা।
শ্রী " গঙ্গানারায়ণ লাল
শ্রী " জি, এম বর্ম্মা।
শ্রী " উমাশঙ্কর লাল বর্ম্মা।
শ্রী " মুন্সী গুরুনারায়ণ বর্ম্মা।
শ্রী " রামদেবপ্রসাদ বর্ম্মা।
শ্রী " ভগবতীপ্রসাদ বর্ম্মা।
দ " কৃষ্ণচন্দ্র দেববর্ম্মা, ডিহিইটালী।
দ " নগেন্দ্রনাথ বসু, ব্যারিষ্টার।
বা " নরেন্দ্রনাথ সেন, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট্।
দ " হরিদাস বসু, গোপাল বিশ্বাস লেন।
দ " জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু, নীলমণি মিত্র ষ্ট্রীট।
দ " বিপিনবিহারী দাস, উমেশচন্দ্র দত্ত লেন।
দ " যামিনীমোহন ঘোষ, শঙ্কর ঘোষ লেন।
দ " যতীন্দ্রনাথ দত্ত, সম্পাদক জন্মভূমি।
দ " নৃপেন্দ্রনাথ বসুরায়, মুগন্ধা, হুগলী।
ব " শ্রীশচন্দ্র গুহ, আলগী, ফরিদপুর।
দ " কিরণচন্দ্র দত্ত, লক্ষ্মীদত্ত লেন।
উ " হরিপদ মিত্র, হোগলকুড়িয়া লেন।
দ " সুবোধচন্দ্র দে, শুকিয়া ষ্ট্রীট।
ব " বসন্তকুমার ঘোষ, জমিদার, কাঞ্চনতলা, মুর্শিদাবাদ
দ " গোপালচন্দ্র দে, রামকৃষ্ণ দাস লেন।
দ " হরকালী ঘোষ, বিডন ষ্ট্রীট।
উ " রামকৃষ্ণ ঘোষরায়, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
বা " প্রমোদচন্দ্র মজুমদার ঐ
বা " সুধীরকুমার রায়, দুর্গাচরণ ডাক্তার লেন।
বা " চিত্তরঞ্জন দেববর্ম্মা, শাঁখারীটোলা লেন।
দ " চারুচন্দ্র মিত্র, কাঁশারীপাড়া রোড।
দ " জয়নারায়ণ ভদ্র, উল্টাডাঙ্গী রোড।
দ " কালিকানন্দ দত্ত, বেলেঘাটা মেইন রোড।

দ শ্রীযুক্ত কালীপদ দত্ত, তারকেশ্বর।

ব „ সুধাংশু ভূষণ বসু, নরসিংদিয়া, ফরিদপুর।

নির্ব্বাচিত সভাপতি স্বজাতি বৎসল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ মহাশয় সুললিত সংস্কৃত ভাষায় স্বস্তিবাচন পাঠ করিয়া কায়স্থসমাজের মঙ্গল কামনা করেন।

স্বস্তিবাচন

বংশীবিভূষিতকরোনবনীরদাভঃ, পীতাম্বরোহরুণসুবিম্বফলাধরোষ্ঠঃ।
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখস্তরবিন্দনেত্রঃ কায়স্থবৃন্দমনিশং খলু পাতু কৃষ্ণঃ ॥১॥
কায়স্থানাং যঃ সমাজোহদ্যভাতি, নানাবিঘ্নৈর্যোন যাতিস্ম নাশং।
যস্মিন্ ধর্ম্মোনিত্যমায়ুষ্যমাস্তেকালীগঙ্গেদেবতে তংহি পাতাম্ ॥২॥
শান্তোদান্তঃ প্রপূর্যোহতিবিনয়বচনঃ সম্মতিঃ সত্যবাদী,
কায়স্থোহতিপ্রতাপী, সকরুণনয়নঃ শ্রীযুতোজ্ঞানরাপী।
বিখ্যাতোদীর্ঘদর্শীসকলগুণিজনেদুঃখদৌর্গত্যহন্তা,
দানৈর্মানৈর্গুণৈর্ব্বাক্ষিতিতলবসতাং কোজনস্তৎ সমানঃ ॥৩॥

স্বস্তিবাচন শেষ হইলে, মাননীয় সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত সারগর্ভ ও গবেষণাপূর্ণ অভিভাষণটি পাঠ করিয়া সভ্যবৃন্দের হৃদয়ে অপূর্ব্ব উৎসাহ ও আনন্দের সঞ্চার করেন।

অভিভাষণ

সর্ব্বকর্ম্মের প্রারম্ভে দেবতাকে স্মরণ, মনন ও প্রণাম করা এবং কর্ম্মফল তাঁর চরণে উৎসর্গ করা আর্য্যমাত্রেরই কর্ত্তব্য। আমি কোন্ দেবতাকে রাখিয়া কোন্ দেবতাকে স্মরণ করিব স্থির করিতে না পারিয়া যিনি আমার প্রত্যক্ষ দেবতা, যাঁর আদেশে আমি নিজে গায়ত্রী দেবীর উপাসক, যিনি নিজে পাথুরিয়া-ঘাটায় স্বর্গীয় রমানাথ ঘোষের বাড়ীতে প্রথম জাতীয় বিরাট অধিবেশনের পর নিজ বাড়ীতে ৺কৃষ্ণবল্লভ রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে বিরাট শাখা-সভা আবাহন করিয়া জলদগম্ভীরস্বরে সকলের সম্মুখে কায়স্থকে দ্বিজ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, যাঁহার অমোঘ আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক আমি সর্ব্বান্তঃকরণে স্বজাতীয় মহোদয়গণের সেবায় আমার এই ক্ষুদ্রশক্তি নিয়োজিত করিয়াছি,

যাঁহার পূজায় সর্ব্বদেবতা প্রীতিলাভ করেন, যিনি আমার ধর্ম্ম, সর্ব্ব এবং যিনি আমার পরম তপস্যার বস্তু, সেই গুরুর গুরু স্বর্গীয় পিতৃদেবকে, আর তৎসঙ্গে যিনি নশ্বর দেহ ত্যাগের পূর্ব্বে আমায় দ্বাদশ দিবসে অশৌচান্ত হইয়া, শ্রাদ্ধের অনুমতি দানে কৃতার্থ করিয়াছেন, সেই অমিততেজস্বিনী স্বর্গীয়া মাতৃদেবীকে স্মরণ, মনন ও প্রণাম করিয়া এই অভিভাষণের সমস্ত ফল তাঁহাদের শ্রীচরণে উৎসর্গ করিয়া বলিতেছি—

"পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্ব দেবতাঃ॥"

ভগবৎ কৃপায় "বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজের" আজ তিন বৎসর পূর্ণ হইল। সমাজ এখনও শৈশব অতিক্রম করে নাই, কিন্তু এই অল্প বয়সেই যে জনবল সঞ্চয় করিয়াছে তাহাতে ইহার এক কর্ম্মময় দীর্ঘজীবন আশা করা যাইতে পারে। সমাজের তৃতীয় বর্ষের সভাপতিপদে আমাকে বরণ করিয়া আপনারা আমার প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। স্বজাতির আহ্বান উপেক্ষা করিতে না পারিয়া এবং স্বজাতির সেবা ও সংস্কার সাধনে কিঞ্চিৎ সহায়তা দানের সুযোগ পাইব আশা করিয়াই আমি এই কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়াছিলাম, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা, তজ্জন্য মানসিক চাঞ্চল্য এবং সর্ব্বশেষে "সমাজের" আর্থিক অনটন প্রযুক্ত আমি আমার কর্ত্তব্য যথারীতি সম্পাদন করিতে পারি নাই। তজ্জন্য আপনাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। এক্ষণ আশা করিতেছি, যোগ্যতর পাত্রে এই গুরুভার অর্পণ করিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিব। আপনারা প্রার্থনা করুন, সমাজের এই বার্ষিক অধিবেশন নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহিত হউক এবং জাতির উদ্বোধন ও কল্যাণ সাধনে ইহা ফলপ্রসূ হউক।

সভার উদ্দেশ্য ও কার্য্যাবলি উল্লেখ করিবার পূর্ব্বেই যে সমস্ত সভ্য কাল-কবলে পতিত হওয়ায় সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাঁহাদের কথা উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। রায় হরিমোহন চন্দ্র বাহাদুর, অবসরপ্রাপ্ত সবজজ রাসবিহারী বসু বর্ম্মা, মাণিকগঞ্জের মহেশচন্দ্র নন্দী, বসির হাটের উকিল বিনোদবিহারী বসু, সৈদপুরের শিক্ষক যদুনাথ ঘোষ, এবং সমাজের পরমহিতৈষী সভ্য কবিরাজ হেমেন্দ্রনারায়ণ দেববর্ম্মা কবিভূষণ এই কয়েকজন পরলোক গমন করায় সমাজ তাহাদের স্বজাতিহিতৈষণার কথা মনে করিয়া শোক প্রকাশ করিতেছে।

এস্থলে আমার আরও একটী বক্তব্য, আমার অনুপস্থিতিতে সমাজের

কতিপয় মাননীয় সভ্য কয়েকটী মাসিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজে ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার প্রবর্ত্তন ও অন্য সর্ব্বপ্রকারে সমাজের কল্যাণসাধনের উদ্দেশ্যে কতিপয় মহানুভব স্বজাতিবৎসল ব্যক্তির উদ্যোগে ১৩০৭ সনে "বঙ্গদেশীয়-কায়স্থ-সভা" স্থাপিত হয়। ১৩২৬ সন পর্য্যন্ত ইহাই আমাদের একমাত্র কেন্দ্র-সভা ছিল। আমি উক্ত সভার এই বৎসরের জন্য সহকারী সভাপতি আছি। মনস্বী মহানুভব উদারচেতা সারদাচরণের মৃত্যুর পর হইতে আর কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি সমাজে ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার প্রবর্ত্তন উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ করেন নাই। এই অবস্থায় একাগ্রতার সহিত উপনয়ন সংস্কার বিস্তারের সঙ্কল্প লইয়া অনেকে আর একটী সভা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তাহার ফলে ১৩২৭ সনে 'বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজের' প্রতিষ্ঠা হয়। সমউদ্দেশ্য লইয়া সমভূমিব্যাপী দুইটী সভা হওয়া উচিত নহে, বরং পুরাতন সভারই সংস্কার করা উচিত—একথা তখন অনেকে বলিয়াছিলেন। একথা অযৌক্তিক না হইলেও পরস্পর প্রতিযোগিতায় উভয় সভারই কার্য্যকারিতা বৃদ্ধি পাইবে এবং নূতন কেন্দ্র-সভা দ্বারা সমাজে ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার ক্ষিপ্রতার সহিত পরিবর্দ্ধিত হইবে এইরূপ আশা করিয়া আমি তাহার বিরোধী হই নাই, এমন কি প্রথম মহাধিবেশনে মাননীয় সভাপতির অনুপস্থিতে আমি সভাপতির কার্য্য করি। পরে সমাজের সভাপতি পদে আমাকে বরণ করিবার প্রস্তাব উপস্থিত হইলেও আমি তাহাতে আপত্তি করি নাই। কিন্তু এই নূতন সভা হইতে উপনয়নাদি সংস্কার প্রবর্ত্তনে যে ঐকান্তিকতা ও সফলতার আশা করিয়াছিলাম কার্য্যতঃ তাহা প্রত্যক্ষ হয় নাই, ইহা দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি ; আপনারাও মাননীয় সম্পাদক মহাশয়গণের প্রদর্শিত হিসাবে দেখিতে পাইবেন, প্রতিযোগিতায় নিজ নিজ অস্তিত্ব রক্ষার প্রযত্নেই "কায়স্থ-সভা" ও "কায়স্থ-সমাজ" বর্ষে বর্ষে তাহাদের সমুদয় শক্তি নিঃশেষ করিয়া বৎসরান্তে নিঃসম্বল হইয়া পড়িতেছে। এই ভাবেই যদি চলিতে থাকে তবে যে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 'সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার সার্থকতা কোথায়? সারা বঙ্গে সম্বৎসর ঐকান্তিক ভাবে প্রচারকার্য্য পরিচালন না করিলে, যোগ্য প্রচারক নিযুক্ত করিয়া সুসুপ্ত বিরাট কায়স্থ সমাজের দ্বারে দ্বারে, ক্ষত্রিয়তেজে অনুপম লীলাভূমি রাজপুতানার চারণগণের ন্যায় সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ও তাহাদের পূর্ব্ব গৌরব-কথা না শুনাইতে পারিলে জাতি উদ্বুদ্ধ হইবে না

জাতির সংস্কার সাধিত হইবে না। সমাজের মুখপত্র মাসিক পত্রিকাদি থাকা উচিত, কিন্তু তদ্দ্বারাই প্রচারকের কার্য্য হয় না। কারণ এই ১২,০০,০০০ কায়স্থ মধ্যে পত্রিকার গ্রাহক মাত্র ২০০০।২৫০০ হাজার। আমার বিবেচনায় কেন্দ্র-সভার কার্য্যালয় ও পত্রিকা পরিচালনের জন্য বৎসরে যে অর্থ ব্যয়িত হয় তাহা সংক্ষেপ করত সমাজের সর্ব্বাংশে প্রচারকার্য্য চালাইবার জন্য তাহার দ্বিগুণ অর্থ ব্যয় হওয়া উচিত। নতুবা বর্ত্তমান মন্থরগতিতে চলিত বিরাট কায়স্থ-সমাজের সংস্কার যে কতকালে সাধিত হইবে তাহা কল্পনায় আনিতে গেলে অবসাদে হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়ে। আমার মনে হয়, আমাদের স্বজাতিবর্গ বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে অতিথি সৎকারের অজুহাতে যে সহস্র সহস্র মুদ্রা জলের মত ব্যয় করেন তাহা না করিয়া যদি ঐ টাকা গুলি প্রচার কার্য্যের জন্য ব্যয় করেন তবে সমাজের অনেক অধিক কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। আমি এ কথাও বলা সমীচীন মনে করি এবং ইহা আমার চিরপোষিত আশা ও ভগবৎ সকাশে প্রার্থনা যে, কায়স্থসভা ও সমাজরূপে দুই বিভিন্ন শক্তি কালক্রমে একীভূত হইয়া জাতীয় বলবৃদ্ধির দ্বারা সময়ে মহৎ আদর্শের দৃষ্টান্তস্থল হইয়া সমাজের কল্যাণ সাধন করুক।

কায়স্থের ক্ষত্রিয়বর্ণতা এবং ক্ষত্রিয়োচিত উপনয়নাদি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা বলা আবশ্যক। আমি শাস্ত্রজ্ঞ নহি। তথাপি স্বজাতির পুরাতত্ত্বের আলোচনা করা কদাচ অকর্ত্তব্য মনে করি না। সম্প্রতি তর্ক উত্থাপিত হইয়াছে, কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় এরূপ নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ মুদ্রিত শাস্ত্র গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। উৎক্ষেপ ও প্রক্ষেপে আমাদের শাস্ত্র গ্রন্থাদির যে অশেষ দুর্গতি হইয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত নহে। সার্দ্ধত্রিশত বৎসর পূর্ব্বে কাশীর বিখ্যাত পণ্ডিত গাগাভট্ট তদীয় "কায়স্থ ধর্ম্ম প্রদীপ" এবং আমাদের বর্ত্তমান আন্দোলনের বহু পূর্ব্বে স্বর্গীয় অদ্বিতীয় পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি সুপ্রসিদ্ধ "বাচস্পত্যভিধানে" এবং পরলোকগত শ্যামাচরণ শর্ম্মবিদ্যাভূষণ তদীয় "ব্যবস্থাদর্পণে।" নামক আইন গ্রন্থে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদক যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা যদি মুদ্রিত গ্রন্থে দৃষ্ট না হয়, তবেই কি বলিতে হইবে ঐ সকল উদ্ধৃত-বাক্য মিথ্যা, আর মুদ্রিত পুরাণই সত্য? প্রাচীন নিবন্ধগ্রন্থাদিতে বহু মনুবচন, অত্রিবচন, ব্যাসবচন উদ্ধৃত হইয়াছে, যাহা এখনকার মুদ্রিত শাস্ত্রগ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। তাই বলিয়া কেহ কি সাহস করিয়া বলিতে পারেন যে নিবন্ধধৃত

যতগুলি মিথ্যা? তারপর কায়স্থবিদ্বেষ হেতু পুরাণাদি হইতে কায়স্থের উৎকর্ষ জ্ঞাপক বহু প্রমাণ উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে এরূপ অনুমানেরও যথেষ্ট কারণ আছে। মুদ্রিত পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডের উপোদ্‌ঘাতে প্রতিজ্ঞা রহিয়াছে "কায়স্থনাং সমুৎপত্তিং গয়াব্যাখ্যানমেব চ" পুরাণে বর্ণিত হইবে, কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় কায়স্থের উৎপত্তি বিষয়ক অধ্যায়টী তাহাতে মুদ্রিত হয় নাই। প্রাচীন সকল হস্তলিপি হইতেই সেই উৎপত্তি কথা উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে এরূপ মনে করিতে পারি না। অনুসন্ধান করিলে কায়স্থের উৎপত্তি বিবরণ এবং ক্ষত্রিয়বর্ণতার সুস্পষ্ট প্রমাণ এখনও পুরাণের হস্তলিপি হইতে আবিষ্কৃত হইতে পারে, কিন্তু কায়স্থের পক্ষে সে সকল হস্তলিপির সন্ধান পাওয়া কঠিন। অধুনা সংস্কৃতচর্চ্চার অভাবে কায়স্থ-গৃহে পুরাতন হস্তলিখিত শাস্ত্রগ্রন্থের একান্ত অভাব ঘটিয়াছে।

প্রাচীন হস্তলিপির অনুসন্ধানেরও একান্ত আবশ্যকতা দেখিতেছি না। আমরা মুদ্রিত শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে যে সকল প্রমাণ এখনও পাইতেছি তাহা হইতেই কায়স্থের ক্ষত্রিয়বর্ণতা প্রমাণিত হইতেছে।

(১) মুদ্রিত স্কন্দপুরাণের প্রভাস খণ্ডে (১৩৯ অধ্যায়ে) উক্ত হইয়াছে—পুরাকালে সর্ব্বভূতের হিতৈষী মিত্র নামক এক ধর্ম্মাত্মা কায়স্থ ছিলেন। তাঁহার পুত্র চিত্র, শৈশব হইতেই উগ্রতপস্যায় লিপ্ত হইয়া সূর্য্যদেবের বরে সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করেন। ধর্ম্মরাজ তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে যমপুরে লইয়া যান এবং তিনি বিশ্বচরিত্র লেখক চিত্রগুপ্ত নামে খ্যাত হন।

(২) মহাভারত অনুশাসনপর্ব্বে "চিত্রগুপ্ত রহস্য" নামক ১৩০ অধ্যায়ে দেখিতে পাই মহাদ্যুতি দেবগণ, পিতৃগণ ও মহর্ষিগণ একত্রিত হইয়া চিত্রগুপ্তভাষিত গুহ্য ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিয়া পুলকিত হইতেছেন।

(৩) গরুড়পুরাণ উত্তরখণ্ডে (১৯ অধ্যায়ে) দেখিতে পাই—যমলোকে বিংশতি যোজন বিস্তৃত চিত্রগুপ্তপুরে কায়স্থগণ নিখিল জীবের পাপপুণ্য দর্শন করিতেছেন।

(৪) ধর্ম্মশাস্ত্রে (উশনঃ সংহিতা ৩ অধ্যায়ে) দেখিতে পাই—সর্ব্ববর্ণ ভোজনকালে সর্ব্বাগ্রে চিত্রগুপ্তকে অন্নবলি দান করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন।

(৫) দেবীপুরাণে দেখিতেছি—বলাসুরের সহিত যুদ্ধে অন্যদেবগণের

সহিত চিত্রগুপ্তও মহিষবাহনে বজ্রদণ্ড ধারণ করিয়া যমধ্বজাসহ অবতীর্ণ হইয়াছেন।

(৬) মৎস্যপুরাণে (১০২ অধ্যায়ে) যমতর্পণ মন্ত্রে দেখিতে পাই চিত্রগুপ্ত চতুর্দ্দশ যম মধ্যে এক যম এবং সর্ব্ববর্ণের নমস্য ও তর্পণীয়।

যিনি পরম তপস্যা দ্বারা সর্ব্বজ্ঞতা ও দেবত্ব লাভ করিলেন, তিনি কোন বর্ণ? দ্বিজাতি ছাড়া অন্যের তপস্যায় অধিকার নাই, ইহা সকলেই অবগত আছেন। ধর্ম্মজ্ঞ চিত্রগুপ্ত, যাহার কথিত গুহ্যধর্ম্ম দেবগণ, পিতৃগণ ও ঋষিগণ শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করিতেছেন এবং শ্রবণ করিয়া মোহিত হইতেছেন, যিনি দেবলোকেও পরম ধর্ম্মজ্ঞ বলিয়া গণ্য, তিনি কোন বর্ণ? ধর্ম্মশাস্ত্র মতে দ্বিজাতি ব্যতীত কাহারও ধর্ম্মজ্ঞানে এবং ধর্ম্মোপদেশ দানে অধিকার নাই, ইহাও কাহারও অবিদিত নহে। নিখিল জীবের পাপপুণ্য দর্শনের ক্ষমতা অদ্বিজ শূদ্রকে দেওয়া হইয়াছিল একথা কোন প্রকৃতস্থ লোক বলিবেন, ইহা আশা করি না। যিনি ব্রাহ্মণাদি সর্ব্ববর্ণের তর্পণীয় এবং সর্ব্ববর্ণ যাঁহাকে ভোজন-কালে অন্নবলি দিতে আদিষ্ট হইয়াছেন, কোন আর্য্য মানব তাঁহার উচ্চবর্ণতায় সন্দিহান হইতে পারেন, ইহাও বিশ্বাস করিতে পারি না। যুদ্ধে অবতীর্ণ যম ও চিত্রগুপ্তের একই ধ্বজা, যমের ন্যায় চিত্রগুপ্তও বজ্র-দণ্ডধারী ও মহিষারূঢ়, ইহা হইতে উভয়ের সমধর্ম্মিতা ও ক্ষত্রিয়বর্ণতাই সূচিত হইতেছে। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে (প্রথমাধ্যায়ে) ক্ষত্রিয় দেবগণ উদাহরণে যম ও মৃত্যু সুস্পষ্টই ক্ষত্রিই বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। সুতরাং এই শ্রুতির প্রমাণে যম দেবতাগণ যে ক্ষত্রিয় তদ্‌বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতেছে না। চতুর্দ্দশ যম মধ্যে চিত্রগুপ্ত এক যম, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। যদি আর কোন প্রমাণ না থাকিত তাহা হইলেও কেবল এই একটী প্রমাণ হইতেই চিত্রগুপ্তের ক্ষত্রিয়ত্ব অবিসংবাদিতরূপে প্রতিপন্ন হইত। সুতরাং মুদ্রিত শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে কায়স্থের দ্বিজাতিত্ব ও ক্ষত্রিয় বর্ণতার প্রমাণ নাই, একথা যাহারা বলেন, বলিতে হইবে তাঁহারা সত্য বলিতে সাহসী নহেন, অথবা ইচ্ছাপূর্ব্বকই অযথা নিজমত প্রতিষ্ঠায় আত্মম্ভরিতা জ্ঞাপনের জন্য সত্য গোপন করিতেছেন। ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াই ভগবান শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধদেব জগতের পূজালাভ করিয়াছেন; ক্ষত্রিয় রাম, লক্ষ্মণ ও ভীষ্মদেবই সর্ব্ববর্ণের তর্পণীয় হইয়াছেন। আর ক্ষত্রিয় বলিয়াই চিত্রগুপ্তদেব সর্ব্ববর্ণের পূজার্হ ও তর্পণীয়

হইয়াছেন। আর্য্য ভারতে বৈশ্য-শূদ্র কদাচ এরূপ গৌরব লাভ ক
নাই।

প্রাচীন শিলালিপি ও তাম্রশাসনাদির আলোচনা হইতেও আমরা আ
জাতির উচ্চবর্ণতার বহু অখণ্ডনীয় প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহা হইতে আম
জানিয়াছি যে হিন্দু রাজত্বকালে তাঁহারা রাজার সচিব, মন্ত্রী, সেনাপ
সর্ব্বাধিকার প্রভৃতি যাবতীয় উচ্চকার্য্যে নিযুক্ত হইতেন, তখন কায়স্থপল্লী বে
গানে মুখরিত হইত, বেদাদি চতুর্দ্দশ বিদ্যায় সুপণ্ডিত কায়স্থকে রাজা তাম্রশা
সহ ভূমি দান করিতেন, সে কালের অনেক কায়স্থ "নিখিল-শাস্ত্রজ্ঞান-ত
"সত্তর্ক-সাগরপারগামী" "নীতিজ্ঞানে ভার্গব শুক্রাচার্য্য সদৃশ" মহাপণ্ডি
ছিলেন। কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাস 'রাজতরঙ্গিনী'তে আমরা দেখি
পাই ক্ষত্রিয় রাজা বালাদিত্য তাঁহার একমাত্র কন্যা অনঙ্গলেখাকে পরম বি
কায়স্থ কুলভবর্দ্ধনের করে সমর্পণ করিতেছেন। পালরাজগণের তাম্রশাস
দিতেও দেখা যায় তাঁহারা তৎকালীন ভারতে বহু ক্ষত্রিয় রাজকন্যার পা
গ্রহণ করিয়াছেন। এ সমুদয়ই কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়বর্ণতার অসন্দিগ্ধ প্রমা

আকবরের ব্যবস্থাসচিব আবুলফজল প্রসিদ্ধ 'আইন-ই-আকবরি' এ
বাঙ্গালার পূর্ব্ব ইতিহাস প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, বাঙ্গালা দেশে চারিটী কা
রাজবংশ—কায়স্থ ভোজবংশ, কায়স্থ শূরবংশ, কায়স্থ পালবংশ ও কায়স্থ সেনব
ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করেন। মহারাজা দনুজমর্দ্দন, মহারাজা প্রতাপাদি
চাঁদ কেদার রায়, রাজা কন্দর্পনারায়ণ, লক্ষণমাণিক্য, সীতারাম, গণেশরা
মুকুন্দরাম প্রভৃতি কায়স্থ বীরগণের নামও আপনাদের অবিদিত নহে।
বাঙ্গালা দেশ প্রধানতঃ কায়স্থেরই দেশ, কায়স্থ নৃপতিগণই যে দেশে বিদ্যা
সদাচারী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ আনয়ন করিয়া শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তার করিয়াছে
সে দেশে আজ কায়স্থ জাতির মান ও গৌরবের কতটা অপচয় ঘটিয়াছে
তাহাদের কি গভীর আত্ম-বিস্মৃতি ঘটিয়াছে তাহা আপনারা বিশদভাবে বি
করুন। বৌদ্ধ পাল নৃপতিগণের সুদীর্ঘ রাজত্বকালে বাঙ্গালার কায়স্থ
রাজধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া উপনয়নাদি বৈদিক সংস্কার ত্যাগ করিয়াছিলেন। ত
কালের বৌদ্ধ সাহিত্য এবং তিব্বতীয় "টেঙ্গুর" মহাকোষ হইতে জানা য
তখনকার বহু বাঙ্গালী কায়স্থ বৌদ্ধ ধর্ম্মের ব্যাখ্যাতা ও প্রচারক হইয়াছিলে
এবং সংস্কৃত ভাষায় তাঁহারা শত শত ধর্ম্ম-গ্রন্থ, দার্শনিক গ্রন্থ ও ভাষ্য
লিখিয়াছিলেন। বেদ বিরোধী বুদ্ধমত গ্রহণ করিয়া তাঁহারা বৈদিক সংস্কার

ত্যাগ করিলেও পরে সেনবংশের রাজত্বকালে হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ে তাঁহারা তান্ত্রিকমত স্বীকার করিয়াছিলেন; কুলগ্রন্থাদিতেও তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পরবর্ত্তী মুসলমান রাজত্বকালে রাজকর্ম্মী কায়স্থগণ সংস্কৃত ত্যাগ করিয়া আরবী ও পারসী ভাষা শিক্ষা করিতে বাধ্য হন। সংস্কৃত চর্চ্চার অভাবই যে কায়স্থদের বর্ত্তমান অবনতি ও আত্মবিস্মৃতির প্রধান কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি আশা করি কায়স্থ সমাজে যাহাতে সংস্কৃত শিক্ষার বিস্তৃতি ঘটে তদ্বিষয়ে বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজ এবং চিন্তাশীল কায়স্থ মাত্রই যত্নবান হইবেন।

ভগবান বুদ্ধদেব বিষ্ণুর অবতার, তৎপ্রচারিত ধর্ম্ম অনার্য্য ধর্ম্ম নহে। তৎপ্রচারিত অধ্যাত্মমত অবলম্বন করিয়া যাহারা উপনয়নাদি সংস্কার ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা অনুচিতাচার করিয়াছেন বা অহিন্দুর কাজ করিয়াছেন এমন কিছু বলা যাইতে পারে না। ধর্ম্মশাস্ত্রমতে তাহারা ব্রাত্য হইলেও আর্য্য-বিগর্হিত বা নিন্দিত ব্রাত্য হইতে পারেন না। তামসিক ভোগ বাসনা হেতু যাহারা দ্বিজাচার ত্যাগ করে, তাহারাই শাস্ত্রে আর্য্য বিগর্হিত বলিয়া নিন্দিত হইয়াছে। কায়স্থ জাতির বৃত্তি, শিক্ষা ও সভ্যতা আজও সমুন্নত। কেবল উপনয়ন সংস্কারের অভাবে আজ তাহারা হাইকোর্টের নজীরে শূদ্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, আজ তাহাদের দাসীপুত্রও তাহাদের পূর্ব্বপুরুষাগত ভূসম্পত্তি হরণের অধিকার পাইতেছে। দুর্গতি ইহা হইতে অধিক কি আর হইতে পারে? ইহার একমাত্র প্রতীকার অচিরে সমাজের সর্ব্বাংশে ক্ষত্রিয়োচিত উপনয়ন ও দ্বাদশাহ অশৌচাদি প্রবর্ত্তন। আপনারা ভাবিয়া দেখুন ভারতভূমি হইতে কাহারও ফুৎকারেই বর্ণভেদ উঠিয়া যাইতেছে না, সুতরাং যতকাল জাতিভেদ আছে ততকাল আপন জাতিকে ছোট করিয়া রাখিবার কোন সার্থকতা নাই। এদিকে আপন আপন ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে কে কাহার অপেক্ষা সমাজে বড় তাহা লইয়া কোন্দল ও দলাদলি করিতেই আমরা সতত ব্যস্ত, অন্যদিকে ভারতের চক্ষে জগতের চক্ষে—যে আমরা দিন দিন হেয় হইতেছি, তৎপ্রতি আমাদের লক্ষ্য নাই। কালস্রোতে ভাঙ্গিয়া ঘাট অঘাট ও অঘাট ঘাট হইতেছে, তাহার প্রতিরোধের সাধ্য কাহারও নাই। পৈতা লইলে সকলে সমান হইয়া যাইবে ইহা মনে করা যেমন ভ্রান্তি, পৈতা না লইলে পূর্ব্বভাব অটুট থাকিবে ইহা মনে করাও তেমনই ভ্রান্তি। আমরা পৈতা লইতেছি জাতীয় ধর্ম্ম ও মান রক্ষার জন্য, ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা বা অপ্রতিষ্ঠার জন্য নহে।

যজ্ঞোপবীত গ্রহণের আর এক বিশেষ প্রয়োজন, বেদ গায়ত্রী ও ব্রহ্মম অধিকার লাভ। বেদ আর্য্য জাতির জ্ঞান ভাণ্ডার, বেদ তাহার প সম্পদ। ভারত ভূমিতে অবস্থিতি করিয়া বেদাধিকারী হইয়াও বেদে অনধিকা থাকা অপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর কিছু হইতে পারে না। এই অধিকারই আর্য্ আর তদভাবই অনার্য্যত্ব। আর্য্য মাত্রই ব্রহ্মমন্ত্র প্রণব ও গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষি হইয়া দ্বিতীয় জন্ম লাভ করে, সেই দ্বিজত্বের নিদর্শনই যজ্ঞসূত্র। যিনি নিজে শূদ্র মনে না করেন, যিনি নিজেকে আর্য্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহা কর্ত্তব্য এই দ্বিতীয় জন্ম লাভ ও উপবীত ধারণ। শ্রুতিতে উক্ত হইয়া প্রণব ও গায়ত্রীই সংসার স্রোত হইতে উত্তীর্ণ হওয়ার ভেলা স্বরূপ, ইহা ধ্যান করিয়াই জীব অক্ষয় ব্রহ্মধাম লাভ করে। যদি বেদবাক্যে আমা আস্থা বিলুপ্ত না হইয়া থাকে তবে আমাদের কর্ত্তব্য আর ক্ষণকাল বিলম্ব ন করিয়া আর্য্য-জীবনের পরম অবলম্বন প্রণবযুক্ত পবিত্র গায়ত্রী মন্ত্রে আ ভিষেক। আর্য্য জাতির গর্ভাধান হইতে বিবাহ পর্য্যন্ত দশবিধ সংস্কার এ শ্রাদ্ধাদি সমস্ত ক্রিয়া বেদমন্ত্রে সম্পাদন করাই ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশ। অধু উপনয়ন সংস্কারের অভাবে বেদমন্ত্র উচ্চারণে অনধিকার হেতু অনুপনী কায়স্থদের বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া অমন্ত্রক নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। মন্ত্র বলিতে বেদমন্ত্র বুঝায়। বেদ বর্জ্জিত সংস্কার সংস্কারই নহে। বিবাহে দাম্পত্য সম্বন্ধের দৃঢ়তা সম্পাদক পতি-পত্নীর হৃদয় ও মনের ঐক্য সম্পাদক ওজস্ব বেদমন্ত্রসমূহ কায়স্থ বর কন্যার শ্রুতিগোচর হয় না। পরলোকগত আত্মা কল্যাণ কামনায় যে সকল মহনীয় বৈদিক মন্ত্রে শ্রাদ্ধ ক্রিয়া করিতে উপবীতহীন কায়স্থগণ তাহাতে অনধিকারী। যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করি ইহ পরকালের এই দুর্গতি হইতে অব্যাহতি লাভ করা কি বাঞ্ছনীয় নহে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, যজ্ঞোপবীত গ্রহণ না করিয়া কি বেদমন্ত্র প্রয়োগে শ্রাদ্ধ করা যায় না?—না, তাহা করা যায় না। যিনি শাস্ত্র মানেন না তাঁহা পক্ষে গর্ভাধানাদি সংস্কার ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সমস্তই নিরর্থক। আর যি শাস্ত্রকে মান্য করা আবশ্যক মনে করেন, তাঁহাকে শাস্ত্র বিধিমতে উপনয় সংস্কার গ্রহণ করিয়া তবে বেদমন্ত্র উচ্চারণে অধিকার লাভ করিতে হইবে, তবেই তাহার দশসংস্কার ও শ্রাদ্ধাদি পারলৌকিক ক্রিয়া বেদমন্ত্র প্রয়োগে সম্পাদন করার অধিকার হইবে।

আর এক কথা শুনিতে পাই, সকলের সহিত প্রীতি ও ঐক্যরক্ষার জন্য

কি যজ্ঞোপবীত গ্রহণে আমাদের বিরত থাকা উচিত। সেই প্রীতি ও ঐক্য মিথ্যা যাহা ন্যায় ও সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে। আত্মাবমাননা করিয়া আপনাকে স্বাধিকারে বঞ্চিত রাখিয়া যে প্রীতিলাভের ও ঐক্য স্থাপনের প্রয়াস তাহা কেবল স্বীয় চিত্তের দীনতা ও অনার্য্যত্বেরই পরিচায়ক। এইরূপ দীনতা ও ক্লৈব্য হইতে দেশ ও সমাজের কোন কল্যাণ উদ্ভূত হইবে না। আজ সেই উদার প্রাণ-সংস্কারকের সেই মহানুভব ব্রাহ্মণের আবির্ভাব আবশ্যক, যাঁহারা কেবল কায়স্থকে নহে সকল জাতিকে তাহাদের ন্যায্য অধিকার দান করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না, যাঁহারা অসংস্কৃতকে সংস্কৃত করিবেন, অবনতকে উন্নত করিবেন, অস্পৃশ্যকে পবিত্র করিবেন, যাহারা মানবমাত্রেরই জন্য মনুষ্যত্ব লাভের, মহত্ত্ব ও দেবত্ব লাভের সকল পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবেন। তাহাতে যে ঐক্য ও প্রীতির প্রতিষ্ঠা হইবে তাহাই কল্পান্তকাল স্থায়ী; তাহাই ধর্ম্ম ও সমাজের, দেশ ও জগতের প্রকৃত কল্যাণকর।

কত জাতিই উপবীত গ্রহণ করিয়াছে এমন কি কত অনার্য্য জাতিও উপবীত গ্রহণ করিতেছে এ অবস্থায় আর উপবীতের মান্য কি রহিল? এই প্রশ্নও শুনিতে পাই। যাঁহারা কিছুকাল পূর্ব্বে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা যে আজ শিক্ষা সভ্যতা ও সম্মানে পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হইয়াছেন, তাহা বোধহয় আপনারা অস্বীকার করিবেন না। আজ যাঁহারা অনার্য্য হইয়াও আযাচিত সংস্কার গ্রহণ করিতেছে, তাহারাও যে ক্রমে শিক্ষা ও সভ্যতায় উন্নত হইবে না এবং কালক্রমে আর্য্য বলিয়াই স্বীকৃত হইবে না তাহা কে বলিতে পারে? হোক্ না তাহারা আর্য্য, অনার্য্যকে আর্য্য করিয়া লওয়াতে অগৌরব কি আছে? আর কেহ যদি অনধিকার চর্চ্চা করে তাই বলিয়াই কি আমি আমার ন্যায্য অধিকার ত্যাগ করিব? অনার্য্য পৈতা লইবে বলিয়া কি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় তাহাদের পৈতা ফেলিয়া দিবেন? কেহ শাস্ত্র বিরুদ্ধ কার্য্য করিতেছে বলিয়া আমি শাস্ত্র সম্মত কার্য্যও করিব না? আর একটি কথাও ভাবিয়া দেখিতে হইবে, যদি বাঙ্গালার বহু জাতিই আর্য্য সংস্কার গ্রহণ করিল তবে কি কেবল এই চির প্রসিদ্ধ সম্ভ্রান্ত কায়স্থ জাতিই অনার্য্য হইয়া থাকিবে? তাহাতে কি ভাবীকালে আমাদের দুর্গতি আরও বৃদ্ধি পাইবে না? বিগত বিশ বৎসর যাবৎ চিন্তা করিয়া এই বুঝিয়াছি বাঙ্গালার সকল সমাজের সকল কায়স্থেরই অবিলম্বে বৈদিক সংস্কার গ্রহণ করা উচিত। আপনারা সকলে যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করুন এবং এই যজ্ঞসূত্রই

আমাদের ঐক্যসূত্র হউক, বঙ্গজ, বারে[illegible] রাঢ়ীয় সকল কায়স্থ সমাজকে একতাসূ[illegible] আবদ্ধ ও সর্ব্ববিধ মঙ্গলময় কার্য্যে প্রণোদি[illegible] করুক। আমার বিশ্বাস তাহা হইলেই সহজে[illegible] শ্রেণীভেদের জন্য বিবাহের বাধাও দূরীভুত হই[illegible] উন্নতির পথে বিবাহের অন্যায় দাবী দাওয়া অ[illegible] সারিত হইবে।

কি বেদ, কি পুরাণ কি ইতিহাস সমস্ত গ্রন্থ আলোচনা করিলে [illegible] যাহা দেখিতে পাই, এমন সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা এক কায়স্থ জাতি ছাড়া [illegible] দ্বিজাতির ছিল কি না সন্দেহ। কিন্তু হায়, সেই জাতি আজ নিষ্প্রভ।

অতঃপর আমি শিক্ষার কথা বলিব। লেখাপড়াই যে জাতির চিরন্তন [illegible] তাহার সকল জাতি হইতে শিক্ষার উন্নত হওয়া আবশ্যক। জীবিকার [illegible] এবং জাতীয় গৌরব ও অধিকার রক্ষার জন্য জ্ঞান, বিজ্ঞানের সকল শা[illegible] তাহার কৃতিত্ব লাভ করা আবশ্যক, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য চিকিৎসাদি অর্থ[illegible] বিদ্যাশিক্ষায় এবং বেদ, পুরাণ, পুরাতত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান ও সংস্কৃত সাহি[illegible] চর্চ্চায় কায়স্থ বালক ও যুবকগণ যাহাতে পারদর্শিতা লাভ করিতে পা[illegible] আমাদের যুবকগণ যাহাতে দেশ বিদেশ হইতে, পৃথিবীর সকল স্থান হ[illegible] জ্ঞান আহরণ করিয়া জাতি ও দেশের শক্তি বৃদ্ধি করিতে পারে, তাহার যথো[illegible] যুক্ত ব্যবস্থা করা আমাদের কর্ত্তব্য। বালিকাগণের শিক্ষার জন্যও স[illegible] মনোয়োগী হওয়া আবশ্যক। আমাদের নারী-সমাজ শিক্ষায় অনেক প[illegible] পড়িয়া রহিয়াছে, ইহা সকলেই জানেন এবং প্রতিদিন তাহার কুফল প্র[illegible] করিতেছেন। সন্তান পালন, শৈশবাবধি সন্তানদিগকে সুশিক্ষা দান [illegible] নিজেদের ও সন্তানগণের স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে তাঁহাদের জ্ঞানের বিশেষ [illegible] আবশ্যক। গৃহকার্য্যাদি শিক্ষার সহিত বালিকাদিগকে অন্ততঃ এতটা লেখা[illegible] শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক যাহাতে তাঁহারা ধর্ম্মগ্রন্থ, মহাজনগণের জীবনচ[illegible] সরল বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ, বিবিধ সাহিত্য গ্রন্থ, মাসিক পত্রিকা ও সংবাদ প[illegible] পাঠ করিয়া আত্মোন্নতি সাধন করিতে পারেন এবং দেশ ও জগতের [illegible] অনেকটা বুঝিতে সমর্থ হন। যেমন এক পক্ষে পক্ষী আকাশে উড়িতে পা[illegible] না তেমনি কোন পুরুষের শিক্ষায় কোন সমাজ উন্নতি লাভ করিতে পারে [illegible] ইহা বুঝিয়া আপনারা নিজ নিজ পরিবারে ও সমাজে নারীশিক্ষা বি[illegible]

[illegible] হউন। আর অর্থ ছাড়া আমাদের যুবকগণ আমাদের কন্যাগুলিকে [illegible] করিবেন না, নারী জাতিকে এই অবমাননা হইতে আপনারা রক্ষা [illegible]। এ বিষয়ে যুবক ও বালকগণকেই আমি বিশেষভাবে বলিব তাঁহারা [illegible] পণ লইয়া বিবাহ করাকে পাপ বলিয়া মনে করেন এবং তাঁহাতে [illegible] সম্মত না হন। এই পাপের জন্য তাঁহাদের কোন ভগ্নী [illegible]হিত বস্ত্র তৈলসিক্ত করিয়া আগুণে পুড়িয়া মরিয়াছে, ইহা যেন আর [illegible]খিতে বা শুনিতে না হয়, ইহা তাঁহাদের নিকট আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ।

[illegible] এক অনুরোধ কায়স্থের চিরাধিকার যখন কার্য্যের দ্বারা [illegible] স্বীয় জাতির ও নিজের চিত্তের ঔজ্জ্বল ও উৎকর্ষ সম্পাদন [illegible]রেন।

[illegible] এই সকল বিষয়েরই লোকমত সংগ্রহের জন্য ও সমাজের সম্যক্ উদ্বোধনের [illegible] ঐকান্তিকভাবে প্রচার আবশ্যক। আপনারা বলিতে [illegible]রেন যে, যেরূপভাবে প্রচারকার্য্য চলিতেছে এবং স্থানে স্থানে সংস্কার হইতেছে, [illegible]তে মনে হয় জাতি জাগরিত হইয়াছে; কিন্তু আপনারা আমার ধৃষ্টতা [illegible] করিবেন, আমার মনে হয়, তাহা প্রকৃত জাগরণ নহে। নিদ্রিত [illegible]বের মশকাদির পীড়নের হস্তপদাদির ক্ষীণ চাঞ্চল্য মাত্র। নতুবা জাগরিত [illegible]তি কি প্রকৃষ্টপন্থা দেখিয়াও, সত্যতা উপলব্ধি করিয়াও নিশ্চেষ্ট হইয়া [illegible]স্রোতে গা ঢালিয়া অমূল্য সময় নষ্ট করিতে পারে? নিদ্রা চিরস্থায়ী [illegible], তবে শুনিয়াছি একরূপ "নিদ্রাব্যাধি" চিরনিদ্রায় পরিণত করে। যদি [illegible] জাতি সেই নিদ্রাব্যাধি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া থাকে তবে শত [illegible]রে তাহার জাগরণ আসিবে না। আর যদি তাহা না হয় এবং এখনও [illegible]কে জাগরিত করা না হয়, তবে কালপূর্ণে যখন এই বিরাট পুরুষ নিদ্রোত্থিত [illegible] প্রসাধন জন্য দর্পণ সমীপে গমন করিবে তখন ঐ দর্পণে প্রতিফলিত নিজের [illegible]রূপ প্রেতমূর্ত্তির প্রতিচ্ছবি দেখিয়া নিজেই শিহরিয়া উঠিবে, এবং এই [illegible]রূপ প্রেতত্ব মোচন জন্য সচেষ্ট হইবে। কিন্তু হায়, দেখিবে—এই দীর্ঘ [illegible]সরে কাল তাহার নিজের অসাবধানতায় সমস্ত বীর্য্য হরণ করিয়া কোন্ [illegible]তীতের অন্ধকার গুহায় নিক্ষেপ করিয়াছে। তাহাকে অনুসন্ধান করিয়া [illegible]হির করিতে তাহার জীবনের শেষ নিশ্বাস বৃথা পরিশ্রমে তাহার জীর্ণ বক্ষ-[illegible]কে ঘন ঘন কাঁপাইয়া অনন্ত বায়ুতে লীন হইবে। এই দুরদৃষ্ট ও হৃতসর্ব্বস্ব [illegible]ওয়ার পূর্ব্বেই জাতিকে প্রবুদ্ধ করা প্রয়োজন এবং তাহার একমাত্র উপায়—

প্রচারক মুখে জাতীয় স্বাবলম্বন সঙ্গীত-সুধা তা
কর্ণমূলে বর্ষণ।

আপাততঃ কেন্দ্র ও শাখা-সভা সমূহের প্রচার ব্যতীত আর বিশেষ কি করিবার আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। সুচারুরূপে প্রচারকার্য্য পরিচালন করিতে হইলে বাঙ্গালার ২৭টী জেলায় অন্ততঃপক্ষে ৯ জন প্রচারক আবশ্যক এবং প্রচারকদিগকে সংসার-চিন্তা হইতে যথাসম্ভব মুক্ত রাখিবার জন্য প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করাও আবশ্যক। বিপুল কায়স্থ-সমাজ কি এই জন্য পাঁচ বৎসরকাল প্রতি বৎসরে পাঁচ হাজার টাকা হিসাবে ব্যয় করিতে পারে না?—নিশ্চয়ই পারেন; কিন্তু সমাজের হিত-সাধন চিন্তা, নিজ অস্তিত্ব রক্ষার চিন্তা কায়স্থগণের চিত্তে আজও উদিত হয় নাই। প্রার্থনা করি, জাত ভগবান্ সবিতৃদেব আজ আমাদের স্বজাতিবর্গকে সর্ব্ব সৎকর্ম্ম বুদ্ধি প্রেরণ করুন। আজ সেই শ্রুতিবাক্য আমাদিগকে উদ্বোধিত করুক—

সত্যং শিবং সুন্দরং, নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।
ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখ মস্তি॥

বলহীন সেই আত্মাকে, সেই সত্য শিব সুন্দরকে লাভ করিতে পারে না। জগতে দুর্ব্বলের লভ্য কিছু নাই। ভূমাই সুখ, পূর্ণতাই সুখ, অভীষ্টকে পূর্ণভাবে পাইলেই সুখ, অল্পে বা তাহার অংশে কোনও সুখ নাই। আসুন, আমরা অন্তরে প্রভূত বল লইয়া, সকল দীনতা, সকল পরমুখাপেক্ষীতা ত্যাগ করিয়া বেদোপদিষ্ট পথে গমন করিয়া পূর্ণভাবে সেই আত্মাকে, সেই অভীষ্টকে, সেই সর্ব্বকল্যাণহেতু সত্য শিবসুন্দরকে প্রাপ্ত হইতে প্রয়াসী হই।

অতঃপর সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা বি-এল মহাশয় অতীত বর্ষের সম্পাদকীয় কর্ম্ম-নিবন্ধ পাঠ করেন।

কর্ম্ম-নিবন্ধ

(১৩২৯ বঙ্গাব্দ)

মঙ্গলময়ের চরণে প্রণতিপাতপূর্ব্বক সভাধিষ্ঠাতৃ দেবতাকে বন্দনা করিতেছি। গত বৈশাখ মাসে আমাদের বঙ্গীয়-কায়স্থ সমাজ চতুর্থবর্ষে পদার্পণ করিয়াছে; এখন তৃতীয়বর্ষের কার্য্যপদ্ধতি বিবৃতি করিতেছি। ১৩২৭ সালের ১৫ই শ্রাবণ এই সমাজ স্থাপিত হইয়া এবং সেই বৎসর চৈত্র মাসেই প্রথম বর্ষের

কার্য্য শেষ করা হয়। এই সাড়ে আটমাসেই সমাজের ২৫৫ জন সভ্য ও ...৫ জন পত্রিকার গ্রাহক হইয়াছিল। তাহার পর ১৩২৮ সালে ৪৫২ জন ...হন; দুইবর্ষের এই ৭০৭ জন সভ্যের মধ্যে ঠিকানা না জানা, সভ্য-পদত্যাগ করা, চাঁদা অনাদায় প্রভৃতি কারণে ৭০ জনের নাম কাটিয়া দেওয়ায় বর্ষশেষ মোট ৬৩৭ জন সভ্য এবং ২০ জন পত্রিকার গ্রাহক থাকেন। তৃতীয়বর্ষ অর্থাৎ ১৩২৯ সালে আমাদের ৫৩৪ জন নূতন সভ্য করায় মোট ১১৭১ সভ্য হন, তন্মধ্যে জনের ৬ মৃত্যু, ২৩ জনের কোন সন্ধান না পাওয়া, ...জনের পদত্যাগ, ১৯০ জনের ভিঃ পিঃ ফেরৎ ও চাঁদা অনাদায়ে মোট ২২৪ জন সভ্যকে পরিত্যাগ করিতে হয়। নূতন সভ্যের মধ্যে ডাকবিভাগের অসাবধানতাবশতঃ ৪ জনের টাকা ফেরৎ দিতে হয়, এই সমস্ত বাদেও বর্ষশেষে ৯৪৭ সভ্য, ১৫জন পত্রিকার গ্রাহক থাকেন। পুরাতন গ্রাহকগণের মধ্যে কয়েকজন সভ্য হন ও কয়েক জন ছাড়িয়া যান। বলা বাহুল্য ইহা অত্যন্ত সন্তোষজনক, কারণ দেশের অবস্থা স্বচ্ছল এবং শান্তিময় হইলেও এরূপ সভ্যসংখ্যাবৃদ্ধি আশাতীত, তাহাতে আবার দেশ অশান্তিপূর্ণ এবং দৈন্যগ্রস্ত, ...স্ত কেহ কেহ আমাদের এই নব প্রতিষ্ঠানের প্রতিকূলাচরণে সর্ব্বদা যত্নশীল রহিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের সেই অসাধু উদ্দেশ্যের জন্য আমরা কিছুমাত্র ভীত নহি কারণ কর্ত্তব্যের দিকেই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।

আমাদের এবার পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর হইতেও বেশী সভ্য হইয়াছে, তাহার কারণই হইয়াছে সাধারণের সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা। শুধু সভ্যবৃন্দই সভ্যবৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছেন, তাহা নহে, এজন্য সমাজহিতৈষী শিক্ষিত ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও অন্যান্য জাতির সহানুভূতি পাইয়া সমাজের পক্ষ হইতে তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যাইতেছে।

এখন সমাজের উদ্দেশ্যগুলির কথা সংক্ষেপে বলিব।

প্রথম—**কায়স্থের ক্ষাত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন এবং তদুপযোগী আচার ব্যবহারের প্রচলন।** এ বৎসর সমাজ ৫৬৩ জন কায়স্থ সন্তানকে উপনীত করিতে পারিয়াছেন। সমাজ ও তাহার প্রচারকদ্বয় কর্ত্তৃক ২৪৭ এবং ঢাকার উকীল, সমাজহিতৈষী শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষচৌধুরী, পাবনার মোক্তার শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহমজুমদার, মাননীয় সভাপতি মহোদয় এবং সভ্যবৃন্দের মধ্যে বগুড়ার উকিল শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন, জলপাইগুড়ির উকিল শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ, রংপুরের শ্রীযুক্ত কেদারনাথ

ঘোষ, রাজসাহীর শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ ঘোষচৌধুরী প্রভৃতি মহাশয়গণের চেষ্টায় ৩১৬ জনের পৈতা হয়, এজন্য সমাজ ধন্যবাদের সহিত তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন। প্রচারকদ্বয় বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া কায়স্থগণকে স্বজাতিত্বে প্রবুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

দ্বিতীয়—**ভারতীয় সকল কায়স্থের একীকরণ।** এই উদ্দেশ্যেই বঙ্গীয় কায়স্থের চারিশ্রেণীর মধ্যে পরস্পর বিবাহাদি কার্য্য প্রথম পদ। সমাজের চেষ্টায় এবার দুইটী আন্তর্গণিক বিবাহ হইয়াছে, দক্ষিণরাঢ়ী বঙ্গজে ১টী এবং ১টি আসামী দক্ষিণরাঢ়ীতে।

ভারতীয় কায়স্থ মহাসম্মিলনে আমাদের প্রতিনিধি কেহই উপস্থিত হইতে পারেন নাই; দূরতার জন্য এবং রেলভাড়া বাড়িয়া যাওয়াতেই এরূপ হইয়াছে। কিন্তু যুক্তপ্রদেশের কায়স্থবৃন্দ 'কায়স্থমিত্রমণ্ডল' নামে কলিকাতায় যে সভা করিয়াছেন, তাহার প্রথম বর্ষের বার্ষিক অধিবেশনে, আমাদের হিতৈষী সভ্য শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন দেববর্ম্মমজুমদার মহাশয়কে সভাপতি করিয়া, তাঁহারা, তাঁহাদের পরিচালন সমিতিতেও আমাদের সমাজের তিনজন সভ্যকে সদস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং আমাদের সহিত পরামর্শ করিয়াই কার্য্য করেন।

তৃতীয়—**বিবাহ ও অন্যান্য সামাজিক ক্রিয়ায় অযথা ব্যয় ও পণ প্রথার উচ্ছেদ সাধন প্রভৃতি।** এ সম্বন্ধে পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিয়া দেশ বিদেশে যথাসম্ভব প্রচার করা হইয়াছে। সমাজের চেষ্টায় ৮টী বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাতে দেনা পাওনার কথা একেবারেই হয় নাই। মৌলিকে মৌলিকে বিবাহ প্রবর্ত্তন বিষয়েও যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে।

চতুর্থ—**প্রচার।** এই বৎসর দুই জন প্রচারক নিযুক্ত করা হইয়াছিল; তাঁহাদের প্রচার-বিবরণ যথাকালে প্রতিমাসে পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। প্রচারদ্বয়ের কার্য্য বেশ সন্তোষজনক হইয়াছে। এই প্রচার জন্য আমাদের মাননীয় সভাপতি শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মচৌধুরী ও স্বজাতি হিতৈষী শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা এবং সভাপতি মহোদয়ের আবেদনে অনেক সহৃদয় সভ্যও সাহায্য প্রদান করিয়াছেন। এজন্য সমাজ তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছেন।

পঞ্চম—**শিক্ষা।** যেরূপ রাজনৈতিক বিপ্লব চলিতেছে, এজন্যই এই

গুরুতর অথচ আবশ্যকীয় বিষয়ে কিছুই করিতে পারা যায় নাই, ইহা দুঃখের বিষয়।

ষষ্ঠ—**সমুদ্র গমন।** শিক্ষার্থী সমুদ্রগামীকে অবাধে সমাজে গ্রহণ করার বিষয় কোন কার্য্য করিবার কারণ উপস্থিত হয় নাই।

সপ্তম—**মাসিক পত্রিকা।** সম্পাদক শাস্ত্রি মহাশয়ের প্রযত্নে কায়স্থ-সমাজ ভালরূপই চলিতেছে এবং নিয়মিত সময়ে মাসে মাসে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে। পত্রিকা সম্পাদক জাতিতত্ত্ব বিষয়ে যে সকল মৌলিক প্রবন্ধ লিখেন, তাহাতে সুদূরদেশ হইতেও বহু তত্ত্ব জিজ্ঞাসুর বহুপত্র আসিয়াছে। বলিতে কি, পশ্চিমভারতের কচ্ছপ্রদেশের রণ নামক স্থান হইতে শ্রীযুক্ত বালামজি প্রমুখ কতিপয় ভদ্রলোক যে সকল পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে আমাদের সমাজের বিশেষ গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছে। এবম্প্রকার যত্নের ফলে সুপরিচালিত ৫০খানা বাঙ্গালা, হিন্দী, গুজরাটী, ইংরাজী মাসিক, দৈনিক সাপ্তাহিক পত্র বিনিময়ে পাওয়া যাইতেছে।

অষ্টম—**জাতীয় ভাণ্ডার ও ব্যাঙ্ক** সম্বন্ধে কিছুই করিতে পারা যায় নাই। দেশ পুনরায় শান্তিময় না হইলে এবং দেশের আর্থিক অবস্থা পূর্ব্বরূপ যতদিন না হইবে ততদিন আশা করাই বৃথা।

নবম—**জাতীয় আদম সুমারীর** বিষয়ও পূর্ব্বলিখিত কারণে কিছুই করা যায় নাই।

দশম—**কায়স্থের** সহিত কায়স্থেতর জাতির বিবাহ সম্বন্ধে কলিকাতা হাইকোর্টের রায় লইয়া যে শাখা সমিতি গঠিত হইয়াছিল, তাহার কোনকার্য্যই হইয়া উঠে নাই। ইহার প্রধান কারণ সমিতির সদস্যগণের কাহারও না কাহারও অনুপস্থিতি বা অসুবিধা। যাহা হউক গণ্যমান্য আইনজ্ঞ ব্যক্তি-গণের মতে আলোচনা করা আবশ্যক, এখন ডাঃ গৌরবের বিল যে ভাবে পাশ হইয়াছে, তাহাও বিবেচ্য মধ্যে পড়িয়াছে।

একাদশ—**আয়-ব্যয়।** এই বৎসরের সংক্ষিপ্ত আয়-ব্যয়ের বৃত্তান্ত পরপৃষ্ঠায় দেখিতে পাইবেন। দেখিলেই বুঝিবেন, সমাজের অবস্থা উন্নত হইয়াছে কিনা। দ্বিতীয়বর্ষে মোট আয় ৩৯১৯৮৶৫ এবং ব্যয় ৩৬৬৭৵০ ছিল। আলোচ্য বর্ষের আয়-ব্যয় পরপৃষ্ঠায় দেখুন।

সাম্বৎসরিক আয়-ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত সার

১৩২৯ বঙ্গাব্দ

জমা		খরচ	
প্রবেশিকা—	৫৩৪৲	সরঞ্জাম—	[illegible]
চাঁদা—	৩৩৪৩।০	বেতন—	১১২৩।৶[illegible]
গ্রাহক—	৩৭॥০	বাড়ী ভাড়া—	২২৪।[illegible]
বিজ্ঞাপন—	৯৯৩/১০	পত্রিকা খাতে—	১১৮৩।[illegible]
আহৃত ডাকমাশুল—	১৩৬৲	দপ্তরী খাতে—	১৯৬[illegible]
আমানত—	৩১০৮৶০	ডাক খাতে—	৯৯১[illegible]
প্রচার খাতে—	৪২৭॥০	প্রচার খাতে—	৮২[illegible]
উপনয়ন—	২৲	উপনয়ন—	১[illegible]
কমিশন—	৩॥/০	বার্ষিক অধিবেশন—	৫৯।[illegible]
হাওলাত—	৬০৪৮০	পরিচালন সমিতি—	২৬৵[illegible]
পত্রিকা বিক্রয়—	১॥০	কমিশন—	৩৬৩।[illegible]
		বিবিধ মুদ্রণ—	৪৪।[illegible]
	৫৫৯৪/১০	পুনর্মুদ্রণ—	৬৫৮/[illegible]
কৈঃ জমা— ৫৫৯৪/১০		পার্ব্বণী—	২[illegible]
গত সনের আগত— ৩২৪৮৫		বিল ষ্ট্যাম্প—	৶[illegible]
একুন— ৫৯১৮৵/১৫		পণ্ডিতবৃত্তি—	২৪[illegible]
মিলাহ খরচ— ৫৮৫০৵/৫		আমানত শোধ—	২৮০।[illegible]
		হাওলাত শোধ—	৫০[illegible]
৬৮॥৶১০		পুস্তক খরিদ—	৮[illegible]
		বাজে—	১৶[illegible]
		পাথেয়—	১৮৬[illegible]
		চাঁদা ফেরৎ—	১৬।[illegible]
			৫৮৫০৵[illegible]

Examined and found to be correct.

Dinesh Chandra Ray,
Auditor. 1-5-23.

Jagat Ch. Paul Burma,
Auditor. 10-5-23.

শ্রীশরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা,
সম্পাদক, ১০মে, ১৯২৩।

...তৃতীয় বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পঠিত হইলে উপস্থিত সভ্যবৃন্দ সমাজের উন্নতি...ে আনন্দ প্রকাশ করেন এবং সর্ব্ব সম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হয়।

অতঃপর যাঁহারা অদ্যকার সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া সহানুভূতি ...াইয়া পত্র লিখিয়াছেন, সম্পাদক মহাশয় তাঁহাদের পত্রাবলীর স্থূল মর্ম্ম ...যাঁহারা যে সকল প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা পড়িয়া শুনান।

পত্র :—

...ক কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা, আই-সি-এস, সি-আই-ই, কমিশনর, প্রেসিডেন্সী বিভাগ।

...বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর, কৃষ্ণনগর।

...অমৃত লাল রাহা বাহাদুর, খুলনা।

...ক সতীশচন্দ্র ঘোষ, ফিরোজপুর, পাঞ্জাব।

„ লক্ষ্মণপ্রসাদ শ্রীবাস্তাব, সম্পাদক, কায়স্থ-সদর-সভা, লক্ষ্ণৌ।

„ নিবারণচন্দ্র বসু, দেওয়ান, খরস্বয়াল রাজ্য।

„ রাজকৃষ্ণ বসু, কটক।

„ ললিতমোহন মিত্র, সরকারী উকিল, তমলুক।

„ দুর্গানাথ ঘোষবর্ম্ম দস্তিদার, মুঙ্গের।

„ মোহিনীমোহন বসু, এলাহাবাদ।

„ ভারতচন্দ্র সিংহ, উকিল, নবীনগর।

„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, মুরটীয়া, পাবনা।

„ মণীন্দ্রমোহন দেববর্ম্ম মজুমদার, পুরী।

„ মধুসূদন সরকার, ইলুহার, বরিশাল।

„ অভয়গোবিন্দ দেববর্ম্মা, দৈবজ্ঞপাড়া, পাবনা।

„ হীরালাল মিত্রবর্ম্মা, শ্রীরাজকাঠী, যশোহর।

„ প্রিয়নাথ গুহমজুমদার, পাবনা।

„ রামচন্দ্র সরকার, মোক্তার, সিরাজগঞ্জ।

„ রাধিকাপ্রসাদ ঘোষচৌধুরী, রাজশাহী। ...াচীন সমাজে কায়স্থ জাতি তাহার

„ হেমেন্দ্র সরকা..., উথরা। ...ক্ষাত্রয়ের আসন অধিকার করিয়াছিল। বর্ণাশ্রম

„ গোবিন্দচন্দ্র দেবব... ...ে সমাজ নিয়ন্ত্রিত হইত। আজ আবার কায়স্থ জাতিকে

তৎপরে ক... ...াচীন সম্মানের পদ জোর করিয়া অধিকার করিতে হইবে।

...হালেন।

নূতন সভ্য—

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা, সম্পাদক :—

১-দ „ দ্বারকানাথ দে, মুনসেফ্, রংপুর।
২-দ „ শৈলেন্দ্রনাথ বসুমল্লিক ডেঃ ম্যাজি, মেহেরপুর।
৩-দ „ চারুচন্দ্র বসু, সেটেলমেণ্ট অফিসার, ঝাড়গ্রাম।
৪-দ „ যতীন্দ্রনাথ দত্ত M. Sc. লক্ষ্ণৌ।
৫-দ „ বসন্তকুমার বসু, শ্রীরামপুর।
৬-ব „ পাঁচকড়ি হোড়, পার্শিয়া ঢাকা।
৭-ব „ হৃদয়নাথ দত্তরায়, কটক।
৮-ব „ বিপিনবিহারী নাহা, কুমিল্লা
৯-ব „ কিরণচন্দ্র ঘোষ, বগুড়া
১০-ব „ সুরেশচন্দ্র রায়, রাজাভাতখাওয়া

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র গুহবর্ম্মা প্রচারক :—

১১-উ „ মধুসূদন দাস উকিল, বোলপুর।
১২ „ সীতেশচন্দ্র মিত্র, গোপালপুর, বীরভূম।
১৩-উ „ নিকুঞ্জবিহারী ঘোষ, রণা, বীরভূম
১৪-উ „ রমানাথ সরকার ঐ

প্রথম প্রস্তাব—এই সমাজ শাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থানুযায়ী ক্ষত্রিয়বর্ণায় যৌদিত্ত উপনয়ন গ্রহণ কায়স্থজাতির প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য এবং এই কর্ত্তব্যপালনে ক্ষত্রিয়জনোচিত অন্যান্য যাবতীয় সংস্কার গ্রহণ ও ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ সম্পাদন অবশ্য করণীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন।

(ব) শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ঘোষ মহাশয় এই ভাবে প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়া বলেন যে, কায়স্থগণ অনার্য্যজাতি বলিয়া কখনই পরিগণিত হয় নাই; পরন্তু চিরকাল আর্য্যজাতির মধ্যে উচ্চস্থান অধিকার করিয়া [illegible]। আর্য্যজাতির আচার ব্যবহার সমস্তই বেদানুমোদিত [illegible] দীক্ষা যাহা বৌদ্ধবিপ্লবে নষ্ট হইয়া [illegible]ন। আর বৈদীকী দীক্ষা [illegible] হইবে। আমাদে[illegible] লইয়া যথা[illegible]

Auditor. 1-5-23.

Jagat Ch. Paul Burma,

Auditor. 10-5-23.

শ্রীশরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা,

সম্পাদক, ১০মে, ১৯২৩।

এইরূপে তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব স্থাপন করিলে পর (দ) শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সেনবর্ম্মা মহাশয় তাঁহার বক্তৃতায় কলিকাতার কায়স্থগণকে উদ্বোধিত করার জন্য অনুরোধ করিয়া প্রস্তাবটী অনুমোদন করিলেন।

(বা) শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার বি-এ, ভাগবতরত্ন মহাশয় নিম্নলিখিত রূপ বক্তৃতা করিয়া প্রস্তাবটীর সমর্থন করেন। আজ প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী হইতে চলিল কায়স্থ জাতির মধ্যে জাগরণের সূত্রপাত হইয়াছে। এই অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া কায়স্থ মনীষিগণ বহু শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা বিচার ও তর্ক করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে কায়স্থ জাতি ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত। এই বিচারাদির ফলে বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণের মধ্যেই অনেকেই উপবীতাদি সদাচার গ্রহণ করিলেও আজও সমাজের অনেক ব্যক্তি এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করেন নাই। কায়স্থ জাতির মধ্যে এই একতাবিহীনতার জন্যই হউক বা অন্য কোন অজ্ঞাত কারণেই হউক বাঙ্গালার সাহিত্যেও এই জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে কটাক্ষ ও বিদ্রূপবাণ বর্ষণ হইয়াছে দেখা যায়। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্য-রসিক শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় তাঁহার বীরবলের হালখাতায় এই আন্দোলনকে তুচ্ছ ও নগণ্য বলিয়াছেন।

কিন্তু আমরা এই কথাই জোর দিয়া বলিতে চাই যে আমরা ক্ষুদ্র ঈর্ষ্যা বা স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া এই আন্দোলনের অনুষ্ঠান করি নাই। এই চেষ্টার মূলে সমগ্র ভারতের জাতীয় জীবনের ধর্ম্ম ও কর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের সূচনা আছে বলিয়াই কায়স্থ জাতির ন্যায় একটি বুদ্ধিমান ও বিরাট জাতি ইহাতে যোগদান করিয়াছে। আজ যদি আমাদের দেশে স্বাজাত্যের ভাব ফিরাইয়া আনিতে হয় তবে ইউরোপ যে পন্থায় তাহার জীবনকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে সেই গতানুগতিক পন্থার অনুকরণ ত্যাগ করিয়া নিজের জন্য নিজের পন্থা আবিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। কোন জাতিই তাহার সহিত সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া ভবিষ্যৎকে গঠন করিয়া তুলিতে পারে না। অতএব আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের ধারাকে সেই অতীতের অনুযায়ী যতদূর ফিরাইয়া আনা যায়—তাহা করিতে না পারিলে আমাদের জাতীয় উন্নতির আশা সুদূর পরাহত হইবে। প্রাচীন সমাজে কায়স্থ জাতি তাহার লেখনীর পরিচালনা দ্বারা ক্ষত্রিয়ের আসন অধিকার করিয়াছিল। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম দ্বারা প্রাচীন সমাজ নিয়ন্ত্রিত হইত। আজ আবার কায়স্থ জাতিকে সেই প্রাচীন সম্মানের পদ জোর করিয়া অধিকার করিতে হইবে।

আজ আমাদের সমাজ জীবনে ধর্ম্মের বাহ্য আড়ম্বর ও অনুষ্ঠান যথে
থাকিলেও তাহার সুবিমল স্রোতের গতি যেন রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে বলিয়া
মনে হয়। আজ যদি আবার গায়ত্রীমন্ত্রের উপাসনার দ্বারা সমাজ-প্রা
নবভাবে উদ্বোধিত হয় তাহা হইলে বাঙ্গালী জাতি তাহার মত লাহ
মধ্যেও ধন্য হইয়া যাইবে।

এই কায়স্থ জাতির প্রাচীন গৌরবের কথা শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় তাঁহা
গবেষণাপূর্ণ অভিভাষণে যথেষ্টই বলিয়াছেন। আমি আপনাদের সম
আজ এই জাতির অতি প্রাচীন যুগের অর্থাৎ প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্
গৌরবকাহিনীর একটি প্রমাণ উপস্থিত করিব। আমাদের মধ্য সাধা
একটি ধারণা আছে যে বঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম লোপ পাওয়ায় আদিশূর নাম
জনৈক নৃপতি কণোজ হইতে পাঁচজন কায়স্থ আনয়ন করেন। ঐ আদিশূর
কোন কোন ঐতিহাসিক সপ্তম শতাব্দীর লোক বলিয়া অনুমান করেন
কিন্তু আমরা Epigraphica Indicaর পঞ্চদশ খণ্ডে শ্রীযুক্ত রাধাগোবি
বসাক মহাশয়ের প্রযত্নে মুদ্রিত দামোদরপুর তাম্রলিপি হইতে জানিতে পা
যে, গুপ্তসাম্রাজ্যকালে অর্থাৎ খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতেও বঙ্গদেশ বৈদি
ধর্ম্মাচারী ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করা হইয়াছিল এবং তৎকালে কায়স্থ জা
সমাজে অতি উচ্চ আসন অধিকার করিয়াছিলেন। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তি
অন্তর্গত কোটীবর্দ্ধন বিষয়ের শাসন কর্ত্তা বা ম্যাজিষ্ট্রেট রাজকার্য্যের মধ্যে অ
প্রয়োজনীয়গুলি প্রথমকায়স্থ প্রথমকুলিক (first artesan) প্রথম স্বার্থবা
(first merchant) ও প্রথম শ্রেষ্ঠীর (first Banker) সহিত পরাম
করিয়া করিতেন। আপনারা লক্ষ্য করিবেন যে শ্রেষ্ঠ কুলিক বা স্বার্থবা
কোন একটি Class interestএর প্রতিনিধি হইয়া যোগদান করিত কি
একমাত্র কায়স্থই বোধ হয় তাহার জাতীয়ত্বের গৌরবে শাসনপরিষ
স্থান পাইয়াছিল। এই লিপি আবিষ্কৃত হওয়াতে কায়স্থজাতির বঙ্গে আগমনে
ইতিহাস পুনরায় আলোচনা করিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

সেই সুদূর অতীত কালেই যে কায়স্থের গৌরব ছিল তাহা নহে—বে
দিনের কথা নয়—দুই শত বৎসর পূর্ব্বেও কায়স্থ ক্ষত্রিয় বলিয়া সর্ব্ব সাধারণে
পরিচিত হইত। নবদ্বীপের ন্যায় ব্রাহ্মণপ্রধান স্থানে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র
অগ্নিহোত্রযাগ নিষ্পন্ন করিবার সময় কায়স্থকে ক্ষত্রিয়ের আসন দিয়াছিলে
বলিয়া ক্ষিতীশ বংশাবলী হইতে জানিতে পারা যায়।

অগ্নিহোত্রে মহাযজ্ঞে কায়স্থান্ ক্ষত্রিয়াসনে।
বব্বার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঃ নবদ্বীপাধিপতিঃ সুধীঃ॥

এক্ষণে কায়স্থগণের উপবীত গ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয়াচারে চলা যে কত আবশ্যক হইয়াছে তাহা আমার একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বিবৃত করিব। সম্প্রতি বগুড়া জেলার একটি বিবাহে কতকগুলি বরযাত্রী আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণও দুই চারিজন ছিলেন। কন্যাকর্ত্তা কায়স্থ, উক্ত ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিতে গেলে, তাঁহারা উত্তর দেন যে, আপনাকে ব্রাহ্মণ দ্বারা নিমন্ত্রণ করাইতে হইবে। কি আশ্চর্য্য যে কায়স্থ জাতির ন্যায় এরূপ সম্মানাস্পদ জাতির আজ ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিবার পর্য্যন্ত নাই। আজ যদি আমরা এইরূপ শত অবমাননার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চাই তবে অবিলম্বে যজ্ঞসূত্র ও তদনুযায়ী আচারাদি গ্রহণ করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

এই প্রস্তাব পরে সর্ব্বসম্মতিক্রম গৃহীত হইল।

দ্বিতীয় প্রস্তাব—গবর্ণমেণ্ট হইতে শেষ যে আদমসুমারি হইয়া গিয়াছে, তাহাতে অনেকস্থলে গণনাকারিগণের অসাবধানতায় অনেক জাতিকে কায়স্থ বলিয়া গ্রহণ করায় কায়স্থের জাতীয় গৌরবনাশ হইয়াছে, এজন্য এই সমাজ নিজ হইতে গণনার ইচ্ছা করিয়া তৎসহায়তাকল্পে কায়স্থ সাধারণের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন।

প্রস্তাবক—(দ) শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু এ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া প্রস্তাবটী উত্থাপন করেন।

অনুমোদক—(দ) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসু।

সমর্থক—(ব) শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন গুহ রায় ও (উ) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

তৃতীয় প্রস্তাব—এই সমাজ ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের কায়স্থদিগের শাস্ত্রবিহিত সমান সদাচার গ্রহণ ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন দ্বারা এক অখণ্ডসমাজভুক্ত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—(দ) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসুবর্ম্মা এম-এ প্রস্তাবটী উত্থাপন করিয়া বলেন যে, একতার গুণ আমরা ছোটবেলা হইতে শুনিয়া আসিতেছি এবং নিজেরাও বড় হইয়া আবার ছেলেদিগকে সেই শিক্ষা দিয়া আসিতেছি। কিন্তু বাস্তব জীবনে যদি সেই নিয়মের অবহেলা করিয়া ভারতের

সমস্ত কায়স্থ একতাসূত্রে আবদ্ধ না হই তবে যে আমরা ভাই ভাই ঠাঁই হইয়া থাকিব। আমরাও তো একদিন ঐ পশ্চিমের কণোজ হইতে আ ছিলাম, তবে আর এখন মিলনে বাধা কি? বিশেষতঃ পশ্চিমদেশীয় কা যখন এ বিষয়ে নিখিল ভারতীয় কায়স্থ মহাসম্মিলনীতে আমাদিগকে আহ্বান করিয়া মিলনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন, তখন সর্ব্বতো আমাদিগের কর্ত্তব্য, তাঁহাদের সহিত এক হওয়া। কলিকাতার 'কায়স্থ মিত্র নামক পশ্চিমদেশীয় কায়স্থগণের সভাও আমাদিগের যথেষ্ট আদর ও সম্মান মিলিত হইতে চাহিতেছেন। এ অবস্থায় যাহাতে শীঘ্রই আমরা এক পারি তৎপ্রতি মনোযোগ দিতে হইবে।

অনুমোদক—(শ্রী) মুন্সী গুরুনারায়ণ বর্ম্মা প্রস্তাবটী অনুমোদন ভারতবর্ষীয় কায়স্থ সম্মিলন এবার এবার তাঁহাদের সহিত একযোগে কলি আহ্বান করিতে প্রস্তাব করেন।

এই সময় সুকবি শ্রীযুক্ত রামদেবপ্রসাদ বর্ম্মা গত বর্ষে মীরাটের অধি বাঙ্গালী কায়স্থরে অনুস্থিতে উপস্থিত সভ্যবৃন্দ কিরূপ দুঃখিত হইয়াছি তাহা তিনি বর্ণনা করেন। সমর্থক—(বা) শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র রায়বর্ম্মা এ, বি-এল্, (উ) শ্রীযুক্ত সত্যপ্রকাশ সিংহবর্ম্মা, (ব) শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ইঁহারা সোৎসাহে সমর্থন করেন। অতঃপর সংযোজিতত প্রস্তাবসহ প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

চতুর্থ প্রস্তাব—বিবাহে অধুনা প্রচলিত সমাজের সর্ব্বনাশকর প্রথার উচ্ছেদ সাধন এবং তদুপলক্ষে উপঢৌকন, বরানুগমন প্রভৃতি ব্যয় রহিতকরণ অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া এই সমাজ দৃঢ়ভাবে নির্দ্দেশ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—(ব) শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন গুহরায় মহাশয় এই প্রস্তাব উত্থাপন বলেন যে, পণ-প্রথা আমাদের সমাজের স্ত্রীজাতির প্রতি অবমাননা প্র জলন্ত নিদর্শন। আর এই জাতীয় সঙ্কটের দিনে বাজে ব্যয় কমাইয়া দে সবিশেষ কর্ত্তব্য। অনুমোদক—(উ) কুমার নরেন্দ্রচন্দ্র রায়বর্ম্মা। সভাপতি মহাশয় বিষয়টী তাঁহার হৃদয়গ্রাহী ভাষায় সরল করিয়া বু দিলে সকলেই এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

পঞ্চম প্রস্তাব—বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজের প্রচার ও অন্যান্য আবশ্য কার্য্যের জন্য একটি কায়স্থ-ধনভাণ্ডার স্থাপনে এই সমাজ স্বজাতির প্র মহোদয়কে সানুনয়ানুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—(বা) শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এই প্রস্তাব উত্থাপন বলেন—বঙ্গের প্রতি পল্লীতে পল্লীতে প্রচার করা সবিশেষ প্রয়োজন অর্থাভাবে এই মহৎকার্য্য সুসম্পন্ন করা যাইতেছে না, এজন্য সভ্য গণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। অনুমোদনে খুলনার উকিল শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্রদত্ত বর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ এজন্য একটি 'কায়স্থ ব্যাঙ্ক' খুলিতে সাদর্শ দেন। (ব) শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় বলেন—যে তিনি তগত অভিজ্ঞতা হইতে জানেন যে ব্যাঙ্কের শেয়ার বিক্রী বিশেষ কঠিন নহে। যদি আমরা ৫০০০০৲ পঞ্চাশ হাজার মুদ্রার মূলধন লইয়া ৫৲ টাকা করিয়া শেয়ার বিক্রয় করি, তাহা হইলে শীঘ্রই জাতীয় ধন-ভাণ্ডার পূর্ণ হয়। তবে উক্ত ব্যাঙ্ক Co-operative রীতিতে চালাইতে হইবে। ভ্যাংশের কিয়দংশ Share-holdersদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে ার অবশিষ্ট টাকা কায়স্থ-সমাজের কার্য্যে ব্যয়িত হইবে।

এই সময় মাননীয় সভাপতি মহাশয়ও কিছু বলিয়া পরে বলেন—চারার্থ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা এ বৎসরও ৬০৲ টাকা সমাজের াতে প্রদান করিয়াছেন। তখন চতুর্দ্দিক হইতে ভূপেন্দ্র বাবুকে ধন্যবাদ া সংশোধিত প্রস্তাবসহ মূল প্রস্তাবটী সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

ষষ্ঠ প্রস্তাব—সংস্কৃত ভাষা কায়স্থ-নর-নারীর মাতৃভাষার সহিত একযোগে বশ্য শিক্ষণীয় এবং বিবিধ কলাবিজ্ঞান, অন্যান্য জ্ঞান ও অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত মনোযোগী হইতে এই সমাজ সকলকে সানুনয় অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—(দ) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু এম-এ, ব্যারিষ্টার এ সম্বন্ধে ২।৪ কথা বলিয়া প্রস্তাবটী উত্থাপন করেন। (উ) শ্রীযুক্ত উমাপ্রসন্ন রায় অনুমোদন ও (বা) শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সপ্তম প্রস্তাব—প্রয়োজনানুরোধে সমুদ্রপথে যে কোন কায়স্থ-সন্তান স্বজাতীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া গমনাগমন করিতে পারিবেন এবং তিনি সমাজে সাদরে গৃহীত হইবেন, এই সমাজ ইহা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন।

প্রস্তাবক—(বা) শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র রায়বর্ম্মা।

অনুমোদক—(ব) শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বসুবর্ম্মা।

সমর্থক—(উ) কুমার নরেন্দ্রচন্দ্র রায়বর্ম্মা। অতঃপর প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

অষ্টম প্রস্তাব—আগামী বর্ষের আয়-ব্যয়ের আনুমাণক নির্দ্ধারণ।

১৩৩০ সালের আনুমাণিক আয়-ব্যয়ের খস্‌ড়া

(তৃতীয় বার্ষিক পরিচালন সমিতির ১০ম অধিবেশনে আলোচিত)

জমা—			খরচ—		
নূতন সভ্যের প্রবেশিকা—	৪০০৲		কার্য্যালয়ে		
নূতন পুরাতন সভ্যের			বেতন—	১১১৬৲	১৪১৬৲
চাঁদা—	৪৩২০৲		বাড়ী ভাড়া—	৩০০৲	
পত্রিকার গ্রাহক—	৫০৲		সরঞ্জাম খাতে—	৬০৲	
বিজ্ঞাপন মূল্য—	২০০৲		বিবিধ মুদ্রণ খাতে—	৫০৲	
১১০০ ভিঃ পিঃ ডাকে			পাথেয়াদি—	২০৲	
প্রত্যাহৃত মাশুল—	১৯৬৸৵০		কমিশন খাতে—	৩০০৲	
বিবিধ প্রকার—	২৫৲		পার্ব্বণী—	২৲	
পূর্ব্ব সনের তহবীল—	৬৮৷৶১০		বার্ষিক অধিবেশনে—	১০০৲	
			পত্রিকার কাগজ—	৪৭৮৸৵০	১১৩২৸৵০
	৫২৬০৷৶১০		মুদ্রণ খাতে—	৫০৮৲	
			দপ্তরী—	৯৬৲	
			র‍্যাপার ও এ্যাড্রেসে—	৫০৲	
			ডাকব্যয়—পত্র—	২০০৲	
			পত্রিকা প্রেরণে—	২২৫৲	১১৭৫৲
			৫০০০ ভিঃপিঃ প্রেরণে—	৭৫০৶০	
			প্রচার—	৩০০৲	
			উপনয়ন—	২৫৲	
			পণ্ডিত—	২৪৲	
			বিবিধ—	৫০৲	
				৪৬৫৪৸৵০	

কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রবর্ম্মা এই বজেট সভায় পড়িয়া শুনাইলে উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

নবম প্রস্তাব—আগামী বর্ষের কর্ম্মচারী নির্ব্বাচন ও পরিচালন-সমিতি গঠন।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র গুহবর্ম্মা প্রচারক নামগুলি নিম্নলিখিত ভাবে উপস্থিত করেন :—

বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজ

১৩৩০

সভাপতি—

(উ) রায় শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বর্ম্মা বাহাদুর, এম-এ, বি-এল, সাং বাকীপুর।

সহ-সভাপতি :—

উঃ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষমৌলিক বর্ম্মা, এম-এ, সাং পাঁচতোপী।
বাঃ " মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মাচৌধুরী, সাং নিমতিতা।
বঃ রায় শরৎকিশোর বসুবর্ম্মা, বাহাদুর, ঢাকা।
দঃ মিঃ কিরণচন্দ্র দেব বর্ম্মা, আই-সি-এস্, সাং কলিকাতা।

কোষাধ্যক্ষ :—

দঃ শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা, বি-এস্-সি, সাং কলিকাতা।

আয়-ব্যয় পরীক্ষক :—

বঃ শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র পাল বর্ম্মা, সাং কলিকাতা।
দঃ " হীরালাল মিত্র বর্ম্মা, ঐ

সম্পাদক :—

দঃ শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা, বি-এল্, সাং কলিকাতা।

সহ-সম্পাদক :—

উঃ শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ মিত্র বর্ম্মা, বি-এল্, সাং কেন্দগড়িয়া।
বাঃ " দীনেশচন্দ্র রায় বর্ম্মা, এম্-এ, বি-এল্, পাবনা।
বঃ " রমণীরঞ্জন গুহবর্ম্মরায়, বি-এ, সাং কলিকাতা।
দঃ " আশুতোষ ঘোষবর্ম্মা, বি-এল, ঐ

পত্রিকা-সম্পাদক :—

বঃ " উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রবর্ম্মা শাস্ত্রী, সাং আলগী।

পত্রিকা-সম্পাদন সমিতি :—

উঃ " ইন্দুনারায়ণ ঘোষবর্ম্মা, বি-এল, সাং ভাগলপুর।
বাঃ লেপ্টন্যাণ্ট নলিনীমোহন রায়চৌধুরী, বি-এ, সাং রংপুর।

বঃ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসুবর্ম্মা, এম-এ, সাং পূর্ব্বসিমুলিয়া।
দঃ অধ্যাপক মন্মথমোহন বসুবর্ম্মা, এম-এ, কলিকাতা।

পরিচালন সমিতি :—

(উত্তররাঢ়ী)—

১। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনারায়ণ সিংহবর্ম্মা, সাং সদরপুর।
২। কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায়বর্ম্মা, এম-এ, সাং ত্রিবেণী।
৩। কুমার নরেন্দ্রচন্দ্র রায়বর্ম্মা, সাং সেওড়াফুলী।
৪। ডাঃ প্রতাপচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, সাং কলন্দরপুর।
৫। ডাঃ মানদাকান্ত ঘোষ বর্ম্মা, এম-বি, সাং কলিকাতা।
৬। শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বর্ম্মা, বি-এল, সাং ভাগলপুর।
৭। „ চারুচন্দ্র সিংহ, বি-এল, সাং ভবানীপুর।
৮। „ শরচ্চন্দ্র ঘোষ, সাং কলাসপুর।
৯। „ বৃন্দাবনচন্দ্র রায়চৌধুরী, সাং দিনাজপুর।
১০। রাজা ক্ষিতীন্দ্রদেব রায়মহাশয়, সাং বাঁশবেড়িয়া।
১১। শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র চৌধুরী, সাং যদুপুর।
১২। মিঃ জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঘোষ, ব্যারিষ্টার, কলিকাতা।
১৩। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার রায়, সাং মনিগ্রাম।

(বারেন্দ্র)—

১। রায় ক্ষিতীশভূষণ রায়বর্ম্মা বাহাদুর, সাং বনওয়ারী নগর।
২। রায় যতীন্দ্রমোহন বর্ম্মাচৌধুরী, সাং রংপুর।
৩। শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন বর্ম্মা, বি-এল, সাং বগুড়া।
৪। „ মাধবচন্দ্র সিকদার বর্ম্মা, সাং দিনাজপুর।
৫। „ ভুবনমোহন সরকার বর্ম্মা, সাং পাবনা।
৬। „ জগদ্দুর্ল্লভ মজুমদার বর্ম্মা, সাং নবদ্বীপ।
৭। „ জগত্তারণ রায় বর্ম্মা, সাং গোপালপুর।
৮। „ শৌরীন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা, এম-এ, বি-এল, সাং মাদলা।
৯। „ যোগেশচন্দ্র বর্ম্মারায়চৌধুরী, সাং ঘড়িয়ালডাঙ্গা।
১০। লেপ্টন্যাণ্ট নলিনীমোহন রায়চৌধুরী, বি-এ, সাং রংপুর।
১১। রায় বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর, বি-এল, কৃষ্ণনগর।
১২। কুমার রাধিকাভূষণ রায়, সাং বনওয়ারীনগর।

১৩। শ্রীযুক্ত হর্ষগোবিন্দ সিংহ বর্ম্মা, সাং পোতাজিয়া।
১৪। „ কুমুদরঞ্জন মজুমদার, সাং কাহালু।

(বঙ্গজ)—

১। রাজা উপেন্দ্রনারায়ণ রায়বর্ম্মা বাহাদুর, মাধবনাশা।
২। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায়বর্ম্মা তত্ত্বনিধি, সাং ভেলানগর।
৩। „ অশ্বিনীকুমার বসুবর্ম্মা, সাং কাঁঠালিয়া।
৪। „ নলিনীমোহন বসু, সাং পুঁড়া।
৫। „ কেদারনাথ ঘোষবর্ম্মা, সাং রংপুর।
৬। „ বসন্তকুমার বসুবর্ম্মা, এম-এ, বি-এল, সাং মালখাঁ নগর।
৭। „ মণীন্দ্রমোহন বসুবর্ম্মা, এম-এ, সাং পূর্ব্বসিমুলিয়া।
৮। „ ভূপেন্দ্রকিশোর বসু বর্ম্মারায়, এম-এ, বি-এল, সাং বহর।
৯। „ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষবর্ম্মা, সাং মুরটীয়া।
১০। ডাঃ রমেশচন্দ্র বসুবর্ম্মা, সাং ভবানীপুর।
১১। শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ ঘোষবর্ম্মা, সাং উলপুর।
১২। „ শ্যামাচরণ সোমবর্ম্মা, সাং নারায়ণগঞ্জ।
১৩। „ কালীচন্দ্র রায়, বেকরা।

(দক্ষিণরাঢ়ী)—

১। অধ্যাপক মন্মথমোহন বসুবর্ম্মা, এম-এ, সাং কলিকাতা।
২। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা, সাং কলিকাতা।
৩। „ বসন্তকুমার মিত্রবর্ম্মা, বি-এ, সাং পাণিসেহোলা।
৪। „ যোগেশচন্দ্র বসু, সাং কলিকাতা।
৫। „ রাসবিহারী ঘোষবর্ম্মা,, সাং ফরিদপুর।
৬। „ চারুচন্দ্র বসুবর্ম্মা, বি-এল, সাং গোয়াড়ী।
৭। „ রাধিকাপ্রসাদ ঘোষবর্ম্মাচৌধুরী, সাং রাজসাহী।
৮। „ তারকনাথ দেববর্ম্মা, সাং শ্রীরামপুর।
৯। „ প্রসন্নকুমার রায়বর্ম্মা, বি-এ, সাং কাঁঠাল।
১০। „ মণীন্দ্রমোহন দেববর্ম্মা মজুমদার, সাং কলিকাতা।
১১। „ চারুচন্দ্র দত্ত, সাং মনোখালি।

নবম প্রস্তাব। সভাপতি প্রভৃতিকে ধন্যবাদ।

(দ) মেহেরপুরের প্রবীণ উকিল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসু মাননীয় সভাপতি

মহোদয়ের কার্য্য এবং সম্পাদক মহাশয়ের কার্য্য উল্লেখ করিয়া ধন্যবাদ করেন। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ঘোষ অনুমোদন করিয়া পত্রিকা-সম্পাদক শাস্ত্রী মহাশয়কেও ধন্যবাদ দেন। সমর্থনকালে শ্রীযুক্ত রামদেবপ্রসাদ বলেন—আমরা যে ভ্রাতৃত্ব লইয়া এখানে সমবেত হইয়াছি, আমাদের সহিত সেই স্বাজাতিত্ব রূপ ভ্রাতৃত্বের মন্দার কুসুম বিনির্ম্মিত মাল্য প্রদানে পূর্ব্ব পশ্চিম বঙ্গের যাঁহারা কায়স্থ বলিয়া মিশিতে অভিলাষী, তাঁহাদিগকেও গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। আমরা দিন দিন সংখ্যায় অল্প হইতে অল্পতর হইয়া যাইতেছি। আর্য্য-সমাজ আজ মালকানা রাজপুত মুসলমানদিগকে হিন্দু সমাজে গ্রহণ করিতেছেন—সনাতনিগণও তাহা অনুমোদন করিতেছেন। আর আমাদের যাহারা কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেন—অনেকস্থলে উচ্চ কায়স্থ বংশে আদান প্রদান করিতেছেন, তাঁহাদিগকে তথা তাহাদের সমান পংক্তির ক্ষত্রিয় সন্তানদিগকেও কায়স্থ মধ্যে গ্রহণ করা আমি কর্ত্তব্য মনে করি, মুন্সী সাহের এই বক্তৃতা শেষ হইতে না হইতে চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া প্রস্তাবটী গৃহীত হইয়া রাত্রি ৮টায় সভা ভঙ্গ হয়।

সাময়িক প্রসঙ্গ

প্রচার :—

প্রচারক শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র গুহবর্ম্ম বিদ্যারত্ন গত বৈশাখ মাসে পশ্চিম বঙ্গে কাল্‌নায় পূজনীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সভা করিয়া তথায় কায়স্থদিগের মধ্যে তাহাদের ক্ষত্রিয় জাতিত্ব বুঝাইয়া দেন। এখানে পণ্ডিত মহাশয়ের উদারতাপূর্ণ বক্তৃতায়ও সকলেই মোহিত হইয়াছেন।

ইহার পর পণ্ডিত মহাশয় দিনাজপুর গমন করায় প্রচারক মহাশয় বীরভূমে আলিগ্রামে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ রায় মহাশয়ের ভবনে শ্রীযুক্ত রাধা-দামোদর রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সভা করেন। ১৬ই তারিখে

গোপালপুরে শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস উকিল মহাশয়ের ভবনে এক সভা করিয়া তথায় একটি শাখা সভা স্থাপন করেন। ১৮ই বৈশাখ কেন্দগড়িয়ায় শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ মিত্রবর্ম্মা বি-এ মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সভা করেন। ২০শে তারিখে রসা গ্রামে শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সভা করেন। ২১শে তারিখে বরড়া গ্রামে উপস্থিত হইয়া শ্রীযুক্ত বনওয়ারী লাল মিত্র মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সভা করেন। ২৭শে তারিখে বাদনা নিবাসী শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বক্সী মহাশয়ের ভবনে উঠিয়া তথায় এক সভা করেন।

প্রচারক মহাশয় এই ৮টী সভায় কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন, বিবাহের দাবী দাওয়ার অনিষ্টকারিতা এবং ক্ষত্রিয়োচিত উপনয়ন গ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিবিধ শাস্ত্র প্রমাণে বুঝাইয়া দিলে সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয়া আমাদিগকে পত্র লিখেন। অনেকে আগামী আশ্বিন মাসে উপনয়ন গ্রহণ করিবেন বলিয়া স্বাভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে অনেকে সমাজের সভ্য হইয়াছেন; ইহাদিগকে আমরা ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

প্রচারক শ্রীশবাবু বার্ষিক অধিবেশনের চেষ্টায় খুলনা, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করায় প্রচারে যাইতে পারেন নাই।

উপনয়ন :—

১৫ই বৈশাখ ১৩৩০। বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজ-কেন্দ্র। জেলা নদীয়ার অন্তর্গত ওশমানপুর নিবাসী (বা) শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দাস বি-এ, যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপবীত গ্রহণ করেন।

২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০। বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজ-কেন্দ্র। কাশ্মীর মহারাজার প্রধান বিচার পতি (chief judge) রায় বাহাদুর (দ) শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বসু-মল্লিক ৭ নং কাঁটাপুকুর শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্রবর্ম্ম মহাশয়ের ভবনে যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্র্যুপনয়ন গ্রহণ করেন।

বিবাহ :—

২১শে বৈশাখ ১৩৩০। চট্টগ্রামের খ্যাতনামা ডাক্তার শ্রীযুক্ত বেণীমোহন দাস বর্ম্মার পুত্রের সহিত তথাকার জজের সেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র দাস মহাশয়ের কন্যার শুভ-পরিণয়ে ক্ষত্রিয় রীতি আচরিত হয়। সংবাদদাতা

লিখিয়াছেন—বিবাহটী ১লা বৈশাখ হওয়া অবধারিত ছিল কিন্তু বিবাহে পূর্ব্বে ডাক্তার বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতার একটী পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়ায় ত্রয়োদশ দি অশৌচ অন্ত করিয়া ২১শে বিবাহ হয়। বিবাহে দ্বিসহস্রাধিক লোক সমা হয়—উপস্থিত সকলে—ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য বিবাহ-ভোজে যোগদান করি কৃতীকে উৎসাহিত করেন।

২৪শে বৈশাখ ১৩৩০। বগুড়া-জয়পুর। কবিরাজ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত দা কবিরত্নের কন্যার শুভ-পরিণয় ক্ষত্রিয় রীতিতে সম্পন্ন হয়।

উপাধি প্রাপ্তি :—

গোয়াড়ির শ্রীবিশ্বানন্দ মহামণ্ডলের মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সীতা ন্যায়াচার্য্য শিরোমণি প্রমুখ ৫২ পণ্ডিত প্রসিদ্ধ দার্শনিক ডাঃ শ্রীযুক্ত অ কুমার গুহ, এম-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি, মহাশয়কে 'তত্ত্বরত্ন' ও 'বিদ্যাভূ উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। আমরা সমাজের পক্ষ হইতে ডাঃ মহাশয়কে সানন্দে অভিনন্দন করিতেছি।

বিক্রয়ের পৈতা :—

যশোহর মাধবপুর-কায়স্থ-সম্মিলনীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সি বর্ম্মা তাঁহার আত্মীয়া জনৈকা বিধবা মহিলার নির্ম্মিত ছুটী পৈতা উপা পাঠাইয়াছেন। পৈতা অতি উৎকৃষ্ট ও সুমার্জ্জিত। যজুর্ব্বেদীয়দিগে ত্রিদণ্ডী হইয়াও অবশিষ্ট থাকে। প্রত্যেক উপবীতীই দেবেন্দ্র বাবু পোঃ চৌগাছা, যশোহর এই ঠিকানায় পত্র লিখিয়া পাইতে পারে টাকায় ২০টা।

UTTARPARA ... ONNAGAR PUBLIC LIBRARY
Estd. 1858

কায়স্থ-সমাজ।

৪র্থ বর্ষ | শ্রাবণ, ১৩৩০। | ৪র্থ সংখ্যা।

বৌদ্ধধর্ম্মে জাতিভেদ

আমাদের দেশের সাহিত্য, সমাজ এবং ধর্ম্ম লইয়া অনেক য়ুরোপীয় পণ্ডিত এবং তাঁহাদের এতদ্ দেশীয় শিষ্যগণ অনেক আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এরূপ মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন যে তাহা হইতে মনে হয় ভগবান বুদ্ধদেব যেন হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু-সমাজে একটা বিষম বিপ্লব সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যেই, অর্থাৎ হিন্দুর ধর্ম্ম ও সমাজ সংক্রান্ত প্রাচীন রীতিগুলির ধ্বংস সাধন করিবার জন্যই তাঁহার সমুদয় শক্তির প্রয়োগ করিয়াছিলেন। উত্তর ভারতের কোন সামাজিক কথা কহিতে গেলেই উক্ত লেখকগণ ভগবান্ গৌতমের উপর নানাপ্রকার দায়িত্বের আরোপ করিয়া থাকেন। সেন্‌সাস রিপোর্ট হইতে সমাজতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের গবেষণামূলক প্রস্তাবগুলি পর্য্যন্ত সকলগুলিরই অত্র তত্র "জাতিধর্ম্ম বিলোপী" বুদ্ধের প্রশংসা অথবা নিন্দা দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রকৃত কথা এই যে বুদ্ধদেব আদৌ 'জাতিভেদ বিলোপী' ছিলেন না, এবং তিনি কখনও 'সমাজ সংস্কারকে'র বেশ ধারণ করেন নাই। তাঁহার ধর্ম্মও যে প্রকৃত পক্ষে 'হিন্দু ধর্ম্মে'র বিরোধী ছিল তাহা নহে। ইংরাজী পুস্তক প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে এদেশে 'বৌদ্ধধর্ম্ম', 'হিন্দুধর্ম্ম' কিংবা অদ্ভুত 'ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম' ইত্যাকার কোন কথাই আদৌ ছিল না; এই সব কথা ইংরেজেরই রচনা মাত্র। সাংখ্য বেদান্তাদি দার্শনিক প্রাচীন মতের ন্যায় বৌদ্ধমত ও একটী ভারতীয় প্রাচীন দার্শনিক মত মাত্র। যাহা হউক, আজ আমরা সেই 'ধর্ম্মতত্ত্বে'র কথা বলিব না, শুধু সমাজতত্ত্বের জাতিভেদ সম্বন্ধেই দুই চারি কথা বলিব।

সামাজিক হিসাবে এদেশে জাতির বন্ধন যতই কেন দৃঢ় থাকুক না, জ্ঞানীর নিকট কোন কালেই জাতিভেদের মর্য্যাদা ছিল না। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার বাক্য,—

বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতঃ সমদর্শিনঃ ॥১৮। ৫ম অধ্যায়

ইহারই ভাষ্য করিতে গিয়া গুণাকর কবি ভারতচন্দ্র রায় ভবানন্দ মজুমদারের মুখ দিয়া জহাঙ্গীর বাদসাহকে বলিয়াছিলেন,—

ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণ সে ব্রহ্মার নায়েব।
না মানে না করে খানাপিনার আয়েব ॥

প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী অর্থাৎ ব্রাহ্মণ (জাতি ব্রাহ্মণ নহেন) কখনও জাতিভেদ মানেন না। বেদপন্থীই হউন, তান্ত্রিকাচারীই হউন, অথবা বৌদ্ধ অর্হৎই হউন, চতুর্থাশ্রমী সন্ন্যাসী, যতি অথবা ভিক্ষুর নিকট কোন কালেই জাতির বালাই নাই। সুতরাং বৌদ্ধমঠের ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীদিগের কখনও জাতির বালাই ছিল না। ক্ষত্রিয় স্বয়ং ভগবান গৌতম এবং তাঁহার পুত্র রাহুল ও জ্ঞাতিবন্ধু আনন্দ, নন্দ এবং অনিরুদ্ধ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ সারিপুত্র, মহা মৌদ্গল্যায়ন মহাকাত্যায়ন এবং মহাকাশ্যপ প্রভৃতি এবং নাপিত উপালি সকলেই সমান মাননীয় ভিক্ষু ছিলেন। শাক্যদিগের নর্মসচিব নাপিত উপালিই বৌদ্ধ ত্রিপিটকের 'বিনয়' পিটকের সংকলনকারীরূপে অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন। তথাপি, একথা সত্য যে বৌদ্ধমঠের কোন প্রসিদ্ধ ভিক্ষু অথবা ভিক্ষুণী যে বর্ণবাহ্য চণ্ডাল পুক্কসাদি জাতি হইতে গৃহীত হইয়াছিলেন, তাহা আমরা বহু অনুসন্ধান করিয়াও পাই নাই। শুধু আমরা কেন সুপ্রসিদ্ধ Dr. Rhys Davis এবং Dr. Oldenburg প্রমুখ (সিংহলী হীনযান সম্প্রদায়ের) বৌদ্ধশাস্ত্রে প্রবীণ পণ্ডিতেরাও এরূপ অনুসন্ধান করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়াছেন (১)। মহাযান সম্প্রদায়ের শাখাভেদ হইতে উৎপন্ন বজ্রযান, সহজযান প্রভৃতি মতে এবং জাতিভেদের কঠোরতা দূর হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়; আর দক্ষিণা পথের ভাগবত সম্প্রদায়ের জ্ঞানী ভক্ত সংঘ এ সম্বন্ধে যে অগ্রণী হইয়াছিলেন তাহা বলাই বাহুল্য।

(১) Dr. Rhys Davis' Buddhism, p. 181, Dr. Oldenburg's Buddhism, pp. 154-158.

পালি ভাষায় রচিত হীনযান সম্প্রদায়ের 'ত্রিপিটক' শাস্ত্র যাঁহারা ভাল করিয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই বলিতে পারেন নাই যে ভগবান গৌতম হিন্দু সমাজের জাতিভেদের কঠোরতা দূর করিবার কোন চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রকৃত কথা এই যে তিনি বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ক্রোড়েই উৎপন্ন, বর্দ্ধিত, লালিত ও পালিত হইয়া অন্যান্য সাধু সন্ন্যাসীর মতই মনের ভাব পাইয়াছিলেন; আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্যই তিনি অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছিলেন, সামাজিক জাতিভেদের সমস্যা সমাধান তাহার মুখ্য লক্ষ্য ছিল না। পালি ভাষায় রচিত 'বুদ্ধবংশ' নামক ধর্ম্মশাস্ত্রে গৌতমের পূর্ব্বগামী বুদ্ধগণের ও ভবিষ্যৎ 'মৈত্রেয়' বুদ্ধের যে জাতির বর্ণনা আছে তাহা হইতেও স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে অতীত যুগে যাহারা বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া ছিলেন, অথবা ভবিষ্যতেও যাহারা ঐ পদ প্রাপ্ত হইবেন, তাহারা সকলেই ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় বর্ণে উৎপন্ন;—হীনবর্ণে জন্মিয়া কেহই বুদ্ধত্ব লাভ করেন নাই। ভিক্ষু অথবা সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে জাতির বিচার উঠিয়া গিয়াছিল;—কোনও সন্ন্যাসী সম্প্রদায়েই কোনও কালে সে বিচার ছিল না;—আজিও নাই। কিন্তু গার্হস্থ্যাশ্রমে জাতিভেদের আচার খুব উত্তমরূপেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। অর্থাৎ বেদান্ত, সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রানুগামী বেদপন্থী অন্যান্য গৃহীরাও যেরূপ ভাবে জীবন যাপন করিতেন, শাক্যমত—অথবা বৌদ্ধমতের অনুগামী গৃহীরাও ঠিক সেই ভাবে সামাজিক জীবন যাপন করিতেন। আধুনিক বৈষ্ণব ও শাক্ত সম্প্রদায়ের গৃহীদিগের আচার ব্যবহার দেখিলেই সেকালের আচার ব্যবহারের দৃষ্টান্ত সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

এক বিষয়ে একটু ভেদ কিন্তু বেশ লক্ষ্য হয়। স্মৃতিশাস্ত্রে চারি বর্ণের নাম করিবার সময় "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র" বলা হয়। কিন্তু পালি ভাষায় লিখিত বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্র "ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র" এই ভাবে গণনার ক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। 'পিটক' শাস্ত্র হইতে যতদূর বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে মনে হয় যে ক্ষত্রিয় জাতির সম্মান ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অধিক ছিল (২)। এই সম্মান গৃহিদিগের সামাজিক সম্মান সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে; সন্ন্যাস অথবা প্রব্রজ্য গ্রহণের পর ভিক্ষুদিগের পূর্ব্বাশ্রমের জাতি ধরিয়া সম্মানের ন্যূনাধিক্য করা হইত না,—অন্ততঃ ভগবান গৌতম সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে 'জাতির বড়াই' কখনও মানেন নাই।

(২) "সংযুক্তানিকায়, তৃতীয়।"

ভগবান্ গৌতমের মতে ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিলেই কেহ প্রকৃত ব্রাহ্মণত্বের দাবী করিতে পারেন না। "ব্রাহ্মণ" শব্দের অর্থই "ব্রহ্মজ্ঞানী"। বেদপন্থীদিগের শাস্ত্রের সর্ব্বত্র যে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, গৌতম কেবল তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন মাত্র। বৃক্ষলতা, কীট, পতঙ্গ এবং পশু-পক্ষ্যাদির জাতিভেদ বলিতে যাহা বুঝায়, মানুষের জাতিভেদ বলিতে যে তাহা বুঝায় না, গৌতম তাহা উত্তমরূপে বুঝিয়াছেন ও বুঝাইয়াছিলেন। গীতোক্ত প্রসিদ্ধ বাক্যের "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম্ম-বিভাগশঃ" (৪র্থ অধ্যায়, ১৩শ শ্লোক) অর্থ লইয়া পণ্ডিতে পণ্ডিতে তুমুল দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইলেও উহার সরল অর্থ বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন। সূত্র পীটকের অন্তর্গত "বাশিষ্ঠ সূত্র" (পালি ভাষায় "বাসেথ সূত্র") নামক সূত্রে ভগবান গৌতম উক্ত গীতোক্ত বাক্যেরই যেন ভাষ্য করিয়াছেন। বশিষ্ঠ এবং ভরদ্বাজ গোত্রের (পূর্ব্বে মনুষ্যের গোত্র উল্লেখ করিয়াই পরিচয় করিতে হইত) দুইজন ব্রাহ্মণ ভগবান্ গৌতমের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে ব্রাহ্মণত্বের হেতু কি? অর্থাৎ জন্ম হইতে না কর্ম্ম হইতে ব্রাহ্মণ্য লাভ হইয়া থাকে। গৌতম ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন যে বিভিন্ন জাতীয় বৃক্ষ লতা, কীট পতঙ্গ এবং পশু পক্ষ্যাদির মত মানুষের মধ্যে "জাতির" প্রভেদ করা ঠিক নহে। মানুষের জাতিভেদ কথার কথা মাত্র; কারণ কৃষি, গোপালন এবং বাণিজ্যাদি জীবিকা অথবা কর্ম্ম হইতেই মানুষের জাতিভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। "কোন বিশিষ্ট পিতা মাতার সন্তানকে আমি ব্রাহ্মণ বলিনা—তিনি নামে মাত্র ব্রাহ্মণ—'ভোবাদী' মাত্র।"

আশ্বলায়ন সূত্রে (পালি আস্‌সলায়ন সুত্ত) লিখিত আছে যে আশ্বলায়ন গোত্রের এক ব্রাহ্মণ আসিয়া গৌতমকে বলিয়াছিলেন,—"হে গোতম, ব্রাহ্মণেরা বলেন, 'ব্রাহ্মণ সর্ব্বোচ্চ বর্ণ, অন্যান্য বর্ণ নিকৃষ্ট; ব্রাহ্মণ শ্বেতবর্ণ, অন্যেরা কৃষ্ণ বর্ণ; ব্রাহ্মণেরাই পবিত্র, যাহারা ব্রাহ্মণ নহে, তাহারা পবিত্র নহে; ব্রাহ্মণেরাই ব্রহ্মার প্রকৃত পুত্র, তাঁহার মুখ হইতে জাত, ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট, ব্রহ্মার দায়দ।' কিন্তু এ সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?"

আশ্বলায়নের এই প্রশ্নের উত্তরে গৌতম উক্ত ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অন্যান্য জাতীয় নারীদিগের মত ব্রাহ্মণ জাতির নারীদিগকেও সন্তান প্রসবের ক্লেশ ও অসুবিধা ভোগ করিতে হয় কি না?" আশ্বলায়ন অবশ্যই স্বীকার

করিলেন, যে ব্রাহ্মণকন্যাদিগকে ও উক্তরূপ ক্লেশ ভোগ করিতে হয় বৈকি। উৎকৃষ্ট গুণ, কর্ম্ম এবং স্বভাব বশতঃই যে ব্রাহ্মণের সম্মান হইয়া থাকে,—পরন্তু কেবল জন্মের জন্যই সেরূপ সম্মান হয় না,—গৌতম আশ্বলায়নকে নানা দৃষ্টান্ত দিয়া উত্তমরূপ বুঝাইয়া দিয়াছিলেন এবং সেই ব্রাহ্মণ তাঁহার উপদেশে মুগ্ধ হইয়া অবশেষে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফলতঃ জ্ঞানের উদয় হইলে জাতির বন্ধন যে আপনিই খসিয়া পড়ে, প্রাচীন ভারতের এই ধারণা যে বৌদ্ধমতেও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই।

জ্ঞানী, সাধু সন্ন্যাসীর কথা ছাড়িয়া সামাজিক হিসাবে বিচার করিলে গৌতমের মতে ক্ষত্রিয়ের সম্মান ব্রাহ্মণের অপেক্ষা অধিক ছিল বলিয়া বোধ হয়। আমাদের মনে হয়, তাঁহার সময়ে তাঁহার বাসস্থানের সমীপে সামাজিক অবস্থা যে প্রকার ছিল, তিনি তাহারই পরিচয় দিয়াছেন।

এই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের সামাজিক সম্মান সম্বন্ধে "দীর্ঘনিকায়ের" (পালি "দিঘনিকায়") অন্তর্গত "অম্বষ্ঠ সূত্রে" (পালি, "অম্বত্থ সুত্ত") কথিত একটি উপাখ্যানের কিয়দংশ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

পুষ্করসাদী নামক এক ব্রাহ্মণ অধ্যাপক গৌতমের যশের বার্ত্তা শুনিয়া প্রকৃত তথ্য জানিবার জন্য কতিপয় ছাত্রের সহিত "অম্বষ্ঠ" (নাম অথবা উপাধিধারী)কে ভগবানের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। অম্বষ্ঠ মঠে উপস্থিত হইলে ভিক্ষুগণ (তাঁহাকে উচ্চকুলজাত এবং শিক্ষিত ব্যক্তি বলিয়া বুঝিতে পারিয়া) তাঁহাকে যথোচিত সম্মান সহকারে গ্রহণ করিয়া বুদ্ধের নিকট লইয়া গেলেন।

অম্বষ্ঠ গৌতমের নিকট উপস্থিত হইয়া কিন্তু সদাচারানুমোদিত সম্মান প্রদর্শন করিলেন না। গৌতম অম্বষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি যেরূপ-ভাবে উপস্থিত হইলেন, কোন জ্ঞানবৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট সেরূপে উপস্থিত হওয়া কি শিষ্টাচারানুমোদিত? অম্বষ্ঠ বলিলেন, "না, ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইবার আচার এরূপ নহে; কিন্তু মুণ্ডিত, সন্ন্যাসী নাম ধারী, (অথচ মিথ্যা বেশধারী, যাহাকে ধর্ম্মশাস্ত্রে 'ধর্ম্মধ্বজী',—'লিঙ্গী' এইরূপ বলা হইয়াছে) সামান্য গৃহী, কৃষ্ণবর্ণ, অথবা ব্রহ্মার পাদ হইতে উৎপন্ন (শূদ্র) লোক দিগের নিকট উপস্থিত হইবার সময়ে ব্রাহ্মণোচিত শিষ্টাচার করা কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি না।"

গোতম। আপনি প্রকৃতপক্ষে অশিক্ষিত,—সেই জন্য সুশিক্ষিত ব্যক্তির মত ভান করিতেছেন; এরূপ করা আপনার উচিত নহে।

গোতমের মুখে "অশিক্ষিত এই কথা শুনিয়া অম্বষ্ঠ চটিয়া আগুণ হই
এবং স্পষ্ট অপমান করিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন,—

"শাক্যবংশের লোকগুলা বড়ই উদ্ধত, পরুষভাষী, অবিমৃষ্যকারী এ
তাহাদের ব্যবহার প্রকৃতই অসহ্য। সামান্য জমিদার হইয়া শাক্যদিগের এ
ব্যবহার শোভা পায় না,—তাহাদের পক্ষে ব্রাহ্মণকে সম্মান করিয়া
সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তাহারা যে কিরূপ অসভ্য তাহা আমি বেশ জা
একবার বিষয় কার্য্যের জন্য আমি শাক্যদিগের সভায় গিয়াছিলাম ; তা
আমার আদর অভ্যর্থনা করা দূরে থাকুক, নিজেদের মধ্যে গা টেপাটেপি
নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী করিয়া আমার অপমান করিয়াছিল।"

গোতম। ঠাকুর, গাধীগুলা ও নিজের বাসায় বসিয়া যা ইচ্ছা কিচি
করিয়া আমোদ করিতে পারে, আর কপিলবাস্তু ত শাক্যদের বাড়ী ঘর।

অম্বষ্ঠ। দেখুন,—সমাজে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি
আছে,—আর ক্ষত্রিয়াদি তিনবর্ণ ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যা করিতে বাধ্য ; সুতরাং
শাক্যদের মত সামান্য লোকেদের পক্ষে ব্রাহ্মণের সম্মান না করা নিতান্ত
গর্হিত।

গোতম দেখিলেন যে এই ব্যক্তি বার বার শাক্যদিগকে "সামান্য লো
বলিয়া অবমাননা করিতেছে, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"ভাল ঠাকুর আপনার গোত্রটা কি ?"

অম্বষ্ঠ। আমরা 'কৃষ্ণায়ন গোত্রীয়।'

গোতম। তবেই আপনি যদি পুরাতন বংশাবলীর কথা স্মরণ করি
দেখেন, দেখিবেন, শাক্যকুল আপনাদের প্রভুর বংশ হইতে জন্মিয়াছে
আর আপনারা তাঁহাদেরই ক্রীতদাস হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। আপনি
জানেন, যে শাক্যেরা বৈবস্বতমনুর পুত্র ইক্ষ্বাকুর বংশধর আর কৃষ্ণায়ন
সেই ইক্ষ্বাকু রাজারই এক ক্রীতদাসীর বংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন।

গোতমের এই কথায় অম্বষ্ঠের সতীর্থ যুবকেরা বলিয়া উঠিলেন, "না
আপনি অম্বষ্ঠকে 'দাসীবংশজাত' বলিয়া নিন্দা করিবেন না। অম্বষ্ঠ উচ্চকুলজা
সুশিক্ষিত ব্যক্তি,—তিনি আপনার সহিত বিচার করিতে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ।"

গোতম। দেখুন, যদি আপনারা বিবেচনা করেন যে অম্বষ্ঠ
কুলজাত, এবং অজ্ঞ,—এবং তিনি আমার সহিত বিচার চালাইতে অক্ষ
তাহা হইলে তিনি এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়ান এবং আপনারাই আমার স

তর্ক আরম্ভ করিয়া দিন ; কিন্তু যদি আপনারা মনে করেন যে অম্বষ্ঠ উচ্চ কুলজাত সুশিক্ষিত এবং বিচার কার্য্যে সমর্থ তাহা হইলে কৃপা করিয়া আপনারা নিরস্ত হউন এবং অম্বষ্ঠই আমার সহিত কথা কহুন।

গোতমের এই প্রস্তাবে অম্বষ্ঠের সতীর্থেরা সম্মত হইলে, তিনি অম্বষ্ঠকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"অম্বষ্ঠ! এখন আইস আমার এক যুক্তিসঙ্গত প্রশ্নের উত্তর দাও ; এই প্রশ্নের উত্তর, তুমি ইচ্ছা কর আর নাই কর, তোমাকে নিশ্চয়ই দিতে হইবে। যদি তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর না দাও, অথবা চুপ করিয়া থাক, অথবা উত্তর ভাঁড়াইয়া এক বিষয় হইতে অন্য বিষয়ে কথা কহ,—অথবা বিচারক্ষেত্র হইতে চলিয়া যাও, তৎক্ষণাৎ তোমার মস্তক সাতখানা হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িবে (৩)। এখন কি বল, অম্বষ্ঠ ? প্রাচীন পরম্পরা ক্রমে আগত কৃষ্ণায়ণগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে তুমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণের নিকট কি শুনিয়াছ ?"

গোতমের এই প্রশ্নে অম্বষ্ঠ নিরুত্তর রহিলেন। গোতম পুনরায় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন,—অম্বষ্ঠ তথাপি মৌনী রহিলেন। তখন গৌতম বলিলেন,—"অম্বষ্ঠ! উত্তর দাও ; এখন আর তোমার মৌনী হইবার সময় নাই। তথাগতের এই যুক্তিযুক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে যিনিই অবহেলা করিবেন,—তৃতীয়বার জিজ্ঞাসিত হইবার পরও যিনি মৌনী থাকিবেন,—তাঁহারই মস্তক সপ্তধা বিদীর্ণ হইবে।"

ঠিক সেই সময়েই এক দানব সকলের অলক্ষ্যে এক জলন্ত লৌহ হাতুড়ি তুলিয়া অম্বষ্ঠের মাথা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য শূন্যে প্রস্তুত রহিয়াছে দেখিয়া ভয়ে তাঁহার মাথার চুলগুলি সব দাঁড়াইয়া উঠিল। তিনি ছুটিয়া গোতমেরই আশ্রয় লইলেন এবং আবার তাঁহার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। গোতম পুনরায়—ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে অম্বষ্ঠ বলিলেন, "গোতম যেরূপ বলিয়াছেন কৃষ্ণায়ণদিগের উৎপত্তির প্রকৃত প্রবাদ তাহাই বটে।"

অম্বষ্ঠের এই উক্তির পর অম্বষ্ঠের বন্ধুগণ এক্ষণে সকলেই তাহার জন্মের নীচত্ব সম্বন্ধে নানাপ্রকার নিন্দা আরম্ভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে তাঁহারা যেরূপ

(৩) ঠিক এইরূপে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি জনকের যজ্ঞোপস্থিত শাকল্যকে বলিয়াছিলেন, "তুমি যদি আমার প্রশ্নের উত্তর না দাও, তোমার মাথা ফাটিয়া পড়িয়া যাইবে" এবং শাকল্য উত্তর না দেওয়ায় তাঁহার মাথা ফাটিয়া পড়িয়াছিল। বৃহদারণ্যকে উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায় নবম ব্রাহ্মণে।

উচ্চৈঃস্বরে উচ্চকুলের প্রশংসাবাদ গাহিতেছিলেন, এক্ষণে সেইরূপ তারস্বরে নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন। অম্বষ্ঠের এতাদৃশ দুরবস্থা দেখিয়া গৌতম বলিলেন যে অম্বষ্ঠকে দাসীকুলজাত বলিয়া এরূপ কঠোর নিন্দাবাদ করা উচিত নহে, যেহেতু সেই দাসীর পুত্র স্বকীয় কার্য্যগুণে ঋষিত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার তপোবলে মুগ্ধ হইয়া রাজা ইক্ষ্বাকু তাঁহাকে নিজ কন্যা সম্প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

তাহার পর গোতম অম্বষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"যদি কোন ক্ষত্রিয়ের ঔরসে এবং ব্রাহ্মণ কন্যার গর্ভে কোন পুত্রের জন্ম হয় তাহা হইলে সেই পুত্র ব্রাহ্মণ সমাজে আসন এবং জল পাইবে কি না?"

অম্বষ্ঠ। পাইবে।

গোতম। সে ব্রাহ্মণ সমাজে পংক্তিভোজনের অধিকার পাইবে কিনা?

অম্বষ্ঠ। পাইবে।

গোতম। ব্রাহ্মণেরা তাহাকে বেদমন্ত্র শিক্ষা দিবেন কি না?

অম্বষ্ঠ। দিবেন।

গোতম। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে কন্যাদান করিবেন কিনা?

অম্বষ্ঠ। করিবেন।

গোতম। ক্ষত্রিয়েরা তাঁহাকে ক্ষত্রিয় বর্ণে লইবেন কি না?

অম্বষ্ঠ। না।

গোতম। কেন?

অম্বষ্ঠ। যেহেতু ঐ ব্যক্তি মাতৃপক্ষে ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন হয় নাই।

গোতম। কোন ব্রাহ্মণের ঔরসে ও ক্ষত্রিয় কন্যার গর্ভে জাতপুত্র ব্রাহ্মণ সমাজে জল, আসন এবং একত্র ভোজনের অধিকার পাইবে কি না?

অম্বষ্ঠ। পাইবে।

গোতম। ব্রাহ্মণেরা তাহাকে ব্রহ্মচর্য্যে উপনীত করিবেন? (উপনয়ন দিয়া বেদপাঠ করাইবেন?)

অম্বষ্ঠ। করিবেন।

গোতম। কন্যাদান করিবেন?

অম্বষ্ঠ। করিবেন।

গোতম। ক্ষত্রিয়েরা তাহাকে স্বজাতিতে লইবেন?

অম্বষ্ঠ। না।

গোতম। কেন?

অম্বষ্ঠ। যেহেতু ঐ ব্যক্তি পিতৃপক্ষে ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন হয় নাই।

গোতম। তবেই দেখুন, ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণ অপেক্ষা উচ্চতর। আচ্ছা, যদি কোনও দোষের জন্য ব্রাহ্মণেরা কোনও ব্রাহ্মণকে স্ব-সমাজ হইতে বাহির করিয়া দেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণেরা কি সেই সমাজচ্যুত ব্রাহ্মণকে স্বজাতির মধ্যে পুনর্গ্রহণ করিতে, তাঁহাকে লইয়া পংক্তি ভোজন করিতে, বেদ পড়াইতে অথবা কন্যাদান করিতে পারেন?

অম্বষ্ঠ। না, তাহা পারেন না।

গোতম। কিন্তু যদি ক্ষত্রিয়েরা কোনও ক্ষত্রিয়কে ঐরূপে সমাজ হইতে বাহির করিয়া দেন, ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে, বেদ পড়াইতে, তাঁহার সহিত পংক্তি ভোজন করিতে পারেন কি না?

অম্বষ্ঠ। হাঁ, তাহা পারেন।

গোতম। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে কন্যাদান করিতে পারেন?

অম্বষ্ঠ। হাঁ, তাহা পারেন।

গোতম। তবেই দেখুন, ক্ষত্রিয়েরা সমাজচ্যুত হইলেও তাহারা ব্রাহ্মণের অপেক্ষা উচ্চতর। দেখুন অম্বষ্ঠ! একজন ব্রাহ্মণ এই গাথাটি বলিয়াছিলেন,—

"কুল লয়ে করিলে বিচার, উচ্চ বটে ক্ষত্রিয়ের মান।
সকলের মাঝে শ্রেষ্ঠ কিন্তু শুভ যাঁর কর্ম্ম আর জ্ঞান॥"

এবং আমার বিবেচনায়, হে অম্বষ্ঠ, এই কথাই সত্য কথা। (৪)

ভগবান গোতমের সংঘে ব্রাহ্মণ-জাতির ভিক্ষু অনেক ছিলেন। সারিপুত্র, মহামৌদ্গল্যায়ন ও মহাকাশ্যপ প্রমুখ প্রধান প্রধান স্থবিরেরা ব্রাহ্মণ ছিলেন; অন্যান্য ব্রাহ্মণ শিষ্যের সংখ্যাও অল্প ছিল না। আশ্বলায়ন, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ এবং (কৃষ্ণায়ণ গোত্রীয়) অম্বষ্ঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ তাঁহার সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার জন্য আসিয়া অবশেষে ভগবানের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইয়াছিলেন। ভগবান যে কখনও ব্রাহ্মণের নিন্দাবাদ করিতেন, তাহার প্রমাণ নাই; প্রত্যুতঃ তাঁহার ব্রাহ্মণ-প্রীতির প্রমাণই বৌদ্ধশাস্ত্রের নানাস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে

(৪) কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব পাদরী-লাট ডাক্তার R. S. Copleston, D. D, সাহেবের প্রণীত 'Buddhism in Magadha and Ceylon' পুস্তকের ষোড়শ অধ্যায় হইতে গৃহীত।

মনে হয় যে ভগবানের সমকালে মগধ-মিথিলাদি প্রদেশে অন্ততঃ ব্রাহ্ম ও ক্ষত্রিয়ের সামাজিক মর্য্যাদা এখনকার মত ছিল না। ক্ষত্রিয়ের সম্মা তখন ব্রাহ্মণের অপেক্ষা অধিক থাকুক না থাকুক, ব্রাহ্মণ সমাজের বৈবাহি আচারাদির নিষ্ঠা যে অনেক পরিমাণে শিথিল ছিল, তাহাতে ত সংশয় নাই।

অম্বষ্ঠসূত্রে যাহা দেখা গেল তাহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে ভগবান গোতমের সমকালে ব্রাহ্মণ-সমাজে ক্ষত্রিয়বরের নিকট কন্যাদা ও ক্ষত্রিয় সমাজ হইতে কন্যা গ্রহণ প্রচলিত ছিল এবং এইরূপ উভয় বিবা জাত সন্তানই ব্রাহ্মণ সমাজে ব্রাহ্মণ বলিয়া গৃহীত হইত। মনুসংহিতার দশ অধ্যায়ের বর্ণনানুসারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় কন্যা বিবাহ করিলে তাঁহাদের সেই বিবাহ জাত পুত্র ব্রাহ্মণ বলিয়াই গণ্য হইতেন কিন্তু ক্ষত্রিয়বরের সহিত ব্রাহ্মণ কন্ বিবাহিত হইলে সেই বিবাহজাত সন্তান ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয় এতদুভ সমাজের বাহিরে যাইয়া পড়িতেন—অর্থাৎ বিভিন্ন "সূত" নামক জাতিতে পরিণত হইতেন,—দেখা যায় (৫)। "সূত" নামক জাতির জন্য মনুসংহি অশ্বসারথ্য অথবা কোচ্‌ম্যানের বৃত্তি নির্দিষ্ট করিয়া দিলেও, সেই সূ সাধারণ গাড়োয়ান হইতেন না,—রাজার ঘনিষ্ট সচিবরূপে মাননীয় হইতে (যেমন রামায়ণে দশরথের সূত সুমন্ত্র) এবং নাটকে দেখা যায় সেই সূ সংস্কৃতভাষী ও 'রাজাকে আয়ুষ্মণ' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। পুরাণ-শাস্ত্রে বর্ণনানুসারে পুরাণশাস্ত্রের রক্ষা, আলোচনা এবং ঋষি অথবা জনসাধারণে সম্মুখে পুরাণ পাঠ তাহার জীবিকারূপে নির্দ্দিষ্ট দেখা যায়। আজকাল কথ ঠাকুরেরা যে কাজ করেন, পৌরাণিক কালে সূতেরা তাহাই করিতে সুতরাং এরূপ সূত যে এক রকম ব্রাহ্মণই ছিলেন, তাহার আর সন্দে কি? এরূপ বিবাহের ফলেই আবার যে বিখ্যাত যদুবংশীয় ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হইয়াছিল তাহা মহাভারত এবং মহাপুরাণে দেখিতে পাওয়া যা অথচ সেই মহাভারতেই তুল্যরূপ কারণে (ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ কন্যা সংযো উৎপন্ন বলিয়া) অঙ্গরাজবংশীয় মহারাজ অধিরথকে (মহাবীর কর্ পালক-পিতা) সাধারণ সূত্রধর বলিয়া উপেক্ষা করা হইয়াছে দেখি পাওয়া যায়। এই সকল পুরাতন আখ্যায়িকা হইতে আমাদের এই ধা

(৫) মনুসংহিতা, ১০ম অধ্যায় ৪র্থ হইতে ১১ শ শ্লোক। গত বর্ষের 'সমাজের' পৃষ্ঠায় "বর্ণসাংকর্য" প্রবন্ধে এসম্বন্ধে আলোচনা আছে।

হইয়াছে যে ভিন্ন ভিন্ন কালে এবং দেশে সমাজের আচার বিভিন্নরূপ হইয়াছিল। সুতরাং ভগবান গৌতমের সময়ে ব্রাহ্মণ সমাজের বৈবাহিক আচার অম্বষ্ঠ-সূত্রের বর্ণনার অনুরূপ ছিল বলিয়া গ্রহণ করিতে কোনও আপত্তি দেখা যায় না।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে হইতেছে। বৌদ্ধ এবং জৈন-সাহিত্যে চতুর্ব্বর্ণের সংখ্যা গণনা ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র এই ক্রমে করা হইয়াছে। উপনিষদের অনেক স্থানে ক্ষত্রিয় রাজার নিকট ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা করিতেছেন বলিয়া বর্ণনা আছে। বৃহদারণ্যক্ উপনিষদের (শত-পথ ব্রাহ্মণের অংশ বিশেষ) এক স্থানে আছে ক্ষত্রিয়ের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই (৬)। সেই সকল হেতুবশতঃ কোন কোন য়ুরোপীয় এবং এতদ্দেশীয় পণ্ডিত ক্ষত্রিয় রাজাদিগকে ব্রহ্মবিদ্যার আবিষ্কর্ত্তা অথবা উপদেষ্টা বলিয়াছেন! দেখিলাম, "প্রবাসী" মাসিক পত্রের গত ১৩২৯ সালের ভাদ্র মাসের সংখ্যায় কোনও বিদ্বান্ লেখক উল্লিখিত মতের প্রতিবাদ করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ঐ পত্রের ৬৪৬—৬৫০ পৃষ্ঠায় ঐ প্রবন্ধ ছাপা হইয়াছে। সুবিদ্বান্ লেখক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নবম অধ্যায়ে দ্বিতীয় শ্লোকের ("রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্") "রাজবিদ্যা" শব্দের অর্থ আচার্য্যপাদের মতে রাজার (ক্ষত্রিয়ের) বিদ্যা নহে কিন্তু বিদ্যার রাজা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বিদ্যা এইরূপ প্রকাশ করিয়া প্রতিবাদের পুষ্টি করিয়াছেন। ব্রহ্মবিদ্যা—ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয় কাহারও এক চেটিয়া নহে এবং ভারতীয় মতে সকল বিদ্যাই ব্রহ্ম হইতে আবির্ভূত,—কাহারও আবিষ্কৃত নহে। সুতরাং এ সম্বন্ধে পৈতৃক স্বত্ব লইয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে কোন বিবাদ নাই এবং কোনও ইস্যুও এ সম্বন্ধে ধার্য্য হয় নাই। তথাপি একথা নিশ্চয় যে লেখক মহাশয় প্রস্তুত-বিষয়ের বিচার করিতে বসিয়া গীতার চতুর্থাধ্যায়ের,—

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥১
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপঃ ॥২

(৬) "তস্মাৎ ক্ষত্রাৎ পরং নাস্তি তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়মধস্তাদুপাস্তে ইত্যাদি" প্রথমাধ্যায় চতুর্থ ব্রাহ্মণ।

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগো প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥৩

এই তিনটী শ্লোক ভুলিয়া গিয়াছেন। এখানে ভগবান স্পষ্টই বলিয়াছেন যে বৈবস্বত মনু এবং তৎপুত্র ইক্ষাকু মহারাজা হইতে বংশ পরম্পরা ক্রমে রাজর্ষিগণের মধ্যেই এই যোগ ব্রহ্মজ্ঞান বিদ্যমান ছিল। সুতরাং যদি কোন পণ্ডিত বলিয়া থাকেন যে প্রাচীন ভারতে ক্ষত্রিয় রাজারা ব্রহ্মবিদ্যার প্রবর্ত্তক ছিলেন,—তাহা হইলে তাঁহার কোন অপরাধ হইবার কথা নহে।

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

মহর্ষি ভুবন মোহন

প্রথম অধ্যায়

ইতিহাস-বিশ্রুত ঢাকা নগরীর ৬ মাইল দক্ষিণে শাক্তা নামে একটী গণ্ডগ্রাম আছে। গ্রামখানি আম্র, পনস, সুপারি, খর্জ্জুর, কদলি ও নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষে সুশোভিত। গ্রামের বাহিরে নানা শস্যরাজিসমন্বিত প্রান্তর। বঙ্গীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই গ্রামে পদ্ম লোচন কর নামে একজন বঙ্গজ কায়স্থ বাস করিতেন। কর মহাশয়ের সাংসারিক অবস্থা বেশ স্বচ্ছল ছিল। তিনি লগ্নী কারবার করিতেন; কিন্তু তাই বলিয়া কখনও কুসীদ জীবিগণের নীচতা অবলম্বন করেন নাই। দরিদ্রের দুঃখে তাহার হৃদয় দ্রবীভূত হইত, তিনি তাহাদের অনেক সুদ মাপ দিতেন। তাঁহার নিকট হইতে টাকা ধার করিয়া কত দরিদ্র কন্যাদায় হইতে মুক্ত হইয়াছে; কত দরিদ্র পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ করিয়াছে; কত লোক কত বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ইহার পর তিনি গ্রামের দীন দুঃখীগণকেও যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। তিনি ধনবান হইলেও অমায়িক ও পরোপকারী ছিলেন। তাঁহার সদ্ব্যবহারে গ্রামের

আপামর সাধারণ তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি করিত। তাঁহার সহধর্ম্মিণী রাসমণি দেবী ও পরমা সাধ্বী ও গুণবতী ছিলেন। প্রতিবেশীগণ মধ্যে কাহারও কোন পীড়া হইলে, তিনি তাহার শুশ্রূষার সুবন্দোবস্ত করিতেন, কাহারও কোন অভাব হইলে তিনি তাহার অভাব মোচনে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। এজন্য পাড়ার সকলেই তাহাকে জননীর ন্যায় ভক্তি করিত।

কর মহাশয়ের তিনটী পুত্র ও চারিটী কন্যা। তাহার লক্ষ্মীস্বরূপিণী পত্নী তাহাদিগকে লালন পালন করিতেন,—কর মহাশয়ের বিশাল সংসারের সমস্ত গৃহকার্য্য ও তাহার সেবা শুশ্রূষা তিনিই করিতেন! এতদ্ব্যতীত অতিথি অভ্যাগতের অভ্যর্থনা, বার মাসে তের পার্ব্বন ও ব্রতাদি ছিল। এ সকল করিয়াও তিনি প্রতিবেশীগণের সেবা করিতে ত্রুটী করেন নাই। বঙ্গীয় ১২৩২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে আবার তাহার গর্ভের সঞ্চার হইল। এইবার তাহার অষ্টম গর্ভ। কয়েক মাস পরে যখন গর্ভের লক্ষণগুলি প্রকটিত হইয়া উঠিল তখন গ্রামে কতরূপ সমালোচনাই হইতে লাগিল। কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন এবার কন্যা জন্মিবে, কারণ কর মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র জয়চন্দ্রের জন্মের পর দুইটী কন্যা জন্মে, তারপর তৃতীয় পুত্র আনন্দচন্দ্র জন্মিয়াছেন। আনন্দচন্দ্রের জন্মের পর মাত্র একটি কন্যা জন্মিয়াছে সুতরাং এ গর্ভে কন্যা ব্যতীত পুত্র জন্মিতে পারে না। আবার কেহ কেহ বলিতেন প্রথম পুত্র ঈশানচন্দ্রের পর এক কন্যা জন্মিয়াছে তার পরেই ত জয়চন্দ্র; সুতরাং এবার কন্যা কিছুতেই হইবে না; পুত্রই হইবে। এই লইয়া পাড়ার মেয়ে পার্লিয়ামেণ্টে সময় সময় উভয় পক্ষে বিষম বাগ বিতণ্ডা চলিত, অনেক সময় বাজি ধরা পর্য্যন্তও হইত। রাসমণি দেবীর সম্পর্কিত ভ্রাতা বা ভ্রাতৃবধূ কেহ পুত্র হইবে বলিলে বিরুদ্ধ পক্ষের রসিকাগণ ঠাট্টা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়া বলিতেন, "তবে এবার তোমরা সাবধান!" পরশ্রীকাতর পুরুষগণ পরোক্ষে বলিত—"এবার কর মহাশয়ের পুত্র জন্মিলেই ভাল হয়—তাহা হইলে যদি তাহাদ্বারা যদুবংশ ধ্বংশ হয়।" এইরূপ গ্রামে নানাপ্রকার সমালোচনা চলিতে লাগিল। কর মহাশয়ের বৈঠকখানায় অনেক সময় অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও সাধু সন্ন্যাসী আসিতেন—তাহাদের অনেকেই বলিতেন—এই গর্ভে এক মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিবেন।

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগো প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥৩

এই তিনটী শ্লোক ভুলিয়া গিয়াছেন। এখানে ভগবান স্পষ্টই বলিয়াছেন যে বৈবস্বত মনু এবং তৎপুত্র ইক্ষাকু মহারাজা হইতে বংশ পরম্পরাক্রমে রাজর্ষিগণের মধ্যেই এই যোগ ব্রহ্মজ্ঞান বিদ্যমান ছিল। সুতরাং যদি কোন পণ্ডিত বলিয়া থাকেন যে প্রাচীন ভারতে ক্ষত্রিয় রাজারা ব্রহ্মবিদ্যার প্রবর্ত্তক ছিলেন,—তাহা হইলে তাঁহার কোন অপরাধ হইয়াছে কথা নহে।

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

মহর্ষি ভুবন মোহন

প্রথম অধ্যায়

ইতিহাস-বিশ্রুত ঢাকা নগরীর ৬ মাইল দক্ষিণে শাক্তা নামে একটী গণ্ডগ্রাম আছে। গ্রামখানি আম্র, পনস, সুপারি, খর্জ্জুর, কদলি ও নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষে সুশোভিত। গ্রামের বাহিরে নানা শস্যরাজিসমন্বিত প্রান্তর। বঙ্গীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই গ্রামে পদ্ম লোচন কর নামে একজন বঙ্গজ কায়স্থ বাস করিতেন। কর মহাশয়ের সাংসারিক অবস্থা বেশ স্বচ্ছল ছিল। তিনি লগ্নী কারবার করিতেন; কিন্তু তাই বলিয়া কখনও কুসীদ জীবিগণের নীচতা অবলম্বন করেন নাই। দরিদ্রের দুঃখে তাহার হৃদয় দ্রবীভূত হইত, তিনি তাহাদের অনেক সুদ মাপ দিতেন। তাঁহার নিকট হইতে টাকা ধার করিয়া কত দরিদ্র কন্যাদায় হইতে মুক্ত হইয়াছে; কত দরিদ্র পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ করিয়াছে; কত লোক কত বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ইহার পর তিনি গ্রামের দীন দুঃখীগণকেও যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। তিনি ধনবান হইলেও অমায়িক ও পরোপকারী ছিলেন। তাঁহার সদ্ব্যবহারে গ্রামের

আপামর সাধারণ তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি করিত। তাঁহার সহধর্ম্মিণী রাসমণি দেবী ও পরমা সাধ্বী ও গুণবতী ছিলেন। প্রতিবেশীগণ মধ্যে কাহারও কোন পীড়া হইলে, তিনি তাহার শুশ্রূষার সুবন্দোবস্ত করিতেন, কাহারও কোন অভাব হইলে তিনি তাহার অভাব মোচনে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। এজন্য পাড়ার সকলেই তাহাকে জননীর ন্যায় ভক্তি করিত।

কর মহাশয়ের তিনটী পুত্র ও চারিটী কন্যা। তাহার লক্ষ্মীরূপিনী পত্নী তাহাদিগকে লালন পালন করিতেন,—কর মহাশয়ের বিশাল সংসারের সমস্ত গৃহকার্য্য ও তাহার সেবা শুশ্রূষা তিনিই করিতেন! এতদ্ব্যতীত অতিথি অভ্যাগতের অভ্যর্থনা, বার মাসে তের পার্ব্বণ ও ব্রতাদি ছিল। এ সকল করিয়াও তিনি প্রতিবেশীগণের সেবা করিতে ত্রুটী করেন নাই। বঙ্গীয় ১২৩২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে আবার তাহার গর্ভের সঞ্চার হইল। এইবার তাহার অষ্টম গর্ভ। কয়েক মাস পরে যখন গর্ভের লক্ষণগুলি প্রকটিত হইয়া উঠিল তখন গ্রামে কতরূপ সমালোচনাই হইতে লাগিল। কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন এবার কন্যা জন্মিবে, কারণ কর মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র জয়চন্দ্রের জন্মের পর দুইটী কন্যা জন্মে, তারপর তৃতীয় পুত্র আনন্দচন্দ্র জন্মিয়াছেন। আনন্দচন্দ্রের জন্মের পর মাত্র একটি কন্যা জন্মিয়াছে সুতরাং এ গর্ভে কন্যা ব্যতীত পুত্র জন্মিতে পারে না। আবার কেহ কেহ বলিতেন প্রথম পুত্র ঈশানচন্দ্রের পর এক কন্যা জন্মিয়াছে তার পরেই ত জয়চন্দ্র; সুতরাং এবার কন্যা কিছুতেই হইবে না; পুত্রই হইবে। এই লইয়া পাড়ার মেয়ে পার্লিয়ামেণ্টে সময় সময় উভয় পক্ষে বিষম বাগ বিতণ্ডা চলিত, অনেক সময় বাজি ধরা পর্য্যন্তও হইত। রাসমণি দেবীর সম্পর্কিত ভ্রাতা বা ভ্রাতৃবধূ কেহ পুত্র হইবে বলিলে বিরুদ্ধ পক্ষের রসিকাগণ ঠাট্টা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়া বলিতেন, "তবে এবার তোমরা সাবধান!" পরশ্রীকাতর পুরুষগণ পরোক্ষে বলিত—"এবার কর মহাশয়ের পুত্র জন্মিলেই ভাল হয়—তাহা হইলে যদি তাহাদ্বারা যদুবংশ ধ্বংশ হয়।" এইরূপ গ্রামে নানাপ্রকার সমালোচনা চলিতে লাগিল। কর মহাশয়ের বৈঠকখানায় অনেক সময় অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও সাধু সন্ন্যাসী আসিতেন—তাহাদের অনেকেই বলিতেন—এই গর্ভে এক মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ক্রমে মাসের পর মাস চলিয়া গেল, মধুরমলয়ানিলশোধিত চৈত্র মাস আসিয়া উপস্থিত হইল। বন উপবন নানা ফলপুষ্পে সুশোভিত হইয়া প্রকৃতির অপূর্ব্ব শোভা উৎপাদন করিল। আম্রপল্লবের শীতল ছায়ায় বসিয়া মধুর কণ্ঠে কোকিল সৃষ্টিকর্ত্তার অপার মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিল। রাত্রিতে নির্ম্মল আকাশ, নক্ষত্ররাজিসমন্বিত চন্দ্রের উদয়ে, অতি অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিতে লাগিল। মৃদু মন্দ বাতাস চন্দ্রকররঞ্জিত নবকিশলয়-গুলিকে সঞ্চালিত করিয়া শরীর সুশীতল করিতে লাগিল; সেই অনির্ব্বচনীয় শোভা সন্দর্শন করিয়াই যেন পাপিয়া প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া ভগবানের গুণ গাইতে লাগিল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি পঙ্কলোচন কর মহাশয়ের বাড়ীতে বার মাসে তের পার্ব্বন লাগা ছিল। এবার এই চৈত্র মাসের ১১ই তারিখ বৃহস্পতিবার দোল যাত্রা। দোলে কর মহাশয়ের বাড়ীতে প্রতিবৎসরই খুব ধুমধাম হয়। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও আয়োজন উদ্যোগ হইতে লাগিল। চারি দিক হইতে আত্মীয় স্বজন ও কুটুম্বকুটুম্বিনীগণ কর মহাশয়ের বাড়ীতে আসিতে লাগিলেন। এই আত্মীয় সমাগমে কর মহাশয় ও তাঁহার পত্নী সুখী হইলেন বটে কিন্তু তাহাদের মুখে যেন এক চিন্তার মলিন ছায়া প্রকটিত হইল। রাসমণি দেবী এখন দশ মাসের গর্ভবতী, তাই তাঁহাদের ভয় পাছে দোলের পূর্ব্বে সন্তান হইয়া অশৌচে দোলের বিঘ্ন ঘটায়। যথাকালে নির্ব্বিঘ্নে ১২৩২ সালের ১১ই চৈত্রের প্রাতঃ সূর্য্য নবোগত অশ্বত্থ পত্রে সুবর্ণ ঢালিয়া হাসিতে হাসিতে উদিত হইলেন। কর মহাশয়ের গৃহে আনন্দ স্রোত প্রবাহিত হইল। যথাকালে দোল আরম্ভ হইল। বাদ্য ভাণ্ড ও লোক জনের কোলাহলে সমগ্র গ্রামখানি মুখরিত হইল। বালক বালিকা ও রমণীগণ নানা বস্ত্রালঙ্কারে সুশোভিত হইয়া দোল দেখিতে ছুটিল। আবির কুঙ্কুমে বাড়ীঘর রাস্তা ঘাট সমুদয় লাল হইয়া গেল। কর মহাশয়ের উচ্চ দোল বেদিকা একটি আবিরের স্তূপ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

অতঃপর নিমন্ত্রিত ও অভ্যাগতগণের আহারের ব্যবস্থা হইল। লোকের সংখ্যা সহস্রাধিক হইবে। কর মহাশয় করযোড়ে প্রত্যেকের পাতের নিকট গিয়া অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। অন্দরে রাসমণি দেবী সেই পূর্ণ

গর্ভাবস্থায়ও অকাতরে সেই অভ্যাগতা ও নিমন্ত্রিতাদিগকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইলেন। ক্রমে দিবাবসান হইল, সূর্য্য অস্তমিত হইলেন। বসন্তের পূর্ণ চন্দ্র হাসিতে হাসিতে পূর্ব্ব দিক উদ্ভাসিত করিয়া উদিত হইলেন। শুভ্র জ্যোৎস্নালোকে প্রকৃতি হাসিতে লাগিল। নারিকেল পত্রে ও সরসীর জলে অনির্ব্বচনীয় স্বর্ণছটা বিকীর্ণ হইল। মধুরমলয়-হিল্লোল জগৎ শীতল করিল। দোল যাত্রা সে দিন নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল দেখিয়া করদম্পতি বড়ই আনন্দিত হইলেন এবং ভগবানের অনুগ্রহেই এই কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারিয়াছে বলিয়া ভক্তি গদগদ চিত্তে সাষ্টাঙ্গে মদনমোহনকে প্রণাম করিয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর মধুর সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল।

পূর্ণগর্ভা রাসমণি দেবী সারাদিনের পরিশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। আহার করিতে বসিলেন কিন্তু খাইতে পারিলেন না। তাঁহার প্রসববেদনা উপস্থিত হইল। তাড়াতাড়ি ধাত্রী ডাকা হইল। কর মহাশয় প্রসব বেদনার কথা শুনিয়া উদ্বিগ্ন মনে বাহির বাড়ীতে বন্ধুগণ সহ সঙ্কীর্ত্তন শুনিতে ছিলেন। সহসা অন্দর হইতে হুলু ধ্বনি তাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল, সঙ্গে সঙ্গে একজন পরিচারিকা গিয়া আনন্দ সহকারে তাহাকে তাহার একটি সুন্দর পুত্র জন্মিয়াছে বলিয়া সংবাদ জানাইল। বন্ধুগণসহ, কর মহাশয় সে সংবাদে পরম আনন্দিত হইলেন। সেখানে যে সকল বৈষ্ণব সাধু উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা বলিলেন, "আজ বড় ভাল দিন। এই দিনই মহাপ্রভুর আবির্ভাব হইয়াছিল। আপনার পুত্র নিশ্চয়ই একজন সাধু হইবেন।"

পরদিন প্রাতে কর মহাশয় ধাত্রী প্রভৃতিকে পারিতোষিক দিয়া গ্রহাচার্য্যকে ডাকাইলেন। আচার্য্য মহাশয় কর মহাশয়ের পুত্র জন্মিয়াছে শুনিয়া আনন্দে তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কর মহাশয় তাঁহাকে নবজাত শিশুর কোষ্ঠি প্রস্তুতের ভার দিলেন। আচার্য্য মহাশয় অতি আনন্দ সহকারে সে ভার গ্রহণে সম্মত হইয়া বলিলেন "মোটামুটি আমি যাহা দেখিতেছি তাহাতে শ্রীমান্ একজন আদর্শ পুরুষ হইবেন। ইনি চৈত্র মাসে জন্মিয়া-ছেন সুতরাং ইনি বিনয়ী সুবেশ ভোগী, সুখী ও সৎকর্ম্মান্বিত ও দেব-দ্বিজ-ভক্ত হইবেন। তারপর ইহার জন্ম ও নক্ষত্রাদি ভালই দেখা যাইতেছে, সুতরাং ইহার একখানি কোষ্ঠি আমি যথা সাধ্য পরিষ্কার করিয়া লিখিব। আজকাল

আমি একটা কার্য্যে ব্যস্ত আছি। এই কাজটুকু শেষ হইলেই আমি অবকাশ মত এই কোষ্ঠি লিখিতে আরম্ভ করিব। আপাততঃ আমি ইহার একখানা ঠিকুজী লিখিয়া দিতেছি—তাহা দেখিয়া পরে কোষ্ঠি প্রস্তুত করা যাইবে।" অতঃপর গ্রহাচার্য্য মহাশয় একখানি ঠিকুজী লিখিয়া কর মহাশয়কে রাখিতে দিলেন। কর মহাশয় তাহাকে কিছু পারিশ্রমিক দিয়া সে দিনের মত বিদায় করিলেন।

সাধু হউন, মহাপুরুষ হউন কেহই দৈবের হাত এড়াইতে পারেন না। বালকের জন্মের তিন দিন পর দৈবাৎ এক প্রতিবেশীর গৃহে আগুন লাগিল। চৈত্র মাসের দুই প্রহর বেলা, পবন প্রবল বেগে সূর্য্যরশ্মির অগ্নিকণা ছড়াইতেছিল। গৃহে আগুন জ্বলিয়া উঠিবামাত্র পবন দ্বিগুণ বেগে বহিতে লাগিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে অগ্নি ভীষণ হইতে ভীষণতর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সৃষ্টি ধ্বংসের জন্যই যেন বদ্ধপরিকর হইল। দেখিতে দেখিতে সে আগুন কর মহাশয়ের গৃহে আসিয়া লাগিল। বহু চেষ্টায়ও কেহ আগুন নিবাইতে পারিল না। রাসমণি দেবী অনন্যোপায় হইয়া নবজাত শিশুকে লইয়া জঙ্গলে গিয়া নিজের ও শিশুর প্রাণ রক্ষা করিলেন। কর মহাশয়ের মূল্যবান গৃহ জিনিষ পত্র বস্ত্রালঙ্কার এবং দলিল পত্র ইত্যাদি মুহূর্ত্ত মধ্যে ভস্মীভূত করিয়া অনল দেব নির্ব্বাপিত হইলেন। রাসমণি দেবীকে একটি বৃক্ষ মূলে কুটীর প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইল—তাহাতেই তিনি সপ্তাহ কাল অবস্থিতি করিলেন। এই ঘটনার জন্য দৈব দায়ী হইলেও ভোগ তুগিতে হইল নবজাত শিশুর পারিবারিক লোক ও প্রতিবেশীগণের মধ্যে তিনি ঘর পোড়া নামে অভিহিত হইলেন। অতঃপর যথাকালে অন্ন প্রাশন হইল তখন তাঁহার নাম রাখা হইল ভুবনমোহন।

অগ্নিকাণ্ডে কর মহাশয়ের বিস্তর ক্ষতি হইলেও কর মহাশয়কে বিশেষ কষ্টে পড়িতে হয় নাই। জ্যেষ্ঠ পুত্র ঈশানচন্দ্র মুক্তাগাছার রাজ সরকারে একটি উচ্চপদ লাভ করায় অচিরকাল মধ্যেই তাহার অভাব দূরীভূত হইল।

তৃতীয় অধ্যায়

ভুবনমোহন সবে চতুর্থ বৎসর অতিক্রম করিয়াছেন। বালক শ্যামবর্ণ সুঠাম কান্তি, মুখখানি লাবণ্যময়, চক্ষু দুইটী আয়ত, উজ্জ্বল ও করুণাব্যঞ্জক তাঁহার মুখখানি দেখিলেই তাঁহাকে ভাল বাসিতে ইচ্ছা হইত। পিতামাতা

আত্মীয় স্বজনের ত' কথাই নাই; অপরিচিত কেহও যদি বালককে দেখিত, সেও তাহাকে সোহাগ না করিয়া থাকিতে পারিত না। তারপর বালকের কণ্ঠস্বর অতি মধুর। একে "অমৃতং বালভাষিতং", তারপর আবার মধুর কণ্ঠস্বর; সুতরাং মধুরে মধুর মিশিয়া স্বর্গীয় অমৃত তুল্য হইত। যে একবার তাঁহার কথা শুনিত সে আর ভুলিতে পারিত না, আবার শুনিতে চাহিত। এজন্য কর মহাশয়ের বাড়ীতে কেহ আসিলে সে বালকের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ না করিয়া বালকের কথামৃত পান না করিয়া যাইত না। বালক অনেককে নাচিয়া নাচিয়া হরির গানও শুনাইতেন। করদম্পতিও তাঁহাদের অন্যান্য সন্তান অপেক্ষা ভুবনমোহনের অধিকতর পক্ষপাতী হইলেন। তাঁহার জন্মের পর গৃহদাহ হইয়াছে বলিয়া কোন প্রসঙ্গ উঠিলে কর মহাশয় বলিতেন, "গৃহদাহের আগুন যেরূপ উজ্জ্বল হইয়াছিল, ভুবনও সেইরূপ এই বংশ সমুজ্জ্বল করিবে।" উত্তরকালে পিতার এই ভবিষ্যদ্বাণী ফলবতী হইয়াছিল। বালক ভুবনমোহন শ্রীমান্ ও মধুর ভাষী হইলেও অতিশয় চঞ্চল ছিলেন। ঘাটে গিয়া স্ত্রীলোকগণ স্বামী শ্বাশুড়ী বা ননদীর নিন্দা করিতেছে, ভুবনমোহন তাহাদিগকে ঢিল ছুড়িয়া দৌড়িয়া পলায়ন করিতেন। কেহ কোন মিথ্যা কথা বলিলেও তিনি তাহাকে ঢিল মারিয়া পলায়ন করিতেন। তারপর পাড়ার বালক বালিকারাও তাঁহাকে অনেক সময় অস্থির করিয়া তুলিত। তাঁহার জন্মের পর গৃহদাহের প্রসঙ্গ লইয়া তাহারা তাঁহাকে অনেক সময়ই "ঘর পোড়া ছাই খা, কেঁচো হ'য়ে উড়ে যা" বলিয়া খেপাইত। ভুবনমোহন এই ছড়া শুনিলেই খেপিয়া উহাদিগকে মারিতে যাইতেন। শরীরেও বেশ বল ছিল। সম্মুখে কাহাকেও পাইলে তাহাকে ভালরূপ উত্তম মধ্যমই দিতেন। সমবয়স্কগণের কেহই তাঁহার সঙ্গে পারিয়া উঠিত না। এজন্য তাহারা ঐ কথা দূর হইতে বলিয়াই পলায়ণ করিত। ভুবন মোহন তাহাদিগকে ধরিতে না পারিয়া মায়ের কাছে আসিয়া নালিশ করিতেন। শান্তিময়ী মাতা সাদরে কোলে লইয়া মুখ চুম্বন করতঃ সান্ত্বনা করিয়া বলিতেন, "তুমি খেপ তাই ওরা খেপায়, না খেপিলে ওরা আর ওকথা বলিবে না। তোমার জন্মের পর বাড়ী পুড়িয়াছিল এটাও সত্য কথা,—সত্য কথায় কি খেপিতে আছে? আমি যদি খোঁড়া হই তবে লোকে আমাকে খোঁড়া বলিবে না কেন?" মায়ের কথায় বালক শান্ত হইতেন।

ভুবনমোহন পিতাকে অত্যন্ত ভয় করিতেন। একদিন প্রতিবেশী বালকগণকে ঘুড়ি উড়াইতে দেখিয়া তাহারও সখ হইল। তিনি গোপনে ঘুড়ি প্রস্তুত করিয়া গোশালায় রাখিলেন। কিন্তু পিতা সর্ব্বদা বাড়ী থাকেন, সুতরাং তাহার আর ঘুড়ি উড়াইবার সুযোগ ঘটিল না। ঘুড়িখানি সেখানেই নষ্ট হইয়া গেল। সেই সময়ই তাহার লেখা পড়া শিক্ষার বোঁক বেশ ছিল, পাঠশালার ছেলেরা যে সকল পাতা লিখিয়া ফেলিয়া দিত ভুবন মোহন তাহা কুড়াইয়া আনিয়া তাহার উপর দিয়া হাত ঘুড়াইতেন এবং ক, খ ইত্যাদি পড়িতেন। তাঁহার ফলে তাহার হাতে খড়ি দেওয়ার পূর্ব্বে তাঁহার অনেকটা অক্ষর পরিচয় হইয়া গেল। অতঃপর যথাকালে মা মহাশয় তাঁহার হাতে খড়ি দিয়া তাঁহাকে গ্রাম্য পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। পাঠশালায় যাইতে ভুবন মোহনের স্ফূর্ত্তি দেখে কে? তিনি প্রত্যহই সকলের আগে পাঠশালায় যাইতেন। একদিনও অনুপস্থিত থাকিতেন না। গুরু মহাশয় যাহা শিখাইতেন তাহা অতি আগ্রহের সহিত শিক্ষা করিতেন। এজন্য গুরু মহাশয়ও তাহাকে বড় ভাল বাসিতেন। তিনি পাঠশালা হইতে বাড়ী আসিয়া সর্ব্বদাই পাঠ অভ্যাস করিতেন। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে প্রতিবেশী বালকগণের সহিত ব্যায়াম জনক খেলা খেলিতেন। কিন্তু কেহ মিথ্যা কথা বলিলে কি প্রবঞ্চনা করিলে আর তাহার রক্ষা ছিল না। বাঙ্গালী বালক অমনি তাহাকে আক্রমণ করিত। এজন্য ভয়ে কেহ তাহার সমক্ষে মিথ্যা প্রবঞ্চনা ব্যবহার করিত না।

একদিন প্রাতে একটি প্রতিবেশী বালক তাঁহার নামে মিথ্যা কথা বলায় ভুবনমোহন তাহাকে প্রহার করিলেন। সে কান্দিতে কান্দিতে গিয়া কর মহাশয়কে জানাইল। কর মহাশয় পুত্রকে যথেষ্ট শাসন করিলেন। ভুবন মোহন, বিচারে মিথ্যাবাদিরই জয় হইল দেখিয়া ক্রোধে ও অভিমানে সারাদিন কিছুই খাইলেন না। লুকাইয়া লুকাইয়া থাকিতে লাগিলেন। মাতা কত বলিলেন কিছুতেই কিছু হইল না। সন্ধ্যার সময় আর থাকিতে পারিলেন না, ক্ষুধায় অধীর হইয়া উঠিলেন, শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল হইল তখন ধীরে ধীরে মায়ের নিকটবর্ত্তী হইলেন, মনে করিলেন, এখন মা একবার খাইতে বলিলেই খাইবেন। ফলেও তাহাই হইল, বালকের মলিন মুখ দেখিয়া স্নেহময়ীর হৃদয় বিগলিত হইতেছিল, কিন্তু তিনি ধরা না দেওয়া এ পর্য্যন্ত তাঁহাকে খাওয়াইতে পারেন নাই। এক্ষণে নিকটে পাইয়া তাঁহাকে

ধরিয়া ফেলিয়া সস্নেহ মধুর বচনে খাইতে বলিলেন; বালক আর দ্বিরুক্তি না করিয়া ভোজনে বসিলেন। বালক ভুবনমোহন এই দিন হইতে বুঝিলেন, রাগ ও অভিমান পরিত্যাগ করিতে কৃত সংকল্প হইলেন। সেই সময় হইতে আর তাঁহাকে ক্রোধাভিমানের বশবর্ত্তী হইতে দেখা যায় নাই।

হরি সঙ্কীর্ত্তনে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। পাড়ার কোন স্থানে হরি-সঙ্কীর্ত্তন হইলে তিনি তথায় না যাইয়া ছাড়িতেন না।

মনোযোগ ও অধ্যবসায়ে ভুবন মোহন পাঠশালায় ছাত্রগণের শীর্ষ স্থান অধিকার করিলেন। এইরূপে তিন বৎসর কাটিয়া গেল, বালক ভুবন মোহন নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইলেন এবং মাসিক দুই টাকা হারে বৃত্তি প্রাপ্ত হইলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রমদাকিশোর সরকার

বাঙ্গালার প্রাণ-কথা

অধুনা বঙ্গে প্রতি বর্ষে যত লোক জন্ম গ্রহণ করিতেছে, তদপেক্ষা প্রায় ৪ লক্ষ অধিক লোক মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হইতেছে! সে হিসাব ইতিপূর্ব্বে প্রবন্ধান্তরে প্রদর্শিত করা হইয়াছে। সংপ্রতি বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের স্বাস্থ্য-রিপোর্টে প্রকাশ:—১৯২০ এবং ২১ সনের মৃত্যু-সংখ্যা ১৪৮১৬১২ ও ১৪০৩০৩০ কিন্তু জন্ম-সংখ্যা ১৩৫৯৯১৩ এবং ১৩০১০০১ মাত্র। জন্মের অপেক্ষা মৃত্যু-সংখ্যা অধিক, এ কিছুতেই শুভ লক্ষণ নহে।

১৯২০ ও ১৯২১ সালে জ্বরে বঙ্গে ১১৪৪২১ ও ১০৭০৩৬ লোকের মৃত্যু হইয়াছিল; অর্থাৎ জ্বরে হাজারকরা মৃত দুইশনে ২৫২ ও২৫৩ জন। উক্ত দুই সনের মোট মৃত্যু-সংখ্যার তুলনায় দেখা যায় যে জ্বরেই অধিকাংশ লোক মরিয়াছে। ১৯২০ সনে বাঙ্গালা দেশে সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অস্বাস্থ্যকর প্রদেশ। ডিরেক্টর অব পাবলিক হেলথ বলেন, আর্থিক হীনতাই নাকি এ অস্বাস্থ্যের কারণ।

১৯২০ এবং ২১ সনে ২৮২০৯০ ও ২৬৯১৬২ জন শিশু এক বৎসরের না হইতেই মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে। অর্থাৎ উক্ত দুই বৎসরের শিশু-মৃত্যুর হার প্রতি সহস্রে ২০৭ এবং ২০৬ জন। মুর্শিদাবাদ জেলার একটী পাঁচ হাজার লোকের ক্ষুদ্র সারকেলে যথাযথ গণনা রেজেষ্টারীর ফলে দেখা গিয়াছে যে, সেই খানে প্রতি হাজারে সাত শত শিশুরই মৃত্যু হইয়াছে। শতকরা ৫০টি শিশুর মৃত্যু জন্মকালীন দুর্ব্বলতা হইতে হইয়া থাকে। শতকরা প্রায় ১১ জন ধনুষ্টঙ্কারে মরিয়া থাকে।

১৯১৮ সালে বঙ্গে ইনফ্লুয়েঞ্জায় ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার ১৩৮ জন লোকের মৃত্যু-সংবাদ ঠিক নহে। ভারতের ভূতপূর্ব্ব সেনসাস কমিশনার মিঃ ডে মার্টেন মহোদয়ের ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে "রয়াল সোসাইটি অব আর্টসের" এক বিভাগের সম্মুখে পঠিত প্রবন্ধে প্রকাশ যে, ১৯১৮-১৯ খ্রীষ্টাব্দে ইনফ্লুয়েঞ্জায় ৬০ লক্ষ ভারতবাসীর মৃত্যুর কথা ঠিক নহে; প্রকৃত পক্ষে মৃত্যু-সংখ্যা উহার দ্বিগুণপ্রায় ১ কোটি ২৫ লক্ষ। সমগ্র ভারতের লোক-সংখ্যার ইহা শতকরা ৪ ভাগ। যারা উক্ত রোগে ভুগিয়া জীবনীশক্তি আংশিক হারাইয়াছে, অতঃপর তাহাদের অনেকেই হয়ত অন্য রোগে প্রাণ হারাইয়াছে। ইউরোপীয় বিগত মহাকুরুক্ষেত্র যুদ্ধের লোকক্ষয়ের তুলনায় এ ধ্বংস-যজ্ঞ বড় সাধারণ নহে। বঙ্গের ন্যায় পৃথিবীর আর কুত্রাপি মৃত্যু-সংখ্যার এরূপ ভীষণতর পরিলক্ষিত হয় না। এরূপ জাতীয় ধ্বংসের নাম জাতীয় আত্মহত্যা।

১৯২১ খৃষ্টাব্দের আদম শুমারীর ফলে দেখা যায় যে, এবার আবার হিন্দু-সংখ্যা ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ২ শত ৩১ কমিয়াছে। মুসলমানের সংখ্যা যাহা কিছু বৃদ্ধি পাওয়ায় মোটের উপর লোক-সংখ্যা শতকরা ২ জন মাত্র বৃদ্ধি হইয়াছে কিন্তু ইহার পরবর্ত্তী ১০ বৎসরে বৃদ্ধির হার ছিল এবারের চারি গুণ, অর্থাৎ শতকরা ৮ জন। পশ্চিম বঙ্গের অবস্থাই অধিকতর শোচনীয়।

ইংলণ্ডে লবণ-শুল্ক নাই। লর্ড কার্জ্জন লবণ-শুল্ক হ্রাস করায় এদেশে প্লেগের প্রকোপ কমিয়াছিল। লবণ-ব্যবহারের হ্রাস বৃদ্ধিতে পরমায়ু-সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। প্রতি বর্ষে প্রত্যেক ব্যক্তি ইংলণ্ডে, স্কটলণ্ডে ও আয়ারল্যাণ্ডে ৩৬ সের, মার্কিণ যুক্ত প্রদেশে ২৪ সের, কানাডায় ২৮ সের এবং নরওয়ে ও সুইডেনে ২২ সের লবণ ব্যবহার করে, তাহাদের

পরমায়ুর গড় ৪৫ বৎসর; ফ্রান্সে ও জার্ম্মাণীতে প্রতিজনে প্রতি বর্ষে ১৭॥০ সের লবণ ব্যবহার করে, তাহাদের পরমায়ুর গড় ৪০ বৎসর; রুষিয়ার প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতি বর্ষে ১৬॥০ সের লবণ ব্যবহার করে, তাহাদের ২৪ বৎসর এবং ভারতে প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতি বর্ষে মাত্র ৬ সের লবণ ব্যবহার করিয়া থাকে, ভারতবাসীর পরমায়ুর গড় ২৩ বৎসর মাত্র। উঃ! আমরা কি ভীষণ দরিদ্র—আমাদের যথা পরিমাণ লবণটুকুও মিলে না। একমাত্র রুষিয়া ব্যতীত পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের জীবন কাল প্রায় অর্দ্ধ—শুধু ২৩ বৎসর! উঃ! কি শোচনীয় দশা আমাদের!

বঙ্গে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু সংখ্যা অতি দ্রুত হ্রাস পাইতেছে। ১৮৯১ হইতে ১৯০১ সাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের জন্মাপেক্ষা মৃত্যুর হারই অধিক হইয়াছে। বঙ্গীয় কায়স্থের উক্ত ১০ বৎসরে বৃদ্ধির হার সম্পূর্ণ লোপ পাইয়া জন্মাপেক্ষা মৃত্যুর হার শতকরা ৮ জন হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বঙ্গের ১৬টী জিলায়ই কায়স্থ সংখ্যা অতি দ্রুত গতিতে হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। বিগত ১৮৯১ হইতে ১৯০১ সন পর্য্যন্ত ১০ বৎসর কাল মধ্যে মেদিনীপুরে প্রায় অর্দ্ধাংশ, রাজসাহীতে এক তৃতীয়াংশ, ২৪ পরগণায় এক চতুর্থাংশ এবং মুরশিদাবাদে এক পঞ্চমাংশ কায়স্থ হ্রাস পাইয়াছে। অন্যান্য জিলায় কায়স্থ ধ্বংসের পরিমাণও বড় সামান্য নহে। বঙ্গীয় মধ্য শ্রেণীর হিন্দু-সদ্‌গোপ, মালাকার, কুম্ভকার, কর্ম্মকার, বেনে ও তাঁতি প্রভৃতি শিল্পগণের সংখ্যাও ক্রমে হ্রাসের দিকেই অগ্রসর হইতেছে।

এদেশের জন্ম মৃত্যু সংখ্যা পর্য্যালোচনা করিলে প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে—হৃদয় অবসন্ন হয়। জন্মাপেক্ষা মৃত্যুর হার এরূপ তীব্র গতিতে বৃদ্ধি পাইলে বাঙ্গালী—বিশেষতঃ বাঙ্গালী কায়স্থগণ—যে অতি সত্বরই আমরিকার রেড্ ইণ্ডিয়ান্ জাতির ন্যায় চির বিলুপ্ত হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি?

ইনফ্লুয়েঞ্জায় বহু লোকের মৃত্যুর কথায় ভূতপূর্ব্ব ভারত সচীব মিঃ মণ্টেগুও বলিয়াছেন,—"দারিদ্র্যহেতু পথ্যের ও আবরণের অভাবে এদেশের লোক রোগের বেগ সহ্য করিতে পারে না; মৃত্যুমুখে পতিত হয়।"

কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটী প্রকাশ করিয়াছেন যে, "অল্পবিত্ত ভদ্র সন্তানগণের মধ্যে ক্ষয় রোগের বৃদ্ধি লক্ষিত হইতেছে। খাদ্য ও পরিধেয়ের দুর্ম্মূল্যতাই ইহার কারণ।"

স্বাস্থ্য বিভাগের কর্ম্মচারী ডাঃ বেণ্টলীন সুস্পষ্ট বলিয়াছেন যে,—"সামান্য খাদ্য এবং অপ্রচুর বস্ত্রাদির ব্যবহারের ফলেই মানুষের জীবনী শক্তি হ্রাস হইতেছে ও জুঠা জ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জায় এত অধিক লোক প্রাণ ত্যাগ করিতেছে।" তাঁহার মতে দারিদ্র্য ও অর্থাভাবই অত্যধিক মৃত্যুর কারণ।

অভিজ্ঞের মতে দৈন্যই আমাদের এ অকাল মৃত্যুর কারণ অন্ন বস্ত্রের অভাবই আমাদের এ জাতীয় ধ্বংস যজ্ঞের নিদান। আমাদের গৃহে অন্ন নাই, পরিধানের বস্ত্র নাই, মাথায় তেল নাই, পিপাসার জল নাই, রোগে ঔষধ পথ্য নাই; ভীষণ ম্যালেরিয়া জ্বরে কুইনাইনটুকু পর্য্যন্ত নাই। অন্ন অভাবের তীব্র তাড়নায় আমাদের গৃহ সুখ অন্তর্হিত হইয়াছে। কঠোর জীবন সংগ্রামে পড়িয়া আমরা দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছি! সময় পাইয়া মৃত্যুর অগ্রদূত জ্বর, ওলাউঠা, প্লেগ, কান্ত ও ইনফ্লুয়েঞ্জা যেন পূর্ণ বিক্রমে মাথা তুলিয়া উঠিতেছে; তাহাদের চির সহচর মহামারীকে সাদরে আহ্বান করিতেছে!

ঘোর দৈন্য, শিক্ষার অভাব এবং সর্ব্ব বিষয়ে পরমুখাপেক্ষিতাই আমাদের যত দুঃখের—যত অনর্থের কারণ। আমরা স্বাস্থ্যতত্ত্ব জানি না, ভাল মন্দ মানি না! আমরা অনশনে অর্দ্ধাশনে বা কুখাদ্য ভক্ষণে জীবনপাত করিব, অথচ মামলা মোকদ্দমায় সর্ব্বস্ব উড়াইব! আমরা রোগীর মুখে ঔষধ পথ্য তুলিয়া দিতে—জীবিতের দেহ রক্ষার জন্য পুষ্টিকর সুপথ্য সংগ্রহে অসমর্থ, কিন্তু মৃতের শ্রাদ্ধে ভোরী ভোজের অনুষ্ঠান না করিলে, বিবাহোৎসবে মুক্তহস্ত না হইলে, আমাদের অধর্ম্ম হইবে—অপযশ হইবে। আমরা বিদেশী বস্ত্রের প্রতীক্ষায় নগ্ন থাকিব, বিদেশী উগ্রবীর্য্য ঔষধ পথ্যের জন্য শোণিত তুল্য অর্থরাশি ব্যয় করিব, অথচ ঘরে তাঁত করিব না, বাড়ীতে তুলা গাছ বপন করিব না, চরকা কাটিব না—স্বদেশজাত দ্রব্যেরও ঔষধ পথ্যের প্রতি আদর যত্ন করিব না। আমরা আহারে বিহারে ঘোর অনাচারী হইব, আর ব্যায়ামে ও ব্রহ্মচর্য্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিব। ইহাই কি জীবন্ত জাতির লক্ষণ?—এ যে দ্রুত ধ্বংসশীল মৃত জাতির শ্মশান পথ!

আমাদের ঘোর অদৃষ্টবাদ—বিষম অলসতা ও লজ্জাজনক কুশংস্কার সমূহ দূর করিয়া আত্মশক্তিকেই দুঃখ মুক্তির—আত্ম মঙ্গলের উপায় বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করিতে না পারিলে, আমাদের সকল শক্তি—ষোল আনা মনটাই

এই দুঃখ-দুর্ব্বিপাক দূর করিবার জন্য প্রয়োগ না করিয়া বাঁচিয়া থাকাটাই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান প্রয়োজন বলিয়া না বুঝিতে পারিলে, আর উপায় নাই।*

শ্রীবরদাকান্ত ঘোষবর্ম্মকবিরত্ন।

ভাবপ্রতিষেধ

কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয়বর্ণের এক বিশেষ শাখা এবং পরলোকের শান্তা মৃত্যুপতি যম-সহকারী ভগবান চিত্রগুপ্তের সন্তান বলিয়া যে দাবীটী চলিতেছিল, কতিপয় বিজ্ঞ কায়স্থসন্তান তাহার প্রতিবাদ করিয়া "কায়স্থ-জাতি-তত্ত্ব" ও "কায়স্থ-প্রসঙ্গ" নামে দুই খানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা এই দুই পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াও সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া নানাস্থানে সভাসমিতিতেও স্বমত স্থাপন জন্য বাকচাতুর্য্য প্রকাশেরও ত্রুটি করিতেছেন না। তাঁহাদের লেখনীপ্রসূত ফল যাহা আমরা দেখিতে পাইয়াছি, তাহাতে তাঁহাদের বক্তব্য বিষয় এই কয়টী পাইয়াছি;—

১। বঙ্গীয় কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্গত নহে, বর্ত্তমানে ঐ ক্ষত্রিয় বর্ণ আর নাই।

২। বঙ্গীয় কায়স্থগণ মনুক্ত ব্রাত্যক্ষত্রিয়ান্তর্গত "করণ" জাতি নহে।

৩। চিত্রগুপ্ত ব্রহ্মকায়োদ্ভব বা ক্ষত্রিয় নহেন ও তাঁহার সন্তানগণ হইতেও বঙ্গীয় কায়স্থগণ নহেন।

৪। কায়স্থ শব্দটী কর্ম্মবাচক, জাতিবাচক নহে।

৫। যাঁহারা কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণ করিতে গিয়া পুরাণাদি শাস্ত্রের শ্লোকাবলী উপস্থিত করিয়াছেন, সেই শ্লোকগুলির প্রামাণিকতা নাই।

৬। পূর্ব্ব পুরুষকে ব্রাত্য বলিয়া স্বীকার করা বড়ই অন্যায় এবং কতিপয়

*লেখক মহাশয়কে পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়া নিষেধ করা হইয়াছে যে, যে প্রবন্ধ অন্য পত্রিকায় পাঠাইবেন, আমাদিগকে তাহা পাঠাইবেন না। তথাপি ইনি একই প্রবন্ধ জ্যৈষ্ঠের "বাস্থ্য-সমাচার"ও আমাদিগকে পাঠাইয়া লজ্জিত করিয়াছেন। এজন্য আমাদের পুনরায় নিবেদন—লেখক মহাশয় অতঃপর যেন আর এরূপ লজ্জাদান না করেন। কাঃ সঃ সং

পূর্ব্বপুরুষ শূদ্রবৎ মাসাশৌচান্তে শ্রাদ্ধাদি করিয়াছেন, এখন ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ করিলে ঐ কার্য্যগুলি পণ্ড হইবে।

মোটামুটী এই কয়টী কথা তাঁহারা নানাপ্রকার বাক্চাতুর্য্য সহ প্রকাশ করিয়াছেন এবং নিম্নের লিখিত বিষয় কয়টী প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন।

১। কায়স্থগণ চতুর্ব্বর্ণাতিরিক্ত একটী আচারপুত স্বতন্ত্র জাতি।

২। এ জাতির দ্বিজোচিত যজ্ঞসূত্র গ্রহণের অধিকার নাই।

৩। যাঁহারা সাবিত্র্যোপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা পতিত হইয়াছেন।

এই হইতেছে পুস্তিকা দুইখানির বক্তব্য ও প্রতিপাদ্য। শুনিতে পাইয়াছি এ লইয়া বরাহনগরে দুই দিন দুইটী বিচার-সভা বসিয়াছিল, উপয়ূপক্ষে কতিপয় পণ্ডিতও উপস্থিত ছিলেন এবং কায়স্থ-সভার পক্ষে (কায়স্থ-সভা কিন্তু অস্বীকার করে, বলে যে সভা হইতে কেহই প্রেরিত হয় নাই) প্রথম দিন দুই জন ও শেষ দিন একজন প্রচারক উপস্থিত ছিলেন। প্রতিপক্ষ তাঁহাদিগকে সপ্তরথীর ন্যায় অন্যায় ভাবে চতুর্দ্দিক হইতে একযোগে প্রশ্ন-বাণে বিদ্ধ করিয়া তাঁহাদের তেজ হরণ করেন এবং তাঁহারাও পৃষ্ঠ প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বদেহে গৃহে প্রত্যাগত হন।

এক্ষণ কথিত দুই পুস্তিকা প্রচারকদিগের বক্তব্য ও প্রতিপাদ্য বিষয়াবলী সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যগুলিও শ্রদ্ধেয় পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি।

১। 'বর্ত্তমান কালে ক্ষত্রিয়বর্ণ নাই' একথা প্রমাদকল্পিত; যে বস্তু নাই, তাহার আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম, সংস্কার প্রভৃতি লইয়া স্মার্ত্তগণ এত মাথা ঘামাইতেছেন কেন? এখনও ক্ষত্রিয়ের 'ইহা করণীয়, ইহা অকরণীয়' এই সমস্ত বিধিনিষেধগুলি স্মৃতিনিবন্ধে স্থান পাইতেছে কেন। এই কেনর উত্তরেই বলিতে হইতেছে, ক্ষত্রিয় এখনও এদেশে আছে, কায়স্থ জাতি তাহারই এক বিশেষ শাখা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা বলিতে পারি বঙ্গীয় কায়স্থগণের যে নিরবচ্ছিন্ন সত্বা প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে ভোজ ও ঘোষ বংশ বৈদিক যুগে * সোম, ভদ্র, বৃষ্ণি ও শর্য্যবংশ মহাভারতীয় যুগে, নাগ, নন্দী, গুপ্ত, গুহ, রক্ষিত বংশ পৌরাণিক যুগে এবং শূর, পাল, সেন, চন্দ্র, রাণা, বর্দ্ধন, আদিত্য, দেব ও সিংহ বংশ ঐতিহাসিক যুগে শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় বংশ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; ইঁহাদের কেহ কেহ একমাত্র ক্ষত্রিয় নরপতির অধিকার অশ্বমেধ কেহ বা ক্ষত্রিয় সম্রাটের অধিকার বাজপেয় যজ্ঞ করিয়া বৈদিক ধর্ম্মপ্রবর্ত্তন দ্বারা যশস্বী হইয়াছিলেন।

পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক যুগের এই সকল বংশই যে কায়স্থ সমাজের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে, তাহা দক্ষিণরাঢ়ীয় সুপ্রাচীন কুলকারিকার নিম্নোদ্ধৃত বচনটী দ্বারা বুঝা যায়ঃ—

"গৌড়েঽষ্টৌকীর্ত্তিমন্তঃশ্চিরবসতিকৃতামৌলিকা যে হি সিদ্ধা
স্তে দত্তাঃ সেনদাসাঃ করগুহসহিতাঃ পালিতাঃ সিংহদেবাঃ।
যে বাপাস্ত্যাভিমুখ্যাঃ স্থিতিবিনয়জুষঃ সপ্ততিস্তে দ্বিপূর্ব্বা
হোড়াদ্যা বীক্ষ্য রাজ্ঞাচরণগুণযুতামৌলিকত্বেন সাধ্যাঃ॥"

শব্দকল্পদ্রুমধৃত কায়স্থ-কারিকা।

এই যে আটটী সিদ্ধমৌলিক ও বাহাত্তরটী সাধ্যমৌলিক বংশ, দক্ষিণরাঢ়ীয়-গণের সমাজ গঠনের সময়ও উঁহাদের পূর্ব্বতন রাজব্যবহার (রাজন্ শব্দে ক্ষত্রিয় গ্রহণ করিয়াও বলা যাইতে পারে) বা ক্ষত্রিয় আচরণ যে ছিল, তাহা বুঝা যায়। সুতরাং এই বংশগুলিকে প্রাচীন ক্ষত্রিয় বংশধর বলাই সুসঙ্গত। পরবর্ত্তীকালের স্মৃতিনিবন্ধকারগণ ইহাদের জন্যই দ্বিতীয়বর্ণের বিধিনিষেধগুলি সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন।

বেদ, পুরাণ, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহাপুরুষ সকল হইতেই যে কায়স্থজাতির বর্ত্তমানের পদ্ধতিগুলি গৃহীত হইয়াছে, বঙ্গে আগত দশরথ বসুর পরিচয়ে ভট্টমুখে আমরা এইরূপই শুনিতে পাই;—

"বসুধাধিপাক্রমবর্ত্তিনো বসু [illegible] বসুবংশসম্ভবাঃ।
দশরথোঽবিদিতোঽজগতীতলে, দশরথপ্রথিতঃ প্রমথঃ কুলে।
স চ চৈদ্যকুলাত্ [illegible] গৌতমগোত্রজঃ শ্রী।"

এই চৈদ্য বসুকে প্রাচীন শাস্ত্রে আমরা কোথায় দেখিতে পাই? কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের কথা উদ্ধৃত করিতে পারি ঃ—

[illegible] পৌরবনন্দনঃ।
[illegible] বনমীয়ং মহীপতিঃ॥

আদিপর্ব্ব, ৬৩।২

* ভোজবংশ ও তদ্বংশের ক্ষত্রিয়ত্বের সংবাদ ঋক ৩।৫৩।৭ মন্ত্রে এবং ঘোষবংশের ক্ষত্রিয়ত্ব ১০।৪০।৫ এবং পরবর্ত্তী ৪১ সূক্তের প্রথমেই ঘোষ বংশাবলীর উল্লেখ আছে।

এই ভাবে বংশের পরিচয় গৃহীত হওয়ায় কায়স্থের ক্ষত্রিয় জাতিত্বে সংশয় থাকিতে পারে না। কিন্তু প্রতিবাদীপক্ষ বলিতেছেন, কুলকারিকার প্রমাণাবলী প্রমাণ স্বরূপে গৃহীত হইতে পারে না। উহা'ত ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা প্রভৃতি দোষে পরিপূর্ণ। এই বালকোচিত আশঙ্কা নিরাস জন্য আমরা ঐতিহ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি; কেননা পারম্পর্য্যোপদেশকেই ঐতিহ্য বলে, শাস্ত্রকারগণ ইহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বংশপরম্পরায় ইহা শ্রুত হওয়া বা উপদেশ পাওয়া যাইতেছে যে, বঙ্গে আগত কালিদাসের বিশ্বামিত্র গোত্র; বিশ্বামিত্র, দেবরাত, ঔটট্ট প্রবর এবং তিনি মিত্রের বংশের সন্তান।

এই ঐতিহ্যটীর প্রথমতঃ গোত্র ও বংশের পার্থক্য কি দেখিতে হইবে। ইহা দেখিতে হইলে আমরা ঐতিহাসিক, শাব্দিক এবং যাজ্ঞিক ত্রিবিধ অর্থ দেখিতে পাই। শ্রীমদ্ভাগবতের ২।৬।৯ শ্লোকে 'গোত্র' শব্দটী পুংলিঙ্গ; তাহার অর্থ 'গাং পৃথিবীং ত্রায়তে রক্ষতীতি গোত্র—নৃপতি।' শাব্দিকগণের মধ্যে মহর্ষি শাকটায়নই প্রথমতঃ সকল শব্দের মূল প্রকৃতি নির্দ্দেশ করেন। তিনি গোত্র শব্দের মূল প্রকৃতি 'গু' লিখেন; মহর্ষি পাণিনি উহাতে 'ঙ্' অনুবন্ধ যোগ করিয়া উণাদি সূত্রে (৪।১৬৬) উহার অর্থ 'অস্পষ্ট শব্দ' অবধারিত করিয়াছেন। পরবর্ত্তী শাব্দিকগণ ইহাই অনুসরণ করিয়া বলিয়াছেন—'গোত্রং ক্লীবলিঙ্গে গবতে শব্দয়তি পূর্ব্বপুরুষান্ যদিতি।' সুতরাং গোত্র বলিতে শাব্দিক মতে পূর্ব্বপুরুষ। যাজ্ঞিকগণ বলেন—গোত্র কথাটা ব্রাহ্মণের আদি পুরুষ মাত্র অন্যের নহে; উদ্বাহতত্ত্বে স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য বিষয়টী ব্যাখ্যা করিয়াছেন, স্মার্ত্ত কমলাকরও তার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন; পরন্তু তৈত্তিরীয়-সংহিতা, ২ কাণ্ড ৫ম প্রপাঠক, ৯ম অনুবাক্ ১ কণ্ডিকা এবং শতপথ ব্রাহ্মণের ১ কাণ্ড, ৩ প্রপাঠক, ৪ ব্রাহ্মণ ৪ কণ্ডিকায় দেখিতে পাওয়া যায় ঋষিই গোত্র প্রবর্ত্তন করিতেছেন। কিন্তু মহর্ষি পাণিনি ক্ষত্রিয়ের নিজস্ব গোত্র স্বীকার করিয়া ৪।১।৭৮ ও ৪।৩।৯৯ দুইটী সূত্র করিয়াছেন। ফলতঃ ক্ষত্রিয়েরও স্বয়ং গোত্রকর্ত্তা হইবার অধিকার ছিল, তাহা পাওয়া যায়। তথাপি আমরা পূজনীয় ব্রাহ্মণদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য, এখানে স্বীকার করিয়া লইতেছি রাজর্ষি বিশ্বামিত্র ব্রহ্মণ্য লাভ করিয়াছিলেন, এজন্যই তিনি গোত্রপ্রবর্ত্তক হইতে পারিয়াছিলেন। ইহাতে আমাদের স্বমত স্থাপনে ব্যাঘাত উপস্থিত হইবে না।

অতঃপর 'বংশ' শব্দের অর্থ করা যাইতেছে। 'বস্' ধাতু 'টু' অনুবন্ধ

পুংলিঙ্গে 'বসতি উদ্গিরতি পুরুষানিতি।' অর্থাৎ যাহা হইতে পুরুষগণ আবির্ভূত হয়, তাহাকে বংশ বলে। অতএব এখন দেখা যাইতেছে, গোত্র হইতেছে যাঁহাকে স্পষ্টভাবে মূল পুরুষ না বলিয়া মূল পুরুষের স্থানে গ্রহণ করা যায়, তিনিই গোত্র এবং যাহাতে প্রত্যক্ষভাবে মূল পুরুষরূপে গ্রহণ করা যায়, তাঁহাকে বলে বংশ। বঙ্গদেশে এই বংশ কথাটা 'পদবি'রূপেও ব্যবহৃত দেখা যায়। এই 'পদবি' শব্দের অর্থও 'পদ্যতে গম্যতেঽনয়া'। 'পদ গতৌ অবিন্ প্রত্যয়ে।' অর্থাৎ যাহার নামেপরিচিত হওয়া যায় বা যাহাকে স্মরণ করিয়া গমন করা হয়।—বঙ্গের কালিদাস ও তৎসন্তানগণ বিশ্বামিত্র গোত্রীয়, মিত্র নামক ব্যক্তিরই অনুস্মরণ অর্থাৎ মিত্রের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছেন।

আমরা দশরথ বসুর পরিচয়ে দেখাইয়াছি দশরথের 'বসু' পদবি মহাভারতীয় চৈদ্যদেশীয় 'বসু' নৃপতি হইতে গৃহীত হইয়াছে, আর এখন দেখিতে পাইব কালিদাসের পদবিও মহাভারতীয় 'মিত্রবর্ম্মা' নৃপতি হইতে গৃহীত হইয়াছে। মহাভারতে বর্ণিত আছে;—

"শ্বেতাশ্বোঽপি মহারাজ ব্যধমত্তাবকং বলম্।
যথা বায়ুঃ সমাসাদ্য তূলারাশিং সমন্ততঃ॥ ১
প্রত্যাদ্যযুস্ত্রিগর্ত্তাস্তং শিবয়ঃ কৌরবৈঃ সহ।
শাল্বাঃ সশেপ্তকাশ্চৈব নারায়ণবলঞ্চ যৎ॥ ২
সত্যসেনশ্চন্দ্রদেবো মিত্রদেবঃ শ্রুতঞ্জয়ঃ।
সৌশ্রুতিশ্চিত্রসেনশ্চ মিত্রবর্ম্মা চ ভারত॥ ৩
ত্রিগর্ত্তরাজঃ সমরে ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতঃ।
পুত্রৈশ্চৈব মহেষ্বাসৈ র্নানাশস্ত্র বিশারদৈঃ॥ ৪
ব্যসৃজন্ত শরব্রাতান্ কিরন্তোঽর্জ্জুনমাহবে।
অভ্যবর্ষন্ত সহসা ব্যার্য্যোঘা ইব সাগরম্॥ ৫
তে ত্বর্জ্জুনং সমাসাদ্য যোধাঃ শতসহস্রশঃ।
অগচ্ছন্ বিলয়ং সর্ব্বে তার্ক্ষ্যং দৃষ্ট্বেব পন্নগাঃ॥ ৬
তে বধ্যমানাঃ সমরে নাজহুঃ পাণ্ডবং তদা।
দহ্যমানা মহারাজ শলভা ইব পাবকম্॥ ৭
সত্যসেনস্ত্রিভির্বাণৈর্বিব্যাধ যুধি পাণ্ডবম্।
মিত্রদেবস্ত্রিষষ্ট্যা চ চন্দ্রদেবশ্চ সপ্তভিঃ॥ ৮

মিত্রবর্ম্মা ত্রিসপ্তত্যা সৌশ্রুতিশ্চাপি সপ্তভিঃ।
শক্রঞ্জয়স্তু বিংশত্যা সুশর্ম্মা নবভিঃ শরৈঃ ॥৯
স বিদ্ধো বহুভিঃ সংখ্যে প্রতিবিব্যাধতান্ পান্।
সৌশ্রুতিং সপ্তভির্বিদ্ধ্বা সত্যসেনং ত্রিভিঃ শরৈঃ ॥১০
শক্রঞ্জয়ঞ্চ বিংশত্যা চন্দ্রদেবং তথাষ্টভিঃ।
মিত্রদেবং শতেনৈব শ্রুতসেনং ত্রিভিঃ শরৈঃ ॥১১
নবভির্ম্মিত্রবর্ম্মাণং সুশর্ম্মাণং তথাষ্টভিঃ।
শক্রঞ্জয়ঞ্চ রাজানং হত্বা তত্র শিলাশিতৈঃ।
সৌশ্রুতেঃ সশিরস্ত্রাণং শিরঃ কায়াদপাহরৎ ॥১২
ত্বরিতশ্চন্দ্রদেবঞ্চ শরৈর্নিন্যে যমক্ষয়ম্।
তথেতরান্মহারাজ যতমানান্মহারথান্।
পঞ্চভিঃ পঞ্চভির্ব্বাণৈরেকৈকং প্রত্যবারয়ৎ ॥১৩

কর্ণপর্ব্ব, ২৭ অধ্যায়।

মূলার্থ—শ্বেতবাহন অর্জ্জুনকে সংগ্রামে প্রতিনিবৃত্তি করিতে ত্রিগর্ত্ত, শিবি, শাল্ব, কৌরবগণের সহিত সত্যসেন, চন্দ্রদেব, মিত্রদেব, শ্রুতসেন, বিচিত্রসেনাবলসমন্বিত সুশ্রুত-পুত্র মিত্রবর্ম্মা, ভ্রাতা ও পুত্রগণগণের সহিত ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা শরজাল বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহারা অর্জ্জুনের বধ্য হইলেও কেহ তাঁহার ভয়ে রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া যান নাই। তন্মধ্যে সত্যসেন অর্জ্জুনকে তিন বাণ বিদ্ধ করেন। মিত্রদেব ত্রিষষ্টি বাণে, চন্দ্রদেব সপ্তবাণে, সুশ্রুতাত্মজ মিত্রবর্ম্মা প্রথমতঃ তেহাত্তর বাণে, তৎপর সপ্তবাণে, শক্রঞ্জয় বিংশতি বাণে, সুশর্ম্মা নয় বাণে বিদ্ধ করিলেন। কিন্তু অর্জ্জুন সেই সকল নৃপতি কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিক হইতে বাণবিদ্ধ হইয়াও স্ববাণে তাঁহাদিগকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। প্রথমেই সুশ্রুত-পুত্রকে সপ্তবাণে, সত্যসেনকে তিনবাণে শক্রঞ্জয়কে বিংশতিবাণে এবং চন্দ্রদেবকে আটবাণে, মিত্রদেবকে শতবাণে, শ্রুতসেনকে তিনবাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় নয়বাণে মিত্রবর্ম্মাকে এবং আটবাণে সুশর্ম্মাকে বিদ্ধ করিলেন। তৎপর শিলাশিত শরদ্বারা শক্রঞ্জয় রাজাকে সংহার করিয়া সুশ্রুত-পুত্রের শরীর হইতে শির শিরস্ত্রাণ হরণ করিলেন এবং অতিক্রুদ্ধ চন্দ্রদেবকে শরাঘাতে যমলোকে প্রেরণ করিলেন। ইহা ছাড়া আর যে সকল মহারথ, তাঁহাদের প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত করিলেন।

"উদ্ধৃত শ্লোকের মিত্রবর্ম্মার সুশ্রুতাত্মজত্ব সম্বন্ধে প্রতিপক্ষ আপত্তি করিয়া বলিবেন;—"মিত্রবর্ম্মা সুশ্রুতপুত্র উদ্ধৃতবচন দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় না; সৌশ্রুতি, চিত্রসেন ও মিত্রবর্ম্মা প্রত্যেককে স্বতন্ত্র রাজা বলিয়াই বুঝিতে হইবে।" বস্তুতঃ এরূপ আশঙ্কার কারণ নাই; 'সৌশ্রুতিশ্চিত্রসেনশ্চ মিত্রবর্ম্মাচ ভারত।' এই বচনে যে দুইটী 'চ' রহিয়াছে, উহার প্রথমটী সমুচ্চয়ের শেষেরটী পাদপূরণে লইয়া সৌশ্রুতি ও চিত্রসেনকে মিত্রবর্ম্মার বিশেষণ রূপে গ্রহণ করিতে হইবে। যদি এরূপভাবে অন্বয় না হয়, তবে পরবর্ত্তী শ্লোকাবলীতে চিত্রসেনের উল্লেখ না করার কারণ পাওয়া যায় না এবং মিত্রবর্ম্মাকে সুশ্রুতাত্মজ অর্থ না করিলে ১২শ শ্লোকে সৌশ্রুতি নিধনের পর আর মিত্রবর্ম্মার উল্লেখ না করারও কারণ পাওয়া যায় না। এতাবৎ পর্য্যালোচনা করিয়াই সৌশ্রুতি অর্থে মিত্রবর্ম্মা এবং বিচিত্রসেনা আছে যাহার এইরূপ অর্থ করিতে হইয়াছে।

প্রতিবাদিগণ ৮ম শ্লোকটী লক্ষ্য করিয়া বলিতে পারেন, সৌশ্রুতি ও মিত্রবর্ম্মা দুই পৃথক্ ব্যক্তি না হইলে অর্জ্জুনের প্রতি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বাণ নিক্ষেপের উল্লেখ হইবে কেন? তদুত্তরে বক্তব্য এই "মিত্রবর্ম্মা ত্রিসপ্তত্যা সৌশ্রুতি শ্চাপি সপ্তভিঃ" শ্লোকের গদ্য করিতে—সৌশ্রুতির্মিত্রবর্ম্মা ত্রিসপ্তত্যা সপ্তভিশ্চাপি অর্থাৎ সৌশ্রুতি মিত্রবর্ম্মা প্রথমতঃ তেহাত্তর পুনরায় আরও সাত বাণ নিক্ষেপ করিলেন। সৌশ্রুতি মিত্রবর্ম্মার মধ্যে 'চ' দেখিয়াই দুই পৃথক্ ব্যক্তি বলিলে দ্রোণপর্ব্বের ৪৫।১৯ শ্লোকের "কৃতবর্ম্মা চ হার্দিক্যঃ ষড়্ভি পর্য্যবারয়ন্।" হৃদিকাত্মজ ও কৃতবর্ম্মাকে দুই পৃথক্ ব্যক্তি বলিতে হয়। ফলতঃ এই 'চ' এর আপত্তি উঠিতেই পারে না। ঐ পৃথক্ পৃথক্ বাণ নিক্ষেপের তাৎপর্য্য নানা প্রকার বাণ, অর্থাৎ একবাণ বারম্বার প্রয়োগ করেন নাই।

'প্রতিবাদিগণ বলিতে পারেন, অর্জ্জুনের প্রতিকূলে সত্যসেন, চন্দ্রদেব প্রভৃতি আরও অনেক রাজা অস্ত্রোত্তোলন করিয়াছিলেন, ঋষি তাঁহাদিগের পরিচয়ে কোন বিশেষণ দিলেন না- আর মিত্রবর্ম্মাকে এত বিশেষণে ভূষিত করিলেন, ইহার তাৎপর্য্য কি? ইহারও তাৎপর্য্য আছে। চন্দ্রবংশপ্রভব গান্ধিরাজ পুত্র বিশ্বামিত্র শস্ত্রাস্ত্রধারী রাজা ছিলেন; যখন বসিষ্ঠের সহিত বিরোধ হয়, তখন রাজৈশ্বর্য্যে তাঁহার নির্ব্বেদ উপস্থিত হইলে তিনি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ৩৩।৬ শ্রুতিতে দেখিতে পাওয়া যায়,

তাঁহার শতপুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পঞ্চাশৎকে পরিত্যাগ করেন এবং কনি
পঞ্চাশৎকে দেবরাতের সহিত স্বসম্পত্তি বিভাগ করিয়া দেন; অনুশাসন পর্ব্ব।
হরিবংশ পর্ব্বে ঐ পঞ্চাশৎপুত্রের মধ্যেই সুশ্রুতের নাম দৃষ্ট হয়। সুশ্রুত-সংহিতা
উপদ্ঘাতে আচার্য্য ডহ্বণ লিখিয়াছেন—"সুশ্রুতঃ প্রজাহিতহেতোরাদেব
পিতুর্বিশ্বামিত্রস্য সার্দ্ধং সহাস্যাপিমুনিকুমারৈরায়ুর্ব্বেদমধ্যেতুং বারাণস
মগমৎ।" অর্থাৎ সুশ্রুত তাঁহার প্রজাবৃন্দের হিতার্থ পিতা বিশ্বামিত্রের আদে
বারাণসীতে গিয়া ধন্বন্তরির সমীপে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন। বিশ্বামি
প্রথম এমন শস্ত্রবেত্তা ছিলেন, যে ধনুর্ব্বেদ-সংহিতা প্রণয়ন করেন, পরে এ
ব্রহ্মবিদ্ হন যে পরবর্ত্তীকালে লোকে 'উদ্গীথ' উপাসনা পরিত্যাগ করি
তদাবিষ্কৃত গায়ত্রীই উপাসনায় ব্যবহার করিতে থাকে হয়। তদাত্মজ সুশ্রু
স্বনামে আয়ুর্ব্বেদ-সংহিতা প্রণয়ন করেন। ইহাতে দেখা যাইতেছে,
জীবনে বিশ্বামিত্র এবং তদাত্মজ সুশ্রুত আজীবন ব্রহ্মজ্ঞান ও আয়ুর্ব্বিজ্ঞানে
উন্নতি করিয়া যান—ভোগৈশ্বর্য্যের দিকে দৃষ্টি রাখেন নাই। মিত্রা
তাঁহাদেরই উত্তরাধিকারী হইয়া বিলুপ্ত রাজৈশ্বর্য্যের পুনঃসাধন করাতেই
বলিতেছেন, ইনি সেই আয়ুর্ব্বিজ্ঞানবিৎ সুশ্রুতের পুত্র, যাঁহার পূর্ব্বপু
বসিষ্ঠ যুদ্ধে সৈন্য বল পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ইনি পুনরায় সেই সৈন্যবা
গঠন করিয়া তাহাদিগকে বিচিত্র সাজে সজ্জিত করিয়াছেন। অন্যের
মিত্রবর্ম্মার তুলনা হয় না—সংগ্রাম কালে দেখা গিয়াছে অর্জ্জুনের
শরক্ষেপে একমাত্র মিত্রবর্ম্মারই ক্ষিপ্তকারিতা উল্লেখযোগ্য; এই
কারণেই মিত্রবর্ম্মাকে ঋষি এতটা বিশেষিত করিয়াছেন।

পূর্ব্বে আমরা উল্লেখ করিয়াছি, কালিদাস মিত্রের বিশ্বামিত্র
এবং বিশ্বামিত্র, দেবরাত ও ঔটট্ট প্রবর। শ্রৌত-সূত্র ও পুরাণেও
বিশ্বামিত্র-বংশীয় সুশ্রুত সন্তানগণের ঐ সকল গোত্র প্রবর দেখিতে পাইবে
P. Chantshal Rao C. I. E. সম্পাদিত "গোত্রপ্রবরনিবন্ধকা
ধৃত কাত্যায়ন-সৌগাক্ষি বচনে দেখিতে পাই।—"বিশ্বামিত্রান্ ব্যাখ্যায়াম
* * * অথ সৌশ্রুতাঃ তেষাং ত্র্যার্ষেয়ং প্রবরোভবতি, বৈশ্বামিত্রদৈবরা
দণ্ডেতি। উদলবদ্দেবরাতবদ্বিশ্বামিত্রবদিতি।" (প্রবরমঞ্জরী, ৮৯ পৃষ্ঠাঃ।)

এখানে বিশ্বামিত্র পুত্র সুশ্রুত সন্তানগণের বিশ্বামিত্র, দেবরাত, উদল প্র
বঙ্গীয় মিত্রবংশে 'উদল' স্থলে 'ঔটট্ট' ব্যবহৃত হয়, এবং মৎস্য পুরা
আছে,—

"গ্রামায়নাযাজ্ঞবল্ক্যাজাবালাঃসৈন্ধবায়ণাঃ।
বাভ্রব্যাশ্চ কারীষাশ্চ সংসৃতা অথ সৌশ্রুতাঃ॥
ত্র্যার্ষেয়প্রবরস্তেষাং সর্ব্বেষাং পরিকীর্ত্তিতাঃ।
বিশ্বামিত্রোদেবরাতউদ্দালশ্চ মহাতপাঃ॥"

মৎস্য পুরাণের বচনে 'উদল'কে উদ্দালরূপে পাইতেছি, সুতরাং মনে হয়, অনভিজ্ঞতাবশতঃ উদ্দাল স্থলে 'ঔটট্ট' প্রবর বলা হয়। বস্তুতঃ বিশ্বামিত্র-গোত্রকাণ্ডে কুত্রাপিও 'ঔটট্ট' নামে কোন ঋষির নাম পায়াও যায় না।* ফলতঃ দেখা যাইতেছে, সুশ্রুত-পুত্রগণের যে গোত্রপ্রবর; বঙ্গের মিত্র বংশেরও সেই গোত্রপ্রবর; ইহা দ্বারাও সুশ্রুত-পুত্র মিত্রবর্ম্মা হইতে যে বঙ্গের মিত্রবংশ উদ্গত হইয়াছে তাহা দৃঢ়তার সহিত বলা যায়। অবশ্য প্রতিবাদীপক্ষ বলিবেন, তবে ত মিত্রবংশ ব্রাহ্মণ—এবংশের ক্ষত্রিয়ত্বের বা কায়স্থত্বের দাবী বৃথা। কিন্তু তাঁহাদের মনে করিয়া দেখা উচিত, মুদ্গল, গর্গ, শুনক, রথীতর, মিত্রয়ু প্রভৃতি যেমন ২৩টী ক্ষত্রিয়বংশ ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছিল, তেমন বসিষ্ঠ, ভরদ্বাজ প্রভৃতি কতিপয় ব্রাহ্মণ হইতেও ক্ষত্রিয়বংশ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, ইহার শাস্ত্র-প্রমাণের অসদ্ভাব নাই। বিশ্বামিত্রও প্রথমে ক্ষত্রিয়ই ছিলেন, শেষ জীবনে তিনি ব্রাহ্মণ হন, তৎপুত্র সুশ্রুতও ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে ক্ষত্রিয় অধ্যাপক কাশী-নরপতি দিবোদাস ধন্বন্তরির অন্তেবাসী হন, তৎপুত্র মিত্রবর্ম্মা পুনরায় রাজা হন ও পুণ্যক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে ক্ষত্রিয় অভিলষিত সম্মুখ সংগ্রামে সশস্ত্র প্রাণ পরিত্যাগ করেন; ইহাতে তাঁহার বিশ্বামিত্রকে নূতন করিয়া গোত্রঋষিরূপে বরণ করিবার প্রয়োজন হয় নাই, যেহেতু তাঁহার শৈশবেই অন্নপ্রাশনে, উপনয়ন, বিবাহে বিশ্বামিত্র তাঁহার গোত্র বলিয়া বরিত হইয়াছিলেন। এমতাবস্থায় মিত্রবংশকে ব্রাহ্মণ বলিবার কোন স্বার্থকতা দৃষ্ট হয় না—উহাকে ক্ষত্রিয়বংশই বলা সমীচীন এবং যেভাবে এই মিত্রবংশ ও বসুবংশ মহাভারতীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হইতে বঙ্গীয় কায়স্থের পদবিতে ব্যবহৃত হইয়াছে, বঙ্গের অন্যান্য কায়স্থবংশেও তদ্রূপ বেদ, পুরাণ, ইতিহাস প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় বংশ হইতে পদবি গৃহীত হইয়াছে, অতএব বঙ্গের তাবৎ কায়স্থকেই বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলিতে কোন বাধা থাকিতেছে না।

* কেহ কেহ বিশ্বামিত্র গোত্র, মরীচি, কৌশিক, কেহ কেহ বা দেবরাত, কৌশিক প্রবর বলেন, তাঁহারা বিশ্বামিত্র গোত্রে যে সকল প্রবর কোথা হইতে সঙ্কলন করিলেন, বলিতে পারা যায় না।

প্রতিবাদীপক্ষ বলিতেছেন,—"রামচরিত কাব্যের কবি সন্ধ্যাকর নন্দী আপনাকে 'করণ' বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন, বারেন্দ্র কায়স্থের ঘটক কাশীদাসকৃত ঢাকুরের নাম 'বারেন্দ্রকরণবর্ণন' উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থের সমাজ স্থাপয়িতা ব্যাসসিংহের বংশধর লক্ষ্মীধরসিংহ ঘটক কারিকায় 'করণগুরু'; 'শ্রীকরণান্বয়' বলিয়া দাবী করিতে পারেন না, যেহেতু ঐ 'করণ' পতিত; বঙ্গীয় কায়স্থগণ সদাচার সম্পন্ন, দেবদ্বিজের অর্চ্চনার অধিকারী, তজ্জন্য এজাতিকে সৌরপুরাণে বর্ণিত বৈশ্য 'শূদ্রাজ করণ' বলা যাইতে পারে, কারণ ঐ জাতিও দেব দ্বিজের সেবক, বিশেষতঃ লেখনীজীবী। ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়গণ যে পূর্ব্ব জাতি হইতে স্খলিত হইয়াছিল তাহা 'রাজন্যাৎ ব্রাত্যাৎ' এই পঞ্চমীর প্রয়োগেই বুঝা যায়, তাহাদের পূর্ব্বজাতি নষ্ট না হইলে এস্থলে প্রথমা বিভক্তি থাকিত।" ইত্যাদি।

সুপ্রাচীন কাব্যে বা কুলগ্রন্থে বারেন্দ্র বা উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থকে করণ বলিয়া বর্ণনা দেখা যায়; তাহাতে তাহাদের মনু-কথিত ব্রাত্যক্ষত্রিয় করণের দাবীতে দোষ হয় না—ব্রাত্য হইলে পতিত হয় না এবং ঐ লিপিবৃত্তি ক্ষত্রিয় করণেও ছিল, ইহা অনুমান করা যায়। 'রাজন্যাৎ ব্রাত্যাৎ' এই পঞ্চমীর প্রয়োগ দেখিয়া তাঁহারা করণাখ্য ব্রাত্যক্ষত্রিয়ের প্রতি জাতিচ্যুতির দোষ আরোপ করেন কিন্তু এই দোষ স্থাপনের জন্য তাঁহাদিগকে পাণিনি সূত্রের ধ্রুবমপায়েঽপাদানম্॥ ১।৪।২৪ এই সূত্রের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে চলিবে না। কেননা ঋষি "জনি-কর্তুঃপ্রকৃতিঃ॥" ৩০ সূত্র করিয়া পূর্ব্বাশঙ্কার নিরাস করিয়াছেন। এই সূত্রভাষ্যে মহর্ষি পাতঞ্জলি বলিতেছেন, জনকের প্রকৃতি অর্থাৎ জাতি হইতে সন্তান অপক্রান্ত হয় না; মনিষী কৈয়ট আরও বিশদ ভাবে বুঝাইয়া বলিয়াছেন—এই কারক রূপ অপাদানটী চিরবিচ্ছেদক নহে। বস্তুতঃ ব্রাত্য হইলেও যে, সে সমাজে উপেক্ষিত হইত এরূপ বোধ ইতিহাসে দৃষ্ট হয় না—বরং সংস্কার সম্পন্নগণও তাহাদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধাদি দ্বারা সম্বদ্ধ হইতেন, ইহা আমরা দেখিতে পাই। মহাভারতে আছে;—

ব্রাত্যাঃ সংশ্লিষ্ট কর্ম্মাণঃ ক্ষত্রিয়ত্বেব চ গর্হিতাঃ।
বৃষ্ণ্যন্ধকাঃ কথং পার্থ প্রমাণং ভবতাংমতাঃ॥১৫

দ্রোণপর্ব্ব, ১৭১ অধ্যায়।

সত্য বটে এই বচনে ব্রাত্যের অব্রাত্য অপেক্ষা নিন্দা আছে, কিন্তু এ নিন্দা

শুধু অর্জ্জুন কর্ত্তৃক অন্যায় পূর্ব্বক ভূরিশ্রবার বাহুচ্ছেদের উষ্ণ রক্তের বৈদ্যুতিক প্রবাহের ফল—বংশ মর্য্যাদার নূতনতাব্যঞ্জক উক্তি, তাহা বুঝিতে কোন বিচক্ষণ ব্যক্তিরই কষ্ট হইবে না। কেননা ব্রাত্যদোষদুষ্ট বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশ যদি জাতিপাতের মত নিন্দিতই হইবে তাহা হইলে বৃষ্ণি-কুলজ শূররাজ-পুত্রী পৃথাকে সুসংস্কৃত পাণ্ডু নৃপতি প্রধানা রাজ্ঞী করিতেন না। ক্ষত্রিয়বল-গর্ব্বদীপ্ত সুসংস্কৃত রাজা জরাসন্ধ আপন কন্যাদ্বয়কে অন্ধবংশপ্রদীপ উগ্রসেন-নৃপাত-কুমার কংসকরে সম্প্রদান করিতেন না। মহর্ষিগর্গ যাদবগণের পুরোহিত হইতেন না, মহর্ষি সান্দীপনি রাম ও কৃষ্ণের অধ্যাপকতা করিতেন না।

মহানুভব মনু এমন কথা বলেন নাই যে, ব্রাত্য হইলেই তাহার জাতি যাইবে; তিনি বলিয়াছেন—সাবিত্রী পরিভ্রষ্ট হইলে তাহাকে ব্রাত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। ইহার পর যে ব্রাত্য ব্রাহ্মণ 'ভূর্জ্জকণ্টক'কে 'পাপাত্মা' বলিয়াছেন, সেটা তাহার ব্যক্তিগত স্বভাবের কথামাত্র—'আবন্ত্যা'দি সম্বন্ধে নহে, ইহা কুল্লুকভট্ট বলিয়াছেন। ঐ শ্লোকের টীকায় নন্দন বলিতেছেন—

"বিপ্রাদি বিশেষণং ব্রাত্যত্বেপ্যস্য বিপ্রত্ব মূলোচ্ছেদোনাস্তীতি সূচয়িতুং।" অর্থাৎবিপ্রাদির যে ব্রাত্য বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে, ইহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ব্রাত্য হইলেও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য মূল বর্ণ হইতে চ্যুত হয় না। শুধু যে নন্দনই বলিতেছেন—সুপ্রাচীন শ্রুতিতেও ইহার স্পষ্ট আভাস রহিয়াছে।

"তদ্‌যস্তৈবং বিদ্বান্ ব্রাত্যো রাজ্ঞোতিথির্গৃহানাগচ্ছেৎ।১ শ্রেয়াংস-মেনমাত্মনোমানয়েৎ তথা ক্ষত্রায় না বৃশ্চতে তথা রাষ্ট্রায় না বৃশ্চতে॥২ অতো বৈ ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চোদতিষ্ঠতাং তে অব্রূতাং কং প্র বিশাবিতি॥৩

অথর্ব্ববেদ, ১৫।২।১০

অর্থাৎ সেই বিদ্বান্ ব্রাত্য যে কোন রাজার গৃহে অতিথিরূপে গমন করিলে সেই রাজা যেমন কৃত কৃতার্থ হন, তাহার রাষ্ট্র তদ্রূপ অবিনাশী হয়, এইরূপ ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় ব্রাত্য উপস্থিত হইলেও তাঁহাদিগকে প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক বলিতে হইবে, আপনারা উভয়ে কোথায় গমন করিবেন?

এই মন্ত্রে দেখা যাইতেছে ব্রাত্য হইলেও ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ জাতিই থাকে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয় জাতিই থাকে। অতএব ব্রাত্যতায় পূর্ব্ব জাতিত্বের অপহ্নব ঘটে না—সদাচারের ব্যত্যয়ও হয় না সুতরাং বারেন্দ্র-উত্তররাঢ়ীয়দের

যাঁহারা 'করণ' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে মনূক্ত 'করণ' অর্থে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বলিতে অসম্মানের কিছু হয় না।

প্রতিবাদীপক্ষ আরও বলিয়াছেন—কায়স্থের যে লিপিবৃত্তি তাহা মনূক্ত করণে নাই—সৌরপুরাণের বৈশ্য-শূদ্রাজ করণে আছে। কিন্তু তাঁহারা যদি 'করণ ইদম্' এরূপ অনুসন্ধান করিতেন, মনুর ৮।১৫৪ শ্লোকের 'করণং পরিবর্ত্তয়েৎ' চরণটীর কথা মনে করিতেন, ওরূপ বলিতেন না। মহামতি কুল্লুকভট্ট ঐ চরণের অর্থ করিয়াছেন—'করণং লেখ্য' নন্দন,রামচন্দ্র প্রভৃতিও ঐরূপ অর্থ করিয়াছেন।

অবশ্য প্রতিবাদীপক্ষ বলিবেন—'করণস্য ইদম্' ঐরূপ হইলে করণ শব্দে আদিস্বরের বৃদ্ধি হইল না কেন? এতদুত্তরে স্মরণ করিতে হইবে, ক্ষত্রিয়ের শস্ত্র-অস্ত্র-জীবন মুখ্য, লিপি-জীবন গৌণ; এজন্যই প্রত্যয়ে লুক্ হইয়াছে। বিশেষতঃ করণ ও কারণ এক বস্তুরই বোধক, তাহা মহাভারত, ১৩।১৪৯।। এবং রত্নসকোষেও দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব মনূক্ত করণ জাতি যে লিপি-বিদ্যাবিশারদ ছিল তাহাতে আর সংশয় থাকিতেছে না সুতরাং বৈশ্য-শূদ্রাজ করণের আচার নিষ্ঠাদির প্রমাণে আর তাঁহাদের অযথা প্র স্বীকারের প্রয়োজন করে না।

প্রতিবাদীপক্ষ বলিতেছেন—চিত্রগুপ্ত ব্রহ্মকায়োদ্ভব কি ক্ষত্রিয় নহে এবং বঙ্গীয় কায়স্থও তাঁহার সন্তান নহেন।

চিত্রগুপ্ত ব্রহ্মকায়েই সমুদ্ভূত, ইহা আমরা জানিতে পারি আশ্বলায়ন গৃহ্যপরিশিষ্টের ২।৫ সূত্রে; ঋষি মধ্যদেশাধিপতি কেতুকে বলিতেছেন 'আপনি চিত্রগুপ্তকে মেরু প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণের সহিত লইয়া আসুন' সেই মেরুতেই ব্রহ্মলোক, তথায়ই দেব ও অসুরেরা বাস করিতেন শতপথ ব্রাহ্মণ, ১।১।১।১৬ টীকায় সায়ণাচার্য্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। চিত্রগুপ্ত লিপিবিজ্ঞানের প্রবর্ত্তক, ইহা লোকপ্রসিদ্ধি আছে, পরন্তু বর্ত্তমান কালে লিপিতত্ত্বানুসন্ধিৎসুরাও একপ্রকার স্থির করিয়াছেন—ব্রাহ্মিলিপিই জগতের আদিলিপি, উহা হিমালয়ের পরপার যেখানে মেরু বা ব্রহ্মলোক বলিয়া পৌরাণিকেরা উল্লেখ করিয়াছেন তথায়ই আবিস্কৃত হইয়াছে। এতাবৎ পর্য্যালোচনায় বুঝা যায় লিপিবিদ্যাবিৎ চিত্রগুপ্ত ব্রহ্মলোক হইতে ভারতে আগমন করায় তাঁহাকে 'ব্রহ্মকায়োদ্ভব' বলা হইয়াছে।

চিত্রগুপ্ত ক্ষত্রিয় নহেন একথার উত্তরেও বলিতে হয়, তিনি ক্ষত্রিয়। চিত্রগুপ্ত-পূজায় বিভিন্ন বেদীয় সূত্রকার, নিবন্ধকার প্রত্যেক বেদ হইতে

স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মন্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহাতে আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র ৪।১।২৪ নির্দ্দিষ্ট ঋক্‌বেদের ৬।৬।৭ মন্ত্রের চিত্রকে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া গ্রহণ করিতে হয় এবং কৌষীতকীব্রাহ্মণ ২১।৩ ও শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্র, ১১।৮।৭ নির্দ্দেশিত ঋক্ ১০।১১৫।১ মন্ত্রের যে চিত্রের উল্লেখ আছে, তাহাতে তাঁহাকে দ্যুলোকে শব্দ বহনের কথা আছে সুতরাং উভয় মন্ত্রের চিত্রই এক অভিন্ন ব্যক্তি ইহা বলা যাইতে পারে।

তাঁহার সন্তান বঙ্গীয় কায়স্থ নহে, একথা সমগ্র ভাবে মানিতে পারি না, কেমনা লোকপরম্পরায় যখন একথা চলিয়া আসিতেছে যে, কায়স্থ চিত্রগুপ্তের সন্তান, তখন যে সকল বংশ বেদ, মহাভারত, পুরাণ, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তির বংশধর নহে, তাহাদের সম্বন্ধে চিত্রগুপ্ত সন্তান বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে—অনুমান প্রমাণে তাহা নিঃসংশয়িত ভাবে প্রমাণও করা যায়।

প্রতিপক্ষ বলিতেছেন—'কায়স্থ শব্দটি কর্ম্ম বাচক পরন্তু জাতি বাচক নহে।' সত্য বটে প্রাচীন শাস্ত্রে কায়স্থ শব্দটি জাতি বাচক আছে, আবার কতিপয় স্থলে কর্ম্ম বাচক বলিয়াও ভ্রম উপস্থিত হয়। কর্ম্ম দ্বারা জাতি হয় না—অমরসিংহ বলিয়াছেন—"ভৃতকো ভৃতিভুক্কর্ম্মকরোবৈতানিকোঽপি সঃ।" ১০।১৫ পাণিনিও বলিয়াছেন—"কর্ম্মণি ভৃতৌ" (৩।২।২২) বস্তুতঃ ভৃত্যত্ব জাতি সংগঠক নহে। পরন্তু যাহাকে আচারপূত শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়াছেন, তাহাকে কর্ম্মজীবী ভৃত্য কিরূপে বলিতে পারা যায়। আমরা পূর্ব্বে যে মেরুর সান্নিধ্যে অসুর নিবাস নির্দ্দেশ করিয়াছি, সায়ণ সেস্থান 'ইড়ামুখ' বলিয়াছেন—গ্রীক্ দেশীয় ডিওডরাস ঐ স্থানকে ইক্ষু নদীর উপকূল ভাগে অবস্থিত বলিয়াছেন। অসুরদেশীয় ভাষায় 'ক্ষয়থ', ক্ষত্রিয় শব্দের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত, ইহা দরায়ুস লিপি ও আবেস্তায় দৃষ্ট হয়। এজন্যই মনে হয় চিত্রগুপ্ত যে লিপি-বিজ্ঞান বিস্তারের জন্য ভারতে আসিয়াছিলেন, তিনি ঐ ইড়ামুখের পথেই আসিয়াছিলেন, এজন্যই ভারতীয়গণ অসুর 'ক্ষায়থ' শব্দটীকে সংস্কৃত করিয়া তাহাকে 'কায়স্থ'রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত 'কায়স্থ' শব্দটি সাধিয়া অন্য প্রকার অর্থ সুসঙ্গত হয় না। সুতরাং ইহাকে এই ভাবে জাতি বাচক বলিতে হইবে।

প্রতিবাদী পক্ষ বলেন—যাঁহারা কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণ করিতে পুরাণাদির নাম করিয়া শ্লোকাবলী প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তৎসকলের প্রমাণিকতা

নাই। ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, তাঁহারা যেগুলি প্রমাণ বলিয়া উপস্থিত করিয়াছেন, তাহারইবা প্রমাণিকতা কোথায় ? বৃহদ্ধর্ম্ম, সৌর, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের যে সকল উপখ্যান তত্তাবতই প্রাচীন শাস্ত্র ইতিহাসের বিরোধী। যদি সংস্কৃত বচনমাত্রই শাস্ত্রবাক্য বলিয়া মানিতে হয়, কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবীদারদিগের উপস্থিত শ্লোকাবলীই সমধিক প্রাচীন এবং দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তথাপি আমরা কোন পক্ষের প্রমাণকেই আদর বা অনাদর না করিয়া সর্ব্বজনমান্য শাস্ত্রের আশ্রয়েই কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের প্রমাণ করিলাম। যাঁহারা ন্যায়বাদী বিচার কুশল, বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে প্রকৃত বিষয় বুঝিতে চাহেন, তাঁহারা আমাদের এই প্রবন্ধটী পড়িয়া যাহা উপলব্ধি করিতে পারেন সাধারণে প্রকাশ করিলেই হইবে।

প্রতিবাদীপক্ষ বলেন—'পূর্ব্বপুরুষকে ব্রাত্য বলা অন্যায়' ইত্যাদির উত্তরে আমাদের বক্তব্য—গঙ্গাজল (ক্ষত্রিয়ত্ব) মলিন (ব্রাত্য) হইলেও কূপোদক (শূদ্রতা) হইতে মহাআদরণীয়ই হইয়া থাকে। আর অশৌচ সম্বন্ধে কথা এই যে, প্রথমতঃ নির্গুণ ব্রাহ্মণদিগের অশৌচ দীর্ঘদিন ব্যাপী হয়, পরে সেই ব্রাহ্মণ যদি সগুণতালাভ করে, তবে তাহার ঐরূপ অশৌচ অল্পদিন হয়; অতএব অশৌচের অল্পদিন ব্যাপিতা বা দীর্ঘ দিন স্থায়িতাবশতঃ শ্রাদ্ধাদি কার্য্য পণ্ড হইতে পারে না। বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় অবস্থায়, ক্ষত্রিয়জাত্যুচিত অশৌচান্ত দিনে শ্রাদ্ধ করিয়াছেন, পরে ব্রাহ্মণত্বলাভ করিয়া ব্রাহ্মণোচিত শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিয়াছেন; তাহাতে কেহই বলিতে পারেন না যে তদনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধাদি পণ্ড হইয়াছে সুতরাং কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিলে কোনরূপ ধর্ম্মহানি হয় না।

প্রতিবাদী পক্ষের সিদ্ধান্ত 'কায়স্থ চতুর্বর্ণাতিরিক্ত একটি আচারপূত স্বতন্ত্র জাতি।' তাঁহাদের একথা মানিতে পারা যাইত, যদি, তাহারা বর্ত্তমান পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের প্রণালী অনুসরণ করিয়া কথা বলিতেন। কিন্তু তাঁহারা যখন সনাতন শাস্ত্রের প্রতিই নির্ভর করিয়াছেন, তখন কায়স্থগণকে বর্ণ বহির্ভূত আচারপূত স্বতন্ত্র জাতি বলিতে পারেন না। যাহারা বর্ণবাহ্য জাতি শাস্ত্র তাহাদিগকে আচারহীনই বলিয়াছেন। পরন্তু আচার জিনিষটা আচার্য্য প্রদত্ত তাই নিরুক্তিকার যাস্ক বলিয়াছেন—"কস্মাদার্য্য" ? আচারং গ্রাহয়ত্যাচিনোত্যর্থনাচিনোতি বুদ্ধিমিতি বা।" ১।২।১ খণ্ড। সুতরাং যাহারা আচারপূত তাহারা আচার্য্য কর্ত্তৃক উপনীত ইহা প্রমাণ সিদ্ধ এবং তাহারা চতুর্বর্ণের ভিতরেই পড়ে। অতএব আচারপূত জাতি চতুর্বর্ণাতিরিক্ত হইতে পারে না।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, যদি চতুর্বর্ণাতিরিক্ত মৌলিক কোন জাতিই থাকিবে তবে মনু চতুর্বর্ণের কর্ত্তব্য কি তাহা মাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হইতেন না, পঞ্চমবর্ণের জীবিকা সম্বন্ধেও কিছু বলিতেন, অতএব "চতুর্থ এক জাতিস্তু পঞ্চমোনাস্তিকশ্চন" এই মনূক্তির অপব্যাখ্যা চলে না।

তাঁহারা বলিতেছেন যে,—এই স্বতন্ত্র জাতির দ্বিজোচিত সাবিত্র্যুপনয়ন হইতে পারে না। আমরা বলি—যাহারা আচারপূত তাহারাই পারে, যাহারা অনাচার দুষ্ট তাহারাই পারে না। কিন্তু লাট্টায়ণ শ্রৌতসূত্র, তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ অনাচারী আর্য্যজাতিত্রয়কেও সংস্কার করিয়া লইবার উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

প্রতিবাদীপক্ষ বলিতেছেন—'যে সকল কায়স্থ সাবিত্র্যুপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা পতিত হইয়াছেন।' ইহা তাঁহারা বলিতে পারেন, সাবিত্রী সংস্কারটা পাতিত্যের জন্য কি উন্নতির জন্য ? মনু বলিয়াছেন—'আমি যাহাদের কথা উল্লেখ করিলাম না, তাহাদিগকে তাহাদের আচার ব্যবহার দেখিয়া, তাহাদের জাতি নির্দ্দেশ করিবে।' ইহাতে বুঝা যায় যে, তথাপি কাহাকেও অর্থাৎ যাহারা উন্নত, শিক্ষিত তাহাদিগকে তাহার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিও না। 'তাহারা ব্রাহ্মণের ন্যায় আচারবান থাকে ব্রাহ্মণ বর্ণের মধ্যে, ক্ষত্রিয়ের ন্যায় আচার সম্পন্ন থাকে ক্ষত্রিয় মধ্যে স্থান দিও।' এরূপ ভাবে যে সকল মহর্ষি, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি আদেশ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের কথাই মানিয়া থাকিতে হইবে, তথা ঋষিকল্প পূজনীয় ব্রাহ্মণমণ্ডলী যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাই মানিব ? না অযৌক্তিক অসামঞ্জসবচন প্রপঞ্চ দ্বারা আত্মপ্রবঞ্চনা করিব ? অবশ্য প্রতিবাদিগণও তাঁহাদের পক্ষে অনেকানেক পূজ্যপাদ ব্রাহ্মণ অধ্যাপক উপস্থিত করিতেছেন; কিন্তু এরূপ স্থলে এটুকু মনে করিতে হইবে যে উভয়ই ব্রহ্মবাক্য; তখন কাহার বাক্য উপেক্ষা করিয়া কাহার বাক্য গ্রহণ করিব ? মহর্ষি অঙ্গিরা বলিয়াছেন—পাপের জ্ঞান হইলেই অবিলম্বে ব্যবস্থা লইয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, নতুবা উপপাতকও মহাপাতকে পরিণত হয়।

কৃতে নিঃসংশয়ে পাপে ন ভুঞ্জীত-অনুপস্থিতে।

ভুঞ্জানো বর্দ্ধয়েৎ পাপমস্যাং পর্যদিক্রবন্‌ ॥

এমতাবস্থায় যাঁহারা আপনাকে ক্ষত্রিয় এবং ব্রাত্য বলিয়া বুঝিয়া বিদ্বান ব্রাহ্মণের ব্যবস্থামত প্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্রী সংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা

ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্যই করিয়াছেন, তাঁহাদের আদর্শ ই সর্ব্বত্র প্রচার হওয়া আবশ্যক।

প্রতিপক্ষগণ আরও বলেন যে, 'বঙ্গদেশীয়কায়স্থ ভিন্ন অপর অপর দেশের কায়স্থগণ যে ক্ষত্রিয় বলেন বা ইদানীং যাঁহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন, তাঁহারাও এইরূপ গোলযোগ করিয়াই ইতঃপূর্ব্বে ক্ষত্রিয় হইয়াছেন।'

প্রতিপক্ষগণের এই প্রকার ভাববিহ্বল বাক্‌চাতুর্য্যের প্রতিষেধার্থই আমাদের এত কথা বলিতে হইল। বলি অন্যান্য দেশের কায়স্থেরা গোলযোগ করিয়া ক্ষত্রিয় হইয়াছেন, বা যাহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত তাহাদেরও মূল ঐ প্রকার একথা বলিবার হেতু ত "কলৌ ক্ষত্রিয় বৈশ্য নস্তঃ" বা 'মহানন্দি পর্য্যন্তং ক্ষত্রিয় আসীৎ' এই পৌরাণিক বচন ভিত্তি করিয়া? কিন্তু ইহার পাল্টা উত্তর কি আছে, তাহা বুঝি আর ভাবোন্মাদনায় উপলব্ধি করিতে পারেন নাই! ঐ শুনুন, শ্রুতি কি বলিতেছেন—উগ্ররাজা মন্যমানো ব্রাহ্মণং যো জিঘৎসতি।

পরা তৎসিচ্যতে রাষ্ট্রং ব্রাহ্মণোযত্র জীয়তে॥" অথর্ব্ববেদ ৫।২।১৯।৬

ইহাতে ত স্পষ্টই ব্রাহ্মণের অভাব সূচিত হইয়াছে, এবং এই শ্রুতি যদিও অতি প্রাচীন যুগের, তথাপি পরবর্ত্তীকালে জৈনশাস্ত্র ব্যাস-পুরাণের ১১শ অধ্যায়ের ৩৬—৪৪ শ্লোকেই স্পষ্টই বর্ণিত আছে যে, জামদগ্ন্য রামের সহিত যুদ্ধে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন নিহত হইলে তৎপুত্র সুভৌম, মাতৃমুখে এই বিবরণ শুনিয়া কৌশিক হইতে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করত একবিংশতিবার ব্রাহ্মণ নিধন করেন; ইহাতে ভার্গবরাম শরব, কটু ও কৈবর্ত্তদিগের গলায় পৈতা দিয়া ব্রাহ্মণ করেন আর বিধবা ব্রাহ্মণপত্নীগণ সুতার্থিনী হইয়া ক্ষত্রিয়গণের নিকট উপস্থিত হইলে তৎসহবাসে যে সকল সন্তান হয় তাহারা ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হয়। আমাদের মনে হয় প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের সংঘর্ষের ফলে ক্ষীণবল ব্রাহ্মণ জাতি অতি মাত্রায় বিনাশ প্রাপ্ত হওয়ায় ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হইতে অনেককে ব্রাহ্মণ করিয়া ব্রাহ্মণ জাতির সমাজদেহ পুষ্ট করা হইয়াছিল, তৎপর কতিপয় ব্রাহ্মণ, লেখনী বলে নিঃক্ষত্রিয় গল্প এবং ক্ষত্রিয় জৈন মুনিগণ ব্রাহ্মণ নাশের উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। তাই বলিতেছিলাম, ঠক বাছিতে গ্রাম উজাড় হইবে, এরূপ কবির লড়াইয়ে অনেক উত্তরই দেওয়া যায় কিন্তু আমাদের তাহা উদ্দেশ্য নহে সত্য নির্দ্ধারণই অভিপ্রায়, তাই শ্রুতি-স্মৃতি-ইতিহাস প্রভৃতি সর্ব্বসম্মত প্রমাণে কায়স্থের ক্ষত্রিয় জাতিত্ব এবং উপনয়ন গ্রহণের বৈধতা প্রমাণ করিয়া অদ্যকার মত বিদায় হওয়া গেল।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী।

সঙ্গীত

অনেকেরই ধারণা সঙ্গীত চিত্তের আবিলতা পরিষ্কার করিয়া দিয়া প্রফুল্লতা আনায়নে তৎপর। আমি কিন্তু সে কথায় কখনই সুখী হইতে পারি না। সঙ্গীতে কেবল অমৃতই উত্থিত হয় আর গরল সমুত্থিত হয় না, তাহা নহে। চিত্তের সাম্য অবস্থাতে সঙ্গীত ত্রিবিধ ভাবের উদ্দীপনা করিয়া থাকে। সুখের অবসান দুঃখের পূর্ণ বিকাশ, দুঃখের অবসান সুখের পূর্ণ বিকাশ সঙ্গীত হইতেই অনুভব করা যায়। এই জন্যই সঙ্গীত শ্রবণ করিতে গিয়া শ্রোতৃবৃন্দ হাসি কান্নার অধীনতা স্বীকার করে। এতদ্ব্যতীত সঙ্গীতের অনির্ব্বচনীয় শক্তি প্রভাবে শ্রোতার চিত্তে বীরোচিত ভাব জাগিয়া উঠে। সঙ্গীতের কোন অংশ হইতে চিত্তের এই সমুদয় দশার পরিণতি এবং সেই অংশটা কি, ইহাই অদ্যকার প্রতিপাদ্য।

প্রবন্ধ লিখিবার সময় চিন্তাদেবীর অনুসরণ করা যেমন লেখকমাত্রেরই কর্ত্তব্য,—চিন্তাদেবী সুপ্রসন্না হইলে লেখকের ভাবের অভাব থাকে না, সেই ভাব আবার লেখক ভাষার সাহায্যে পরিস্ফুট করিয়া পাঠকের চিত্তবিনোদন করে, অ আ, ক খ প্রভৃতি স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের পরিচয়ে লেখকের ভাষাজ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ সঙ্গীত আলোচনা করিবার সময় গায়ক স্বরগ্রাম সাধনায় নিবিষ্ট হইয়া থাকে। স্বরগ্রাম হইতে রাগিণী সিদ্ধান্ত করিয়া লয়—রাগিণী আলাপ করিবার একমাত্র অবলম্বন সুর—সা, রি, গা, মা, পা, ধা, নি; এই সপ্ত স্বর হইতে গায়কের সুরের উদ্ভব হয়। মোটকথা প্রবন্ধ লেখক যেমন বর্ণ-পরিচয় করিয়া ভাষা আয়ত্তাধীন করত জ্ঞানের সহায়তায় তাহার কল্পনা-প্রসূত সেই ভাষার সজ্জায় গড়াইয়া পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারেন তেমনই গায়কও স্বর অভ্যাস করিয়া সুর দখল করত জ্ঞানের সাহায্যে তাহার স্বরগ্রাম সমুত্থিত রাগিণী সেই সুরে আবৃত্তি করিয়া শ্রোতার চিত্তে সুখ দুঃখের ছায়া বসাইয়া দিতে পারেন। সাহিত্য ও সঙ্গীত উভয়ের মধ্যেই জ্ঞান দেদীপ্যমান। ভাষা দিয়া ভাব বিকাশ করিতে গেলে অথবা সুর দিয়া রাগিণী সাধিতে গেলেও জ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন হয়। জ্ঞান না থাকিলে ভাষায় শ্রুতিকটুদোষ পরিলক্ষিত হয়—ভাবের সম্পূর্ণ বিকাশ হয় না, তদ্রূপ জ্ঞানাভাবে সুর-সৌন্দর্য্যেরও সম্পূর্ণ অভাব ঘটে—রাগিণী পরিশুদ্ধ হয় না। ভাষা-জ্ঞান ব্যাকরণ হইতে এবং সুর-জ্ঞান সুর হইতে জন্য রাগিণীর

গ্রন্থিস্থলগুলীতে সুর দিয়া কেমন আঘাত করিলেই মাত্রা জ্ঞান লাভ করা যায়, ছয় মাত্রায় সংহিতে একটা তালের উৎপত্তি, মাত্রার ষষ্ঠস্থানে সুর সংযোগে আঘাত করাকে তাল কহে। তালবোধ জন্মিলেই সোম ফাঁক জ্ঞান আবশ্যক করে। যেখানে গান ছাড়িয়া দিবার প্রথা আছে সেই স্থান সুর দিয়া সজোরে আঘাত করিলেই সোম্ বুঝায়, আর গান গাহিবার সূচনাতেই ফাঁকের বসতি। রাগিণী ও তালের সুমিলনে সঙ্গীত। সঙ্গীত হইতেই ভাবের পূর্ণ বিকাশ হয়। তাহাতেই সুখ, দুঃখ, দ্বেষ ও হিংসা প্রভৃতি বিজড়িত থাকে সুতরাং সঙ্গীতে শ্রোতার ভাবান্তর ঘটে,—বলা যায়।

শ্রীহারাণচন্দ্র সরকার।

জাগো

আজি নীরব নিঝুম নিশীথে, অন্তরে
গভীর পুলক জড়িত আবেগ ভরে
আরাধ্য দেবতা মম উঠিছ জাগিয়া
চপল পরাণ মোর উঠুক নাচিয়া
বিশ্ববিশ্রুত তোমার মধুর ঝঙ্কার
পশেছিল একদিন শ্রবণে আমার
কি জানি, কি এক মোহ ভরে মোর হিয়া
নিখিল ভরে আবেগে উঠিল মাতিয়া
শান্ত অবশ নয়ন আসিল মুদিয়া
পড়িনু ধরার বক্ষে অঞ্চল পাতিয়া
নিঠুর বিহঙ্গ কভু ডাকি হায় হায়
নিদ ভাঙে সুমধুর স্বপন আমার
রয়েছে সে স্মৃতি টুকু হৃদয়ে জাগিয়া
আশার বাঁধনে বুক রেখেছি বাঁধিয়া।

শ্রীখগেন্দ্র নাথ বসু

সমালোচনা

উপনয়ন-সন্ধ্যা-তর্পণ-পূজা প্রয়োগ। শ্রীআশুতোষ তর্কতীর্থ সঙ্কলিত, শ্রীগণপতি সরকার বিদ্যারত্ন এম্-আর্ এ-এস্ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ডিমাই ১৬ ফর্ম্মা ৫৬ পৃষ্ঠায় উৎকৃষ্ট কাগজে উত্তম ছাপা। মূল্য ।৵০ আনা মাত্র। বেলেঘাটা ৩৯ নং মেইন রোডে সম্পাদকের নিকট প্রাপ্তব্য।

এই পুস্তকখানি যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। ইহাতে ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত ও তাহার ফর্দ্দ, গৌণাতীতকালোপনয়ন প্রায়শ্চিত্ত ও তাহার ফর্দ্দ, উপনয়ন বিধি ও তাহার ফর্দ্দ, যজুর্ব্বেদীয় সান্ধ্যাবিধি, তর্পণ বিধি, সাধারণ পূজাক্রম, ভোজনবিধি, পূজার ফর্দ্দ প্রভৃতি আছে। ফলতঃ এই পুস্তক সহায়ে পৌরোহিত্যে সামান্য জ্ঞানীও কার্য্য করাইতে পারিবেন। আমরা ক্ষত্রিয় সংস্কারকামীর অবশ্যকীয় গ্রহণ মনে করি।

গান্ধী-কীর্ত্তন। শ্রীসতীশচন্দ্র গুহঠাকুর কর্ত্তৃক ৬৩ নং মানিকতলা ষ্ট্রীট, ভারতভাণ্ডার হইতে প্রকাশিত। ছাপা ও কাগজ ভাল, মূল্য ।/০ পাঁচ আনা মাত্র।

এই পুস্তকে প্রকাশক উপক্রমণিকায় পুস্তক সঙ্কলনের প্রয়োজনীয়তা নির্দ্দেশ করিয়া তন্মধ্যে 'ইয়ংইণ্ডিয়া' পত্রের ৪র্থ বর্ষের ১৫ সংখ্যায় ৯৪ পৃষ্ঠায় A lover of Bapu লিখিত The Secret Bapu শীর্ষক প্রবন্ধের অনুবাদ সহ সুবিখ্যাত কবি স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত রচিত, 'গান্ধিজী' পদ্যটী, তৎপর শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'মহাত্মাজী' শ্রীনরেন্দ্র দেব লিখিত 'মহাত্মা' (কবিতা) শ্রীবিনয় সেনগুপ্ত রচিত 'মহাপুরুষ' (কবিতা) তৎপর টিপ্পনী দিয়াছেন, তাহাতে পুস্তকখানি বড়ই মনোরম হইয়াছে। পুস্তক খানি দেশভক্তজনের নিকট আদৃত হইবে।

পরমেশ্বরপুর বসু বংশাবলী। আসাম হইতে ডাক্তার অশ্বিনীকুমার বসুবর্ম্মা এই বংশাবলীখানি পাঠানে আমরা ধন্যবাদের সহিত উহার প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

মণিমোহন-জীবনী। শ্রীরামকুমার নাথ সঙ্কলিত, ৬ নং শীতলা-তলা লেন, নারিকেলডাঙ্গা হইতে শ্রীবনবিহারী নাথ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ডিমাই ১৬ পেজী ফর্ম্মায় ২০৭ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট ছাপা, মূল্য ১৲ টাকা মাত্র তিনখানি হাফটোন ছবি আছে।

যাঁহারা স্বজাতির উন্নতিতে আত্ম নিয়োগ করিয়াছেন, যাঁহারা স্বজাতির কল্যাণ কামনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা এই পুস্তক পড়িলে বিশেষ উপকৃত হইবেন। কিন্তু ইঁহারা স্বজাতির দ্বিজত্ব প্রতিপাদনে যে ব্যবস্থা সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহার উপর যোগিজাতির দ্বিজত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, ইহা মনে হয় না।

Mahatma Gandhi A World-Redeemer. ভারতী আত্মতত্ত্ব বিভাগের প্রধান সম্পাদক, কাশী নিবাসী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত, ২১২।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে ভারত-গ্রন্থ-ভাণ্ডার হইতে প্রকাশিত, ইংরাজী ভাষায় লিখিত, ছাপা ও কাগজ ভাল। পুস্তকখানি ক্ষুদ্র হইলেও মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে অনেক কথা জানিবার আছে। ইনি সত্যই লিখিয়াছেন—"Mahatma Gandhi has, therefore naturally put forth all his efforts to extricate politics from the iron grip of Macchiavellean traditions,.........পুস্তকখানি সকলেরই পড়া কর্ত্তব্য।

যজুঃ সংস্কার-পদ্ধতি। (সটীক সানুবাদ) শ্রীগণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, এম্-আর্-এ-এস্ ও শ্রীআশুতোষ তর্কতীর্থ কর্ত্তৃক অনুদিত ও সম্পাদিত। ৬৯ নং বেলেঘাটা মেইন রোড হইতে শ্রীসত্যগোপাল সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত ডিমাই ৮ পেজী, ১৬ ফর্ম্মায় ১২২ পৃষ্ঠা। মূল্য ১৲ টাকা। ছাপা ও কাগজ ভাল।

পশুপতির 'যজুঃ সংস্কার-পদ্ধতি' বাজারে অনেক দিন হইতে পাওয়া যায় কিন্তু বিশুদ্ধ সংস্করণের অভাবে অনেক মন্ত্রের অশুদ্ধ পাঠ করিতে হয়, গণপতি বাবু ও তর্কতীর্থ মহাশয় সেই অভাব এত দিনে পূরণ করায় সনাতন আশ্রমীদিগের নিকট তাঁহারা ধন্যবাদ ভাজন হইলেন। অনেক স্থলে পুরোহিত ঠাকুর কর্ম্মস্থলে নানাপ্রকার লুকাচুরি করেন; কৃতির নিকট এই পুস্তক থাকিলে অতঃপর আর তাহার সম্ভাবনা থাকিবে না।

পুস্তকখানিতে যজুর্বিবাহ, গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাসন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, বেদারম্ভ ও সমাবর্ত্তন বিশুদ্ধ রূপে সঙ্কলিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক কর্ম্মের ফর্দ্দ থাকায় যিনি কখন কাজ করান নাই, তাঁহার পক্ষেও সুবিধা হইয়াছে।

সুদামা-চরিত। শ্রীঅম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক পদ্যে রচিত, ৮৭ নং বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট, শ্রীপ্রমথনাথ প্রামাণিক কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পুস্তকখানি ক্ষুদ্র হইলেও ভক্তজনের সুপাঠ্য হইয়াছে।

স্বাস্থ্য-ধর্ম্ম গৃহ-পঞ্জিকা। ৪৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্ স্বাস্থ্য-ধর্ম্ম-সঙ্ঘ হইতে প্রকাশিত। পুস্তকখানির প্রথম প্রকরণে হরপার্ব্বতী সংবাদে মানব-জীবনের যাবতীয় কদাচার সদাচার ও সংযমের ফল, দ্বিতীয় প্রকরণে জাতীয় অবনতি ও তাহার প্রতিকার এবং তৃতীয় প্রকরণে চিকিৎসা বিষয়ে সরল পদ্যে বর্ণনা করিয়া শেষ অংশে ১৩৩০ সনের দিন পঞ্জিকা সন্নিবেশিত হইয়াছে। ফলতঃ মানব-জীবন গঠনের পক্ষে সম্পাদক ডাক্তার কার্ত্তিকচন্দ্র বসু এক অপূর্ব্ব বস্তু বিতরণার্থ উপস্থিত করিয়াছেন।

ক্ষত্রিয় ক্রিয়া-কৌমুদী। শ্রীরসিকচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক পদ্যে রচিত, ২০ নং নবীনরাম দে ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত, মূল্য ।০ আনা। পুস্তকখানির নাম 'ক্ষত্রিয়-ক্রিয়া কৌমুদী' রাখা হইয়াছে কেন বুঝিলাম না। ইহা কি উপনয়নকামী কায়স্থবৃন্দের নিকট অর্থ সংগ্রহের নিমিত্ত? প্রথমতঃ অশৌচ-বিধির পদ্যানুবাদ, তৎপর গঙ্গাস্তব, আদ্যাস্তব, শিখাবন্ধ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং ইহাকে ক্রিয়া-কৌমুদী কি করিয়া বলা যায়? বিশেষতঃ যে সকল বিষয় পদ্যানুবাদ করিয়াছেন, তাহাতে বর্ণাশ্রম সমাজের সকলেরই সমান অধিকার—ক্ষত্রিয়ের নিজস্ব উহাতে কি আছে, বুঝিলাম না।

সাময়িক প্রসঙ্গ

অসত্যের সাহস :—

সেদিন (৬ই আষাঢ়ের) 'খুলনা' পত্রিকায় একখানি প্রতিবাদ পত্র পড়িয়া বিস্মিত হইলাম। গত ২৯শে অগ্রহায়ণ তারিখের 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকায় নাকি একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়া, খুলনার প্রসিদ্ধ সবজজ, লোকপ্রিয় শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ঘোষবর্ম্ম মহাশয়ের দ্বিতীয়দারপরিগ্রহ উপলক্ষ করিয়া

তাঁহার বয়স ও সন্তান বাহুল্যাদিতে বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইয়াছে ইত্যাদি প্রকা ব্যাঙ্গোক্তি করিয়াছেন। আরও শুনিলাম সেই প্রবন্ধে নাকি লিখিত হইয়াছে— ৭ পুত্র, ৪ কন্যার পিতা হইয়া উনষাটবর্ষের বৃদ্ধ বর্ষীয়সীর আসঙ্গ লিপ্সায় এক বালিকার পাণিপীড়ন করিয়া সমাজে আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। ইত্যাদি।

আমরা ঐ তারিখের 'দৈনিক বসুমতী' পড়িবার সুযোগ পাই নাই, সুতরাং প্রকৃত কথা তাহাতে কি আছে জানি না। তবে যাহা শুনিতে পাইলাম এবং খুলনা পত্রিকায় যাহা পড়িলাম তাহা যে অসত্যপ্রসারী, মাননীয় ব্যক্তিকে লোক-সমাজে হেয় প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে লিখিত, তাহা বোধ হয় সমাজ-হিতৈষী প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি—বিশেষতঃ যাহারা নারায়ণবাবুর পারিবারিক সংবাদ রাখেন, তাঁহারা সকলেই ইহা স্বীকার করিবেন। তাঁহার সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ পুত্র এবার Matric দিয়াছে, এরূপ অবস্থায় তাহার বয়স কত হইতে পারে বিজ্ঞ লেখক মহাশয় ৪ পুত্রের স্থলে ৭ পুত্রের কল্পনা না করিলে বুঝিতে পারিতেন।

প্রত্যেক আদমসুমারীর বিবরণীতেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, কায়স্থ জাতিই বঙ্গের সকল জাতি অপেক্ষা অল্প হইয়া যাইতেছে। ইহার প্রতীকার চেষ্টা কোন সমাজ ও স্বজাতি-হিতৈষী করিতেছেন কি? প্রাচীন বংশ তালিকায় দেখিতে পাওয়া যায়—কাহারও চতুর্দ্দশ পুত্র, কাহারও পঞ্চবিংশতি পুত্র, কাহারও বা সপ্তবিংশতি পুত্র, ইহার পর আবার শ্রেষ্ঠ ঘরে কন্যাদান করিয়া চতুঃসাগরী কুল, কোথায় বা নবরঙ্গী কুল করিয়াছেন, ইহাকি বর্ত্তমান সভ্যতানুমোদিত একপত্নীব্রতের ফল, না ক্ষত্রিয়োচিত বহুদার পরিগ্রহের ফল? আমাদের মনে হয়, নারায়ণ বাবুর ন্যায় পুষ্টস্বাস্থ্য, ঋদ্ধিমান কায়স্থ সন্তানের পক্ষে দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করায় স্বজাতির জনবাহুল্যের পুষ্টি সাধনই হয়।

নারায়ণ বাবু যে বিধবার অষ্টাদশবর্ষীয়া কন্যার পাণিপীড়ন করিয়াছেন, সেই বিধবা বয়স্কা কন্যার বিবাহ দিতে না পারিয়া কিরূপ বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তাহা যিনি আটচল্লিশবর্ষীয় পাত্রের উনষাট বর্ষ কল্পনা করেন তিনি কিরূপে উপলব্ধি করিবেন! নারায়ণ বাবু বিধবার এই বিপদুদ্ধার করায় সমাজ-হিতৈষী মাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

আর এক নম্বর :—

চন্দননগরের অপ্রকাশ ঘোষের স্ত্রী সুশীলাকে ভোলানাথ মিত্র কুলের বাহির

করে বলিয়া অপ্রকাশ যোড়াবাগান পুলিশকোর্টে নালিশ উপস্থিত করিলে অনরারি ম্যাজিষ্ট্রেট রায়বাহাদুর আর-এন্ রায়ের এজলাসে ভোলানাথ প্রমাণ সহযোগে বলে—অপ্রকাশ কায়স্থ আর সুশীলা ডোম কন্যা, হিন্দু-সমাজে এরূপ বিবাহ হইতে পারে না এবং হয়ও নাই। অতএব বাদীর পত্নীত্বের দাবী মিথ্যা। ইহাতে বাদী বলে—কায়স্থ ও ডোম উভয়ই শূদ্র এবং শূদ্রের বিভিন্ন শাখায় বিবাহ আইন সঙ্গত, ইহা কলিকাতা হাইকোর্টেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব ভোলানাথ আইনত পরপত্নী হরণই করিয়াছে। অতঃপর ভোলানাথ কতিপয় শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ অধ্যাপক এবং সামাজিক ব্যবহারে অভিজ্ঞ আমাদের সমাজ-সম্পাদক ও পত্রিকার সম্পাদকদ্বয় দ্বারা সাক্ষ্য প্রদান করে। ব্রাহ্মণ হাকিম বাহাদুর এই সকল সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণের পর সুবৃহৎ রায় প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে,—সমাজে এরূপ বিবাহ প্রচলিত না থাকিলেও এবং সমাজের সাধারণের মত বিরুদ্ধ হইলেও ৩৩ মাদ্রাজ ও ২৫ কলিকাতা উইক্‌লি নোটস্ মতে উহা আইন সঙ্গত। অতএব আসামী দণ্ডনীয়। এই দুই উইক্‌লি নোটের মতে শূদ্রের বিভিন্ন শাখায় পরস্পর বিবাহ সিদ্ধ।

তাই বলিতেছিলাম—অনুপবীতি ক্ষত্রিয় সন্তান কায়স্থবৃন্দ আইনের নামে ব্রাহ্মণের এরূপ অত্যাচার আর কতকাল সহিবে? এখনও কি তোমাদের জ্ঞান-চক্ষুরুন্মিলিত হইবার সময় হয় নাই! জানি তোমাদের গাত্রচর্ম্ম খড়্গী-চর্ম্মাপেক্ষাও পুরু, জ্ঞান-ভাণ্ডও কি তদ্রূপ লৌহাবরণে আবরিত?

উপনয়ন :—

২৬শে বৈশাখ, ১৩৩০। মৈমনসিংহ—ইচাইল-কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে ইচাইল নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রমথলাল বসু, সুরেন্দ্রলাল বসু, উপেন্দ্রলাল বসু, মথুরালাল বসু, মতিলাল বসু, প্রমদালাল বসু, বিজয়লাল বসু, রাজেন্দ্রকুমার ঘোষ, নিত্যহরি চৌধুরী, নগেন্দ্রকুমার চৌধুরী, নীরোদকুমার চৌধুরী, নবকুমার দত্ত, চন্দ্রকুমার গুহ, নরেন্দ্রকুমার দত্ত; রঘুনাথপুরের শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর রক্ষিত; বাগজান নিবাসী শ্রীযুক্ত পার্শ্বনাথ ঘোষ, সতীশচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, হর্ষনাথ ঘোষ, দীনেশচন্দ্র ঘোষ, নরেশচন্দ্র ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ, বিভূতিভূষণ ঘোষ, রাখালকৃষ্ণ ঘোষ, দেবেন্দ্রনারায়ণ বসু, শচীন্দ্রনারায়ণ বসু, যোগেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ; তেঘরি নিবাসী শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রপ্রসাদ নেউগী, ক্ষিতীশচন্দ্র গুহ, এই ৩১ জন বঙ্গজ কায়স্থ সন্তান যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্রী-উপনয়ন গ্রহণ করেন।

২৭শে বৈশাখ, ১৩৩০। মৈমনসিংহ—নাগরপাড়া-কেন্দ্র। নাগরপাড়া শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসুবিদ্যাবিনোদ, কেশচন্দ্র বসু, আখলচন্দ্র বসু, প্রকাশচন্দ্র বসু, নিশিকান্ত বসু, ভূপতিমোহন বসু, অতুলচন্দ্র বসু, নৃপেন্দ্রমোহন বসু, অনাথবন্ধু বসু, অক্ষয়কুমার ঘোষ, গৌরচন্দ্র চৌধুরী, যাদবচন্দ্র চৌধুরী, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, গোপালচন্দ্র চৌধুরী, নেপালচন্দ্র চৌধুরী, গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী, রামচন্দ্র চৌধুরী, দীনেশচন্দ্র চৌধুরী, রমেশচন্দ্র চৌধুরী, তরণীমোহন সরকার, দুর্গাচরণ ভৌমিক, কানাইলাল ভৌমিক, নগেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক, ক্ষেত্রনাথ ভৌমিক, অমৃতলাল সরকার, আটঘরির শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসু, স্বদেশপ্রিয় বসু; করাইল নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রমোহন ঘোষ, মাখনলাল ঘোষ, ক্ষেত্রনাথ ঘোষ, আমতা নিবাসী শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রলাল ভৌমিক এই ৩১ জন বঙ্গজকায়স্থসন্তান যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্রী-উপনয়ন গ্রহণ করেন।

২৯শে বৈশাখ, ১৩৩০। মৈমনসিংহ—মৈষামুড়া-কেন্দ্র। মৈষামুড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, অঘোরচন্দ্র ঘোষ, জলধর ঘোষ, নৃপেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, সুরেশচন্দ্র ঘোষ, রাধাগোবিন্দ দত্ত, সুধীন্দ্র কুমার দত্ত, ধীরেন্দ্রকুমার দত্ত, উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, প্রমথবিহারী গুহ, যোগেশচন্দ্র ঘোষ; লালহারা নিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ; ঘুণি নিবাসী শ্রীযুক্ত অবনীমোহন বসু; দশাইকা নিবাসী শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র দত্ত, প্রাণনাথ সরকার, প্রসন্নকুমার ভৌমিক; নমতা নিবাসী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চন্দ; গাড়ুরিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র নন্দী; ফতেপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঘোষ, সারদাপ্রসাদ বসু, রাধিকাপ্রসন্ন পাল, অশ্বিনীকুমার বিশ্বাস, রমেশচন্দ্র গুণ, অভয়চরণ গুণ, দীনদয়াল পাল, নগেন্দ্রলাল মিত্র, সুরেন্দ্রনারায়ণ গুণভৌমিক, কুঞ্জবিহারী রায়, অন্নদাপ্রসাদ ধর, মাধবচন্দ্র সরকার; ভাড়ুরা নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার নিউগী; ভাবুনিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত ললিতমোহন রায়, এই ৩৩ জন বঙ্গজ কায়স্থ সন্তান যথারীতি ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্রী-উপনয়ন গ্রহণ করেন।

৩০শে বৈশাখ, ১৩৩০। মৈমনসিংহ-করাইল-কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে করাইল নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিকুমার তরফদার, দীনেশচন্দ্র ভৌমিক, শচীন্দ্রমোহন দেবসরকার, সুরেন্দ্রমোহন দেবসরকার, ধীরেন্দ্রকুমার দেবসরকার, অক্ষয়কুমার দত্ত, হরেন্দ্রকুমার সরকার, যোগেশচন্দ্র ভৌমিক, রথীন্দ্রমোহন দেবসরকার, সুধীন্দ্রকুমার দেবসরকার, দেবেন্দ্রমোহন দেবসরকার; বাগজানিবাসী শ্রীযুক্ত

পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, সেহরাতৈলনিবাসী শ্রীযুক্ত গয়ানাথ ধর, ধীরেন্দ্রপ্রসাদ গুহ, ক্ষিতীশচন্দ্র দেব, দিগিন্দ্রচন্দ্র দেব, চন্দ্রকুমার কর, গোপালচন্দ্র দেব, নিশিকান্ত দেব; নাগরপাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহ এই ২০ জন বঙ্গজ কায়স্থসন্তান যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তঅন্তে সাবিত্রী-উপনয়ন গ্রহণ করেন।

৩১শে বৈশাখ, ১৩৩০। মৈমনসিংহ—আবৈদ-কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে আবৈদ নিবাসী শ্রীযুক্ত মনোমোহন মজুমদার, নলিনীকান্ত মজুমদার, দেবেন্দ্রমোহন মজুমদার, জিতেন্দ্রমোহন মজুমদার, প্রাণগোবিন্দ বসু, সুধীরবন্ধু বসুঠাকুর, অখিলবন্ধু বসুঠাকুর, কমলাকান্ত মজুমদার, বিনয়গোবিন্দ বসু, হেমচন্দ্র বসু, কেশবচন্দ্র বসু, শিবচন্দ্র বসু; বাঙ্গালানিবাসী শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষমজুমদার, দেবেন্দ্রনারায়ণ ঘোষমজুমদার, ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষমজুমদার; তেঘরিনিবাসী শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রমোহন গুহনেউগী, করুণাদাস গুহ; মামুদপুরের শ্রীযুক্ত অজিতপ্রসাদ গুহনেউগী, সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ, জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ, ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, প্রাণনাথ ঘোষ, নাগরপাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসু, দেবেন্দ্রচন্দ্র বসু, বড়াইলনিবাসী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ, সুদর্শন ঘোষ, লক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষ, মাখনলাল বসু; ফতেপুরের শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বিশ্বাস, এই ৩১জন বঙ্গজকায়স্থ সন্তান যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্রী-উপনয়ন গ্রহণ করেন।

আমাদের সংবাদ প্রেরক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসুবিদ্যাবিনোদ এই ৫টী কেন্দ্রে ১৫২ কায়স্থসন্তান কি উপনীত হইলেন, কিরূপে তাঁহাদের আত্মানুভূতি উপস্থিত হইল, তদুদ্দেশ্যে গতবর্ষে জ্যৈষ্ঠ মাসে দিনাজপুরের মোক্তার শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুহখাশনবীশ দেশে গিয়া আবৈদনিবাসী শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র বসুর সহকারিতায় যে সভা করেন, তৎপর পেন্‌সনপ্রাপ্ত ডেপুটী পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বসুর সভাপতিত্বে সভায় সভ্যবৃন্দের মোহাশনাদন এবং তৎসহ শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ চৌধুরীর যোগদান দেন, "বাঙ্গালাকায়স্থ-সমিতি" স্থায়ী করণ, তাহার সভাপতি শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ চৌধুরী—সহঃ সভাপতি—শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বসু, সম্পাদক—শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুহখাশনবিশ সহঃসম্পাদক—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র বসু, কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসুবিদ্যাবিনোদ, হিসাবপরীক্ষক—শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর নিয়োগ; তৎপর উপবীতকে সমাজে গ্রহণ, তাহাতে ব্রাহ্মণগণের বিরোধে কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বিদ্যালঙ্কারকে লইয়া বিচারার্থ ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান, বিরোধিগণের

অনুপস্থিতি, তৎপর শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ অগ্নিহোত্রীকে লইয়া প্রচার ইত্যাদি বিস্তারিত বিবরণ পাঠাইয়াছেন কিন্তু স্থানাভাব বশতঃ তদ্বিস্তার উল্লেখ করিতে না পারিয়া স্থূল বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম। এই কয়েক কেন্দ্রে আমাদের অন্যতম কেন্দ্রাচার্য্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র স্মৃতিরত্ন, এবং স্থানীয় শ্রীযুক্ত অভয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, অখিলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্যামাশঙ্কর রায়, কিরণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, প্রকাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ইহারা আচার্য্যাদি কর্ম্মে ব্রতী ছিলেন। আমরা এই জাতীয় কার্য্যে উদ্যোক্তৃবৃন্দ ও উপনীতদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০। ঢাকা—বরঙ্গাইল শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ঘোষবর্ম্ম গুণাকর মহাশয়ের ভবনের কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে মহাদেবপুরের শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত, দেবেন্দ্রনারায়ণ দত্ত, রাইমোহন দত্ত; সারাসিননিবাসী শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সরকার, যতীন্দ্রমোহন সরকার এই ৬জন বঙ্গজকায়স্থ যথাশাস্ত্র সাবিত্র্যুপনয়ন গ্রহণ করেন।

২রা আষাঢ়, ১৩৩০। ঢাকা-মালুচী। মালুচীর প্রসিদ্ধ জমিদার, স্বধর্ম্মপরায়ণ রায় শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বসুচৌধুরী মহাশয়ের ভবনস্থ কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে মালুচীনিবাসী রায় প্রিয়নাথ বসুচৌধুরী, সতীশচন্দ্র বসুরায়,(১) মোহিনীমোহন বসুরায়, আশুতোষ গুহরায়, হেমচন্দ্র বসুরায়, সতীশচন্দ্র বসুরায় (২) সুরেশচন্দ্র ঘোষ, অমরচন্দ্র ঘোষ; সিমুলিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচিত্ত গুহরায়, উৎফুল্লচিত্ত গুহরায়, দক্ষিণারঞ্জন গুহরায়, অবিনাশচন্দ্র গুহরায়, মনোরঞ্জন গুহরায়, ফণিভূষণ গুহরায়, আশুতোষ গুহরায়, অজিৎকুমার গুহরায়, পরিতোষ গুহরায়, বামাচরণ রুদ্র; শ্রীবাড়ীনিবাসী শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসন্ন বসুমজুমদার, অনিলপ্রসন্ন বসুমজুমদার; নটাখোলানিবাসী শ্রীযুক্ত তেজেন্দ্রনাথ গুহমজুমদার, মনোমোহন গুহমজুমদার, ফণীভূষণ গুহমজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ গুহমজুমদার; ভাদিয়াখোলানিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, মাধবচন্দ্র ঘোষ, বরদাচরণ গুহ, মধুসূদন ঘোষ, অক্ষয়কুমার ঘোষ, অমূল্যকুমার গুহ, যাদবচন্দ্র ভৌমিক, অমূল্যচরণ গুহ, কানাইলাল মজুমদার; ঝাবরানিবাসী শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র দাস, দীনেশচন্দ্র সিংহ, যোগেন্দ্রনাথ দাস, বসন্তকুমার সরকার, যতীন্দ্রমোহন সরকার, শশিমোহন হোড়, সুরেন্দ্রচন্দ্র সরকার, দেবেন্দ্রনাথ সরকার, মুকুন্দনাথ ধর, খগেন্দ্রনাথ সরকার, ভগবানচন্দ্র দাস, বসন্তকুমার ধর; হাপানিনিবাসী শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার গুহ, নরেন্দ্রকুমার সরকার; বরুণানিবাসী শ্রীযুক্ত

তারিণীচরণ দত্ত; বরঙ্গাইলনিবাসী শ্রীযুক্ত জুড়ানচন্দ্র দাস; বসুবরুণানিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন বসু; রঘুনাথপুরের শ্রীযুক্ত জয়নাথ দাস; কাঁ্যাথাপোড়া-কুঠীর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায়; মিউরনিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ নন্দী; ব্রাহ্মণদিনিবাসী শ্রীযুক্ত মেঘলাল সরকার, মহেন্দ্রলাল পাল; ঝিকুটিয়ানিবাসী শ্রীযুক্ত শশধর বক্সী, হেমচন্দ্র বক্সী, সুরেন্দ্রনাথ গুহ, মহেশচন্দ্র চৌধুরী, শরচ্চন্দ্র গুহ, গোপালচন্দ্র চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ সরকার, যোগেশচন্দ্র সরকার; ব্যাসদিনিবাসী শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রকুমার সরকার, রমণীকান্ত পাল, ত্রৈলোক্যনাথ গুহ, রমণীমোহন গুহ, কামিনীকুমার গুহ, তারিণীচরণ রাহুত, উমেশচন্দ্র দাস; বাউলিকান্দার শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র বসু এই ৭২ জন বঙ্গজকায়স্থ সন্তান যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্রী-উপনয়ন গ্রহণ করেন। এই কেন্দ্রে মালুচীর শ্রীযুক্ত কালিদাস চক্রবর্ত্তী, সুরেন্দ্রনাথ শর্ম্মরায়, সিমুলিয়ার শ্রীযুক্ত মধুসূদন চক্রবর্ত্তী, মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, ঝিকুটিয়ার শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ চক্রবর্ত্তী, বরুণার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, বরঙ্গাইলের শ্রীযুক্ত মনোমোহন শর্ম্মবিশারদ ইঁহারা আচার্য্য প্রভৃতি হইয়াছিলেন।

উপস্থিত ভদ্রলোকদিগের মধ্যে বরিশাল চাঁদশীনিবাসী শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গুহবর্ম্মা বি-এ, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসুবিদ্যালঙ্কার, পাবনার মোক্তার শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহবর্ম্মমজুমদার, নবদ্বীপের শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দেববর্ম্মমজুমদার, বরঙ্গাইলের শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ঘোষবর্ম্মগুণাকর এবং যাঁহারা আমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সহানুভূতি জানাইয়া পত্র ও তার প্রেরণ করেন, তন্মধ্যে কলিকাতা আর্য্য-সমাজের সভাপতি শ্রীযুক্ত শঙ্করনাথ পণ্ডিত, ঢাকা ব্রাহ্মণ-সমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ রায়, ঢাকার প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার আর-কে দাস, কলিকাতা হইতে রায়সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা, কায়স্থ-সমাজ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রবর্ম্ম শাস্ত্রীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সংবাদাতা শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মজুমদার আরও লিখিয়াছেন—এই বিরাট উপনয়নোপলক্ষে প্রায় ৪০০ শত অভ্যাগত ও দরিদ্রগণকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করান হইয়াছে।

আমরা এই কার্য্যের অগ্রণী রায় প্রিয়নাথ চৌধুরী এবং স্বধর্ম্মনিরত উপনীতবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। ইঁহারা সকলেই বঙ্গজ।

২রা আষাঢ়, ১৩৩০। ২৪পরগণা বসিরহাট-কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ, নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার

এম-এ, বি-এল, উকিল, জিতেন্দ্রনাথ মিত্র, উকিল, ললিতকুমার বসু উকিল, শরচ্চন্দ্র বিশ্বাস বি-এল, উকিল ও সভাপতি, মিউনিসিপ্যালিটি, রামচন্দ্র দত্ত-চৌধুরী, অনিলকুমার বসু, শিবনাথ চৌধুরী এই ৯জন কায়স্থসন্তান যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্রী-উপনয়ন গ্রহণ করেন। এজন্য আমরা ইঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

২রা আষাঢ়, ১৩৩০। ছোটনাগরপুর, খরশোয়াল রাজবাটীর কেন্দ্র। হুগলী মান্দরা নিবাসী শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র বসু (দেওয়ান খরশোয়ালরাজ) নির্ম্মলচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র বসু এই তিনজন দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ সন্তান যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তঅন্তে সাবিত্র্যুপনয়ন গ্রহণ করেন। আমাদের অন্যতম কেন্দ্রাচার্য্য শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি সমাজ হইতে তথায় গিয়া আচার্য্যের কার্য্য করেন। নিবারণ বাবু সুদূরদেশে থাকিয়াও জাতীয় কর্ম্মে উদাসীন নহেন, এজন্য আমরা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

২রা আষাঢ়, ১৩৩০। বগুড়া-চান্দাইকোণা কেন্দ্র। চান্দাইকোণা নিবাসী শ্রীযুক্ত গুরুগোবিন্দ নাগ, ডাঃ সুরেশচন্দ্র নন্দী, সতীশচন্দ্র নাগ, সুরেশচন্দ্র নাগ, যোগেন্দ্রনাথ চন্দ, দীনেশচন্দ্র নন্দী, বিমলচন্দ্র সরকার, বসন্তকুমার দেব, এই ৮ জন বারেন্দ্র কায়স্থ সন্তান যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্র্যুপনয়ন গ্রহণ করেন।

এই কেন্দ্রের আচার্য্য হইয়াছিলেন স্থানীয় শ্রীযুক্ত [illegible] চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ভোলানাথ শর্ম্মসংপতি। সমাজের হিতৈষী সভ্য, ভবানীপুরের [illegible] শ্রীযুক্ত গঙ্গানন্দ চাকী ৫ জনের খরচ দিয়াছেন এবং অবশিষ্টগণের খরচ প্রচারক গণেশ বাবু দিয়াছেন। ডাক্তার সুরেশ বাবু এই কেন্দ্র সংস্থাপনে গণেশবাবুর বিশেষ সহায়তা করায় আমরা তাঁহাদিগকে [illegible] ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

৪ঠা আষাঢ়, ১৩৩০। বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজ-কেন্দ্র। [illegible] বঙ্গজ, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহঠাকুর যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্র্যুপনয়ন গ্রহণ করেন।

৬ই আষাঢ়, ১৩৩০। ঢাকা-বাড়ৈখালি [illegible] রমণীমোহন বসুমহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে [illegible] ব্রজেন্দ্র নারায়ণ গুহনেউগী, অক্ষয়কুমার গুহনেউগী, [illegible] অমূল্যচরণ গুহনেউগী, যতীন্দ্রমোহন গুহনেউগী, নগেন্দ্রমোহন গুহনেউগী, মহিমা-কুমার গুহনেউগী, রমণীমোহন বসু, রাধিকামোহন বসু, সুরেন্দ্রমোহন বসু রবীন্দ্রমোহন বসু, রেবতীমোহন বসু, কালীকুমার সরকার; গৌরীবরদিয়ার শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু মিত্র, রামলাল মিত্র, কুমুদবন্ধু মিত্র, জগদীশচন্দ্র সরকার; চরভুবনেশ্বর নিবাসী শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ, মণীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, মাধবচন্দ্র ঘোষ, মোহিনীমোহন ঘোষ; পাবনার শ্রীযুক্ত দেবীচরণ সেন, দড়িকান্দি নিবাসী শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র শূর এই ২৪ জন বঙ্গজ কায়স্থ সন্তান যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্রী-উপনয়ন গ্রহণ করেন।

এই কেন্দ্রে ভাদিগাখোলার শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ বেদান্তরত্ন, কাশীনাথ চক্রবর্ত্তী, মালুচীর কালীনাথ চক্রবর্ত্তী, বাগমারীর কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, তারক-নাথ চক্রবর্ত্তী, দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, ইঁহারা আচার্য্যাদির কর্ম্মে ব্রতী হন। আমরা উপবীতিগণের সহিত ইঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

৭ই আষাঢ় ১৩৩০। ঢাকা-জাবরা নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র দাস মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে জাবরী নিবাসী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সরকার, যোগেন্দ্রচন্দ্র সরকার,আদিনাথ ব্রহ্ম, হরেন্দ্র নারায়ণ সরকার, ধীরেন্দ্র-নাথ সরকার, (১) দিগেন্দ্রনাথ দাস, ফণীন্দ্রনাথ দাস, নগেন্দ্রনাথ সরকার, জিতেন্দ্রনাথ সরকার, প্রসন্নকুমার ধর, শরচ্চন্দ্র ধর, পূর্ণচন্দ্র ধর, বিজয়চন্দ্র সরকার, শ্রীশচন্দ্র হোড়, নিবারণচন্দ্র হোড়, জগচ্চন্দ্র দাস, শশিভূষণ সরকার, বনমালী সরকার, নরেন্দ্রনাথ সরকার, ধীরেন্দ্রনাথ সরকার, (২) ভূপেন্দ্রনাথ সরকার, হেমন্তকুমার ধর, হরেন্দ্রনাথ দাস, দেবেন্দ্রনাথ দাস; পুটিয়াজানি নিবাসী শ্রীযুক্ত রাসবিহারী দাস, অক্ষয়কুমার দাস, হেমন্তকুমার দাসসরকার এই ২৭ জন বঙ্গজ কায়স্থসন্তান যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্রী-উপনয়ন গ্রহণ করেন। পুখুরিয়ার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, সিমুলিয়ার মধুসূদন চক্রবর্ত্তী এবং বরজাইলের মনোমোহন শর্ম্মবিশ্বাস আচার্য্যাদির কার্য্যে ব্রতী হন। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র দাসবর্ম্মা মহাশয়ের চেষ্টা ও যত্নে এই কেন্দ্রটীর কার্য্য সুসম্পন্ন হয়, তজ্জন্য আমরা ব্রতী ও উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের সহিত উদ্যোক্তা মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

১১ই আষাঢ়, ১৩৩০। বেহালা-রসাপাগলা [illegible] স্কোয়ার। ২৪ পরগণা পুঁড়া নিবাসী বঙ্গজ শ্রীমান্ [illegible]নাথ গুহরায় যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্রী-উপনয়ন গ্রহণ করেন। এই কেন্দ্রের আচার্য্য সীতাকুণ্ড নিবাসী

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ স্মৃতিশাস্ত্রী এবং তৎসহায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত স্মৃতিতীর্থ কার্য্য করান।

শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ ইঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলে—"আমি কায়স্থ আমার স্ববর্ণোচিত ক্ষত্রিয় রীত্যনুসারে নির্দ্দিষ্ট কাল মধ্যে সাবিত্রী-উপনয়ন না হওয়ায় ব্রাত্যদোষগ্রস্ত হইয়াছি, এজন্য আপনারা ইহার প্রতিকারার্থ প্রায়শ্চিত্ত বিধান দিয়া সাবিত্রী-উপনয়ন দিউন।" উত্তরে পণ্ডিতদ্বয় বলেন "দ্বিজাতির ব্রাত্যতার প্রতিকার চান্দ্রায়ণ ব্রত, ঐ ব্রত যবমধ্যম এবং পিপীলিকাকৃতি দুই প্রকার নিষ্পন্ন হয়।"

যবমধ্যম যথা—শুক্ল প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া অমাবস্যা পর্য্যন্ত এবং ব্রত সমাপন হয়। পূর্ব্ব দিন মুণ্ডন ও উপবাস করিয়া পরদিন ব্রতের সমা[পন] করিতে হইবে।

আহার নিয়ম :—প্রতিপদে এক গ্রাস, দ্বিতীয়াতে দুই গ্রাস, তৃতীয়াতে তিন গ্রাস এইরূপে এক এক গ্রাস বাড়াইয়া পূর্ণিমাতে পনের গ্রাস খাইবে। পুনরায় কৃষ্ণপ্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত এক এক গ্রাস কমাইয়া অমাবস্যায় এক গ্রাস খাইবে। গ্রাসের পরিমাণ ময়ূরডিম্বের ন্যায় যবাগু গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া খাইতে হইবে। ইহাতে একটি চান্দ্রায়ণ ব্রত হয়।

পিপীলিকাকৃতি—অন্যান্য নিয়ম পূর্ব্বের ন্যায়, মাত্র আহারের একটু বিশে[ষ] যথা :—প্রতিপদে পনের গ্রাস আরম্ভ করিয়া ক্রমে এক এক গ্রাস কমাইয়া পূর্ণিমাতে এক গ্রাস খাইবে, পরে প্রতিপদ হইতে এক এক গ্রাস বাড়াইয়া অমাবস্যাতে ১৫ গ্রাস খাইবে। তথা :—

একৈক হ্রাসয়েদ্ গ্রাসং শুক্লে কৃষ্ণে চ বর্দ্ধয়েৎ।
ময়ূরাণ্ড প্রমাণেন গ্রাসং তু পরিকল্পয়েৎ।
গোমূত্রেণ চরেৎ সিদ্ধং গোমূত্রং প্রাক্ষপেদ্দ্বিজঃ॥

আপনি ইহা করিতে সমর্থ হইবেন কি?" মাণবক রবীন্দ্রনাথ উত্তর করি[ল] 'আমি সমর্থ হইব না—অনুরূপ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করুন।" তখ[ন] পণ্ডিতদ্বয় বলিলেন—"চান্দ্রায়ণ ব্রতাশক্তৌ সার্দ্ধসপ্তপ্রাজাপত্যং কর্ত্তব্যম্ প্রাজাপত্য ব্রতস্য লক্ষণং যথা :—স্বায়ং দ্বাবিংশতি গ্রাস, প্রাতে ষড়্‌বিংশতি স্মৃতঃ, অযাচিতে চতুর্বিংশঃ অপরাশ্চানশনাস্মৃতঃ ত্র্যহং প্রাতস্ত্র্যহং সা[য়ং] ত্র্যহমদ্যাৎ অযাচিতং ত্র্যহং পরন্তু নাশ্নিয়াৎ প্রাজাপত্যং চরেদ্দ্বিজঃ।

অর্থাৎ চান্দ্রায়ণ ব্রতে অশক্তের পক্ষে সাড়েসাতটী প্রাজাপত্য ব্রত আচরণ করিতে হয়। ইহারও গ্রাসের পরিমাণ ও সিদ্ধের ব্যবস্থা পূর্ব্ববৎ, তাহাও আবার যাহা অযাচিত তাহাই খাইবে নতুবা নহে। আপনি ইহা পারিবেন কি?" রবীন্দ্র উত্তর করিল "ইহাতেও আমি অশক্ত অনুরূপ, প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা করুন।" তখন পণ্ডিতদ্বয় পুনরায় ব্যবস্থা করেন—"প্রাজাপত্য ব্রতাশক্তৌ সার্দ্ধসপ্তধেনু দানং তদশক্তৌ তুল্যমূল্যং সার্দ্ধ দ্বাবিংশতি কার্যাপণং তদলাভে তদনভ্যং রজতাদিকং দেয়মিতে বিজ্ঞষাং পরামর্শঃ।

শ্রীঅন্নদাচরণ স্মৃতি শাস্ত্রিণাং
স্মৃতিতীর্থোপাধিকানাং
শ্রীযামিনীকান্ত দেবশর্ম্মাণাং"

এই ব্যবস্থা দিয়া শ্রীমান রবীন্দ্রনাথের প্রায়শ্চিত্ত শেষ করিয়া যথারীতি সাবিত্রী উপনয়ন প্রদান করেন। অতঃপর কুমার যখন গুরুদক্ষিণার জন্য ভিক্ষার্থ তাহার পিতা শ্রীযুক্ত কাশীনাথ বর্ম্মরায় সমীপে উপস্থিত হইল, তখন তিনি তাহাকে একখানি অস্ত্র, তাহার মাতুল শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বসু, কায়স্থ-সমাজ সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী যথাক্রমে কিছু অর্থ প্রদান করেন। দর্শকবৃন্দ সুদূর ব্রহ্মদেশে এই অভিনব ব্যাপার দর্শনে আপনাদের জাতিতত্ত্ব জানিবার জন্য উৎসাহিত হইয়া পড়েন। স্বজাতির উন্নতির কথায় আত্মহারা, উৎসাহী হাউলিকাড়াপাড়ার অন্যতম ভূম্যধিকারী, তত্রত্য Asst. Engineer রায়সাহেব নিকুঞ্জবিহারী রায় মহোদয় স্থানীয় প্রবাসী কায়স্থের মধ্যে বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজের উদ্দেশ্য প্রচারার্থ পূর্ব্বেই শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়কে সংবাদ দিয়া লইয়া যান। অদ্যকার উপনয়নে কায়স্থবৃন্দের উৎসাহ পাইয়া তিনি তথায় বাঙ্গালীগণের অগ্রণী Barma Secretareatএর chief Register শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন বসু মহোদয়ের বাসায় গিয়া তাঁহার দ্বারা একটি সভা আহ্বান করেন।

১৩ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে ৬।০টায় সভা আহূত হয় সভায় বহু গণ্য মান্য পদস্থ ব্রাহ্মণ কায়স্থ উপস্থিত হন, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বর্ম্মা, উমেশচন্দ্র বর্ম্মা, জ্ঞানকানাথ ঘোষ, নগেন্দ্রকুমার বসু, সুধাংশুবিকাশ শর্ম্মরায়, অনন্তমোহন দে, সুরেন্দ্রচন্দ্র গুহবর্ম্মা, অখিলচন্দ্র ঘোষ, জিতেন্দ্রকুমার নাগ, বিনোদবিহারী বসুরায়, মধুসূদন গুহ, বারেন্দ্রলাল রায়, ক্ষেত্রমোহন বসু, বীরেন্দ্রমোহন বসু, রায়সাহেব নিকুঞ্জ বিহারী রায়, কৃষ্ণদাস

রায় চৌধুরী, দুর্গাকুমার বসু, বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুলালত কুমার ঘোষ, কাশীনাথ রায়, দুর্গাচরণ বসু প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উপস্থিত মাননীয় ভদ্র মহোদয়গণের সমক্ষে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বঙ্গীয় কায়স্থের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থা প্রাঞ্জলভাবে শাস্ত্র যুক্তি ও ইতিহাস প্রমাণে বুঝাইয়া দেন। ইহাতে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করেন—কায়স্থ যদি শূদ্র না হয় তবে শূদ্র কে? ইহার উত্তরে শাস্ত্রি মহাশয় শূদ্র কে প্রমাণ সহযোগে তাহা দেখাইয়া দিয়া কায়স্থই যে ক্ষত্রিয় এবং যজ্ঞসূত্র না থাকায় এজাতির ব্রাত্যতা ঘটিয়াছে তাহা বিশদ করিয়া বুঝাইয়া দিয়া অবিলম্বে উপনয়ন গ্রহণের কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করেন। তখন সমবেত ভদ্র মহোদয়গণ সমস্বরে বলেন—আমরা শূদ্র নহি, আমরাই প্রকৃত ক্ষত্রিয় এবং তদোচিত সংস্কার গ্রহণ করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। অনন্তর শাস্ত্রি মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতি ক্রমে রায়সাহেব হেমেন্দ্রমোহন রায়বর্ম্ম মহাশয়কে সভাপতি, রায়সাহেব নিকুঞ্জ বিহারী রায় সহঃ সভাপতি, বাবু উমেশচন্দ্র বসুবর্ম্ম মহাশয়কে সম্পাদক করিয়া একটি 'শাখা-কায়স্থ-সমাজ' স্থাপন করিয়া রাত্রি ৯ ঘটিকায় সকলকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

রায় সাহেব নিকুঞ্জ বিহারী রায় সমাজ স্থাপনাবধি আমাদের সভ্য, তিনি স্বজাতির উন্নতির জন্য শ্রীযুক্ত শাস্ত্রি মহাশয়ের যাতায়াত প্রভৃতিতে প্রায় ২০০৲ শত টাকা ব্যয় করিয়াছেন, তাঁহার এই স্বজাতি হিতৈষণায় আমরা ধন্যবাদের সহিত তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

বিবাহ :—

৪ঠা আষাঢ় ১৩৩০। ভাগলপুরের উকিল শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষ মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সরযুবালার বকুল বাগান নিবাসী শ্রীযুক্ত সারদা-প্রসাদ বিশ্বাস মহাশয় মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ কালীপদের সহিত শুভ-পরিণয় সুসম্পন্ন হয়। পাত্র দক্ষিণ রাঢ়ী, পাত্রী বঙ্গজ।

১১ই আষাঢ় ১৩৩০। হাবড়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন বসুরায়চৌধুরীর জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী লীলিমারাণীর বহরমনিবাসী শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান মাখনলাল ঘোষের সহিত শুভ-পরিণয়ে কোন প্রকার দাবীদাওয়ার কথা শুনা যায় নাই।

১১ই আষাঢ় ১৩৩০। ফৈজাবাদ প্রবাসী শ্রীযুক্ত কাশীনাথ বর্ম্মরায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ বর্ম্মরায়ের সহিত রেঙ্গুনপ্রবাসী রায়সাহেব

নিকুঞ্জবিহারী রায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ কন্যার শুভ-পরিণয়ে কাশী বাবু যৌতুক, বরাভরণ বা গহণার দাবী করেন নাই। রেঙ্গুনে এরূপ ধুমধামের বিবাহ এই প্রথম, এজন্য সহরের সর্ব্বশ্রেণীর বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হন। অবিরল বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও বহুসংখ্যক ভদ্রমহোদয় উপস্থিত হন। এই বিবাহে রায়-সাহেবের অমায়িক সামাজিক ব্যবহারে আমরা পরম সন্তুষ্ট হইয়া বর-কন্যার ভবিষ্যৎ জীবনের মধুরতা কামনা করিতেছি।

প্রেরিত পত্র :—

আমরা গত চৈত্রসংখ্যা পত্রিকায় মাননীয় সভ্যবৃন্দ সমীপে চাঁদার জন্য এক নিবেদন উপস্থিত করি। তাহাতে অনেকে চাঁদা পাঠাইয়া দেন, অনেকে ভিঃ পিঃ করিতে বলেন কেহবা নিম্নলিখিত ভাবে সাধুতা প্রকাশ করেন।

(১)

Srijut Upendra chandra Sastri,
Editor Kayastha Samaj
141, Cornwallis Street. Calcutta.

মহাশয়।

চৈত্রমাসের পত্রিকা অদ্য পাইলাম, কিন্তু মাঘ ও ফাল্গুন মাসের পত্রিকা এখনও পাই নাই। বোধ হয় আপনাদের আফিস হইতে পাঠাইবার সময় কোনরূপ ঠিকানা ভুল হইয়া থাকিবে। সুতরাং ভবিষ্যতে পত্রিকা পাঠাইতে যাহাতে নিম্নের ঠিকানানুযায়ী পাঠান হয় তাহাই করিবেন। আমি আগামী বৎসরেও (১৩৩০ সনে) কায়স্থ-সমাজের সভ্য ও পত্রিকার গ্রাহক থাকিব। আমি চাঁদার টাকা সত্বরই পাঠাইয়া দিব। অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক আর ভিঃ পিঃ করিবেন না। মাঘ ও ফাল্গুন মাসের পত্রিকা দুইখানা নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইলে সুখী হইব। ইতি ২৭শে চৈত্র, ১৩২৯।

বশংবদ
শ্রীপ্রমোদলাল ধর
সব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট,
পোঃ মাণিকগঞ্জ, ঢাকা।

(২)

হাকিম বাহাদুর পূর্ব্বে ঢাকা সহরে ছিলেন, ইনি যে মাণিকগঞ্জে বদলী হইয়াছেন, তাহা ইতঃপূর্ব্বে আর জানান নাই সুতরাং মাঘ, ফাল্গুনের পত্রিকা পূর্ব্ব ঠিকানায় পাঠাইলেও পুনরায় এই নূতন ঠিকানায় আর দুই খানি পত্রিকা পাঠাই। পত্রিকা পাইয়া উত্তর লিখেন—

Srijut Sarat kumar Mitra Barma
Editor Kayastha Samaj,
141, *Cornwallis Street, Calcutta.*

মহাশয়!

আপনার প্রেরিত মাঘ ও ফাল্গুনের পত্রিকা দুইখানি পাইয়া বাধিত হইলাম। আগামী (১৩৩০ সনে) আমি আর আপনার পত্রিকার গ্রাহক থাকিতে পারিতেছি না সুতরাং আর পত্রিকা পাঠাইবেন না। ইতি ১৯।৪।২৩

বশংবদ
শ্রীপ্রমোদলাল ধর,
সব ডেপুটী, মাণিকগঞ্জ।

এই পত্র পাইয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি—সমাজ ও স্বজাতি হিতৈষী সভ্যবৃন্দ আমাদের সহিত আপ্যায়িত হইলে বাধিত হইব।

---

(৩)

মান্যবর

শ্রীযুক্ত "কায়স্থ-সমাজ" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

নিবেদনম্

১৩৩০ বৈশাখসংখ্যা "কায়স্থ-সমাজে" শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মিত্রবর্ম্মা মহাশয়ের "মৌলিকে মৌলিকে বিবাহ" প্রস্তাব পড়িলাম। "কায়স্থ-সমাজ" হস্তগত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে "বরপণ" সম্বন্ধে যে প্রস্তাব সমাজের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে পাঠ ও তৎপরে "কায়স্থ-সমাজে" প্রকাশ জন্য আমি পাঠাইয়াছি শ্রীযুক্ত মিত্রবর্ম্মা মহাশয়ের এই প্রস্তাব তাহার বিপরীত। মিত্রবর্ম্মা মহাশয় বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন (অন্ততঃ তাঁহার লিখিত প্রস্তাব পাঠে আমার ধারণা এইরূপ) মৌলিকের কুলীন সংস্রব আগ্রহই বরপণের উৎপত্তি বা প্রসারের কারণ। আমিও যৎকিঞ্চিত কৌলীন্যের স্পর্দ্ধায় স্পর্দ্ধিত।

কিন্তু আমার সাতটী কন্যা—ইহাদের পাঁচটীর বিবাহ মৌলিকেই দিয়াছি। আর আমার পাঁচটী জামাতাই বিবাহ-পূর্ব্বে আমার (কুলীনের) কন্যাগ্রহণ ইহাদের বংশ সম্মান অটুট রাখিবার সম্বন্ধে বিশেষ প্রয়োজন অনুধাবন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাদের মধ্যে একজনও এই বংশ সম্মান রক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভবে আমার প্রতি একটুও দয়া বা সহানুভূতি প্রকাশ করেন নাই। আমার ঐই কথা যে সম্পূর্ণ সত্য ইহা বোধ হয় শ্রীযুক্ত মিত্র-বর্ম্মা মহাশয়ও স্বীকার করিবেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই—অত্যাচার কুলীনের কি মৌলিকের? যদি কুলীন পাত্রে কন্যাদান মৌলিকের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে ও সেই সঙ্গে কুলীনের কন্যা গ্রহণ ও মৌলিক পাত্রের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় কার্য্য হয় তবে মৌলিকগণ কোন্ প্রথা অনুসারে বরপণ প্রাপ্তির দাবী করেন। আর যখন মৌলিক নিজ পুত্রের বিবাহে (যাহা তাঁহার নিজের ধারণা অনুসারে কুলীন কন্যাসহ হওয়া অবশ্যম্ভাবী) উচিতাধিক পণের দাবী করেন তখন এরূপ ক্ষেত্রে কুলীনই বা বিনা পণে তাঁহার পুত্রের বিবাহ মৌলিকের ঘরে কি জন্য দিবেন? এ বিষয় লইয়া অল্পদিন হইল কোনও বিশিষ্ট ভদ্রলোকের সহিত আমার আলাপ হয়। তিনি বলিলেন, যখন আমার পুত্রকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য আমি এত টাকা খরচ করিতেছি তখন কন্যার পিতা বিনা অর্থব্যয়ে আমার পুত্রের উচ্চ শিক্ষার যে ফল তাহার অংশী কেন হইবেন? এখানে অবশ্য অংশী হওয়াটা পিতার পক্ষে নহে—পিতার কন্যা পক্ষে প্রযোজ্য।

গণনাসূত্রে ৮০ ঘর মৌলিকের পক্ষে মাত্র তিন (বা আড়াই) ঘর কুলীনের কাছে প্রয়োজন সংখ্যায় পাত্র পাত্রী প্রাপ্তি অসম্ভব জ্ঞান হইলেও দৈনন্দিন ঘটনায় আমরা দেখিতেছি যে এক পণ বৃদ্ধি (যাহা উভয় সম্প্রদায়েই সমান রূপে তাণ্ডব নৃত্য দেখাইতেছে) ব্যতীত অন্য কোন অসুবিধা আজ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। অর্থাৎ আজও এমন ঘটনা দেখা যায় নাই যে ক্ষেত্রে কোনও মৌলিক পিতা কুলীন পাত্রে কন্যা দানে কৃতসংকল্প হইয়াও অবশেষে পাত্রাভাব বশতঃ নিজ কন্যার বিবাহ মৌলিক পাত্রসহ দিতে বাধ্য হইয়াছেন। অপরপক্ষে ইহাও দেখা যায় না যে কোনও মৌলিক কুলীন কন্যা গ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য জ্ঞানে পণ গ্রহণ ব্যাপারে কুলীনের প্রতি কিছুমাত্র দয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। কুলীন অথবা মৌলিক হিসাবে পাত্রপণের তারতম্য হয় ইহা কদাপি দেখা যায় নাই।

মিত্রবর্ম্মা মহাশয় বলিয়াছেন "ছিল একদিন যখন কুলীনগণ × × × নবগুণ সম্পন্ন ছিলেন আর মৌলিকের তাহা ছিল না।" কুলীনের যেমন নবগুণ কায়স্থেরও তেমনি অষ্টগুণ লক্ষিত হইত। সুতরাং কৌলীন্য মৌলিকত্বে শুধু একগুণ বিশেষেরই পার্থক্য ছিল—আর এই একগুণ (তাহা কি তাহা আমার স্মরণ হইতেছে না) প্রভাবেই কুলীন মৌলিকের সম্মানার্হ ছিলেন। যদি এখন কুলীনে নবগুণের অসদ্ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে তবে মৌলিকে কি সেই অষ্টগুণ বর্ত্তমানে দেখা যায় ?

ব্যক্তি বিশেষের নাম উল্লেখে মৌলিকের মহত্ব প্রতিপাদনের দিন অনেক পূর্ব্বেই অতীত হইয়াছে। মৌলিকে মহত্বের অভাব যে কখনও ছিল ইহা বলাও অতি স্পর্দ্ধার কথা। কুলীন মৌলিক পার্থক্য স্থাপন হইতেই দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজে কুলীন মৌলিকের পরস্পর আদান প্রদানে সম্বন্ধ স্থাপন চলিয়া আসিতেছে। শুধু সমাজের রক্ষণশীলত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কতকগুলি বাঁধা নিয়মে সমাজ চলিতেছে। মৌলিককে সমানাসন দিতে কোনও কুলীনের আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু যতদিন উভয় পক্ষের "কসাই গিরির" একটা সুমীমাংসা না হয় ততদিন এ পার্থক্যটুকু অক্ষুণ্ণ রাখিবার সমাজের অবশ্য কর্ত্তব্য। আর সেই সঙ্গে অর্থদ্বারা জামাতা ক্রয়ের বিরুদ্ধে ব্যক্তি মাত্রকেই বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। যাহারা অবস্থাপন্ন তাঁহারা অবস্থাপন্ন পাত্রকে নিজ নিজ পদগৌরব অনুসারে অর্থ প্রদান করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে এক বিষয় স্থিরতর থাকা বিধেয়—তাহা এই যে, তাহাদের সম অবস্থার পাত্র ব্যতীত অপেক্ষাকৃত দরিদ্রের ঘরে তাঁহারা কন্যা দান না করেন। সমাজ এইটুকু করিতে প্রস্তুত না হইলে এই বিষম বরপণ প্রথার অন্য সমাধান থাকিতে পারে এ বিশ্বাস আমার নাই। মেয়ে বয়স্থা হইলে লোকনিন্দা হইবে এ বিশ্বাস সমাজে থাকিলেও ব্যক্তি বিশেষে আর তাহা নিবদ্ধ নহে। কারণ আজকাল ১৪ বৎসরেই কন্যা বিবাহের সর্ব্ব নিম্নক্রম, ঊর্দ্ধ কতদূর তাহা বলা নিষ্প্রোয়জন। এরূপ ক্ষেত্রে কন্যার বিবাহের জন্য কন্যার পিতার ব্যস্ততার প্রয়োজন কোথায় ?

শ্রীযুক্ত মিত্রবর্ম্মা মহাশয় আরও বলেন, তিনি জানেন পূর্ব্ববঙ্গে মৌলিকের ঘর হইতে আনিত বধুর হস্তে কুলীন শাশুড়ী কখনও জলগ্রহণ করেন না। আমার অবশ্য বঙ্গজ সমাজের জ্ঞান অতি ক্ষুদ্র। × × × × কিন্তু এই বঙ্গজ সমাজের প্রবর্ত্তিত বরপণ প্রথায় যে দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজের নিম্ন

পঁহুছিতে এখন অনেক বিলম্ব আছে ইহা আমিও নিশ্চিতরূপে জানি। বঙ্গজ মৌলিক এখনও কুলীন কন্যার পিতার নিকট পণ প্রত্যাশা করিতে সাহস করেন না। তবে এ অবস্থা যে বেশী দিন স্থায়ী হইবে না তাহার লক্ষণ দেখা দিয়াছে।

শ্রীমোহিনীমোহন বসু।

"কায়স্থ-পরিচয়" সম্পাদক নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রকাশার্থ পাঠাইয়াছেন

(৪)

বঙ্গ-সাহিত্যে আবর্জ্জনা

প্রজাপতি-সম্পাদক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে "বংশ পরিচয়" লিখিতেছেন। ইহার লিখিত বংশাবলী পাঠ করিলে মনে হয়, যিনি যেমন দক্ষিণা দান করেন, সেইরূপ ওজনে তাঁহার বংশ পরিচয় লিখিত হইতেছে। বংশ পরিচয়ের ভাষা যাহাই হউক না, তাহাতে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। আসলে গোড়ায় গলদ করিয়া বংশগুলিকে যে বিকৃত করিতেছেন, ইহাই পরিতাপের বিষয়। বংশপরিচয়ে যে কয়টী কায়স্থের বংশ পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে, সেই কয়টী বংশই তাঁহার হস্তে পড়িয়া বিকৃত হইয়াছে। আর যাহাদের বংশপরিচয় ঐরূপ ভাবে বিকৃত হইয়া লিখিত হইয়াছে, তাঁহারাও যে কেন উহার প্রতিবাদ করেন নাই তাহা জানিনা। বোধ হয়, তাঁহারা নিজেদের বংশ পরিচয় নিজেরাই জানেন না, তাই কোন প্রতিবাদ করেন না, উহাই শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া কায়স্থকে সুবর্ণবণিকের বংশধরে পরিণত করা এবং কাশ্যপ গোত্রীয় নেওরা সমাজের দত্তকে ভরদ্বাজ গোত্রীয় বালিসমাজের পুরুষোত্তম দত্তের বংশধরে পরিণত করা লেখকের উচিত হয় নাই ও ঐ দুইটী বংশের বংশধরদেরও প্রতিবাদ না করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকাও উচিত হয় নাই। এই মহাভুল গোড়ায় সংশোধন না করিলে ভবিষ্যতে যে মহা অনিষ্ট হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। সেই নিমিত্ত অদ্য আমরা দুইটী বংশের প্রতিবাদ করিয়া লিখিলাম। আশা করি লেখক জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার এবং উক্ত বংশের বংশধরেরা ঐ ভ্রম সংশোধন করিবেন।

১। বাগবাজার কাঁটাপুকুরের সেনবংশ ও কাঁসারিপাড়ার সেনবংশ এই দুইটী বংশই চন্দননগরের সেনবংশের শাখা বংশ। স্বর্গীয় মহাত্মা গৌরীসেনকে এই দুই বংশের আদি পুরুষ করা হইয়াছে। লেখা হইয়াছে, এই

বংশের জনৈক বংশধর যশোহরে গিয়া বসবাস স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার দানশীলতা এতই অনন্য সাধারণ ছিল যে তাহা বাঙ্গালাদেশে প্রবাদবচনে পরিণত হইয়াছে। সে প্রবাদ বচনটী এই,—"লাগে টাকা দেবে গৌরীসেন।"

ইতিহাস পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে, এই গৌরীসেন সুবর্ণবণিক ছিলেন। ইনি বৈষ্ণব চরণ শেঠের কারবারের একজন অংশীদার ছিলেন। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী যে সকল তন্তুবায় লবণব্যবসায়ী প্রভৃতির অর্থদণ্ড করিতেন, ইনি তাঁহাদের অর্থদণ্ডের টাকা দিয়া মুক্ত করিতেন। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক সৎকার্য্য করিয়া সাধারণের নিকট "মহাত্মা" এই আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। লেখক জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার কোন্ বিদ্যাবলে বলীয়ান্ হইয়া সুবর্ণবণিককে কায়স্থের আদি পুরুষ লিখিলেন, আর উক্ত সেন বংশের বিখ্যাত এটর্ণী বাবু প্রিয়নাথ সেন এবং স্বনামখ্যাত বাবু অটলকুমার সেন তাহা অনুমোদন করিলেন ?

২। বর্দ্ধমান জেলার কেশবপুরের শ্রীযুক্ত অমরনাথ দত্তর জীবনীতে লিখিত আছে, ইহারা "কাশ্যপ গোত্রীয় নেওদা সমাজ ভুক্ত" এবং কান্যকুব্জাগত পুরুষোত্তম দত্তর বংশধর। উচ্চ রাজকর্ম্মে ব্রতী থাকায় ইহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ সম্মানব্যঞ্জক "নিয়োগী" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ইহাও একটি বিষম ভুল। বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজে ত্রিশটী শ্রেণীর দত্ত আছে। তন্মধ্যে ভরদ্বাজগোত্রীয় বালিসমাজ ভুক্ত দত্তই কান্যকুব্জাগত পুরুষোত্তম দত্তর বংশধর এবং ইহারাই আট ঘরের মধ্যে। অবশিষ্ট ঊনত্রিশ ঘর দত্ত গৌড়ীয় অর্থাৎ বাহাত্তর শ্রেণীভুক্ত। প্রজাপতি সম্পাদক জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার ঘটকালি করেন, বংশ পরিচয় লেখেন, আর কায়স্থের এ সকল তথ্য অবগত নহেন, ইহাই আশ্চর্য্যের কথা। পুরুষোত্তম দত্তর কোন বংশধর "নিয়োগী" উপাধিধারী নহেন, ও তাঁহারা কাশ্যপ গোত্রীয় নহেন এবং নেওদা সমাজ ভুক্ত নহেন। এক গোত্রীয়, এক সমাজ ভুক্ত ব্যক্তিকে ভিন্ন গোত্রীয় ভিন্ন সমাজ ভুক্ত করিলে যে তাহার বংশে বিশেষ দোষ হয়, এ জ্ঞান যাহার নাই, বংশ পরিচয় লেখা তাহার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র আর বঙ্গ সাহিত্যে আবর্জ্জনার স্তূপ বৃদ্ধি করা মাত্র। অমরনাথ বাবু বর্দ্ধমানের একজন খ্যাতনামা উকিল, জানিনা তিনি স্বেচ্ছায় ঐরূপ লিখিয়াছেন অথবা লেখক নিজের বিদ্যাবুদ্ধির বলে ঐরূপ লিখিয়াছেন। এরূপ লেখা যে বিশেষ দোষের কথা তাহা বলাই বাহুল্য।

শ্রীবসন্তকুমার বসু

UTTARPARA JOYKRISHNA PUBLIC LIBRARY Estd. 1858

কায়স্থ-সমাজ।

৪র্থ বর্ষ | ভাদ্র, ১৩৩০। | ৫ম সংখ্যা।

কায়স্থ জাতির শক্তি লোপ।

দিনের পর দিন কায়স্থ জাতির শারীরিক শক্তি সামর্থ্য লোপ পাইতেছে কেন এই প্রশ্ন বহুদিন হইতে আন্দোলিত হইতেছে। কিন্তু ইহার প্রতিকার পন্থা কায়স্থ জাতি অবলম্বন করিতেছেন না ইহাই মহৎ দুঃখ। কায়স্থ জাতির শারীরিক শক্তি সামর্থ্য লোপ পাওয়ার বহুবিধ কারণ বর্ত্তমান আছে। তাহার কয়েকটীর আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। লুপ্ত শক্তি সামর্থ্য পুনঃ দীপ্ত করার উপায় বিশেষ কঠিন নহে। একমাত্র মানসিক বলে বলীয়ান ও কুসংস্কার বর্জ্জিত হইলেই কায়স্থ জাতির লুপ্ত ক্ষাত্র তেজ পুনঃ প্রদীপ্ত হইবে ইহাতে সংশয় নাই।

সৃষ্টির আদিকাল হইতে সংস্কৃত, সদাচারী, সহিষ্ণু, ত্যাগী ও ন্যায়বান, শাস্ত্র বিশ্বাসী বলিয়া যে কায়স্থ জাতির প্রশংসা ছিল অধুনা তাহা বা তাহার কিয়দংশও কাহারও পক্ষে পরিলক্ষিত হইতেছে না ইহাই কায়স্থ জাতির শক্তি লোপের মুখ্য কারণ। গৌণ কারণ বিস্তর আছে ও অহরহ দৃষ্ট হইতেছে। পূর্ব্বের শক্তি হারাইয়াছি বলিয়া কেবল আপশোষ করিয়াই কাল কাটাইতেছি, প্রতিকারের পন্থা অন্বেষণ করিতে পারিতেছি না।

অধুনা প্রায় শতাব্দীর অধিক কাল হইতে কায়স্থ জাতি যে মোহ আচ্ছন্ন হইয়া আছেন এই মোহ অপনীত না হইলে চেতনা সঞ্চার হইবার আশা

নাই। এই মোহের নাম বিলাসিতা, তথা অকর্ম্মণ্যতা। অকর্ম্মণ্যতা দ্বারা শারীরিক শক্তি লোপ অবশ্যম্ভাবী। শারীরিক দুর্ব্বলতা মানসিক তেজের হানিকর ইহা স্বীকার্য্য। মন এবং শরীরের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সকলেই অবগত আছেন। অধিক লেখা বাহুল্য মাত্র।

গ্রাসাচ্ছাদনে লোকের শরীর মন প্রফুল্ল থাকে; অর্থাৎ তৃপ্তি জনক আহার ও তৃপ্তি জনক পরিধান করতঃ ব্যায়াম্-নিয়ত থাকিলে শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি অবশ্যই হয়। পূর্ব্বকার কায়স্থ জাতি আক্ষরিক বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক ব্যায়াম ও অস্ত্রচালনা অভ্যাস করিতেন, এই কারণেই শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার শক্তি সামর্থ্য বৃদ্ধি হইত, আয়ুষ্কালও বৃদ্ধি হইত। রাজপুতানার ইতিহাসে দৃষ্ট হয় মহাত্মা বাপ্পারাও একশত বৎসর বয়স পর্য্যন্ত উভয় শক্তি সহ জীবিত থাকিয়া সশরীরে স্বর্গারোহণ করেন। রাজপুত-কবি লিখিয়াছেন—

"শত বর্ষ বয়ঃ প্রাপ্ত সেই মহাশয় (বাপ্পারাও),
স-শরীরে স্বর্গগত কবিচন্দ কয় (রাজপুত কবিচন্দ)।"

ব্যায়ামের দ্বারা শরীরপুষ্টি ও বলাধান হওয়া অধুনাতন কালেও কচিৎ দৃষ্ট নহে এমন নহে, তবে কিনা এখন সহস্রাংশের একাংশ মাত্র। তাই বর্ত্তমান নহে। যথা অম্বু গুহ, সুচি সিংহ, রাম মূর্ত্তি প্রভৃতির বিষয় কে না জানেন। পূর্ব্বকার মনিষীগণ বলিয়াছেন—

"বস্ত্রেন বপুষা বাচা বিদ্যয়া বৈভবেন চ,
ব-কার পঞ্চভির্যুক্তা নরঃ প্রাপ্নোতি গৌরবম্।"

গোবিন্দের প্রিয়তমা মহাদেবী সত্যভামা আপন ননদ সুভদ্রা দেবীর বর কি রকম হইবে তাহা বলিয়াছিলেন—

"উত্তম বংশজ হবে বলিষ্ঠ পণ্ডিত
পরম সুন্দর হবে তব মনোনিত।"

এই স্থলে বরের কোন সম্পত্তির উল্লেখ নাই। থাকিবার আবশ্যকও নাই। কেননা সদ্বংশ জাত, বলিষ্ঠ, পণ্ডিত এবং সৌন্দর্য্যশালী হইলে সম্পত্তি আপনা হইতে অর্জ্জিত হয়। স্বাধীনতা ধন উপার্জ্জনের প্রধান সহায়। মহাভারতে দ্রৌপদী-ধৃতরাষ্ট্র সংবাদে তাহা সমর্থিত হইয়াছে। দ্রৌপদী বলিয়াছেন—

"মুক্ত হৈনু যবে, পুণ্য থাকে তবে, পুন অর্জ্জিবেক ধন।"

কায়স্থ জাতির এখন সেই স্বাধীনতা নাই, সেই পুণ্যার্জ্জন নাই, সেই ধনার্জ্জন

নাই। সৃষ্টির আদি কালের সেই সুমহৎ জাতি এখন 'দাস' বলিয়া অভিহিত। কালের এমন বিপরীত কাণ্ড যে সেই আদি ও অকৃত্রিম কায়স্থ জাতীয় স্ত্রীলোকগণ আপন আপন স্বামী পুত্র পৌত্র প্রভৃতিগণ কর্ত্তৃক 'দাসী' উচ্চারিত হইতেছেন। এমনি দুর্ভাগ্য যে অনেকে 'দাস' 'দাসী' উচ্চারণ গৌরবকর মনে করিতেছেন। যত অধিক সংখ্যক 'দাস' উচ্চারণ করিবেন তত অধিক গৌরবান্বিতও অনেকের ধারণা, অর্থাৎ দাস, দাস-দাস, দাস-দাস-দাস। তিন দাসই অধিক গৌরবাত্মক উচ্চারণ। দুই এবং তিন দাসকে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস সাব্যস্ত করাই বিধেয়।

ভারতে হিন্দু রাজার আমলে কেবল শূদ্র জাতিই 'দাস' উচ্চারিত হইত, কেননা শূদ্রগণ সেবা-ধর্ম্মী ছিল। তাহারা দ্বিজাতির অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। কোন ক্ষত্রিয় বৈশ্য জাতি 'দাস' উচ্চারিত হইতেন না। অসী চালনা দ্বারা রাজ্য লাভ হইলে মসী চালনা দ্বারা সেই রাজ্য শৃঙ্খলার সহিত রক্ষা হইত। এজন্যই ক্ষত্রিয়গণ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া অসিজীবি ক্ষত্রিয়, মসী জীবি ক্ষত্রিয় আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বিলাসী বাবুগণ তর্ক করেন হিন্দু রাজার আমলে সর্ব্বদা যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়া নরহত্যা হইত। এখন আমরা কেবল সুখে শান্তিতে কাল কাটাইতেছি। ইহা মনে করা উচিৎ যে যুদ্ধ বিগ্রহ শারীরিক শক্তি সামর্থ্যর পরিচায়ক। আর ন্যায় ধর্ম্ম রক্ষার জন্যই যুদ্ধাদি হইত। শারীরিক শক্তি সামর্থ্য লোপ না হইয়া যাহাতে বৃদ্ধি হয় তাহার জন্যই ক্ষত্রিয় শাস্ত্রে বহুতর নিয়ম বিধি-বদ্ধ ছিল। সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, মহাবীর ভীষ্মদেব বিরাট পর্ব্বে অর্জ্জুনকে বলেন—

"ক্ষত্রিয় নিয়ম আছে শাস্ত্রের লিখন,
বাহুবলে পর রাজ্য করিবে শাসন।"

আমাদের পঞ্চম বেদস্বরূপ মহাভারত আলোচনা করিলে মহাত্মা ভীষ্মদেবের তুলনা তিনি ভিন্ন আর নাই, যেমন "রাম রাবণের যুদ্ধ রামরাবণয়োরিব।" মহাত্মা ভীষ্মদেবের মুখনিঃসৃত বাক্য যে ক্ষত্রিয়গণের শারীরিক শক্তি সামর্থ্য রক্ষার ও বৃদ্ধির পরিচায়ক তাহাতে কোন সংশয় নাই।

আত্মমর্য্যাদা রক্ষার ন্যায় ধর্ম্ম রক্ষার জন্য মহাবীর অর্জ্জুন পিতামহ ভীষ্মদেব-হত্যা ও গুরুপ্রাণ হত্যা করিয়াও পাপী বা কলঙ্কিত হন নাই, বরং প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন—

"ক্ষত্রিয় নিয়ম আছে শাস্ত্রের বিধান,
যুদ্ধেতে ব্রাহ্মণ গুরু একই সমান।"

ঐ আত্মমর্য্যাদা রক্ষার জন্য মহাত্মা ভীষ্মদেব আপন গুরু পরশুরামের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

একবার মাত্র 'দাস' শব্দ উচ্চারণ জন্যই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ হয়—যে যুদ্ধে ভারতবর্ষের সমস্ত ক্ষত্রিয় বংশ ধ্বংস হইয়াছিল। কর্ণ দ্রৌপদীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—

"দাস হেন যুধিষ্ঠির তুই ভার্য্যা তার,
দাস ভার্য্যা দাসী হয় জানিয়ে সংসার।"

মহারাজ দুর্য্যোধনের শত সহস্র অপরাধ ক্ষমা হইতে পারিত, কিন্তু এই 'দাস' 'দাসী' শব্দ উচ্চারণেই যুদ্ধকাণ্ড ঘটিয়াছিল। 'দাস', 'দাসী' এমনি ঘৃণিত শব্দ যে দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ক্লেশ সহ্য করিয়াও দ্রৌপদী দেবী 'দাসী' শব্দ প্রয়োগের শেলাঘাত বিস্মরণ হইতে পারেন নাই। তিনি বনবাস কালে অশ্রুসিক্ত নয়নে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—

"বীরবংশ পাঞ্চাল পাণ্ডবগণ জীতে,
'দাসী' বলি উচ্চারণ করিল সকলে।
ভীষ্ম দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্র ছিল বিদ্যমান,
'দাসী' বলি করিল আমায় অপমান।"

কুরুসভায় দ্রৌপদী-দেবীকে 'দাসী' সম্বোধন করায় তিনি অপমানিতা হইয়াছিলেন। ক্ষত্রিয় বংশ ধ্বংস হইয়াছিল। আর আমরা শ্রাদ্ধ তর্পণে পিণ্ডদানে আমাদের মাতৃদেবী পিতামহী দেবীকে 'দাসী' উচ্চারণ করিয়া যে অতিপাতক উপার্জ্জন করিয়াছি বা করিতেছি, তদ্দ্বারা আমাদের জাতীয় শক্তি সামর্থ্য লোপ হইবে না কেন?

ভারতে মুসলমান রাজার আমলেও কায়স্থ জাতির সদ্গুণাবলী অব্যাহত ছিল, বীরত্ব ছিল। বীরত্ব উপার্জ্জন করিবার সুযোগ ও সুবিধা ছিল। কিন্তু সীতারাম, প্রতাপাদিত্য, রণজিৎ সিংহ ও রাজপুত, মারহাট্টা প্রভৃতি বীরগণ স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিতে পারিয়াছেন না? [illegible] পঞ্জাব কেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহ অতি সামান্য পদাতিক সৈন্য ছিলেন। আপন শক্তি সামর্থ্য নির্ভর করিয়া প্রশস্ত পঞ্চনদ রাজার একচ্ছত্র স্বাধীন অধীশ্বর হইয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রকেশরী মহাত্মা ছত্রপতি শিবাজী ও তদ্বৎ সামান্য

জায়গিরদারের পুত্র হইয়া দাক্ষিণাত্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। মহাত্মা হায়দার আলী সামান্য পদাতিক সৈন্য হইতে রাজা হইয়া প্রকাণ্ড "হায়দরাবাদ" রাজ্য স্থাপন করেন। এমন শত শত দৃষ্টান্ত আছে। সমস্তই যে শারীরিক ও মানসিক শক্তি সামর্থ্যের পরিচায়ক তাহাতে কিছু সংশয় আছে কি? অধুনা লোকের শক্তি সামর্থ্য লোপ হইল কেন? রণজিৎ সিংহ, শিবাজী, হায়দার আলীর লিখাপড়া জানার প্রমাণ নাই।

কায়স্থ জাতি পুরাকালে যেমন আক্ষরিক বিদ্যা-ব্যবসায়ী ছিলেন, বর্ত্তমান কালেও তেমন আক্ষরিক বিদ্যা-ব্যবসায়ী আছেন। তবে কিনা পূর্ব্বকালে কায়স্থ জাতির আক্ষরিক বিদ্যা ব্যবসায়ের অংশিত্ব ছিল না, বর্ত্তমান কালে ঐ ব্যবসা বহু অংশে বিভক্ত হইয়াছে, এইমাত্র তফাত দেখা যায়। তাহা হইলেই বা তাহাতে শক্তি সামর্থ্য হ্রাস হইবে কেন? যাহারা কায়স্থ জাতির ব্যবসা বণ্টন করিয়া নিয়াছে, তাহারা কায়স্থ জাতির শক্তি সামর্থ্য নিতে পারে নাই ও নেয় নাই। সকলের সমান দশাই দৃষ্ট হইতেছে।

পূর্ব্বকার হিন্দু রাজা ও মুসলমান রাজা হইতে বর্ত্তমান ইংরেজ রাজা মানসিক ও শারীরিক বলে বলিষ্ঠ দেখা যাইতেছে। এমতাবস্থায় প্রজাগণ ও তদ্রূপ মানসিক শারীরিক বলে বলিয়ান হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তদ্বিপরীত কেন দৃষ্ট হইতেছে, ইহা কেহ চিন্তা করিয়াছেন কি? বর্ত্তমানে যিনি ভারতের উচ্চ ইংরেজ রাজপুরুষ, তিনি আবশ্যক হইলে আধ মন ওজনের মোট অবাধে বহন করিয়া নিতে সক্ষম। কিন্তু তাঁহার সমকক্ষ একজন বাঙ্গালী রাজপুরুষ পাঁচ সের বা তৎনিম্ন ওজনের মোট বহন করায় অক্ষম, ইহার কারণ কি?

কায়স্থ জাতির রাজকীয় উচ্চ কার্য্যের অনেক অকায়স্থ অংশী হইলেও অদ্যাপি রাজকীয় উচ্চ কার্য্যে অনেক কায়স্থ অবস্থিত আছেন। কিন্তু তাঁহাদের শারীরিক শক্তি সামর্থ্য নাই, একথা দৃঢ় ভাবে সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে। কেন এমন হইল? বলিষ্ঠ লোকের সাহচর্য্যে স্বয়ং বলিষ্ঠ না হইয়া বলে নিকৃষ্ট হওয়ার কারণ কি? ক্রমে নিকৃষ্ট হইতে নিকৃষ্টতরে যাইবার বড় একটা দেখি নাই।

আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কায়স্থ জাতির শক্তি লোপের বিষয় যাহা অনুমিত হইতেছে তাহা এই প্রবন্ধে বিবৃত করিতেছি। কায়স্থ জাতির পূর্ব্বকার সংস্কার, সংযম ও সদাচার না থাকাই শক্তি লোপের কারণ। মহাবীর অর্জ্জুন অনাহারে

সংযম, সদাচারে তপস্যায় নিরত থাকিয়াও কিরাত-রূপী শঙ্করের সহিত মল্লযুদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, মহাভারত পাঠে জানা যায়। সংস্কার, সংযম, সদাচারই কায়স্থ জাতির প্রধান সম্বল—সে সম্বল যখন হারাইয়াছি তখন শক্তি লোপ হইবে না কেন?

ইংরেজগণ ইংরেজি লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া কর্ম্মঠ ও শক্তিমান হইয়া থাকেন। বাঙ্গালীগণ ইংরেজি লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া শারীরিক শক্তি হারাইয়া ফেলেন, বিলাসী হন। এই বিলাস বাসনা বৃদ্ধির জন্যই মোগল রাজত্বের অবসান হয়। বিলাস বাসনার বশে রাজার রাজ্য যাইতে পারিলে, কায়স্থ জাতির সংস্কার, সংযম, সদাচার যাইবে না কেন?

দ্বিতীয় কথা। ইংরেজ রাজ ও ইংরেজ জাতি অতি গুণগ্রাহী। তাঁহারা ভারতের পুরাতন কীর্ত্তি রক্ষায় যেমন যত্নশীল, তেমন হিন্দুর শাস্ত্র রক্ষায়ও যত্নশীল। বহু ইংরেজ হিন্দু শাস্ত্রের চর্চ্চা করিয়া মর্ম্মাবগত হইতে ইচ্ছুক, কিন্তু সংস্কৃত বিদ্যায় অপারদর্শিতা হেতু সংস্কৃত শাস্ত্রের ইংরেজি অনুবাদই তাঁহাদের সম্বল। অনেক বাঙ্গালীও সংস্কৃত বা বাঙ্গালা পড়িতে ঘৃণা বোধ করেন। সংস্কৃত শাস্ত্রের ইংরেজি অনুবাদই তাঁহাদের গ্রহণীয় ও পঠনীয়। ইহাই হিন্দুগণের, তথা কায়স্থগণের, সর্ব্বনাশের প্রশস্ত পথস্বরূপ দাঁড়াইয়াছে।

সংস্কৃত শাস্ত্র এমন জটিল যে গুরু মুখ ভিন্ন অনুবাদ দ্বারা তাহার সাফল্যতা লাভ করা দুরূহ, পরন্তু বিপরীতফল হইয়া থাকে। অনেক স্থলে বিপরীত ফল ফলিয়াছে, পশ্চাতে জানা যাইবে। সংস্কৃতের ইংরেজি অনুবাদ বা বাঙ্গলা অনুবাদ হইতে পারে; অন্যান্য ভাষায় অনুদিত হইতে পারে, কিন্তু কোন ভাষার অনুবাদেই উচ্চারণ প্রবেশ করান যায় না। একমাত্র গুরু মুখ ভিন্ন উচ্চারণ শিক্ষার কোন উপায়ই নাই। বাঙ্গালী জাতির উচ্চারণ-শক্তি একেবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। পশ্চিম এবং দ্রাবিড়ি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সহিত সংস্কৃতে আলাপ করিলেই এই কথার সার্থকতা উপলব্ধি হইবে। বাঙ্গালী কায়স্থ জাতীর বিদ্বানগণ চিন্তা করিয়া দেখুন দেখি তাঁহারা অন্তস্থ "ব" উচ্চারণ করেন কি না? এরূপ সকল বর্ণই।

অধুনা বেদ, উপনিষদ্, তন্ত্র, পুরাণ, সংহিতা প্রভৃতি সকল হিন্দু শাস্ত্রেরই ইংরেজি অনুবাদ বাহির হইয়াছে। রামায়ণ মহাভারতও অনূদিত হইয়াছে। আবার স্বতন্ত্র ভাবে গীতার বহুতর অনুবাদ বহু ভাষায় প্রকাশ হইয়াছে। গীতা ও পঞ্চদশীর আদর জার্ম্মণ দেশেই বেশী। একজন জার্ম্মণ দেশী

পণ্ডিত দেব নাগর অক্ষর ছাপা এক সহস্র পঞ্চদশী খরিদ করিয়া নিয়া কলিকাতায় পঞ্চদশীর অভাব ঘটাইয়াছিলেন, ইহা বেশী দিনের কথা নহে। যাহা হউক এই সমস্ত শাস্ত্রাদির ইংরেজির অনুবাদে কায়স্থ জাতির কি অমঙ্গল ঘটিয়াছে, কি রকম শক্তি লোপ করিয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াই এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে আক্ষরিক বিদ্যা-ব্যবসায়ী কায়স্থ জাতি ইংরেজিতে কৃতবিদ্য হইয়া সংস্কৃত বা বাঙ্গালা পড়িতে উচ্চারণ অভ্যাস করিতে অনিচ্ছুক। তাঁহারা শাস্ত্রাদির, বিশেষতঃ আদি শাস্ত্র বেদের ইংরেজি অনুবাদ পাঠ করিয়াই তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন। বেদের ভাষান্তর অনুবাদে কখনই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইতে পারে না, কেননা অনুবাদ ঠিক নহে। বেদ ভাষান্তরের উপযোগী নহে। গুরু মুখে অভ্যাসেরই উপযোগী। দ্বিজাতি ভিন্ন অন্য জাতির বেদে অধিকার নাই। দ্বিজাতিগণ অসংস্কৃতাবস্থায় বেদ পঠন পাঠনের অধিকারী নহে। স্ত্রীজাতিরও বেদে অধিকার নাই। শব্দের উচ্চারণ-বৈষম্যে সমাসের ব্যতিক্রম ঘটিয়া যে অনর্থ হয় তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তির অধিগম্য ও উপভোগ্য। আমার মতন মূর্খ তাহা প্রকাশ করায় অক্ষম।

একটী শাস্ত্র বাক্য, অধুনা গল্পে পরিণত হইয়াছে, তাহা এই স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বিধায় লেখা হইল। একদা দৈত্য-গুরু শুক্রাচার্য্য কল্পনা করিলেন দেবগুরু বৃহস্পতিদ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করাইয়া দেবরাজ ইন্দ্রের বিনাস সাধন করাইতে পারিলে দৈত্যগণ জয়যুক্ত হইবে। তিনি চিরকাল সুখে সসম্মানে থাকিবেন। তিনি দৈত্যালয়ে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া দেবগুরু বৃহস্পতিকে নিমন্ত্রণ করিলেন। যজ্ঞে বরণ করিয়া আহুতি দিতে অনুরোধ করিলেন। যজ্ঞ কুণ্ডের চারি দিকে সশস্ত্র দৈত্যগণকে পাহারায় নিযুক্ত করিলেন, যেন বৃহস্পতি পলাইতে না পারেন। অতঃপর শুক্র বাক্য রচনা করিয়া দিতেছেন, বৃহস্পতি হোম করিতেছেন। শুক্রাচার্য্য এমন একটি বাক্য রচনা করিয়া দিলেন যে সেই বাক্যে আহুতি প্রদান করিলেই দেবরাজ ইন্দ্রের পতন হয়। বৃহস্পতি দেখিলেন বিপদ, হোম না করিয়া পলাইবার সাধ্য নাই, দৈত্যগণ তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবে, তাহারা সশস্ত্র চারি দিকে দণ্ডায়মান আছে। সেই বাক্যে হোম করিলেই দেব রাজের মৃত্যু নিশ্চয়। শুক্রাচার্য্য হইতে বৃহস্পতি বেশী বিদ্বান ছিলেন। তিনি শুক্রাচার্য্যের রচিত বাক্য এমন ভাবে উচ্চারণ করিয়া আহুতি দিলেন যে তাহাতে সমাসের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া

যজ্ঞকুণ্ডের চারিধারের সশস্ত্র দণ্ডায়মান দৈত্যগণ যজ্ঞকুণ্ডে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। তখন শুক্রাচার্য্য আপন ভ্রম বুঝিয়া যজ্ঞ সমাপ্তির আদেশ দিলেন। বাক্যটী হইতেছে—

"ইন্দ্র-শক্রর্বিবর্দ্ধতে স্বাহা—"

তবে দেখা যাইতেছে উচ্চারণ-বৈষম্যে ও সমাস-বৈষম্যে কি অঘটনই ঘটিয়া থাকে।

বেদের ও অন্যান্য শাস্ত্রের অশুদ্ধ অনুবাদ পাঠ করিয়া ইংরেজিতে কৃতবিদ্য কায়স্থ যুবকগণ আচার-ভ্রষ্ট, সংস্কার-ভ্রষ্ট, সংযম-ভ্রষ্ট, ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট, হইয়াছেন, হইতেছেন ও নানা ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছেন। আহারে ব্যবহারে যাহাদের সংযম নাই, পরন্তু যাহারা অখাদ্য কুখাদ্য খাইবে, শাস্ত্রাচার, দেশাচার, পুণ্যাচার ধর্ম্মাচার প্রতিপালন করিবে না, তাহাদের শক্তি লোপ অবশ্যম্ভাবী। এই কারণেই কায়স্থ জাতির, কি মানসিক, কি শারীরিক উভয় শক্তি লোপ পাইয়াছে, পাইতেছে, পারে আরো লোপ হইয়া নিরীহ মেষবৎ পরিণতি ঘটিবে। ইহাই কি শান্তি?

অশুদ্ধ অনুবাদ পঠনে নানা ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে উল্লেখ করিয়াছি, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা কর্ত্তব্য। শাস্ত্রবিহিত মনুষ্যের যে চারিটী ঋণ ও চারিটী আশ্রম আছে তাহা পালন করিতে ইংরেজি শিক্ষিত বাবুগণ অনিচ্ছুক। যজ্ঞ দ্বারা দেবঋণ, ব্রত ও সদাচার দ্বারা ব্রহ্মঋণ, পিণ্ডদান দ্বারা পিতৃঋণ, অতিথি সেবা দ্বারা মনুষ্য ঋণ শোধ করা কষ্টকর বিবেচনা করেন। অনেকে অতিথিকে লাঠির সাহায্যেও স্থানান্তর করিতে দৃষ্ট হয়। তেমন চারি আশ্রমের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করাও কষ্টকর মনে করেন।

প্রথমতঃ, ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম অতি ক্লেশকর। বেদ পাঠ ততোধিক ক্লেশকর ও সময়সাপেক্ষ। ইংরেজি অনুবাদে যাহাদের জ্ঞান জন্মিতেছে কষ্টের ব্রহ্মচর্য্য করিয়া বেদ পাঠের আবশ্যকতা কি? দ্বিতীয়, গৃহস্থ আশ্রম, ইহা সুখের হইত যদি স্বাধীন ভাবে স্বেচ্ছাচার ভাবে চলা যাইতে পারিত। হিন্দু শাস্ত্রের যে কঠোর শাসন, দেশাচারের যে বাঁধা বাঁধি নিয়ম, কুলাচারের যে দৃঢ় নিগড়— সমস্তই বিশেষ ক্লেশ দায়ক। তৃতীয়, বানপ্রস্থ আশ্রম, ইহাতে ব্যয় ভারের বাহুল্য এবং কঠোর নিয়ম কিছু না আছে তাহাও নহে, অতএব ইহাও ত্যজ্য। মোটের উপর স্বেচ্ছাচারিতা যাহাতে নাই এমন ধর্ম্ম ভাল নহে। এখন বাকী রহিল কেবল চতুর্থাশ্রম—সন্ন্যাস বা যোগ সাধন। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা

কঠিনতম হইলেও নানা শাখা প্রশাখা আছে। শরীর নিগ্রহ না করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া পয়সা খরচ না করিয়া যোগ সাধনের কোন এক শাখা অবলম্বন করতঃ, বিলাস বাসনা চরিতার্থ করার জন্য পূর্ণানন্দী, জগদানন্দী, সন্ত, পঞ্চাননী প্রভৃতি কতকগুলি বাবুধর্ম্ম ইংরেজিনবীশগণের জন্য সৃষ্টি হইল। ইহারা বেদের সকল অংশ মান্য করেন না। বিশেষতঃ বেদের যজ্ঞ কাণ্ড ইহাদের ঘৃণিত। সংযম সদাচার রক্ষণীয় নহে। সংযম সদাচার দ্বারা আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি ইহাদের স্বীকার্য্য নহে। প্রকৃত যোগীগণ শতায়ু দ্বিশতায়ু, কিন্তু এই ভক্তি যোগীগণ ষষ্ঠী বৎসরের পূর্ব্বেই গতায়ু। আর লিখাপড়া শিক্ষায় সঙ্গে সঙ্গেই শারীরিক শক্তি লোপ।

এই যোগধর্ম্মীগণ বলেন বাহ্য পুজাধমাধম। আন্তরিক পুজাই আসল পূজা। অতএব গৃহ দেবতা শালগ্রাম ফেলিয়া দাও। বিশেষতঃ আন্তরিক পূজায় শুচি পবিত্রতার কোন আবশ্যক নাই। পট্টবস্ত্র বা ধৌত বস্ত্র বা বস্ত্র পরিবর্ত্তনের কোন আবশ্যক নাই। স্ত্রী পুরুষে এক শয্যায় শয়ন করিয়া সেই শয্যায় উপবেশন করতঃ যোগ সাধনও অভ্যাস করা যায়। মানুষ সকল কালেই শুচি। স্ত্রীলোকেরা রজস্বলাবস্থায়ও শুচি, যোগাভ্যাস করিতে পারা যায়। আমরা যোগ ধর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছি, ঈশ্বর দেখি। সুতরাং ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করিয়াছি। তাঁহারা ঈশ্বর দর্শন করেন বটে, কিন্তু ঈশ্বরের চিত্রাঙ্কনে অসমর্থ ইহারই বা কারণ কি?

এই যোগধর্ম্মীগণ আরও বলেন সম্বন্ধ জীবনাবধি। অতএব পিতা মাতার অন্ত্যেষ্টি বা পারলৌকিক ক্রিয়ার আবশ্যক নাই। স্ত্রী পুরুষে ঐহিক দৈহিক সম্বন্ধ মাত্র। পারলৌকিক সম্বন্ধ নাই ও হইতে পারে না। অর্থাৎ কিনা পশু জাতির যেমন আবশ্যকীয় সময়ে স্ত্রী পুংজাতির দৈহিক সম্বন্ধ ঘটিয়া থাকে, নরনারীরও তৎবৎ। এই স্থলে জিজ্ঞাস্য যে পশু পক্ষীগণের ঋতুকাল ব্যতীত অর্থাৎ ঈশ্বরাদিষ্ট সময় ব্যতীত মিলন হওয়ার নিয়ম নাই। নরনারীগণ সেই নিয়ম প্রতিপালন করেন কি? যদি না করা হয় তবে তাঁহারা ছাগ পশু ব্যতীত অন্য পশু নহেন।

বাঙ্গালী কায়স্থ জাতি শাস্ত্রের বিকৃত অনুবাদ পাঠ করিয়াই এই অসংযমী। অহিন্দু জনোচিত স্বামী স্ত্রীর ঐহিক দৈহিক সম্বন্ধ প্রচারী। প্রকৃত শাস্ত্র বাক্য যাঁহারা বিশ্বাস করেন তাঁহারা বলিবেন হিন্দু স্ত্রী পুরুষের ইহপর কালের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ এবং স্ত্রীলোকের কোন ধর্ম্ম নাই। সধবাবস্থায় পতিসেবা আর

বিধবাবস্থায় ব্রহ্মচর্য্যই স্ত্রীলোকের প্রধান প্রশস্ত ধর্ম্ম পথ। স্বামী নিকটে থাকিলে স্বামীর রূপ কল্পনাই স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম। নিরন্ন গৃহস্থ অতিথির ভোজ্য দানে অসমর্থ হইয়া রোদন করিলে যেমন অতিথি সেবা হয়, তৎবৎ দূরস্থিত স্বামীর রূপ কল্পনা করিলে স্ত্রীলোকের সকল ধর্ম্ম হয়। ইহাতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সকলই লাভ হইতে পারে।

এখন একটী প্রশ্ন হইতে পারে, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সকলেই ইদানিং অর্থকরি ইংরেজি বিদ্যা অধ্যয়ন অধ্যাপন করিতেছে। ইহাতে কেবল কায়স্থ জাতির শক্তিলোপ ও আয়ুক্ষয় বর্ণন হইল কেন? প্রশ্নের উত্তর এই যে ইংরেজি অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিয়া কায়স্থ জাতি শেওয়ায় অন্য জাতি আপন জাতীয় আচার ব্যবহার পোষাক পরিচ্ছদ আহার ধর্ম্ম এমন কি দেশাচার কুলাচার ত্যাগ করে নাই। কেবল কায়স্থ জাতিই ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া থাকে। কোন মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টান স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম গ্রহণ করা দৃষ্ট হয় না। একটী বচন যদিও হিন্দু শাস্ত্রে লিখা আছে অন্যান্য ধর্ম্মীগণ তাহা প্রতিপালন করিতেছেন দেখা যায়। বচনটী এই—

"পরধর্ম্মো ভবেৎ ত্যাজ্যঃ সুরূপা পরদারবৎ
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।"

দুঃখের বিষয় যে, যাহাদের ব্যবহারের জন্য বচন প্রস্তুত হইয়াছে তাহারা প্রতিপালন করিতেছে না। অন্য ধর্ম্মীগণ প্রতিপালন করিতেছে। তাহারা ইহার সুফল লাভ করিতেছে। দেশ ভেদে আহার ভেদের পোষাক পরিচ্ছদের পানীয়ের যে বিধান ছিল তাহার ব্যতিক্রমে স্বাস্থ্য রক্ষা হইবার নহে। স্বাস্থ্য রক্ষা না হইলেই শক্তি লোপ অবশ্যম্ভাবী নহে কি?

শতাব্দী পূর্ব্বের লোক যে রকম দীর্ঘজীবি ছিল এখন সে রকম দীর্ঘজীবি লোক আছে কি? না থাকিবার কারণ আর কিছু নহে। অত্যধিক মানসিক শক্তি চালনায় শারীরিক শক্তি লোপ পাইতেছে। আরাম কেদারায় বসে ও রেল মোটরে ট্রামে যাতায়াত, অপজালে বায়ু ভক্ষণ প্রভৃতি কার্য্যও শারীরিক শক্তি লোপের অন্যতম কারণ।

আমরা সকল কাজের যত সহজ উপায় অন্বেষণ করি ততই আমাদের শক্তি লোপ হইতেছে। পূর্ব্বকালে শারীরিক বলের আশ্রয়ে লোকে যুদ্ধ করিত, আর বর্ত্তমান কালে যুদ্ধযোগ্য জাতি-কলেই যুদ্ধ করিতেছেন।

ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে কত মানুষ-মারা কলই ব্যবহৃত হইয়াছিল, বিষাক্ত বাষ্প দ্বারা নরহত্যা হইয়াছিল সকলে অবগত আছেন।

দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীর কায়স্থ কুলতিলক যশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্যকে দমন করিবার জন্য রাজা মানসিংহকে বহু সৈন্যসহ পাঠাইয়াছিলেন। মানসিংহ অনেক দূর অগ্রসর হইয়া যশোহর পঁহুছিবার প্রশস্ত রাস্তা না থাকায় সসৈন্যে যশোহর পৌঁছিবার প্রশস্ত রাস্তা প্রস্তুত করাইয়া তবে মোগল রাজপুত সৈন্য লইয়া যশোহরে প্রবেশ করেন। বর্ত্তমান কালে ঐরূপ যুদ্ধ সংঘটন হইলে রেল পাতা হইত।

বর্ত্তমান কালে শারীরিক শক্তির পরিবর্ত্তে কলের দ্বারা সহজে সকল কাজ সংসাধন করিবার বলবতী ইচ্ছা লোকের মনে যেমন গজাইয়াছে, ধর্ম্ম সম্বন্ধেও সেরূপ সহজ পন্থা লোকে অন্বেষণ করিতে ব্যস্ত হইয়াছে। এই হেতু নানা ধর্ম্মের সৃষ্টি পুষ্টি করিবার সতত চেষ্টাবান। শাস্ত্র, পুরাণ, জাতীয় ইতিহাসের দিকে ইহাদের লক্ষ্য নাই। মানুষ যে কর্ম্মগুণে ব্রাহ্মণ হইতে পারে, কর্ম্মগুণে দেবতা হইতে পারে, কর্ম্মগুণে অদ্ভুত শক্তি সঞ্চয় করিতে পারে সেই বিষয় কাহারও চিন্তার আমলেই আসিতেছে না। কেবল সহজ, সহজ, সহজই আবশ্যক।

মুণি ঋষিগণ অনাহারে বাতাহারে বনে জঙ্গলে সহস্র সহস্র বৎসর যে কঠোর সাধনা করিয়া মুক্তি কামনা করিতেন, আজকাল কিনা সেই কামনা মানুষই পূর্ণ করিতেছে। নব ধর্ম্মে ঈশ্বরের উপাসনায় আবশ্যক নাই। এই মনুষ্য অপর মনুষ্যকে গুরু স্বীকার করিয়া তাহার উপাসনা তাহার রূপ কল্পনা করিলেই মানুষকে মোক্ষধামে পৌছাইয়া দিবে। সে বলে পাপী তাপী রোগী ভোগী সকলেই আমার কাছে আইস, আমি তোমাদের পাপ তাপ দুঃখ কষ্ট সমস্তই গ্রহণ করিয়া তোমাদিগকে মোক্ষধামে পৌঁছাইয়া দিব। আমিই একমাত্র মোক্ষধামে যাতায়াতে সক্ষম। মিত্রভাবে আমাকে ভজনা না করিয়া শত্রুভাবে আমার সান্নিধ্য লাভ বা আমাকে স্পর্শ করিলেও আমি তোমাদিগকে সংশয় মুক্ত করিব। সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম সংযম সদাচার ত্যাগ করিয়া যাহারা এই নব ধর্ম্মের আশ্রয় করে তাহাদের শক্তি লোপ হইবে না কেন? পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে আক্ষরিক বিদ্যা ব্যবসায়ী চাকুরী-জীবি কায়স্থ জাতিই এই নব ধর্ম্মে প্রবেশের অগ্রণি।

কায়স্থ জাতির শক্তি লোপের আরো একটি বিশিষ্ট উপায় উদ্ভূত হইয়াছে।

ইংরেজি শিক্ষার প্রথম আমলে পুরুষ জাতিই স্বেচ্ছাচারী হইত। অনেকে ব্রাহ্ম, খৃষ্টান, নাস্তিক হইত। প্রকাশ্যে সুখাদ্য কুখাদ্য খাইত, দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করিত। ঐ সকল কার্য্য প্রকাশ্যে করিতে তাহারা গৌরব মনে করিত। গৃহলক্ষ্মীগণের ধর্ম্মাচার, শাস্ত্রাচার, কুলাচার, স্ত্রী-আচার অব্যাহত ছিল। পাষণ্ড ইংরেজি শিক্ষিতগণ বাহিরে কুরুচি প্রদর্শন করিলেও ঘরে গিয়া গৃহিণীর গঞ্জনায় ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া থাকিত। হিন্দু গৃহে কোন প্রকার কু-আচার প্রবিষ্ট হইতে পারিত না।

তৎপর যখন স্ত্রী শিক্ষায়, তথা বালিকা শিক্ষায়, প্রচার বৃদ্ধি হইতে চলিল তখন অর্থলালসায় বাঙ্গালী কবিগণ বিলাতী ছাঁচে বাঙ্গালা নাটক কাব্য উপন্যাস প্রকাশ করিতে লাগিলেন, বঙ্গরঙ্গভূমিতে ঐ সকল দৃশ্য অভিনীত হইতে আরম্ভ হইল, তখন হইতে বাঙ্গালী কুললনাগণের কিছু কিছু অধঃপতন ঘটিতে লাগিল। আমি স্ত্রী শিক্ষায় বিরোধী বলিয়া কেহ মনে করিবেন না। কেবল শিক্ষা-প্রণালীরই বিরোধী। স্ত্রীলোকগণ খনা লীলাবতীর মতন বিদুষী হউন ইহাই আমার আন্তরিক কামনা। রমা বাইয়ের মতন বিদুষী বাঞ্ছনীয় নহে।

এখন নব্য পাশ্চাত্য শিক্ষিত নবধর্ম্মী বাবুগণ মনে করিয়াছেন স্ত্রীলোক-দিগকে আচারানুষ্ঠান ত্যাগ, ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করাইতে পারিলেই সমস্ত একাকার হইবে, পশ্চাৎ ইহাদের সন্তান সন্ততিগণ এই পথগামী হইবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে ধর্ম্ম হইতে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ এবং পুরুষ হইতে পুরুষান্তর গ্রহণ একই কথা। তাঁহারা যে বিবাহিত স্ত্রী পুরুষে ঐহিক দৈহিক পশুবৎ সম্বন্ধ নির্ণয় ও বর্ণন করিয়াছেন এইখানেই তাহার পরিণতি। বর্ত্তমান ক্ষীণায়ু নরনারী আরো যে ক্ষীণায়ু হইবে এই কথাটা ইহাদের মাথায় আদৌ ঢুকে নাই।

বিদ্বান, সুধী কায়স্থ সহোদরগণ, এখন হইতে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। সকলে মিলিয়া এই অধঃপতনে অগ্রসর জাতির উদ্ধারের চেষ্টা করুন। সকলেই কুসংস্কার ও ভূতের ভয় বর্জ্জন করতঃ সংস্কৃত হউন। জাতীয় দশবিধ সংস্কারে সংস্কৃত হইলে মনের প্রফুল্লতা বৃদ্ধি হইবে, সাহস বৃদ্ধি হইবে সংযমে আয়ু বৃদ্ধি হইবে, দাসত্ব মুক্ত হইয়া স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইলে লুপ্ত মাত্র তেজ পুনঃ দীপ্ত হইবে। সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে শুচি পবিত্রতা আপনা হইতে আশ্রয় করিবে। আয়ুষ্কালও বৃদ্ধি হইবে। একমাত্র সংস্কারের অভাবে ক্রিয়া লোপ ব্রাত্য হইয়াই কায়স্থ জাতির শক্তি লোপ হইয়াছে। এখন ব্রাত্যতা পরিহার একান্ত কর্ত্তব্য।

"উত্তম জাতি সাধুসদাগর, মধ্যম জাতি চাষা
অধম জাতি কায়স্থগণ, চাকুরীতেই আশা।"

শ্রীহরিশ্চন্দ্র বিশ্বাস।

মহর্ষি ভুবনমোহন।

চতুর্থ অধ্যায়।

বালক ভুবনমোহন নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষায় বৃত্তি পাইলেন। এখন তিনি কোথায় পড়িবেন, ইহাই এক সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। কারণ গ্রামে আর উচ্চতর শ্রেণীর বিদ্যালয় নাই। এখন যেমন উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর বিদ্যালয় যেখানে সেখানে হইয়াছে, তখন তেমন ছিল না। আট বৎসরের ছেলেকে ঢাকায় পরের কাছেই বা কেমন করিয়া রাখা যাইতে পারে। তাঁহাকে স্থানান্তরে রাখিয়া মাতা রাসমণি দেবীই বা কিরূপে তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন। মাতা যে তাঁহাকে না দেখিলে দশ দিক্ অন্ধকার দেখেন, ভুবন সঙ্গে না খাইলে যে তাঁহার খাওয়া হয় না, আবার মায়ের সঙ্গে না খাইলে যে ভুবনেরও পেট ভরে না। তিনি হাজার খাইলেও যে মায়ের সঙ্গে একবার খাইতে বসেন।

শাক্তার অনুমান ৫ মাইল দূরে একটী মধ্য বাঙ্গালা বিদ্যালয় ছিল। শাক্তা হইতে ঢাকা যতদূর, মধ্য বাঙ্গালা বিদ্যালয়টি তদপেক্ষা কিছু নিকটবর্ত্তী এবং কোন নদীও পার হইতে হয় না, আর ঢাকার পথে সুপ্রসিদ্ধ বুড়ীগঙ্গা পার হইতে হয়। কিন্তু গ্রামের কোন বালক এই মধ্য বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে পড়ে না। তথায় পড়িতে হইলে এই অষ্টমবর্ষীয় বালককে একাকী সেই জঙ্গলাকীর্ণ গ্রাম্য পথে এতদূর প্রত্যহ যাতায়াত করিতে হইবে। এই দুধের ছেলে প্রত্যহ এত হাঁটিতেই বা পারিবে কেন! কর দম্পতি ও অন্যান্য সকলে এইরূপ নানা প্রকার আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। অষ্টমবর্ষীয় বালক

ভুবনমোহনের তখন বিদ্যা শিক্ষার জন্য অদম্য উৎসাহ জন্মিয়াছে। তিনি তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন,—"আপনারা অনর্থক ভয় করিতেছেন কেন? এই রাস্তাটুকু আর আমি যাইতে পারিব না! ইহার অধিক দূরে গেলেও আমার কষ্ট হইবে না। আমি অনায়াসে পথটুকু যাইতে পারিব। দিনের বেলায় যাইব, পথে বিস্তর লোক যাতায়াত করে; তখন আর ভয় কি? তবে বাড়ী হইতে একটু সকালে বাহির হইতে হইবে, নতুবা স্কুলে পৌঁছিতে বিলম্ব হইতে পারে। বালকের কথা শুনিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন। অতঃপর কর মহাশয় তাহাকে সেই বিদ্যালয়েই ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। ভুবনমোহন নিয়মিতরূপে বিদ্যালয়ে যাইতে লাগিলেন।

তিনি বেলা ৯ টার মধ্যে বাড়ী হইতে রওনা হইতেন, অত সকালে পাক হইত না। মাতা প্রাতে উঠিয়া সিদ্ধান্ন পাক করিয়া দিতেন। শীতের দিনে বাসি তরকারিও বরং থাকিত। ভুবন তাহা খাইয়াই সারা দিনের মত বিদ্যালয়ে রওনা হইতেন। এই দীর্ঘ পথ যাতায়াতে তিনি কিছুমাত্র ক্লান্তি বোধ করিতেন না। সন্ধ্যা বেলা হাসিতে হাসিতে মায়ের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইতেন। তখন আবার কোথাও হরি-সংকীর্ত্তনের খবর পাইলে তথায় ছুটিতেন। কিম্বা মাতা তখন পুকুরে জল আনিতে যাইতেছেন দেখিলে ভুবনমোহন তাঁহার সঙ্গে গিয়া জলের কলসি নিয়ে মাথায় করিয়া আনিয়া দিতেন। এতদ্ব্যতীত মায়ের গৃহকার্য্যে যথা সাধ্য সাহায্য করিতেন। বাড়ীর সকলের খাওয়ার পর মাতা খাইতে বসিলে, তখন ভুবনমোহন মাতার সহিত খাইতেন।

আহারান্তে পড়িতে বসিতেন, পড়া ভালরূপ শিক্ষা না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি শয়ন করিতেন না; তা রাত্রি থাক, বা প্রভাত হউক তাহাতে লক্ষ্য করিতেন না। কোন কঠিন বিষয় সহজে মুখস্থ করিতে না পারিলে তিনি তাহা শ্লেটে বা কাগজে লিখিতে থাকিতেন। তাহাতে সহজে মুখস্থ হইত। কোন বিষয়টী একবার না বুঝিলে, বারংবার চেষ্টা করিতেন এবং যে পর্য্যন্ত তাহা তাহার হৃদয়ঙ্গম না হইত সে পর্য্যন্ত তাহা পরিত্যাগ করিতেন না। যে যে স্থান একেবারে বুঝিতে পারিতেন না, কিম্বা যে যে স্থানে তাহার সন্দেহ থাকিত, স্কুলে গিয়া শিক্ষক মহাশয়ের নিকট তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতেন এবং খাতায় লিখিয়া রাখিতেন। তিনি এইরূপ লিখিয়া হাতের লেখাও অতি সুন্দর করিয়াছিলেন। তাঁহার অপরিসীম অধ্যবসায়, মনোযোগ,

[illegible], বিনয়, পাঠ-নৈপুণ্য এবং সচ্চরিত্রতায় তিনি অচিরেই শিক্ষক ও ছাত্রগণের অতীব প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন এবং শ্রেণীর সর্ব্বপ্রথম ছাত্র বলিয়া গণ্য হইলেন। তিনি শ্রেণীর প্রথম ছাত্র হইলেও কখনও তিনি ঐ স্থানে গিয়া বসেন নাই। তাঁহার অপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ ছাত্রদিগকে তিনি জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় মান্য করিতেন। তিনি তাহাদিগকে উপরের থাকে বসিতে দিয়া নিজে তাহাদের নীচে গিয়া বসিতেন। ছাত্রগণ মধ্যে কেহ কোন বিষয় তাঁহার নিকট বুঝিতে আসিলে তিনি নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়া অতীব বিনীতভাবে বলিতেন,—"আমি আপনাদিগকে বুঝাইতে পারি এমন ক্ষমতা আমার নাই। তবে আপনারা দয়া করিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তখন আমি যাহা বুঝিতে পারিতেছি, তাহাই আপনাদিগকে বলিতেছি।" তিনি যাহাকে যাহা বুঝাইতেন, তাহা তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া থাকিত শিক্ষক মহাশয়েরও বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইত। এজন্য অনেক ছাত্রই তাহার নিকট সাহিত্য ও গণিত বুঝিয়া লইত।

এইরূপে কয়েক মাস কাটিয়া গেল। নিদারুণ বর্ষাকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। পূর্ব্ববঙ্গে বর্ষাকালে পল্লীগ্রামের রাস্তা ঘাটের যে দুরবস্থা ঘটে তাহা বর্ণনাতীত। স্কুলে যাওয়ার পথের কতকাংশ কর্দ্দমাকীর্ণ হইল, কতক বা পিচ্ছিল হইয়া গেল। আবার কোন কোন স্থান বা বন্যায় প্লাবিত হইয়া স্রোতস্বতীর অভিনয় করিতে লাগিল। ভুবনমোহন একখানি গামছা পরিয়া কাপড় চোপড় ও বইগুলি এক টোপলা করিয়া সেই দুর্গম পথে ছাতা লইয়া কতদিন বৃষ্টিতে ভিজিয়া আছাড় খাইয়া স্কুলে গিয়াছেন,—কতদিন তাহার সম্মুখে কতবজ্রপাত হইয়াছে, তিনি তাহাতেও ভ্রূক্ষেপ করেন নাই।

এইরূপে দুই বৎসর অতীত হইল। ভুবনমোহন উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হইলেন। পিতা মাতা ও আত্মীয় স্বজন সে সংবাদে যার পর নাই আনন্দিত হইলেন, শোণিত স্বাদ প্রাপ্ত শার্দ্দূলের ন্যায় ভুবনমোহনের উৎসাহ ও উদ্যম চতুর্গুণ বাড়িয়া উঠিল।

তাঁহার জ্ঞানপিপাসাও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অতঃপর দ্বাদশ বৎসর বয়সে তিনি মধ্য বাঙ্গালা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইলেন। বালক ভুবনমোহনের কঠোর সাধনা ফলবতী হইল দেখিয়া,

কর পরিবারে আনন্দ স্রোত প্রবাহিত হইল,—চারিদিকে ভুবনমোহনের প্রশংসা প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

এক্ষণে ভুবনমোহনকে কি পড়ান হইবে ইহা লইয়া পিতা ও ভ্রাতৃগণ পরামর্শ করিতে লাগিলেন এবং তাহাকে ঢাকায় রাখিয়া ইংরাজী পড়ান স্থির করিলেন। কিন্তু তিনি যে সত্ত্ব শুদ্ধ, নির্ম্মল জ্ঞানের আলোক চাহেন তাহা কোথায়? তাঁহার আত্মা যাহা চাহে তাহা যে ইংরাজী ভাষায় নাই। তিনি শুনিয়া ছিলেন ইংরাজী ভাষা কেবল জড় জগৎ লইয়াই ব্যস্ত। জগৎ-কারণ চিদানন্দ পুরুষ, ইংরাজী শিক্ষার বিষয়ীভূত নহেন। তিনি জানিতেন এক মাত্র ভগবানই জীবের শ্রেয়। যে শিক্ষায় তাঁহাকে জানা যায় না, তাহা শিক্ষাই নহে। তারপর তিনি মাতৃভাষায় বিশেষ অনুরাগী ছিলেন, কিন্তু ইংরাজী বিজাতীয় ভাষা। যাহা হউক যখন পিতা তাহাকে তাহা পড়িবার ব্যবস্থা করিয়াছেন আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহাতেই সম্মত হইলেন। তিনি জানিতেন,—

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

অতঃপর পূজার অবকাশের পর স্কুল খুলিলেই ঢাকায় গিয়া তিনি ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হইবেন স্থিরীকৃত করিয়া ঈশানচন্দ্র বিদায়ান্তে পুনরায় মুক্তাগাছা চলিয়া গেলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

জগৎ নশ্বর বা পরিবর্ত্তনশীল। আজ তুমি পুত্র কন্যা লইয়া সুখের সাগরে ভাসিতেছ, কাল হয়ত তুমি তাহাদিগকে হারাইয়া দুঃখের অতলে ডুবিবে। আজ তুমি রাজা, কাল হয়ত ফকির; আজ তুমি ধনী—কত লোক তোমার নিকট ঋণ গ্রহণ করিতেছে, কাল হয়ত তুমি অন্নের কাঙ্গাল হইয়া দ্বারে দ্বারে ফিরিবে। ইহাই জগতের নিয়ম। এ নিয়মের ব্যতিক্রম কেহই ঘটাইতে পারে নাই বা পারিবে না। আর্থিক অবস্থাও যদি মানুষের আয়ত্তাধীন থাকিত তবে অর্থনীতি বিশারদ মিতব্যায়ীগণ অবশ্যই ধনকুবের হইয়া চিরসুখী হইতে পারিতেন। এই জন্যই কবি বলিয়াছেন,—'নারিকেলের জলের ন্যায় লক্ষ্মীর আগমন কেহ দেখিতে পায় না, আবার হস্তী-ভক্ষিত কপিত্থ-বেলের ন্যায়, তাহার প্রস্থানও কেহ জানিতে পারে না। সাধারণতঃ লোকে "ভাগ্যলক্ষ্মী চঞ্চলা" বলিয়া সকল প্রশ্নের সমাধান করিয়া থাকে।

পদ্মলোচন কর মহাশয় তাঁহার গৃহদাহের ক্ষতি একরূপ ভুলিয়া গিয়াছেন। পারিবারিক লোক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খরচও বাড়িয়াছে—তাহার নিজ ব্যবসায় দ্বারা তাহা নির্ব্বাহিত কষ্টকর হইলেও তাহার কোন কষ্ট নাই। উপযুক্ত পুত্র ঈশানচন্দ্র বিস্তর টাকা উপার্জ্জন করেন, সুতরাং তাঁহার সংসার বরং পূর্ব্বাপেক্ষা স্বচ্ছল ভাবেই চলিতেছে। তিনি মনে করিতেছেন, "পুত্র আনন্দচন্দ্রকে ওকালতী পাশ করাইয়া তাঁহাকে কোন স্থানে বসাইতে পারিলেই তাঁহার অবস্থা আরও উন্নত হইবে। তারপর ভুবনমোহনকে ইংরাজী পড়াইতে দেওয়া যাইতেছে,—সে যেরূপ ছেলে তাহাতে সে নিশ্চয়ই ইংরাজী ভাষায় পারদর্শী হইয়া একজন বড় দরের হাকিম হইতে পারিবে। তাহা হইলেই ত তাঁহার বংশ উজ্জ্বল হইবে।" তিনি এইরূপ কতই সুখের স্বপ্ন দেখিতেছেন; এমন সময় অকস্মাৎ তাঁহার ভাগ্যলক্ষ্মী চঞ্চলা হইয়া উঠিল। ঈশানচন্দ্র মুক্তাগাছায় ফিরিয়া যাইবার কয়েক দিন পরেই কঠিন জ্বর বিকারে আক্রান্ত হইয়া নৌকা-পথে বাড়ী রওয়ানা হইলেন। মুক্তাগাছা হইতে শাক্তা প্রায় চারি দিনের পথ, পথিমধ্যে নৌকায় কোন সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত হইল না। অধিকন্তু ঠাণ্ডা লাগিয়া পীড়া উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল, নৌকাখানি খরস্রোতা শীতালাক্ষার বক্ষে ভাসিতে ভাসিতে একতালার নিকট পঁহুছিলে ঈশানচন্দ্রের জীবন-স্রোত রুদ্ধ হইয়া গেল। মাল্লাগণ শোকার্ত্ত হৃদয়ে শব লইয়া কর মহাশয়ের ঘাটে নৌকা লাগাইল। কর মহাশয় পূর্ব্বে তাহার পুত্রের পীড়ার সংবাদ জানিতে পারেন নাই; অকস্মাৎ এই সংবাদ পাইয়া তাহার ও তাঁহার পরিবারবর্গের মধ্যে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইল। বিলাপের করুণ ধ্বনিতে গ্রামখানি মুখরিত হইয়া উঠিল। প্রতিবেশীগণ সান্ত্বনা করিতে গিয়াও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। যাহা হউক প্রতিবেশীগণের চেষ্টায় শব সৎকার হইল। কর মহাশয়ের আশা ভরসা সুখ শান্তি সেই শ্মশানে ভস্মীভূত হইয়া গেল। শ্মশানের চিতা নিবিলেও কর মহাশয়ের হৃদয়ের চিতা নিবিল না, সে চিতা দিবা রাত্রি জ্বলিতে লাগিল। ঈশানচন্দ্রের যুবতী ভার্য্যা তাহার ইঙ্গন হইলেন। কর মহাশয় যখনই হতভাগিনীর সেই বৈধব্য মূর্ত্তি দর্শন করিতেন তখনই তাঁহার সেই শোকানল দ্বিগুণ বেগে জ্বলিয়া উঠিত। সে বেগ আর তিনি অধিক দিন সহ্য করিতে পারিলেন

না, নিদারুণ শোক সন্তাপে তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইল, এবং বৎসরান্ত না হইতেই তিনি পরিবারবর্গকে শোক ও দুঃখের সাগরে ভাসাইয়া শোক-তাপময় মর-জগৎ পরিত্যাগ করতঃ শান্তিধামে প্রস্থান করিলেন।

এই সময়ে কর মহাশয়ের পুত্রগণের মধ্যে কেহই সংসারাভিজ্ঞ ছিলেন না। তাঁহার মৃত্যুর কয়েক দিন পরেই দলে দলে গ্রামস্থ ব্রাহ্মণগণ আসিয়া তাঁহার পুত্রদিগকে শ্রাদ্ধের উপদেশ দিতে লাগিলেন। ইহারা কেহ পুরোহিত, কেহ তন্ত্রধার, কেহ বৈদিক এবং কেহ বা সদস্য ইত্যাদি। সুতরাং এই সময়ই ইহাদের উপদেশ বিতরণের প্রকৃত সময়। নচেৎ কি যেন পাছে ঠকিতে হয়। কেহ বলিলেন, জ্যেষ্ঠ পুত্র রূপার দান সাগর করুক, স্ত্রী ও অপরাপর পুত্রগণ ষোড়শ করুক। কেহ বলিলেন দানের কাপড় ও জিনিষপত্র যেন ভাল হয়; তাহারা কর মহাশয়ের ন্যায় একজন ধনবানের শ্রাদ্ধে সামান্য খেলো জিনিষের আশা করেন না। কেহ বা তাহার দূর সম্পর্কিত একজন অশ্রুতনামা পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করার জন্য অনুরোধ করিলেন। এইরূপ দিন দিনই উপদেশের স্রোত বাড়িতে লাগিল। জয়চন্দ্র ও আনন্দচন্দ্র দেখিলেন পিতা একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার শ্রাদ্ধ একেবারে যেন তেন প্রকারে করিলে সম্মান থাকে না। তখন তাঁহারা বেশ স্বচ্ছন্দ ভাবেই শ্রাদ্ধ করা স্থির করিলেন। যথাকালে সুশৃঙ্খল ভাবে শ্রাদ্ধ নির্ব্বাহিত হইল। এই শ্রাদ্ধে কর মহাশয়ের সঞ্চিত অর্থ সমুদয়ই ব্যয় হইয়া গেল, ঘরে আর এক কপর্দ্দকও থাকিল না। জয়চন্দ্র মনে করিয়াছিলেন আপাততঃ শ্রাদ্ধের ব্যয় সঞ্চিত অর্থে নির্ব্বাহ করিয়া সম্ভ্রম বজায় রাখিবেন, পরে অদৃষ্টে যাহা থাকে তাহাই হইবে। তখন লগ্নী প্রায় দুই হাজার টাকা ছিল। তাঁহার এ আশাও ছিল যে ঐ টাকা উঠাইয়া অতঃপর সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন।

কর মহাশয়ের শ্রাদ্ধ নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়া গেলে জয়চন্দ্র খাতকগণের নিকট হইতে টাকা আদায়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। কেহ দেনার ভয়ে সম্পত্তি বেনামী করিল, কেহ দেউলিয়া সাজিল, কেহ বা টাকা লয় নাই বলিয়া সাফ জবাব দিল। এই সময় তাঁহার মাতা, বিধবা ভ্রাতৃবধূ, তিনটী ভ্রাতা ও দুইটী ভগিনী, তাঁহার পোষ্য ছিলেন। পরিবার মধ্যে কেহই উপার্জ্জনকারী নাই। জয়চন্দ্রের নিজেরও বাড়ী ছাড়িবার উপায় নাই আনন্দচন্দ্রের তখন কোন স্থানে বসিয়া ওকালতী

পড়িবার সুবিধা হয় নাই। ভুবনমোহন ও যাদবচন্দ্র তখন বালক। সুতরাং তখন তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন চলাই দুষ্কর হইয়া উঠিল। কিছু দিন জিনিষপত্র বন্ধক ও বিক্রয় করিয়া চালাইলেন; ক্রমে তাহাও প্রায় অচল হইয়া উঠিল। তখন আনন্দচন্দ্র পেটের দায়ে ওকালতী পড়ার আশা বিসর্জ্জন দিয়া ঢাকা জজ্ কোর্টে নকল-নবিশ হইয়া অতি কষ্টে পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ করিতে লাগিলেন। মনে করিয়াছিলেন নিজে উকিল হইবেন, ভুবনমোহনকেও ইংরাজী পড়াইয়া হাকিম করিবেন, কিন্তু দারিদ্র্যের প্রবল স্রোতে তাঁহার সেই উচ্চ আশা ভাসিয়া গেল। তিনি ভুবনমোহনকে ইংরাজী পড়ানর সংকল্প একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। পরম ভগবদ্ভক্ত ভুবন-মোহন ইহা ভগবানের করুণা মনে করিয়া বিস্মিত হইলেন।

শাক্তা গ্রামে ত্রিলোচন তর্কালঙ্কার নামে এক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার একটি টোল ছিল। সে টোলে কলাপ ব্যাকরণ ও কাব্যাদি শিক্ষা দেওয়া হইত। ভুবনমোহনের অনেক দিন হইতেই অধ্যাত্ম বিদ্যার আকর সংস্কৃত শিক্ষার ইচ্ছা বলবতী ছিল। এক্ষণে তিনি এই টোলে সংস্কৃত শিখিতে অভিলাষী হইলেন, কিন্তু তিনি জানিতে পারিলেন কলাপ ব্যাকরণ তিন বৎসরের কমে শেষ করা যায় না। তাই তিনি তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট মুগ্ধবোধ পড়িবার প্রস্তাব করিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় কখনও মুগ্ধবোধ পড়েন নাই সুতরাং তাহা পড়াইতে সম্মত হইলেন না। তখন ভুবনমোহন সবিনয়ে তাঁহাকে বলিলেন, "আমার বাঙ্গালা ব্যাকরণ পড়া আছে, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক মুগ্ধবোধের সূত্রগুলি বাঙ্গালায় বুঝাইয়া দিলেই আমি বুঝিয়া লইতে পারিব।" ভুবনমোহনের নির্ব্বন্ধাতাতিশয়ে তর্কালঙ্কার মহাশয় অগত্যা তাহাতে সম্মত হইলেন। অতঃপর ভুবনমোহন প্রত্যহ টোলে গিয়া মনোযোগ সহকারে পড়িতে লাগিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় কুটুম্ব বাড়ী বা কোন স্থানে নিমন্ত্রণে গেলে টোলের ছাত্রগণ কত কাণ্ডই করিত। কেহ গাইত, কেহ বাজাইত, কেহ কেহ বা তাস দাবা বা পাশা খেলিত; কিন্তু ভুবনমোহন কাহারও সঙ্গে মিশিতেন না। তিনি এক কোনে বসিয়া নিবিষ্ট মনে আপন পাঠ অভ্যাস করিতেন। এইরূপে দুই বৎসরের মধ্যেই মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ শেষ করিয়া রঘু বংশ,—কুমার সম্ভব ও ভট্টিকাব্য পড়িতে আরম্ভ করিলেন। এক বৎসরকাল কাব্য পাঠ করিয়া বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইলেন, কিন্তু অর্থাভাবে পরীক্ষা দিতে পারিলেন না।

পণ্ডিত তর্কালঙ্কার মহাশয় বলিতেন তিনি এ পর্য্যন্ত অনেক ছাত্র পড়াইয়াছেন কিন্তু ভুবনের মত ছাত্র তিনি আর পান নাই,—অমন বিনয়ী, সচ্চরিত্র, মনোযোগী ও মেধাবী তিনি আর দেখেন নাই। তিনি তাহাকে পড়াইয়া যেরূপ আনন্দ লাভ করিয়াছেন তেমন আনন্দ আর তাঁহার অধ্যাপক জীবনে পান নাই। শেষ বৎসর তিনি অনেক সময় ভুবনমোহনকে অধ্যাপনার ভার দিয়া পরীক্ষা করিতেন এবং ভুবনমোহনের সাহিত্য ব্যাখ্যা শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইতেন।

ভুবনমোহন বাড়ীতে থাকিয়া টোলে পড়িতেছেন, আর দারিদ্র্যের নিদারুণ পীড়া অনুভব করিতেছেন। তাঁহার যে মাতা ও ভ্রাতৃবধূ একদিন মূল্যবান বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা ছিলেন, আজ তাহাদের পরিধানে শতগ্রন্থিযুক্ত মোটা মার্কিণের মলিন বস্ত্র। যাঁহাদের পাতে একদিন কত উপাদেয় সামগ্রী পড়িয়া থাকিত, আর দাসদাসীগণ সেই পরিত্যক্ত সামগ্রী পাইবার জন্য লালায়িত হইত, এক্ষণে তাঁহাদেরই একবেলা একমুষ্টি শাকান্ন পর্য্যন্তও অনেকদিন জুটিয়া উঠে না। যে ভ্রাতা ভগিনিগণ প্রত্যহ কত বড় বড় মাছ, দধি, দুগ্ধ ও মিঠাই খাইত, কত নূতন নূতন মূল্যবান বেশ ভূষণ পরিধান করিত, আজ তাঁহারা সময়মত দুটি অন্ন পায় না বা তাঁহাদের পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্তও নাই। যে বাড়ী একদিন অধমর্ণ ও আত্মীয় স্বজনের কোলাহলে মুখরিত হইত আজ সেখানে দারিদ্র্যের হা হুতাশ। প্রত্যহ শত শত লোক যাঁহাদের নিকট ঋণ গ্রহণ করিতে আসিত, আজ তাঁহারাই আবার ঋণের জন্য পরদ্বারে গিয়া অকৃতকার্য্য হইয়া ক্ষুণ্ণমনে গৃহে ফিরিতেছে। আনন্দচন্দ্র সামান্য যাহা কিছু পাইতেন তদ্বারা নিজের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া বাড়ীতে অতি সামান্যই দিতে পারিতেন। তাহা তপ্ত কটাহে জলবিন্দুবৎ অল্প সময়ের মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া যাইত। এই সকল দেখিয়া পারিবারিক দুরবস্থা দূরীকরণ জন্য ভুবনমোহন বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এমন সময় একদিন তিনি সংবাদ পাইলেন, ঢাকা নর্ম্মাল্ স্কুলে সংস্কৃত জানা বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পাশ ছাত্র ভর্ত্তি হইলে মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা বৃত্তি পাইতে পারে। এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার মনে এক নূতন আশার সঞ্চার হইল। তিনি দেখিলেন নর্ম্মাল স্কুলে পড়িলে যদি বৃত্তি পাওয়া যায় তবে তিনি বাড়ীতে থাকিয়া প্রত্যহ স্কুলে পড়িবেন, তাহাতে বাড়ীরও একটুকু সাহায্য হইবে এবং পরিণামে পাশ করিলে একটা স্কুলের শিক্ষকতাও মিলিবে, এই মনে করিয়া ভ্রাতৃগণের

সহিত পরামর্শ করতঃ নর্ম্মাল স্কুলে ভর্ত্তি হওয়াই স্থির করিলেন। অতঃপর সবিনয়ে অধ্যাপক তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া মাতৃপদধূলি মস্তকে লইয়া ভুবনমোহন ঢাকা রওনা লইলেন।

তখন সুপ্রসিদ্ধ নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলের হেড্ পণ্ডিত এবং মিঃ সিঃ এরাটুন্ স্কুলের অধ্যক্ষ। ভুবনমোহন হেড পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট গিয়া তাঁহার প্রার্থনা জানাইলেন। পণ্ডিত মহাশয় তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন সংস্কৃত সাহিত্য ও ব্যাকরণে তাহার বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে; তখন তিনি অধ্যক্ষ সাহেবকে বলিয়া ভুবনমোহনের মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন; এবং তাঁহাকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া লইলেন। ভুবনমোহন বৃত্তির আদেশ পাইলেন,—বিনাব্যয়ে স্কুলে পড়িবার অনুমতি পাইয়া স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন; কিন্তু অধ্যক্ষ সাহেবের আদেশে তাঁহার বাড়ীর সাহায্যের অন্তরায় ঘটিল। সাহেব আদেশ দিলেন ভুবনমোহনকে স্কুলের বিধানানুসারে ছাত্রাবাসে থাকিতে হইবে। তখন তিনি বড় বিপদে পড়িয়া বিপদভঞ্জন ভগবানের নাম স্মরণ করিতে করিতে পুনরায় বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট গিয়া বিনয় করুণবাক্যে সাংসারিক অবস্থা ও আন্তরিক ইচ্ছা নিবেদন করিলেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় একজন সদাশয় পুরুষ ছিলেন। ভুবনমোহনের দুরবস্থার কথা শুনিয়া তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইল। তিনি ভুবনমোহনকে আশ্বাস দিয়া অধ্যক্ষ সাহেবের নিকট গেলেন। সাহেব তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি তাঁহাকে ভুবনমোহনের অবস্থা জানাইয়া তাঁহার ছাত্রাবাসে থাকার আদেশ রহিত করিতে অনুরোধ করিলেন। পণ্ডিত মহাশয়ের অনুরোধে অধ্যক্ষ সাহেব ভুবনমোহনের সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা করিলেন। ভুবনমোহন ছাত্রাবাসে থাকার দায় হইতে মুক্ত হইলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অতঃপর ভুবনমোহন প্রত্যহ বাড়ী হইতে গিয়া নর্ম্মাল স্কুলে বিশেষ মনোযোগের সহিত পড়িতে লাগিলেন। দূরে স্কুল, তাহাতে আবার খেয়া পার হইতে হয়, এজন্য ভুবনমোহন প্রাতে উঠিয়াই স্কুলে যাওয়ার যোগাড় করিতেন। মাতা সিদ্ধপোড়া কিছু পাক করিয়া দিতেন, তাহা খাইয়াই

স্কুলে রওনা হইতেন। কখন কখনও বা চাউল অভাবে সে সিদ্ধ পোড়াও জুটিত না, চিড়া মুড়ি লইয়া স্কুলে যাইতেন। বৃত্তির টাকা পাইলেই মাতৃ-চরণে অর্পণ করিতেন, তাহা হইতে খেয়া ঘাটের পাটনীকে দিয়া যাহা থাকিত মাতা সংসারে খরচ করিতেন। তাহাতেও সাংসারিক অবস্থায় বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটিল না। ঘটিবেই বা কিরূপে? নদী শুকাইলে তাহার চিহ্ন বিলুপ্ত হয় না। কর পরিবার দারিদ্রের কঠোর পেষণে নিষ্পেষিত হইতেছে। কিন্তু এখনও তাঁহাদের বাড়ী হইতে সামাজিক ক্রিয়া কলাপ ও ব্রতাদি একেবারে তিরোহিত হয় নাই। তাঁহারা দুরবস্থার চরম সীমায় উপনীত হইলেও তাঁহাদের পূর্ব্ব সংস্কার একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই। এখনও তাঁহারা আত্মসম্মান জলাঞ্জলি দিতে পারেন নাই। এখনও তাঁহারা সাধ্য সাধ্য থাকিলে ফকির বৈষ্ণবকে বিমুখ করেন না। এখনও তাঁহারা অভিনব অভ্যাগতের অভ্যর্থনায় বিমুখ হয়েন না। সুতরাং এই সামান্য আয়ে তাহাদের অভাব মোচন হইবে কেন? আনন্দচন্দ্র ও ভুবনমোহনের কয়েকটী টাকায় মাসে কয়েক দিন চলিত, তার পর যে অনাটন সেই অনাটন। অনেক সময়ে ধার কর্জ্জও মিলিত না। অভাবগ্রস্থকে সহজে কেহ ধার দিতেও চাহে না।

একদিন ঘরে চাউল, চিড়া মুড়ি, কিছুই ছিলনা। ভুবনমোহন না খাইয়াই স্কুলে চলিয়া গেলেন। মাতা প্রতিবেশীগণের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াও সারাদিনে কাহারও বাটীতে একসের চাউলও ধার পাইলেন না। তখন আষাঢ় মাস, আমও ফুরাইয়াছে। সুতরাং খাওয়ার কোনই যোগাড় হইল না। সন্ধ্যার সময়ে ভুবনমোহন অনাহার-ক্লিষ্ট শরীরে বাটীতে ফিরিয়া মাতা ও ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতির অনাহার শুষ্ক বদন দর্শন করিয়া ব্যথিত হইলেন। এবং মনে মনে অগতির গতি দীনবন্ধু ভগবানের নিকট তাঁহাদের দুঃখমোচনের জন্য সকাতরে প্রার্থনা করিলেন। কি আশ্চর্য্য, সে প্রার্থনা যেন তৎক্ষণাৎ দয়াময়ের কাণে গিয়া পৌঁছিল। সন্ধ্যার পর ভুবনমোহন, ঘরে গিয়া পড়িতে বসিয়াছেন, হঠাৎ তাঁহার নাকে সুপক্ক কাঁঠালের ঘ্রাণ আসিল। তখন তিনি জননীকে উহা জানাইলেন জননী কহিলেন, "ঘরে ত' পাকা কাঁঠাল নাই তবে যদি বাগানে থাকে তাহা বলিতে পারি না।" এই কথা শুনিয়া তিনি আলো লইয়া বাগানে গিয়া একটী গাছে পাকা কাঁঠাল পাইলেন। তখন ভুবনমোহনের আনন্দ দেখে কে? তিনি কাঁঠাল লইয়া মাতাকে আসিয়া কহিলেন, দেখ মা ভগবানের কি দয়া! তিনি আজ আমাদিগকে

অনাহারে ক্লিষ্ট দেখিয়া বায়ুযোগে পাকা কাঁঠালের সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন। আমরা বুঝিনা তাই এমন দয়াময়কে ভুলিয়া থাকি।" এই কথা বলিতে বলিতে তাহার চক্ষে জল আসিল। কণ্ঠস্বরে জড়তা আসিল। অতঃপর জননী কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া সকলকে দিলেন। ভুবনমোহনের অনুরোধে জননীও খাইলেন। তারপর ভুবনমোহনও খাইয়া সে দিনের ক্ষুধানল নির্ব্বাপিত করিলেন। ক্রমান্বয়ে সাত দিবস মধ্যে আর কেহ কোন টাকা পয়সা পাইলেন না। কিন্তু বাগানে প্রত্যহই কাঁঠাল পাকিতে লাগিল সেই কাঁঠাল খাইয়াই সপ্তাহকাল জীবন ধারণ করিলেন। এইত' গেল অনাহারের কষ্ট; পরিধেয়ের কষ্টও বর্ণনাতীত। ভুবনমোহনের মাত্র দুই খানা পরিধেয় বস্ত্র, তাহাও জীর্ণ ও মলিন, চাদরখানিও তদনুরূপ। তিনি সেই ধুতি চাদর লইয়াই নিদাঘের প্রচণ্ড রৌদ্র ও ঝড় সহ্য করিয়া এবং বর্ষার জল কাদা পায়ে ঠেলিয়া শীলাবৃষ্টি ও বজ্রপাতে দৃক্‌পাত না করিয়া প্রত্যহ যথা নিয়মে স্কুলে যাইতে থাকিলেন। এ সকল কষ্টের উপর তাঁহার আর এক কষ্ট—তিনি অর্থাভাবে সমস্ত পাঠ্যপুস্তক কিনিতে পারিলেন না। স্কুলের পর সমপাঠীগণের পুস্তক নকল করিয়া আনিয়া পাঠ অভ্যাস করিতে লাগিলেন। এই পুস্তক নকল করার জন্য তাঁহার অনেক দিন বাড়ী ফিরিতে অনেক রাত্রি হইয়া যাইত। কতদিন তাঁহাকে কত ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে এস্থলে আমরা তাহার একটীর কথা কহিতেছি।

একদিন ছুটির পর, পুস্তক নকল করিয়া সন্ধ্যার সময়ে ঢাকা নগরীর পার্শ্ববর্ত্তী বুড়িগঙ্গা পার হইলেন। সে দিন অমাবস্যা, আকাশও মেঘাচ্ছন্ন ছিল। বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছিল, দেখিতে দেখিতে অন্ধকার গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া উঠিল, দুই চক্ষে কিছু দেখা যায় না। ভুবনমোহন সেই অন্ধকারে একাকী দ্রুতপদবিক্ষেপে বাড়ী পানে ছুটিতেছেন। যখন তিনি জনমানবশূন্য একটী সুবিস্তৃত শ্মশানক্ষেত্রে আসিয়া পৌঁছিলেন তখন সহসা একটি বিকট হাস্যধ্বনি তাঁহার কর্ণগোচর হইল। ভুবনমোহন চমকিয়া কিছু ক্ষণের জন্য দাঁড়াইলেন। আর কিছুই শুনিতে পাইলেন না, তখন তিনি মনে মনে মঙ্গলময়ের নাম পথে স্মরণ করিয়া চলিতে লাগিলেন। আবার সেই বিকট হাস্যধ্বনি শ্মশানের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া অনন্তে মিশিয়া গেল। ভুবনমোহন এবার "কেও?" "কেও?" বলিয়া চেঁচাইতে লাগিলেন, কিন্তু আর কোন সাড়াশব্দ পাইলেন না। এবার তাঁহার নির্ভীক

হৃদয়ে কিঞ্চিৎ ভয়ের সঞ্চার হইল। তিনি মনে করিলেন, "এই নির্জ্জন শ্মশানে অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকারে এই দুর্য্যোগের মধ্যে কি কোন মানব এখানে আসিতে পারে? আর যদি আমার মত কোন হতভাগ্য আসিয়াও পড়ে, তবে এরূপ বিকট হাসি হাসিবে কেন? এ নিশ্চয়ই শ্মশান-বিহারী প্রেত।" আবার মনে করিলেন "কৈ, অনেক শিক্ষিত লোকইত প্রেতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। তাঁহারাত বলেন ইহা দুর্ব্বল হৃদয়ের অলীক কল্পনাপ্রসূত প্রহেলিকা মাত্র!" এইরূপ চিন্তা করিয়া যেমনি আবার পদসঞ্চালন করিয়াছেন অমনি আবার সেই বিকট হাস্যধ্বনি, তাহার নিকটেই উত্থিত হইল। এবার হাসিতে তিনি বুঝিলেন এটি মানুষের হাসি। তখন তিনি যে দিকে হাসি শুনিয়াছিলেন সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। সহসা বিদ্যুৎ চমকিল, সেই আলোকে অদূরে একটি নারীমূর্ত্তি দেখিলেন। ভুবনমোহন বুঝিলেন এই নারীই বিকটহাসিনী। তখন তাঁহার হৃদয়ে আবার সাহস আসিল। তিনি তর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "কে তুমি? বল, নচেৎ এখনই তোমার মাথা গুড়া করিব।" নারীমূর্ত্তি উত্তর করিল, "আমি।" ভুবনমোহন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" কিন্তু তাহার আর কোন উত্তর পাইলেন ন। মূর্ত্তি আবার হি হি করিয়া উচ্চ হাসি হাসিল। এই সময় আবার বিদ্যুৎ চমকিল, ভুবনমোহন সেই আলোকে দেখিলেন, তাঁহার পরিচিতা এক পাগলিনী কতকগুলি হাঁড়ি পাতি লইয়া বসিয়া কখনও উচ্চ হাসি হাসিতেছে কখনও বা বিড়বিড় করিতেছে। তখন তিনি নিঃশঙ্ক চিত্তে তথা হইতে রওনা হইলেন। এদিকে পুত্রের প্রত্যাবর্ত্তনে বিলম্ব দেখিয়া জননী রাসমণি দেবী অত্যন্ত উদ্বিগ্না হইয়া উঠিয়াছেন। একে অমাবস্যার অন্ধকার, তাহাতে আবার মেঘাড়ম্বর—তারপর আবার রাস্তায় নানা ভয়ের কথা শুনা যায়। তাই তিনি ব্যাকুলা হইলেন। প্রতি নিমিষে তাঁহার ব্যাকুলতা বাড়িতে লাগিল। ক্রমে পরিবারস্থ সকলেই নিতান্ত চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। এমন সময়ে ভুবনমোহন আসিয়া তাঁহার মায়ের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। অতঃপর সহাস্য বদনে রাস্তার সেই ভীষণ কাণ্ড বর্ণনা করিলেন। সকলে শুনিয়া অবাক্ হইলেন এবং ভুবনমোহনের অসীম সাহসিকতার প্রশংসা করিলেন। জননীর মনে সন্দেহ হইল ভুবনমোহন নিশ্চয়ই ভয় পাইয়াছে। তিনি তাহাকে জলপড়া ইত্যাদি খাওয়ানের জন্য ব্যস্ত হইলেন। ভুবনমোহন বলিলেন, "মা আমি ভয় পাই নাই।

পাগলীকে দেখিয়া ভয় পাইব কেন, মা? শ্মশানে মশানে, সাগরে, পর্ব্বতে, ঘরে ও বাহিরে ভব-ভয়হারী ভগবান যে সর্ব্বদাই বিদ্যমান আছেন। তিনি থাকিতে ভয় কি? তিনি যে বরাভয়দাতা। তাঁহার উপর যাহার বিশ্বাস নাই সেই, দুর্ব্বল হৃদয়ই ভয়ে অভিভূত হয়। মা, আপনি আমার উপর বিশ্বাস করুন, আমি কিছুমাত্র ভয় পাই নাই। আপনি আর জলপড়ার যোগাড় করিবেন না।" পুত্রের কথায় জননী সন্তুষ্ট হইলেন, ভুবনমোহনকে আর জলপড়া খাইতে হইল না।

তিনি আরও একদিন এক সাহসিকতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। একদিন পড়িতে পড়িতে রাত্রি দুইটা বাজিয়াছে। জগৎ নিস্তব্ধ, হঠাৎ বাহিরে হাসির শব্দের ন্যায় শব্দ শুনিতে পাইলেন। কিছুক্ষণ কান পাতিয়া রহিলেন। কিন্তু আর কিছু শুনিতে না পাইয়া বাতি নিবাইয়া তিনি শয়ন করিলেন। শুইবামাত্র আবার সেই শব্দ শুনিতে পাইলেন। তখন পুনরায় কান পাতিয়া রহিলেন, কিছুক্ষণ পর আবার সেই শব্দ তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল। এবার বুঝিলেন, এ কোন মানুষের হাসির শব্দ নহে,—নিকটবর্ত্তী জামগাছের ঝোপ হইতে ঐ শব্দ উত্থিত হইতেছে। তখন তিনি একাকী ধীরে ধীরে তথায় গিয়া দেখিলেন একটি শুষ্ক কদলী পত্রের সহিত মৃদুমন্দ বায়ুর সঞ্চালনে অপর একটি শুষ্ক পত্রের সংঘর্ষণ হওয়ায় ঐরূপ শব্দ হইতেছে। তিনি ভীতিব্যঞ্জক কোন কিছু দেখিলে বা শুনিলে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতেন। তিনি বলিতেন "অনুসন্ধান করিলে নিশ্চয়ই কারণ পাওয়া যায়। কারণ পাওয়া গেলে আর কোন ভয় থাকে না।"

এইরূপ ক্লেশ ও বিপদের সহিত যুদ্ধ করিয়াও অতুল অধ্যবসায় সহকারে পড়িতে লাগিলেন। অল্প দিন মধ্যে তাঁহার চরিত্রে ও পাঠনিপুণতায় শিক্ষকগণ তাহাকে বড়ই স্নেহ করিতে লাগিলেন। সমপাঠিগণ তাঁহার বিশেষ অনুরক্ত হইয়া উঠিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রমদাকিশোর সরকার।

বাজুসমাজ।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (১৩৩০ বৈশাখ ২১ পৃষ্ঠার পর)

দত্ত রায় বংশে যাদবরাম হইতে রায় বাহাদুর অমরনাথ রায় (M. L. C.) পর্য্যন্ত ১০ পুরুষ শ্রীবাড়ীতে বসতি হইয়াছে। অমর নাথের প্রপিতামহ দেওয়ান হরগোবিন্দ রায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় শ্রীহট্ট প্রদেশের জমিদারগণের রাজস্ব নির্দ্ধারণ করিতেন ও তাহাতে তিনি প্রভূত সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া বিস্তীর্ণ জমিদারী করিয়া গিয়াছেন। সেই জমিদারীর শাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ জন্য অমরনাথ রায় বৎসরের অধিকাংশ সময়ই শ্রীহট্ট সুনামগঞ্জে বাস করেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে তাহাতে অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিয়াছেন ও তাঁহার সৎকার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে 'রায় সাহেব' ও তৎপর 'রায় বাহাদুর' উপাধী প্রদানে সম্মানিত করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে আসাম লেজিজ্‌ লেটীভ্‌ কাউন্সিলের অনৈক মেম্বর।

রাজা কালিকাপ্রসাদ রায় হইতে উক্ত রায় বাহাদুর অমরনাথ রায় পর্য্যন্ত বংশের বিভিন্ন শাখায় দিক্‌পাল তুল্য বহু ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। এই বংশে ২টী সতীদাহ হইয়াছিল, সতীগণের অলৌকিক অগ্নি পরীক্ষা ও ভবিষ্যৎবাণী স্থানীয় জন সমাজে এখনও প্রবাদরূপে প্রচলিত। সেই সমস্ত ক্ষত্রিয়োচিত কীর্ত্তি, লীলা ও শ্রবণসুখকর কাহিনী বিস্তারিত রূপে পরে বর্ণন করিবার ইচ্ছা রহিল। সংপ্রতি সুবুদ্ধি খাঁর কন্যা সরস্বতী ঠাকুরাণীর পুত্রগণের বিবরণ ও তাহাদের জমিদারী পরগণে কাশীমনগর তর্পে অগ্রপুর যে প্রকারে ঢাকার সুবেদার ইসলাম খাঁ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয় এবং শ্রীবাড়ীর নাম ও যশ যেরূপ বাজুসমাজে [illegible] হইয়া পড়ে সেই সব বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া অগ্রে মুসলমান রাজত্বের বৃত্তান্তই শেষ করা যাক্।

শ্রীবাড়ী গ্রামের অবস্থা মুসলমান রাজত্বে যে প্রকার ছিল ও এক্ষণে যেরূপে পরিণত হইয়াছে এই দুইটী অবস্থা [illegible] দিয়াই গ্রামের সমসাময়িক কীর্ত্তিমান জনগণের জীবনী অবলোকন করিবার জন্য পাঠকগণকে অনুরোধ করি।

সুবুদ্ধি খাঁর কন্যা সরস্বতীর আহলাদপুর [illegible] ভবানীপ্রসাদ [illegible] সহিত বিবাহ, এবং তাহার গর্ভে রাধামাধব নামের জন্ম এবং মাতামহ কর্ত্তৃক প্রদত্ত মাধব-

বাড়ী নামক তালুক প্রাপ্তির বৃত্তান্ত ইতঃপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। এই রাধামাধব বসু একজন মহা সৌভাগ্যবান ব্যক্তি। ইনি বাল্যকালে অতীব চঞ্চল ও দুর্দ্দান্ত ছিলেন। আমগাছ, জামগাছ, পেয়ারা, লিচু, গাবগাছ, গোলাবজাম, নারিকেল ইত্যাদি যত প্রকার ফলের গাছ আছে এই সমস্ত বৃক্ষের স্কন্ধ শাখা প্রশাখায় তিনি ভোজন ক্রীড়া সমাপণ, উল্লম্ফন ও খেলা করিতেন। আবার যখন জলে নামিতেন, ২।৩ ঘণ্টা জলেই আছেন, কেবল ডুব আর সন্তরণ, সন্তরণ আর ডুব; অস্থিরের শিরোমণি, লিখা পড়া করা আদৌ তাঁহার ভাল লাগিত না। মাতামহ সুবুদ্ধি খাঁ তখন জীবিত ছিলেন না, পিতা ভবানীপ্রসাদ পুত্র রাধামাধবকে পড়াইবার জন্য অশেষ চেষ্টা করিতেন, কিন্তু পুত্র তাহাকে ধরা দেওয়া দূরের কথা—পিতাকে তিনি দর্শনই দিতেন না। গাছে গাছে টো টো করা, জলে স্থলে খেলা করা, মাতামহীর নিকট ও মায়ের নিকট আব্দার করিয়া খাওয়া ও পিতার শাসন ভয়ে তাঁহাদেরই আশ্রয়ে লুকাইত থাকা এই তাহার কার্য্য ছিল।

ভবানীপ্রসাদ পুত্রকে কিছুতেই আঁটিতে না পারিয়া পত্নী সরস্বতীকে একদিন বলিয়াছিলেন, "দেখ, রাধামাধবকে আমি কিছুতেই লেখাপড়া শিখাইতে পারিলাম না, সে আইসে আর চুপ করিয়া খাইয়া চলিয়া যায়, এবার সে আসিলে তাহাকে ছাই খাইতে দিও।"

স্বামীর আজ্ঞা শুনিয়া সরস্বতী নীরবে অশ্রু বর্ষণ করিলেন। তারপর যথা সময়ে পুত্র আসিয়া যখন আহার্য্য প্রার্থনা করিল সেই সময় মাতা তাহাকে অন্ন-ব্যঞ্জনাদি দিয়া ছোট একখানি অঙ্গার ধৌত করিয়া পুত্র যাহাতে টের না পায় এরূপে অলক্ষ্য ভাবে ঐ অন্নের একটী পার্শ্বে রাখিয়া দিলেন। রাধামাধব ভোজনে বসিলেন, অর্দ্ধেক ভোজন হইবার পর ঐ ধৌত ও পরিষ্কৃত অঙ্গার কণার উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল। দেখিয়াই তাহার মনের মধ্যে কেমন একটা খট্‌কা বাধিয়া গেল, মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মা ভাতে এই কয়লা কিসের?" মা শঙ্কিত চিত্তে অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় ছিল ছেলে যাহাতে এই ব্যাপার টের না পায় অথচ স্বামীর আজ্ঞাও প্রতিপালিত হয়, কিন্তু ছেলে, যখন কয়লার কথা জিজ্ঞাসা করিল তখন মা ঐ কথার কোনও উত্তর না দিয়া এমন ভাব দেখাইতে লাগিলেন যেন তিনি উহার কিছুই জানেন না। মা নীরব থাকায় ছেলে পুনরায় মাকে বলিলেন "মা ভাতে এ কয়লা কিসের?" মা তখন নিরূপায় হইয়া চকিতের ন্যায়

ভাব দেখাইয়া ছেলেকে বলিলেন "কৈ ভাতে কয়লা ?" পুত্র অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ঐ কয়লা দেখাইলেন। মা বলিলেন "কি জানি বাবা হয়ত হঠাৎ অপ্রনিধানে একটু কয়লা পড়িয়া গিয়াছে, চুলির নিকটেই ভাত বাড়া হয়, কেমন করিয়া একটু কয়লা থালায় পড়িয়া গিয়াছে—তা যা হউক ঐ কয়লাটুকু উঠাইয়া ফেলিয়া আহার কর।

পুত্র বলিলেন "না মা এ কয়লা হঠাৎ পড়া বোধ হয় না, এ যে বেশ পরিষ্কার ধৌত করা কয়লা, বল তুমি ইহার কারণ কি ?" এই বলিয়া পুত্র আহার বন্ধ করিলেন ও হাত গুটাইয়া বসিলেন। মা মনে মনে প্রমাদ গণিলেন ও পুত্রকে নানারূপ তোষাইয়া আহার করাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু পুত্রের সন্দেহ ও ভেদ ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তিনি উহার প্রকৃত কারণ ও সত্য কথা না শুনিয়া আর ভোজন করিবেন না বলিলেন।

তখন মা ছেলেকে আহার করাইবার জন্য সত্য কথাই বলিতে আরম্ভ করিলেন। মা তখন অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিলেন "দেখ বাবা তুমি পড়াশুনা করনা, কেবল খেলা করিয়া বেড়াও, তোমার পিতা কিছুতেই তোমার লাগাল্ পান না, এজন্য তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে আদেশ করিয়াছেন তোমাকে ছাই খাইতে দিতে। তুমি পুত্র, তোমাকে মা হইয়া কি প্রকারে ছাই খাইতে দিব ? এদিকে স্বামীর আজ্ঞা প্রতিপালন না করিলেও পাপ হয়, সেই ভয়ে, বাবা, তোমার ভাতের থালার পাশে একটু কয়লা ধুইয়া রাখিয়া দিয়াছিলাম, তা, বাবা, তুমি কিছু মনে না করিয়া কয়লাটুকু ফেলিয়া দিয়া আহার কর।"

রাধামাধবের বয়স তখন ১৫।১৬ বৎসর। তাহার ছোট আর ৩টী ভাই আছে। তাহাদের নাম যথাক্রমে বলরাম, জলবল্লভ ও নরোত্তম। ছোট ভাইগুলি কিন্তু বড় চঞ্চল নয়, তাহারা পিতার শাসন মানে ও যথারীতি লেখাপড়া করে। তাহারা ভাল, কেবল তিনিই পিতার নিকট অপরাধী। পিতা তাহার সেই অপরাধের জন্য—লেখাপড়া না করার জন্য—তাহার পক্ষে ছাই খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। অতএব লেখাপড়া না শিখিয়া সে পিতার অন্ন ভোজন করিবেন না। রাধামাধব মুহূর্ত্তকাল মধ্যে মনে মনে এইরূপ আন্দোলন ও চিন্তা করিয়া ভাতের থালাটী মায়ের দিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া সহসা গাত্রোত্থান করিলেন ও জননীকে সম্বোধন করিয়া

বলিলেন "মা, বাবা, আমাকে কেবল ছাই খাইতে দিতে বলিয়াছিলেন. তুমি আমাকে অন্ন দিলে কেন ? তা বাবা বেশ আজ্ঞা করিয়াছেন আমি লেখাপড়া শিক্ষা না করিয়া আর বাবার অন্ন খাইব না এবং এ মুখও আর তাঁহাকে দেখাইব না, এই আমি চলিলাম" ইহাই বলিয়া তৎক্ষণাৎ রাধামাধব তড়িতের ন্যায় দ্রুতগতিতে তথা হইতে দৌড়িয়া পলায়ন করিলেন। পিছে পিছে স্নেহময়ী জননী—"ওরে দাঁড়া, ওরে দাঁড়া, শুনে যা, খেয়ে যা" রবে দৌড় ও চীৎকার। আর কার কথা কে শুনে, কার খাওয়া কে খায়—রাধামাধব একেবারে নিরুদ্দেশ।

জননীর আর্ত্তনাদে পিতা আসিলেন, মাতামহী ও মাতুল আসিলেন। ভ্রাতাগণ ও প্রতিবাসী লোকজন সকলেই ব্যাকুল। পিতাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন না যে তাঁহার এই সামান্য কথাটী সত্যই প্রতিপালিত হইবে ও পুত্র তাহা টের পাইয়া দেশত্যাগী হইবে ও পরিবারের মধ্যে এতটা গণ্ডগোল উপস্থিত হইবে। সকলেই রাধামাধবের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন কিন্তু তাহাকে আর কেহই কুত্রাপি পাইলেন না।

রাধামাধবের জননী পুত্রের জন্য কান্দিয়া অধীরা হইলে তাঁহার মা (সুবুদ্ধি খাঁর স্ত্রী) তাহাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা করিতেন "সরা! (সরস্বতী) তুই কান্দিস্ না, তোর ছেলে ফকির হইয়া ঘর ছাড়িয়াছে, আবার রাজা হইয়া ঘরে ফিরিবে, কোন চিন্তা নাই"। তাহার এই সান্ত্বনা বাক্য পরে অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছিল। এদিকে রাধামাধব উৎকট মনোদুঃখে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীবাড়ী গ্রামের দক্ষিণে নদীর ধারে একটী জঙ্গলময় স্থানে প্রবেশ করিলেন ও চলতি নৌকায় উঠিয়া কোনও প্রকারে গ্রাম ত্যাগ করিয়া নদীর ওপারে (দক্ষিণ পারে) যাইতে পারেন কিনা, তাহারই চেষ্টায় একটী উইএর ঢিপীর উপরে আরোহণ করিয়া নৌকা দেখিতে লাগিলেন। কালক্রমে এই উইএর ঢিপীর স্থানে সতীদাহ ও শ্মশান হয়। এখন এই স্থানে ইষ্টক নির্ম্মিত মন্দির ও পাষাণময়ী শ্মশান-কালিকা প্রতিষ্ঠিত আছেন, একটী ইন্দারা ও একটী বাজার হইয়াছে। স্থানটীর নাম শিবরামপুর, প্রকাশ্য নাম টেপ্‌রা। এই কালীবাড়ীকে সাধারণে টেপরার কালাবাড়ীও বলে. আবার শ্রীবাড়ীর কালীবাড়ীও বলে। বাজারও ঐরূপ নামেই অভিহিত। উহার দক্ষিণ দিকের নদীর অস্তিত্বও আর এখন নাই, উহার কতকাংশ শিবালয় (শিয়ালো-আরিচা) ঢাকা রোডের উত্তর পার্শ্বস্থ খালে

বা বৃহৎ drainএ পরিণত হইয়াছে, এখানে বর্ষাকালে ঐ খাল দিয়া আরিচা ষ্টীমার ষ্টেশন হইতে মানিকগঞ্জ নৌকা যাতায়াত করিয়া থাকে। উক্ত শ্মশান-কালী ও তাহার মন্দিরের ইতিহাস পরে বর্ণিত হইবে। যাহা হউক রাধামাধব জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া উইএর ঢিপীর উপর বসিয়া আছেন, এমন সময় ঢাকার সুবেদার ইস্‌লাম খাঁ সসৈন্যে নৌকার বহর লইয়া সেই স্থানে আসিয়া নৌকা লাগাইলেন। পল্টনগণ ডাঙ্গায় নামিয়া রন্ধনের জন্য জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া কাষ্ঠ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল ও লক্‌ড়ী কুড়াইতে কুড়াইতে বালক রাধামাধবকে উইএর ঢিপীর উপরে পাইয়া তাহাকেও কুড়াইয়া লইয়া সুবেদারকে উপহার প্রদান করিল। তখন মুসলমান শাসনকর্ত্তাদের নিয়ম ছিল কোনও কৌতি-মাল কি মানুষ পাওয়া গেলে তাহা রাজ সরকারে জমা হইত! পুরুষ, স্ত্রীলোক, বালক, বালিকা, যাহাই পাওয়া যাইত তাহা প্রায়ই গোলাম বা বান্দীরূপে ব্যবহৃত হইত। ভাগ্যক্রমে কেহ সৈনিক শ্রেণীতে, কেহবা কর্ত্তিত মুষক খোজা হইয়া রাজ অন্তঃপুরের প্রহরী পদে নিযুক্ত হইত। বালক রাধামাধবকেও পল্টনগণ ঐরূপ কোন উদ্দেশ্য সাধন জন্য সুবেদারের নিকট লইয়া গিয়াছিল।

বালককে সুবেদারের নৌকায় উঠান হইল, কিন্তু সে একেবারে নির্ভীক, পরম সুন্দর বালক, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, সুগঠিত অবয়ব ও অঙ্গলাবণ্য প্রভৃতি দেখিয়াই সুবেদার ইস্‌লাম খাঁর মনে স্নেহের উদয় হইল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"বালক, তোমার নাম কি ?"

উঃ—"রাধামাধব বসু"।

"বাড়ী কোথায় ?"

উঃ—"এই নিকটবর্ত্তী গ্রামে"।

"এখানে উইএর ঢিপীর উপরে বসিয়াছিলে কেন ?"

উঃ—"এই নদী পার হইয়া ওপারে যাইব তাই কোনও নৌকার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।"

"কেন ওপারে যাইবে, বাড়ী ছাড়িয়া ?"

উঃ—"পড়াশুনা করি নাই তার জন্য বাবা বড় রাগ করিয়াছিলেন, আমি লেখাপড়া না শিখিয়া আর তাঁহাকে মুখ দেখাইব না তাই বাড়ী ছাড়িয়া ওপারে উলাইল গ্রামে যাইব, লেখাপড়া না শিখিয়া আর বাড়ী যাইব না।"

"ওপার যাওয়া নিরাপদ নহে, ডাকাইতের ভয় আছে।"

উঃ—"ডাকাইতে আমার কি করিবে, আমার এই ময়লা পরণের কাপড়-খানা ভিন্ন আর কিছুই নাই।"

"তাহারা তোমাকে তাহাদের দলভুক্ত করিয়া ডাকাইত বানাইতেও পারে।"

উঃ—"তাহাতেও আমার আপত্তির কারণ নাই। এমন আমার একটী আশ্রয় পাওয়াই খুব দরকার। তার পরে লেখাপড়ার চেষ্টা করিব।"

সুবেদার দেখিলেন উপযুক্ত আশ্রয় ও শিক্ষা পাইলে এই বালক বিদ্বান ও বীরপুরুষ হইবে। বালকের দীর্ঘ বাহু, আকর্ণ চক্ষু, সুগঠিত দেহ, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও নির্ভীকতা সমস্তই তাঁহার মন ও স্নেহ আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তখন সুবেদার কহিলেন "আচ্ছা বালক, তুমি আমার সঙ্গে ঢাকা চল, আমি তোমাকে সেখানে লেখাপড়া শিখাইব ও ঘোড়ায় চড়া, যুদ্ধবিদ্যা, সবই আমার তত্ত্বাবধানে শিক্ষা করিতে পারিবে তোমার তাহাতে আপত্তি আছে কি ?"

বালক বলিল—"আপনি যদি দয়া করিয়া আমাকে গ্রহণ করেন সে আমার পরম সৌভাগ্য। পিতা আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, এখন হইতে আপনিই আমার পিতা। আপনি যখন যাহা আমাকে আদেশ করিবেন তাহা প্রাণপণে আমি প্রতিপালন করিব।"

সুবেদার বালকের কথায় অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলেন ও তাহাকে একেবারে রাজধানী জাহাঙ্গীরনগর (জাঙ্গীনগর ঢাকা) লইয়া গিয়া তথায় তাহাকে বাঙ্গালা ও পারস্য ভাষা ও যুদ্ধবিদ্যাদি শিক্ষা দিয়া মুসলমান রাজ সরকারের একটী কর্ম্মঠ ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীরূপে প্রস্তুত করিয়া লইয়া, সর্ব্বদা তাহাকে নিজ সান্নিধ্যে রক্ষা করিতে লাগিলেন। তাহার হিন্দু অমাত্যগণ মধ্যে কালে কালে রাধামাধবই তাহার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, কর্ম্মক্ষম, বিশ্বস্ত ও অধিকতর প্রিয় হইয়াছিলেন।

একদিন ঢাকা নগরে সুবেদার এছলাম খাঁ রাধামাধবের কোনও কার্য্যে অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহাকে ডাকাইয়া নিকটে লইয়া গিয়া বলিলেন—"রাধামাধব! তোমারা কাম্ মে হাম্ বড়া খোসী হুয়া—হাম্ সে বক্‌সিস্ লেও।"

রাধামাধব বলিলেন—"জাঁহাপনা! বক্‌সিস্ সে আজ হামারা কুছ,

কাম্ নেহি হ্যায়, যোন্ বখত্ মেরে দরকার হোগা উছি বখত্ বক্সিস্ লেয়েঙ্গে, আভি নেহি।"

সুবেদার নীরব হইলেন। তখন রাধামাধবের বাড়ী বলিয়া কোন টান ছিল না, ঢাকাতে একক সুবেদারের নিকট থাকিতেন, কোনও প্রকার অভাব ছিল না, নিঃস্বার্থ ভাবে প্রভুর কার্য্য সম্পাদন করিতেন, কোনও প্রকার পুরস্কারের প্রার্থনাও তাহার ছিল না, এজন্য প্রভুই স্বতঃপরত হইয়া রাধামাধবকে মধ্যে মধ্যে পুরস্কার দিতে চাহিতেন।

একদিন ঘটনাক্রমে সুবেদারের ১৬ দাঁড়ের নৌকা বর্ত্তমান ই-বি-রেলের পাঁচুড়িয়া ষ্টেশনের নিকটস্থ পদ্মা নদী দিয়া ভাটী ও দাঁড় বেগে খন্ খন্ শব্দে চলিয়া যায়, আষাঢ় মাস মধ্যাহ্নকাল, সুবেদার নৌকার ভিতরে কাগজপত্র দেখিতেছেন, নিকটেই রাধামাধব তাহাকে কাগজ বুঝাইতেছেন। মধ্যাহ্ন-ক্রিয়া, আহারাদি সমাধা হইয়াছে, ঠিক এই সময়ে সুবেদার রাধামাধবের প্রতি অত্যন্ত প্রীত হইয়া রাধামাধবকে বলিলেন, "রাধামাধব হাম্সে বক্সিস্ লেও"। রাধামাধব বলিলেন "হুজুর আভি নেহি, যোন্ বখত্ মেরা দরকার হোগা উছি বখত্ লেয়েঙ্গে।"

এবার রাধামাধবের উক্তি শুনিয়া সুবেদার কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইলেন। ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—

"এ বুড়্বক্, তোম্ কম্বখত্ হ্যায়, হাম্ আপ্নাসে দোদফে তোম্কো বখ্সিস্ করনেকো মাঙ্গা, আর তোম্ দোদফেই বোলা হুজুর আভি নেহি। কম্বখত্! আভি নেহি তো কব্ হোগা? হাম্ মরনেসে হোগা?"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সুবেদার রাধামাধবকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন ও তিনি তাহাকে লেখাপড়া শিখাইয়া ও রাজ অনুগ্রহ দিয়া মানুষ করিয়াছেন, এমন লোকের অর্থের প্রতি লোভ ও আকাঙ্ক্ষা না থাকায় সুবেদারের আন্তরিক কষ্টেরই কারণ হইয়াছিল। প্রভুর নিকট ভৃত্য প্রার্থনা করিয়াও উপযুক্ত পুরস্কার অনেক সময় পায় না। আর সেই প্রভুই ক্রমে দুইবার স্বয়ং উপযাচক হইয়া বরদানে প্রস্তুত; কিন্তু ভৃত্যটী আবার এমন যে তিনি উহা আজ নয়, অদ্য প্রয়োজন নাই ইত্যাদি বলিয়া সেই বরদান উপেক্ষা করিতেছেন। পিতার ইচ্ছা আমার পুত্রটী বড় লোক হউক, আর পুত্র কি করিতেছেন? না তিনি উপস্থিত বৈভবকে উপেক্ষা করিতেছেন। সাতকেই পিতার ক্রোধের

কারণ হইয়াছে, তিনি পুত্র যেরূপেই হউক বৈভব না গড়াইয়া কিছুতেই ছাড়িতেছেন না।

এ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিতেছেন—

"অস্তেয় প্রতিষ্ঠায়াং সর্ব্ব রত্নোপস্থানম্"

—পাতঞ্জল দর্শন!

অর্থের প্রতি লোভ যাহার থাকে না, পৃথিবীর যাবতীয় রত্ন আসিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হয়।

এদিকে রাধামাধবেরও এখন সেইরূপ অবস্থা উপস্থিত। অর্থে তাহার উদাসীনতা, কিন্তু ইস্লাম্ খাঁ সুবেদার উহা তাহাকে না দিয়া সুস্থ হইতে পারিতেছেন না!

সুবেদার রাধামাধবকে বলিতেছেন—"আরে বুড়্বক্ (নির্ব্বোধ), তোর অদৃষ্ট বড় মন্দ, তুমি হতভাগ্য (কম্বখত্)। চাকরে পুরস্কার চাহিয়া পায় না, আর আমি তোকে ক্রমে দুইবার পুরস্কার লইয়া সাধিলাম্, আর তুই দুইবারই আমাকে উপেক্ষা করিলি! রাজা ও রাজত্ব উভয়ই অস্থায়ী—আমার ঘাড়ের উপর এখন মাথা আছে, হয়ত কালই উহা তরবারীর আঘাতে ছিন্ন হইতে পারে, তখন তুই বক্সিস্ লইবি কাহার নিকট? ওরে হতভাগা!" এই বলিয়া সুবেদার কিঞ্চিৎ ক্রোধ মিশ্রিত আপ্শোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

তখন রাধামাধব লজ্জিত হইয়া করযোড়ে সুবেদারের নিকট বলিলেন,—

"তা হুজুরের যখন আমার প্রতি এত দয়া, তখন হুজুরের অভিলষিত পুরস্কার আমাকে এখনই দিতে আজ্ঞা হয়।"

সুবেদার বলিলেন "আচ্ছা বেশ।" তাঁহার নিকটস্থ মুন্সীকে বলিলেন "মুন্সী! তুমি আমার হুকুম লিখ—"আমার এই ১৬ দাঁড়ের নৌকা এখন হইতে সূর্য্যাস্ত কাল পর্য্যন্ত ক্রমাগত দক্ষিণ মুখে দাঁড় ও ভাঁটার স্রোত-বেগে গমন করিবে, এইরূপ গমন করিতে করিতে যেস্থানে সূর্য্যাস্ত হইবে, নৌকার সেই স্থানেই বিশ্রাম লাভ হইবে। আর এই পদ্মা নদীর পশ্চিম তীরে এই পাঁচুরিয়া হইতে নৌকার গমনকাল পর্য্যন্ত যতগুলি গ্রাম দৃষ্টি-গোচর হইবে, এই সমস্ত ভূভাগই আমার রাধামাধবের জমিদারী হইবে।"

মুন্সী কর্ত্তৃক হুকুম লিখিত হইল, আর পদ্মার পশ্চিম তীরস্থ গ্রামগুলির তালিকাও প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইল। সুবেদারের নৌকার সূর্য্যাস্ত হইয়া-

ছিল বর্ত্তমান জেলা ফরিদপুরে গিয়া। সুতরাং ষ্টেশন পাঁচুরিয়া হইতে গোয়ালন্দ ও তথা হইতে ফরিদপুর পর্য্যন্ত যাবতীয় গ্রাম ও ভূভাগই শ্রীবাড়ীর রাধামাধব বসুর জমিদারী হইল। নবাবী আমলে এই সমগ্র ভূভাগের আয় প্রায় ৫০ হাজার টাকা ছিল। পরগণে কাশীমনগর "তর্পে অগ্রপুর জমিদারী রাধামাধব বসু" নামে এই জমিদারী ঢাকা জেলায় বিখ্যাত।

অতঃপর সুবেদারের আদেশ ও উপদেশে রাধামাধব বিস্তর অর্থ সম্পাদ ও লোকজন লইয়া বাড়ীতে আসিয়া পিতা, মাতা, মাতামহী ও মাতুলের চরণ বন্দনা করেন। তিনি কাঙ্গালের ন্যায় বাড়ী ত্যাগ করিয়াছিলেন, প্রকৃত এখানে রাজা হইয়া বাড়ীতে আসিলেন। বাড়ীতে আসিয়া তিনি তাঁহার এই স্বোপার্জ্জিত জমিদারীর রাজত্বের মধ্যে মাতামহ সুবুদ্ধি খাঁর প্রাপ্ত মাধববাড়ী নামক ক্ষুদ্র তালুকটীও অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন এবং সমস্ত সম্পত্তিতে চারি ভ্রাতাতুল্য রূপে মালিক হইলেন। সম্পত্তির কর্ত্তৃত্বভার সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা নরোত্তম বসুর উপর অর্পিত হইল। তাঁহার অগ্রজ জগৎবল্লভ পণ্ডিত লোক ছিলেন। তাঁহার বিষয় অপেক্ষা বিদ্যার সাধনাতে অধিক আগ্রহ ছিল। কবিবর দীনেশচন্দ্র বসু (মজুমদার) ইঁহারই অধি বৃদ্ধ প্রপৌত্র অর্থাৎ ষষ্ঠ পর্য্যায়ের সন্তান।

জগৎবল্লভের অগ্রজ বলরাম বসু মজুমদার। ইনি বেশ বিষয়-বুদ্ধিমান ছিলেন। ই-বি-রেলের রাজবাড়ী (ষ্টেসন্) নিবাসী প্রসিদ্ধ বীরেশ্বর বসু মজুমদার মহাশয় এই ধারায় সপ্তম পুরুষে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহার পুত্র শ্রীমান্ নিত্যকুমার বসু গৃহিতোপবীত। এই ধারায় বলরামের বৃদ্ধ প্রপৌত্র মৃত্যুঞ্জয় বসু একজন তান্ত্রিক সাধক ছিলেন, শ্রীবাড়ীর উক্ত সতীদাহ শ্মশানে তিনি মৃণ্ময়ী শ্মশান-কালী প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার দৈনিক সেবা পূজার নিমিত্ত করিয়া যান। তাঁহার গুরুদেব ছিলেন সিঙ্গুরার সর্ব্বকালী বংশের ষষ্ঠ পর্য্যায় ।৶৹ আনি বালাভাড়া (শ্রীবাড়ী) নিবাসী ৺ গোলোকনাথ ভট্টাচার্য্য। ঐ কালী এক্ষনে পাষাণময়ী হইয়াছেন। সে সব কথা পরে বর্ণিত হইবে।

রাধামাধব বসু সুবেদার ইস্লাম্ খাঁর নিকটে 'মজুমদার' উপাধী প্রাপ্ত হন। তাহার ভাগ্যবল অত্যন্ত প্রবল ছিল—

এজন্য এক প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে যে :—

ভাগ্যে রাধামাধব বুদ্ধিতে বলাই।
বিদ্যায় জগৎবল্লভ কর্তৃত্বে নরাই॥

রাধামাধবের প্রপৌত্রের নাম নীলকণ্ঠ বসু মজুমদার। সম্পত্তির সীমানা লইয়া নাটোরের তদানিন্তন সুপ্রসিদ্ধ মহারাজা রামকৃষ্ণের সহিত ইহার গুরুতর লড়াই হয়। সেই যুদ্ধে নীলকণ্ঠের হস্তে নাটোরের বহু পল্টনের মাথা কাটা যায়। ষ্টেশন পাঁচুরিয়ার নিকটবর্ত্তী কোনও মাঠে ঐ লড়াই হয়, অদ্যাপিও ঐ মাঠকে লোকে 'শের কাটার মাঠ' বলে। রাজা রামকৃষ্ণ নীলকণ্ঠ বসু মজুমদারের কর্ত্তিত মস্তক তাঁহাকে আনিয়া দেখাইতে পারিলে সেই হননকারীকে তিনি ৫ হাজার টাকা পুরস্কার দিবেন—বলিয়া এক ঘোষণা করেন। তাহাতে নীলকণ্ঠ বসুর-জীবন বিপন্ন হয়। তিনি কালী সাধনায় দক্ষ ছিলেন, তিনি যে ভাবে একক নাটোর জয় কালীর মন্দিরে মহারাজা রামকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করেন ও পরে উভয়ের মধ্যে গাঢ় শত্রুতার পরিবর্ত্তে যেরূপে গাঢ় বন্ধুতার সৃষ্টি হয় সেই অপূর্ব্ব কাহিনী ও রাধামাধব বসুর কুল-দেবতা ৺ জনার্দ্দন বিগ্রহ নামক শালগ্রাম শীলা যিনি পূর্ব্বে ঢাকা নগরে জনৈক মুচীর দোকানে চামড়া পালিশ করিবার কার্য্যে ব্যবহৃত হইতেন ও যেরূপ তিনি সেই চামড়ার আশন ছাড়িয়া চতুর্দ্দোলায় রাধামাধব বসুর নিকেতনে বাসস্থান গ্রহণ করিলেন, সেই চমৎকার ইতিবৃত্ত অতঃপর পাঠকগণের নিকট প্রকাশ করা যাইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রিয়নাথ গুহবর্ম্মমজুমদার।

রথেষ্টন ও ভস্ত্রীয়োস্কীয়

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভস্ত্রীয়ো—যতই যাচ্ছি, ততই ভাল দেখাচ্ছে, বোধ হয় এখানে লোক আছে, এমন ভাল যায়গায় যদি কেউ না থাকে, তা' হলে বড় দুঃখের কথা। না থাকতেও পারে। এখানে আসাও ত' বড় সহজ নয়—মরণের মধ্য দিয়ে আসতে

হবে। কি সুন্দর ফুলগুলি ফুটে রয়েছে! কত কেয়ারি করে ফুলের গাছ গুলি সাজিয়েছে, যারপর যেটি সাজে, তারপর সেটি সাজান রয়েছে—এ যেন আপনা আপনি হয়েছে! আপন মনে ফুটে রয়েছে! ফুলগুলো কত রকমের কত রং বে-রংয়ের, বলিহারি যাজান! এ মালির খুব সুখ্যাতি আছে। বারে বা! কি সুন্দর লতা, আর কি সুন্দর পাতা, কোন্ কারিগর এ পর্ব্বতের উপর বসে বসে গড়েছে—তুলি দিয়ে কত চিত্র বিচিত্রই না করেছে! এ ফলগুলি দেখে আমার লোভ হচ্ছে, হয়ত খাওয়া চলে, বেশ সুঘ্রাণ ছাড়ছে। খাবো নাকি? না—না, কি জানি ওর ভিতর বিষ-টিশ কিছু থাকলেও থাকতে পারে। ক্ষুধার জোর ধরেছে,—না খাওয়া হবে না। রথেষ্টন দেখ্‌ছি ভারি জোরে চলেছে—ওহে আমিও তোমার পেছু পেছু চলেছি—একবার ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়ে দেখ—কোথায় এসে পড়েছি। ভারি একরোখা লোক দেখছি—ওর চ'খে এ সব কিছু দেখা যাচ্ছে না বোধ হচ্ছে। বা রে বা! কি সুন্দর পাখী রে! যাক্ এত দিন পরে পাখী দেখতে পেলাম্,—গেলেই বা ছেড়ে রথেষ্টন! সঙ্গি ত' পেয়েছি—পাখী আর ফুল আর অজানা ফলই আমার সাথী হয়ে থাকবে। ও পাখী দুটা কেমন মুখোমুখি করে গান ধরেছে দেখ! কেই বা দেখে—ঝরণার জল মুক্তার গাদার মত ঝরে পড়ছে! এমন মুক্তা মাখা জল ত' কখন দেখিনি! এ ভাসিয়ে নিয়ে যায় না—কেবল ঝুর ঝুর করে আপন মনে ঝরেই পড়ছে, আর ঐ চিত্র বিচিত্র গাছ পালার তলা দিয়ে ঐ পাথরের গা বয়ে—কোথায় যাচ্ছে! বা! বা! ভারি সাজিয়েছে যা হোক! কেমন হে এত হেঁটে ত' ছেড়ে যেতে পারনি।

রথেষ্টন—হাঁ হে হাঁ, আমি যদি জোরে না হাঁটতাম্, তা হলে তুমি কোথায় পড়ে থাকতে তার ঠিকানা ছিল না। আমার টানে চলে এলে এটা মনে রাখা চাই।

ভস্ত্রীয়ো—চাষের ক্ষেত দেখা যাচ্ছে নয়!

রথেষ্টন—হাঁ, দেখা যাচ্ছে।

ভস্ত্রীয়ো—তা হলে এখানে ভস্ত্রীয়ো স্ত্রীয়োদের বাড়ী আছে, ভালই হল। ঐ যে কে আস্‌ছে নয় ঐ চাষের ক্ষেতের ভিতর দিয়ে, ওধার হতেই আসছে। ঠিক এই পথেই আসছে, বোধ হয় নীচের দিকেই যাবে। উপর হ'তে নীচের দিকেই ত' আসছে!

রথেষ্টন—চল, চল—এগিয়ে চল, কে কোথায় আসছে, কে কোথায় যাচ্ছে তার খবর নিয়ে কি হবে? আমরা কত দূর এগিয়ে যেতে পারি সেইটাই দেখ।

ভস্ত্রীয়ো—খুব নিকটেই এসে পড়েছে—ও যে দেখছি স্ত্রীলোক, এ নির্জ্জন পল্লীতে কি করে এলো! আমাদেরই আস্‌তে প্রাণ বেরিয়ে গেছে—ও কি করে এলো হে! তাই ত' হাতে করে কি আন্‌ছে! একেবারে কাছেই এসে পড়েছে—মুখটা কেমন হাসি মাখা! আমার মা ঠিক ঐ রকম করে আমার দিকে তাকিয়ে দেখতো—জানলে রথেষ্টন? ওর চাহনিটা ঠিকঠাক আমার মায়ের মতন। এর মুখের ভেতর দিয়ে, যেন আমার মাকে দেখতে পাচ্ছি!

নারী—তোমরা কি এখানেই এলে! কোথা থেকে আস্‌ছ?

ভস্ত্রীয়ো—মা লক্ষ্মী! আমরা সেই নিচের দিককার দেশ থেকে আসছি। সেখানে তেপান্তর অকুল বালি ভরা মাঠ, তার এক কুল থেকে আসছি। সেখানে বাণ ডেকে চলেছে! সেই বাণে ভেসে ডুবে মরে মরে আসছি! সেখানে আর সুব্জি ওঠে না—অকুল নীল আকাশের গায়ে চাঁদ আর ভাসে না। ভারি তুফান আর অন্ধকার—সব ভেসে গেছে!

নারী—তোমাদের জন্য বাবা—এই আমার হাতে বোনা কাপড় দু-খানা এনেছি, ঐ ঝরণার জলে স্নান করে—পর; তারপর আমার সঙ্গে গিয়ে কিছু খাবে চল। তোমাদের জন্য নিজের হাতে রেঁধে রেখেছি।

ভস্ত্রীয়ো—তাই ত—আমরা যে ন্যাংটা তা' ত' মনেই ছিল না। কি লজ্জার কথা!

(দৌড়াইয়া ঝরণার জলে খাদের মধ্যে উপবেশন)

রথেষ্টন—তুমি ত' আমাকে বল নাই ভাই, যে আমি ন্যাংটা!

ভস্ত্রীয়ো—তুমিই কোন আমাকে বলেছিলে? প্রাণের দায়ে যে জোরে এসেছি—তাতে আগে চলা ছাড়া, আর কিছুই ত' মনে ছিল না! মনেও হয়নি, দেখতেও পায়নি! পাহাড়ে উঠে সুব্জি ওঠা দেখতে হবে—তা ছাড়া ত' আর কিছুই মনে ছিল না!

(নারী মূর্ত্তি ঝরণার ধারে বস্ত্র দুইখণ্ড রাখিয়া একটু দূরে পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল।)

রথেষ্টন—নাও, সেরে নাও—জল ভারি ভাল হে।

ভস্ত্রীয়ো—পেট ভরে খেয়েছি—ভারি মজার দেশ, যেমন দেশ, তেমনি জল,

তেমনি ফল, তেমনি ফুল—আর তেমনি আমার হারান মায়ের মত মা পেয়েছি। আমার সব পাওয়া হ'য়ে গেল।

(বস্ত্র পরিধান করিয়া উভয়ে নারী মূর্ত্তির নিকট চলিল)

রথেষ্টন—আমরা আপনাকে "মা" বলেই ডাকব!

নারী—তা বাবা—তোমাদের আনন্দ হ'লেই আমার সুখ! তোমরা যে আমার আপন—পর ত নও! এখানে আমাদের পর হয়ে, পর ভেবে কেউ আসে না। আমরা কাহাকেও পর ভাবতে জানি না। এস! একেবারে ক্ষুধায় আধমরা হ'য়ে গিয়েছ! এস, ঐ খেতের ওপারে যেতে হবে, ঐ ত' আমার ঘরখানি দেখা যাচ্ছে, ঐ ফুলবনের পাশেই যেতে হবে। ঐ হ্রদের বাঁদিকে, যেখানে রাজহাঁস চর্‌ছে—বক বসে আছে, গরু চর্‌ছে, ছাগল বেড়াচ্ছে, পাখী শাখায় বসে গান গাচ্ছে—সবুজ খেতের পাশেই থাকবে।

ভস্ত্রীয়ো—ভারি সুন্দর—ছোট ছোট খালগুলি জলে ভরা, তার দুপাশেই চাষের ক্ষেত। ক্ষেতে ক্ষেতে শস্যে ভরা—মাটি খুব ভাল, নইলে কি এমন কমল হয়! আমি স্বপ্নে এই দেশটীই ঠিক দেখতাম—এই দেশের জন্যেই আমি ছুটে ছিলাম—মরি বাঁচি করে এই পর্ব্বতে উঠেছিলাম বলেই ত' সেই স্বপ্নের সুখের দেশ দেখতে পেলাম। আর এখান থেকে এক পাও বাড়াব না। আরে! মনে করেছিলাম বুঝি এখানে লোক নেই, আমরাই দুজনা সকলের আগে এদেশে এত উঁচুতে এসেছি—তা' নয়! সেই যারা পাথর কেটে রাস্তা করে দিচ্ছে, তারা আমাদের আগেই এসেছে। তাদের আগেও হয়ত এরা এসেছে! তারা হয়ত জানে না—যে এই উপরে এমন দেশ আছে।

রথেষ্টন—তারা এখানে এসে যত সুখী না হত, আসবার পথ করে দিয়ে তারা ভারি ফুর্ত্তিতে আছে। অতএব খাটছে—আমরা উপরে উঠে এলাম দেখে—তারা ভারি খুসি হয়েছে। তাদের প্রাণ দিয়ে গড়াপথ ধরে যদি আমরা উঁচুতে উঠে সুখের সন্ধান পাই—তাতেই তাদের সুখ—তারা এ সুখ চায় না। বুঝ্‌লে!

ভস্ত্রীয়ো—কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। ঐ দেখ এখানে ছোট ছোট ঘর বাড়ীগুলি মাঠের মাঝে মাঝে মালঞ্চের সঙ্গে দেব-মন্দিরের মত দেখাচ্ছে। পটে আঁকা ছবির মত সাজান—যেখানে যা দিয়ে সাজালে সাজে তাই দিয়ে সাজান রয়েছে। বলিহারি যাই! পল্লীগুলি কেমন চিত্রের মত সাজান রয়েছে দেখ। আমি কোথায় যাচ্ছি! কোথায় এলাম, তার কিছুই ঠিক

কর্‌তে পার্‌ছি না। সবই যেন চেনা চেনা ঠেক্‌ছে, চেনা হলেও এর ভিতর বাহির দিয়া একটা চমৎকার আলো ফুটে বেরিয়ে ভেসে চলেছে। সে আলো আর কোথাও দেখিনি। এত বয়স হল—তবুও দেখিনি—গাছ, পাতা, ফুল, ফল, মাঠ, ঘাট, জমি-জমা, বাড়ী ঘর—আর মানুষের উপর দিয়ে এমন একটা সুখের ঢেউ, তৃপ্তির ঢেউ—আনন্দের তুফান যে খেলে তাই দেখিনি—সবই পুরাতনের উপর—স্থলের উপর—এই একটা নূতন আলো ঝিক্ মিক্ করে খেল্‌ছে, তাতেই সকলেরই ভিতর যে প্রাণের তরঙ্গ ছুটেছে তাই অবাক্ হ'য়ে দেখছি। এটা ত সে দেশে দেখা যেত না! এখানে কি করে দেখা যাচ্ছে। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না রথেষ্টন!

রথেষ্টন—পাচ্ছি। পাচ্ছি।—তা ছাড়া আমি আরও কিছু দেখতে পাচ্ছি।

ভস্ত্রীয়ো—কি ভাই দেখ্‌ছ—আমাকে দেখাও না।

রথেষ্টন—সে দেখাবার নয়—আপনি দেখ্‌তে পাবে—আরও এগিয়ে চল চোখ ফুটবে—মন খুলবে—তবে না দেখ্‌তে পাবে?

নারী—এস বাবা! এই ভুট্টা ক্ষেতের ভিতর দিয়ে চলে এস!

(ভুট্টা ক্ষেতের মধ্যে সকলে প্রবেশ করিল)

ভস্ত্রীয়ো—এ সব ক্ষেত কাহাদের মা!

নারী—এ ত' সব তোমাদেরই।

ভস্ত্রীয়ো—আমাদের কি করে হল! আমরা ত' এখনি এদেশে এলাম।

নারী—তোমরাই ত' এ সব কৃষি করেছ। তুমি কি তোমাকে চিন্‌তে পার্‌ছ না। কোথা থেকেও আস নাই—কোথাও ছিলে না।

ভস্ত্রীয়ো—আমাকে আবার আমি চিনব কি? আমি ত' চেনাই আছি। এখানকার কথার ভাব ত' কিছু বুঝতে পারছি না—মা! কৈ এদেশে ত' ছিলাম না—এই ত' এলাম।

নারী—ভুলে গিয়েছ বাবা! তাই ত' এত দুঃখ পেয়েছ—নইলে সবই তোমাদের রয়েছে—কিন্তু এতই ভুলেছ যে নিজের বলে কিছুই জানতেও পারছ না। যে ভোলে তারই যন্ত্রণা—আর যে ভোলায় সেই দোষী।

ভস্ত্রীয়ো—আচ্ছা না হয় বুঝিয়ে দিও। তোমার নামটি কি মা?

নারী—আমাদের নাম বড় গোলমেলে—তবে আমাকে ডাকে "সংঘশ্রী" বলে।

ভস্ত্রীয়ো—যাদের নাম করে ডাকতে নেই—আমি মা বলেই ডাকব।

সংঘশ্রী—তাই ডেক!

ভস্ত্রীয়ো—রথেষ্টন ভাই! দেখছ কেমন ফুলের বাহার, এত ফুল, এত রং বে-রংয়ের ফুলও এখানে ফোটে—দেখ! দেখ! ও গাছটায় কি সুন্দর ফল ধরেছে—কি সুন্দর! এমন দেশ এখানে থাকতে, কোথায় ঘুরে মরছিলাম—

রথেষ্টন—ভস্ত্রীয়ো দাদা—ওদিকে একবার তাকিয়ে দেখ।

ভস্ত্রীয়ো—তাই ত' নয়? ধানের ক্ষেতে এত ধান হয়! আমি কত পরিশ্রম করেও ত' এমন ধান ফলাতে পারিনি। কিন্তু জমি জমা এখানে করতে হবে—আর দেশে ফিরে যাবো না—এই খানেই থেকে যাব। জমি জমা পাব কি?

রথেষ্টন—যত চাও, তত পাবে?

সংঘশ্রী—অভাব কি বাবা, তোমার জমি তুমি চষবে, তাতে আবার কি?

ভস্ত্রীয়ো—এখানে আমার জমি! ভারি মজার কথা ত'! কি করে আমার হ'ল! এ দেশের জমিদার কে?

রথেষ্টন—কেন হে! জমিদার ত' তুমি দাদা।

ভস্ত্রীয়ো—ঠাট্টা কর না, আমার যে কিছুই নাই, সেটা আমি বেশ করে জানি।

সংঘশ্রী—দেখছি ছেলেটা সব ভুলে গেছে! একেবারে শিশুর মত হ'য়ে পড়েছে।

ভস্ত্রীয়ো—না না আমি কিছুই ভুলিনি মা, তোমার কথাই বুঝতে পারছি না!

রথেষ্টন—হেঁয়ালির মধ্যে থেকে এসেছ! ভুলোয় ধরেছিল—কাপড় ছেড়ে পরেও এখন ভুল ভাঙ্গল না!

ভস্ত্রীয়ো—রাজা যুধিষ্টির যে স্বর্গে গিয়েছিলেন এ কি সেই স্বর্গ নাকি?

সংঘশ্রী—তার চেয়েও বড়—এর চেয়ে আর বড় কিছুই নাই।

ভস্ত্রীয়ো—তার চেয়েও বড়! স্বর্গর চেয়েও বড়! তার চেয়েও ভাল! তা দেখেই যেন বোধ হচ্ছে। আচ্ছা তা হ'লে এ দেশের চেয়ে আর বড় দেশ নাই।

সংঘশ্রী—না বাবা, এর চেয়ে ভাল, এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, এর চেয়ে উজ্জ্বল দেশ আর সৃষ্ট হয় নাই। ভগবান এর চেয়ে আরও উৎকৃষ্ট দেশ সৃষ্টি করতে পারেন নাই—এ দেশ সকল দেশের সেরা—স্বর্গের সেরা।

ভস্ত্রীয়ো—রথেষ্টন ভাই, তুমি আচ্ছা সেরা দেশে নিয়ে এসেছ যাই হোক্ বাগ্‌গি তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তাই এখন মা পেলাম আর সব দেশের সেরা দেশও পেলাম। ঐ যে ফুলের বাগানের মধ্যে দেব-মন্দির দেখা যাচ্ছে—বে কাছেই এসে পড়েছি! ফলে, ফুলে, শস্যে মন্দিরটিকে ঘিরে রেখেছে। ঐ দিকেই যে চলেছ।

সংঘশ্রী—ঐ খানেই যেতে হবে।

ভস্ত্রীয়ো—ভাল ভাল, সেরা দেশে এসে আগে দেবতা দর্শন করা খুব ভাল। বা! বা! কি চল চলে কাল জল, চমৎকার—অতি চমৎকার অত বড় সাদা লাল পদ্ম ত কোথাও দেখিনি! দীঘিটা আলো করে রেখেছে—আমি চল দীঘিটার ধারেই চল। টুক্ টুকে ছেলে মেয়েতে ভরে রয়েছে—ওরা কি ফুল তুলতে এসেছে?

সংঘশ্রী—ওদেরি দীঘি, ওদেরি ফুল ওদেরি জল, ওরা তুলে কি করবে, রেখছে, খেলা করছে, নাচছে।

ভস্ত্রীয়ো—তা' হ'লে আমাকে যেতে দেবে কেন? বকবে হয়ত—না না বরং থেকেই দেখি—না হয় ঘুরে দেবতার মন্দিরে যাই চল। ঘুরে যাবার পথ নাই?

সংঘশ্রী—দূর ক্ষ্যাপা ছেলে—বকবে কিসের জন্যে—ওটাও যে তোমার, ওরা তোমাকে পেয়ে কত আহ্লাদ করবে—কত নাচবে। এখানে ঘুরে যাবার পথ নাই—এই সোজা পথ ধরে সকলকেই যেতে হবে।

ভস্ত্রীয়ো—তাই নাকি! তবে ওদের কাছ দিয়েই চল। একবার কোলে নেবে,—কোলে আস্‌বে ত? এই ত বলতে বলতেই এসে পড়েছি। তাই ত যা! ওদের মুখ যেন ফুটন্ত শ্বেত-পদ্মের মত সুন্দর পদ্মের মতই হাসছে। আর ওদের মুখে যেন এক হয়ে গেল দেখছি। উহারাই কি পদ্মফুল হয়ে কাল জলে ফুটে ছিল নাকি?

বালক বালিকা—ওরে দাদারা এসেছে—ছুটে আয়, আমি আগে কোলে নেবো।

ভস্ত্রীয়ো—এস ভাই, এস—কাহাকে কোলে করব—না না অত ব্যস্ত হ'য়ো না। আমি সকলকেই কোলে করব।

(বালক বালিকাগণ হাততালি দিতে দিতে নৃত্য করিতে করিতে রথেষ্টন ও ভস্ত্রীয়োকে বেষ্টন করিল।)

সংঘশ্রী—এরা দু'জনে কিছু খায়নি, উপবাসে আছে, আগে খাইতে দে, তারপর কোলে চাপিস এখন।

বালিকা—"উপবাস" কি মা—সে কেমন মা—আকাশের মত, নীল জলের মত, ফুলের মত? কিসের মত মা!

সংঘশ্রী—সেটা মিথ্যা কথার মত, হিংসার মত, প্রলোভনের মত একটা কিছু!

বালক—মিথ্যা কথা কি মা, হিংসা কি মা?

ভস্ত্রীয়ো—এই নে ভাই—এই বসিলাম, তোরা আমার কোলে, পিঠে, ঘাড়ে বস্, তোরা ভারি ঠাণ্ডা,—তোদের স্পর্শে আমার শরীরটা ঠাণ্ডা হ'য়ে উঠলো—আমি যেন নূতন কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছি—নূতন কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি! তোরা পরেশপাথর রে—আমাকে একেবারে সোণা করে ফেল্‌লি দেখ্‌ছি। রথেষ্টন ভায়া!—যা হক্ ভাই—আচ্ছা সরেশ দেশে এনে ফেলেছ! বলিহারি যাই! আমার মনটা গলে গেছে। তুমিও এদের কোলে কর, বুকে তুলে নাও।

রথেষ্টন—চল মন্দিরে চল! এ দেশের সবই এই রকম—মাটি, জল, বাতাস পর্য্যন্ত প্রেম আর ভালবাসায় মাখানো। আকাশ পর্য্যন্ত সোহাগে ভরা। আর দিক দিগন্তর ফুটন্ত পদ্মের হাসিতে মাখান।

ভস্ত্রীয়ো—আমি এদের ছেড়ে যেতে পারব না—তোমার আগাগোড়া বুলিই হচ্ছে আগে চল। আর আগে যাবার নেই—এই শেষ! ওরা কাহারা, মন্দির হ'তে আসছে?—এই দিকেই যে আসছে—এদের কেড়ে নিয়ে যাবে নাকি? দেখছ—হন্ হন্ করে কাছেই এসে পড়ল যে! ওরা বুঝি এদেশের জগদ্ধাত্রী না লক্ষ্মী,—কি সুন্দর, রূপে যেন আলো করে আস্‌ছে! জগদ্ধাত্রীর মত রূপ নয় ভাই! হাসছে! আমাকে কি ভাবছে বল দেখি! একেবারে যে কাছে এসে পড়ল! ওগো তোমরা কি আমার মায়ের কেউ হও—তাই হবে, নইলে মায়ের মত স্নেহে মাখা বোধ হচ্ছে কেন! আমি তোমাদিগকে প্রণাম করছি। এ ছেলে মেয়েগুলি কি তোমাদেরই মা!

যুবতীগণ মধ্যে জনৈক নারী—হাঁ গো হা—তোমাদের দু'জনের জন্য রেঁধে বেড়ে বসে রয়েছি—খাবে চল! পাগলের মত হয়ে পড়েছ যে—চিনতে পারছ না। দেশ ছেড়ে গিয়ে—দেশকে কি এমনি করেই ভুলতে হয়। আমাদের জন্যে কি প্রাণ কাঁদত না—এমন বেহুস পুরুষ!

রথেষ্টন—এখন ধাঁধা ঘোচেনি—চিনতে পারলে কি মা পাগল হতাম। তোমাদিকে ভুলেই ত আমরা এমন হয়েছি। কাশীতে তোমরাই যে মা অন্নপূর্ণা। আবার তোমরাই যে গো ছিন্নমস্তা—আবার তোমরাই চামুণ্ডা—তোমরাই জগদ্ধাত্রী।

ভস্ত্রীয়ো—রথেষ্টন ভায়া—আমার ধাঁধা ঘুচবে কি, আরও ঘোরাণ হ'য়ে উঠলো—এমন আপন জন—এমন মমতা—এত করুণা—এত দয়া এ দেশের নারীর হৃদয়ে রয়েছে! তাই বুঝি মা বল্‌লেন—স্বর্গের চেয়ে এ দেশ সেরা দেশ। তাই বটে, কত দিনের চেনাশুনা যেন আপনার হ'তে আপনার। ঐ যে কে মন্দিরের ভিতর থেকে গাইছে নয়। কি চমৎকার গান গাইছে ভাই। ঐ শোন—

"মা তোর কিসের অভাব বল?
ওঠ মা ওঠ মা—ফিরা আঁখি দুটি
সবি আছে তোর রাঙ্গা পায়ে লুটি
কোন স্বর্গ আর আনিব মা লুটি—
মুছাতে নয়ন জল।"

(অক্ষয় বড়াল)

কোন দিক্ হ'তে গান গাইছে? আমার মনে হ'চ্ছে সব দিক্ থেকেই গানের সুর ভেসে আস্‌ছে। আমার দেহের ভিতর দিয়ে কেমন একটা কি যেন ব'য়ে যাচ্ছে। মনটা যেন নূতন করে ঝেড়ে ঝুড়ে দিয়ে যাচ্ছে। আরে কখন উঠেছি কিছুই বুঝতে পারিনি—এদের সঙ্গে মন্দিরের দোরে এসে পড়েছি। এতক্ষণ আমার মনটা কোথায় ছিল। আমি উঠেছি, এতখানা এসেছি, মন্দিরে উঠেছি—কিছুই বুঝতে পারিনি। স্বপ্নের মত এসে পড়েছি। ঐ যে আমার মা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ডাকছ মা—অন্নপূর্ণমালা আমার ক্ষুধায় অন্ন দিবে? যাই মা তোমার ডাকে না গিয়ে কি থাকতে পারি।

(মন্দির প্রবেশ)

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিদাস পালিত।

স্বজাতি বিদ্বেষ

ভবানীপুর একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। এই গ্রাম বগুড়া জেলার দক্ষিণাংশে অন্যূন বিশ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার পূর্ব্ব দিক দিয়া করতোয়া নদী প্রবাহিতা। দক্ষযজ্ঞে শিবপ্রিয়া সতী জন্মদাতা পিতার মুখে স্বামী-নিন্দা শ্রবণ করিয়া রোষভরে স্বীয় প্রাণ বিসর্জ্জন করিলে পর দেবাদিদেব মহাদেব সতীদেহ স্কন্ধে ধারণ করিয়া ক্রোধোন্মত্তের ন্যায় ত্রিভুবন পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। তাঁহার ক্রোধ-পাবক বিশ্বগ্রাস করিবার উপক্রম করিলে বিষ্ণু তাঁহার স্কন্ধস্থিত মৃতদেহ চক্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া স্থানে স্থানে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সতীর দেহখণ্ডগুলি যে সকল স্থানে পতিত হইয়াছিল সেই সমস্ত ক্ষেত্র পীঠস্থান—হিন্দুদিগের তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত। করতোয়াতটস্থ এই ভবানীপুর গ্রামে সতীর গুল্‌ফদেশ পতিত হইয়াছিল। মহাকাল-সংহিতায় লিখিত আছে,—

করতোয়াতটে গুল্‌ফং বামে বামেশ ভৈরবঃ।
অপর্ণা দেবতা তত্র ব্রহ্মরূপা করোদ্ভবা॥

সুতরাং ইহাকে পীঠস্থান ও হিন্দুদিগের তীর্থস্থান বলিয়া স্বীকার করিতে কেহ আর দ্বিধা বোধ করেন না। তীর্থদর্শন উপলক্ষে প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে নানা শ্রেণীর যাত্রী এখানে সমবেত হইয়া থাকে। গ্রাম্য-সৌন্দর্য্যের নিদর্শন কয়েকখানি ভদ্রবাটী এই গ্রামের ভিতর দেদীপ্যমান আছে। গৃহ কয়েকখানি উন্নত অবস্থার পরিচায়ক নহে, তাহাতে মাত্র তিনটী ব্রাহ্মণ ও সাতটী কায়স্থ পরিবার বাস করিয়া থাকেন। জনপদের তাঁহারা নিতান্ত দরিদ্র। তাঁহাদিগের ভিতর মৌখিক সদ্ভাব থাকিলেও আন্তরিক প্রীতির অভাব। স্বর্গীয় যাদবচন্দ্র সিংহ মহাশয় এই গ্রামের একজন কায়স্থ অধিবাসী ছিলেন। তিনি বারেন্দ্র কায়স্থ-কুলোদ্ভব। দুইটী নাবালক পুত্র, তিনটী অনূঢ়া কন্যা ও সহধর্ম্মিণীকে সংসারে বর্ত্তমান রাখিয়া গত ১৩২২ সালে দেহত্যাগ করেন। পুত্রদ্বয়ের মধ্যে সম্প্রতি কনিষ্ঠ পুত্রই জীবিত আছে, জ্যেষ্ঠ পুত্রটি দস্যুহস্তে সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া বগুড়া হাঁসপাতালে ভ্রাতা ভগ্নী ও বিধবা মাতাকে দুঃখে ভাসাইয়া কৈশোরেই জীবলীলা সম্বরণ করিয়াছে। তাঁহার প্রথমা কন্যার বিবাহ একটী যোগ্য-বয়ে নির্দ্দিষ্ট কালেই সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছিল। এখন দ্বিতীয়া কন্যারও

বিবাহ কাল উপস্থিত, প্রজাপতিদেবের আশীর্ব্বাদে তাহারও নির্ব্বন্ধ-কুসুম প্রস্ফুটিত হওয়ায় বরের অভাব থাকিল না, অল্পায়াসেই বরের সন্ধান পাওয়া গেল। বরের নিবাস পাবনার উত্তর প্রান্তস্থিত নলছিরা নামক একটি পল্লী-গ্রামে। বর স্বশ্রেণীর। নামের পরিচয় স্বরূপ শশীমোহন তরফদারকে বর সাজাইয়া পাঠকের সমীপস্থ করিতেছি। সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল। বর ও কন্যাপক্ষের ইচ্ছাক্রমে শুভ-বিবাহের দিন গত ফাল্গুন মাসেই ধার্য্য হইয়াছিল। সম্প্রদান কার্য্য ভবানীপুরে হওয়াই উভয় পক্ষ অনুমোদন করিয়াছিলেন। বরপক্ষের অভ্যর্থনা, বাসস্থান ও আহারের ব্যবস্থার ভার কাজে কাজেই কন্যাপক্ষ বহন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কন্যাপক্ষের তত্ত্বাবধানে শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতে বরপক্ষের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। যথাকালে বরপক্ষ আগমন করিলে যথাসাধ্য কন্যাপক্ষ বরপক্ষের অভ্যর্থনাদি করিলেন। বিশ্ববাসীকে সময়ের সদ্ব্যবহার শিক্ষা দিতে যথাসময়ে সূর্য্যদেব অস্তমিত হইলেন। সন্ধ্যার ফুৎকারে দিবার আলো নিবিয়া গেল, নৈশান্ধকার জগৎ সমাচ্ছন্ন করিল। সময়, ঘণ্টা, মিনিট ও সেকেণ্ড রূপে দর্শন দিয়া লগ্নের অগ্রভাগ আসিয়া উপস্থিত, তা'র পূর্ব্বক্ষণেই বাসর সজ্জার যথারীতি বন্দোবস্ত হইয়াছিল প্রথামত বর-যাত্রা করিয়াই বিবাহ বাসরে আগমন করিলেন। বর ও কন্যাপক্ষীয় পুরোহিত, পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সভাসদ্‌গণ এবং সাধারণ দর্শকবৃন্দ যথাবিধ আসন পরিগ্রহ করিলেন। পুরোহিত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র সান্যাল মহাশয় কতক-গুলি বচন তর্জ্জমা করিয়া বরক'নের শুভদৃষ্টি ও কন্যা প্রদক্ষিণাদি কর্ম্ম নির্ব্বাহের আদেশ করিয়া বিশ্রাম করিতে বসিলেন।

হরিশ বাবু কন্যাপক্ষের জনৈক আত্মীয় ও অভিভাবক। বগুড়ার নিকট মাদলা গ্রামে ইহার নিবাস,—পুরা নাম হরিশ্চন্দ্র দেববর্ম্মা। ইনি উপবীতী, আর বরপক্ষ পূর্ব্বসংস্কার-ব্যাধিতে দীর্ঘদিন পীড়িত, সুতরাং হরিশ বাবু এই শুভকর্ম্মে যোগদান করিলে তাঁহার স্পর্শদোষে পাছে কন্যারও জাতিত্ব মোচন হয় এই ভয়ে বরপক্ষ পূর্ব্বেই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। হরিশ বাবু নীরবে সব সহ্য করিলেন; কিন্তু আমি বরপক্ষের ঐরূপ অভিমতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম "হরিশ বাবু ঐ কর্ম্মে ব্রতী হ'তে যাবেন কেন? তিনি আপনাদের শূদ্রোচিত বিয়ের ক'নে ঘুরন কাজে যে যেতে পারেন না, তা' তিনি আগেই স্থির করে রেখেছেন। আপনারাত' ভাল,

কন্যাপক্ষ তাঁকে এ কাজে ব্রতী হতে অনুরোধ কর্‌লেও তিনি তা' যে উপেক্ষা করবেন, তা জানি। আপনাদের ব্যবস্থায়ই ঐ কর্ম্ম নির্ব্বাহ হউক।" বলাই বাহুল্য, বরপক্ষের তত্ত্বাবধানে কন্যার বোঝা আর কন্যাপক্ষকে বহন করিতে হয় নাই। অনেকেরই বিশ্বাস, যাঁহাদের হৃদয় কায়স্থোপনয়ন বিদ্বেষানলে বিদগ্ধ তাঁহাদের ইঙ্গিতেই এইরূপ উত্তেজনাপূর্ণ উক্তি বর-পক্ষ করিয়াছিলেন।

উপরি উক্ত প্রসঙ্গ লইয়া বর পক্ষের সহিত আমার আরও অনেক বাদ প্রতিবাদ হইয়াছিল। প্রতিবাদ ক্ষেত্রে ব্যাপারখানা যতদূর গড়াইয়াছিল তদ্বিবরণ কায়স্থ সমাজের অবগতির জন্য প্রকাশ করিতে আমার কৌতূহল জন্মায়, সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম।

প্রতিবাদ। হরিশ বাবুর অপরাধ কি যে তাঁর জাতিপাত করিলেন?

বাদ। "বামন হইয়া চাঁদে হাত বাড়ান" কি হরিশ বাবুর উচিত হইয়াছে?

প্রতিবাদ। কেমন? বুঝিলাম না।

বাদ। ব্রাহ্মণের অবমাননা।

প্রতিবাদ। কিসে বুঝ্‌লেন?

বাদ। তাঁর পৈতা ধারণ করাতে।

প্রতিবাদ। আপনারা তা হ'লে পৈতা ধারণ করাটার অর্থ কি বুঝিয়াছেন?

বাদ। ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বের হ্রাস।

প্রতিবাদ। আপনারা কি বলিতে চান, কায়স্থ জাতি ব্রাহ্মণত্ব লাভের আশায় পৈতা নিচ্ছেন?

বাদ। হাঁ।

প্রতিবাদ। তা না হ'লেও উচ্চ আশাতেই বটে। আর যদি ধরেন, আপনাদের মতে ভুল বুঝিয়াই তাঁরা পৈতা নিচ্ছেন, তবে তাতে তাঁদের শ্রেষ্ঠতা ভিন্ন হীনতা প্রতিপন্ন হওয়ার কোন কারণই দেখি না। আপনাদের কেহ ব্রাহ্মণদের সহিত একত্রে ভোজে বসিবার অধিকার প্রাপ্ত হইলে জাতিকুলনাশহেতু তিনি মস্তক মুণ্ডনের ব্যবস্থা করিবেন, উচ্চাভিলাষপূর্ণ সদনুষ্ঠানের কেন্দ্রীভূত হইয়া স্বজাতির শ্রেষ্ঠতা গঠন করিবেন? আবার কেহ কোন নীচজাতির আচার বিহারাদি সামাজিক কর্ম্মে যদি যোগদান

করিতে যান তবে কি তিনি অধমতারণ পতিতপাবনের মত সমাজে সমাদৃত হইবেন, না নীচতা সপ্রমাণ হেতু প্রায়শ্চিত্ত কাল পর্য্যন্ত সমাজে আবদ্ধ থাকিবেন? কায়স্থজাতি অপেক্ষা ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতা অধিকতর, এ কথার প্রমাণ আপনাদের কথিত ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব লোপ,—আমাকে আর দ্বিতীয়বার দর্শাইতে হইল না। সাধরণতঃ জন সমাজে উচ্চকর্ম্ম শ্রেষ্ঠতার আকর বলিয়া সর্ব্বতো-ভাবে গ্রাহ্য এবং নীচকর্ম্ম হীনতার আধার জন্য সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। তা হ'লে হরিশ বাবু কি অপকর্ম্মটা করিয়াছেন যে' আপনারা তাঁহাকে এতটা অবজ্ঞা করিলেন? তাঁহার আশাত' ঊর্দ্ধ-মুখী, অধোমুখী নহে। তাঁহাকে উত্তম বলিয়া কেন না স্বীকার করিবেন?

বাদ। আপনারা তাঁহার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিতে তাঁহাকে উত্তম কেন, বরং বলিতে পারেন, কিন্তু আমরা তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বই স্বীকার করিনা।

প্রতিবাদ। কেন?

বাদ। "আচারোবিনয়োবিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থ দর্শনং।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্॥"

তিনি এই গুণসমূহের অধিকারী নহেন; দ্বিতীয় কথা, এই সকল গুণ তাঁহার অন্তর্নিহিত না থাকায় তিনি উত্তম নামের সম্পূর্ণ অযোগ্য। সুতরাং কি হেতুবাদে তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মান্য করিব?

প্রতিবাদ। তবে কি এই গুণসমূহের অধিকারী আপনারা? এবং এই সকল গুণের ভাণ্ডটা কি কেবল আপনাদেরই অধিকৃত?

বাদ। না, আমরা নই এবং আমাদেরও নহে। যাহারা শ্রেষ্ঠ বলিয়া দেশের ঘরে ঘরে পূজ্য তাঁহারাই অধিকারী এবং তাঁহাদেরই অধিকৃত।

প্রতিবাদ। তাঁহারা কে? প্রকাশ করিয়া বলুন।

বাদ। জানেন না? - ব্রাহ্মণ।

প্রতিবাদ। এই গুণসমূহের অধিকারী কেবল ব্রাহ্মণ, একথা এইমাত্র আপনাদের কাছে শুনিলাম; একথার কোন নিয়ম-নিবদ্ধ-যুক্তিতর্ক অথবা কোন কিম্বদন্তি আছে বলিয়া শোনা যায় নাই। তবে এই মাত্র জানি এই গুণ সমূহে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ (ক্ষত্রিয়) উভয় বর্ণের সমান অধিকার। এই উভয় বর্ণের মধ্যে যাহারা এই সকল গুণে বিভূষিত হইবেন তাঁহারা মহারাজ বল্লালসেনের প্রথাক্রমে আপনাপন সমাজে কৌলীন্য-প্রভাব বিস্তার করিয়া সমাদৃত হইতে পারিবেন। তাহ'লে গুণসমূহে অধিকার

ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ (ক্ষত্রিয়) উভয়বর্ণেরই যে আছে, তাহা কাহারও অস্বীকার করার ক্ষমতা নাই।—সুতরাং হরিশ বাবুর অধিকার থাকা আর অসম্ভব কি? বর্ত্তমান কালে গুণ গ্রহণ ও তাহার কার্য্যে পরিণতি অতি বিরল। কালক্রমে যদি কোন তথাকথিত অনুশীলন এই গুণসমূহের আধার হন বলিতে পারেন, তবে কি তিনি কুলীন শ্রেণীতে উন্নীত হইতে পারিবেন? অধুনা গুণানুসারে কেহ কুলীন বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন না। সুরাপান, পরস্ত্রীহরণ ও পরদ্রব্য অপহরণাদি পাপকর্ম্মাসক্ত কুলীনপুত্রকেই কুলীন সমাজে সমাদর করে। আধুনিক সমাজে যাহারা কুলীন বলিয়া গণ্যমান্য তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ মহারাজ বল্লালসেনের বিচারে কৌলীন্য প্রথামত এই সমস্ত গুণের পরিচয় প্রদান করিয়া যে কুলীন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন, একথা অতীতের গর্ভে প্রচ্ছন্ন থাকায় তাহার সত্যাসত্য সম্বন্ধেই আমাদের আস্থা নাই, কিম্বা তাহারা নিজেরাও আচারাদি নবগুণের সেবা করিয়া স্ব স্ব সমাজে যে প্রতিভা বিস্তার করিতেছেন তাহাও আমরা প্রত্যয় করি না। যতদূর বিশ্বাস, কৌলীন্য গুণানুসারে নির্ণীত হয় নাই,—পারিবারিক ক্ষমতা প্রসূত শ্রেষ্ঠতার প্রতিচ্ছবি,—উপস্থিত বংশগত। প্রাচীন গুণগ্রাহী-মাত্রেই কুলীন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া আধিপত্য বিস্তার করার জন্য যদি সমাজে শীর্ষস্থানই অধিকার করিতেন তবে তাঁহাদের বংশধরেরা এই সকল গুণে বঞ্চিত হইবেন কেন?—তাঁহাদের কিছু না কিছু গুণের আভাস পাওয়াই যাইত।—যেমন "নদী মরুলে রেখ থাকে।" বাস্তবিক পক্ষেও লোকান্তরিত কুলীনগণ মহারাজ বল্লালসেনের নির্দ্ধারিত আচারাদি কুলীনের লক্ষণগুলি অধিকার করিতে একদিনের জন্যও যত্নশীলতার ব্যয় না করায় মহারাজার কৌলীন্যবিধান ভিত্তিহীন অথবা অঙ্কুরেই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, কিম্বা বংশানুক্রমে লক্ষণগুলি অধিকার করার প্রয়াস না থাকার জন্য কুলীন সমাজেও উহার অপ্রচলন থাকায় মহারাজ বল্লালসেনের কৌলীন্য বিধানের ভিত্তি দৃঢ় হয় নাই। বিশেষতঃ পৌরাণিক ইতিবৃত্ত পাঠে যাহা জানা যায় তাহাতে মহারাজ বল্লালসেনের কৌলীন্য বিধান চিরস্থায়ী হইতে পারে না। কেন না, এক ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য কোন জাতির উল্লিখিত গুণসমূহে অদ্যাপিও অধিকার জন্মে নাই, এবং মান্ধাতার সময় হইতে আজ পর্য্যন্তও অন্যান্য জাতি প্রতিষ্ঠা, বৃত্তি ও জ্ঞানাদি গুণত্রয়ের অধিকার লাভের সঙ্গতি স্বরূপ ধন, জন, ঐশ্বর্য্য, শৌর্য্য ও বীর্য্য বলে নিতান্তই অভাবগ্রস্ত।

বাদ। উপস্থিত সময় ক্ষত্রিয়ের ভিতরকার এই গুণসমূহ কি আয়ত্তাধীন?

প্রতিবাদ। বর্ত্তমানে ক্ষত্রিয় জাতি কর্ত্তব্যভ্রষ্ট। এখনও ইহাঁদের অধিকাংশই আপনাদের মত নিজ নিজকে চিনিয়া উঠিতে পারেন নাই লিয়া অনেক সময় স্বজাতির প্রতি অপ্রীতিকর বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন, থবা অপর জাতি কর্ত্তৃক উপেক্ষিতও হইয়া থাকেন, তথাপি স্বজাতি-প্রেম উপভোগ করিবার সুবর্ণসুযোগ উপনয়নের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বিরুদ্ধবাদীগণের স্বগত হাসির উপায় করিয়া দিতে ত্রুটি করেন কি? এই দুর্মতি বিমোচনার্থে কর্ত্তৃপক্ষ বিবিধ শাস্ত্র আদর্শ করিয়া অজস্র শ্রম স্বীকারে দেশে দেশে উপনয়ন-বীজ বপন করার জন্য বিশেষ চেষ্টিত আছেন। তাহার ফলে মাসে মাসেই হরিশ বাবুর মত সহস্র সহস্র ব্যক্তি সাবিত্র্যুপনয়ন গ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয়ের দল পুষ্ট করিতেছেন। সম্প্রতি জাতীয়তার প্রতিই জাতির লক্ষ স্থির নাই, তাঁহারা এই গুণসমূহের কতদূর আদর করিয়া থাকেন তাহা আপনাদের পক্ষে সহজে অনুমেয় নয় কি? অগ্রে এ জাতি উপনয়ন গ্রহণ করিয়া আপনাদের নিজস্ব খুঁজিয়া লউক, তারপর দেখিতে পারিবেন যে, ক্ষত্রিয়োচিত কর্ত্তব্যের ভিতর এই সকল গুণ নিহিত আছে।

বাদ। বিশ্বাস করি না, পুরাতন দৃষ্টান্ত দ্বারাই প্রমাণ করুন।

প্রতিবাদ। পঞ্চপাণ্ডবের কর্ম্ম-নিপুণতা প্রণিধান পূর্ব্বক তর্জ্জমা করিয়া রাখিলে বিশ্বাস করিবেন যে, তাঁহাদের আচারে প্রামাণ্য অজ্ঞাতবাস, বিনয়ের পরাকাষ্ঠা, গুরুভক্তি ও প্রজাবাৎসল্য, বিদ্যার পরীক্ষাস্থল দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর, প্রতিষ্ঠা রাজসূয় যজ্ঞ, তীর্থ সমুদয় তীর্থের প্রতিষ্ঠাতা দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণের পাঁচখানি, নিষ্ঠার পরিচয় স্বর্গারোহণ, বৃত্তির জলন্ত উদাহরণ হস্তিনার সিংহাসন, তপঃ প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবর্দ্ধন ও দানের জ্বলন্তস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের পরম শত্রু দণ্ডীর আশ্রয় স্থল হস্তিনা।

বাদ। তা হ'লে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ই শ্রেষ্ঠ?

প্রতি... । অবশ্য ব্রাহ্মণ বর্ণোচ্চ বলিয়া ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের গণ্য।

বাদ। ব্রাহ্মণই যদি শ্রেষ্ঠ না হয় তবে তাঁহারা ভিন্ন অন্য জাতির বেদ পাঠে অধিকার নাই কেন?

প্রতিবাদ। ... মনুষ্য মাত্রেরই বেদপাঠে অধিকার রহিয়াছে।

যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ।
ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায় চারণায়।
(যজুর্ব্বেদ, ২৬ অধ্যায়, ২ মন্ত্র।)

ঋগাদি চতুর্ব্বেদোক্ত কল্যাণকর বাক্য মনুষ্যমাত্রের উপকারার্থে উপদেশ-স্বরূপ প্রদান কর। বিশেষ কথা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, আত্মীয়জন ও ভৃত্যাদিগের হিতার্থে বেদ চতুষ্টয়ের শুভবাণী উপদেশস্বরূপ শ্রবণ করাও।

বাদ। তবে না ব্রাহ্মণেরা বলিয়া থাকেন ?

প্রতিবাদ। উঁহাদের বলা অসম্ভব নহে। লোপামুদ্রা, রোমশা, অপালা, ঘোষা, কক্ষ ও নোধা প্রভৃতি ঋষিপুত্রিকাগণের রচিত মন্ত্রে বেদের কলেবর পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, কিন্তু আজ উহাদের ব্যবস্থায় তাহাদেরই স্বজাতীয় রমণীগণ বেদাধ্যায়ন ও অধ্যাপনাদি কর্ম্মে বঞ্চিতা।

বাদ। আপনার বক্তব্য তা' হ'লে কি ক্ষত্রিয়ের স্থান পুরণের জন্য কায়স্থোপনয়ন ?

প্রতিবাদ। কায়স্থোপনয়ন স্বধর্ম্মনিরত ক্ষত্রিয়গণের পুনঃ সংস্কার অথবা পুনরুত্থান ভিন্ন আর কিছুই নহে। জানিয়া রাখুন, ক্ষত্রিয়ত্ব আজও কায়স্থ জাতির ভিতর হইতে সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই, আর শাস্ত্রীয় মীমাংসা দ্বারা কায়স্থই ক্ষত্রিয় সাব্যস্ত হইয়াছে। ক্ষত্রিয়ত্ব কায়স্থের নিজস্ব বলিয়াই তাঁহারা গ্রহণ করিতেছেন, নতুবা পরস্ব হরণের অপবাদ তাঁহারা উন্নত মস্তকে বহন করার জন্য অজস্র অর্থ ব্যয়ে এই দেশব্যাপী অনুষ্ঠান করিতেন না। বৌদ্ধ বিপ্লবের সময় বঙ্গের ক্ষত্রিয়গণ উত্তেজিত হইয়া নিজ নিজ যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কায়স্থ নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। চিত্রগুপ্ত দেব গুণ ও বর্ণের কায়স্থধুরন্ধরগণ! আপনারা মহান্ 'কায়স্থ' নামে অভিহিত হইয়াও স্বজাতি বিদ্বেষ পোষণ করিয়া থাকেন ? আপনাদের এই কলঙ্ক বংশধরে ভবিষ্যতের দিকে ক্রমে অগ্রসর হইবে ভিন্ন মুছিয়া যাইবে না। আমার একান্ত অনুরোধ, বারান্তরে কখনই আপনারা আপনাদের গরিষ্ঠ সমাজকে জনসাধারণের সম্মুখে হেয় প্রতিপাদন করার জন্য এইরূপ অপ্রাসঙ্গিক গবেষণার উপক্রমণিকাও অন্তরে স্থান দিবেন না।

শ্রীহারাণচন্দ্র সরকার।

নরসিংহ

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

একদিন হিন্দু ভারতের জীবনাদর্শের পূর্ণবিকাশের মধ্যে হিন্দু-সাধকের ধ্যান ধারণার পরিণতির মধ্যে শ্রীভগবানের যে অপরূপ রূপ জীবন্ত জাগ্রত ও সত্য হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারই আদর্শ মূর্ত্তি একদিকে মহাদেব, অন্যদিকে বাসুদেব। একমূর্ত্তিতে কর্ম্ম সন্ন্যাসীর—অন্যমূর্ত্তিতে কর্ম্মযোগীর আদর্শচিত্র পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। একজন সমস্ত কামনাকে ধ্বংস করিয়া—মদনকে ভস্মীভূত করিয়া সেই মহাশ্মশানে আত্মানন্দে বিভোর; অন্যজন অনন্ত কামনার কেলিকদম্বমূলে দাঁড়াইয়া—মদনকে জন্মদান করিয়া—সমগ্র বাসনাকে করায়ত্ত করিয়া নিষ্কাম কর্ম্মযোগে মাতোয়ারা। সমস্ত কর্ম্মকে সংবরণ করিয়া—সমস্ত ভোগবাসনা পরিহার করিয়া শ্মশানবাসী শিব আত্মস্থ; আবার রাসবিহারী নটবর মদনমোহন রূপে মদনকে আজ্ঞাবহ করিয়া—সুমধুর মুরলীধ্বনিতে জগৎকে কর্ম্মপ্রণোদিত করিয়া কর্ম্মযোগী বাসুদেব কর্ম্মফলে একান্ত অনাসক্ত। মহাদেব ও বাসুদেব হিন্দুর আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার দুইটি বিশিষ্ট প্রবাহ—হিন্দুর আধ্যাত্মিক সাধনার দুইটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিণতি—হিন্দুর মনুষ্যত্ব বিকাশের দুইটি চরমলক্ষ্য। কিন্তু বাহিরে বিভিন্ন হইলেও অন্তরে উভয়েই অভিন্ন—পূর্ণবিকাশের শেষফল একই।

"যৎ সাংখ্যৈ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈ রপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি সঃ পশ্যতি॥" (গীতা ৫।৫)

নরসিংহের পিতা শিবোপাসক ছিলেন। তিনি মহাস্থানগড়ে চন্দ্রমাধব শিবের মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিয়াই পরলোক গমন করেন। নরসিংহ তাহা পরিসমাপ্ত করেন। আজ শিবচতুর্দ্দশী তিথি। চন্দ্রমাধবের মন্দিরে মহাসমারোহে শিবপূজার আয়োজন হইয়াছে। গত কয়েক বৎসর যাবৎ শিব-চতুর্দ্দশীর রাত্রি মহাস্থানগড়ে অতি সমারোহের রাত্রি। কিন্তু এবারকার সমারোহ সর্ব্ব প্রকারে অন্যান্য বৎসরের সমারোহকে পরাজিত করিয়াছে। অবশ্য ইহার কারণও আছে।

তৈলগড়ের যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া যে দিন নরসিংহ স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন, তাহার পর প্রায় পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। এই প্রায় পাঁচ বৎসরের

বরেন্দ্রীর ইতিহাসে বহু পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। বিজয়নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই বিজয়সেন পূর্ব্বব্যবস্থামত স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। তাহার ফলে অচিরকালমধ্যেই গৌড়েশ্বর মদনপাল, এবং কলিঙ্গপতি ও কামরূপপতির সহিত বিজয়সেনের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। নরসিংহ সসৈন্যে বিজয়সেনের পতাকা-মূলে দণ্ডায়মান হইলেন। গোপালদেবের হত্যাকাণ্ড এবং কুমারপাল মহিষী ও তাঁহার কন্যার যথাযথ সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় গৌড়মণ্ডলের অধিকাংশ প্রজা ও বহু সংখ্যক সামন্ত নরপতিও নরসিংহের ন্যায় বিজয়সেনের পক্ষ সমর্থন করিলেন। ক্রমে দিনের পর দিন, বিজয়সেনের সৈন্য সংখ্যা দ্রুতবেগে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। নরসিংহের ও বল্লালসেনের চেষ্টায় সেই সমস্ত সৈন্যদল শীঘ্র রণদক্ষ হইয়া উঠিল। বিজয়সেনের সে রণদুর্ম্মদ বাহিনীর সম্মুখে প্রথমতঃ কলিঙ্গরাজের সেনাপতি বীরবর রাঘব পরাজিত হইয়া বন্দী হইলেন। বহুদিন পর সমগ্র রাঢ়মণ্ডল আবার বৈদেশীক শাসনমুক্ত হইল। ক্রমে কামরূপপতিও বরেন্দ্রেরপূর্ব্বোত্তর প্রান্ত হইতে বিতাড়িত হইলেন। তখন গৌড়েশ্বর মদনপাল-দেব উপায়ান্তর না দেখিয়া দ্রুতবেগে রামাবতী ও গৌড়মণ্ডল পরিত্যাগ পূর্ব্বক নৌকাযোগে পাশ্চাত্য চক্রে পলায়ন করিলেন এবং পরিশেষে কাশীরাজের শরণাপন্ন হইলেন। তখন নরসিংহ ও বল্লালসেন তাঁহাদের নৌবাহিনী লইয়া কাশী পর্য্যন্ত গৌড়েশ্বরের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। তথায় কাশীরাজের সহিত যুদ্ধেও বিজয়সেনের বাহিনীর জয়লাভ হইল এবং কাশীরাজ বিজয়সেনের সহিত সন্ধিস্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন। এই ব্যাপারে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে বিজয়সেনের খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। অতঃপর বিজয়সেন গৌড়েন্দ্র পদে অভিষিক্ত হইলেন। সুরধুনী বিধৌত বিজয়নগরে তাঁহার অভিষেক ক্রিয়া মহা আড়ম্বর সহকারে সুসম্পন্ন হইয়া গেল। তদুপলক্ষে কাশীরাজের সহায়তায় কর্ণাটের হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা বহু সংখ্যক যজ্ঞানুষ্ঠান করাইলেন। বহুদিন পর বরেন্দ্রীর উদার আকাশ পুনরায় পবিত্র যজ্ঞীয় ধূমে পরিপূরিত হইল।

বিজয়সেনের অভিষেকের পর গৌড়মণ্ডলে আবার শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছে। বল্লালসেনের সহিত কুমারী রামদেবীর ও নরসিংহের সহিত কুমারী চন্দ্রলেখা দেবীর যথারীতি বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের জীবনের অভিলাষ ভগবান পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। এবার শিবরাত্রির উৎসবে মহারাজাধিরাজ বিজয়সেন ও মহারাজ্ঞী বিলাস দেবী, বল্লালসেন ও রামদেবী মহাস্থান

গড়ে শুভাগমন করিয়াছেন। নরসিংহ ও চন্দ্রলেখা দেবী ও চন্দ্রলেখা জননী তাঁহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়াছেন। সকলের হৃদয়েই আনন্দের লহরী খেলা করিতেছে। তাই এবার শিবরাত্রির আড়ম্বরও অত্যধিক।

সমস্ত দিন উৎসবে অতিবাহিত হইল। ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হইল। কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর রাত্রি অন্ধকারময়ী; কিন্তু মহাস্থানগড় হইতে আজি সমস্ত অন্ধকার তিরোহিত হইয়াছে। দুর্গের সর্ব্বত্র আলোকমালায় বিভূষিত। দুর্গের পাদমূল স্পর্শ করিয়া বিশালকায়া করতোয়া অনন্ত তরঙ্গভঙ্গী সহকারে সেই আলোকমালার প্রতিবিম্ব হৃদয়ে প্রতিফলিত করিয়া সাগরসঙ্গমে নৃত্য করিতে করিতে চঞ্চল গতিতে চলিতেছিল। আর তাহার সুবিস্তৃত বক্ষে ক্ষুদ্র বৃহৎ সহস্র সহস্র তরণী সমূহ আলো অন্ধকারের বিচিত্র আবরণে একটি দুর্ভেদ্য শালবনের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল।

পাঠক পাঠিকা! বর্ত্তমানের করতোয়া দেখিয়া অতীতের করতোয়ার কথা তোমাদের নিকট স্বপ্নকথা বলিয়াই মনে হইবে। কিন্তু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সত্য সত্যই করতোয়া এখনকার ন্যায় ক্ষীণা—সংকীর্ণা স্বল্পতোয়া ছিল না। তখন স্রোতস্বিনী করতোয়া গঙ্গাপেক্ষা তিনগুণ বিস্তৃতা ছিল। তৎকালে পুণ্যতোয়া করতোয়া দ্বিতীয় গঙ্গা বলিয়া ভারতবিশ্রুতা ছিল। বর্ষাসমাগমেও এই পুণ্যনদীর সলিলরাশি আবিলতা প্রাপ্তি হইত না বলিয়া বৈদিক ঋষি ও স্মৃতিকারগণের নিকট এই নদী "সদানীরা" নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। মহাভারতের মতে এই নদীসৈকতে ত্রিরাত্রি উপবাস থাকিয়া সলিলে অবগাহণ করিতে পারিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে এবং তজ্জন্যই দ্বাপরযুগে পাণ্ডবগণ তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে এই পুণ্যসলিলা স্রোতস্বিনী সুপবিত্র নীরে অবগাহণ করিয়া পুণ্যার্জ্জন করা আবশ্যক বোধ করিয়াছিলেন। তখন করতোয়া এখানকার ন্যায় সাগরের সহিত বিচ্ছিন্না ছিল না। তখন বঙ্গোপসাগরের অনন্ত নীলাম্বুরাশি বর্ত্তমান অবস্থানের বহু ঊর্দ্ধে করতোয়ার স্বচ্ছ সলিলের সহিত সম্মিলিত ছিল। তখন ভৈরবনাদিনী কলকল্লোলিনী করতোয়ার উত্যুক্ত অশ্রান্ত সুবিস্তৃত তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ বক্ষঃস্থল গৌড়ীয় পাল নরপালগণের "নৌবাট" সমূহের "হৌ হৌ রবে" প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হইত, এবং তাহাতে "উৎপতনশীল ফেপনী বিক্ষেপে সমুৎক্ষিপ্ত জলকণাসমূহ আকাশে স্থিরতা লাভ করিতে পারিলে শীকর বিধৌত চন্দ্রমা কলঙ্কমুক্ত হইতে পারিত।

আমাদের উগ্রমাধব মন্দির হইতে বরাবর পশ্চিমাভিমুখে প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া একটি ক্ষুদ্র রাস্তা উত্তর মুখে ঘুরিয়া কিয়ৎ দুর গমন করিবার পর পূর্ব্বমুখী হইয়া করতোয়ার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই স্থানে একটি প্রস্তর নির্ম্মিত ঘাট "শৈল দ্বীপের ঘাট" নামে পরিচিত। এই ঘাটে সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। সেদিন মহাদেবের সান্ধ্য-আরতির পর অনিরুদ্ধভট্ট বিজয়সেন, নরসিংহ ও বল্লালসেন ধীরে ধীরে আসিয়া সেই ঘাটের মর্ম্মর নির্ম্মিত সোপানোপরি উপবেশন করিলেন। ঘাটের দুই পার্শ্বের দুইটী কুলুঙ্গীতে দুইটী বহুমূল্য স্ফটিকাধার হইতে উজ্জ্বল স্নিগ্ধ আলোক বিকীরিত হইয়া সমস্ত ঘাটটিকে দীপ্তশীল করিয়া তুলিয়াছিল। ঘাটের উপরিস্থিত পুষ্পোদ্যান হইতে সুরভি বহন করিয়া সুশীতল সান্ধ্য-সমীর মৃদু মৃদু প্রবাহিত হইতেছিল। সম্মুখে করতোয়ার সুদূর বিস্তৃত চঞ্চল বক্ষে আলো আঁধারের বিচিত্র লীলা খেলা চলিতেছিল।

কিয়ৎকাল যাবৎ সকলেই নীরব—যেন কে অগ্রে কথা বলিবেন স্থির হইয়া উঠিতেছিল না। অবশেষে অনিরুদ্ধ ভট্ট বিজয়সেনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "মহারাজ, বহুদিন যাবৎ একটি সংকল্প মনে মনে পোষণ করিতেছি—আজ তাই বলিব।"

সসম্ভ্রমে বিজয়রাজ বলিলেন "ভট্টজি, আপনার পরামর্শ ও নরসিংহের বাহুবলই আমাদের সর্ব্বপ্রকার সাফল্যের মূলকারণ। আমরা যে গৌড়দেশকে বিদেশীর কবল হইতে উদ্ধার করিতে পারিয়াছি এবং অত্যাচারী গৌড়েশ্বরকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহাতো আপনার বুদ্ধি ও নরসিংহের বাহুবলেই সাধিত হইল। অন্যথা ইহাতো আমার এক প্রকার কল্পনাতীত ছিল। এক্ষণে আপনার যাহা অভিপ্রায় বলুন—নিশ্চয়ই তদনুসারে কার্য্য হইবে।"

ভট্টজি। "মহারাজ, আমরা বহিঃশত্রুকে পরাজিত ও দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছি সত্য—দুর্বৃত্ত রাজাকেও বিতাড়িত করিয়াছি সত্য কিন্তু তাহাতে কি গৌড়মণ্ডলে প্রকৃত শান্তি স্থাপিত হইয়াছে?"

বিজয়। "ভট্টজি, এই গৌড়মণ্ডলে—এমন কি ইহার বাহিরেও—কোথায় কি হইতেছে তাহা সমস্তই তো আপনার নখদর্পণে রহিয়াছে। এদেশে কি করিয়া শান্তি স্থাপিত হইতে পারে—এবং এদেশের স্বাধীনতাই বা কিরূপে দীর্ঘকাল স্থায়ী করা যাইতে পারে? যে দেশের লোক দেশ-মাতৃকার

স্বাধীনতা অপেক্ষা সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণ ধর্ম্মমত লইয়া বিবাদ করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করে, সে দেশে কিরূপে শান্তি ও শক্তির প্রতিষ্ঠা হইতে পারে? এদেশের প্রধান দুই সম্প্রদায় মীমাংসক ও বৌদ্ধগণ পরস্পরের বিরুদ্ধে আন্তরিক বিদ্বেষ পোষণ করিয়া থাকে। জৈনগণ সংখ্যায় সামান্য হইলেও তাহারা মীমাংসক ও বৌদ্ধ উভয় মতাবলম্বীগণের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপরায়ণ। শুধু তাহাই নহে, মীমাংসক (ব্রাহ্মণগণ) বৌদ্ধগণ ও জৈনগণের মধ্যেও আবার বহুসংখ্যক সম্প্রদায়—এবং এই সম্প্রদায়গুলি আবার পরস্পরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ভাবাপন্ন। দেশের অধিকাংশ লোকই যখন এইরূপ ভাবে ধর্ম্মের বিচার লইয়াই বিবাদে প্রবৃত্ত, তখন তাহারা সংঘবদ্ধ হইবে কিরূপে এবং কিরূপেই বা বৈদেশিক শত্রুর বিরুদ্ধে দেশ রক্ষা করিবে? কিরূপে এদেশে জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা করিব—কিরূপে ইহাদিগকে সংঘবদ্ধ করিব তাহা ভাবিয়া আমি কুলকিনারা পাই না। ইহারা কেবল নিজ নিজ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের কথা লইয়াই ব্যস্ত—সমগ্র দেশের সকল সম্প্রদায় মিলিয়া কিরূপে দেশ রক্ষা করিতে—দেশের শ্রীবৃদ্ধি করিতে হয়—কিরূপে জাতি গড়িয়া তোলা যায় তৎসম্বন্ধে ইহারা চিন্তা করিতে চাহে না।"

ভট্টজি। "কিন্তু ইহাদিগকে এক জাতিতে পরিণত করিতেই হইবে—নানাপ্রকারের ধর্ম্মমত স্বত্বেও ইহাদিগকে একটী মাত্র সামাজিক নিয়মের অধীনে সংঘবদ্ধ করিতেই হইবে—বর্ত্তমানে ইহাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। নতুবা পশ্চিমোত্তর ভারতে যে ঘোর মেঘের উদয় হইয়াছে তাহা অচিরেই গৌড়মণ্ডলকে পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিবে। মহারাজ, গৌড়মণ্ডলের এই বিপদার্ণবে আপনিই একমাত্র কর্ণধার। আপনি নরসিংহের সহায়তায় এই পরস্পর বিবাদমান ধর্ম্মসম্প্রদায় সমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে উদ্যোগী হউন—ভগবান আপনার সহায় হইবেন।"

বিজয়। "ভট্টজি, আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য। আপনি পন্থা নির্দ্দেশ করুন—আমরা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই।"

ভট্টজি। "ভাল, আগামীতে বিজয়নগরে প্রদ্যুম্নেশ্বরের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে গৌড়ের সর্ব্বশ্রেণীর সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণকে আহ্বান করুন। আমরা ঐ সময় গৌড়দেশে নূতন করিয়া সমাজ প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত করিব। যাহাতে ধর্ম্মমত সম্বন্ধে স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া সকলকে একই সামাজিক নিয়মের অধীনে একটীমাত্র জাতিতে পরিণত করা যায় আমাদিগকে সেই চেষ্টা করিতে

হইবে। জাতি বা বর্ণ বলিতে গেলে এখন আর মনু-যাজ্ঞবল্ক্যের চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ ধরিলে চলিবে না। সত্য বলিতে গেলে এখন আর বিশুদ্ধ চারিবর্ণ পাইবার উপায় নাই। অনুলোম প্রতিলোম বিবাহে চারিবর্ণ মিশিয়া ব্যবসা ভেদে এখন নানাবর্ণ হইয়াছে। এই নানাবর্ণের মধ্যে আবার ভেদ জ্ঞান এরূপ জন্মিয়াছে যে পরস্পরের মধ্যে আহার পর্য্যন্ত চলিতেছে না—বিবাহ তো দূরের কথা। আমরা সকলেই একথা জানি—বুঝি। অবশ্য এ পরিবর্ত্তন একদিনে হয় নাই—ধীরে ধীরে বহুদিনে এই পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। এ অবস্থা একদিনে পরিবর্ত্তিতও করা সম্ভব নহে। আমরা দেশের বর্ত্তমান অবস্থাকে একেবারে অস্বীকার করিব না। যতদূর সম্ভব দেশের বিভিন্ন ধর্ম্মমত সকলের সামঞ্জস্য ও সমাজের বর্ত্তমান অবস্থাকে দেশকাল পাত্রোপযোগী করিয়া লইব।"

বিজয়। "উত্তম, তাহাই হইবে। প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দির প্রায় শেষ হইয়া আসিল। দেবতা প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যে উৎসব হইবে তাহাতে আমরা কোন ধর্ম্ম বা সমাজ বিচার করিব না। গৌড়মণ্ডলের সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী ও সর্ব্বপ্রকার সামাজিকগণকে উৎসবে আহ্বান করিব। আমাদের অভিমত সুস্পষ্ট ভাবে তাঁহাদের নিকট ব্যক্ত করিব। সকলে মিলিয়া একটা নূতন জাতি গঠন করিয়া তুলিব।"

বিজয়সেনের বাক্যে ভট্টজি উৎসাহ প্রকাশ করিলেন। নরসিংহ ও বল্লাল তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। বহুদিন পরে গৌড়দেশে আবার জাতীয়তার উদ্বোধন করিতে পারিবেন ভাবিয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন। তাঁহারা অনেকক্ষণ ধরিয়া ঐ সম্বন্ধে নানা-প্রকার আলোচনা ও পরামর্শ করিলেন। ক্রমে রজনী গভীরা হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে শিবমন্দিরে উগ্রমাধবের পূজার শঙ্খ ঘণ্টা নিশিথের বিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বাজিয়া উঠিল। তখন তাহারা গাত্রোত্থান করিয়া ধীরে ধীরে সেই মন্দিরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেনবর্ম্মা।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

হিন্দু মহাসভা :—

গত ২০শে আগষ্ট কাশীধামে হিন্দু-মহাসভার অধিবেশন হইয়াছে। প্রয়াগের সুপ্রসিদ্ধ রাজনৈতিক, সমাজনৈতিকনেতা, হিন্দুর বৈশিষ্ট রক্ষণে সর্ব্বদা যত্নশীল স্বধর্ম্ম-পরায়ণ শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য এই মহাসভার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মহাসভায় সনাতনপন্থী, সন্ন্যাসী, আর্য্য-সমাজী, জৈন, বৌদ্ধ, শিখ এবং জড়োপাসক অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই সকল শ্রেণী হইতে প্রায় ৫০০০ হাজার লোক ভারতবর্ষ ও সিংহলের সকল প্রদেশ হইতে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

সভাপতি স্বীয় বক্তৃতায় প্রথমেই হিন্দুদের প্রাচীন সভ্যতা ও উচ্চ আদর্শের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখান। জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মেরই শাখামাত্র তাহা বিশদ করিয়া বুঝাইয়া দেন। বর্ত্তমানকালে হিন্দু জাতির কিরূপ জাতীয় দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা দেখাইয়া দিয়া সেইগুলি সংশোধনের জন্য নির্দ্দেশ করিতে ব্রহ্মচর্য্য, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার ও বিবাহে পণপ্রথা রহিত করার প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়া দেন। আমরা যাহাদিগকে অন্ত্যজ বলিয়া পরিহার করিয়া থাকি—তাহাদিগকে সমাজ হইতে দূরে রাখিলে চলিবে না, তাহা-দিগের মধ্যেও উচ্চশিক্ষা ও সদাচার বিস্তার করিয়া আপনার জন বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে বলেন।

শুদ্ধি আন্দোলন সম্বন্ধে বলেন—প্রথমে যখন এদেশে মুসলমান আগমন করেন, তৎকালে তাহাদের সংখ্যা মাত্র চল্লিশ হাজার ছিল। আর আজ তাহারা সংখ্যায় সাতকোটীতে পরিণত হইয়াছে। ইহা কি শুদ্ধ বংশ বৃদ্ধিরই ফল। তাহা নহে, ইহা তাঁহাদের সমাজ ও স্বজাতি-হিতৈষণার ফল—ইসলাম ধর্ম্ম প্রচারের ফলে সহস্র সহস্র হিন্দু স্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে—কোথাও বিজেতার পীড়নে আত্মধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া মুসলমান জাতির পুষ্টি সাধন করিয়াছে। এই ভাবেই আজ ৩৩ কোটী হিন্দু ২৬ কোটীতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, মুসলমান সাতকোটিতে উপস্থিত হইয়াছে। হিন্দুরা এখনও যদি ইহার প্রতিকারে মনোযোগী না হন—এখনও এই মুসলমান-দুষ্ট হিন্দুভ্রাতার উদ্ধারে উদাসীন থাকেন জননী, ভগিনী,

হইবে। জাতি বা বর্ণ বলিতে গেলে এখন আর মনু-যাজ্ঞবল্ক্যের চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ ধরিলে চলিবে না। সত্য বলিতে গেলে এখন আর বিশুদ্ধ চারিবর্ণ পাইবার উপায় নাই। অনুলোম প্রতিলোম বিবাহে চারিবর্ণ মিশিয়া ব্যবসা ভেদে এখন নানাবর্ণ হইয়াছে। এই নানাবর্ণের মধ্যে আবার ভেদ জ্ঞান এরূপ জন্মিয়াছে যে পরস্পরের মধ্যে আহার পর্য্যন্ত চলিতেছে না—বিবাহ তো দূরের কথা। আমরা সকলেই একথা জানি—বুঝি। অবশ্য এ পরিবর্ত্তন একদিনে হয় নাই—ধীরে ধীরে বহুদিনে এই পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। এ অবস্থা একদিনে পরিবর্ত্তিতও করা সম্ভব নহে। আমরা দেশের বর্ত্তমান অবস্থাকে একেবারে অস্বীকার করিব না। যতদূর সম্ভব দেশের বিভিন্ন ধর্ম্মমত সকলের সামঞ্জস্য ও সমাজের বর্ত্তমান অবস্থাকে দেশকাল পাত্রোপযোগী করিয়া লইব।"

বিজয়। "উত্তম, তাহাই হইবে। প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দির প্রায় শেষ হইয়া আসিল। দেবতা প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যে উৎসব হইবে তাহাতে আমরা কোন ধর্ম্ম বা সমাজ বিচার করিব না। গৌড়মণ্ডলের সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী ও সর্ব্বপ্রকার সামাজিকগণকে উৎসবে আহ্বান করিব। আমাদের অভিমত সুস্পষ্ট ভাবে তাঁহাদের নিকট ব্যক্ত করিব। সকলে মিলিয়া একটা নূতন জাতি গঠন করিয়া তুলিব।"

বিজয়সেনের বাক্যে ভট্টজি উৎসাহ প্রকাশ করিলেন। নরসিংহ ও বল্লাল তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। বহুদিন পরে গৌড়দেশে আবার জাতীয়তার উদ্বোধন করিতে পারিবেন ভাবিয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন। তাঁহারা অনেকক্ষণ ধরিয়া ঐ সম্বন্ধে নানা-প্রকার আলোচনা ও পরামর্শ করিলেন। ক্রমে রজনী গভীরা হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে শিবমন্দিরে উগ্রমাধবের পূজার শঙ্খ ঘণ্টা নিশিথের বিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বাজিয়া উঠিল। তখন তাহারা গাত্রোত্থান করিয়া ধীরে ধীরে সেই মন্দিরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেনবর্ম্মা।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

হিন্দু মহাসভা :—

গত ২০শে আগষ্ট কাশীধামে হিন্দু-মহাসভার অধিবেশন হইয়াছে। প্রয়াগের সুপ্রসিদ্ধ রাজনৈতিক, সমাজনৈতিকনেতা, হিন্দুর বৈশিষ্ট রক্ষণে সর্ব্বদা যত্নশীল স্বধর্ম্ম-পরায়ণ শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য এই মহাসভার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মহাসভায় সনাতনপন্থী, সন্ন্যাসী, আর্য্য-সমাজী, জৈন, বৌদ্ধ, শিখ এবং জড়োপাসক অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই সকল শ্রেণী হইতে প্রায় ৫০০০ হাজার লোক ভারতবর্ষ ও সিংহলের সকল প্রদেশ হইতে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

সভাপতি স্বীয় বক্তৃতায় প্রথমেই হিন্দুদের প্রাচীন সভ্যতা ও উচ্চ আদর্শের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখান। জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মেরই শাখামাত্র তাহা বিশদ করিয়া বুঝাইয়া দেন। বর্ত্তমানকালে হিন্দু জাতির কিরূপ জাতীয় দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা দেখাইয়া দিয়া সেইগুলি সংশোধনের পথা নির্দ্দেশ করিতে ব্রহ্মচর্য্য, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার ও বিবাহে পণপ্রথা রহিত করার প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়া দেন। আমরা যাহাদিগকে অন্ত্যজ বলিয়া পরিহার করিয়া থাকি—তাহাদিগকে সমাজ হইতে দূরে রাখিলে চলিবে না, তাহা-দিগের মধ্যেও উচ্চশিক্ষা ও সদাচার বিস্তার করিয়া আপনার জন বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে বলেন।

শুদ্ধি আন্দোলন সম্বন্ধে বলেন—প্রথমে যখন এদেশে মুসলমান আগমন করেন, তৎকালে তাহাদের সংখ্যা মাত্র চল্লিশ হাজার ছিল। আর আজ তাহারা সংখ্যায় সাতকোটীতে পরিণত হইয়াছে। ইহা কি শুদ্ধ বংশ বৃদ্ধিরই ফল। তাহা নহে, ইহা তাঁহাদের সমাজ ও স্বজাতি-হিতৈষণার ফল—ইসলাম ধর্ম্ম প্রচারের ফলে সহস্র সহস্র হিন্দু স্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে—কোথাও বিজেতার পীড়নে আত্মধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া মুসলমান জাতির পুষ্টি সাধন করিয়াছে। এই ভাবেই আজ ৩৩ কোটী মধ্যে ২৬ কোটীতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, মুসলমান সাতকোটিতে উপস্থিত হইয়াছে। হিন্দুরা এখনও যদি ইহার প্রতিকারে মনোযোগী না হন—এখনও যদি মুসলমান-দুষ্ট হিন্দুভ্রাতার উদ্ধারে উদাসীন থাকেন জননী, ভগিনী,

পত্নী, কন্যা দুর্বৃত্ত কর্ত্তৃক অপহৃত হইলে কে আর তাঁদিকে রক্ষা করিবে। হিন্দু মন্দিরের গৌরব অক্ষুন্ন রাখিতে সমর্থ হইবে? এজন্য আমি অপর জাতি ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ পরিহার করিয়া হিন্দু সাধারণকে সমাজ, জাতি, ধর্ম্ম ও স্বজন পরিজন রক্ষার নিমিত্ত সংঘবদ্ধ হইতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করি।

সভাপতির বক্তৃতার পর স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, পণ্ডিত নেকীরাম, সিংহলের অঙ্গারিকা ধর্ম্মপাল প্রভৃতি প্রত্যেক সমাজের নেতৃবৃন্দ হিন্দু-সমাজ সংগঠনের জন্য সমুচিত বক্তৃতা করেন। তৎপর আবশ্যকীয় বিষয়গুলি লইয়া কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত হয়। এবং গৃহীত প্রস্তাবগুলী কার্য্যে পরিণত করার জন্য প্রত্যেক সমাজ ও প্রত্যেক প্রদেশ হইতে প্রতিনিধি লইয়া সমিতি গঠিত হয়।

অন্যদিকে কাশীর মহারাজার সভাপতিত্বে এই মহাধিবেশনের পূর্ব্বে গত ১৭ই আগষ্ট, সনাতন-হিন্দু-মহাসভার সপ্তমবার্ষিক অধিবেশন হয়। তাহাতে অনেক গোড়া ব্রাহ্মণ আপনাপন বক্তব্য প্রকাশ করেন। আর্য্য-সমাজ, জৈন, বৌদ্ধ, শিখ সম্প্রদায়েরও বহুদর্শক সভায় উপস্থিত ছিলেন। সেই সভায়ও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ছুঁৎমার্গ পরিহারের জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করেন, তাহাতে অনেক বাদ প্রতিবাদের পর কতিপয় গোড়াব্রাহ্মণ সভাস্থান পরিত্যাগ করিয়া যান, কিন্তু প্রস্তাবটী গৃহীত হয় এবং মহাত্মা গান্ধীর প্রচারিত খদ্দর ব্যবহার করা সকলেরই কর্ত্তব্য বলিয়া গৃহীত হয়। এবং হিন্দু কন্যার অষ্টাদশবর্ষে বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত হয়।

স্বর্লোকে কালীপ্রসন্ন :—

স্বজাতির গৌরবে যিনি স্ফীতবক্ষ, স্বজাতির কল্যাণে যিনি সুখী, স্বজাতির দীনতায় যিনি ম্লান, স্বজাতির ধর্ম্মত্যাগে যিনি বিক্ষুব্ধ, যিনি কর্মে উৎসাহী, ধর্ম্মে বিশ্বাসী, সেই বয়ঃজ্যেষ্ঠ জ্ঞানবৃদ্ধ কালীপ্রসন্ন বর্ম্মসরকার আর ইহলোকে নাই। কালীপ্রসন্ন সরকার মহাশয় রাজকর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণের কয়েক বৎসর পরে সরকারী গণনার কাগজে কায়স্থ জাতিকে বৈশ্য জাতি হইতে অবনমিত করার নিমিত্ত দেশব্যাপী যে ভীষণ আন্দোলন উপস্থিত হয়, তাহাতে অনেকেই অগৌণে ক্ষত্রিয়বর্ণ বিহিত উপনয়ন সংস্কার গ্রহণে প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু সভামণ্ডপ হইতে বহির্গমন করার সঙ্গে তাঁহাদের অনেকে সে প্রতিজ্ঞা বিস্মৃতসাগরে বিসর্জন করেন। স্থির সঙ্কল্প

[কা]লীপ্রসন্ন সে প্রতিজ্ঞার কথা ভুলিতে পারিলেন না—অবিলম্বে সপুত্র [ক্ষত্রিয়]োচিত ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্রী উপনয়নে দীক্ষিত হন। সরকার [মহা]শয় দীক্ষা গ্রহণের পরেই ফরিদপুরের কতিপয় প্রবীণ উকিল ও কতিপয় [ম]োক্তার সঙ্গে লইয়া প্রচারক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। ইহার ফলে ফরিদপুর, [য]শোহরের কায়স্থপ্রধান অনেক স্থানে শত শত কায়স্থসন্তান ক্ষত্রিয়োচিত [স]াবিত্রীমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে থাকেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গের [উ]পনীতবৃন্দ কায়স্থের মধ্যে তাঁহাকে নেতৃত্বে বরণ করিয়া লইল। এদিকে [ব]ঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা উপনয়ন বিস্তারে ঔদাসীন্য প্রকাশ করায় উহা একরূপ [অ]চল হইয়া পড়িল। ঐ সভার মুখপত্র কায়স্থ-পত্রিকা একপ্রকার বন্ধ হইয়া গেল। ঐ সভার প্রচারক স্বর্গগত বামাপদ পালবর্ম্মচৌধুরী অনন্যোপায় হইয়া [আ]মার সহযোগিতায় "কায়স্থ-সংহিতা" নামক মাসিক পত্রিকা প্রচার করিলেন। [ই]হাতে কালীপ্রসন্ন বাবু উৎসাহিত হইয়া স্বর্গীয় শশীভূষণ নন্দীবর্ম্মা মহাশয় [স]ম্পাদিত আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার পুনঃ প্রচার জন্য তাঁহার সহকর্ম্মী বৃদ্ধ উকিল [স্বর্গ]ত চৈতন্যকৃষ্ণ নাগবর্ম্মার সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তৎপর ঐ পত্রিকাই [ত]িনি মাসিকরূপে প্রকাশ করিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই উহার ১২০০ শত [গ্র]াহক হইল। কিন্তু উহাতে বিধবা-বিবাহ কর্ত্তব্য বলিয়া কয়টী প্রবন্ধ [প্র]কাশিত হওয়ায় পর, বৎসরে অনেকে উহার সংস্রব পরিত্যাগ করেন। [ত]খন সমাজের শিক্ষণীয় বহুবিধ প্রবন্ধ লইয়া প্রকাশ হইতে লাগিল, এজন্য [উ]হার মুদ্রণ সুবিধার জন্য কলিকাতায় আইসেন। কিন্তু এই সময় তাঁহার [এ]ক দৌহিত্রীর মৃত্যুতে ভগ্নোৎসাহ হইয়া পুনরায় ফরিদপুরে চলিয়া যান। তৎপর কায়স্থ-সভার মধ্যে দলাদলি উপস্থিত হইলে তিনি স্বীয় পত্রিকায় [স]াপেতিক নেতৃবৃন্দর পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে পত্রিকার [গ্র]াহক আরও কমিয়া গেল, অবশেষে উঠিয়া গেল।

কালীপ্রসন্ন বাবু সাহিত্যসেবা ও সঙ্গীতসেবী ছিলেন। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী, [সং]গীত মহাভারত নামে পুস্তক প্রকাশ করেন। এবং শ্রীমদ্ভাগবত গীতার ইংরাজী ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া যশস্বী হন। তাঁহার মৃত্যুতে ফরিদপুরের কায়স্থ আন্দোলের উৎসাহীগণ নেতা হারাইলেন, শশীবাবু, চৈতন্য বাবু, [য]োগীনবাবু গিয়াছেন এইবার কালীপ্রসন্ন বাবুও তাঁহাদের সহবাসী হইলেন। তাঁহার পত্নী, তিন পুত্র, কতিপয় পৌত্র ও দৌহিত্র বর্ত্তমান। তাঁহারা মৃতের [যথ]োচিত সৎকার করিয়াছেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের

সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিয়া তাঁহার লোকান্তরিত আত্মার শান্তি কামনা করিতেছি।

উপনয়ন :—

২৭শে মাঘ, ১৩২৯। বগুড়া—মহেশপুর। বগুড়ার প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেনবর্ম্মা বি, এল, মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে মহেশপুর নিবাসী বারেন্দ্র। শ্রীযুক্ত বনওয়ারীলাল চাকী, নীলমাধব সরকার, বিনোদলাল দেব, ননীগোপাল দেব, রাজেন্দ্রনাথ দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ দত্ত, নরেন্দ্রনাথ দত্ত, এই সাত জন কায়স্থ সন্তান যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্রী সংস্কার গ্রহণ করেন।

ত্রয়োদশাহ শ্রাদ্ধ :—

৪ঠা শ্রাবণ ১৩৩০। পাবনা বারইভাগ। আমাদের প্রচারক শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র গুহবর্ম্মার জ্যেষ্ঠতাত পত্নীর মৃত্যুতে তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ গণেশ বাবু ত্রয়োদশ দিনে সম্পন্ন করেন। স্বগ্রামের শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সেন ব্যতীত আর কোন ব্রাহ্মণ কায়স্থ শ্রাদ্ধে উপস্থিত হন নাই। চান্দাইকোণা হইতে অনেক কায়স্থ ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়াছিলেন।

১১ই শ্রাবণ, ১৩৩০। যশোহর-ইটনা। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত মিত্র-বর্ম্মার জ্যেষ্ঠজাত পত্নীর মৃত্যুতে নলিনী বাবু ত্রয়োদশাহে তাঁহার বেলেঘাটার বাসায় আদ্য শ্রাদ্ধ করেন। শ্রাদ্ধে দেশের ও কলিকাতার অনেক কায়স্থ ব্রাহ্মণ যোগদান করেন। অধ্যাপকবর্গের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন ইঁহারা সকলেই কৃতির বাটীতে জলযোগ করিয়া বিদায় গ্রহণ করেন।

শ্রাবণ, ১৩৩০। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসুবর্ম্মা মহাশয়ের পত্নী লোকান্তর গমনে তদীয় পুত্র যথাকালে ত্রয়োদশাহে তাঁহার আদ্য শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন। এই শ্রাদ্ধে তাঁহার আত্মীয়স্বগণ সকলেই উপস্থিত হইয়া মন্মথ বাবুকে আপ্যায়িত করেন।

১৫ই ভাদ্র, ১৩৩০। ঢাকা-পঞ্চসার। শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র নাগবর্ম্মা মহাশয়ের মাতৃবিয়োগে তাঁহার আত্মকৃত ত্রয়োদশাহে কলিকাতায় ইটালিতে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসুবর্ম্মার বাসায় সুসম্পন্ন হয়।

কায়স্থ-সমাজ

৪র্থ বর্ষ	অগ্রহায়ণ, ১৩৩০।	৮ম সংখ্যা

কোলাকুলি

সা বাণী সা চ সাবিত্রী বিপ্রাধিষ্ঠাতৃদেবতা।
বহ্নৌ সা দাহিকাশক্তিঃ প্রভাশক্তিশ্চ ভাস্করে॥
শোভা-শক্তিঃ পূর্ণচন্দ্রে জলে শক্তিশ্চ শীতলা।
শস্য প্রসূতি শক্তিশ্চ ধারণাচ্চ ধরাসু সা॥
ব্রাহ্মণ্যশক্তি বিপ্রেষু দেব শক্তিঃ সুরেষু সা।
তপস্বিনাং তপস্যা সা গৃহীনাং গৃহদেবতা॥
মুক্তি শক্তিশ্চ মুক্তানাং মায়া সাংসারিকস্য সা।
মদ্ভক্তানাং ভক্তিশক্তির্মায়া ভক্তিপ্রদা সদা॥
নৃপানাং রাজলক্ষ্মীশ্চ বণিজাং লাভরূপিণী।
পারে সংসারসিন্ধূনাং [illegible] তারিণী॥
সংস্থ স্তব [illegible]।
ব্যাখ্যাশক্তি [illegible]॥
[illegible] সত্তাসু চ।
[illegible]॥

দেখিতে দেখিতে [illegible] দিন অতিবাহিত হইল—হাসিতে হাসিতে মন-প্রাণের অগোচরে কোন্ প্রান্ত দিয়া দিবস-গুলি অতীতের আশ্রয় গ্রহণ করিল। নবমীর রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই বিজয়ার অবসাদের [illegible] নিষ্পেষিত হইল—[illegible]

ছাড়িয়া মায়ের ত্রিদিব গমনের কুসংবাদ হিন্দুর হৃদয়ে হৃদয়ে বিঘোষিত হইল। মায়ের সন্তান মাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া রহিবে, এই নিদারুণ বার্ত্তা প্রত্যেক গৃহে ধ্বনিত হইল। যে আশায় উৎফুল্ল হইয়া, যে আনন্দ প্রাপ্তির জন্য সম্বৎসর শোক তাপ দুঃখ দৈন্য ভোগ করিলাম, সপ্তমীর প্রাণমনোবিমোহকর শ্রবণসুখদায়ক বাদ্য যে আনন্দকে শত-গুণে বর্দ্ধিত করিয়াছিল, আজ বিজয়ার ঘোর বিষাদবাদ্যে তাহা কোথায় অন্তর্হিত হইল! হিন্দু আজ আনন্দময়ী মাকে বিসর্জ্জন দিয়া শূন্যমনে, ভগ্ন হৃদয়ে আবার দুঃখ দুর্দ্দশার চিন্তায় আবিষ্ট ক্লিষ্ট পরিশ্রান্ত।

দিবা নিশায় আনন্দ নিরানন্দের—হর্ষ বিষাদের সন্ধিস্থলের ন্যায় আমরা এখন ললিতভৈরবের সন্ধিস্থলে সমুপস্থিত। এক দিকে তিন দিনের অপার আনন্দ, অপর দিকে বিজয়ার নৈরাশ্যবিজড়িত বিষম নিরানন্দ। একদিকে মাকে শুভ সন্দর্শন, অন্য দিকে মায়ের অদর্শন জনিত অসহ্য যন্ত্রণা। একদিকে মাকে দর্শন করিয়া সম্বৎসরের দুঃখ কষ্ট, আধি ব্যাধি জ্বালা যন্ত্রণার কথঞ্চিৎ অবসান, অপরদিকে বিজয়ার পর আবার লুপ্ত স্মৃতির, লুপ্ত শোকের নিদারুণ অভ্যুত্থান। আমারা এখন হই বিষাদ—আনন্দ—নিরানন্দের সন্ধিস্থলে সমুপস্থিত। যাহা হউক এই মহাসন্ধির সম্মিলনে যে এক অদ্ভুত আনন্দে হৃদয়কে যথাকথঞ্চিৎ শান্ত করিতে সক্ষম হই সে আনন্দ আর কিছুই নহে, কেবল বিজয়ার পর কোলাকুলি!

তাই আজ আমরা বিজয়ার বিষাদ অশ্রু মুছিয়া, দ্বেষ হিংসা ভুলিয়া, অহঙ্কার অভিমান দূরে সরাইয়া, স্বার্থপরতার নীচতা বিসর্জ্জন দিয়া, উচ্চ নীচ, ছোট বড় এই অনর্থক আড়ম্বর বিস্মৃত হইয়া, কৌলীন্য ও মৌলিকতার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া, শ্রেণী বিভেদের বিষম বিষ পদদলিত করিয়া, আসুন সকলে সানন্দে সাগ্রহে মায়ের শুভাশীষ বিজ্ঞাপক কোলাকুলি করিয়া হৃদয় মন শীতল করি। পরস্পর ভাই ভাই বলিয়া প্রীতি বন্ধনে সমাবদ্ধ হই। পরস্পরের হৃদয়ে হৃদয় মিলাইবার মহাশিক্ষা, এই কোলাকুলি হইতে প্রেম লাভ করিয়া কৃতার্থ হই। কোলাকুলি একাধারে ধর্ম্মমূলক, প্রেমমূলক, সহানুভূতিমূলক এবং পরকে আপন করিবার একমাত্র অমোঘ উপায়। সেই জন্যই বিজয়ার কোলাকুলিতে জাত্যাভিমান নাই—সব ভাই ভাই; বিজয়ার দিন হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ ব্রাহ্ম শত্রু মিত্র

সকলে দেখ তাহাকেই ভাই বলিয়া কোলে টানিয়া শুভ আলিঙ্গন দান করা। এমন সুখের দিন—এমন আনন্দের দিন—এমন ভেদজ্ঞান বিস্মৃতির দিন কি আর আছে!

আসুন, নানা দিক্‌দেশস্থ কায়স্থমণ্ডলি! দূর দূরান্তেবাসী কায়স্থ ভ্রাতৃগণ! বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার, ও কায়স্থ-সমাজের পরিচালক ও হিতৈষী মহাত্মাগণ! মফঃস্বলস্থ প্রত্যেক সভা সমিতির সভ্য মহোদয়গণ! প্রত্যেক শ্রেণীর যাবতীয় কায়স্থ সম্প্রদায় ধনী নির্ধন, শিক্ষিত অশিক্ষিত জাতি ভ্রাতৃবর্গ আজ আমাদের সংকীর্ণ হৃদয়ের সাগ্রহ আলিঙ্গন গ্রহণ করুন। আজ আমরা এই মিলন যজ্ঞের শুভবাসরে বিজয়ার কোলাকুলি দান করিয়া সুখ স্বস্তিহীন—আনন্দ উৎসাহশূন্য অন্তরে কথঞ্চিৎ আনন্দ অনুভব করি। সুখ দুঃখ, শোক তাপ, জ্বালা যন্ত্রণায় পরস্পর হৃদয়ে হৃদয়ে সম্মিলনই বিজয়ার কোলাকুলির মূলমন্ত্র—প্রধান লক্ষ্য—ইহা একান্ত বাঞ্ছনীয়। বিজয়ার এই আলিঙ্গনের মহোচ্ছ্বাসে আজ আমরা পরস্পর বিদ্বেষ বিস্মৃত হইয়া জাতীয় মহতী কার্য্যে পুনরায় প্রাণপণে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করি।

কায়স্থ জাতির উন্নতির অন্তরায় স্বরূপ কায়স্থসন্তানগণকেও আজ আমরা প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে আলিঙ্গন দান করিতেছি। আশা করি, এই শুভ দিনে তাঁহারা আমাদের কোলাকুলি গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

বঙ্গদেশীয় প্রত্যেক কায়স্থ সভাসমিতির সম্মাননীয় কর্ম্মচারী ও সভ্য মহোদয়গণকে আমরা যথাযোগ্য প্রণাম, নমস্কার, আশীর্ব্বাদ ও অভিবাদন সহ জগজ্জননী মঙ্গলময়ী মায়ের চরণোপান্তে প্রার্থনা করিতেছি—তিনি আমাদিকে পূর্ব্বাপেক্ষা শক্তি সম্পন্ন করুন। আমরা যেন তাঁহারই সুমঙ্গল মায়ের গুণে, তাঁহারই মহিমাদীপ্ত মঙ্গল মন্ত্রে আরোহণ করিয়া নূতন বৎসরে নববলে বলীয়ান্ হইয়া—নবীন উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া জাতীয় জীবনের মঙ্গল সংসাধিত করিতে পারি—সকলে এক মন এক প্রাণ হইয়া সমন্বিত শক্তিতে—সমবেত অধ্যবসায় সহকারে জাতীয় উন্নতিকে একমাত্র লক্ষ্য স্থির করিয়া, বাধা বিঘ্ন উপেক্ষা করত গন্তব্যের দিকে—অভিলষিতের দিকে অগ্রসর হইবার সুযোগ ও অধিকার লাভ করি।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষচৌধুরী বর্ম্মা

বাজুসমাজ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি, ২২৯ পৃষ্ঠার পর)

রাধামাধব বসু রাজকার্য্যোপলক্ষে অধিকাংশ সময় সুবেদার ইস্‌লাম খাঁর নিকট ঢাকানগরীতে বাস করিতেন। স্ত্রী পুত্র পরিবারবর্গ সকলেই শ্রীবাড়ীতে বাস করিতেন; তখন সহরে পরিবার রাখার নিয়ম ছিলনা এবং নিরাপদও ছিলনা। পাচক ভৃত্য অমাত্য ও রক্ষীবর্গ লইয়া রাধামাধব ঢাকানগরীতে অবস্থান করিতেন। সুবেদার ও তিনি ঢাকানগরীর যে অংশে বাস করিতেন, সেই অংশের নাম ইস্‌লামপুর।

তখনকার কি হিন্দু কি মুসলমান যার যার ধর্ম্মে তার তার প্রবল বিশ্বাস ছিল। এমন কি কোনও হিন্দু যদি ঘটনাক্রমে বা অবস্থার বৈগুণ্যে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিতেন বা করিতে বাধ্য হইতেন, তাহা হইলেও তিনি অচিরেই একটী গোড়ামুসলমান হইয়া উঠিতেন, ইহার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কালাচাঁদ রায়ের কালাপাহাড় হওয়া দিনাজপুরের রাজা যদুর জালালুদ্দিন নাম ধারণ করা ও কাগমারী পরগণার গুহবংশীয় জমিদার ইন্দ্রনারায়ণ রায় নবাব সরকারের বাকী রাজস্ব আদায়ে অসমর্থ হইয়া—মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া এনায়েতউল্লা চৌধুরী নাম ধারণ ও সম্ভ্রান্ত মোগল কন্যা (কাহারও মতে নবাব কন্যা) বিবাহ করিয়া শেষজীবন মক্কাতীর্থে দেহ ত্যাগ করা, ব্রাহ্মণ-পুত্র নবাব মুরশিদকুলীখাঁর মুসলমানধর্ম্মে যে প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল তাহা সর্ব্বজন বিদিত।

হিন্দুধর্ম্মেরও তখন প্রবল প্রতাপ, এই সময়ে তান্ত্রিকধর্ম্ম খুব প্রাধান্য লাভ করে ও বহু সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হয়। মিতরার অর্দ্ধকালীর বংশ, শান্তিপুরে অদ্বৈত প্রভুর বংশ, সর্ব্বানন্দ ও পূর্ণানন্দ প্রভৃতি শত শত শাক্ত ও বৈষ্ণবগণের সাধনায় ও যোগবলে সমগ্র বঙ্গদেশ তখন সঞ্জীবিত ছিল। তখন প্রকৃতপক্ষে কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই যার যার ধর্ম্মের একনিষ্ঠ ও বিশ্বাসী সাধক ছিলেন।

রাধামাধব বসু মুসলমান অনুগৃহীত হইলেও হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার

প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। ঢাকানগরীতে অবস্থান কালে একদিন তিনি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন করেন। দেখিলেন, একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছেন।

ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, "রাধামাধব! আমি এই সহরে একটী চামারের নিকটে আছি, সে তো আমার কোন মর্য্যাদা বুঝে না, তুমি আমাকে রাখ, তোমার মঙ্গল হইবে।"

নিদ্রাভঙ্গ হইলে রাধামাধব স্বপ্নের তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে হিন্দু পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিলেন। পণ্ডিতগণ যিনি যেরূপ বুঝিলেন সেইরূপই ব্যাখ্যা করিলেন। কেহ বলিলেন "এটী শুভ স্বপ্ন, আপনার উত্তরোত্তরই উন্নতি লাভ হইবে।" কেহ বলিলেন "সু পুত্র লাভ হইবে।" কেহ বলিলেন "আপনার নারায়ণ তুল্য পুত্র লাভ হইবে, আপনার গৃহে নারায়ণ আগমন করিতেছেন" ইত্যাদি শুনিয়া বলিলেন, "নারায়ণ কি চামারের গৃহ হইতে আমার নিকট আগমন করিবেন? চামারের নিকট তিনি রহিয়াছেন, সে তাঁহার মর্য্যাদা বুঝিতেছে না—এসব কিরূপ ব্যাপার?" রাধামাধব ঢাকানগরীর প্রত্যেক চামারের গৃহ ও দোকান প্রভৃতি অনুসন্ধান জন্য বহু সংখ্যক চর নিযুক্ত করিলেন ও নিজেও মধ্যে মধ্যে চর্ম্মকারপল্লী পরিদর্শন করিতে লাগিলেন।

একদিন তিনি দেখিলেন, একটী চর্ম্মকার গোলাকার একখণ্ড প্রস্তরের ছিদ্রে অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া চামড়া মর্দ্দন ও পালিশ করিতেছে, তাহাতে ঐ প্রস্তর খণ্ডটী শালগ্রামশিলার ন্যায় দেখা যায়, কৌতূহল হওয়ায় রাধামাধব নিকটস্থ হইয়া দেখিলেন, প্রকৃতই উহা একটী শালগ্রাম শিলা!! তখন তাঁহার সেই স্বপ্ন বৃত্তান্ত স্মরণ হইয়া হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উপস্থিত হইল। চামারকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি এ পাথরখানা কোথায় পাইলে?"

চর্ম্মকার:—"ছেলেটা জঙ্গলে কুড়াইয়া পাইয়া আমাকে দিয়াছে।"

ঢাকার তখন অনেকস্থান জঙ্গলময় ছিল ও এখনও তাহার কতক কতক নিদর্শন পাওয়া যায়।

তখন অত্যাচারী মুসলমানগণ কর্ত্তৃক মধ্যে মধ্যে হিন্দু দেবমন্দিরাদি লুণ্ঠিত হইত, সেই সব লুণ্ঠিত দ্রব্যের মধ্যে হয়ত শালগ্রামশিলা ছিলেন ও পরে অকর্ম্মণ্য দ্রব্য জ্ঞানে জঙ্গলে নিক্ষিপ্ত হন, কিম্বা কোন সেবাইতের অবধানতাবশতঃ পঞ্চগব্যাদি দ্রবি দুগ্ধ লিপ্তাঙ্গ শিলা বায়স বা শৃগাল

কর্ত্তৃক নীত হইয়াও জঙ্গলে স্থান লাভ করিতে পারেন, ফলে এই প্রকারেই চর্ম্মকার পুত্র জঙ্গলে শালগ্রামশিলা কুড়াইয়া পাইয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ বিবেচনা করেন। যাহা হউক তিনি চর্ম্মকারকে বলিলেন "তুমি এই প্রস্তরটী আমাকে দিতে পার? আমি তোমাকে ইহার জন্য কিছু অর্থ দিতে প্রস্তুত আছি।" চর্ম্মকার বলিল "এই পাথরখানা দিয়া আমার ব্যবসায়ের কাজ করার সুবিধা, ইহা আমার একটী হাতিয়ারের ন্যায়, আপনি আমাকে টাকা দিলে সেই টাকা দিয়া তো আমার চামড়া পালিসের কাজ চলিবে না, সুতরাং টাকা দিয়া আমি কি করিব? ব্যবসায়ের দ্রব্যের অভাব হইলে আমার জীবিকার বিঘ্ন হইবে, অতএব এই পাথরখানা আমি দিতে পারিব না।"

শেষে রাধামাধব এবং তাঁহার পারিষদবর্গ চামারকে বলিয়া কহিয়া অর্থের দ্বারা ও অনুগ্রহের দ্বারা বশীভূত করিয়া শালগ্রামশিলা শ্রীবাড়ী বা মাধববাড়ীতে আনয়ন করিয়া মহাসমারোহে প্রতিষ্ঠা করেন। শালগ্রাম শিলার ছিদ্র পথে অভ্যন্তর দর্শন করিলে উহার অনেক লক্ষণ ও চিহ্ন দেখা যায়। তদ্দৃষ্টে কাহারও নাম লক্ষ্মীনারায়ণ কাহারও নাম জনার্দ্দন, কাহারও নাম শ্রীধর, কাহারও নাম নরসিংহ, দধ্যামমন ইত্যাদি যথাশাস্ত্র নামাকরণ হইয়া থাকে। রাধামাধব প্রতিষ্ঠিত উক্ত শালগ্রাম শিলার নাম হইয়াছিল জনার্দ্দন। সেই জনার্দ্দন বিগ্রহ অদ্যাবধিও রাধামাধব বসুর বংশধরগণের কুলদেবতা এবং তাঁহাদের সেবা পূজাদি লাভ করিতেছেন। ইঁহার সহিত নিম্ন লিখিত বিগ্রহ সমূহও উক্ত বসুমজুমদার বংশের পূজা লাভ করিতেছেন।

১। শ্রীকৃষ্ণ—(অষ্টধাতু নির্ম্মিত) ২। রাধিকা—(ঐ) ৩। নাড়ু গোপাল ঐ ৪। শ্রীমঙ্গলচণ্ডী (ঐ ঘটমূর্ত্তি) ৫। আরোও ৪টী শালগ্রাম-শিলা। ৬। কাত্যায়নী মূর্ত্তি। ইনি পিত্তলময়ী ক্ষুদ্র অবয়বের শারদীয়া দুর্গা প্রতিমা। এই বিগ্রহ রাধামাধবের প্রপৌত্র রাজর্ষি নীলকণ্ঠ বসুমজুমদার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত। ইনি কেবল নীলকণ্ঠের বংশধর কর্ত্তৃকই বিশেষরূপে অর্চ্চিতা হইয়া থাকেন।

ই-বি রেলের পাঁচুরিয়া ষ্টেশনের অল্প দূরেই রাজর্ষি নীলকণ্ঠ বসুবসুমজুমদারের কালীবাড়ী ও তাঁহার সাধনার পঞ্চমুণ্ডির আসন স্থাপিত। প্রকাণ্ড একটী বটবৃক্ষ তাহার বিশালবপু বিস্তার করিয়া উন্নতমস্তকে নীলকণ্ঠের

সাধনার স্থান মাহাত্ম্য অদ্যাপিও সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতেছে। এই নীলকণ্ঠ সেরকাটার মাঠের বিবাদে নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণের বহু লোককে বধ করায় রাজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য বহু সংখ্যক চর নিযুক্ত করেন ও এইরূপ ঘোষণা করেন যে, নীলকণ্ঠের মস্তক যে আনিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ পঞ্চসহস্র মুদ্রা পুরস্কার দিবেন। রাজার এইরূপ আদেশের ফলে নীলকণ্ঠের জীবন অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

একদিন নীলকণ্ঠ পাঁচুরিয়ার নিকটবর্ত্তী পদ্মানদীতে স্নান করিয়া তর্পণ করিতেছেন, এমন সময় নাঠিয়ালবোঝাই তিনখানি নৌকা তাঁহাকে খেড়াও করিতে উদ্যত হয়। পাঁচুরিয়ার কাছারীতে নীলকণ্ঠের রক্ষী সর্দ্দারও প্রচুর ছিল। তিনি তাড়াতাড়ি তীরে উঠিয়া ইঙ্গিত করিবামাত্রই তাহাদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া নৌকা তিনখানি পলায়ন করিতে বাধ্য হয়।

একদিন একটী ফকির ভিক্ষা উপলক্ষে কাছারীতে প্রবেশ করে। ফকিরের বলিষ্ঠ চেহারা দেখিয়া প্রহরীগণ তাহার ঝোলা অনুসন্ধান করিয়া একখানি তীক্ষ্ণধার "দা" প্রাপ্ত হয়। শেষে প্রহারের চোটে অন্তিম উক্তির দ্বারা ফকির স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল যে, সে রাজার গুপ্তচর। তাহার পারিষদ বহু লোক এই স্থানের নিকটেই আছে ও সর্ব্বদা তাহারা তাঁহার ছিদ্র অনুসন্ধান করিতেছে। ক্রমে ক্রমে বিষ্ণু প্রহরীগণের অনুসন্ধানে চিকিৎসকদিগের ঔষধের প্রতিও সন্দেহ আরম্ভ হয়। এইরূপ সংবাদ পাইয়া পরিবারস্থ বৃদ্ধ বৃদ্ধাগণ নীলকণ্ঠকে পাঁচুরিয়া পরিত্যাগ করিয়া কিছুদিন শ্রীবাড়ীতে বাস করিবার জন্য পরামর্শ দিলেন। তিনি তাহাতে অসম্মত হইয়া বলিলেন, এই সময় পাঁচুরিয়া ত্যাগ করিলে এখানকার লোকে আমাকে ভীত বা পলাতক বলিয়া অনুমান করিবে ও তাহাতে আমাদের এই জয়লব্ধভূমি সহ বহুস্থান নাটোররাজসরকার কর্ত্তৃক বেদখল হইবে। বিশেষতঃ নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণ নিজে কোনও কাগজ পত্র পরিদর্শন করেন না; তিনি স্বয়ং মহাধার্ম্মিক ব্যক্তি। কলহপ্রিয় ও স্বার্থলোভী আমাত্যগণ তাঁহাকে যেরূপে বুঝাইয়াছে তিনিও সেই রূপই বুঝিয়াছেন—এইরূপই আমার অনুমান হয়। সুতরাং আমি কাগজ পত্রাদি ও সুবেদারের

সনন্দ সহ মহারাজার নিকট স্বয়ংই যাইব, সুবিচার করিলে কিছুতেই তিনি আমাকে বধ করিতে পারিবেন না; যদিই দুর্ভাগ্যক্রমে কোনও অবিচারের গন্ধ পাই তাহা হইলে আমার প্রাণ হন্তাকেও নিশ্চই আমার সহগামী হইতে হইবে।”

স্থিরধী নীলকণ্ঠের এইরূপ অভিসান্ধিতে অনেকে আপত্তি করিলেন কিন্তু তিনি কাহারও কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া বিশ্বস্ত কর্মচারীগণের প্রতি কাছারী ও সম্পত্তি রক্ষার ভার দিয়া স্বয়ং চারি জনমাত্র বলিষ্ঠ,—ব্যায়ামকুশল ও বিশ্বস্ত ও গুপ্ত অস্ত্রধারী অনুচর ও কয়েকখানি দলিল লইয়া মহারাষ্ট্রপতি মহারাজ শিবাজীর ন্যায় ছদ্মবেশে নাটোর যাত্রা করিলেন।

নীলকণ্ঠ বসু নাটোরে ছদ্মবেশে পৌছিয়া অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন, মহারাজ রামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ করা সুকঠিন। মহারাজ অধিকাংশ সময়ই তপজপ করেন, অতি সামান্য সময় বিষয়ে নির্লিপ্ত ভাবে রাজকার্য্যের কাগজ পত্র মাত্র দস্তখত করেন,—আমলারাই রাজ্যের সর্ব্বে সর্ব্বা। বিচার ব্যবস্থা হুকুম সবই আমলাগণের আয়ত্ব। রাজার দৈনন্দিন নিয়ম, তিনি প্রত্যহই সন্ধ্যার পর জয়কালীর মন্দিরে আরতি দর্শন জন্য গমন করেন ও আরতির পর ঐ স্থানেই মন্দিরের বারান্দায় অনাবৃত পাকামেজেতে মায়ের অন্যান্য ভক্তমণ্ডলী সমভিব্যাহারে বসিয়া শ্যামাবিষয়ক গান শ্রবণান্তে অন্তঃপুরে গমন করেন; সুতরাং বিচারপ্রার্থী নীলকণ্ঠ আর রাজকাছারী বা কাম্দার মধ্যে প্রবেশ না করিয়া সানুচর সন্ধ্যাকালে একেবারে ৺জয়কালীর বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। মায়ের দর্শনে সর্ব্ব সাধারণের অবারিত দ্বার ছিল, সুতরাং দৌবারিকগণও আর কোন প্রতিবন্ধক করিল না। মহাত্মা নীলকণ্ঠ মায়ের মন্দিরের বারেন্দায় বসিয়া মাকে লক্ষ্য করিয়া কয়েকটী শ্যামা সঙ্গীত গান করিলেন ও নিয়মিত জপাদি সমাপন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে মহারাজ রামকৃষ্ণ সপারিকর নাটমন্দিরে প্রবিষ্ট হইলেন ও তিনি প্রবিষ্ট হইবামাত্র মায়ের আরতি আরম্ভ হইল। নিয়মানুসারে পূজকগণের সমস্ত আয়োজন পূর্ব্বেই ঠিক করা ছিল।

মন্দিরপ্রাঙ্গনে বহুলোক দাঁড়াইয়া আরতি দর্শন করিতেছেন, মায়ের দরজার সম্মুখভাগ সর্ব্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে; দক্ষিণভাগে

সপারিকর মহারাজ করজোড়ে দণ্ডায়মান ও বামভাগে অন্যান্য দর্শকের ভিড়ের মধ্যে সাধক নীলকণ্ঠ বসু কৃতাঞ্জলি হইয়া আরতি দর্শন করিতেছেন। উপস্থিত প্রায় অধিকাংশ ব্যক্তিই মহারাজার জানাশুনা ও পরিচিত, কিন্তু এই নবাগত সাধক নীলকণ্ঠকে তিনি চিনিতে পারিতেছেন না। তত্রাচ চিনিতে না পারিলেও নীলকণ্ঠের সুদৃঢ় অথচ সাধকজনোচিত প্রশান্ত অবয়ব তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিল। মহারাজ একবার মাকে দর্শন করেন, আবার পরক্ষণেই মায়ের অন্য প্রিয়সন্তান নীলকণ্ঠের দিকে সাগ্রহনয়নে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করেন। মা যেন তাঁহার উভয় সন্তানকে পরস্পর বৈরতা ভুলাইয়া প্রণয়বন্ধনে আকৃষ্ট করিবার জন্যই মুখোমুখী করিয়া নিজ মন্দিরে উপস্থিত করিয়াছেন! এই ভাবে আরতি-শেষ হইবার পর মাতৃসন্নিধানে দর্শকগণের যার যার মত দণ্ডবৎ প্রণাম ও স্তবপাঠ শেষে হইয়াগেল। সাধক নীলকণ্ঠ ভক্তি গদ গদচিত্তে একটী শ্যামাসঙ্গীত গান করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে বোধহয় মা ও মহারাজ উভয়েরই মন রসার্দ্র হইয়াছিল। গান শেষ হইবার পর মহারাজ সাধকপ্রবর নীলকণ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিলেন “মহাশয়! আপনি কে?”

নীলকণ্ঠ সবিনয় কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনীতভাবে বলিলেন “মহারাজ! আমার পরিচয়ে আপনি সন্তোষ লাভ করিতে পারিবেন না। এই মায়ের মন্দিরে আপনাকে আমি অসন্তুষ্টি দান করিতে ইচ্ছা করিনা, “অনন্তং বেদপারগে” আপনাকে যাহা দান করিব তাহাতে আমাকে অনন্তগুণ ফল দান করিবে, সুতরাং আপনার ন্যায় সাধক মহাত্মাকে আমি কিছুতেই আপনার অপ্রীতিকর বিষয় দান করিব না। অতএব মহারাজ! আমাকে ক্ষমা করুন, আমি আমার পরিচয় দিতে অনিচ্ছুক।”

মহারাজ আগন্তুক নীলকণ্ঠের বাক্‌চাতুর্য্য ও বিনয়ে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন “মহাশয়! আপনি যেই হউন মা আমাকে আমার হৃদয়ের অনুভূতি দ্বারা বলিতেছেন, আপনি আমার মায় একজন ভাগ্যবান সন্তান, সুতরাং আমারও বন্ধু; আপনাকে দেখিয়া অবধিই আপনার পরিচয় জানিবার জন্য আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইতেছে; অতএব আপনি নিঃসঙ্কোচে আপনার পরিচয় প্রদান করুন, আপনার পরিচয় আমার প্রীতিকর ভিন্ন কখনই অপ্রীতিকর হইতে পারে না ও হইবে না।”

নীলকণ্ঠ। "মহারাজ! আপনি আমাকে এই অভয়ার সমক্ষে অভয় দান করিলেন এবং মায়ের কৃপা প্রেরণায় আপনার ন্যায় সাধকের হৃদয়ে যাহা অনুভব হইতেছে—আমি অতি অকিঞ্চিৎকরব্যক্তি হইলেও প্রার্থনা করি, তাহা যাথার্থ্যে পরিণত হউক।"

মহারাজ। "মহাশয়! আর উৎকণ্ঠা বাড়াইবার প্রয়োজন কি? আপনি আর বাগাড়ম্বর না করিয়া পরিচয় প্রদানে আমাকে চরিতার্থ করুন।"

তখন মহাত্মা নীলকণ্ঠ সবিনয়ে বলিলেন—"না মহারাজ, আপনাকে আর উদ্বেগ প্রদান করিব না। আমি এখনই আমার সবিস্তার পরিচয় প্রদান করিতেছি। আমার নাম নীলকণ্ঠ বসুমজুমদার, নিবাস শ্রীবাড়ী। আমার মস্তকের মূল্য আপনি পঞ্চসহস্রমুদ্রা নিরূপণ করিয়া ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন, তাই মায়ের সম্মুখে আপনার নিকট সেই মস্তক লইয়া উপস্থিত হইয়াছি। আপনি আমাকে আপনার প্রতিশ্রুত পুরস্কার প্রদান করিয়া আমার এই মস্তক গ্রহণ করিয়া মায়ের পাদপদ্মে প্রদান করুন। কিম্বা আপনার নিকট আমি কোনই অর্থ প্রত্যাশা করিনা, আমি, বিরোধির সম্পত্তির দলিলাদি সমস্তই আনয়ন করিয়াছি, আপনি স্বয়ং উহা পরিদর্শন করিয়া বিচার করুন; যদি আপনার সুবিচারে আমার এই মস্তকটী কেরত পাই উত্তম, নতুবা অন্য কাহারও বিচার আমি শুনিব না।"

মহারাজা। "কি! নীলকণ্ঠ মজুমদার! আমি শুনিয়াছি সে তো একজন ভয়ঙ্কর ডাকাইত! ভয়ানক দাঙ্গাবাজ!! আমার প্রায় পাঁচশত নিরিহ প্রজাকে সে নাশ করিয়াছে আপনার অবয়ব দেখিয়া তো সেরূপ আমার বোধ হয় না!"

নীলকণ্ঠ। 'মহারাজ! আমি ডাকাইত নই কিম্বা কলহপ্রিয় দাঙ্গাবাজও নই। সুবেদার হইতে সনন্দপ্রাপ্ত আমার গ্রামখানিকে আপনার অমাত্যগণ বলপূর্ব্বক অধিকার করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, আমি তাহাতে প্রতিবন্ধক হইয়াছিলামমাত্র। আপনার অমাত্য বা প্রজা কেহই নিরিহ নহে। তাঁহাদের দ্বারা আমার প্রায় দুই শত দরিদ্রপ্রজা হতাহত হইয়াছে। তারপর আমাকেও মাঝে মাঝে আক্রমণ করিয়া থাকে। "নৃপঃ পশ্যতি কর্ণাভ্যাং" মহারাজ! আপনাকে কর্ণেন্দ্রিয় দ্বারা দর্শনেন্দ্রিয়ের কার্য্য করিতে হয়, উহাতে প্রকৃত দর্শন নিষ্পন্ন হয়না। আপনার চক্ষু ও কর্ণের সন্দেহনিরশন জন্য আমি আমার বান্ধবগণের নিষেধ স্বত্বেও

সুবিচারের প্রত্যাশায় ও অন্যায় কলহ নিবারণ পূর্ব্বক শান্তি স্থাপনের অভিলাষে অসীম সাহসে আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। আপনি কাগজপত্র তদন্তপূর্ব্বক বিচার করুন।"

বিনয় নম্রতা ও নির্ভীকতার সহিত রাজসমক্ষে নীলকণ্ঠ এই সমস্ত জ্ঞাপন করিবার পর মহারাজা তৎপর দিনই স্বয়ং ঐ কালীমন্দিরে দলীলাদি দেখিয়া বিচার করিলেন এবং মহাত্মা নীলকণ্ঠ ও তাঁহার অনুচরবর্গকে রাজ অতিথির ন্যায় সসম্মানে রক্ষা করিবার জন্য রাজকর্ম্মচারীগণের প্রতি হুকুম ও উপদেশ প্রচার করিলেন। সানুচর নীলকণ্ঠ এই রূপে প্রকারান্তরে অপ্রকাশ ভাবে যেন মহারাজার সম্ভ্রান্ত বন্দী হইলেন বলিয়া তাঁহার বিবেচনা হইল। যাহা হউক এ রূপ ঘটনার জন্য তিনি যে পূর্ব্ব হইতেই নির্ভিক ও প্রস্তুত, তাহা ইতিপূর্ব্বেই প্রকাশ করা হইয়াছে। পরের দিন ৺জয়কালীমাতার সন্ধ্যা আরতি আদি যথারীতি নির্ব্বাহ হইবার পর গুপ্তপ্রহরী বেষ্টিত নীলকণ্ঠের দলিলাত মহারাজা পুনরায় স্বয়ং পরিদর্শন করিলেন ও সুবেদারের সনন্দ ও জমিদারী প্রাপ্তির বিবরণ অবগত হইয়া সন্তুষ্ট হইলেন। বৈরতার বিনাশ হইয়া তৎস্থলে বন্ধুতার সৃষ্টি হইল। নীলকণ্ঠ এখন আর ডাকাইত নহেন, তিনি একজন তাঁহারই ন্যায় তাঁহার উপাস্য দেবীর উপাসক। তৎপর দিনই উভয় পক্ষ হইতেই মহাধুমধামে মায়ের বিশেষ অর্চ্চনা ও ভোগ রাগাদি সম্পন্ন হইল। প্রসাদ আদি প্রাপ্তির পর মহারাজা নীলকণ্ঠকে বলিলেন "নীলকণ্ঠ বাবু! আপনার সাহসের প্রশংসা করিতে হয়, আপনি আমার মত একজন সসৈন্য প্রবল শত্রুকে একাকী তাহার পুরীতে প্রবেশ করিয়া পরাস্ত করিয়া দিলেন। আপনি সিংহের মুখেও হস্তার্পণ করিতে সমর্থ!"

নীলকণ্ঠ। "আজ্ঞে হাঁ, আমার মা যে সিংহ বাহিনী!"

এইরূপে বিচক্ষণনীলকণ্ঠ মহারাজ রামকৃষ্ণের প্রসন্নতা ও বন্ধুতা লাভ করিয়া প্রভূত অর্থ ও বস্ত্রাদি সহকারে নাটোর হইতে পাঁচুরিয়া প্রত্যাগত হইলেন। শ্রীবাড়ীর সকলেই উদ্বিগ্ন ছিলেন, তাঁহারাও নীলকণ্ঠের এই বিজয়ে পুলকিত হইলেন।

পাঁচুরিয়া সম্বন্ধে প্রবাদ আছে—ঐ স্থানে পঞ্চচূড়া যুক্ত একটী মন্দির বা মঠ বিদ্যমান ছিল। ঐ পাঁচচূড়াওয়ালা মঠের নামানুসারে গ্রামের নাম হয় পাঁচুরিয়া। মঠসহ স্থানটী কালক্রমে পদ্মাগর্ভে বিলীন হইলেও উহার

নাম অক্ষুন্নই আছে ও পদ্মার তীরেই উহা সরিয়া নড়িয়া বেড়াইতেছে। কেহ কেহ বলেন—সুবেদারের দেওয়া রাধামাধবের জমিদারীর এই পাঁচুরিয়া গ্রাম হইতেই প্রথম সূচনা। তাহার সম্মান ও স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপে ঐ মঠবাড়ী মাধববসু কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, গ্রামের পূর্ব্বে অন্য নাম ছিল, পাঁচ-চূড়া মন্দিরের দ্বারা গ্রামের পরিচয় হইতে হইতে গ্রামের নাম পরে পাঁচুড়িয়া হয়। কেহ কেহ বলেন—উক্ত মন্দির জমিদারী সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল, রাধামাধব করেন নাই, জমিদারী লাভের পরে উহার সংস্কার করিয়া ছিলেন মাত্র।

রাধামাধবের বংশে তাঁহার বৃদ্ধপ্রপৌত্র স্থানীয় মৃত্যুঞ্জয় বসুমজুমদার জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি মহাতান্ত্রিক ও কালী উপাসক ছিলেন। তিনি শ্রীবাড়ীর দত্তরায় পরিবারের একটী সতীদাহ* শ্মশানের উপর গৃহনির্ম্মাণ করিয়া মৃণ্ময়ী শ্মশানকালী স্থাপিত করেন। এবং, অর্দ্ধকালী বংশীয় স্বীয় গুরুদেব ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উপদেশ মত দিবারাত্র তাঁহার সাধন ভজনে জীবন অতিবাহিত করিতেন। বিভুতি, রুদ্রাক্ষমালা, মহাশঙ্খের মালা, নরকপাল, কারণ (মন্ত্রপূত মদ্য) বাঘছাল প্রভৃতিই তাঁহার প্রিয় ও প্রধান সম্পদ ছিল। তাঁহার দৈববলে অনেকের অনেক উৎকট ব্যারাম উপশম হইত। তাঁহার এই শ্মশানকালী অদ্যাবধিও স্থানীয় লোকের নিকট বিশেষ রূপে পূজা প্রাপ্ত হইতেছেন। প্রত্যেক শনিবার ও মঙ্গল বারে অনেক মানত ও মাগনের চাউল, দুগ্ধ, চিনি, কলা, ছাগল, ভেড়া, ফল মূল বহু আমদানী হয়। কেহ বিপদে পড়িলে বা প্রাণসংশয় পীড়িত হইলে, মামলা মোকদ্দমায়, মানত হয়। কলেরার প্রাদুর্ভাবে বা অনাবৃষ্টিতে মাগন হয়। কাহারও গাছে নূতন ফল হইলেও তাহা মা শ্মশানকালীর প্রাপ্য। কেহ কেহ মাকে ভোগ দিয়া সেই প্রসাদ দ্বারা নবজাত সন্তানের অন্নপ্রাশন করে। বিবাহ উপলক্ষে মায়ের প্রণামী নির্দ্দিষ্টই রহিয়াছে। শ্রাদ্ধের বৃষোৎসর্গের বৃষ ও বৎসতরী মায়ের প্রাপ্য ; উহা বিক্রয় করিয়া মায়ের তহবীলে দেওয়া হয়। বৎসরান্তে প্রতি বৎসর শীতকালে ঐ তহবীলের

*এই সতীদাহের পবিত্র ইতিহাস দত্তরায় বংশ বিবরণে পরে প্রকাশিত হইবে। ঐ বংশে দুইটী সহমরণ বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্নস্থানে সংঘটিত হয়, সে সব যথাকালে পরে বর্ণন করা যাইবে।

...ও স্থানীয় চাঁদা দ্বারা মায়ের বারইয়ারী পূজা ও উৎসব এবং কবিগান ...য়া থাকে। কবিগানই বলিলাম, কারণ, বারইয়ারীতে ঐস্থানে কবি-...ন ভিন্ন অন্য কোনও গান যে হইয়াছে এমত মনে পড়েনা। পূর্ব্বে পূর্ব্বে ...ৎসবটী "মদ্যভক্ত"গণের বড়ই মনোরম্য ও সাধারণের কৌতুকপ্রদ হইত। ...ার মাহাত্ম্যে এক্ষণে গ্রামে দারিদ্রের আগমন হওয়ায় "মদোৎসব" ...ার সেরূপ নাই, পূর্ব্বে এ উৎসব যেরূপ ছিল তাহার কিছু কিছু বর্ণনা ...াবের সর্ব্ব সাধারণের শিক্ষা ও সতর্কতার জন্য এবং আমোদের গন্ন ...িয়া নিয়ে লিখিলাম, ভরসা করি পাঠকগণ উহার নীরভাগ ত্যাগ ...রিয়া ক্ষীর ভাগই গ্রহণ করিবেন।

শ্মশানকালী প্রস্তুত প্রণালী ও ধ্যান :— শ্মশানকালী যখন মৃণ্ময়ী ...লেন তখন তাঁহার প্রতিমা নির্ম্মাণোপযোগী এঁটেলে মাটী ও খড় ...ভৃতি নদীতীরবর্ত্তী শ্মশান হইতে যতদুর পারাযায় সংগ্রহ করিয়া ...নিয়া, অর্দ্ধকালী বংশোদ্ভব কোনও ভট্টাচার্য্যের মণ্ডপ ঘরে রাখা হইত। ...র ঐ ঐ দ্রব্য ও অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্য যাহা আর শ্মশানে পাওয়া ...না—যেমন তুষ, নূতন খড়, দড়ি, কাঠাম প্রভৃতি ঐ স্থানে ...গ্রহ করিয়া একত্র করত উহাতে মন্ত্রপূতমদ্য ছিটাইয়া উহার বিশুদ্ধি ...পাদন করা হইত। বাজুসমাজে হিন্দু কুম্ভকার কর্ত্তৃক প্রতিমা ...র্ম্মিত হয়। এই নির্ম্মাণ ব্যাপারের নিয়ম এ স্থলে পৃথক্। যে কুম্ভকার ...প্রতিমা নির্ম্মাণ করিবে, তাহাকে প্রতিমা নির্ম্মাণের কয়েক দিন ...চর্য্য পালন অর্থাৎ স্ত্রীলোকের সংশ্রব পরিত্যাগ করিতে হইবে ...স্নান না করিয়া মণ্ডলে প্রবেশ করিতে পারিবেনা, শৌচাদির উদ্বেগ ...লে বাহিরে আসিয়া দূরবর্ত্তী স্থানে তাহা সমাপন করিয়া স্নান করিবার ...র কার্য্যে যোগ দিবে। কোনও কার্য্যে বাহিরে গেলে হাত পা প্রক্ষালন ...রিবার পর ঘরে আসিবে। তিন ভাগ জল ও এক ভাগ মদ দিয়া কালী ...তিমার মাটী ছানা হইবে। এইরূপে একমাটী, দোমাটী ও চিত্রাদির ...২।৩ মাসে সমাধা হইবার পরে বাদ্যভাণ্ড সহ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বাহিত ...া মাকালী তখন আসনে প্রতিষ্ঠিতা হইতেন। মার মূর্ত্তি প্রায় ...ষ প্রমাণ দীর্ঘ, দুই হস্ত। দক্ষিণ হস্তে নরমুণ্ড ও তাহার নিম্ন ভাগে ...শোণিতলোভী শৃগাল সম্মুখের দুটী পা উত্তোলন করিয়া দাড়াইয়া ...াছে এবং মায়ের বাম হস্তে মদের পাত্র বিদ্যমান, গলে মুণ্ডমালা,

নালবর্ণা বড় বড় চক্ষু ভীষণ দর্শন, অট হাস্ত বিস্ফারিত বদনের উভয় দন্ত পংক্তির মধ্য দিয়া জিহ্বার অগ্রভাগ ঈষৎ যেন দেখা যাইতেছে।

আমার বালককালের কথা মনে হয়, আমি তো মায়ের মুখ খানি দেখিলে ভয়ে আড়ষ্ট হইতাম। মায়ের পদতলে সর্পভূষণ শিব প্রায় অর্দ্ধশায়িত, দক্ষিণ করতলে উত্তান ভাবে নিজ মস্তক রক্ষা করিয়া বামহস্তে শৃঙ্গ অর্থাৎ শিঙ্গা ধারণ করিয়া আছেন। উভয় কর্ণে দু'টী সুবৃহৎ মৃণ্ময় ধুতরা ফুল। শিব শয়ন করিয়া আছেন আগাগোড়া লম্বিত একটী শিরাবহুল মৃত দেহের পৃষ্ঠের উপরে। মৃত দেহটি উপুড় হইয়া অন্য একটী শায়িত সুন্দর বালকের কোমল পেটের উপরে তাহার কঠিন কৃষ্ণবর্ণ রগওয়ালা দুইখানি হাত বালিষের ন্যায় ন্যস্ত করিয়া তাহার উপরে মস্তকটা কাৎ করিয়া উভয় চক্ষু বুজিয়া রহিয়াছে। তাহার পিঠের উপরে শিব শায়িত। লম্বোদর শিবের বপুভারে মরাটার যেন চাপ লাগিয়া তাহার মুখ দিয়া ঈষৎ জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। আবার ঐ মৃত দেহটার মস্তক এবং উহার উপাধান হস্তের ভার মৃত বালকের পেটের উপর চাপিয়া পড়ায় বালকটীও নিমিলিত অর্দ্ধনেত্র হইয়া জিহ্বা বাহির করিয়া ফেলিয়াছে। সুন্দর শিশুর বক্ষঃস্থলও, ছোট ছোট হাত দু'খানি, মস্তক, প্রতিমার কাঠাম হইতে বাহির হইয়া, নিম্নে ঝুলিয়া পড়িতেছে।

যে স্ত্রীলোকের কিম্বা পুরুষেরই বা নাহয় কেন, কাহারও কোন শিশু পুত্র মারা গিয়াছে, তাহার পক্ষে এই দৃশ্য দর্শন করা অতীব দুঃসহ। এই ভয়েই মাকে অধিকাংশ লোকে আপন আপন সন্তান রক্ষার জন্য ছাগল মহিষাদি দিয়া সন্তুষ্ট রাখার প্রয়াস পাইয়া থাকে।

তার পর পূজার কথা:—মদ্য মায়ের পূজার একটী বিশেষ উপকরণ। পূজা মদ্য ভিন্ন হইবারই উপায় নাই। নৈবিদ্যাদি ও পুষ্পপাত্র প্রস্তুত হইবার পর মদের ছিটা দিয়া উহাকে বিশুদ্ধ করা হয় ও কোশাতে জল না দিয়া তৎপরিবর্ত্তে মদ্য দেওয়া হয়। পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়াদি সমস্তই ঐ মদ্য অর্থাৎ কারণ দ্বারা করা হয়।

তারপর বলি:—বলি অর্থাৎ উৎসর্গ। এ কেবলই উৎসর্গ নহে। উৎসর্গ ইহার প্রথমাবস্থা, তার পরের অবস্থা যাতন ক্রিয়া। তন্ত্রশাস্ত্রে যে যে ভূচর, খেচর ও জলচরের ব্যবস্থা আছে, এখানে বলিতে তাহার কিছুই নিষিদ্ধ নাই, তবে ছাগল, ভেড়া মহিষ ও কবুতরই প্রচলিত।

তারপর ভোগের কথা:—মৎস্য মাংস মদ্য অন্ন ব্যঞ্জনাদি হইতে পুরী ..., পায়সান্ন; আমিষ, নিরামিষ দ্রব্য; ফল মূল সমস্তই ভোগে দেওয়া ...তে পারে। ভক্তগণ আপনাপন রুচি অনুযায়ী প্রসাদ পান। কিম্বা ...য় ইচ্ছা ও রুচি অনুযায়ীই ভোগের আয়োজন হইয়া থাকে।

এখানে প্রসঙ্গ ক্রমে একটীরুচী ভোগের লুচী ও মাংস রন্ধন বৃত্তান্ত ...খ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। শ্রীবাড়ীর দত্তরায় বংশে ...নাথ রায় নামে একব্যক্তি অতি বিলাসী ও বাবু ছিলেন। বিলাসী বাবুদের পারিষদ যেমন হয় সেইরূপ তাঁহারও বহু পারিষদ ছিল। ...র মধ্যে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের সংখ্যাই ছিল অধিক। তখন এই ...নকালীর বাৎসরিক বারইয়ারী পূজার উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। ...নাথ বাবু মায়ের মন্দিরের অদূরেই একটী তাম্বু খাটাইয়া উহাতে ...রিষদ অবস্থান ও আমোদ প্রমোদ আরম্ভ করিয়াদিলেন। সকলেই ...খাও" খেয়াল হইল। মায়ের ভোগের জন্য লুচী ও মাংস রন্ধন হউক, ...র এই আদেশ রাত্রি দশটার পূর্ব্বেই প্রতিপালিত হওয়া দরকার। ...১০ টার পর অন্যান্য কার্য্য আছে, সুতরাং সাধারণ ভোগের ...নরূপ বিলম্বতার জন্য অন্যান্য কার্য্যের ক্ষতি নাহয়। ব্রাহ্মণগণ রন্ধন ...রিবেন। কায়স্থগণ ও অন্যান্য লোকে তাহার যোগাড় দিবেন, এইরূপে ...র ভোগসেবার কার্য্যে সকলেই নিযুক্ত হইলেন। যে ব্যক্তি কর্ত্তৃক ... আদেশের অবহেলা হইবে তাহাকে সেবাপরাধ জনিত দণ্ড দেওয়া ...বে। সে দণ্ড কি?

সকলেই ভক্ত, তাহাতে মায়ের বাড়ী সুতরাং বাবু বিশেষ চিন্তা ও ...বেচনা করিয়া হুকুম দিলেন যে বিল্বপত্র বা তুলসীপত্র দ্বারা ...তা প্রস্তুত করিয়া সেই জুতো দ্বারা অপরাধীকে প্রহার করা হইবে। ...ধারী বিচারে অপরাধীর প্রতি "মারবেটাকে জুতা" এই একটা ...া হুকুম সরাসরি আইনে লিয়াযায়। অতএব মায়ের মন্দিরে ভক্ত-...র কৃত অপরাধের পক্ষে সেই মামুলী হুকুমটাকেই কেবল বিশুদ্ধ ...বে রূপান্তরিত করিয়া লওয়া হইল।

...থাকালে রন্ধনাদি আরম্ভ হইল। শ্রীবাড়ীর 'যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তি' নামক ...টী ব্রাহ্মণ ও তৎসহ অন্যান্যে লুচী ভাজিতেছেন। ভাজিতে ভাজিতে ... চক্রবর্ত্তির ইচ্ছা হইল, আর একপাত্র কারণ পান করা হউক,

অমনি উঠিয়া তাম্বুতে গিয়া বাবুর টেবিল হইতে একপাত্র পান করিয়া আসিলেন। বোধ হয় কারণের মাত্রাটী কিছু বেশী হইয়া ছিল, তাই চক্রবর্ত্তি টলিতে টলিতে কার্য্যস্থানে আসিয়া লুচীভাজা ঘৃতের কটাহে একেবারে হঠাৎ চিৎ হইয়া পড়িয়া গেলেন; আর যায় কোথা! পতন মাত্রেই আর্ত্তনাদ ও সমবেত ভক্তমণ্ডলির সম্মিলিত চীৎকার ধ্বনি! বাবু তাম্বুতে ছিলেন, টল্ টলায়মান্ আসনে উপবিষ্টং চীৎকার ধ্বনি শ্রবণ মাত্রেই তিনি পার্ষদগণের নিকট গমন করিলেন। বাবুকে দর্শনমাত্রেই চক্রবর্ত্তী আর্ত্তনাদ করিতে করিতে বলিলেন—বাবু আমি তো গেলাম্, আমার মার্গের চামড়া একেবারে পুড়িয়া উঠিয়া গিয়াছে!

বাবু যাদবের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া দুঃখিত হইয়া বলিলেন "আহা বাবা যাদব! তুই আমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইবি? তোর কোনও চিন্তা নাই, আমি তোকে সুবর্ণের দ্বারা "স্বর্ণমার্গ" প্রস্তুত করিয়া দিব।" "গিয়াছে গিয়াছে তোর চামড়ার (গো—) তাতে কি হইবে? আমি তোকে সোণার (—য়া) তৈয়ারী করিয়া দিব। আহা তোরপ্রতি মার কত দয়া—রে যাদব! ছিল তোর চামড়ার (—য়া), আর এখন হইবে সোনার (গো—)! আহা যাদবরে! তুই কান্দিস্ না—তুই কান্দিস্ না!!"

দুর্গানাথ বাবুর এই উক্তিগুলি এখনও কৃষকগণ মাঠে মাঠে গান করিয়া আমোদ করিয়া থাকে। এই প্রকারে সে দিনকার উৎসব উল্লেখ করা যাইতে পারে। বাহুল্য ভয়ে তাহা পরিত্যাগ করা গেল। বন্ধনীর মধ্যে যে দুইটী অক্ষর রহিয়াছে, উহা একত্র যোগ করিলে একটা পর্টুগীজ বন্দর তৈয়ারী হয়; ঐ বন্দর শব্দেয় শ্রুতিকটু, অথচ উচ্চারণ সুখ শব্দটীই পূর্ব্ববঙ্গের মাস শব্দের কুপিত ভাষা। সুতরাং ঐ ভাষাটী ইচ্ছাস্বত্ত্বেও ত্যাগ করিলাম না।

দুর্গানাথ বাবু যাদবরাম দত্ত হইতে নবম পুরুষে জন্ম গ্রহণ করেন, তিনি ওয়ারিস সূত্রে প্রচুর অর্থ প্রাপ্ত হইয়া অমিতব্যয়ে তাহা উড়াইয়া দিয়া গিয়াছেন। এখন তাঁহার কোন বংশধর নাই। বরটীয়া ঘোষবংশে কন্যার বিবাহ দেন, তাহাতে অপরিমিত অর্থ ব্যয় করিয়া ঢাকা কালেক্টর সাহেবের নিকট দর খাস্ত দিয়া দিয়া প্রচুর ফি দাখিল করেন ও মায়ের ভাটী একেবারে নিজের বাড়ীর বাগানে আনিয়া

দিনের জন্ম স্থাপন করেন। তিনি নৃত্য গীত ও আমোদ প্রমোদের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। কবিদারগণ তাঁহাকে নানা প্রকার চাটুবাক্য দ্বারা গান শুনাইয়া অর্থ লুঠিয়া লইত। উহার একটী গানের কতক আমার সংগ্রহ আছে, তাহাতেই পাঠক ঐবাড়ীর ভূত ভবিষ্যৎ চিত্রের কতক আভাস পাইবেন।

কবিগান

ধন্য বাবু দুর্গনাথ, যাঁর নাম নিলে হয় সুপ্রভাত
দর্শনে দুঃখ যায় দুরে।
(ও) যাঁকে জন্ম দিয়েছেন জগদম্বা১, লক্ষ্মী আছেন ভাণ্ডারে।
আশ্বিনে অম্বিকার পূজা হয় ঘরে ঘরে॥
বাবুর খেম্‌টার বাড়ী দাসরা২ না যায় মনে পাসরা
ওগো এজনেমর তরে।
(ও) তারা ভেল্‌কী দিয়ে ভুলায়েছে মধ্যমহিস্যার কর্ত্তারে॥
ওরে হায় কি মজা হায়রে হায়, সে কথা বল্‌বো বা কারে?
(ও) তারা অঞ্জলি অঞ্জলি টাকা কুড়িয়ে নেয় কোচড় ভরে॥

পাঠক, আসুন, আমরা এই মধ্যম হিস্যার বাড়ী ছাড়িয়া এখন কালী বাড়ী যাই, তথায় দেখাযাউক কি হইল। মধ্যম হিস্যার বাড়ীতে এখন আর সে "ধন্য বাবু দুর্গানাথ নাই" সে কবিগান, সেমস্ত পান, সে যাবক চাটুকারের ছড়াছড়ি কিছুই নাই,—আছে কেবল নিবিড় অরণ্য, দেখিলেই মনে হয়—

"যথা প্রজানাথ, মন্ত্রী সাথ, বসিতেন ধীর।
তথা ফেরুপাল ফেউ ফেউ ফুকারে গভীর॥"

আর, মনে হয়—

"যেজন দিবসে, মনের হরিষে, জ্বালায় মোমের বাতি।
আশু গৃহে তার, দেখিবে না আর, নিশিতে প্রদীপ ভাতি॥"

---

(১) দুর্গানাথ বাবুর স্ত্রীর নামও জগদম্বা ছিল সুতরাং গান শুনিয়া স্ত্রী বাবুর প্রাণ সন্তোষ উপস্থিত হইত।

(২) মানিকগঞ্জের অন্তু নাম।

এইস্থান হইতে শ্রীবাড়ীর কালীবাড়ী প্রায় এক মাইল তফাৎ একটী মাঠের দক্ষিণে মানিকগঞ্জ রোডের উত্তর পার্শ্বে। শ্মশানকালীর এখন আর সেই ভয়াবহা সুদীর্ঘা মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি নাই। ম্যালেরিয়া বীণার দুষ্ট পাটপচা জলের বিষাক্ত দুর্গন্ধে ও কুইনাইনের আটকা জরে গ্রামটি প্রায় জনশূন্য হইতে বসিয়াছে। পাটের চাষ ও কুইনাইনের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বাঁশবন ও বেতসকুঞ্জের মধ্যেই গ্রামে যেমন নির্ব্ব্যাধি বলিষ্ঠবাহু ভোক্তা দীর্ঘায়ু স্বধর্ম্মপরায়ণ সত্যবাদী সুখী ও বিলাসী লোক জন্মিত; এখন তাহা স্বপ্নের ন্যায় হইয়াছে। এখন গ্রাম হইতে "যঃ পলায়তি স জীবতি", আর যিনি যিনি আছেন, তাঁহারাও সেই যে ডাক্তারের খাতায় নাম লিখাইয়াছেন সে নাম আর তাঁহাদের কর্ত্তন হইতেছে না, শিশি বোতল লইয়া ডিস্‌পেন্‌সরীতে দৌড়াদৌড়ি লাগিয়াই আছে। মরুভূমি বাসিনী মায়াবিনী মরীচিকার জল প্রদর্শনের ন্যায় পাট[১] দেশকে ক্ষণস্থায়ী চাকচিক্যময় অর্থ সম্পদ দেখাইয়া ম্যালেরিয়া প্রদান করিয়া বিদেশে যাইতেছে। আর বিদেশ হইতে সেই ম্যালেরিয়াকে দমন করিবার জন্য নগদ মূল্যে কুইনাইন রক্তবীজের ন্যায় দেশে আসিয়া প্রত্যেক ডাক্তারখানায় ও প্রত্যেক ডাকঘরে দুইটীর স্থান স্থায়ীত্ব কায়েমীমৌরশী স্বত্ব লাভ করিয়া ক্রমে ক্রমে লোকের অর্থ ও দেহের রসরক্ত শোষণ করিয়া উহার মেদ মজ্জা পর্য্যন্ত বিকৃতি করিয়া ফেলিতেছে। পূর্ব্বে যে জ্বরে গাছ পাতার রস, বা বৈদ্যের বটীকা সেবন করিলেই বন্ধ হইত, সেই জ্বর এখন আর তীব্র কুইনাইনেও ত্যাগ হয় না। রোগীর শরীরে তিনি ফল্গু নদীর ন্যায় অন্তঃসলিলা হইয়া নানা প্রকারে ইংরাজী নামে পরিচিত হইতেছেন। যাহা হউক গ্রামের এই ক্রম জনশূন্যতা ও ভাবী দুর্দ্দশার আগমনের আশা করিয়া শ্রীবাড়ীর দত্তরায় বংশে দুইটী প্রাচীনা ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠা বিধবা মহিলা তাঁহাদের সঞ্চিত অর্থ দ্বারা একজন মায়ের পাষাণময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন ও অন্যজন মায়ের ইষ্টকমন্দির ও ইন্দারা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। উভয়েই এখন জীবিতা আছেন। মায়ের মন্দিরের পূর্ব্ব দিকে প্রাচীন একটা জলদাম পূর্ণ পুষ্করিণী আছে, তাহার জল চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ এই তিন মাস একেবারে পানের অযোগ্য হয়। তজ্জন্য পথিকগণের

(১) পাটের ইংরেজী নাম জুট, চলতি কথায় কৃষকেরা বলে ঝুট। ঝুটের বাঙ্গলা অর্থ মিথ্যা বা প্রবঞ্চনা।

কালীবাড়ীবাজারের লোকদের খুব জলকষ্ট হয়, এই জলকষ্ট নিবারণের ইন্দারা দেওয়া হইয়াছে।

পাষাণময়ী প্রতিমা খানি প্রায় দেড়হাত উচ্চ এবং পূর্ব্বের ধ্যান অনুযায়ী মালাধারিণী দ্বিভুজা ও শিবের উপর দণ্ডায়মানা। নিকটে রক্তপিয়াসী শৃগালটীকেও পাষাণবপু করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই মূর্ত্তি যে ধর্ম্মনিষ্ঠ মহিলাটীর ব্যয়ে নির্ম্মিতা হইয়াছেন, তাঁহার নাম শ্রীযুক্তা হরসুন্দরী চৌধুরাণী। ইনি যাদবরাম দত্ত হইতে ৮ম পর্য্যায়ের সন্তান ও মাসতারার গুহ-বংশের দৌহিত্র মুকুন্দনাথ রায়ের স্ত্রী। ইঁহার শ্বশুরের নাম ছিল কাশীনাথ। তিনি শ্রীহট্ট জেলায় মুন্সেফী করিয়া বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যহ শিবপূজাকালে এক একটী নূতন শ্লোকে শিবস্তুতি রচনা করিয়া তাহা শিবের টাটে অর্পণ করিতেন। ইঁহার পিতা কীর্ত্তিনারায়ণ একজন মহাসাধক ছিলেন। তিনি স্বাধ্বী স্ত্রী, একটী পুত্র ও সংসার পরিত্যাগ করিয়া কাশীধামে নিয়ত একাকী বাস করিতেন। বিশ্বেশ্বরের আদেশে একদিনের জন্য পূর্ণমায় বাড়ীতে আসিতে বাধ্য হন এবং স্ত্রীর গর্ভে আর একপুত্রের জন্ম প্রদান করিয়া পরের দিনই সংসার ত্যাগ করেন; স্ত্রীকে বলিয়া যান যে—এই গর্ভে তোমার ভাগ্যবান এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে; তাহার নাম 'কাশীনাথ' রাখিও। আমার সহিত তোমাদের আর কাহারও পৃথিবীতে সাক্ষাতের সম্ভাবনা নাই। শ্রীবিশ্বেশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখিয়া, সংসারে ধীর ও স্থির চিত্তে বাস করিয়া পুত্রকে প্রতিপালন করিও মঙ্গল হইবে। পার্থিব দেহ ত্যাগ হইলে সকলেই আবার একস্থানে মিলিত হইব। তজ্জন্য কোনও চিন্তার কারণ নাই। কাশীনাথের সেই স্বাধ্বী জননী অন্তিমকাল পর্য্যন্ত স্বামীর সেই আদেশ প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

মায়ের মন্দির ও ইন্দারা যিনি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেই ধর্ম্মশীলা মহিলাটীর নাম শ্রীযুক্তা ভুবনমোহিনী চৌধুরাণী। ইনি যাদবরাম হইতে ৮ম পর্য্যায়ের সন্তান মুকুন্দলাল রায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিনী রাধামাধবের সহোদর বলরাম বসুমজুমদারের ৬ষ্ঠ পর্য্যায়ের সন্তান নাথ বসুমজুমদার মহাশয়ের কন্যা এবং রাজবাড়ী নিবাসী শ্রীযুক্ত রেশ্বর বসুমজুমদার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা সহোদরা ভগ্নী হন। উভয়েই মন্দিরের গাত্রে প্রস্তর ফলক স্থাপন মানসে উহার শ্লোক রচনা করিবার

জন্য আমাকে আদেশ করেন। আমি তদুদ্দেশে সর্ব্বসাধারণের বোধ্য নিম্নলিখিত দুইটী পদ্যরচনা করিয়াদিয়াছি। মার্ব্বেল প্রস্তরে উহা খোদাই হইয়া মন্দিরের বহির্ভাগের আস্তরণ সময়ে যথাকালে উহা সংযুক্ত হইবার অপেক্ষায় রহিয়াছে। উভয় মহিলারই দায়াদ শ্রীমান দেবেশচন্দ্র রায় ও শ্রীমান অশ্বিনীকুমার বর্ম্মরায় শ্লোক দুইটী পাঠ করিয়া পত্রের দ্বারা তাঁহাদের সন্তুষ্টি জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্লোক দুটী এই—

মন্দির সম্বন্ধে

সুবুদ্ধি খাঁয়ের কন্যা নাম সরস্বতী।
তৎপুত্র রাধামাধব বসু মহামতি ॥১
বলরাম হন তাঁর দ্বিতীয় কনিষ্ঠ।
যাঁর বৃদ্ধপ্রপৌত্র মৃত্যুঞ্জয় ধর্ম্মনিষ্ঠ ॥২
সতীদাহ শ্মশানেতে শ্মশানকালিকা।
মৃণ্ময়ী স্থাপিয়া সুখে ভজেন অম্বিকা ॥৩
অর্দ্ধকালী বংশোদ্ভব গুরুদেবে দান।
করিয়া করেন তিনি স্বর্গেতে প্রয়াণ ॥৪
রামনরসিংহ হন তাঁর সহোদর।
তাঁর পুত্র বিশ্বনাথ পৌত্র বীরেশ্বর ॥৫
বীরেশ্বর সহোদরা ভুবনমোহিনী।
চৌধুরাণী খ্যাত রায় মুকুন্দ ঘরণী ॥৬
হেমন্ত, মনো, মতি অশ্বিনী রায়বর্ম্মা।
বীরবপু পুত্র যাঁর হয় ক্ষাত্রধর্ম্মা ॥৭
ইষ্টক মন্দির এই করিলা নির্ম্মাণ।
ইন্দারা জলাশয় সাধারণে দান ॥৮
তেরশ উনত্রিশে আর তেরশ তিরিশে।
শ্রীমন্দির জলাশয় প্রিয়বর্ম্মা ঘোষে ॥৯

প্রতিমা সম্বন্ধে

মৃণ্ময়ী ছিলা কালী হইলা পাষাণী।
ব্যয় করিলা হরসুন্দরী চৌধুরাণী ॥১

কাশীনাথ পুত্রবধূ মুকুন্দের নারী।
কালী পাদপদ্মে আশা, বসতি শ্রীবাড়ী ॥২
ময়ূরভট্ট আচার্য্যের বংশেতে যাঁহার।
দীক্ষা শিক্ষা অভিষেক কৌলিক আচার ॥৩
তেরশ তেইসে মাতা পাষাণী হইলা।
গুহবর্ম্মা প্রিয়নাথ পয়ার রচিলা ॥৪

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রিয় নাথ গুহবর্ম্মমজুমদার।

রথেষ্টন ও ভস্ত্রীয়োস্কীয়

সপ্তম অধ্যায়।

হইট্‌স—আমি যেন স্বপ্ন দেখ্‌ছি! সেই বাণের জলে ডুবে, ডুবে ভেসে গিয়ে কি রকম করে কূল পেয়েছিলাম, তার কিছুই জানিনা—কত ভাব্‌ছি তবু তার কিছুই বুঝে উঠতে পাচ্ছিনা।

আচ্ছা অথর্ব্বণ! সেটার কথা তোমার কিছু কি মনে পড়ে? কেমন করে কি হ'ল, বোধ হ'য় তখন অজ্ঞান হ'য়ে গিয়ে থাকবে?

অথর্ব্বণ—সেটা ভারি দুর্য্যোগ! তেমন দিগন্তর ছেয়ে কালমেঘ উঠ্‌তে আমি কখন দেখি নাই! কি ঝড় বিদ্যুতের চক্‌চকানি! আর বজ্রের কড়কড়ানি! জলের ফোঁটা গুলো যেন মুষল! দেখ্‌তে দেখ্‌তে বাণ ডেকে এলো পায়ের তলায় বালি স্রোতে চলে গেল—সঙ্গে সঙ্গে আমিও সেই তুফানে ভেসে গেলাম—তারপর সব চুপ্‌ চাপ্‌ হ'য়ে গেল!

তখনকার মনটা যদি থাক্‌ত—তা হ'লেও না হ'য় ভেবে চিন্তে কিছু ঠাওরাতে পারতাম্‌—সে মন, সে প্রাণ হারিয়ে গিয়ে একেবারে সব নূতন হ'য়ে গেছে কিনা, তাই আর আগেকার কিছুই মনে পড়্‌ছেনা।

হইট্‌স—সে মনে, সে প্রাণে, আর কাজ নাই, হারিয়েছে ভালই হয়েছে—যেন একটা কোয়াসার মত কি দেখা যায়,—যাক্‌ আর তার ভাবনা ভেবে

লাভ কি ! এখনকার আলো ভারি সুন্দর ! দেখছনা দিকগুলো যেন হাসছে—কত স্ফূর্ত্তি, পাখীগুলা কেমন গাঝেড়ে গান ধরেছে—ওদের গানের সুর দিয়ে হাসি ছুটেছে—ফুল গুলো হাস্‌তে হাস্‌তে যেন ফুটে উঠেছে—সকল জিনিসের ভিতর দিয়ে হাসিমাখা প্রাণ যেন নেচে উঠছে !

এই দেখনা আমার হাতের মাকুটা যেন প্রাণ পেয়ে দৌড়ে দৌড়ে কাপড় বুনছে—সুতো গুলো যেন হাসি মুখে কাপড় হ'য়ে যাচ্ছে ! বলিহারি যা ! যা ! এরি মধ্যে কত খানা সুন্দর কাপড় বুনে ফেলেছি দেখ্‌ছ ! এই যা !—

অথর্ব্বণ—কি হ'ল হে ভাই !

হইট্‌স—মাকুটা দৌড়ে গেল—আর সুতোর খাই ছিড়ে গেল ! এত দৌড় কি ভাল, মাকু বল্‌ছে দেখবো— সুতো বলছে আমিও তোর পিছু ছাড়বোনা—এত বাড়া বাড়ি চলবে কেন ? সুতো সুতোর মত চল্‌বে তা না ! তুই কি বাপু মাকুর সঙ্গে ছুটতে পারিস্ !

অথর্ব্বণ—মাকুটাকে সামাল করে চালাও—সুতো সামাল হ'বে, সুতো মাকু ছাড়লে কি তোমার কাপড় হবে ? মাকু সুতোছেড়ে;চল্‌লেও কাপড় হবে না, এখন খাই খুজে গিট দাও। এই সুযোগে আমি খানিকটা বুনে ফেলি। বাজী জিততে ত হ'বে।

হইট্‌স—সুযোগ পেরেছে দুখাই বুনে নাও।

(বাহির হইতে)—নলীর পেতে রইল ফুরুলে নিও।

অথর্ব্বণ—ভিতরে এস তোমরা—ভায়ার খাই ছিড়ে গেছে এখন হাত্‌ড়াচ্ছে—দেখে যাও !

হইট্‌স্—দেখে যাও এখন আমার জিৎ আছে—এই পেয়েছি বাস্ ! মার চলত দাদা।

(নলীর পেতে হাতে করিয়া অনৈক যুবতী গৃহে প্রবেশ করিল)

যুবতী—এই পেতে রইল। দাদার কাপড় বেস্ হচ্ছে, এবার সুতোটা ঠাকুরঝি কাটছে ভাল !

হইটস্—বল, বল তোমার কত্তাকে বল—সুতো ত নয় যেন ইস্‌পাতের তার।

অথর্ব্বণ—তা হ'লে তুমি বল্‌তে চাও—আমার গিন্নীর সুতো ভাল নয়!

যুবতী (অথর্ব্বণ গৃহিণী)—দেখ বোন্, বল্‌ছি কিনা, আমার সুতো ভাল নয়।

হইট্‌স—তা বলব কেন ? আমি বলছি তোমার কাটা সুতো যেন ইস্‌পাতের তার।

হইটস্ গৃহিণী—তা ত বল্‌বেই—আজ আমরা নলী বদ্‌লা বদ্‌লি করে দিয়েছি।

হইট্‌স—আরে ষ্যা—আমিই ঠকেছি—না না তোমার সুতোও যেন ইস্‌পাতের তার।

অথর্ব্বণ গৃহিণী—ঐ নাও, তোমাদের রথেষ্টন আসছে, ভস্ত্রীয়ো যে এ'লে বালির ! কিহে কি মনে করে ?

ভস্ত্রীয়ো—তোমরা দেখছি বেশ্ জোড়মাণিক হয়েছ ! বলি হচ্ছে কি ?

অথর্ব্বণ—কাপড় বুন্‌ছি—আর হবে কি—এস, বস,—রেখে দেরে তাঁত বোনা—হারাণ মাণিক পেয়েছি। এস দু' নলী বুনে দাও আমি একটু ফুরসুৎ নিই—দুটো কথা বলি—তাই বলি মনের মানুষ না পেলে কি কথা বের হয়।

ভস্ত্রীয়ো—শুন্‌চো— তারা মনের মানুষ পান্ না—গিন্নী বুঝি মনের মত নয়। তোমরা শুনে যাও !

অথর্ব্বণ গৃহিণী— তোমার গিন্নী ত মনের মত হ'য়েছে—না হ'লেই হল।

হইটস্ গৃহিণী—ওলো ওটা আমাকেই ঠেস্ দিয়ে বলা হচ্চে—বুঝলিনি !

হইটস্—ঠেসা ঠেসি ঘেসা ঘেসি নেই এখন ভস্ত্রীয়ো তারাদের জন্তে খাবার জোগাড় কর—বুঝলে !

ভস্ত্রীয়ো—না, না অত ব্যস্ত হবার দরকার নেই—

হইট্‌স—নাও হে রথেষ্টন ! তাঁতে বস—দু' দণ্ড আলাপ করা যাক্— বলি বাই কেমন ?

ভস্ত্রীয়ো—এস্ হে রথেষ্টন—তারাদের ছুটি দাও, দেখছনা সম্মুখে গিন্নীরা দাঁড়িয়ে আর কি তাঁত চলে—হাত অচল হয়ে উঠেছে।

হইটস্ গৃহিণী—ও দিকে তোমার তিনি যে চরকা চালাচ্ছেন, তাঁকে ছুটি দিলে ত তিনি আসবেন্, তখন দেখব তোমার হাত কেমন চলে।

রথেষ্টন—তাই যাও ! ছুটি দাওগে—আর বল্‌বে—জলদি যেন এখানে আসে ?

অথর্ব্বণ গৃহিণী—তাইতো গা—তারি সোহাগ দেখ্‌ছি—তোমার তাঁকেও কি সেই সঙ্গে পাঠিয়ে দেবো ?

অথর্ব্বণ—দয়ার শরীর—দেবে বই কি।

হুইটস্ গৃহিণী—আয় লো আয়—সঙ্গে করে নিয়ে এসে—জমকে বস্—দেখি কারা জেতে।

ভস্ত্রীয়ো—হার, হার—আমাদের হার—মাথার দিব্বি যদি না আস!

হুইটস্—আজ সকলে মিলে—কাপাস্ ক্ষেতে গিয়ে—আমোদ করা যাবে। এবার আকৃটা ভারি জোর ধরেছে।

হুইটস্ গৃহিণী—ওগো এই নাও—জল চাইতেই মেঘ উঠেছে—তোমাদের তারা এসে হাজির। ও বাবা! এত আদর! থাল ভরা সরুচাকলি, পাটি-সপ্টা আবার ক্ষিরের বাটী অবাক্ করলি লো! অবাক্ করলি!

রথেষ্টন গৃহিণী—বাদ পড়েনি—ভাবিস্ না—তোদের তার আগেও আসছে—দেখা লো দিদি, নিস্তারিণীকে দেখা—হাঁপিয়ে উঠেছে—বাবা এত আঁতের টান!

হুইটস্ গৃহিণী (নিস্তারিণী)—'চমৎকারের' টান আছে—বিজয়ার টান আছে, লক্ষ্মীর টান আছে—আর আমার টান টাই বুঝি এত জোরের!

রথেষ্টন গৃহিণী (চমৎকার)—ওলো সবারি সমান টান—টান না থাকলে কি ওরা টানা হাটত?

ভস্ত্রীয়ো—ঠিক্ বলেছো, ঠিক্ বলেছো—তোমাদের টানেই ত আমরা 'টানাহাটি'। যাক্ এখন সকলে মিলে ওগুলো খেয়ে ফেলা যাক্। তোমরা দুখানা থালে বস আমরা দুখানায় বসি—দেখি কারা হারে আর কারা জেতে!

বিজয়া (ভস্ত্রীয়ো গৃহিণী)—যোগাবে কে—তোমাদের কুলালেও আমাদের কুলাবে না।

সংঘশ্রী (পশ্চাৎ)—এই দেখ ধামান্তরে এনেছি—কত খাবি খা—বোস্-নে সে গল্পটা বল!

নিস্তারিণী—আর তুমি!

সংঘশ্রী—এক হাতে দেবো, আর এক হাতে খাবো।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পল্লী হইতে খানিকটা দূরে, সবুজ ঘাসে ঢাকা একটা বড় মাঠ, তার পাশ দিয়ে একটা ছোট খাট নদী, সে নদীর নাম 'কেদারবাহিনী' তার কাগার

নাগার নির্ম্মল জল ছোট ছোট ঢেউ তুলে, আপন মনে ব'য়ে চলেছে। তার ওপারের কূলঘেসে বেড়া দিয়ে ঘেরা আখের খেত।

আখের ক্ষেতের ওপারে একটী ছোট পল্লী, পল্লীর ধারে একটা বৃদ্ধ বট গাছ, তার ডালপালা মাটিতে হাত পেতে রয়েছে। গাছের ঝুরিগুলি যেন এক একটা গুঁড়ির মত মোটা। তলাটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কেদারবাহিনী একটা মোচড় ঘুরে বৃদ্ধ বটের চরণপ্রান্ত দিয়ে চলেছে। বটরাজ একটী শাখার অগ্রভাগ দিয়ে যেন তটিনীর মস্তকে হাত বাড়িয়ে আশীর্ব্বাদ কচ্ছেন। সেই স্নানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের গমন ভঙ্গি দেখে—মনে হ'চ্ছে বটের আশীর্ব্বাদে তটিনী বড়ই সন্তোষ প্রকাশ করছেন।

সেই তরুতল হ'তে খানিকটা আউস জমি পার হলেই পল্লীবাসীর পর্ণ-কুটীরে পৌছান যায়। সেইখানে একটা তেঁতুলের গাছ, তার কাছেই একটী কামারের শালঘর—দূর থেকে লোহা পেটার শব্দ শোনা যাচ্ছে—শালের সম্মুখ দিয়ে পল্লীপথ প্রসারিত রয়েছে।

কামারের শালঘরের পেছন দিকে, গোটা কয়েক তাল খেজুরের গাছ দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেই গাছের পরেই উচু জমিতে কাপাস খেত, সে ক্ষেতসীমা অনেক দূর পর্য্যন্ত গিয়াছে, তার পরেই আবার আখের ক্ষেত, দূর হ'তে কেবল আখের পাতা দেখা যাচ্ছে। তার ওপারে উপরের নীল আকাশ নিচু হয়ে ক্ষেতের ওপারে নেমে গেছে।

পল্লীর পথে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ধুলা খেলা কচ্ছে। কয়েকটি পল্লী-বধূ, মাটির কলসী কাঁখে করে কেদারবাহিনীর দিকে আসছে।

(চমৎকার, বিজয়া ও সংঘশ্রী)

সংঘশ্রী—বিজয়া! তোর কলসিঠা দেখ্‌তে মন্দ নয়—নিস্তারিণীর স্বামী এবার নুতন ধরণে গড়তে আরম্ভ করেছে নয়!

নিস্তারিণী—তোরা আমাকে ডেকে এরি মধ্যে অতদূর গিয়ে পড়লি, দাঁড়া ভাই!

বিজয়া—এই যাও, —[illegible]—হয়েছে, [illegible] পা বাড়িয়ে আয়লো, বেলা যাই দেখতে পাচ্ছিস্!

নিস্তারিণী—বেলা কোথায় গেল?

বিজয়া—যেখানে যাবার সেখানে গেল—তোর জন্যে কি আমার মত দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি?

নিস্তারিণী—দাঁড়ায় বৈ কি লো—আমরা মন করলে দাঁড় করাতে পারি—

বিজয়া—হেসে যে গড়িয়ে পড়লি!

নিস্তারিণী—তুইও যে মুচ্‌কে হাসছিস—হাসি কোঁটবার আগে মুচকে উঠে লো!

বিজয়া—ঐ মুচকি হাসি দিয়েই কি বাঁধবি নাকি?

নিস্তারিণী—জানিস ত অত ঠাট করিস কেন?

বিজয়া—থাম্? ঐ কে আসছে—এক, দুই, তিন জন নয়?

সংঘশ্রী—ওরা আমাদের গাঁয়ের নয়, ভিন্ দেশের লোক হ'বে, এই পথ ধরেই আসছে। পথ ভুলে ওদিক হ'তে পথে উঠল—দেখে বোধ হচ্ছে পথ ভুলে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে।

বিজয়া—পুরুষরাই পথ বেসি ভোলে।

সংঘশ্রী—ওরা নিজেদিকে খুব বুদ্ধিমান চতুর ভাবে বলেই।

বিজয়া—কেমন বুদ্ধিমান, কেমন চতুর তা সহজেই বুঝতে পারি—আমরা ন্যাকা সেজে থাকি কিনা!

নিস্তারিণী—ন্যাকা সাজব কেন, ওরাই ত ন্যাকা মনে করে—তাই ভুলিয়ে রাখতে চায়!

সংঘশ্রী—না, না, ঠিক্ তা নয়, পুরুষ শ্রেষ্ঠভাবে তারা দুনিয়ার উপর প্রভুত্ব চায়—সেটা রাখবার জন্যেই যত কিছু করে—আমাদিকে ছেড়ে বাড়তে চায়—সঙ্গে করে তুললে যে কত ভাল হয়, তা ওরা বুঝেও—কাজের বেলায় সঙ্গ ছেড়ে দেয়, তাই ত গোলযোগ ঘটে ওঠে।

ঐ দেখ তারা এসে পড়ল। নিশ্চয় বিদেশী—পথ ভুলেছে।

১ম পথিক—তোমরা বলতে পার—'সুপুর' কোন দিকে?

সংঘশ্রী—এই যে দেখা যাচ্চে—এই গ্রামের নামই সুপুর।

২য় পথিক—বাঁচা গেল—ধিনমানটা হাঁটছি—

১ম পথিক—এখানে থাকবার স্থান পাব?

সংঘশ্রী—যথেষ্ট—'নব-সংঘারামে' গেলেই পাবেন।

২য় পথিক—ও সেই 'নব-সংঘারাম'?—আচ্ছা বল্‌তে পারেন—এখানে কোন্ কোন জাতির বাস।

সংঘশ্রী—না,—এখানে জাতি বলে একটা কিছু নেই।

বিজয়া—তোমরা গাঁয়ের ভিতর যাও—আমাদের বেলা গেল।

সংঘশ্রী—ওরা বিদেশী—দেশে থেকেও—ওরা বিদেশী—এক পাচিলে বাস করেও ওরা বিদেশী পর।

বিজয়া—ঐ দেখ নিস্তারিণী—ওরা যাচ্ছে আর আমাদের দিকে ফিরে ফিরে দেখছে।

নিস্তারিণী—তুই ভাই বুঝি ওদের দিকে পিছন ফিরেই চল্‌ছিস্?

বিজয়া—ওরা কি করে, কোন দিকে যায় তাই দেখ্‌ছিলাম।

নিস্তারিণী—ওরাই হয়ত দেখছে, আমরা কোথায় যাই—ওদের মত পথ ভুলে তর সন্ধ্যাবেলা কোন দিকে গিয়ে পড়ি।

বিজয়া—আমাদের ভাবনা ভেবে ত ওদের ঘুম হবে না।

নিস্তারিণী—তা ঠিক কথা—তুই ভাই, যে রকম করে কটমটিয়ে চেয়ে ছিলি।

বিজয়া—আরে বাপু ন্যাকার মত কথা—'কোন্ কোন্ জাত আছে?' জাত আবার কটা থাকে—ওদের কথাই বুঝতে পারলাম না।

নিস্তারিণী—আমাদের কথাও ওরা হয়ত বোঝেনি—তাই হাঁ করে তাকিয়ে ছিল।

সংঘশ্রী—সকলেই এক রকম করে বুঝে রেখেছে। ওরা নিজের জন্মভূমিকে সবচেয়ে বড়দেশে বলে জানে না, বুঝতে পারে না। তারা তাদের ঘরসংসারের ভার পরের উপর ছেড়ে দিয়ে—পরের দোরে ভিক্ষা করতে বেরিয়েছে।

যাদের দোরে ভিক্ষে করছে, তারাই সেই ঘরে জেঁকে বসে—সব তাদের ক'রে নিয়েছে। আমাদের যা কিছু তারই কিছু ভিক্ষা দিয়ে তারা এমনি করে ভুলিয়েছে—এমন কি করে বুঝিয়েছে—যা কিছু সব তোমাদের জন্যই তারা খাটছে। তারা ভিতরে ভিতরে বোঝে—এ রকম ভুলিয়ে রাখা বেশী দিন চলবেনা—বাহিরে তা দেখায় না। লায়েক করে, তোমাদের সব বুঝিয়ে দিয়ে, তারা ভাঁড় হাতে করে চলে যাবে।

বিজয়া—আজ বটতলার যেন বাহার হয়েছে!

সংঘশ্রী নদীর জল কাণায় কাণায়—'চার পো' হ'য়েছে কিনা—তাই বটতলার শোভা বেড়ে উঠেছে।

বিজয়া—কোল আঁধরি হ'য়ে এলো—শিগ্‌গির জল নিয়ে চল।

নিস্তারিণী—নদীতে সাঁতার দিয়ে কে আসছে নয়?

বিজয়া—যে আসছে, সে আসছে আমরা যাই চল—সন্ধ্যার কাঁসর বেজে উঠল—নব সংঘারামে আরতি হচ্ছে, আর আমারা নদীর কূলে রয়েছি।

নিস্তারিণী—পার করব বলে—দাড়িয়ে আছি।

বিজয়া—ঐ যে কে পারে আসবার জন্য জলে নেবেছে—পার করে দে।

(নদীবক্ষ হইতে—আমায় পার করে নাও, তোমরা পারের মালিক—পার করে নাও! ডুবছি পায়ে—বেধেছে।)

সংঘশ্রী—কেগা—এ নদীতে জল বেশী নাই—এস ভয় নাই—এই হাত ধর কূলে এস।

আগন্তুক—আঃ বাঁচালে মা—পায়ে কাপড় জড়িয়ে—কূলে এসেও অকূলে ডুবে যাচ্ছিলাম।

নবম অধ্যায়

আকাশের নক্ষত্র সভায় চাঁদ সভাপতির আসনে গিয়ে বসেছেন। কুমুদ হাসিতে হাসিতে জ্যোৎসনায় স্নান করছেন। সংঘশ্রী নবসংঘারামে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে একটি যুবক—হুইটস্—দ্বারের পার্শ্বে আসিয়া দাড়াইল। সংঘশ্রীর ঈঙ্গিতে যুবককে লইয়া একটী কুঞ্জবাটিকায় প্রবেশ করিলেন। সেই কুঞ্জের নাম 'সঞ্জীবনী আরাম'।

উক্ত 'আরাম' গৃহের চতুর্দ্দিকে ফুলের বাগান—জ্যোৎসনার আভায় ফুলবাগানে যেন ফটিক ফুটে রয়েছে। সৌগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত। আরামের রোয়াকে তিনটী আগন্তুক বসিয়া আছেন।

হুইটস্—তোমরা দেখি বড়ই ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছ—চুপ চাপ বসে রয়েছ যে, কথাও বলছনা—খাওয়া দাওয়া হয়েছ ত?

১ম জনৈক—দেখছি এখানে বরই সুবন্দবস্ত—হাঁ হয়েছে। আপনি কে?

হুইটস্—আমি সেই হুইটস্।

১ম জনৈক—বেশ, বেশ. আপনার কথাই হচ্ছিল—ভালই হল, আপনি এসে পড়েছেন। আপনার সঙ্গে উনি কে?

হুইটস্—ইনিও আপনাদের মত পথভুলে বিপদে পড়ে ছিলেন—আপনাদের সঙ্গী!

১ম জনৈক—পথ ত পেয়েছেন, আসুন মহাশয়, কথায় কথায় রাত কাটবে ভাল।

নব-আগন্তুক—আপনারা আমারই মত হয়েছিলেন নাকি? আর একটুকু হলেই জলে ডুবে যেতাম। আমাকে এক জন নারী বাঁচিয়েছেন!

যাঁরা বাঁচান তাঁরাই বাঁচিয়েছেন—ও কাজ টা তাঁদেরই সাজে। জননীর জাত নারীরই সাজে। মহাশয়ের নাম টি কি?

নব আগন্তুক—মহম্মদ হোসেন। আপনার নাম?

২য় জনৈক—পিটার,—দাড়িয়ে কেন? বসুন।

পিটার—মহাশয়ের নাম রামলালভকতরাম। মহাশয়ের—বেঙ্কট নায়ার। ভকতরাম আপনি খৃষ্টান?

পিটার—হাঁ! বেঙ্কট মহাশয় কি?

বেঙ্কট নায়ার—আমি হিন্দু।

পিটার—একত্রে বসায় কোন অপত্তি নাই ত?

ভকতরাম—বিলক্ষণ! কিছুই না, কিছুই না।

মহম্মদ—হুইটস্! মহাশয় দাড়িয়ে রইলেন যে—বসুন, আমি আপনার নাম হ'তে কিছুই ঠিক করতে পারলাম না যে আপনি কোন ধর্ম্ম বা কোন জাতি। বসুন না।

হুইটস্—আমার একটু কাজ আছে—এসে সব বলব।

মহম্মদ—লোকটি চলে গেল—এখনি হয়ত ফিরে আসবে—অতি সরল লোক বলেই বোধ হ'চ্ছে। আপনারা কি বুঝেন?

পিটার—না, এখন তেমন কিছু পরিচয় হয় নাই। তবে ব্যবহার যতটুকু দেখাগেল তাতে অতি ভাল বলেই মনে হয়েছে।

মহম্মদ—এ দেশটার ব্যবহার বড়ই সুন্দর কি করে হ'ল তাই ভাবছি। দেখছি এরা 'পর' ভাবতে জানেনা। মেয়েদের ব্যবহারও চমৎকার।

গেলেন আর এলেন যে—

হুইটস্—আপনার কিছু খাওয়া হয় নাই—তারি ব্যবস্থা করতে গিয়েছিলাম।

মহম্মদ—অত ব্যস্ত হবার দরকার নাই—যা হক্ হবে এখন।

সংঘশ্রী—এই দিকেই নিয়ে আয়! আপনি একটু জল খান—বড়ই কষ্ট পেয়েছেন।

মহম্মদ—পেয়েছি মা সত্য, কিন্তু ভাল স্থানেই পড়েছি। এত খাবার না না এত দরকার নাই।

লক্ষ্মী—বেশী কিছুই নয়। আপনার মত যুবকের পক্ষে বোধ হয় বেশী হবেনা।

হুইটস্—আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন—আমার জাতি কি, কোন ধর্ম্ম? তা বলতে হবে দেখি!

বিজয়া—মা! আসি, এখন কি করব?

সংঘশ্রী—ডেকে আন। সকলে মিলে বন্ধুদের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ করা যাক্!

পিটার—উনি কে?

সংঘশ্রী—ভস্ত্রীয়োস্কীয়।

পিটার—সে কি রকম? ঐ যে স্ত্রীলোকেরা এই দিকেই আস্‌ছেন; আরও কে কে যেন পিছনে আসছেন।

সংঘশ্রী—হাঁ, আমরা এই খানে আসি। তার পর আপন আপন কাজে চলে যাই।

অথর্ব্বণ—মা এসেছ গো।

সংঘশ্রী—বাবা আমি এই খানেই আছি। আর কে এল?

অথর্ব্বণ—রথেষ্টন, ভস্ত্রীয়ো এসেছে।

পিটার—ভাই হুইটস্, রথেষ্টন, ভস্ত্রীয়ো কি কাহার নাম না কি?

সংঘশ্রী—হাঁ নাম বটে কিন্তু সংঘের নাম। আমাদের এখানে জাতি বলে কোন কিছু নাই। আমরা যে খানে বাস করছি, এখানে যারা বাস করে, তাদের সমান অধিকার। এদেশবাসীর মধ্যে অধিকারও সমান। যাঁরা বাস করতে আসেন, তাঁহাদিগকেও আমাদের দেশের অধিকার সমান ভাগে ভোগ করতে হয়। কাজেই পৃথক কোন জাতি এখানে থাকতেই পারে না।

পিটার—আমি খৃষ্টান, আপনারা কি?

সংঘশ্রী—ওযে ধর্ম্মগত—আপনার ধর্ম্ম খৃষ্টধর্ম্ম, জাতি ত নয়?

মহম্মদ—আমি জাতিতে মোসলেম্।

সংঘশ্রী—না না জাতি কেন তা হবে বাবা—তুমি মোসলেম ধর্ম্মাবলম্বী। ধর্ম্ম কি জাতি হয়।

মহম্মদ—তা হ'লে আপনাদের ধর্ম্ম ত আছে, তার নামেও ত জাতির নাম আছে?

সংঘশ্রী—আমাদের এদেশে ধর্ম্মের নামে জাতির নাম নাই। দেশের নামে জাতি চেনাযায়, আমাদের দেশে যারা জন্মগ্রহণ করেছে বা বহুদিন বাস করেছে বলে, এ দেশকে নিজের দেশ বলে, মনে হয়েগেছে বলে, তারা আমাদের জাতি।

মহম্মদ—আমাকে লইয়া চলায় তা হলে আপনাদের কোন আপত্তি নাই? আমিও তাহা হ'লে জাতিতে আপনাদের সঙ্গে এক?

সংঘশ্রী—ততক্ষণনয়—যতক্ষণ এ দেশকে নিজের দেশ বলে না জানতে, না বুঝতে পারবে। এ আমার দেশ, এ আমার মাতৃভূমি, এদেশ সকল দেশের শ্রেষ্ঠ বলে যখন প্রাণে অনুভব করবে—সেই মুহূর্ত্ত হ'তে তুমি আমার জাতি হ'য়ে যাবে। যে না বুঝবে, না অনুভব করতে পারবে, সে আমার সহোদর হলেও আমার জাতি কখন নয়। তাদিকে নিয়ে চলা যায়, কিন্তু বাধ বাধ ঠেকে।

পিটার—ঠিক্ সব ঠিক্—আমি আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করছি—আমি এ দেশকে মাতৃভূমি বলে জানব।

সংঘশ্রী—ইহাতে প্রতিজ্ঞার কিছুই নাই! আমার পুত্র কি প্রতিজ্ঞা করে বলে যে তাকেই আমার মা বলে জানি। তা নয় বাবা! মায়ের যেমন ছেলে, ছেলের যেমন মা, সেই রকমে মাতৃভূমিকে জানতে, ভাবতে চিন্‌তে, ভক্তি ও সম্মান করতে চাই। আপনা আপনি সে প্রেম, সে ভালবাসা, কি মহৎ জ্ঞান আসে। কষ্টকল্পনা করে আনতে হয় না।

মহম্মদ—জাতিতে না হয় এক হ'ল, ধর্ম্মে ত এক হ'তে পারবে না।

সংঘশ্রী—তাতে কিছুই যায় আসে না। তোমার ধর্ম্ম তুমি ধরে থাক, যার যা ধর্ম্ম তিনি তা ছাড়বেন কেন। সেটা ছাড়লে চলবে কেন? কেউ উকিল, কেউ ডাক্তার, কেউ ব্যবসাদার, কেহ ছুতার, কেউ কামার—জাতির সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নাই। কর্ম্মগতধর্ম্ম পৃথক, জাতিগত আমরা এক। জৈন, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, শাক্ত, ইসলাম্, খৃষ্ট প্রভৃতি ধর্ম্ম পৃথক ভাবে যার যাতে রুচি, যার যাতে তৃপ্তি তাতেই তিনি তুষ্ট থাকবেন।

মাতৃভূমির সত্ত্বে সত্ত্ববান যারা, তারা সকলেই এক মায়ের ছেলে, মায়ের নামই পরিচয়। এক জাতি, এক জ্ঞাতি এই ভাবই আমার এ দেশের ভাব। এ ভাবের বাহিরে গেলেই তার জাতি যায়, জ্ঞাতিত্ব ঘুচে যায়। তারা বিজাতি হয়ে পড়ে।

মহম্মদ—আমি জাতিতে আপনাদের, ধর্ম্মে পৃথক বলে আমার সহিত একত্রে বসিয়া আহার করিতে আপত্তি কি আছে ?

সংঘশ্রী—কোনই আপত্তি বা বাধা নাই।

কেহ কাহার উচ্ছিষ্ট দ্রব্য গ্রহণ করিবে না, একত্রে বসিয়া পৃথক পাত্রে আহার্য্য বস্তু গ্রহণ করিবে। যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী পবিত্র খাদ্য ও পবিত্রাবস্থায় বিতরণ করিতে পারেন। সে পবিত্র খাদ্য পানীয় গ্রহণে কোন বাধা নাই।

পিটার—অথর্ব্বণ, রথেষ্টন প্রভৃতি নামগুলি কি জন্য ব্যবহার হয়—উহা কি জাতিগত না ধর্ম্মগত ?

সংঘশ্রী—না ও দুইই নয়, কর্ম্মগত উপাধি মাত্র।

পিটার—আমি কিছু জানিতে চাই, ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলুন ?

সংঘশ্রী—মাতৃভূমির পুত্র কন্যাগণ, যে কোন ধর্ম্মেই বিশ্বাসী থাকুন না—জাতিতে মাতৃ-সন্তান সুতরাং এক জাতি।

এই এক জাতি সংঘের মধ্যে দুর্ব্বলকে রক্ষা এবং সবল অত্যাচারিকে সংযত যাহারা রাখিতেছে, তাহারা যোদ্ধা রক্ষী বা ক্ষত্রিয়, তাহারা "রথেষ্টন" উপাধির যোগ্য, সেইজন্য—তাহারা "রথেষ্টন"।

আর ঐ রকমে যাহারা মাতৃ-সন্তানদের জন্য কৃষিকার্য্যে শিল্পে নিযুক্ত তাহাদের উপাধি-ভস্ত্রীয়োস্কীয়'।

আর যাহারা মাতৃ-সন্তানদের জন্য মজুরি করিয়া থাকে, চাকরী করেনা, তাহাদের উপাধি 'হুইট্‌স্'।

আর যাহারা সকল ধর্ম্মের মধ্যে পৌরোহিত্য করেন, তাঁদের উপাধি 'অথর্ব্বণ'। বুঝলে কিছু ? আমাদের সুপুরের এক জাতি—কর্ম্ম হিসাবে উপাধি জাতি হিসাবে নয়। অথর্ব্বণ, রথেষ্টন ইত্যাদি কার্য্যগত উপাধি পাইতে পারেন, ইহাতে ছোট বড় ভাব নাই। হুইটস্ অথর্ব্বণ হইতে পারে, দেশের জন্য কাজ করা, যে যখন যে কাজের ভার পায় বা উপযুক্ত হয় তখন তাহার উপাধিও সেই রকম হয়। ধর্ম্মের সঙ্গে কোনই সম্বন্ধ নাই।

তবে 'সু-পুরের' সাধারণের জন্য ধর্ম্ম মন্দির আছে—তাহাতে যাহারা প্রবেশ করিবেন—এবং যতক্ষণ তথায় অবস্থান করিবেন, ততক্ষণ তাহাকে পৃথক ধর্ম্ম ভাব পরিত্যাগ করিয়া মহচ্চরিত্র ও মহদন্তকরণের পরিচয় লইয়া 'অথর্ব্বণ' করেন। একই ব্যক্তি চারিটী উপাধি লাভ করিতে অধিকারী হইলে তিনিই

সু-পুরের প্রধান হন। বুঝলে পিটার ? এখানে নর নারীর সমান অধিকার। নর নারীর মধ্যে ছোট বড় নাই। নারীও অথর্ব্বণ হইতে হুইটস্‌ও হইতে পারে।

দশম অধ্যায়

"তব ছবি খানি রেখেছে আজিকে
নিখিল বিশ্ব ঢাকি ;
যত দেখি তত তোমারেই দেখি—
কিছুই রহেনা বাকী।"

(শ্রীঅমরেন্দ্র)

হুইটস্—কি বললে দাদা ! তোমার নাম 'কুটদণ্ড' ? খুব জমকাল হ'লেও ভারি শক্ত বটে। সু-পুরে কি থাকতে চাও ?

কুটদণ্ড—ইচ্ছাত বটে—তবে কিনা, এখানে পোষাবে কি না, ভাবছি।

হুইটস্—আমিও ভাবছি—পোষাবে কি না ; কেন না, এখানে কুট কাট কিছু থাকতেই পারে না। মন টা এখানে পাখীর মত নীল আকাশের গায়ে উড়ে বেড়ায়, এখানে আপনারই সব—পরের বলে এখানে কোন কিছুই নাই, তাই ভাবছি—দাদার এখানে টেকা চলবে কি—না।

কুটদণ্ড—তোমাদের দেশের ধরণ ধারণ উল্টো, তোমরা কি বুঝেছ, তোমরাই জান, আমি দেখছি—তোমাদের বুদ্ধি শুদ্ধি বেজায় মোটা ! কি করে টিকে আছ বলতে পারি না ! স্ত্রী পুরুষের ব্যবহার বেজায় খাপছাড়া—স্ত্রী লোকেও দেখছি পুরুষের মত—'মেয়ে সর্দ্দানা' হয়ে পড়েছে। দেখে বোধ হচ্ছে মাগীগুলো তোমাদিকে ভেড়া বানিয়ে তুলেছে ! আরে ছ্যা—ও রকম আসকারা দিয়ে মাথায় তোলা আমি পছন্দ করি না ! এর পরে সামলান দায় হয়ে পড়বে, তখন মজাবুঝবে। এরপরে তোমরা ঘর কন্না করবে, রাঁধবে বাড়বে, স্থলে মানুষ করবে, আর ওরা বাইরে চাকরী করবে-ব্যবসা করবে—তা এসেছেও তাই !

হুইটস্—ভাই, না হয় হয়েছে, তাতে দোষটা কি হ'ল ?

কুটদণ্ড—দোষটা কি ? তাও এখন বুঝতে পার নি—বুদ্ধিটা দেখছি একেবারে ভোতা হ'য়ে গেছে ! ওরা 'কর্ত্তাত্তি' করছে, দশের কাছে দাঁড়িয়ে

দশকথা বলছে—লজ্জাও নেই সরমও নাই! আর তোমরা তাদের কথায় ভুলে গিয়ে তারা যা বলছে তাই করছ। ঘেন্নাও নেই, পিত্তিও নাই!

হুইটস্—তা ঠিক, আর আমরাও যা বল্‌ছি তারাও তাই করছে কি না, তাকি দেখেছ?

কুটদণ্ড—দেখছি—তা তারা করছে, কিন্তু সেটা ত আর নূতন নয়, তা ত করবেই, আমাদের হুকুম ত তারা তামিল করতে বাধ্য। বাড়ী বাড়ী করবে কেন!

হুইটস্—তুমি দাদা কুটদণ্ড—এত বড় হ'লে কার দয়ায়, কার কৃপায়, কে তোমাকে মানুষ করে তুলেছে বল্‌তে পার? আমরাও যেমন কাজে বাধ্য, তারাও তেমনি বাধ্য। বাধকতার সামঞ্জস্য নিয়ে দুনিয়াটা দাঁড়িয়ে আছে। দুইটার মধ্যে ছোট বড় ভাব নাই, দুইই সমান। মা যদি তোমাকে হতাদর কর্‌তেন, তা হলে কুটদণ্ডের অভাবই হ'য়ে থাকত—কি না-বল?

কুটদণ্ড—তাঁর কাজই সন্তান পালন—তিনি নিজের কাজটা করেছেন, তাতে কিছু নূতনত্ব নাই!

হুইটস্—আর আমরা বড় হয়েই অমনি তাঁকে ছোট ভেবে বসব—সেটাই বুঝি আমাদের কাজ? তোমার মাকে তুমি যেমন দেখ, তাঁর শাসনে থেকে দুনিয়াটা যে কি তা শেখ, তাঁকে যেমন ভক্তি শ্রদ্ধা কর, তেমনি কি আমার মাকে দেখ! সত্য করে বল দেখি?

কুটদণ্ড—পরের উপর অতটা দরদ কাহার থাকতেই পারে না। ওরকম দরদ যারা দেখায়, তারা ঠিক তা নয়, তাদের ভেতর বাহির সমান নয়।

হুইটস্—যারা পর বলে কিছু জানে না, সব ছেলের মার দরদ যেমন, তাদের ছেলের উপর সমান। সব ছেলের ভালবাসা ও ভক্তি যেমন তাদের মায়ের উপর সমান। তেমনি ভাবে যদি দেশের মাদিগকে, দেশের ছেলেরা সেই রকম দেখে, আর দেশের ছেলেদিকে যদি দেশের মায়েরা সেই রকম ভাবে, তা হলে, ছেলের কাছে মায়ের যেমন ভাব ও স্বাধীনতা মায়েরা সেই রকম ভাবে, তা হলে; ছেলের কাছে মায়ের যেমন ভাব ও স্বাধীনতা, মায়ের কাছেও ছেলেরা তেমনি—সেখানে আর ছোটবড় কোথায়? মাতৃ মূর্ত্তিতে, মাতৃভক্তিতে বিভোর হ'য়ে মা সকল যখন সন্তানদের কাছে দাঁড়িয়ে সংসারের হিতাহিত অবশ্য কর্ত্তব্যের উপদেশ ও আদেশ করেন, তখন সুবোধ

বালকের মত আমরা তোমরা কেন না শুনব? আদেশ পালন করব না বুঝিনা। এরমধ্যে কিছু মারপেঁচ থাকতেই পারে না।

কুটদণ্ড—এত সরল যে তুমি, তা জানিনা—তোমার মনটা, প্রাণটা যেন কোন স্বর্গ রাজ্য থেকে এসেছে! বাস্তবিক তোমাদের আচারে ব্যবহারে, কার্য্যে, কথায় যেন সরলতা ও বিশ্বাসে ভরপুর হ'য়ে রয়েছে। তোমাদের ভাব ফুটন্তফুলের মত হাসি মাখা—সুবাসে ভরা, মনটা অনন্ত নীল আকাশের মত—চন্দ্রের জ্যোৎস্নার মত, তোমাদের স্নেহ চারি দিকে ছিটিয়ে পড়েছে।

সংঘশ্রী—এখন তোমরা সেই কামিনী ফুলের তলায় বসে আছ? বোধ হচ্ছে এখন কিছু খাও নাই—হাঁগো ছেলে! তুমিও কি ওপাগলের সঙ্গে পাগল হলে নাকি! চল, চল ছুটে কিছু খেয়ে—যা বলবার তা বল। বাবার মুখ শুকিয়ে গেছে!

বিজয়া—বাবা, খুজে খুজে সারা হ'লাম—ঐ দেখ—মা ওখানে দাড়িয়ে রয়েছে।

নিস্তারিণী—কামিনী গাছগুলোর তলায় ফুল বিছিয়ে পড়ে একেবারে সাদা হ'য়ে রয়েছে! সেই ফুলের আসনে বসে মজাকরে দু'জনে গল্প জুড়ে দিয়েছে। মা খুজে খুজে এখানে তাই এসেছে! বোধ হয় এখনি এসেছে—দাড়িয়ে দাড়িয়েই কি বলছে।

বিজয়া—কি আর বলবে—ছেলেরা খেলে কিনা তাই দেখতে এসেছে।

সংঘশ্রী—এসেছিস্—পাঠশালে গিয়ে ছেলে মেয়েদের খাইয়েছিস্—না কেমন আমাকেই খুজে মরছিস্।

নিস্তারিণী—তোমার বাপু ছেলেদের উপর যেমন—আমাদের বুঝি তা নাই। আমরা আগে সব ঠিক করেছি—তুমিই দেখছি পিছিয়ে পড়েছ।

আয় হন্ হন্ করে আর—কি কথা হচ্ছে শুনিগে।

বিজয়া—কথা শুনবার অত বাই আমার নাই—তুই শুনগে। ওগো তোমরা দুজনে বেশ নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে আছ—খেয়ে দেয়ে নাও—খাবার যে শুকিয়ে গেল।

কুটদণ্ড—হাঁ মা! তোমরা কি আমাদিকে খুজতেই বেরিএছ? আমাদের দেখছি ভারি অন্যায় হয়েছে! তিন তিন জনকে কষ্ট দিলাম। না চলুন! যাই।

বিজয়া—তুমি বাছা আমাদের ছোট ছেলে—আবদারে ছেলে, খটেল ছেলে। তোমাকে শান্ত না করলে যে কাজ পাই না।

কুটদণ্ড—চলুন হুইটস্, ভাই, চল। বেজায় ভুল হয়ে গেছে—এতক্ষণ যাওয়া উচিত ছিল।

হুইটস্—কি হে দাদা! এরি মধ্যে দেখছি যে সুবোধ শিশুর মত হয়ে পড়েছ নারীর অধিকারের কথা দিয়ে যে কত জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিচ্ছিলে। এক কথাতেই জল হ'য়ে পড়লে যে।

কুটদণ্ড—আমার মা যেমন আমাকে খাবার জন্য ডাকতেন ঠিক তাই ঠিক সেই রকম স্নেহে সেই রকম ভাষার সুরে এই মা ডাকলেন, আমার সকল অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে গেল—আমি আমাকে ভুলে গেছি, আমি যেন ঠিক আমার মাকেই দেখতে পচ্ছি আর পার্শ্বের দুইটীকে আমার বড়দিদি ও মাসি-মা রূপে দেখতে পাচ্ছি।

বিজয়া—বলি বোনপো আমাদিকে মা বনের মত দেখলে আমরাও ছেলে ভাইয়ের মত দেখি। সে দেখা ঠিক মনের প্রাণের টানের দেখা—সত্যকার দেখা।

লক্ষ্মী—বাবা, তোরা যে খানে যাবি সেই খানেই থাকবি। এই নে বাপু খাবার নে, ছেলে যেন আর কাহার নাই। ছেলেরা ত মায়ের দরদ বুঝলেনা।

সংঘশ্রী—ছেলে খেলায় ভুলে থাকে। খেলা পেলে ছেলে মেয়েদের খাবার কথা মনেই পড়ে না। ছেলের খিদে মা জানতে পারে মায়ের পেট জলে উঠে, ছেলেকে যতক্ষণ না খাওয়াব ততক্ষণ জ্বালা থাববে। ছেলের পেট ঠাণ্ডা হলেই মায়ের ক্ষুধার জ্বালা দুর হয়। তা বুঝিস্ ত?

লক্ষ্মী—খোটেল ছেলের 'কোট' থামান মা ছাড়া আর কেউ পারে না। 'কুটদণ্ড' আমাদের, খোটেল ছেলে! তাই মাকে দৌড়ে বেড়াতে হয়েছে।

সংঘশ্রী—দেখ্ বিজয়া! আমার এই 'খটেল ছেলের' যশে দেশ ভরে উঠবে, তখন বুঝবি এত আবদার, এত খোট্ সব পাল্টে গিয়ে কীর্ত্তি ও যশে পরিণত হয়েছে। ও আমারা ছেলের মত ছেলে! তোরা কি বুঝবি?

লক্ষ্মী—নাও—মায়ের খোটেল ছেলেকেই আগে দিই। ও গো তুমিও খাও। আয় লো বিজয়া আয়!

নিস্তারিণী—বাবা, দাঁড়ানা চাট্টি ফুল নিয়ে যাই।

বিজয়া—কামিনীফুল সকাল বেলা ঝড়ে যাবে, আয়, বৈকালে এসে নিস্!

কুটদণ্ড—হাঁ মা! এরা কারা? এদের বাড়ী কি এই গাঁয়েই?

সংঘশ্রী—আমাদের—এই সুপুরেই ঘর। এদেশে একঘর লোকের বাস বাবা!

কুটদণ্ড—এত বড় গ্রামে এক ঘর লোকের বাস! কত লোক, কত ঘর, আর মনে হল কত রকমের 'জাত' আছে। আর মা তুমি বলছ একঘর লোকের বাস!

সংঘশ্রী—হাঁ একঘর লোকের বাস। একজাতি, একজ্ঞাতি—একটা ঘরের মধ্যে কুলায় না বলে—সু-পুরের মধ্যে ছিটিয়ে রয়েছি। সকলেই আপন জাতি কুটুম্ব লইয়া আছি।

কর্ত্তা, গৃহিনীর তাবে সকলেই কাজ কর্ম্ম করে; চাস, বাস, দোকান, পাট, শিল্প বাণিজ্য সকলকেই করতে হয়—এটা একটা বড় গৃহস্থের সংসার কিনা। সংসারের যা কিছু কাজ তা সংসারের ছেলে মেয়ে বৌ বেটারাই করে। তারা আপনার মধ্যে সব গুছিয়ে করে নেয়, তাই আর কোথাও যেতে হয় না। বাহিরের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় না। ঘর থেকেই সব সঙ্কুলান হয়। পরস্পর সাহায্য করা আছে—বিনিময় আছে, কাজেই কিছুরই অভাব হয় না।

দলে দলে ভাগে ভাগে সব কাজ সুচারু ভাবে চালিয়ে নেয়। আবার দলের উপর সাধারণের নামে একটা পৃথক্ ব্যবস্থাও আছে। সেই ব্যবস্থার বাধ্য হ'তে তোমার এই খোজখবর লওয়া হয়, খাবার জোগাড় হয়, তোমার জন্য যা কিছু কর্ত্তব্য সব সেই খান থেকেই হয়। তুমি যখন আমাদের এক জাতি, এক জাতি হ'য়ে সু-পুরের এক পরিবার মধ্যে আসবে, তখন তোমার কর্ত্তব্য তুমি বুঝে নেবে।

জাতির মধ্যে আপাততঃ দুইটী জাতি আছে—নর ও নারী। তোরা দু'জনে মিলে একটি হয়ে 'সোনারতরী' ভাসিয়েছে। সু-পুর সেই সোনার তরীর উপর মাজান আছে বিশাল অনন্তের স্রোতে ভেসে চলেছে। ঈশ্বর জানেন এ তরী কোথায় গিয়ে কোন কূলে ভিড়বে!

রথেষ্টন— "বসন্ত আসিলে আনন্দে নিখিলে
ফুটে ওটেশত ফুল,
তরু লতা-রাজি কি মোহন-সাজি,
কাণে পরে শত দুল।

হে চির বসন্ত, হে চির-আনন্দ,
তেমতি ফুটাও ফুল ;
আমরা হাসিব, আমরা নাচিব,
মোরাও পরিব দুল।
দেয়ালি আসিলে, নগরে নিখিলে,
দীপ সাজানোর ঘটা,
কিবা চমৎকার, আলোর বাহার
নিখুঁত শোভার ছটা !
হে চির-দেয়ালি লয়ে দীপ ডালি,
তেমতি,—তেমতি এস ;
হে সুন্দর হরি হৃদয় নগরী
আলোকে সাজায়ে বস !"

(হরি মঙ্গল)

কূটদণ্ড—ওকে গান গাইতে গাইতে আসছে মা ! সুন্দর গলা—সুন্দর ভাব !

সংঘশ্রী—ইনি রথেষ্টন—সুপুর ইনিই' সাজিয়েছেন। কর্ম্মীর কর্ম্ম ফলে আনন্দের গীত ফুটে উঠেছে। তুমিও বাবা, আনন্দের পুত্র। দেবতার বরপুত্র হয়ে রথেষ্টনের গলা ধরে গাবে।

কূটদণ্ড—আসুন মহাশয় ! আপনি মহৎ লোক—দয়া করবেন।

রথেষ্টন—কি হে 'হেমদণ্ড' ভায়া, এখানে মায়ের কাছে দাঁড়িয়ে যে, কে ও হুইটস্ দাদা ! যেমন বুঝচ—ভাল ত !

হুইটস্—"মুস্‌কিল্‌কা ইস্ দুনিয়া মে ভাই রখো ধরম্ কি নিশানা
আখের হোয়েগা, সব ছুটেগা, হিঁয়া মাথা মোকান ঘর এসা।
ধরমকো ঠিক্ মে রাখো করম, প্রেমসে করো ভাই দিল্ নরন্
আগে চল ভাই পিছু নাহি রহো সব সে হো যাও সিয়ানা।
বান্দাবান্দী আমির ফকির, কাজি, হাজি, রাজা উজীর,
সব কোহি ভাই পেয়ার করো—মরণ কো নেহি ঠিকানা।"

কূটদণ্ড—আমি কোথায় রয়েছি যা—স্বর্গ ! না না আরও উচ্চে !

সংঘশ্রী—তোমার কথাই সত্য বাবা ! স্বর্গের চেয়েও উচ্চ এই স্থান।

এর কাছে, স্বর্গও অতি তুচ্ছ ! কূটদণ্ড ! তুমি এখন হ'তে 'হেমদণ্ড'—তুমি যোড় হাত করে মাতৃভূমির প্রতি দৃষ্টি কর—

"ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে
জীবন সমর্পণ
ওরে দীন তুই যোড়কর করি
কর তাহা দরশন।

শ্রীহরিদাস পালিত

কায়স্থ কি ?

২। কায়স্থ কি নহেন ?

(১) কায়স্থ "বর্ণভেদপূর্ব" অথচ "আচারপূত" জাতি বিশেষ নহেন।

পূর্ব প্রস্তাবে আমরা দেখিয়াছি যে আর্য-ঐতিহ্য অনুসারে আর্য-সমাজে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণচতুষ্টয়ের ভাগ শেষের পর সমাজের কোন অংশে "বর্ণভেদপূর্ব" অথচ "আচারপূত" এই দ্বিবিধ লক্ষণাক্রান্ত কোনও জাতির অস্তিত্ব ছিল না। বেদ এবং বেদসম্মত শাস্ত্রগ্রন্থসমূহকে যাঁহারা প্রমাণ স্বরূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত, তাঁহারা আমাদের এই উক্তির সহিত একমত হইবেন এরূপ আশা আমরা করিতে পারি। সুতরাং শীর্ষোক্ত "কায়স্থ কি নহেন ?" এই প্রশ্নের প্রথম উত্তরে গত প্রস্তাবের বিষয় পুনরুক্ত করিয়া বলিতে চাহি যে, কায়স্থ "বর্ণভেদপূর্ব" অথচ "আচারপূত" এবংবিধ কোন উদ্ভট জাতি নহেন।

(২) কায়স্থ মধ্য-এসিয়ার "স্কাইথিয়া" নামক জনপদ হইতে আগত জাতি বিশেষ নহেন।

পরলোকগত ইংরেজী সংস্কৃত এবং পালিভাষাবিদ প্রগাঢ় পণ্ডিত মহা-মহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র আচার্য-বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের লিখিত প্রস্তাব পাঠ করিবার সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই। গতসংখ্যা "কায়স্থ-সমাজের" ২৭০ পৃষ্ঠায় (শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ ঘোষজ মহাশয়ের লিখিত প্রস্তাবে) বিদ্যাভূষণের উক্তি স্বরূপ যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে দেখিতেছি যে

"করণ জাতি মধ্য-এসিয়ার Skythia নামক কোন জনপদ হইতে ভারতে আগমন করিয়াছিল বলিয়া স্কায়েথ বা কায়স্থ মধ্যেও পরিগণিত হইয়া থাকে। ****** মূল ক্ষত্রিয় জাতি ও করণ জাতির আদি নিবাস হয়ত একস্থানেই, উভয় জাতিই একবংশসম্ভূত; কিন্তু করণ জাতি অপেক্ষাকৃত পরবর্তী সময়ে আগমন করিয়াছিল বলিয়া স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হইয়াছে।" মূল পুস্তক অথবা প্রস্তাব দেখিতে পাইলে বুঝিতে পারিতাম এতবড় একটা ঐতিহাসিক সংবাদের মূল কি; তাহা হইতে আমরা যখন বঞ্চিত, তখন শ্রীযুক্ত নিখিল-নাথের উপরই নির্ভর করিতে আমরা বাধ্য। বিনা প্রমাণে অধুনা আমরা যখন বেদ-ব্যাসের উক্তিও গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ, তখন বিনাপ্রমাণে আমরা এই উক্তিও গ্রহণে অক্ষম, তাহা স্বীকার করিতেছি।" মূল ক্ষত্রিয় জাতি ও করণ জাতির আদি নিবাস হয়ত এক স্থানেই এবং তাহা স্কাইথিয়া (Skythia) নামক কোন জনপদ বিশেষে ছিল;"—এই কথা বিনা প্রমাণে আমরা কিছুতেই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি। এরূপ ভাবে ভরতখণ্ডে আর্য্যাভিযান (Aryan Invasion) থিওরীর আমরা আদৌ পক্ষপাতী নহি।

প্রথমত Skythia (স্কাইথিয়া) বলিয়া মধ্য-এসিয়ায় যে কোন জনপদ বিশেষ ছিল, তাহার প্রমাণ কি? সিথীয়া, অথবা স্কাইথিয়া (Skythia or Scythia) দেশের নাম প্রাচীন গ্রীক গ্রন্থকারগণের পুস্তকেই পাওয়া যায়। তাঁহাদের মতে ইহা জনপদ বিশেষ নহে কিন্তু বিশাল দেশ,—মহাদেশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রাচীন গ্রীকগণ (বর্ত্তমান) দক্ষিণ য়ুরোপের কার্পেথীয় (Carpathians) পর্ব্বত মালা হইতে বর্ত্তমান এসিয়ার ককেশাশ (caucasus) পর্ব্বতমালা পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগের নাম সাধারণ অর্থে শিথিলভাবে Scythia (সাইথিয়া, সিথীয়া অথবা স্কাইথিয়া) রাখিয়াছিলেন১; আর প্রাচীন গ্রীকগণের "ককেশাশ" বর্ত্তমান "ককেশাশ" নহে,—উহা টরাস (Tauras) হইতে হিমালয় (The Himalay) পর্য্যন্ত বিস্তৃত এসিয়ার মহাপর্ব্বতমালাকে বুঝাইত২ পৌরাণিকগণের মতে উহাই "হিমবান" বর্ষপর্ব্বত।

(১) Nelson's Encyclopædia, Vol. xx, p. 271 Art. Scythia.
(২) Charles Rollin's Ancient History Vol. I. Intro: pxvi, Arian quotes in সমসাময়িক ভারত, Vol. I. p. 35 ইত্যাদি।

হেরোডোটাস, ষ্ট্রাবো এবং ডাইওডোরাস সিকিউলাস প্রমুখ প্রাচীন গ্রন্থকারগণের মতে তাহা হইলে পূর্ব্বে প্রশান্ত মহাসাগর হইতে পশ্চিমে য়ুরোপ পর্য্যন্ত সুবিশাল মহাদেশকে Scythia (সিথীয়া বা সাইথিয়া) সাধারণ নামে বুঝাইতেছে। এই হেতু প্রাচীনেরা এই বিশাল মহাদেশকে য়ুরোপীয়ান এবং এসিয়াটীক এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। রলিন্, বলিনসন, টড্ এবং অন্যান্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক ঐতিহাসিকগণ এই দেশের সম্বন্ধে অনেক লেখা পড়া করিয়াগিয়াছেন৩। তাঁহাদের মতে মোগল, হুন, জিট, (বা গীট্) মাসাজিট (মাসাগীট), অসি, উপসানী, সারি, সকরণলি ইত্যাদি বহু নামধেয়জাতিকে সাধারণ ভাবে সিথীয় বা (Scythic, sacaus or Sacal) বলিত।৪ কোনও কোন পণ্ডিতের মতে Oxus (বৈদিক য়ক্ষু বা পৌরাণিক চক্ষু?) এবং Jaxartes (or Syrdaryia পৌরাণিক সীতা?) নদীর উৎপত্তি স্থানে "সাকিটাই" (সাকিতাই, সাকিতা অথবা চাষতাই) নামে এক জনপদ বিশেষ ছিল; কিন্তু এই বিশাল সিথীয়া অথবা ক্ষুদ্র সাকিটাই দেশের কোনও স্থানে যে কোনও কালে "করণ" নামধেয় কোন জাতি "ক্ষত্রিয়" নামক জাতিবিশেষের সহিত একত্র বাস করিত, এবং প্রাগৈতিহাসিক অথবা ঐতিহাসিক কোন কালে যে তাঁহারা ইণ্ডিয়া অথবা ভরতখণ্ডে প্রবেশ করিয়া পরে "কায়স্থ" নামে অভিহিত হইয়াছিল, তাহার কোনও প্রমাণ আমরা অনুসন্ধান করিয়া পাই নাই।

কর্ণেল টড্ আধুনিক "রাজপুত" নামে পরিচিত" রাজপুতানার" অধিবাসীদিগকে প্রধানতঃ সিথীয় বলিয়াছেন। "শক" নামধেয় প্রাচীন ভারতীয় রাজবংশের কথা আমাদের পৌরাণিক সাহিত্যের যত্র তত্র "যবন"

(৩) Rollin's Ancient History, George Rawlinson's "The five Great Monarchies" James Tod's "Rajsthan," "Historians History of the world", Grotes "History of Greece." ইত্যাদি ইত্যাদি।
(৪) Tod's Rajsthan, Vol. I,Ch. VI, quoting many ancient authorities.
(৫) Tod's Rajsthan Vol I, p. 65 and footnote (Ambika Ukils Edition.)

"কাম্বোজ" "পারদ" এবং "পহ্লবা'দির সাহত পাওয়া যায়। সেই শকের সহিত স্বর্গগত সতীশ বিদ্যাভূষণের কথিত "করণ" এবং ক্ষত্রিয় জাতির কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা আমরা বলিতে পারি না;—তৎসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য ঢাকার সাহিত্যপরিষৎপত্রিকা "প্রতিভায়" কিছু কিছু আমরা বলিয়াছি। রাজপুত রাজকুলের মধ্যে "কাট্টি" নামক এক কুলের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং কর্ণেল টড্ তাঁহাদের নাম হইতে "কাটিওয়াড় (গুজরাট) উপদ্বীপের নামকরণ হইয়াছে এবং তাহারা সিথীয় জাতির অন্তর্গত এই মত প্রকাশ করিয়াছেন।[৭] মহারাজ শূদ্রক প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ প্রকরণ "মৃচ্ছকটিক" কাব্যে "খট্টি" বা "খত্তি" নামক এক ম্লেচ্ছ-জাতির নাম পাওয়া যায়।[৬] এতদ্ভিন্ন এসিয়ামাইনর প্রদেশে অতি-প্রাচীন কালে প্রাচীন বাইবেল প্রখ্যাত "হিট্টাইট্" Hittites নামে একজাতি বাস করিত; মিশরীয়েরা উহাদিগকে "খেতা" Kheta (এবং এসিরিয় বা অসুরেরা "খত্তি) Khatti বলিত।[৭] এই শেষোক্ত খত্তিই পরিবর্তিত আকারে বণিগ্জাতীয় "ক্ষত্তৃ" অথবা যুদ্ধব্যবসায়ী "কাট্টিতে" পরিণত হইয়াছে তাহা বলিতে পারা কঠিন; দুইএর একতর অথবা দুইই হওয়াও বিচিত্র নহে।

আর্মানিয়ার প্রদেশ বিদেশ শকগণের অধিকৃত হওয়ায় "শকসেনী" (Sacasenæ) এবং বর্তমান পারস্যদেশের "সিষ্টান" প্রদেশ পরবর্তীকালে সমান কারণেই "শকস্থান" (Sakastane) নামে পরিচিত হওয়ার কথা য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায়।[৮] ইংরাজ ঐতিহাসিক টারনার Anglo Saxson (প্রাচীন ইংরাজদিগকে

(৬) খস-খত্তি-খড়-খড়ট্টোবিল-কর্ণাট-কর্ণপ্রাবরণ দ্রাবিড়-চোল-চীন-বর্বর-খের - খান - মুখ-মধুঘাত প্রভৃতীনাং ম্লেচ্ছজাতীনাং—"ইত্যাদি, ষষ্ঠ অঙ্ক, চন্দনবাক্য. ১৭২ পৃষ্ঠা (নির্ণয়সাগর, বোম্বাই সংস্করণ)

(৭) Historian's History of the world, Vol. II. P. 380.

(৮) *Strabo*, Lib. XI. P. 254 and footnote P. 191 Vol. I. Intro : quoted by Tod in Page 63, *Rajsthan* Vol I. P. 63 (Ambika Ukil's Edition.) Nelson's Encyclopædia Vol XX. P. 271.

শকসেনীগণের-ই বংশধর বলিয়া নির্দেশ করিতে চাহেন।[৯] আর্যাবর্তের "সেন" অথবা সখসেন কায়স্থদিগকে কোনও স্বদেশী অথবা বিদেশী ঐতিহাসিক এই Sakasenæ (শকসেনী) গণের অথবা Anglo-Saxon ইংরাজ) দিগের নৈবিষ্টদায়াদরূপে পরিচিত করিয়াছেন কি না তাহা আমরা অবগত নহি।

আমাদের পুরাণে "শাকদ্বীপ" নামক এক মহাদ্বীপের বর্ণনা আছে; সেই বর্ণনার ভাব ভঙ্গী দেখিয়া তাহাকে যথার্থ বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিতে সন্দেহ হয়। দধিমণ্ডোদক সমুদ্রে পরিবেষ্টিত সেই দ্বীপ (মতান্তরে ক্ষীর-জল-বেষ্টিত) জম্বুদ্বীপ অপেক্ষা আয়তনে বত্রিশগুণ অধিক মতান্তরে জম্বুদ্বীপের দ্বিগুণ) বর্তমান পৃথিবীর ভূগোলে এই শাকদ্বীপের স্থান কোথায় তাহা নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। মহাভারতের মতে শাকদ্বীপে চারিটী পুণ্য জনপদ আছে, তাহাদের নাম যথাক্রমে "মঙ্গ" মশক," "মানস" এবং "মন্দগ এবং "মঙ্গ" প্রদেশ ব্রাহ্মণগণের, "মশক" ক্ষত্রিয়দিগের, "মানস" বৈশ্যগণের এবং "মন্দগ" শূদ্রগণের দ্বারা অধ্যুষিত শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণ এই "মঙ্গ" অথবা "মগ" The Magis of the Greeko ? ব্রাহ্মণ বলিয়া আপনাদিগকে পরিচিত করিয়া থাকেন। শাকদ্বীপীয় কুলসম্ভূত স্বর্গত সতীশবিদ্যাভূষণ শাকদ্বীপের কি পরিচয় দিয়া গিয়াছেন তাহা আমরা অবগত নহি। পুরাণের শকক্ষত্রিয়গণের নিবাস পৌরাণিক শাকদ্বীপ নহে, পরন্তু পৌরাণিক জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত ভারতবর্ষেরই মধ্যে (Indiaর মধ্যে নহে) বলিয়া আমাদের অভিমত পূর্বেই "প্রতিভা" পত্রে ব্যক্ত করিয়াছি। পারস্যের অন্তর্গত "শকস্থান" অথবা আর্মেণিয়ার অন্তর্গত "শকসেনী" যদি শক ক্ষত্রিয়গণের আদিম নিবাস হয়, তাহা হইলে তাহারা প্রাচীন ভারতবর্ষেরই অন্তর্গত বলিতে হইবে; আর যদি শক ক্ষত্রিয়গণের প্রথম নিবাস য়ুরোপীয়গণ কথিত Scythia (স্কাইথিয়া অথবা সিথীয়া) হয়, তাহা হইলেও সেস্থান পৌরাণিক জম্বুদ্বীপের বাহিরে ছিল বলিয়া বোধ হয় না। শকগণকে বেদব্যাস সূর্যবংশীয় ইক্ষ্বাকুপুত্র নরিষ্যন্ত রাজার বংশসম্ভূত বলিয়া গিয়াছেন। যাহাই হউক, কায়স্থ মহাশয়গণকে Scythia

(৯) Turner's History of the Anglo-Saxons.

নিবাসী কাল্পনিক "করণ"জাতির বংশধর বলিয়া গণ্য করিতে আমরা প্রস্তুত নহি।

(৩) "কায়স্থ" পারসীক সম্রাট্ "বিষ্টাশ্ব" অথবা "বিষ্টরাশ্ব"পুত্র বিখ্যাত "দর্যবুঃ"র (Darius, the son of Hystaspes of the Greeks) শিলালিপি প্রথিত "খ্ষায়থিয়" (Khshayathiya) জাতি নহেন।

কোন কোন পণ্ডিত "কায়স্থ" শব্দের নাম-নিরুক্তি স্থির করিতে গিয়া পারসীকপতি বিষ্টাশ্ব অথবা বিষ্টরাশ্ব-পুত্র "দর্যবুঃ" মহারাজের শিলালিপির উক্ত "খ্ষায়থিয়" শব্দ হইতে "ক্ষত্রিয়" এবং পরে তাহা হইতে প্রাকৃতিক বর্ণ-বিপর্য্যয়বশতঃ "কায়স্থ" শব্দের উদ্ভব-কল্পনা করিয়াছেন। সংস্কৃত অথবা সংস্কৃতানুযায়িনী ভাষার নাম লইয়া যুরোপীয়গণ যতদূর বিভ্রাট বাধাইতে পটু, তাহা অনেকেরই সুবিদিত আছে; গ্রীকগণ আবার এই বিষয়ের চূড়ায় উঠিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্তকে "সাণ্ড্রাকোপ্টাস্" এবং নন্দকে কখনও "এলেক্জাণ্ড্রাম্" কখনওবা "জাণ্ড্রাম" করার কাহিনী ত বিদ্যালয়ের বালকদিগেরও অবগত। "দর্যবুঃ"কে তাঁহারা Darius এবং তাঁহার পিতা বিষ্টাশ্ব অথবা বিষ্টরাশ্বকে Hystaspes করিয়াছেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক জর্জ রলিনসন্, তাঁহার পুস্তকে এই দুইটী নাম যথাক্রমে "Daryavush" এবং "Vishstaspa" এই ভাবে রোমান অক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছেন। গ্রীকগণের প্রসিদ্ধ Cyrusকে তিনি Kurush (কুরুঃ) লিখিয়াছেন। প্রাচীন জেন্দভাষার ব্যাকরণ মতে ই, ঈ, এবং উ, ঊ স্বর কোন নামের পরে থাকিলে তাহাতে প্রথমা-বিভক্তি sh অথবা s (সংস্কৃত ব্যাকরণের 'সু') যুক্ত হইয়া থাকে। এই রলিনসন সাহেবের রোমান লিপি হইতে আমরা দেখিতে পাই মহারাজ দর্যবুঃ আপনাকে একস্থানে Khshayathiya বা ক্ষত্রিয়ঃ এবং অন্যত্র Khshayathiya Khshayataiyanam অথবা ক্ষত্রিয়ঃ ক্ষত্রিয়াণাম্" বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। প্রাচীন জেন্দ (পারসীক) ভাষায় Khshatram (ক্ষত্রম্) শব্দের অর্থ রাজ্য, Khshayathiya ক্ষত্রিয় শব্দে রাজা এবং Khshayathiya Khshayathiyanam (ক্ষত্রিয়ঃ ক্ষত্রিয়াণাম্) শব্দে রাজার রাজা বা মহারাজা বুঝাইয়া থাকে। Khshatra (ক্ষত্র) শব্দে ঐ ভাষায় রাজ্য ব্যতীত "পুত্র" এবং "মুকুট" (Crown) ও বুঝাইত বলিয়া সামন্তরাজাকে Khshatrapa (ক্ষত্রপাঃ, ক্ষত্রপঃ, ছত্রপ অথবা

ছত্রপতি) বলিত।১০ সংস্কৃত "ক্ষত্রিয়" শব্দের অর্থও রাজা; সুতরাং যদি সংস্কৃত ভাষায় "ক্ষত্রিয়" শব্দের অপভ্রংশে কায়স্থ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে অপভ্রংশ সংস্কৃত (ম্লেচ্ছ বা অসুর) ভাষার 'খ্ষায়থিয়' হইতে 'কায়স্থ' শব্দের উদ্ভবও আমাদের মতে সিদ্ধ হইতে পারে না।১১ 'খ্ষায়থিয়' বা পারসীক ক্ষত্রিয়েরা ভরতখণ্ডে (India) প্রবেশ করিয়া বহুপ্রচলিত 'ক্ষত্রিয়' নামের পরিবর্তে 'কায়স্থ' নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা নিতান্তই কষ্টকল্পনা-সঞ্জাত বলিয়া আমরা এই উপপত্তি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছি।

(৪) কায়স্থ ক্ষত্রিয়-বৈশ্যা অথবা বৈশ্য-শূদ্রা প্রভব "করণ" নহেন।

ব্রাহ্মণই হউন অথবা অব্রাহ্মণই হউন, কায়স্থগণকে "অনুলোম প্রভব করণ" বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে অনেকেই অগ্রসর হইয়াছিলেন। পরলোকগত বৈদ্য মহামহোপাধ্যায়কল্প পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন এ সম্বন্ধে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও বিফলপ্রযত্ন হইয়াছেন। বঙ্গজ-কায়স্থ-কুলসম্ভূত শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি-এ এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গীষ্পতি (গীঃপতি, গীর্পতি না গীষ্পতি ?১২ কাব্যতীর্থ মহাশয়দ্বয়ও সৌভাগ্যবশতঃ কায়স্থকে এই অনুলোম-প্রভব 'করণ' বলেন নাই। মনুসংহিতা শাস্ত্রে কোনওরূপ "অনুলোমপ্রভব করণের" উল্লেখ নাই; তাঁহার মতে প্রথমোক্ত (ক্ষত্রিয়-বৈশ্যা প্রভব) 'করণ'কে তিনি 'ক্ষত্রিয়'বর্ণের এবং শেষোক্তকে (বৈশ্যশূদ্রাপ্রভবকে) 'বৈশ্য' বর্ণের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করায় ইহাদের কোনও নাম অথবা বৃত্তির ব্যবস্থা করা তিনি আবশ্যক মনে করেন নাই। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে ক্ষত্রিয়-বৈশ্যা-প্রভবের নাম 'মাহিষ্য' এবং বৈশ্যশূদ্রাপ্রভবের নাম 'করণ';

(১০) George Rawlinson's "Five Great Monarchies" Vol. IV. P. P. 210—225. এই পুস্তকে প্রাচীন জেন্দভাষার ব্যাকরণ ও শব্দ ঘটনার বেশ একটু বর্ণনা পাওয়া যায়।

(১১) পতঞ্জলির পাণিনীয় মহাভাষ্য, শব্দানুশাসন, ১ হইতে ১০ পৃষ্ঠা। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট সংস্করণ।

(১২) অহরাদেঃ পত্যাদৌ বা। অহঃপতিঃ অহর্পতিঃ, গীঃপতিঃ গীর্পতিঃ গীষ্পতিরিত্যাধুঃ" সংক্ষিপ্তসারে, সন্ধিপাদে ১৬৪ সূত্র, জুমরনন্দী কৃত-বৃত্তি।

অন্যান্য স্মৃতিকারগণও কেহ কেহ যাজ্ঞবল্ক্যের অনুসরণ করিয়াছেন। বৌধায়নের মতে এই বৈশ্যাশূদ্রাপ্রভবেরই নাম 'রথকার'। কায়স্থজাতির (Civil Service) সহিত এই 'মাহিষ্য', 'করণ' অথবা 'রথকার'গণের জাতীয় বৃত্তির আদৌ কোনরূপ সাদৃশ্য না থাকায়, গায়ের জোরে অথবা মুখের জোরে কায়স্থকে ইহাদের কাহারও পংক্তিতে বসাইয়া দেওয়া সঙ্গত হইবে না। শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ ঘোষজ মহাশয় গত সংখ্যা 'কায়স্থ-সমাজে'র 'কায়স্থ ক্ষত্রিয় না স্বতন্ত্রজাতি' শীর্ষক প্রবন্ধে "করণ" সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন, (মনুক্ত করণ ভিন্ন) সেই আলোচনা শাস্ত্রসম্মত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। গৌতম (৪র্থ অধ্যায়) নিজে 'করণ'কে অনুলোমজাত কোনপ্রকার জাতির মধ্যে স্বীকার করেন নাই, অপরের মতস্বরূপে উহার উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র।

(৫) কায়স্থ মনুক্ত 'করণ' কি ?—বোধ হয় না।

মনু মহারাজ তাঁহার স্মৃতির দশম অধ্যায়ে 'পৌণ্ড্রক, ওড্র, দ্রবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, দরদ, কিরাত এবং খশ, এই দ্বাদশ প্রকার ক্ষত্রিয় 'জাতি' ক্রিয়ালোপ এবং ব্রাহ্মণগণের অদর্শন-নিবন্ধন 'বৃষলত্ব' প্রাপ্ত হইবার ঐতিহ্য লিপিবদ্ধ করিবার অগ্রে বলিয়াছেন যে 'ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, (লিচ্ছবি), নট, করণ, খস এবং দ্রবিড়' এই সাত জাতি ব্রতভ্রষ্ট অথবা 'ব্রাত্য' ক্ষত্রিয় হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। সগর রাজার সহিত শত্রুতার জন্য লাঞ্ছিত ক্ষত্রিয় জাতিগুলির মধ্যে 'শক, যবন, পারদ, পহ্লব, কাম্বোজ, কিরাত, কলিস্পর্শ (কৌলিসর্প), মাহিষিক, দরদ চোল, খস, কেরল, তুষার, মদ্র, কিষ্কিন্ধ্যক, কৌন্তল, বঙ্গ, সাল্ব কৌষ্ণ, কলিঙ্গ, পুলিন্দ, উশীনর" প্রভৃতি নাম পৌরাণিক গ্রন্থাবলীতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল পৌরাণিক ক্ষত্রিয় জাতিগুলিকে বর্তমান ভারতীয় ক্ষত্রিয় সমাজের ভিতর হইতে খুঁজিয়া বাহির করা দুষ্কর হইবে সন্দেহ নাই।" ইহারা, ব্রাত্যতাই প্রাপ্ত হউন অথবা "বৃষলত্ব"ই প্রাপ্ত হউন, ক্ষত্রিয়বর্ণ হইতে কদাপি চ্যুত হন নাই। শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিবৃন্দের নিকটও এইরূপ তর্ক অথবা বিচারের কথা তুলিতে হয়, ইহাই দুঃখের কথা। ব্রাহ্মণ যদি স্বেচ্ছায় পরকে বিষ খাওয়াইয়া পরের ঘর পুড়াইয়া দিয়া, মাংস বিক্রয় করিয়া, বেদ-বিক্রয় করিয়া, নানারূপ অকথ্য কর্মের ও ধর্মের ব্যভিচার করিয়াও 'ব্রাহ্মণ'ই থাকেন, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়বর্ণের বেলা, পৃথগ্‌ব্যবহার (law)

হইবে কেন? প্রকৃতপক্ষে তাহা হয়ও নাই।" 'বৃষল' শব্দের অর্থ 'ব্রাত্য' শব্দের প্রায় সমান। মনু মহারাজের মতে যথাকালে (ষোড়শবর্ষের মধ্যে ব্রাহ্মণের দ্বাবিংশবর্ষের মধ্যে ক্ষত্রিয়ের এবং চতুর্বিংশ বর্ষের মধ্যে বৈশ্যের) যে সকল দ্বিজের উপনয়ন সংস্কার (ব্রতগ্রহণ) না হয়, তাহাদিগকে 'ব্রাত্য' এবং যাহারা 'বৃষ' অর্থাৎ ধর্মকে 'অলং' বা অগ্রাহ্য করে, তাহাদিগকে 'বৃষল' বলে। পরাশর ঋষির মতে কলির ধর্মপ্রবক্তা অথবা (Law Giver) যে সকল দ্বিজ অগ্নিহোত্র হইতে ভ্রষ্ট, সন্ধ্যোপাসনা বর্জিত এবং বেদাধ্যয়নবিমুখ, তাহাদিগকেই 'বৃষল" বলে। কোনও স্মৃতি-সংহিতায় শূদ্রকে "বৃষল' বলা হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। তবে শূদ্রেরও ধর্ম অথবা সংস্কার নাই এই হেতু পরে অগ্নিপুরাণের "অভিধান" অধ্যায় এবং তাহা হইতে অমরসিংহ প্রমুখ কোষ-কার "শূদ্র" শব্দের পর্যায়ে "বৃষল" শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন। মনুক্ত পরিভাষা পরিত্যাগ করিয়া লৌকিক শাব্দিকগণের গৃহীত পরিভাষার সহায়তায় মনুক্ত শাস্ত্র-বাক্যের অর্থ করা সমীচীন নহে; সুতরাং মনুকথিত "পৌণ্ড্রকাদি" দ্বাদশ জাতির "বৃষলত্ব" অথবা ঝল্লমল্লাদি সাতটি জাতির "ব্রাত্যত্ব" নিবন্ধন তাঁহারা ক্ষত্রিয় বর্ণের মধ্যে নিম্নতর পর্যায়ভুক্ত হইতে পারেন মাত্র;—কিন্তু ক্ষত্রিয়বর্ণ হইতে অপসারিত হইয়া "শূদ্রবর্ণে"র সামিল হইতে পারেন না। পাঠকগণ লক্ষ্য করিয়াছেন যে "খস" এবং "দ্রবিড়" এই দুইটি জাতি 'বৃষলত্ব এবং ব্রাত্যত্ব" উভয় দোষেরই অধীন হইয়াছেন। মনু অথবা পরাশরের পরিভাষা মানিয়া চলিলে বর্তমান কত ব্রাহ্মণ-সন্তানের যে "বৃষলত্ব" প্রাপ্তি ঘটিয়াছে, তাহার কে গণনা করিবে? পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক প্রমাণে অথবা দেখিতে পাইতেছি যে "বৃষল" অথবা "ব্রাত্য" বলিয়া ভরতখণ্ডে উক্ত উভয় শ্রেণীর ক্ষত্রিয়ের কখনও ক্ষত্রিয়-মর্যাদা লুপ্ত হয় নাই। কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণের সহিত কৌরব বংশের বিশেষ আত্মীয়তা ছিল। কাম্বোজ, যবন, শক, খস, পুলিন্দ, দ্রাবিড় এবং অন্ধ্রক প্রমুখ জাতিব্যূহ অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণের সহিত মহাভারতীয় মহাযুদ্ধে কুরুপক্ষে যোগদান করিয়া তাঁহাদের ক্ষত্রিয়বর্ণের সম্মান রক্ষা করিয়াছেন।১৩ এই সকল জাতি

(১৩) মহাভারত, উদ্যোগপর্ব, ১৬০ অধ্যায়, ১০৩ শ্লোক, ঐ ১৯৪ অধ্যায় ৭ম শ্লোক, শল্যপর্ব, ৪র্থ অধ্যায়, ৪২—২৫ শ্লোক, স্ত্রীপর্ব, ইত্যাদি। আদিপর্ব, ১৬৮ এবং ১৮৭ অধ্যায়ে

যে ক্ষত্রিয় তাহা ব্যাকরণের অভ্রান্ত প্রমাণেই বুঝিতে পারা যায়,১৪ তজ্জন্য প্রমাণান্তরের আবশ্যকতা নাই। মহাভারতের সময়ে যাদবেরা ব্রাত্য ছিলেন; তথাপি তাহাদের ক্ষত্রিয়ত্বের প্রতি কেহই সন্দিহান হন নাই। যাদব, ভোজ এবং যবন জাতীয় ক্ষত্রিয়েরা তুল্য ভাবাপন্নই ছিলেন, সন্দেহ নাই। স্বগোত্র-বিবাহ, মাতুল-সম্বন্ধ, মদ্য-মাংসের যথেচ্ছ ব্যবহার এবং বেশ্যা-সংসর্গ যাদবগণের মধ্যে বহুধা প্রচলিত ছিল, তাহাও দেখিতে পাওয়া যায়;১৫ তথাপি, তাঁহাদের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী কখনই উপেক্ষিত হয় নাই। আজও যদুবংশীয় ক্ষত্রিয়েরা জগলমীর রাজ্যে (রাজপুতনার মধ্যে) স্বাধীন ভাবে জাতীয়তার সম্মান রক্ষা করিতেছেন! জামনগরের রাজারাও যদুবংশীয় বলিয়াই পরিচয় দিয়া থাকেন। মনু-মহারাজ যাঁহাদিগকে ব্রাত্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে বৈশালীর "লিচ্ছবি" (নিচ্ছিবি-মনুর) এবং কুশীনগর ও পাবানগরীর "মল্লেরা" শাক্যবুদ্ধের জীবন-কালে খুব কুলীন ক্ষত্রিয় জাতি বলিয়া সম্মানিত হইতেন।১৬ শাক্যবুদ্ধের পর ও আসমুদ্র-ভরত-খণ্ডের মহারাজ চক্রবর্তী "পৃথিবীতে অপ্রতিরথ, চিরোৎসন্ন অশ্বমেধ যাজী, মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্রগুপ্তদেবের পুত্র মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্তদেব" আপনাকে "লিচ্ছবি-দৌহিত্র" বলিয়া পরিচিত করিয়া পরম-সম্মানিত বোধ করিয়াছেন,১৭

দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভার নিমন্ত্রণেও পৌণ্ড্রকদের কিরাতরাজ ভগদত্ত, কাম্বোজ সুদক্ষিণ, যবনাধিপ প্রমুখ "অসংখ্যাত, মহাত্মা, ক্ষত্রিয়র্ষভ রাজা" (৫ম শ্লোক, ১৮০ অধ্যায়। (১৪) জনপদশব্দাৎ ক্ষত্রিয়-শব্দাদঞ্; পাণিনি, ৪।১।১৬৮। সূত্র এবং তাহার বার্তিক।

(১৫) বৃষ্ণিবংশীয় অনমিত্রের পৌত্রী সত্যভামা ঐ বংশীয় শ্রীকৃষ্ণের পত্নী; বৃষ্ণিবংশীয় পুনর্বসুর পৌত্র দেবকের দেবকী প্রমুখা সাত কন্যাকেই ঐ বৃষ্ণিবংশীয় বসুদেব বিবাহ করেন। এ কেবল স্বগোত্র-বিবাহ নহে,—নিকট জ্ঞাতির মধ্যে বিবাহ; মাতুল সম্বন্ধ প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের সুস্পষ্ট, অর্জ্জুনের সুভদ্রা-বিবাহও তাহাই। এরূপ নিদর্শন অনেক থাকিয়াই যদুবংশের উপর "পাপান্ মাতুল-সম্বন্ধাদ্ দুষ্প্রজা তে ভবিষ্যতি" বলিয়া যযাতির শাপ কথিত হইয়াছে (বায়ুঃ পু ৯৩ অধ্যায়, মৎস্যপুরাণ ৩৪ অধ্যায়, বিষ্ণুপুরাণ ৪র্থ অংশ, ১০ অধ্যায় ইত্যাদি) মদ্যমাংসের এবং বেশ্যা ব্যবহার সম্বন্ধে হরিবংশে, বিষ্ণুপর্ব ৮৭ অধ্যায় হইতে ৯০ অধ্যায় পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য।

(১৬) মহাপরিনির্বান সূত্র।

(১৭) সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভলিপি।

এবং গুপ্তরাজ-বংশের সহিত এই লিচ্ছবি-সম্বন্ধের কথা পরমসম্মান জনক বোধে ঐ বংশের প্রত্যেক সম্রাটই ঘোষণা করিয়াছেন।১৮ মনুক্ত ব্রাত্য "ঝল্লগণই" আধুনিক "ঝালওয়াড়" রাজ্যের স্থাপয়িতা "ঝালা" রাজপুত নামে সম্মানিত হইয়াছেন এবং ঊনবিংশতাব্দের প্রথম ভাগে ঝালাবংশসম্ভূত বিখ্যাত জালিমসিংহ কোটারাজ্যের কর্ণধাররূপে শিবাজীর ন্যায় শৌর্য-বীর্য এবং কর্মের পরিচয় দিয়া সুক্ষধী অমর যশোলাভ করিয়াগিয়াছেন। জর্মান বিসমার্কের মত এই জালিম সিংহই গত শতাব্দের বিষম রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত হইতে "রাজবারার" রাজকুলের রক্ষাকর্তা বলিয়া ইতিহাসে পূজিত হইয়াছেন। আমাদের কথা এই যে, "পৌণ্ড্রক-কাম্বোজ যবনাদি" বৃষলত্ব প্রাপ্ত অথবা "ঝল্লমল্লনিচ্ছিবি" প্রমুখ ব্রাত্যতাগ্রস্ত ক্ষত্রিয়-জাতির কোন কালেই ক্ষত্রিয়বর্ণ হইতে চ্যুতি ঘটে নাই,—সুতরাং ব্রাত্য বলিয়া মনুক্ত "করণের" ও ক্ষত্রিয়ত্ব ধ্বংস-প্রাপ্ত হয় নাই। আমাদের বিশ্বাস যে এই "করণ" জাতি শক, যবন, পৌণ্ড্রকাদির মত ভরতখণ্ডের অন্যান্য ক্ষত্রিয়-জাতির সহিত মিশিয়া গিয়াছেন। মনুক্ত "করণ জাতি"র লেখনবৃত্তি ঐতিহ্য-মনুসংহিতায় অথবা অন্য-স্মৃতি-শাস্ত্রে আমরা খুজিয়া পাই নাই;—যদি কোনও পাঠক কৃপা করিয়া উহার ঠিকানা বলিয়া দেন তাহা হইলে পরম উপকৃত বোধ করিব। বৃষলত্ব এবং ব্রাত্যতা প্রাপ্ত জাতীয় ক্ষত্রিয়-জাতিকে পরিত্যাগ করিয়া "করণ" একাকী সহসা লেখকের বৃত্তি এবং "কায়স্থ" সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। সেই হেতু আমাদের মনে হয়, কায়স্থ মনুক্ত করণও হবেন।

(৬) তবে, কায়স্থ কি?—কায়স্থ, "কায়স্থ" ভিন্ন আর কিছুই হবেন।

যতদূর অনুসন্ধান করিয়াছি, তাহাতে জাতির হিসাবে কায়স্থকে "কায়স্থ" ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারি না। আমরা বংশ-পরম্পরাক্রমে শিখিয়াছি যে আমরা কায়স্থ;—সুতরাং কায়স্থকে "কায়স্থ" ভিন্ন আর কি বলিতে

(১৮) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের "মথুরা" লিপি, কুমারগুপ্তের "গধবা" লিপি, স্কন্দগুপ্তের "ভিতর" লিপি ইত্যাদি ইত্যাদি Fleet Gupta Inscriptions।

পারি? বিষ্ণু এবং যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে অপরার্ক বীরমিত্রোদয়ধৃত অন্যান্য স্মৃতিতেও কায়স্থের "নাম এবং কর্ম্মের উল্লেখ দেখিয়া উহা আমাদের জাতিকে বুঝায় না, এরূপ মনে করিবার কারণাভাব। ব্রাহ্মণগণের লিখিত শাস্ত্র অথবা অপর গ্রন্থাবলীতে "কায়স্থে"র উপর স্থানে অস্থানে যে সকল সুমিষ্ট প্রশংসা অথবা নিতান্ত তিক্ত নিন্দাবাণী প্রযুক্ত হইয়াছে, (এমন কি মহারাজ শূদ্রকও তদীয় মৃচ্ছকটিক নাটকের বিদূষক (ব্রাহ্মণ কি না!) মৈত্রেয় মুখে "কায়স্থের কোষ্ঠী-কর্ত্তন" করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই!১৯ সেই সব ব্যঙ্গ বিদ্রূপ এবং গালাগালির কথা বর্ত্তমান পাঠক সমাজে পুনরুক্ত করিবার আবশ্যকতা নাই;—কারণ ব্রাহ্মণ এবং বৈদ্য বিদ্বন্মণ্ডলীর কৃপায় উহারা বেশ সুপরিচিত হইয়াছে। পরলোকগত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন বিশাখদত্ত কবির "মুদ্রারাক্ষসের" চাণক্যোক্তি "কায়স্থ ইতি লঘ্বী মাত্রা" (আঃ! কায়স্থ—এ ত তুচ্ছ কথা!) যেখানে সেখানে বলিয়া বেশ প্রীতি অনুভব করিতেন। ছন্দোবন্ধে গ্রথিত কায়স্থ কথা ভিন্ন (প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের এবং প্রাত্নতত্ত্বিকগণের অনুগ্রহে প্রকাশিত) বহু শিলালিপিতেও নানা ভাবে কায়স্থপ্রসঙ্গ লিখিত হইয়াছে। আর্য্যাবর্ত এবং দক্ষিণাপথের (বিশেষত মহারাষ্ট্রে) সর্ব্বত্র এই জাতি কায়স্থ নামেই (লালা, ঠাকুর, প্রভু ইত্যাদি দেশভাষানুসারে কথিত হইলেও) সাধারণ ভাবে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। কায়স্থের সংখ্যাও ভরতখণ্ডে নিতান্ত অল্প নহে। প্রাচীন সময়ের ছত্রপতি, বিষয়পতি, উপরিক, মাণ্ডলিক মহামাণ্ডলিক, ভৌমিক ইত্যাদি নামে ইঁহারা রাজত্ব এবং মহাসান্ধিবিগ্রহিক ও মহামাত্য হইতে আধুনিক পাটওয়ারীর পদ পর্য্যন্ত সকল প্রকার রাজকার্য্য ইহারা প্রভুত্ব করিয়া আসিতেছেন। মহারাষ্ট্র, পঞ্চনদ, মধ্যদেশ (যুক্ত প্রদেশ), মিথিলা, মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম, কলিঙ্গ ও কামরূপ প্রভৃতি ভরতখণ্ডের সর্ব্বত্র যখন ইঁহাদিগকে "কায়স্থ" বলিলেই চিনিয়া লওয়া যায়—এবং পরিচয়ের অভিপ্রায়েই যেহেতু "জাতির সংবাদ দিতে অথবা লইতে হয়,—তখন ইঁহাদিগকে "কায়স্থ" ভিন্ন আর কোন নামই দেওয়া সঙ্গত

(১৯) মৃচ্ছকটিক, পঞ্চম অঙ্ক, মৈত্রের বাক্যের সংস্কৃত অনুবাদ, "অপি চ ভো বয়স্য, গণিকা হেত্তীকায়স্থো ভিক্ষুশ্চাটো রাসভশ্চ যত্রৈতে নিবসন্তি তত্র দুষ্টাঅপি ন জায়ন্তে।" ১০০ পৃষ্ঠা—বাম্বাই নির্ণয়সাগর সংস্করণ।

অতএব বলিতে পারি না। অতএব "কায়স্থ কি?" এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদের উত্তর,—"কায়স্থ কায়স্থই, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নহেন।

(৭) কায়স্থ কোনবর্ণের অন্তর্গত? ক্ষত্রিয় বর্ণের।

তবেই ত গণ্ডগোল! ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ নাথ এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কাব্যাতীর্থও ত কায়স্থকে "কায়স্থ" নামে স্বতন্ত্র জাতি বলিয়াছেন। আমরাও কায়স্থকে "কায়স্থ জাতির" লোকই বলিতেছি, কিন্তু "স্বতন্ত্র" নহেন, পরন্তু তিনি ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্গত। পাঠক মহাশয়গণ অবশ্যই লক্ষ্য করিয়াছেন যে মনু মহারাজ "পৌণ্ড্রক ওড্র দ্রবিড়াদিকে" পৃথক্ পৃথক্ ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত "জাতি" বলিয়াছেন। মহাভারতও শক-যবনাদিকে সেই সেই ক্ষত্রিয় "জাতি" বলিয়াই পরিচিত করিয়াছেন। আমরাও সেই পথ অনুসরণ করত কায়স্থকে জাতি-বিশেষই বলিয়াছি। ব্রাহ্মণবর্ণ প্রায় অষ্টাদশশত বিভিন্ন "জাতিতে" বিভক্ত রহিয়াছে; ক্ষত্রিয় বর্ণের অন্তর্গত "জাতির" সংখ্যা ও প্রায় শতাধিক হইবে;—বৈশ্য এবং শূদ্র বর্ণের কথাও তাহাই। "বর্ণ" এবং "জাতি" কদাপি একার্থক শব্দ নহে। ইংরেজের উচ্চ বিচারালয়ে তাই শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত জাতি ব্যূহকে পরস্পর বিবাহ বলিয়া রায় দিয়া আসিতেছেন। এক্ষণে কায়স্থকে ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত বলিবার হেতু কি, তাহাই নিবেদন করিতেছি।

যাঁহারা শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধাবান্, শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণের বাক্যাবলীকে যাঁহারা আপ্তবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করেন,—তাঁহারা কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিবেন। শাস্ত্রবাক্য আছে বলিয়া যাঁহারা দেহবান্ ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণের, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়ের, উরু হইতে বৈশ্যের ও পাদ হইতে শূদ্রের উৎপত্তিতে আস্থাবান্;—ব্রহ্মার ইচ্ছায় তাঁহার মানস হইতে, দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ হইতে, অথবা অঙ্গপ্রত্যঙ্গান্তর হইতে প্রজাপতিগণের অথবা দেবর্ষিবৃন্দের সৃষ্টি স্বীকার করেন;—ভগবানের ইচ্ছায় মনুর নাসারন্ধ্র হইতে ইক্ষ্বাকু মহারাজের, কলস হইতে বসিষ্ঠ এবং অগস্ত্যের কাষ্ঠদ্রোণী হইতে দ্রোণাচার্য্যের, শরস্তম্ভ হইতে কৃপ-কৃপীর, মৃগী এবং মৎসীর প্রভৃতির উদরে ও অন্যান্য অস্বাভাবিক অসংখ্য রূপে অসংখ্য ব্রহ্মর্ষি রাজর্ষি অথবা নরনারীর উৎপত্তিতে বিশ্বাস করিতে পারেন,—তাঁহারা ব্রহ্মার সর্ব্বকায় হইতে চিত্রগুপ্তদেবের উৎপত্তির এবং ব্রহ্মার বাক্যানুসারে তাঁহার সন্তানগণের ক্ষত্রিয় বর্ণ-ব্যবস্থার পৌরাণিক প্রবাদইবা শ্রদ্ধার সহিত কেন

গ্রহণ করিবেন না, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। শ্রুতি অথবা স্মৃতির কোন অংশ কায়স্থোৎপত্তিমূলক এই পৌরাণিক প্রবাদের যে প্রকৃতই প্রতিকূল, তাহা কেহই অদ্যাপিও দেখাইতে পারেন নাই। অথচ শাস্ত্রীয় মীমাংসার মূল-সূত্রানুসারে প্রতিকূল শ্রৌত অথবা স্মার্ত প্রমাণ বিদ্যমান্ না থাকিলে পৌরাণিক প্রমাণকে অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।[২০] কায়স্থ-জাতির উৎপত্তি এবং তাঁহাদের ক্ষত্রিয়বর্ণ ব্যবস্থা যে পৌরাণিক শাস্ত্র সিদ্ধ, তাহা এই প্রায় শতবর্ষের আন্দোলনের পর আর আমাদের দেখাইবার আবশ্যকতা আছে বলিয়া বোধ হয় না। আন্দুলের রাজবাড়ীর আন্দোলন হইতে (খৃষ্টীয় ১৮৪৪ অব্দে) বাচস্পত্য ও শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে, ৺শ্যামাচরণ সরকারের ব্যবস্থাদর্পণে, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের পুস্তকে, ৺কালীপ্রসন্ন সরকার প্রমুখ পণ্ডিতগণের প্রস্তাবাবলীতে, কায়স্থ-সভার পত্র পত্রিকা ইত্যাদিতে, শত শত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়ের ব্যবস্থায় এবং ইংরাজের ধর্মাধিকরণে তাহা বহুরূপে বহুবার বিঘোষিত হইয়াছে।[২১] এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সে সকল প্রমাণ অথবা তাহাদের মূল স্বরূপ সংস্কৃত শ্লোক তুলিবার আবশ্যকতা নাই। তাই আমাদের মনে হয়, যাঁহারা শ্রদ্ধাবান্ জিজ্ঞাসু, তাঁহাদের পক্ষে চিত্রগুপ্ত বংশীয় এবং চন্দ্রসেনী এই উভয় রূপ কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের যে আপ্ত-প্রমাণ উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত অন্য কোনও জাতি অথবা শ্রেণী অপেক্ষা কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের শাস্ত্রীয় প্রমাণ লঘু নহে।

যাঁহারা এই সকল শাস্ত্রবাক্যের অস্তিত্বের প্রতি সন্দিহান্, অর্থাৎ যাঁহারা এই সকল শাস্ত্রবাক্যকে প্রক্ষিপ্ত অথবা কৃত্রিম বলিয়া উপেক্ষা করেন, তাঁহারা যে বিদ্বান, তৎসম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ নাই। তাঁহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণেতর (কায়েস্থ বৈদ্য ইত্যাদি) উভয়ই আছেন। এই সকল সংশয়াত্ম-

(২০) শ্রুতি স্মৃতি পুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।

তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা ॥৪॥ বেদব্যাস স্মৃতি, প্রথম অধ্যায়। শ্রুতি স্মৃতি প্রতিকূল না থাকিলে পুরাণবাক্যই প্রমাণস্বরূপ সর্ববাদি সম্মতরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

(২১) মহারাষ্ট্রদেশের আন্দোলন আরও প্রাচীন। মরাঠা ভাষার "বাথর" এবং গাগা-ভট্টের ব্যবস্থা দ্রষ্টব্য। এলাহাবাদের স্বর্গত মুন্সী কালীভাস্কর কৃত "কায়স্থবর্ণমীমাংসা" or Kayastha Ethinolcgy পুস্তকে অনেক প্রমাণ, ব্যবস্থা এবং নজীর সংগৃহীত আছে।

ব্রাহ্মণগণকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিতে পারি, তাঁহারা অকপটচিত্তে শাস্ত্রীয় আপ্তবাক্যে আস্থাবান্ কিনা ? অথবা, তাঁহাদের মধ্যে Rationalist উপাদানও আছে ? সম্প্রতি আমরা শাস্ত্রে বিশ্বাসী ভদ্রমহোদয়গণেরই দ্বারস্থ হইতেছি ; Rationalist মহাশয়দিগের সহিত বারান্তরে সাক্ষাৎকারের বাসনা আছে। ব্রাহ্মণেরা যে কোনও কালে কোন অবয়রী সৃষ্টিকর্ত্তার মুখ হইতে (একক, ব্রাহ্মণীর সহিত যুগ্মভাবে অথবা সহস্র সহস্র মিথুন সংখ্যায়, প্রত্যেক প্রকার শাস্ত্রীয় প্রবাদই বর্তমান আছে এবং আমরা পূর্ব প্রস্তাবে উহার উল্লেখও করিয়াছি) নিঃসৃত হইয়াছিলেন, এই শ্রৌত স্মার্ত এবং পৌরাণিক প্রবাদের উপর তাঁহারা অকপট বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিয়াছেন ত ? বেদান্তশাস্ত্র বলিয়াছেন "তেষামসৌ বিরজো ব্রহ্মলোকো, ন যেষু জিহ্মমনৃতং ন মায়াচেতি" ; শাস্ত্র আরও শিখাইতেছেন, "সত্যমেব জয়তে নানৃতম্,—" "সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ",—"যোঽনৃতমভিবদতি, সমূলো বা এষ পরিশুষ্যতি"। ব্রাহ্মণই হউন অথবা অব্রাহ্মণই হউন, তাঁহাদিগকে আমরা সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করি, ব্রাহ্মণোৎপত্তির অলৌকিক শাস্ত্রীয় প্রবাদ যদি নির্বাধচিত্তে বিশ্বাস করা যায়,—শ্রীচিত্রগুপ্তদেবের তথাবিধ উৎপত্তি সম্বন্ধে অবিশ্বাস করিবার হেতু কি ?

ইহার উত্তর প্রক্ষিপ্তবাদের কথা আসিয়া পড়িতেছে। তাঁহারা বলিবেন "ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তির শাস্ত্রীয় প্রবাদ "সাচ্চা",—আর কায়স্থোৎপত্তির প্রবাদ "ঝুটা।",—অতএব ইত্যাদি ইত্যাদি।" এই সাচ্চা এবং ঝুটা বাদের দুই পক্ষের কথার প্রমাণ কি ? দেশ-বিদেশে ছাপান পুথি, না কাহারও গৃহে সযত্ন রক্ষিত হস্ত লিপি ? ইটালীদেশের মুদ্রিত গৌড়ীয় পাঠের রামায়ণের সহিত (দক্ষিণপথের) বোম্বাই কি কলিকাতার ছাপান রামায়ণ মিলাইয়া দেখুন,—কত প্রভেদ ! মনুসংহিতার প্রত্যেক টীকাকারের ধৃত পাঠেই পাঠান্তর শ্লোকান্তর দেখুন। নিবন্ধ গ্রন্থাদিতে মনু, বৃদ্ধমনু, বৃহন্মনু ইত্যাদি উল্লেখ প্রায় ৫০০ শ্লোক মনুর বলিয়া উদ্ধৃত করা হইয়াছে, যাহা প্রচলিত মনুসংহিতায় নাই। মাধব-ভাষ্যে এবং অন্যান্য নিবন্ধে যম ও হারীত প্রমুখ স্মৃতিকারের বলিয়া এমন অনেক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, যাহা মুদ্রিত তত্তন্নামের স্মৃতিতে পাওয়া যায় না। মহাভারতের আদিপর্বের বৈবাহিক পর্বাধ্যায়ে চিত্রগুপ্ত উৎপত্তির কথা ৺কাশীরামদেব অনুবাদে লিখিয়াছেন, কোন কোন হস্তলিখিত পুথিতেও পাওয়া যায় আমি নিজে দেখিয়াছি ; অথচ বোম্বাই এবং

গ্রহণ করিবেন না, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। শ্রুতি অথবা স্মৃতির কোন অংশ কায়স্থোৎপত্তিমূলক এই পৌরাণিক প্রবাদের যে প্রকৃতই প্রতিকূল, তাহা কেহই অদ্যাপিও দেখাইতে পারেন নাই। অথচ শাস্ত্রীয় মীমাংসার মূল-সূত্রানুসারে প্রতিকূল শ্রৌত অথবা স্মার্ত প্রমাণ বিদ্যমান্ না থাকিলে পৌরাণিক প্রমাণকে অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।[২০] কায়স্থ-জাতির উৎপত্তি এবং তাঁহাদের ক্ষত্রিয়বর্ণ ব্যবস্থা যে পৌরাণিক শাস্ত্র সিদ্ধ, তাহা এই প্রায় শতবর্ষের আন্দোলনের পর আর আমাদের দেখাইবার আবশ্যকতা আছে বলিয়া বোধ হয় না। আন্দুলের রাজবাড়ীর আন্দোলন হইতে (খৃষ্টীয় ১৮৪৪ অব্দে) বাচস্পত্য ও শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে, ৺শ্যামাচরণ সরকারের ব্যবস্থাদর্পণে, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের পুস্তকে, ৺কালীপ্রসন্ন সরকার প্রমুখ পণ্ডিতগণের প্রস্তাবাবলীতে, কায়স্থ-সভায় পত্র পত্রিকা ইত্যাদিতে, শত শত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়ের ব্যবস্থায় এবং ইংরাজের ধর্মাধিকরণে তাহা বহুরূপে বহুবার বিঘোষিত হইয়াছে।[২১] এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সে সকল প্রমাণ অথবা তাহাদের মূল স্বরূপ সংস্কৃত শ্লোক তুলিবার আবশ্যকতা নাই। তাই আমাদের মনে হয়, যাঁহারা শ্রদ্ধাবান্ জিজ্ঞাসু, তাঁহাদের পক্ষে চিত্রগুপ্ত বংশীয় এবং চন্দ্রসেনী এই উভয় রূপ কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের যে আপ্ত-প্রমাণ উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত অন্য কোনও জাতি অথবা শ্রেণী অপেক্ষা কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের শাস্ত্রীয় প্রমাণ লঘু নহে।

যাঁহারা এই সকল শাস্ত্রবাক্যের অস্তিত্বের প্রতি সন্দিহান্, অর্থাৎ যাঁহারা এই সকল শাস্ত্রবাক্যকে প্রক্ষিপ্ত অথবা কৃত্রিম বলিয়া উপেক্ষা করেন, তাঁহারা যে বিদ্বান, তৎসম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ নাই। তাঁহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণেতর (কায়স্থ বৈদ্য ইত্যাদি) উভয়ই আছেন। এই সকল সংশয়াত্ম-

(২০) শ্রুতি স্মৃতি পুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা ॥৪॥ বেদব্যাস স্মৃতি, প্রথম অধ্যায়। শ্রুতি স্মৃতি প্রতিকূল না থাকিলে পুরাণবাক্যই প্রমাণস্বরূপ সর্ববাদি সম্মতরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

(২১) মহারাষ্ট্রদেশের আন্দোলন আরও প্রাচীন। মরাঠা ভাষার "বাথর" এবং গাগা-ভট্টের ব্যবস্থা দ্রষ্টব্য। এলাহাবাদের স্বর্গত মুন্সী কালীভাস্কর কৃত "কায়স্থবর্ণমীমাংসা" or Kayastha Ethinolcgy পুস্তকে অনেক প্রমাণ, ব্যবস্থা এবং নজীর সংগৃহীত আছে।

ব্রাহ্মণগণকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিতে পারি, তাঁহারা অকপটচিত্তে শাস্ত্রীয় আপ্তবাক্যে আস্থাবান্ কিনা? অথবা, তাঁহাদের মধ্যে Rationalist উপাদানও আছে? সম্প্রতি আমরা শাস্ত্রে বিশ্বাসী ভদ্রমহোদয়গণেরই দ্বারস্থ হইতেছি; Rationalist মহাশয়দিগের সহিত বারান্তরে সাক্ষাৎকারের বাসনা আছে। ব্রাহ্মণেরা যে কোনও কালে কোন অবয়বী সৃষ্টিকর্তার মুখ হইতে (একক, ব্রাহ্মণীর সহিত যুগ্মভাবে অথবা সহস্র সহস্র মিথুন সংখ্যায়, প্রত্যেক প্রকার শাস্ত্রীয় প্রবাদই বর্তমান আছে এবং আমরা পূর্ব প্রস্তাবে উহার উল্লেখও করিয়াছি) নিঃসৃত হইয়াছিলেন, এই শ্রৌত স্মার্ত এবং পৌরাণিক প্রবাদের উপর তাঁহারা অকপট বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিয়াছেন ত? বেদান্তশাস্ত্র বলিয়াছেন "তেষামসৌ বিরজো ব্রহ্মলোকো, ন যেষু জিহ্মমনৃতং ন মায়াচেতি"; শাস্ত্র আরও শিখাইতেছেন, "সত্যমেব জয়তে নানৃতম্,—" "সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ",—"যোঽনৃতমভিবদতি, সমূলো বা এষ পরিশুষ্যতি"। ব্রাহ্মণই হউন অথবা অব্রাহ্মণই হউন, তাঁহাদিগকে আমরা সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করি, ব্রাহ্মণোৎপত্তির অলৌকিক শাস্ত্রীয় প্রবাদ যদি নির্বাধচিত্তে বিশ্বাস করা যায়,—শ্রীচিত্রগুপ্তদেবের তথাবিধ উৎপত্তি সম্বন্ধে অবিশ্বাস করিবার হেতু কি?

ইহার উত্তর প্রক্ষিপ্তবাদের কথা আসিয়া পড়িতেছে। তাঁহারা বলিবেন "ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তির শাস্ত্রীয় প্রবাদ "সাচ্চা",—আর কায়স্থোৎপত্তির প্রবাদ "ঝুটা।",—অতএব ইত্যাদি ইত্যাদি।" এই সাচ্চা এবং ঝুটা বাদের দুই পক্ষের কথার প্রমাণ কি? দেশ-বিদেশে ছাপান পুথি, না কাহারও গৃহে যত্নে রক্ষিত হস্ত লিপি? ইটালীদেশের মুদ্রিত গৌড়ীয় পাঠের রামায়ণের সহিত (দক্ষিণপথের) বোম্বাই কি কলিকাতার ছাপান রামায়ণ মিলাইয়া দেখুন,—কত প্রভেদ! মনুসংহিতার প্রত্যেক টীকাকারের ধৃত পাঠেই পাঠান্তর শ্লোকান্তর দেখুন। নিবন্ধ গ্রন্থাদিতে মনু, বৃদ্ধমনু, বৃহন্মনু ইত্যাদি উল্লেখে প্রায় ৫০০ শ্লোক মনুর বলিয়া উদ্ধৃত করা হইয়াছে, যাহা প্রচলিত মনুসংহিতায় নাই। মাধব-ভাষ্যে এবং অন্যান্য নিবন্ধে যম ও হারীত প্রমুখ স্মৃতিকারের বলিয়া এমন অনেক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, যাহা মুদ্রিত তত্তন্নামের স্মৃতিতে পাওয়া যায় না। মহাভারতের আদিপর্বের বৈবাহিক পর্বাধ্যায়ে চিত্রগুপ্ত উৎপত্তির কথা ৺কাশীরামদেব অনুবাদে লিখিয়াছেন, কোন কোন হস্তলিখিত পুথিতেও পাওয়া যায় আমি নিজে দেখিয়াছি; অথচ বোম্বাই এবং

কলিকাতার মুদ্রিত পুস্তকে নাই। পদ্মপুরাণের বিষয় সূচীতে "কায়স্থানাং সমুৎপত্তির্গয়ব্যাখ্যানমেবচ" বলিয়া প্রতিজ্ঞা আছে, অথচ মূল পুঁথির ভিতর উহা পাওয়া যায় না। বিজয়োন্মত্ত ধর্মান্ধ মুসলমানেরা যে কত পুঁথি নষ্ট করিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা নাই। তাহার পর দৈবদুর্বিপাক নিবন্ধন অথবা মনুষ্যবুদ্ধির বিচিত্রতা অথবা রুচির ভেদ বশতঃ অনেক সম্প্রদায়ের অনেক পুস্তক খণ্ডিত, লুপ্ত, উৎক্ষিপ্ত এবং প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। আঠার পুরাণের শ্লোক সংখ্যা মিলাইয়া দেখুন—কত অন্তর্হিত হইয়াছে! বায়ুপুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণের ত অর্দ্ধেকও নাই; ভাগবত পুরাণ যে কোনখানি তাহার স্থিরতা নাই;—ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তাদি অনেক পুরাণেরই দেহান্তর ঘটিয়াছে।২২ এই সব কথা আমাদের দৈন্যের কথা, দুঃখের কথা, শোকের কথা—এ সব কথায় বাহাদুরি নাই। যাহা গিয়াছে তাহাত গিয়াছে; কিন্তু যাহা আছে তাহার উপর নিজের রুচি অথবা অভিপ্রায় মত প্রক্ষিপ্তবাদের কল্পনা করা নিতান্ত বিপদের কথা নহে কি? যেরূপ ধ্বংস নীতির প্রশ্রয় দিয়া শ্রদ্ধেয় ৺বঙ্কিমচন্দ্র মহাভারত গ্রন্থকে প্রত্যাখান করিয়াছেন যেরূপ নীতির আশ্রয়ে য়ুরোপীয়গণ আমাদের শাস্ত্র-বাক্যের বিচার করনে, যেরূপ নীতির বশবর্তিতার ফলে আর্য সমাজ প্রচলিত মনুসংহিতার প্রায় অর্দ্ধেককেও পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহা আমাদের গ্রহণীয় নহে। 'ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রগ্রন্থ জাল করিতেন' এই সূত্র যদি একবার শাস্ত্রীয় সভায় সম্মানলাভ করিতে পারে তাহা হইলে কোন শাস্ত্রের কোন অংশ সাচ্চা আর কোন্ অংশ ঝুটা তাহার নির্ধারণের কি উপায় থাকিবে? অবশেষে *Falsus in uno falsus in omnibus*" সূত্রানুসারে সকলকেই পরিত্যাগ করিবার সম্ভাবনা হইতে কে আমাদিগকে উদ্ধার করিবে? সেই জন্য এ সম্বন্ধে আমার নিবেদন এই যে স্ব স্ব মতলব অনুসারে শাস্ত্র-বাক্যের সাচ্চা-ঝুটা নির্ণয় না করিয়া শাস্ত্র-গ্রন্থ অথবা নিবন্ধ গ্রন্থে প্রাপ্ত বাক্যগুলিকে *Prima facie* সাচ্চা বলিয়া গ্রহণ করাই কর্তব্য। অবশ্য নিবন্ধ গ্রন্থের সংগ্রহ কর্তারা নিজের যে সকল মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার প্রামাণ্য অপ্রামাণ্য বিষয়ে বিচার করার অধিকার আমরা অস্বীকার করি না। নিজ নিজ প্রতিভা অথবা বিদ্যাবত্তানুসারে শাস্ত্রবাক্যের ব্যাখ্যা পণ্ডিতেরা চিরকালই করিয়া আসিতেছেন এবং পরেও করিবেন সন্দেহ নাই।

(২২) স্মার্ত্ত এবং পৌরাণিক গ্রন্থ অপেক্ষা বৈদিক গ্রন্থাবলীর দুরবস্থা আরও অধিক। হায়! সহস্রশাখ সামবেদের কেবল "কৌথুমী" ভিন্ন আর কোন শাখাই নাই; ইত্যাদি।

আমাদের নিবেদন এই যে অসাধারণ মেধাবী এবং শাস্ত্রপারগ এবং দেশ-প্রসিদ্ধ গাগাভট্ট, হলধর তর্কচূড়ামণি, প্রেমচাঁদ তর্কপঞ্চানন, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, জগন্নাথ শুক্ল, তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রমুখ দেশমান্য শত শত মহামহা পণ্ডিত যে সকল পৌরাণিক ঐতিহ্যকে সাচ্চা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, কোন বিচারে উহাদিগকে আমরা আজ ঝুটা মনে করিব, তাহা বুঝিতে পারি না! পণ্ডিতে পণ্ডিতে মতভেদ হইলে যে একে অন্যকে জালিয়াত মনে করিতে পারেন তাহা বোধ হয় না। হস্তলিখিত পুঁথিতে লিপিকর প্রমাদবশতঃ পাঠান্তর, ভ্রম কিংবা দৈবদুর্বিপাকবশতঃ কোন কোন শ্লোকের লোপাপত্তি ঘটিয়া থাকে,—কিন্তু কায়স্থ বীজ-পুরুষ চিত্রগুপ্তের উৎপত্তিকে তদ্রূপ নৈমিত্তিক ত্রুটি-বিচ্যুতি-জনিত প্রবাদ বলিয়া মনে করিবার উপায় নাই। সুতরাং ইহাকে একেবারে অবিমিশ্র কৃত্রিম অথবা জাল দলীল বলিয়াই "প্রক্ষিপ্তবাদিগণ" নিজ নিজ মত প্রকাশ করিয়াছেন। উপযুক্ত প্রমাণাভাব সত্ত্বেও পূর্বযুগের পরলোকগত পরম জ্ঞানী পিতামহগণকে এইরূপ ভাবে জালিয়াৎ বলিয়া মনে করা সুস্থ অথবা শ্রদ্ধাসম্পন্ন মনের কার্য বলিয়া বোধ হয় না; ইহার প্রকৃত রহস্য এই যে কোন আপ্তবাক্যের উপরই অকপট শ্রদ্ধার অভাববশতঃ এই পণ্ডিত মহাশয়েরা নিজ নিজ আবশ্যকতা অথবা অভিপ্রায় বুঝিয়া কোনও প্রমাণকে আদর পূর্বক গ্রহণ করেন,—আর কোনও প্রমাণকে তুচ্ছবোধে প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকেন। মনস্তত্ত্বের এই রহস্যের জন্যই লোকে নিজের উদ্দেশ্যের অনুকূল প্রমাণের ভক্ত এবং প্রতিকূল প্রমাণের বিরোধী হইয়া থাকে। মোকদ্দমার পক্ষসমর্থনকারী ব্যারিষ্টার নিজ পক্ষের সমর্থক আইননজীরগুলির সারবত্তা দেখিতে এবং দেখাইতে যেরূপ উৎসুক, অপরপক্ষের আইননজীর গুলির অসারতা দেখিতে ও দেখাইতে সেইরূপ তৎপর হইয়া থাকেন, ইহা সকলেই জানেন। এই ওকালতীর মন লইয়া শাস্ত্রার্থ করিতে অগ্রসর হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। কোনও সম্প্রদায়ভুক্ত ভক্ত মুসলমানের নিকট কোরাণ অথবা হদীশের সম্বন্ধে সংশয় উত্থাপন করিলে তাঁহার প্রাণে যে আঘাত লাগে, ভক্ত য়িহুদীর নিকট হজরত মুসা প্রমুখ পয়গম্বরগণের বাণীর কোনও অংশকে মিথ্যা বলিয়া সংকেত করিলে তাঁহার হৃদয়ে যে বেদনা জাগ্রত হয়, ভক্ত খৃষ্টানের নিকটে প্রভু যীশুর উপদেশের কোন কথায় সন্দেহের ছায়াপাত করিলেও তিনি যেরূপ কষ্ট

অনুভব করেন, শাস্ত্রভক্ত আর্যের (হিন্দুর) নিকটও শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণের কোন বাক্য সম্বন্ধে কৃত্রিমতার আরোপেও তদ্রূপ আঘাত, বেদনা ও কষ্টের কারণ হওয়া স্বাভাবিক ;—এবং প্রকৃত ভক্তের নিকট তাহা হইয়াও থাকে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, আমরা শ্রদ্ধাহীন, সংশয়াত্মা ; শাস্ত্রবাণীকে আমরা Don't care করিতে অভ্যস্ত ;—শাস্ত্র কেবল আমাদের উদ্দেশ্য অথবা অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার অস্ত্রস্বরূপ মাত্র ;—তাই ওরূপ কোন সংশয়ের বাণীতে আমাদের হৃদয়ে কোন বেদনার তরঙ্গ উত্থিত হয় না। তাই এরূপ সাহসী লেখক দেখিতে পাই যে যিনি সম্প্রদায়বিশেষের বেদস্বরূপ মহানির্বাণ তন্ত্রকেও "ব্রাহ্মদিগের কাণ্ড" বলিয়া উপহাস করিতে পারেন। আমাদের মানসিক অধঃপতন যে কতদূর হইয়াছে, তাহা আমরা বুঝিতেও অসমর্থ। এরূপ মন লইয়া শাস্ত্র-বিচার চলে না ;—শাস্ত্র শ্রদ্ধালুর জন্য ;—শ্রদ্ধাবিহীনের নিকট সে কেবল শব্দ মাত্র। ভক্ত প্রস্তরের ভিতর শিব দেখিতে পান,—আমরা তাহা লইয়া মারবেল খেলিতে পটু !

পাঠকগণ কৃপা করিয়া লক্ষ্য করিবেন যে আমরা কোন শাস্ত্রবাক্যকেই প্রক্ষিপ্ত বলিবার "সাহস" করি নাই। কেহ কেহ (যেমন ৺উমেশচন্দ্র দাশগুপ্ত বিদ্যারত্ন) চিত্রগুপ্তের অস্তিত্বের প্রতিই অবিশ্বাসের সাহসও করিয়াছেন। পরলোকগত পণ্ডিত বিদ্যারত্ন প্রায়ই বলিতেন যে "চিত্রগুপ্ত" বলিয়া আদৌ কোন দেব বা মানবের অস্তিত্ব হিন্দু শাস্ত্রে ছিলনা,—এ কেবল কায়স্থদিগের কল্পনার ফল মাত্র। জানিনা,—এতবড় কথা আজও কেহ বলেন, কিনা। আহারের পূর্বে দ্বিজগণকে নিত্য যে চিত্রগুপ্ত বলি দিতে হয়, তাহা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ অবশ্যই অবগত আছেন ; অব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের অবগতির নিমিত্ত নিবেদন করিতেছি যে স্মৃতিকার উশনা তাঁহার সংহিতার দ্বিতীয়াধ্যায়ের দ্বিজগণের নিত্যকর্ম মধ্যে আহারের ব্যবস্থামুখে বলিতেছেন, "এই অন্নভোজন সময়ে ব্যাহৃতি উচ্চারণ পূর্বক জলদ্বারা ভোজ্যঅন্ন বেষ্টন করিয়া (?—ভোজ্যপাত্রের চারিদিকে জল ছিটাইয়া) তদনন্তর পরিষেচন-মন্ত্র-পাঠান্তে পরিষেচন করিয়া চিত্রগুপ্তকে কিছু অন্ন বলি (উপহার) দিবে ইত্যাদি।"২৩ "বঙ্গবাসী"র

(২৩) "চিত্রগুপ্তবলিং দত্ত্বা তদন্নং পরিষিচ্য চ।" ইতি ৯৬—১০৫ শ্লোক. উসনঃ সংহিতা, (বঙ্গবাসী)।

প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের কৃত অথবা সম্পাদিত অনুবাদে দেখা যাইতেছে যে তিনি ভগবান্ চিত্রগুপ্তকে ব্রাহ্মণেরও পূজ্য বলিতে কিঞ্চিন্মাত্রও ইতস্ততঃ করেন নাই। এতদ্ভিন্ন গরুড় পুরাণে ত যমালয় বর্ণনায় চিত্রগুপ্তদেবের বিশাল নগর প্রাসাদ ও সেরেস্তার বিস্তৃত বিবরণ আছে ;২৪ আর বিখ্যাত "যমতর্পণে" চিত্রগুপ্তদেবের নামোল্লেখত নিত্যই ব্রাহ্মণাদি সকলেই করিতেছেন। এ হেন-চিত্রগুপ্তকে 'নাই' বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা নিতান্তই হাস্যকর সন্দেহ নাই। ঐ যমাপরনামা চিত্রগুপ্তই যে কায়স্থগণের বীজপুরুষ, তাহা সকলেই জানেন। চিত্রগুপ্তের জন্ম, কর্ম, বর্ণধর্ম সমস্তই সুপরিচিত পৌরাণিক প্রবাদে বর্ণিত থাকায়, উহাদের উল্লেখ এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং আর্যাবর্ত্তের চিত্রগুপ্তবংশী অথবা দক্ষিণাপথের চান্দ্রসেনী,কায়স্থ মাত্রেই ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত ; সুতরাং ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কারের যোগ্য, তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। এই স্থলে পুনরুক্ত করা আবশ্যক যে আমাদের এই নিবেদন শাস্ত্রে শ্রদ্ধাশীল জিজ্ঞাসুগণের জন্য,—Rationalistic thinker মহাশয়গণের জন্য নহে।

(৮) কলিতে ক্ষত্রিয়ের অভাব হয় নাই।

এইবারে ক্ষত্রিয় বর্ণের একান্ত অভাবের কথা তুলিয়া শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় প্রমুখ পণ্ডিতেরা বলিবেন, 'মাথা নাই, তার মাথাব্যথা !' কলিযুগে ক্ষত্রিয়-বর্ণই নাই—মূলে ক্ষত্রিয় বর্ণের অস্তিত্ব না থাকিলে কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্গত বলিয়া কিরূপে গণ্য হইবেন ? একথা খুব সঙ্গত, সন্দেহ নাই ;—বর্ত্তমান যুগে যদি ভরতখণ্ডে ক্ষত্রিয়বর্ণের একান্ত অভাব ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বতন ক্ষত্রিয়-জাতিব্যূহের যে দশা হইয়াছে, 'কায়স্থ' নামধেয় ক্ষত্রিয় জাতিরও সেই দশা হইয়াছে। কলিযুগে কোনও কালে, যে ক্ষত্রিয় জাতির একান্ত অভাব ঘটিয়াছিল,—(অথবা এখনও সেই অভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে) তাহার প্রমাণের ভার অবশ্যই প্রতিপক্ষের উপর। প্রত্যক্ষ প্রমাণে আমরা আর্যাবর্ত্ত ও

(২৪) চিত্রগুপ্তপুরং তত্র যোজনানান্তু বিংশতিঃ।
কায়স্থস্তত্র পশ্যন্তি পাপপুণ্যানি সর্ব্বশঃ ।২। গরুড়পুরাণ, উত্তরখণ্ড, ১৯শ অধ্যায় (বঙ্গবাসী) ঋগ্বেদীয় আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রোক্ত মন্ত্র ও মহাভারত অনুশাসনপর্ব, ১৩০ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

দক্ষিণাপথের সর্ব্বত্র নানা শ্রেণীয় ও কুলের ক্ষত্রিয় রাজপরিবার ও ক্ষত্রিয়-সাধারণ দেখিতে পাইতেছি ; এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিরুদ্ধ কথা যিনি বলিতে অগ্রসর হইবেন, প্রমাণের ভার (Burden of proof) তাঁহার উপরই ন্যস্ত হইবে। তাঁহারা স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য রঘুনন্দনের শুদ্ধিতত্ত্বের প্রমাণ লইয়া উপস্থিত হইতেছেন এবং বলিতেছেন যে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের সময়ে, কেবল বাঙ্গালার নহে, সমগ্র ভরত খণ্ডে (India) ক্ষত্রিয় বর্ণের অসম্ভব ছিল। আমরা এই প্রমাণ একটু বুঝিয়া দেখিতে চাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

সাময়িক প্রসঙ্গ

গয়ার কায়স্থ-সম্মেলন :—

গয়া হইতে প্রকাশিত 'কায়স্থ পত্রিকার' সম্পাদক বিজ্ঞাপন করিয়াছেন যে, বিশেষ কারণবশতঃ ২১শে নভেম্বর কায়স্থ-সম্মেলনের অধিবেশন হইলনা— আগামী ২৪শে ও ২৫শে ডিসেম্বর হইবে।

নির্ব্বাচনে কায়স্থ :—

আগামীতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইবার অভিপ্রায়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিক্ হইতে পাঁচ জন কৃতবিদ্য কায়স্থসন্তান নির্ব্বাচন প্রার্থী হইয়া কে কি করিবেন তদ্বিবরণ সবিস্তার পরিব্যক্ত করিয়াছেন। দেশের জন্য, 'জাতির জন্য অমুক অমুক কার্য্য করিব' এই যে প্রতিশ্রুতি নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে শুনিতে পাই, নির্ব্বাচন শেষ হইলে যে আর সে প্রতিশ্রুতির কথা মনে থাকে না—ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আমরা যে পাঁচজনের কথা বলিতেছি, তন্মধ্যে দুই জন প্রথ্যাতনামা ব্যক্তির কৃতকর্ম্ম জন সাধারণ এত অল্প দিন মধ্যেই সম্ভবতঃ ভুলেন নাই, এবং অন্য যিনি স্বরাজ্য দলের হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তাঁহার কর্ম্মকুশলতা দীর্ঘদিন যাবৎ কংগ্রেসের মধ্য দিয়াই দেখা গিয়াছে। দেবপ্রসাদ বাবুর দেশহিতকর কার্য্যের কথা কখনও কেহ শুনিয়াছেন কিনা জানিনা কিন্তু খুলনা জেলাস্তপাতী, কাড়াপাড়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, নীরবকর্ম্মী শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার

রায় বর্ম্মা বি-এ স্বজাতির জন্য, অবনত জাতির জন্য এবং শিক্ষার জন্য যে সার প্রফুল্লচন্দ্রেরই অনুবর্ত্তনকারী ইহা তাঁহার সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারা সকলেই জানেন। ইনি বঙ্গের দরিদ্র শিক্ষক হইয়াও জীবনে যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, বাগেরহাট কলেজ স্থাপনে তৎসমুদায়ই দান করিয়া জাতির যে মহদুপকার করিয়াছেন, এজাতি তাহা কি এত শীঘ্রই বিস্মৃতির গর্ভে বিসর্জ্জন দিবে ? সম্ভবতঃ বাঙ্গালী জাতি এত অকৃতজ্ঞ নহে ; তাহারা এবার চারি সমাজের মধ্যে অবাধরূপে বিবাহ প্রচারের সহায়ক পণপ্রথার বিরোধী আমাদের প্রসন্নকুমারকেই ভোট দিয়া ব্যবস্থাপরিষদের সভ্য করিয়া পাঠাইবেন, ইহাই আমাদের আশা। ইঁহাকে ব্যবস্থা পরিষদে পাঠাইতে পারিলে, কায়স্থ জাতির প্রতি যে সকল নির্য্যাতন হয় তিনি, সে সমস্তের প্রতীকারে যত্নবান হইবেন তাহাও মনে হয় ; এজন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কায়স্থভোটদাতৃবৃন্দের স্বজাতির দুর্দ্দশার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহাদিগের ভোট প্রসন্নবাবুকে দিতে অনুরোধ করিতেছি।

বৃত্তি বিলোপ :—

সম্প্রতি নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ সংস্কৃত চতুষ্পাঠীতে জনৈক দরিদ্র কায়স্থ সন্তান ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন নিমিত্ত গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত ছাত্রবৃত্তি পাইবার প্রার্থী হইয়াছিল। এই সময় টোলবিভাগের পরিদর্শক তথায় উপস্থিত হইয়া নাকি কলিকাতায় সংস্কৃত বোর্ডে লিখেন। বোর্ডের সভাপতি শ্রীযুক্ত সরস্বতী গত কার্ত্তিক মাসের অধিবেশনে এই অবিজ্ঞাত বিষয়টী তুলিয়া বহু সদস্যের আপত্তি সত্বেও ন্যায়শিক্ষার্থী কায়স্থ ছাত্রের বৃত্তিটী রহিত করিয়াদিয়াছেন। বিষয়টী গত ১৪ই কার্ত্তিকের দৈনিক বসুমতী প্রভৃতি কতিপয় পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত ও আলোচিত হইয়াছে।

আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, যে পরিদর্শক মহাশয়ের লিখনানুসারে কায়স্থ ছাত্রের বৃত্তিটী বন্ধ হইল, সেই তিনিই যখন কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, তৎকালে যে ঐ পাকাটোল হইতে ঐ নদিয়া জেলা নিবাসী কোন কায়স্থ ছাত্র প্রথমতঃ সুবর্ণ পদক ও তৎপর সর্ব্বোচ্চ সরকারী বৃত্তি পাইয়াছিল কি না ? অতঃপর ফরিদপুরের কোন উপবীতি কায়স্থ ছাত্রকে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের টোলবিভাগে বেদান্ত পড়ান হইয়াছিল কিনা এবং তাহাকে কোলুটোলার ব্রাহ্মণ ছাত্রাবাসে বিনাব্যয়ে থাকিবার স্থান দেওয়া হইয়াছিল কিনা ? সেই ছাত্র বেদান্তের মধ্যে পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান

অধিকার করায় মাসিক ৪৲ টাকা সরকারী বৃত্তি দেওয়া হইয়াছিল কি না? যদি তাহাই হইয়া থাকে তবে এখন তাহাদের স্বজাতীয় ছাত্রের বৃত্তি বিলোপ কেন করা হইল ইহার কোন সদুত্তর কি তাঁহারা দিতে পারেন?

আমরা সংস্কৃত বিদ্যার্থী দরিদ্র কায়স্থ ছাত্রবৃন্দকে বলি, তাঁহারা আর এই সকল অনুদার সংকীর্ণচিত্ত অধ্যাপকের দারস্থ না হন। যাহাদের কাব্য ব্যাকরণ ন্যায় সাংখ্য মীমাংসা স্মৃতি পড়িবার ইচ্ছা থাকে চট্টগ্রামে "জগৎপুর আশ্রমে"র অধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার বর্ম্মরায় কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-তর্কতীর্থ, কি ফরিদপুরের অন্তর্গত 'পাংসা চতুষ্পাঠী'র অধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বসুবর্ম্মসাংখ্যতীর্থ অথবা বগুড়া জেলার অন্তর্গত জয়পুরের চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকের নিকট আবেদন করিবেন। ইঁহারা আবেদনকারীর পড়ার সুবিধা করিয়া দিবেন। যদি অর্থের সাহায্যের প্রয়োজন হয়, আমরা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইব।

প্রচার :—

প্রচারক শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র গুহবর্ম্মবিদ্যারত্ন এবার বীরভূমে ও বর্দ্ধমানের নানা স্থানে প্রচারে যাছেন। অবিলম্বেই তিনি স্থানান্তরে প্রচারে যাইবেন।

উপনয়ন :—

২রা আশ্বিন, সন ১৩৩০। পাবনার উকিল শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চাকী বর্ম্ম মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে জেলা নদীয়ার অন্তর্গত পোড়াদহ নিবাসী বারেন্দ্র শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল রায়, নৃত্যগোপাল রায়, যদুগোপাল রায়, নৃপেন্দ্রনাথ রায়, শচীন্দ্রনাথ রায় এই পাঁচটী কায়স্থসন্তান যথারীতি ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত করিয়া সাবিত্রী-উপনয়ন গ্রহণ করেন। কেন্দ্রের প্রবর্ত্তক ক্ষিতীশ বাবুর এই প্রকার স্বধর্ম্ম প্রচারে উৎসাহ পাইয়া আমরা তাঁহাকে গভীর ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

২রা আশ্বিন, ১৩৩০। জেলা ঢাকার অন্তর্গত ধালুচীর সুবিখ্যাত জমিদার রায় প্রিয়নাথ বসুবর্ম্মচৌধুরী মহাশয়ের টাঙ্গাইলের অন্তঃপাতী মধ্যপাড়া কাছারীর কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে মধ্যপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র কুণ্ড, গোপালচন্দ্র কুণ্ড, পূর্ণচন্দ্র কুণ্ড, শ্যামাচরণ সরকার, গোপালচন্দ্র সরকার, সুরেশচন্দ্র সরকার, নরেশচন্দ্র দত্ত, কালীপ্রসন্ন সরকার, রাইমোহন সরকার, মনোমোহন সরকার, লালবিহারী সরকার, নবকুমার সরকার, অশ্বিনীকুমার সরকার, জগদীশচন্দ্র ভৌমিক, হীরালাল ভৌমিক, রজনীকান্ত

সরকার, দুর্গানাথ সরকার, রামগোপাল সরকার, কৃষ্ণগোপাল সরকার, ...নাথ দাস, পূর্ণচন্দ্র দাস, সুরেশচন্দ্র দাস, হেমচন্দ্র রাহুত, ক্ষিতীশচন্দ্র রাহুত, ...কুমার দাস; দক্ষিপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত তারকবন্ধু ব্রহ্ম, প্রাণনাথ ব্রহ্ম, ...েন্দ্রনাথ ব্রহ্ম, হীরালাল ব্রহ্ম, কৈলাসচন্দ্র ব্রহ্ম, সতীশচন্দ্র ব্রহ্ম, গয়ানাথ ব্রহ্ম, ...াচরণ ব্রহ্ম, শ্রীশচন্দ্র সরকার, গোপালচন্দ্র রাহুত, যোগেশচন্দ্র সরকার, পূর্ণচন্দ্র ..., ভোলানাথ ব্রহ্ম, হারাণচন্দ্র ব্রহ্ম, মহেশচন্দ্র চন্দ্র, হেমচন্দ্র চন্দ্র, বিনোদ-বিহারী ব্রহ্ম, বিনোদবিহারী গুহ, কালীকুমার সরকার, নিত্যহরি সরকার, ...নোদবিহারী সরকার, অক্ষয়কুমার নাগ, দুর্গানাথ সরকার, স্ফটিকচন্দ্র রাহুত; ...পুরের শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী ভৌমিক তালুকদার, মতিলাল ভৌমিক তালুকদার, ...লাল ভৌমিক তালুকদার, পূর্ণচন্দ্র কিরণ, নন্দকুমার পাল, ননীগোপাল ..., মহিমচন্দ্র দাস তালুকদার, সুরেশচন্দ্র দাস তালুকদার, কানাইলাল ..., উপেন্দ্রনাথ সরকার, দীনেশচন্দ্র সরকার, বিশ্বনাথ দত্ত, হরিচরণ দত্ত, ...কুমার দত্ত, যতীন্দ্রনাথ পাল, রণজিৎ ঘোষ; চরপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত ...চন্দ্র সরকার, গোপালচন্দ্র সরকার, সুরেশচন্দ্র রায়, বৃন্দাবনচন্দ্র সরকার, ...তীশচন্দ্র সরকার, দেবেন্দ্রবিজয় সরকার, নিশিকান্ত সরকার, নরেন্দ্রনাথ ...কার, তারিণীচরণ গুহমজুমদার, রবীন্দ্রচন্দ্র গুহমজুমদার, ঈশ্বরচন্দ্র ...মজুমদার, উমেশচন্দ্র গুহমজুমদার, দীনেশচন্দ্র গুহমজুমদার, অমরেশচন্দ্র ... মজুমদার, চন্দ্রকান্ত বিদ্যাবিনোদ, গিরিজাকান্ত সরকার, যাদবচন্দ্র ...কার, যোগেশচন্দ্র নেউগী, হরিচরণ দত্ত, রসিকচন্দ্র দাস, জগদীশ ... দাস, কৈলাসচন্দ্র দত্ত; আবাদপুরের শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সরকার, উমেশচন্দ্র ...দী, পদ্মিনীকান্ত নন্দী, পূর্ণচন্দ্র দাস, মুকুন্দচন্দ্র দাস, মাখনচন্দ্র দাস; ...জিলহাটী নিবাসী ডাক্তার উমেশচন্দ্র মিত্র, কামিনীমোহন ঘোষ, ...েশচন্দ্র মিত্র, বিনোদবিহারী ঘোষ, বীরেন্দ্রচন্দ্র দাস, মনোমোহন ঘোষ, ...েশচন্দ্র ঘোষ, হীরালাল ঘোষ, রজনীকান্ত ঘোষ, ফণিভূষণ ঘোষ, ...তিলাল ঘোষ, জুড়ানচন্দ্র ঘোষ, অক্ষয়কুমার ঘোষ, কৃষ্ণচন্দ্র হার, প্রমথনাথ ..., নরেন্দ্রচন্দ্র হার, গয়ানাথ হার, মাখনলাল হার, কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত, রামানন্দ ভৌমিক, মনোমোহন ভৌমিক, যতীন্দ্রচন্দ্র সেন, রামচন্দ্র নন্দী, অশ্বিনী-...ার ঘোষ; ঘেরুয়াঘোনা নিবাসী শ্রীযুক্ত যদুনাথ নাগ, চন্দ্রভূষণ নাগ, ...চন্দ্র নাগ, উমেশচন্দ্র নাগ, পূর্ণচন্দ্র নাগ, কৈলাসচন্দ্র বসু, কুমুদচন্দ্র বসু, ...েশচন্দ্র বসু, নন্দলাল কর, জগদীশচন্দ্র কর, মহেশচন্দ্র গুহতালুকদার,

মুকুন্দচন্দ্র গুহতালুকদার, গিরিজাপ্রসন্ন চৌধুরী ; পুঠিয়াজানি নিবাসী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সরকার, চিন্তাহরণ সরকার, গৌরকিশোর দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ভৌমিক, উপেন্দ্রনাথ ভৌমিক, হৃদয়নাথ চন্দ্র, প্রহ্লাদচন্দ্র চন্দ্র, প্রমথনাথ চন্দ্র, আমোদ বিহারী চন্দ্র, হারাণচন্দ্র রাহুত, শরচ্চন্দ্র রাহুত, অবিনাশচন্দ্র দাস, ননীলাল দাস, অনাথবন্ধু দাস, বনবিহারী সরকার, রসিকচন্দ্র সরকার, বিপিনবিহারী ব্রহ্ম, তারিণীচরণ ব্রহ্ম, তরণীমোহন ব্রহ্ম, ভাদুরিভূষণ ব্রহ্ম, ক্ষেত্রনাথ চন্দ্র, মাখনলাল চন্দ্র, নরেন্দ্রকুমার সরকার, হরেন্দ্রকুমার সরকার, তারকচন্দ্র সরকার, নবকুমার সরকার, নগরবাসী ভৌমিক, যতীন্দ্রনাথ ভৌমিক, হরকিশোর ভৌমিক, পূর্ণচন্দ্র সরকার, সুরেশচন্দ্র সরকার, ক্ষিতীশচন্দ্র সরকার, প্রসন্নকুমার মিত্র, সুরেশচন্দ্র মিত্র, মুকুন্দচন্দ্র মিত্র, যোগেন্দ্রকুমার মিত্র কামিনীমোহন ভৌমিক, দেবেন্দ্রকুমার বসু, নরেন্দ্রকুমার বসু, ললিতচন্দ্র সরকার, রাসবিহারী চন্দ্র, বহুগোপাল চন্দ্র, যামিনীমোহন চন্দ্র, নন্দকুমার চাকী, কামিনীকুমার চন্দ্র, ভবানীকান্ত সরকার, কিশোরীমোহন সরকার, যামিনীকিশোর সরকার, নিশিকান্ত সরকার, রুক্মিণীকান্ত সরকার, অম্বিকানাথ সরকার, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, দেবেন্দ্রনাথ সরকার, কালীপদ সরকার, নরেন্দ্রনাথ সরকার, মাখনলাল সরকার, বসন্তকুমার চন্দ্র, অভয়াচরণ ধর, দীনেশচন্দ্র ধর, গুরুচরণ দাস, কালীচরণ দাস, রাধাচরণ দাস, দেবীচরণ দাস, সারদাচরণ দাস, গোপালচন্দ্র দাস, গণেশচন্দ্র দাস, যাদবচন্দ্র কর, বিনোদ বিহারী সরকার, কিশোরীলাল ব্রহ্ম, কৃষ্ণচন্দ্র ব্রহ্ম, বসন্তকুমার চাকী ; এলাসীন সাকিনের শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু সরকার ; ফতেপুরের শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ গুণ তালুকদার, দীননাথ বিশ্বাস, কুঞ্জবিহারী বিশ্বাস তালুকদার ; জয়ভোগ নিবাসী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সরকার, কেদারনাথ মজুমদার, তারকচন্দ্র মজুমদার, সুরেশচন্দ্র ধর, যাদবচন্দ্র দাস, জগদীশচন্দ্র সরকার, মাখনলাল সেন, নিবারণচন্দ্র দত্ত, নিবারণচন্দ্র দত্ত এই ২১৪ জন বঙ্গজ কায়স্থ সন্তান যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্রী উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। উপনীত ভদ্র মহোদয়গণ তথা স্বধর্ম্মে প্রবলবিশ্বাসী রায় প্রিয়নাথ বসুবর্ম্মচৌধুরী মহাশয়কে গভীর ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

২০শে আশ্বিন, ১৩৩০। বাসাইল ৺আনন্দমোহন রায় মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। টাঙ্গাইলের অন্তর্গত বাসাইল নিবাসী শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন রায়, নির্ম্মানন্দ ঘোষ, তারকনাথ বসু, হেমচন্দ্র রায়, রজনীকান্ত ঘোষ, কুমুদনাথ বসু,

কালিদাস বসু, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, মহিমচন্দ্র ঘোষ, কালীপ্রসন্ন রায়, রমণীমোহন নাগ, কালিকাদাস ঘোষ, প্রমথচন্দ্র নাগ, বসন্তকুমার রায় বি-এ, সুরেন্দ্রকুমার ঘোষ, বি-এ, বি-এল, পূর্ণচন্দ্র রায়, গিরিন্দ্রমোহন গুহ, জিতেন্দ্রনাথ রায়, নরেন্দ্রনাথ রায়, প্রতুলচন্দ্র রায়, দেবেন্দ্রনাথ চন্দ্র, অবনীমোহন নাগ, কেদারনাথ বসু, প্রতুলচন্দ্র রায়, ধীরেন্দ্রনাথ বসু, প্রবোধচন্দ্র রায়, করুণাশঙ্কর বিশ্বাস, উমাশঙ্কর বিশ্বাস, ক্ষিতীশচন্দ্র রায়, কৃতান্ত কুমার রায়, অপূর্ব্বচন্দ্র রায় বি-এ, সরোজবন্ধু রায়, স্বদেশকান্তি ঘোষ, রসময় বসু, সত্যরঞ্জন ঘোষ, সুধীরচন্দ্র বসু, নীগোপাল ঘোষ, যদুনাথ দত্ত, যতীন্দ্র নাথ দত্ত, চারুচন্দ্র রায় বি-এল, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, অজিৎকুমার ঘোষ, রঞ্জিৎকুমার ঘোষ এই ৪২ জন বঙ্গজ কায়স্থ সন্তান যথাশাস্ত্রে ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্রী উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। এই কেন্দ্রের উপনীত মহোদয়গণ ও উদ্‌যোগী রায় প্রিয়নাথ বসু বর্ম্মচৌধুরী মহাশয়কে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

২রা কার্ত্তিক, ১৩৩০। বাসাইল নিবাসী স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। টাঙ্গাইলের অন্তর্গত ব্রাহ্মণপারিল নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীনাথ সিংহ, অবিনাশচন্দ্র সিংহ, হরেন্দ্রকুমার নিওগী, সুবোধচন্দ্র সিংহ, যোগেশচন্দ্র ভৌমিক, সুরেন্দ্রনাথ ভৌমিক, প্রিয়নাথ ভৌমিক, অভয়মোহন ভৌমিক, বিরাজমোহন ভৌমিক, জগদীশচন্দ্র ভৌমিক, মুকুন্দমোহন ভৌমিক, সুরেশচন্দ্র সিংহ, মাখনচন্দ্র সিংহ, দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী, সুশীলচন্দ্র ভৌমিক এই ১৫জন বঙ্গজ কায়স্থ সন্তান যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্রী উপনয়ন গ্রহণ করায় আমরা কৃতি ও প্রচারক মহাত্মাগণকে সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

২৪শে কার্ত্তিক, ১৩৩০। মানিকগঞ্জের অধীন জাবরা নিবাসী শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ দাসবর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে এই গ্রামের শ্রীযুক্ত জানকীনাথ সরকার, অভয়াচরণ দাস, সুরেন্দ্রনাথ দাস, মেঘনাথ দাস, হরেন্দ্রধর দাস ও মাসাইল নিবাসী শ্রীযুক্ত রাইমোহন সরকার যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্রী উপনয়ন গ্রহণ করেন। প্রসিদ্ধ স্বেচ্ছা প্রচারক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ঘোষবর্ম্মা গুণাকর এবং অশিতিপর বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত জানকী নাথ সরকার মহাশয়ের যত্ন উদ্যোগ বিশেষ প্রশংসনীয়। স্থানীয় পুরোহিত

শ্রীযুক্ত মনমোহন শর্ম্মাবিশ্বাস, রমণীমোহন শর্ম্মাবিশ্বাস, উমেশচন্দ্র শর্ম্মা পাট্টাদার কেন্দ্রের আচার্য্যাদির কর্ম্ম সম্পন্ন করেন। উপবীতগণ সকলেই বঙ্গজ।

২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩০। পাবনা। পাবনার সুপ্রসিদ্ধ মোক্তার শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহবর্ম্ম মজুমদার এবৎসরও স্বয়ং পাবনা চিত্রগুপ্তদেবের পূজা মহাসমারোহের সহিত সমাপন করেন। সহরের অনেক ভদ্রলোক দেবদর্শনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এইদিন তত্রত্য মোক্তার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সরকার ভগবান চিত্রগুপ্তদেবের পূজা মণ্ডপে যথারীতি সাবিত্রী উপনয়ন গ্রহণ করেন।

শ্রাদ্ধ :—

২৭শে শ্রাবণ ১৩৩০। ফরিদপুর বঙ্গেশ্বরদি। 'আর্য্য কায়স্থ প্রতিভা'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার বর্ম্মার মৃত্যুতে তাঁহার স্বধর্ম্মনিরত পুত্রগণ দেশেগিয়া তাঁহার পারলৌকিক তৃপ্তির জন্য ত্রয়োদশদিনে তোরণাদি শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন। এই বিরাট অনুষ্ঠানে সমাজের সকল ব্রাহ্মণ কায়স্থ যোগদান করেন।

২৬শে আশ্বিন, ১৩৩০। ৺কাশীধাম। আমাদের এবৎসরের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহবর্ম্মা বাহাদুরের মৃত্যুতে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সিংহবর্ম্মা ১৩দিনে বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন। তিনি এই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সহস্রাধিক কাঙ্গালি বিদায় করেন।

৬ই কার্ত্তিক, ১৩৩০। মানিকগঞ্জ, জাবরা নিবাসী শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার ধরবর্ম্মার পত্নীর মৃত্যুতে তদীয় আদ্যকৃত্য মহাসমারোহে ১৩দিনে সম্পন্ন হইয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী কয়েক গ্রামের ২।১জন বিরুদ্ধাচরণ করিয়াও অকৃতকার্য্য হইয়াছেন।

প্রাপ্তি স্বীকার :—

১৭নং বৃন্দাবনপাল লেন নিবাসী শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা বি-এস-সি প্রচারের সাহায্য নিমিত্ত ১৮৲ টাকা এবং প্রচারক গণেশচন্দ্র গুহবর্ম্মা বীরভূমে প্রচারকালে ৫৲ টাকা সংগ্রহ করিয়া উহা সমাজে জমা করিয়া দেওয়ার উভয় টাকা ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইয়াছে।

কায়স্থ-সমাজ

৪র্থ বর্ষ | পৌষ, ১৩৩০। | ৯ম সংখ্যা

আমার দেবতা।

(নিতান্ত গল্প নহে)

আমি ছোট। তিনি বড়। শুধু কি বয়সেই বড়?—তা নয়। তিনি ধনীর ছেলে, ধনী জমীদারের সন্তান; তাঁহার রূপ আছে, গুণ আছে, বিদ্যাবুদ্ধি, মান যশ কিছুরই অভাব নাই। আর আমি কাঙ্গাল—কাঙ্গালের কন্যা, আমার রূপ নাই, গুণ নাই, বিদ্যাবুদ্ধি কিছুই নাই। আমি কালো, তাঁর রূপে ঘর আলো। তিনি জ্ঞানী আমি মূর্খ। তিনি সরল উদার, পরের জন্য নিজেকে বিলাইয়া ছড়াইয়া দিতে পারেন; আর আমি অনুদার অনুন্নত, আমার জন্য তাঁকে পেতে পারলেই যেন বাঁচি! তাই কেবলই বলিতে ইচ্ছা হয়, আমি এতটুকু, তিনি এত বড়? তিনি পরার্থপরায়ণ স্বর্গের দেবতা, আর আমি স্বার্থপরায়ণা মর্ত্ত্যের মানবী।

হরিপুরের ঘোষপরিবারের সহিত আমার পিতৃবংশের চিরবিরোধ। তাঁরা ধনী জমিদার; পিতা কাঙ্গাল। বড়র সহিত ছোটর, ধনীর সহিত নির্ধনের বিরোধের—মামলা মোকদ্দমার ফলে পিতা একেবারে নিঃস্ব—নিরন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। বৈধ অবৈধ নানা উপায়ে তাঁহারা আমার পিতৃদেবকে একেবারে নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিয়াছেন। ইহার উপর আবার পিতার চারিটি কন্যারত্ন—আমার তিনটী সহোদরা ভগিনীকে পার করিতে তাঁহার বসত বাটীটুকু পর্য্যন্তও পরের ঘরে ঋণদায়ে বন্ধ পড়িয়াছে—তিনটি কন্যা পার হই-

য়াছে ; এখন বাকী কেবল আমি। বাঙ্গাল কাঙ্গালের ঘরের কালো মেয়ে উপযুক্ত মণি-কাঞ্চন প্রণামি ব্যতীত কেই বা গ্রহণ করে ? তাই বৃদ্ধ পিতা চিন্তা জ্বরে জীর্ণ, নানা পীড়ায় শীর্ণ।

হরিপুরের জমিদারেরা সাঁতপুরুষে বনেদি ঘর। বারমাসে তেরপার্ব্বণে দোল দুর্গোৎসব, অতিথিসেবা কাঙ্গালী ভোজনে তাঁহাদের অবারিতদ্বার। ব্রাহ্মণ কায়স্থের উপনয়নে, দরিদ্র কন্যাদায়গ্রস্তের কন্যা বিসর্জ্জনে, নিঃস্বের ঋণ-মুক্তির সহায়তায়, দরিদ্রের পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধদায় মোচনে, সাধু সন্ন্যাসী ও তীর্থ-পর্য্যটকগণের ভ্রমণ ব্যয় সঙ্কুলনে, নির্ধন আত্মীয়-স্বজনের প্রতি রোগীর ঔষধ পথ্য ও সুচিকিৎসা বিধানে তাঁহাদের দান সুবিখ্যাত।

এত সু-যাঁরা, ধর্ম্মব্রতে এতব্রতী যাঁরা, জানিনা, শুধু অভিমান বশে, আমার পিতাকে তাঁদের পদানত করিবার দারুণ রোষে—তীব্র অভিলাষে শুধু এতটুকু জমি নিয়া মাম্‌লা, মোকদ্দমা করিয়া ছলে বলে কৌশলে আমার পিতার এ শোচনীয় দুর্দ্দশার—এ সর্ব্বনাশের প্রচেষ্টার কারণ কি ? এত অত্যাচারে অবিচারে এত বিবাদ বিসংবাদে কৈ তাঁরাত আমার পিতাকে তাঁদের পদানত করিতে পারেন নাই ! হাঁ, পারিয়াছেন বটে ! সে অনাচারে নহে, অনুদারতায় নহে, সঙ্কীর্ণতায় নহে ; আমার পিতা তাঁদের পদানত হইয়াছেন, আচারে উদারতায় অসঙ্কীর্ণতায়—প্রেমের বন্ধনে। পিতার ধনুর্ভঙ্গ পণ ছিল, তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইবেন, তবু আত্মসম্ভ্রমের বিনিময়ে তাঁদের ঐক্য, তাঁদের সখ্য যাঁচিয়া লইবেন না। সে পণ তাঁহার রক্ষা পাইয়াছে, তিনি যাঁচিয়া তাঁদের প্রেম প্রীতি ভিক্ষা করিয়া মাথায় গ্রহণ করেন নাই।

এখন বাবা বলেন, "বস্তুতঃই তাঁরা বড়, আমি ছোট। তাঁরা ত্যাগী ব্রাহ্মণ ; আর আমি ভোগী ক্ষত্রিয়। এতদিন ঋষি বশিষ্ঠের সহিত ব্রাহ্মণত্ব-কামী ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রের ভাবের লড়াই আমাদের ভিতর চলিতেছিল ; এত-দিন ক্রোধ চণ্ডালের বশীভূত হইয়া আত্মাভিমানে স্ফীত হইয়া ক্ষুদ্র স্বার্থের দাস হইয়া ব্রাহ্মণত্ব বা ক্ষত্রিয়ত্ব দূরে থাকুক তাঁরা সত্যকার চণ্ডালত্বই প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন। আর আমি তখনও বল গৌরবে দীপ্ত উন্নতশির ক্ষত্রিয় ছিলাম, এখনও তাদের দান, তাঁদের ঐক্যতা সখ্যতালাভ করিয়া কি হইয়াছি জানি না ; ভাই, কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র-পিতা, তোমরা বিচার করিয়া বল। আমি যদি বলি, আমি যে ক্ষত্রিয় এখনও সেই ক্ষত্রিয়াই আছি, আমার সে বিচার মীমাংসাটা নিতান্তই অসমীচীন হইবে ? মানুষ বড় হয় কিসে ?—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়

য় কিসে ? ত্যাগে না ভোগে,—লোভে না অভিমানে,—অসত্যে না অহঙ্কারে,—সঙ্কীর্ণতায় না উদারতায়,—নিরভিমানে না সত্যপ্রতিষ্ঠায়,—স্বার্থত্যাগ না আত্মবিসর্জ্জনে ?

'কুল-কুল-কুল' করিয়া পিতা যখন তাঁহার তিনটা কন্যাকেই কুলীনের করে অর্পণ করিয়া একেবারে অবসন্ন কইয়া পড়িলেন, তখন আর আমাদের গৃহে এক মুষ্টি অন্নের সংস্থানও ছিল না। জনকোলাহল মুখরিত পিতার আনন্দ-নিকেতন সহসা যেন দৈন্যের শত বিভিষিকার অভাবের নিষ্ঠুর তাড়নায়, একেবারে বৃহৎ সংসার শিহরিয়া উঠিল ! মুহূর্ত্তে আনন্দের ঘরে কে যেন নিরানন্দকে বরণ করিয়া লইল ; শান্তির মঙ্গল গৃহ অশান্তির আবাসভূমে পরিণত হইল ! হায় ! তখনও একটা অনূঢ়া অরক্ষণীয়া ষোড়শী কন্যা মূর্ত্তিমতি পাষাণ প্রতিমার ন্যায় তাঁহার গৃহ জুড়িয়া বসিয়া আছে। পিতা কত স্থানে কত চেষ্টা যত্ন করিলেন, তাঁর এ কালো কুৎসিত মেয়ে যে কেহই গ্রহণ করিতে চাহে না ! পিতার ভাঙ্গা বুক হইতে এ জরদ্গব পাথর কিছুতেই যে আর নামে না ! এত চিন্তায় মানুষ আর কয়দিন বাঁচিতে পারে !

দীর্ঘকালের অবসর এবং বার্দ্ধক্যের অবসাদ অপটুতার অভিযোগে পিতা তাঁহার একমাত্র উপজীবিকা—জীবনব্যাপী সাধনার অমৃত ফল সেবাবৃত্তি হইতে বঞ্চিত হইলেন। চাকুরী হারাইয়া তিনি এ বিশ্ব আঁধার দেখিতে লাগিলেন। হায় ! দুস্তর অভাব সাগরে তাঁহার জীর্ণ সংসার তরণী বুঝিবা ডুবিয়া যায়। কে আছে ?—কে কর্ণধার হইয়া বৃদ্ধ পিতার এ নিমগ্নপ্রায় সংসার তরী রক্ষা করিবে ?

সংসার আর চলেনা। সকল দিন আর আমাদের অন্ন মিলেনা। অনশনে অর্দ্ধাশনে ভাবনা চিন্তায় দুঃখে দৈন্যে দারুণ অবসাদে অবসন্নতায় পিতার কপালবার্দ্ধক্য যেন অতি তীব্রবেগে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল, তিনি যেন অতি দ্রুতগতিতে পরলোকের দিকে অগ্রসর হইতেছেন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তখন এমনি শোচনীয় অবস্থা আমাদের !

পিতা তাহার পৈতৃক সম্পত্তি ও স্বোপার্জ্জিত বিষয় সম্পদ যাহা কিছু ছিল সব মাম্‌লা মোকদ্দমায় কন্যাদায় উদ্ধারের ঋণের দায়ে উড়িয়া গিয়াছে ! এক-মাত্র আশ্রয় সুখদুঃখে মাথা অবলম্বন বাস্তু ভিটিটুকু বুঝি বা আর থাকে না। সব ঋণদায়ে মহাজনের পায়ে সঁপিয়া না দিলে বুঝি বা আর রক্ষা নাই। নিষ্ঠুর মহাজনের রক্তচক্ষু মুহুর্মুহু পিতার শোণিতহীন কঙ্কালসার দেহের শেষ

রক্তবিন্দু টুকু শোষণ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছে না।

গৃহে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই। রোগ-শয্যাশায়ী পিতার ঔষধ-পথ্যের সংস্থান নাই—শুধু অভাব আর হাহাকার!—শুধু গভীর দুঃখের উষ্ণ নিশ্বাসে দীনের গৃহ পূর্ণ!

মহাকালের ভীষণ দিষাণের মত—মহাকুরুক্ষেত্রের বিষম রণভেরীর ন্যায় কাল বৈশাখীর ভয়াবহ মেঘ গর্জ্জিতেছে—বিজলী চমকিতেছে! করকাপাত হইতেছে—অশনি পড়িতেছে! মুসলধারে বারি বর্ষণ হইতেছে! গৃহ জলে জলময়। গৃহ চালায় খড় নাই, জল রোধিবে কে? পবনদেবের প্রথম তাড়নায় সেই প্রাণহীন মমতার বন্ধন শূন্য নিষ্ঠুর তৃণদল নির্ম্মম বন্ধুর মত কি জানি কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। হায়! অর্থের আকর্ষণ ব্যতীত সেই প্রাণ-হীন তৃণদল প্রেমহীন স্বার্থান্ধ মানুষের ন্যায়ই তাহাদের পুরাতন বান্ধবকে হেলায় ছাড়িয়া যায়!

ঝড় অনেকক্ষণ থামিয়া গিয়াছে। এখন আর প্রবল বর্ষণ না থাকিলেও মৃদুমন্দ বারিবিন্দু পাতের বিরাম নাই। বৈশাখী শুক্লা পঞ্চমীর মেঘভাঙ্গা জোছনা লজ্জাহীনা কুলবধুর ন্যায় থাকিয়া থাকিয়া ঘোমটা খুলিয়া আপনার নির্ম্মল সৌন্দর্য্যরাশি বিকাশ করিতেছে।

যাঁহার কথা বলিতেছিলাম তিনি দেবতা না কামচর? জমিদার, বড় লোকের একমাত্র ছেলে তিনি। নিজে সুশিক্ষিত উকীল। লাঠী খেলায়, ডন, কুস্তিতে যাহার স্বাস্থ্যময় দেহ সুগঠিত, এ মেঘভাঙ্গা জোছনায় মৃদু-মন্দ বাতবৃষ্টিতে তাহার অশ্ব আমার কাঙ্গাল পিতার দারে বাঁধা পড়িল কেন? আর এ চির শত্রুর গৃহে তাহার এরূপ অসম্ভব আগমনেরই বা কারণ কি? বাহিরে অশ্ব-পদ-শব্দ পাইয়া পিতা মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে?' দ্বারমুক্ত ছিল। 'আমি' বলিয়া তিনি কোনরূপ ইতস্ততঃ না করিয়া একেবারে সরল সোজা ভাবে পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক আসন টানিয়া বসিয়া পড়িলেন। কোনরূপ আদর অভ্যর্থনার অপেক্ষাও করিলেন না।

গৃহে বজ্র পড়িলে অথবা স্বর্গ হইতে কোনও দেবতা নামিয়া আসিলে, যেমন ভয় বিস্ময়ের কথা, আমরা সকলে ভয়ে বিস্ময়ে তেমনি অভিভূত হইয়া পড়িলাম। চাহিয়া দেখিলাম, তাঁহার ধীর বেশ। যে বেশে তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া লোকদিগকে অস্ত্রপরিচালনায়—ডন, কুস্তি লাঠীখেলা প্রভৃতি শক্তি-সাধনায় দীক্ষিত করেন, যে বেশে তিনি পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া লোকদিগকে

তাঁত শিক্ষা, তুলার চাষ ও চরকায় সূতা কাটার উপদেশ দিয়া বেড়ান, তাঁহার এ বেশ, সেই বেশ। হয়ত ঐরূপ কোন কার্য্য হইতে এখানে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সঙ্গে অশ্ব ব্যতীত জনপ্রাণী ছিল না। হাতে বীরযষ্টি; তাহাও বাহিরে অশ্ব-বন্ধন স্থলে রাখিয়া আসিয়াছেন।

আমরা ভাবিলাম, যিনি দু'দিন পরে মুন্সেফ হইতে যাইতেছিলেন, অতবড় লাভের ও মান গৌরবের পদটা যিনি হেলায় গাত্রমলের ন্যায় অনায়াসে ত্যাগ করিয়া আসিয়া স্বদেশ-সেবা-ব্রত-গ্রহণ করিয়াছেন, যিনি পরের উপকারেরর জন্য সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়ান, যিনি লেখা পড়ায় সুপণ্ডিত, এ দারিদ্র শত্রুকে দমন করিবার জন্য তাঁহার এরূপ আগমন সম্ভব কি? মানুষের মন এমনই সঙ্কীর্ণ—এমনই কুভাবনাময়! যাউক সে কথা। শ্রীভগবান চিরমঙ্গল-ময়, তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। গৃহে সমাগত অতিথির অনাদর করা হইবে না। আমরা যথাশক্তি এ মাননীয় অতিথির—সমাগত হরিপুরের জমিদারসন্তানের, এ দেবতার পূজা করিব। অতিথি দেবতা নয় ত কি?

পিতৃদেব বলিলেন, "এ অসময়ে এ দরিদ্রগৃহে—এ শত্রুপুরীতে তোমার আগমন কেন বাবা?

দেখিতেছেন, বৃষ্টির জলে সর্ব্ব শরীর—বস্ত্রাদি সব ভিজিয়া গিয়াছে। সুদীর্ঘ পথ পর্য্যটনে অনেকটা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি—শ্রান্ত অশ্ব একটুকু বিশ্রাম ব্যতীত আর পথ চলিতে চাহে না। তাই মহাশয়ের গৃহে একটুকু আশ্রয় নিতে—একটুকু বিশ্রাম-সুখ-লাভ করিতে, আপনার সহিত দুটো কথা বলিয়া সুখী হ'তে আসিয়াছি। ইহা শত্রুপুরী মনে করিলে, কখনই আসিতাম না। তা' আপনার সহিত আমার পিতৃদেবের সুদীর্ঘকালজাত ঐ বৈরতার কি কিছুতেই অবসান হইতে পারে না? শত্রুপুরী কি মিত্রগৃহ হয় না? আমার একান্ত ইচ্ছা, আমি আপনাদের এ বিষম শত্রুতার চির অবসান করি! শুধু আপনার একটা স্বীকারোক্তি—আপনার মুখের একটা কথার প্রতীক্ষা মাত্র।

অতিথিকে শুষ্কবস্ত্র প্রদান করিয়া—বস্ত্র পরিবর্ত্তনের অনুরোধ জানাইয়া পিতৃদেব বলিলেন, "অবাক কল্লে বাবা! একটা মুখের কথা বলিয়া তোমার পিতার নিকট এতটুকু ত্রুটি স্বীকার করিয়া তাহার বশ্যতা স্বীকার করিলে অনেক দিন পূর্ব্বেই যে আমাদের এ বিরোধের অবসান হইতে পারিত, তাহা আমি জানি ও বুঝি। কিন্তু বৎস! এ বৃদ্ধের দেহে প্রাণ থাকিতে ত'

তাহা হইবার নহে। সে যে ঘোর অবমাননা। কোনরূপ স্বার্থের বিনিময়েই এ জীবন থাকিতে সে অবমাননার পসরা শিরে বহন করিতে পারিব না, বাবা।"

"ভুল, সে আপনার মস্ত বড় ভুল। আপনার উন্নত শির অবনত করিবার প্রস্তাব করিতে আমি আসি নাই। আমি আসিয়াছি, আপনাদের উভয়ের গর্ব্বোন্নত শির চির উন্নত রাখিয়া, উভয়ের গৌরব রক্ষা করিয়া উভয়কে প্রীতির বন্ধনে দৃঢ় বন্ধন করিবার পবিত্র অভিলাষে। তাহা ত্যাগ আছে, গ্রহণ নাই; উদারতা আছে, সঙ্কীর্ণতা নাই;—পবিত্রতা আছে, অপবিত্রতারপুতিগন্ধ নাই; প্রেম আছে, অপ্রেম অশ্রদ্ধার স্থান নাই।

"অমৃতে অরুচি কার বাবা! গৌরবের মিলন কে না চায়? কিন্তু নিঃস্ব সর্ব্বস্বান্ত শত্রুর সহিত বিজয়ী ধনীর সেরূপ পবিত্র মিলন অসম্ভব। এরূপ ক্ষেত্রে মিলনের অর্থ শক্তিশালী শত্রুর পদমূলে দুর্ব্বল অসমর্থ হৃতসর্ব্বস্ব শক্তি-হীনের মস্তক নত করা ব্যতীত আর কি হইতে পারে বৎস!"

সে অলীক আশঙ্কা ত্যাগ করুন। আমি আপনাদের উভয়ের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া মিলন করিব; তাহাতে মহাশয়ের সম্মতি আছে ত?

"কেন থাকিবে না বাবা?—সে রূপ পবিত্র মিলনে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সম্মত আছি।"

আমার এ বাটীতে আগমনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। আমি এখন চলিলাম; যত সত্বর লোক-মুখে আমার নিবেদন জানিতে পারিবেন।"

এই বলিয়াই সমাগত অতিথি দেবতা আমার পিতা মাতার পদধূলি লইয়া প্রস্থান করিলেন। মা একটুকু জলযোগের অনুরোধ জানাইলে, "আর এক দিন আসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিব," বলিয়াই তিনি চলিয়া গেলেন। কি জানি কেন, কোন অজ্ঞাত শক্তি প্রভাবে অলক্ষ্যে আমার মস্তক দেবতার উদ্দেশ্যে আনত হইল—আমি ভূতলে ললাট স্পর্শ করতঃ প্রণাম করিয়াই দেখি, আমার মস্তক দেবতার চরণে স্পর্শ করিয়াছে; কে জানে, তিনি বস্ত্র পরিবর্ত্তন জন্য অবার ফিরিয়া আসিয়া আমারই শিরে দাঁড়াইবেন। দেবতা দ্রুত প্রস্থান করিলেন। মা, পশ্চাতে দাঁড়াইয়া! মরমে মরিয়া গেলাম! মা কি মনে করিবেন? দেখিলাম, স্নেহময়ী—মাতার চক্ষু বাষ্পপূর্ণা! কে জানে, অশ্রুমুখী জননীর এ অশ্রু হর্ষ না বিষাদের!

কিসে কি হইল, কে জানে? তারপর, একদিন সহসা আমাদের বাটীতে

শুভ বিবাহের মঙ্গল শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। শুনিতে পাইলাম, আমার বিবাহ। কোনরূপ ঘটা নাই, পিতা নীরবে কাঙ্গাল কন্যার বিবাহোপযোগী সকল আয়োজনই করিয়াছেন। শুধু শাঁখা সিঁদুর, বস্ত্র ও পাঁচটি হরীতকী দিয়া আমাকে পাত্রস্থ করিবেন,—পিতা কন্যাদায় হইতে মুক্ত হইবেন। তাঁর অধিক আয়োজন করিবার শক্তি নাই—প্রয়োজনও নাই।

শুনিলাম, কোথাকার কে একজন শিক্ষিত বর আমার পিতাকে বিনাপণে বিনা যৌতুকে কন্যাদায় হইতে মুক্ত করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। ভাবিলাম, আমার যাহা হইবার হউক, স্নেহময় বৃদ্ধ পিতার বুকের বোঝা নামিলেই হইল; তিনি দায়মুক্ত হউন, ইহাই আমার তখনকার একমাত্র প্রার্থনীয়। কোথাকার কে বর, তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধি, কুল-শীল, অবস্থা রূপ-গুণ কিরূপ, তাহা কাহারও মুখে শুনিলামও না; শুনিবার জন্য তেমন আগ্রহও হইল না! নিরুপায় নিরবলম্বন শক্তিহীন জলমগ্ন ব্যক্তির ন্যায় ভগবানের দয়ার উপর আত্মসমর্পণ করিয়া সময়ের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

শুভ বিবাহের শুভ লগ্ন উপস্থিত হইল। কতিপয় স্বজন সহ স্বয়ং হরিপুরের জমিদার পাল্‌কী হইতে অবতরণ করিয়া বিবাহ-সভা জুড়িয়া বসিলেন। একি বিপরিত দৃশ্য! হরিপুরের মাননীয় জমীদার, কাঙ্গালের গৃহে—তাঁহার চিরশত্রুর আলয়ে বিবাহ বাসরে সমাগত! বৃদ্ধ পিতা বিনয়নম্রবচনে যথাশক্তি তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের উভয়ের মুখই প্রীতি-প্রফুল্ল! যেন দীর্ঘকালের সকল মলিনতা—সকল বিদ্বেষ কোন্ দেবতার আশীর্ব্বাদে—কাহার অদৃশ্য হস্তের পবিত্র-মধুর অমিয় স্পর্শে মুহূর্ত্তে সব মুছিয়া গিয়াছে।

বর আসিয়া তখনও বিবাহ বাটীতে উপনীত হয়েন নাই। এদিকে শুভ লগ্ন উপস্থিত। বাহির হইতে আমাকে সভাস্থ করিবার অনুমতি আসিয়া অন্দরে পৌঁছিল। আমি সভাস্থ হইতে না হইতেই, একজন অশ্বারোহী যুবক আসিয়া বরের আসন অধিকার করিয়া বসিলেন। শুভদৃষ্টির মুহূর্ত্তে চারি চোখে মিলন হইতেই দেখি একদিন অলক্ষ্যে যাঁহার পদে উদ্দেশ্যে আমার মস্তক আনত হইয়াছিল, ইনি আমার সে প্রাণারাধ্য মূর্ত্তিমান দেবতা। সহসা হুলুধ্বনি উঠিল! মঙ্গল-শঙ্খ বাজিল; পবিত্র বৈদিক মন্ত্র সকল উচ্চারিত হইতে লাগিল! আমি সে আনন্দ-কোলাহলে আত্মহারা হইলাম—ডুবিয়া গেলাম! যেন মোহ-মদিরায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম।

য়াছে ; এখন বাকী কেবল আমি। বাঙ্গাল কাঙ্গালের ঘরের কালো মেয়ে উপযুক্ত মণি-কাঞ্চন প্রণামি ব্যতীত কেই বা গ্রহণ করে ? তাই বৃদ্ধ পিতা চিন্তা জ্বরে জীর্ণ, নানা পীড়ায় শীর্ণ।

হরিপুরের জমিদারেরা সাঁতপুরুষে বনেদি ঘর। বারমাষে তেরপার্ব্বণে দোল দুর্গোৎসব, অতিথিসেবা কাঙ্গালী ভোজনে তাঁহাদের অবারিতদ্বার। ব্রাহ্মণ কায়স্থের উপনয়নে, দরিদ্র কন্যাদায়গ্রস্তের কন্যা বিসর্জ্জনে, নিঃস্বের ঋণ-মুক্তির সহায়তায়, দরিদ্রের পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধদায় মোচনে, সাধু সন্ন্যাসী ও তীর্থ-পর্য্যটকগণের ভ্রমণ ব্যয় সঙ্কুলনে, নির্ধন আত্মীয়-স্বজনের প্রতি রোগীর ঔষধ পথ্য ও সুচিকিৎসা বিধানে তাঁহাদের দান সুবিখ্যাত।

এত সু-যাঁরা, ধর্ম্মব্রতে এতব্রতী যাঁরা, জানিনা, শুধু অভিমান বশে, আমার পিতাকে তাঁদের পদানত করিবার দারুণ রোষে—তীব্র অভিলাষে শুধু এতটুকু জমি নিয়া মাম্‌লা, মোকদ্দমা করিয়া ছলে বলে কৌশলে আমার পিতার এ শোচনীয় দুর্দ্দশার—এ সর্ব্বনাশের প্রচেষ্টার কারণ কি ? এত অত্যাচারে অবিচারে এত বিবাদ বিসংবাদে কৈ তাঁরাত আমার পিতাকে তাঁদের পদানত করিতে পারেন নাই ! হাঁ, পারিয়াছেন বটে ! সে অনাচারে নহে, অনুদারতায় নহে, সঙ্কীর্ণতায় নহে ; আমার পিতা তাঁদের পদানত হইয়াছেন, আচারে উদারতায় অসঙ্কীর্ণতায়—প্রেমের বন্ধনে। পিতার ধনুর্ভঙ্গ পণ ছিল, তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইবেন, তবু আত্মসম্ভ্রমের বিনিময়ে তাঁদের ঐক্য, তাঁদের সখ্য যাঁচিয়া লইবেন না। সে পণ তাঁহার রক্ষা পাইয়াছে, তিনি যাঁচিয়া তাঁদের প্রেম প্রীতি ভিক্ষা করিয়া মাথায় গ্রহণ করেন নাই।

এখন বাবা বলেন, "বস্তুতঃই তাঁরা বড়, আমি ছোট। তাঁরা ত্যাগী ব্রাহ্মণ ; আর আমি ভোগী ক্ষত্রিয়। এতদিন ঋষি বশিষ্ঠের সহিত ব্রাহ্মণত্ব-কামী ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রের ভাবের লড়াই আমাদের ভিতর চলিতেছিল ; এত-দিন ক্রোধ চণ্ডালের বশীভূত হইয়া আত্মাভিমানে স্ফীত হইয়া ক্ষুদ্র স্বার্থের দাস হইয়া ব্রাহ্মণত্ব বা ক্ষত্রিয়ত্ব দূরে থাকুক তাঁরা সত্যকার চণ্ডালত্বই প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন। আর আমি তখনও বল গৌরবে দীপ্ত উন্নতশির ক্ষত্রিয় ছিলাম, এখনও তাদের দান, তাঁদের ঐক্যতা সখ্যতালাভ করিয়া কি হইয়াছি জানি না ; ভাই, কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র-পিতা, তোমরা বিচার করিয়া বল। আমি যদি বলি, আমি যে ক্ষত্রিয় এখনও সেই ক্ষত্রিয়াই আছি, আমার সে বিচার মীমাংসাটা নিতান্তই অসমীচীন হইবে ? মানুষ বড় হয় কিসে ?—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়

[illegible]া কিসে ? ত্যাগে না ভোগে,—লোভে না অভিমানে,—অসত্যে না [illegible]চারে,—সঙ্কীর্ণতায় না উদারতায়,—নিরভিমানে না সত্যপ্রতিষ্ঠায়,—[illegible]র্থত্যাগ না আত্মবিসর্জ্জনে ?

'কুল-কুল-কুল' করিয়া পিতা যখন তাঁহার তিনটা কন্যাকেই কুলীনের করে [illegible]র্পণ করিয়া একেবারে অবসন্ন কইয়া পড়িলেন, তখন আর আমাদের গৃহে এক [illegible] অন্নের সংস্থানও ছিল না। জনকোলাহল মুখরিত পিতার আনন্দ-নিকেতন [illegible]েন যেন দৈন্যের শত বিভিষিকার অভাবের নিষ্ঠুর তাড়নায়, একেবারে [illegible]ৎ সংসার শিহরিয়া উঠিল ! মুহূর্ত্তে আনন্দের ঘরে কে যেন নিরানন্দকে [illegible]ণ করিয়া লইল ; শান্তির মঙ্গল গৃহ অশান্তির আবাসভূমে পরিণত হইল ! [illegible]য় ! তখনও একটা অনূঢ়া অরক্ষণীয়া ষোড়শী কন্যা মূর্ত্তিমতি পাষাণ প্রতিমায় [illegible]য় তাঁহার গৃহ জুড়িয়া বসিয়া আছে। পিতা কত স্থানে কত চেষ্টা যত্ন [illegible]রিলেন, তাঁর এ কালো কুৎসিত মেয়ে যে কেহই গ্রহণ করিতে চাহে [illegible]া ! পিতার ভাঙ্গা বুক হইতে এ জরদ্গব পাথর কিছুতেই যে আর নামে [illegible]া ! এত চিন্তায় মানুষ আর কয়দিন বাঁচিতে পারে !

দীর্ঘকালের অবসর এবং বার্দ্ধক্যের অবসাদ অপটুতার অভিযোগে পিতা [illegible]াহার একমাত্র উপজীবিকা—জীবনব্যাপী সাধনার অমৃত ফল সেবাবৃত্তি হইতে [illegible]ক্ষিত হইলেন। চাকুরী হারাইয়া তিনি এ বিশ্ব আঁধার দেখিতে লাগিলেন। [illegible]য়। দুস্তর অভাব সাগরে তাঁহার জীর্ণ সংসার তরণী বুঝিবা ডুবিয়া যায়। [illegible]কে আছে ?—কে কর্ণধার হইয়া বৃদ্ধ পিতার এ নিমগ্নপ্রায় সংসার তরী রক্ষা [illegible]রিবে ?

সংসার আর চলেনা। সকল দিন আর আমাদের অন্ন মিলেনা। অনশনে [illegible]র্দ্ধাশনে ভাবনা চিন্তায় দুঃখে দৈন্যে দারুণ অবসাদে অবসন্নতায় পিতার [illegible]কালবার্দ্ধক্য যেন অতি তীব্রবেগে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল, তিনি যেন [illegible]তি দ্রুতগতিতে পরলোকের দিকে অগ্রসর হইতেছেন বলিয়া বোধ হইতে [illegible]াগিল। তখন এমনি শোচনীয় অবস্থা আমাদের !

পিতা তাহার পৈতৃক সম্পত্তি ও স্বোপার্জ্জিত বিষয় সম্পদ যাহা কিছু ছিল [illegible]ব মাম্‌লা মোকদ্দমায় কন্যাদায় উদ্ধারের ঋণের দায়ে উড়িয়া গিয়াছে ! এক-[illegible]াত্র আশ্রয় সুখদুঃখে মাথা অবলম্বন বাস্ত ভিটিটুকু বুঝি বা আর থাকে না। [illegible]ব ঋণদায়ে মহাজনের পায়ে সঁপিয়া না দিলে বুঝি বা আর রক্ষা নাই। [illegible]নিষ্ঠুর মহাজনের রক্তচক্ষু মুহুর্মুহু পিতার শোণিতহীন কঙ্কালসার দেহের শেষ

রক্তবিন্দু টুকু শোষণ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছে না।

গৃহে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই। রোগ-শয্যাশায়ী পিতার ঔষধ-পথ্যের সংস্থান নাই—শুধু অভাব আর হাহাকার!—শুধু গভীর দুঃখের উষ্ণ নিশ্বাসে দীনের গৃহ পূর্ণ!

মহাকালের ভীষণ দিষাণের মত—মহাকুরুক্ষেত্রের বিষম রণভেরীর ন্যায় কাল বৈশাখীর ভয়াবহ মেঘ গর্জ্জিতেছে—বিজলী চমকিতেছে! করকাপাত হইতেছে—অশনি পড়িতেছে! মুসলধারে বারি বর্ষণ হইতেছে! গৃহ জলে জলময়। গৃহ চালায় খড় নাই, জল রোধিবে কে? পবনদেবের প্রথম তাড়নায় সেই প্রাণহীন মমতার বন্ধন শূন্য নিষ্ঠুর তৃণদল নির্ম্মম বন্ধুর মত কি জানি কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। হায়! অর্থের আকর্ষণ ব্যতীত সেই প্রাণ-হীন তৃণদল প্রেমহীন স্বার্থান্ধ মানুষের ন্যায়ই তাহাদের পুরাতন বান্ধবকে হেলায় ছাড়িয়া যায়!

ঝড় অনেকক্ষণ থামিয়া গিয়াছে। এখন আর প্রবল বর্ষণ না থাকিলেও মৃদুমন্দ বারিবিন্দু পাতের বিরাম নাই। বৈশাখী শুক্লা পঞ্চমীর মেঘভাঙ্গা জোছনা লজ্জাহীনা কুলবধুর ন্যায় থাকিয়া থাকিয়া ঘোমটা খুলিয়া আপনার নির্ম্মল সৌন্দর্য্যরাশি বিকাশ করিতেছে।

যাঁহার কথা বলিতেছিলাম তিনি দেবতা না কামচর? জমিদার, বড় লোকের একমাত্র ছেলে তিনি। নিজে সুশিক্ষিত উকীল। লাঠী খেলায়, ডন, কুস্তিতে যাহার স্বাস্থ্যময় দেহ সুগঠিত, এ মেঘভাঙ্গা জোছনায় মৃদু-মন্দ বাতবৃষ্টিতে তাহার অশ্ব আমার কাঙ্গাল পিতার দারে বাঁধা পড়িল কেন? আর এ চির শত্রুর গৃহে তাহার এরূপ অসম্ভব আগমনেরই বা কারণ কি? বাহিরে অশ্ব-পদ-শব্দ পাইয়া পিতা মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে?' দ্বারমুক্ত ছিল। 'আমি' বলিয়া তিনি কোনরূপ ইতস্ততঃ না করিয়া একেবারে সরল সোজা ভাবে পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক আসন টানিয়া বসিয়া পড়িলেন। কোনরূপ আদর অভ্যর্থনার অপেক্ষাও করিলেন না।

গৃহে বজ্র পড়িলে অথবা স্বর্গ হইতে কোনও দেবতা নামিয়া আসিলে, যেমন ভয় বিস্ময়ের কথা, আমরা সকলে ভয়ে বিস্ময়ে তেমনি অভিভূত হইয়া পড়িলাম। চাহিয়া দেখিলাম, তাঁহার ধীর বেশ। যে বেশে তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া লোকদিগকে অস্ত্রপরিচালনায়—ডন, কুস্তি লাঠীখেলা প্রভৃতি শক্তি-সাধনায় দীক্ষিত করেন, যে বেশে তিনি পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া লোকদিগকে

তাঁত শিক্ষা, তুলার চাষ ও চরকায় সূতা কাটার উপদেশ দিয়া বেড়ান, তাঁহার সে বেশ, সেই বেশ। হয়ত ঐরূপ কোন কার্য্য হইতে এখানে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সঙ্গে অশ্ব ব্যতীত জনপ্রাণী ছিল না। হাতে বীরযষ্টি; তাহাও বাহিরে অশ্ব-বন্ধন স্থলে রাখিয়া আসিয়াছেন।

আমরা ভাবিলাম, যিনি দু'দিন পরে মুন্সেফ হইতে যাইতেছিলেন, অতবড় লাভের ও মান গৌরবের পদটা যিনি হেলায় গাত্রমলের ন্যায় অনায়াসে ত্যাগ করিয়া আসিয়া স্বদেশ-সেবা-ব্রত-গ্রহণ করিয়াছেন, যিনি পরের উপকারেরর জন্য সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়ান, যিনি লেখা পড়ায় সুপণ্ডিত, এ দারিদ্র শত্রুকে দমন করিবার জন্য তাঁহার এরূপ আগমন সম্ভব কি? মানুষের মন এমনই সঙ্কীর্ণ—এমনই কুভাবনাময়! যাউক সে কথা। শ্রীভগবান চিরমঙ্গল-ময়, তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। গৃহে সমাগত অতিথির অনাদর করা হইবে না। আমরা যথাশক্তি এ মাননীয় অতিথির—সমাগত হরিপুরের জমিদারসন্তানের, এ দেবতার পূজা করিব। অতিথি দেবতা নয় ত কি?

পিতৃদেব বলিলেন, "এ অসময়ে এ দরিদ্রগৃহে—এ শত্রুপুরীতে তোমার আগমন কেন বাবা?

দেখিতেছেন, বৃষ্টির জলে সর্ব্ব শরীর—বস্ত্রাদি সব ভিজিয়া গিয়াছে। সুদীর্ঘ পথ পর্য্যটনে অনেকটা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি—শ্রান্ত অশ্ব একটুকু বিশ্রাম ব্যতীত আর পথ চলিতে চাহে না। তাই মহাশয়ের গৃহে একটুকু আশ্রয় লইতে—একটুকু বিশ্রাম-সুখ-লাভ করিতে, আপনার সহিত দুটো কথা বলিয়া যাইতে আসিয়াছি। ইহা শত্রুপুরী মনে করিলে, কখনই আসিতাম না। আর আপনার সহিত আমার পিতৃদেবের সুদীর্ঘকালজাত ঐ বৈরতার কি কিছুতেই অবসান হইতে পারে না? শত্রুপুরী কি মিত্রগৃহ হয় না? আমার একান্ত ইচ্ছা, আমি আপনাদের এ বিষম শত্রুতার চির অবসান করি। শুধু আপনার একটা স্বীকারোক্তি—আপনার মুখের একটা কথার প্রতীক্ষা মাত্র।

অতিথিকে শুষ্কবস্ত্র প্রদান করিয়া—বস্ত্র পরিবর্ত্তনের অনুরোধ জানাইয়া পিতৃদেব বলিলেন, "অবাক কল্লে বাবা! একটা মুখের কথা বলিয়া তোমার পিতার নিকট এতটুকু ত্রুটি স্বীকার করিয়া তাহার বশ্যতা স্বীকার করিলে কতদিন পূর্ব্বেই যে আমাদের এ বিরোধের অবসান হইতে পারিত, তাহা আমি জানি ও বুঝি। কিন্তু বৎস! এ বৃদ্ধের দেহে প্রাণ থাকিতে ত'

তাহা হইবার নহে। সে যে ঘোর অবমাননা। কোনরূপ স্বার্থের বিনিময়েই এ জীবন থাকিতে সে অবমাননার পসরা শিরে বহন করিতে পারিব না, বাবা।"

"ভুল, সে আপনার মস্ত বড় ভুল। আপনার উন্নত শির অবনত করিবার প্রস্তাব করিতে আমি আসি নাই। আমি আসিয়াছি, আপনাদের উভয়ের গর্ব্বোন্নত শির চির উন্নত রাখিয়া, উভয়ের গৌরব রক্ষা করিয়া উভয়কে প্রীতির বন্ধনে দৃঢ় বন্ধন করিবার পবিত্র অভিলাষে। তাহা ত্যাগ আছে, গ্রহণ নাই; উদারতা আছে, সঙ্কীর্ণতা নাই;—পবিত্রতা আছে, অপবিত্রতারপুতিগন্ধ নাই; প্রেম আছে, অপ্রেম অশ্রদ্ধার স্থান নাই।

"অমৃতে অরুচি কার বাবা! গৌরবের মিলন কে না চায়? কিন্তু নিঃস্ব সর্ব্বস্বান্ত শত্রুর সহিত বিজয়ী ধনীর সেরূপ পবিত্র মিলন অসম্ভব। এরূপ ক্ষেত্রে মিলনের অর্থ শক্তিশালী শত্রুর পদমূলে দুর্ব্বল অসমর্থ হৃতসর্ব্বস্ব শক্তি-হীনের মস্তক নত করা ব্যতীত আর কি হইতে পারে বৎস!"

সে অলীক আশঙ্কা ত্যাগ করুন। আমি আপনাদের উভয়ের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া মিলন করিব; তাহাতে মহাশয়ের সম্মতি আছে ত?

"কেন থাকিবে না বাবা?—সে রূপ পবিত্র মিলনে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সম্মত আছি।"

আমার এ বাটীতে আগমনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। আমি এখন চলিলাম; যত সত্বর লোক-মুখে আমার নিবেদন জানিতে পারিবেন।"

এই বলিয়াই সমাগত অতিথি দেবতা আমার পিতা মাতার পদধূলি লইয়া প্রস্থান করিলেন। মা একটুকু জলযোগের অনুরোধ জানাইলে, "আর এক দিন আসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিব," বলিয়াই তিনি চলিয়া গেলেন। কি জানি কেন, কোন অজ্ঞাত শক্তি প্রভাবে অলক্ষ্যে আমার মস্তক দেবতার উদ্দেশ্যে আনত হইল—আমি ভূতলে ললাট স্পর্শ করতঃ প্রণাম করিয়াই দেখি, আমার মস্তক দেবতার চরণে স্পর্শ করিয়াছে; কে জানে, তিনি বস্ত্র পরিবর্ত্তন জন্য অবার ফিরিয়া আসিয়া আমারই শিরে দাঁড়াইবেন। দেবতা দ্রুত প্রস্থান করিলেন। মা, পশ্চাতে দাঁড়াইয়া! মরমে মরিয়া গেলাম! মা কি মনে করিবেন? দেখিলাম, স্নেহময়ী—মাতার চক্ষু বাষ্পপূর্ণা! কে জানে, অশ্রুমুখী জননীর এ অশ্রু হর্ষ না বিষাদের!

কিসে কি হইল, কে জানে? তারপর, একদিন সহসা আমাদের বাটীতে

শুভ বিবাহের মঙ্গল শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। শুনিতে পাইলাম, আমার বিবাহ। কোনরূপ ঘটা নাই, পিতা নীরবে কাঙ্গাল কন্যার বিবাহোপযোগী সকল আয়োজনই করিয়াছেন। শুধু শাঁখা সিঁদুর, বস্ত্র ও পাঁচটি হরীতকী দিয়া আমাকে পাত্রস্থ করিবেন,—পিতা কন্যাদায় হইতে মুক্ত হইবেন। তাঁর অধিক আয়োজন করিবার শক্তি নাই—প্রয়োজনও নাই।

শুনিলাম, কোথাকার কে একজন শিক্ষিত বর আমার পিতাকে বিনাপণে বিনা যৌতুকে কন্যাদায় হইতে মুক্ত করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। ভাবিলাম, আমার যাহা হইবার হউক, স্নেহময় বৃদ্ধ পিতার বুকের বোঝা নামিলেই হইল; তিনি দায়মুক্ত হউন, ইহাই আমার তখনকার একমাত্র প্রার্থনীয়। কোথাকার কে বর, তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধি, কুল-শীল, অবস্থা রূপ-গুণ কিরূপ, তাহা কাহারও মুখে শুনিলামও না; শুনিবার জন্য তেমন আগ্রহও হইল না। নিরুপায় নিরবলম্বন শক্তিহীন জলমগ্ন ব্যক্তির ন্যায় ভগবানের দয়ার উপর আত্মসমর্পণ করিয়া সময়ের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

শুভ বিবাহের শুভ লগ্ন উপস্থিত হইল। কতিপয় স্বজন সহ স্বয়ং হরিপুরের জমিদার পাল্‌কী হইতে অবতরণ করিয়া বিবাহ-সভা জুড়িয়া বসিলেন। একি বিপরিত দৃশ্য! হরিপুরের মাননীয় জমীদার, কাঙ্গালের গৃহে—তাঁহার চিরশত্রুর আলয়ে বিবাহ বাসরে সমাগত! বৃদ্ধ পিতা বিনয়নম্রবচনে যথা-শক্তি তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের উভয়ের মুখই প্রীতি-প্রফুল্ল! যেন দীর্ঘকালের সকল মলিনতা—সকল বিদ্বেষ কোন্ দেবতার আশীর্ব্বাদে—কাহার অদৃশ্য হস্তের পবিত্র-মধুর অমিয় স্পর্শে মুহূর্ত্তে সব মুছিয়া গিয়াছে।

বর আসিয়া তখনও বিবাহ বাটীতে উপনীত হয়েন নাই। এদিকে শুভ লগ্ন উপস্থিত। বাহির হইতে আমাকে সভাস্থ করিবার অনুমতি আসিয়া অন্দরে পৌঁছিল। আমি সভাস্থ হইতে না হইতেই, একজন অশ্বারোহী যুবক আসিয়া বরের আসন অধিকার করিয়া বসিলেন। শুভদৃষ্টির মুহূর্ত্তে চারি চোখে মিলন হইতেই দেখি একদিন অলক্ষ্যে যাঁহার পদে উদ্দেশ্যে আমার মস্তক আনত হইয়াছিল, ইনি আমার সে প্রাণারাধ্য মূর্ত্তিমান দেবতা। সহসা হুলুধ্বনি উঠিল! মঙ্গল-শঙ্খ বাজিল; পবিত্র বৈদিক মন্ত্র সকল উচ্চারিত হইতে লাগিল! আমি যে আনন্দ কোলাহলে আত্মহারা হইলাম—ডুবিয়া গেলাম! যেন মোহ-মদিরায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম।

সেই যে সে শুভ মুহূর্ত্তে তাঁহার পদে চিত্তহারা হইলাম, এ সুদীর্ঘ কালেও আর সে মন সে মূর্ত্তিমান বিগ্রহ হইতে ফিরিয়া আসিতে সমর্থ হইলাম না। তাঁর রূপ, তাঁর গুণ, যেন জীবনে ক্ষণকালের জন্যও আর ভুলিতে পারিতেছি না। এখনও এ বয়সেও এ পাকা চুলেও সিঁদুর পড়িবার কালে তার কথাই মনে পড়ে—তার দিব্য মূর্ত্তিই চোখে ভাসে! তার রূপ যেন জগৎ জোড়া! তিনি যে আমার দেবতা।

শ্রীবরদাকান্ত কবিরত্ন।

নরসিংহ

বিংশ পরিচ্ছেদ

যে দিন বরেন্দ্রের উদারগগনতলে—বিজয়নগরের অনতিদূরে, দেবপাড়ার সুপ্রশস্ত প্রান্তরবক্ষে অভ্রচুম্বী নবনির্ম্মিত মন্দিরে, প্রদ্যুম্নেশ্বর দেবের পাষাণময়ী মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল—উহা গৌড়মণ্ডলের ইতিহাসের একটি স্মরণীয় দিন। ঐ দিনে সমগ্র গৌড়দেশে একটা অনির্ব্বচনীয় উৎসাহের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল—একটা প্রবল বৈদ্যুতিক প্রবাহে সমস্ত দেশটা যেন ভরিয়া গিয়াছিল। নরনারী সকলেই এক নূতন আশার—নূতন বিশ্বাসে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল। গৃহচত্বর—পণ্যবিথিকা ও রাজপথসমূহের উন্মুক্ত বায়ুমণ্ডল দেশের শত শত নরনারীর উৎসাহপূর্ণ জয়ধ্বনিতে মুখরিত প্রতিধ্বনিত প্রকম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল।

ফাল্গুন মাস। দেবপাড়ার উন্মুক্ত প্রান্তরে যে দিন মহারাজ বিজয়সেনদেব শেষ পাল-গৌড়চন্দ্রকে মহাযুদ্ধে পরাজিত করিয়া পলায়নপরায়ণ করিয়াছিলেন, অদ্য সেই স্মরণীয় ঘটনার প্রথম সাম্বৎসরিক বিজয়োৎসব। নব বসন্তের সমাগমে গৌড়রাজ্যের সর্ব্বত্র এক অপরূপ শ্রী ধারণ করিয়াছে। দলবদ্ধ পাখীগুলি মেঘমুক্ত নীলাকাশে কাকলি-লহরী সৃষ্টি করিয়া দিগন্তপানে ছুটিয়া চলিয়াছে। নবকিশলয় সমাচ্ছাদিত বৃক্ষান্তরাল হইতে কোকিলবধূর মধুর কূজন প্রাণে আনন্দের ধারা ঢালিয়া দিতেছে। তরঙ্গিনীগুলি স্বচ্ছ সলিলরাশি বহিয়া বহিয়া প্রাণের আনন্দে সাগরপানে মন্থরগতিতে নাচিয়া

নাচিয়া চলিয়াছে। বনে—উপবনে নানা জাতীয় নানা বর্ণের নানা আকৃতির কুসুম সমূহ স্তবকে স্তবকে প্রস্ফুটিত হইয়া মৃদুমন্দ সমীরণপ্রবাহে সৌরভ রাশি ছড়াইয়া দিতেছে। আজি ফাল্গুনের পূর্ণিমা। গৌড়বিজয়ের স্মরণচিহ্নস্বরূপ অদ্য দেবপাড়ার সুপ্রশস্ত প্রান্তরে নবনির্ম্মিত মন্দিরে প্রদ্যুম্নেশ্বর দেবের পাষাণময়ী প্রতিমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হইবে। সেই উপলক্ষে গৌড়মণ্ডলের সর্ব্বপ্রদেশ হইতে সর্ব্বজাতীয় সর্ব্বপ্রকারের ধর্ম্মমতাবলম্বী ব্যক্তিগণের প্রতিনিধিগণ নিমন্ত্রিত হইয়া মন্দির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য মন্দিরের পুরোভাগে সুবৃহৎ চন্দ্রাতপ বহুসংখ্যক সুদৃঢ় স্তম্ভোপরি স্থাপিত হইয়াছে। চন্দ্রাতপাচ্ছাদিত স্থানের এক প্রান্তে সম্রাট, মহাকুমার, মহাসামন্তাধিপতি ও সামন্তনরপতিগণের নিমিত্ত ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণের নিমিত্ত এবং বিশিষ্ট প্রতিনিধিগণের নিমিত্ত বিনির্ম্মিত প্রশস্ত মঞ্চোপরি সুবর্ণখচিত গালিচা বিস্তৃত করত তদুপরি মহার্হ আসনসমূহে পৃথক্ পৃথক্ মর্য্যাদানুক্রমে বিন্যস্ত হইয়াছিল। মঞ্চের সম্মুখে চন্দ্রাতপতলে নিম্নদেশে বহুসংখ্যক সুখাসন নিমন্ত্রিত সামাজিকবর্গের নিমিত্ত সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। চন্দ্রাতপের বাহিরে পট্টাবাসসমূহে গায়ক ও বাদকগণ গীতবাদ্যের সুমধুর স্বরলহরীতে স্নিগ্ধ প্রভাতকে অনির্ব্বচনীয় ভাবে বিভোর করিয়া দিতেছিল। অদূরে অশ্বারোহী, গজারোহী, রথারোহী ও পদাতিক সৈন্যদল অপূর্ব্ব বেশভূষার সুসজ্জিত হইয়া প্রহরীর কার্য্য সম্পাদন করিতেছিল। মন্দির-চূড়ায় সদাশিবলাঞ্ছিত গৌড়ধ্বজ মন্দ সমীরণে 'পৎ' 'পৎ' শব্দে উড্ডীয়মান হইতেছিল।

বেলা অর্দ্ধ প্রহর অতীত হইতে না হইতেই জনপ্রবাহ নদীস্রোতের ন্যায় নানাস্থলে অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে দেখিতে দেখিতে অল্পক্ষণ মধ্যেই সভামণ্ডপের প্রায় সমস্ত আসনগুলি অধিকৃত হইল। তখন সকলে মহারাজ বিজয়সেনদেব, মহোপাধ্যায় অনিরুদ্ধ ভট্ট, মহাকুমার বল্লালসেন ও মহাসামন্তাধিপতি নরসিংহের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহারাও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সমগ্র সভ্যমণ্ডলী ও জনতার মধ্য হইতে উচ্চ জয়ধ্বনি সমুত্থিত হইল এবং সেই জয়ধ্বনির মধ্যে তাঁহারা সকলকে অভিবাদন করত আসন গ্রহণ করিলেন। অনন্তর যথারীতি "স্বস্তিবাচন" ও "মঙ্গলাচরণের" পর শ্রীশ্রীপরমেশ্বর পরম ভট্টারক গৌড়েশ্বর মহারাজাধিরাজ বিজয় সেনদেব সর্ব্ব সম্মতিক্রমে সভাপতির আসনে

সমাসীন হইলেন এবং নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা সমবেত সভ্যমণ্ডলীকে মহাসভার উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিয়া, মহোপাধ্যায় শ্রীশ্রীঅনিরুদ্ধ ভট্ট মহোদয়কে তাঁহাদের কর্ত্তব্য ও কার্য্যপ্রণালী সবিস্তার বুঝাইয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। সভাপতির আদেশে মহোপাধ্যায় ভট্টজি সেই সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইবামাত্র চতুর্দ্দিক হইতে মুহুর্মুহুঃ আনন্দধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল এবং সকলের সতৃষ্ণ দৃষ্টি গৌড়মণ্ডলের সেই মহাপুরুষের দিকে সমাকৃষ্ট হইল। বিদ্যাবুদ্ধি, অসীম শাস্ত্রজ্ঞান, অপরিমেয় চরিত্রবল ও ধর্ম্মপ্রাণতায় তৎকালে সমগ্র গৌড়মণ্ডলে তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিল না—গৌড়ের বাহিরেও সেকালে কদাচিৎ তাঁহার সমকক্ষ খুঁজিয়া পাওয়া যাইত। এই সকল সদ্‌গুণাবলী দ্বারা সমলঙ্কৃত থাকায় সকলেই তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন—এবং তজ্জন্যই তাঁহার উপদেশ শ্রবণের নিমিত্ত সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। ভট্টজি সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের নাম স্মরণ করিয়া সেই সমবেত সভ্যমণ্ডলীর সম্মুখে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ গুরু-গম্ভীর বাণী বলিতে লাগিলেন—

"সমবেত সভ্যমণ্ডলি, আপনারা গৌড়সাম্রাজ্যের সর্ব্ব সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মপন্থীগণের প্রতিনিধিবর্গ আজি এই সভায় সমাগত। আপনারা সকলেই বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ। আশা করি প্রকৃত আর্য্যোচিত উদারহৃদয় ও শুদ্ধ আত্মা লইয়াই আপনারা এখানে আগমন করিয়াছেন। আশা করি জন্মভূমির কল্যাণ আপনারা সকলেই কামনা করেন। উদারহৃদয় মহামনা কুশাগ্রবুদ্ধি মহারাজাধিরাজ শ্রীশ্রীবিজয়সেনদেব এই বিরাট সভার উদ্যোগী ও কর্ণধার। মহাসামন্তাধিপতি জনপ্রিয় শ্রীনরসিংহ দাস ও সুপণ্ডিত মহাকুমার শ্রীবল্লালসেন ইহার পরিচালক। আপনারা সকলে আমার বাক্য অবধান করুন। সমগ্র ভারতবর্ষে ইদানীং কালচক্রের আবর্ত্তনে যে ঘোর দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে, আমি আজি তাহা লইয়া আলোচনা করিব না—করিয়া বিশেষ লাভও নাই। আমি আজ আমাদের "স্বর্গাদপি গরিয়সী" জন্মভূমি, যাহা একদিন মহাশক্তি ও গৌরবের আধারস্বরূপা ছিল, সেই গৌড়দেশের কথাই বলিব। আজি আমরা গৌড়বাসীগণ পরমতাসহিষ্ণু বহুধর্ম্ম সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত—প্রবল দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচারপরায়ণ—সংহতিশক্তি আমাদের মধ্য হইতে অন্তর্হিত। পাল-সাম্রাজ্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে এদেশে যে "মাৎস্য ন্যায়" দেখা দিয়াছিল আজি আবার এদেশে সেই "মাৎস্য ন্যায়ের"ই সূচনা দেখা যাইতেছে। আমাদের এই প্রকার অবস্থা কি প্রশংসনীয়?

হা কি আমাদের জাতীয় আদর্শ-রক্ষার অনুকূল? আপনারা কি দেখিতে পাইতেছেন না, একটা বিদেশীয় সভ্যতা নূতনতেজে, নূতন উদ্যমে—নূতন বেশে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। এখনও কি আমরা সঙ্ঘবদ্ধ হইব না? এখনও কি আমরা পরস্পর বিবাদে বলক্ষয় করিতে থাকিব? বাস্তবিক কি লইয়া আমরা হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া কোন আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছি? কোন্ মহান্‌তত্ত্ব আমাদের ঋষিগণের দিব্যদৃষ্টিতে প্রতিভাত হইয়াছিল? কোন্ মহান্ আদর্শ ব্যক্তিতে সমাজে রাষ্ট্রে ও বিশ্বে পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার জন্য আমাদের রাজর্ষি ও অবতারগণ ক্ষমতাপ্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন? "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "একমেবাদ্বিতীয়ং" "একোহং বহুস্যাম্ঃ" এই তিনটি মহামন্ত্রের উপর কি ভারতীয় সভ্যতার মূলভিত্তি প্রতিষ্ঠিত নহে? চরাচর—স্থূল সূক্ষ্ম—দৃশ্য অদৃশ্য—চেতন অচেতন যাহা কিছু আছে, তাহাই ব্রহ্মের স্বরূপ—তিনি এক ও অদ্বিতীয়—তিনি এক হইয়াও বহুরূপে প্রকাশিত, ইহাই কি আমাদের সভ্যতার মূলকথা নহে? একও তিনি—অনন্তও তিনি, আবার সান্তও তিনি। আমাদের নিকট একও যাহা, বহুও তাই। একও যেমন সত্য, বহুও তেমনি সত্য। নিরাকারও যেমন সত্য, সাকারও তেমনি সত্য। তিনি মহান্ হইতেও মহান্ আবার অণু হইতেও অণু, ইহাই যখন আমাদের আদর্শের মূলতত্ত্ব; একের ভিতর বহু ও বহুর ভিতর একতে দেখাই যখন আমাদের মতে মোক্ষ—সমস্ত ভূতে নির্ব্বৈরভাবের সাধনই যখন আমাদের মতে ভগবৎ প্রাপ্তির উপায়, জাতীয় জীবনের সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠানকে ঐ উদ্দেশ্যের অনুকূল করিয়া রচনা করিবার ক্ষমতাকেই যখন আমরা আকাঙ্ক্ষনীয় বলিয়া মনে করি, তখন ঐ আদর্শের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পন্থাবলম্বনকারীগণের মধ্যে বিরোধভাব থাকা উচিত নহে। তাই একই আদর্শ লক্ষ্য করিয়া তাহা সাধনের নিমিত্ত আমাদের মধ্যে যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানসমূহ গড়িয়া উঠিয়াছে, আমরা তাহাদের মধ্যে বিরোধের অবসান করিতে চাই। দেশ কাল পাত্র বিচার করিয়া শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত, শৌর, গাণপত্য, মহাযান, হীনজান, কালচক্রযান, বজ্রযান, সহজযান, শ্বেতাম্বরী, দিগম্বরী প্রভৃতি সর্ব্ব সম্প্রদায়ভুক্ত সনাতনী, বৌদ্ধ ও জৈনপন্থীগণকে লইয়া আমরা একটী অখণ্ড গৌড়ীয় সমাজ সংগঠন করিতে চাই—যে সমাজে প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মানুষ্ঠান বজায় রাখিয়াও সমস্ত গৌড়ীয়গণ একত্র মিলিত হইতে পারিবেন। আমরা বিভিন্ন

সম্প্রদায়কে লইয়া বিপ্লব বাধাইতে চাই না—ধীরে ধীরে সমাজের মধ্যে সময়োপযোগী একটা সংস্কার করিয়া লইতে চাই। আমরা সমস্ত সম্প্রদায়ের ধর্ম্মাচার্য্যগণকে লইয়া একটি সর্ব্বপ্রকার অসিজীবী মসীজীবী রাজপাদোপজীবিগণ ও রাজা রাজন্যগণকে লইয়া একটী চিকিৎসাব্যবসায়ীগণকে লইয়া একটি, নানা প্রকার শিল্প, বাণিজ্য কৃষি ও কুসীদজীবিগণকে লইয়া এক একটি ও অন্যান্য ব্যবসায়ীগণকে লইয়া তাহাদের প্রত্যেক প্রকারের ব্যবসায়ীগণকে লইয়া এক একটী সামাজিক উপবিভাগ গঠন করিতে চাই! মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি প্রাচীন স্মৃতিসমূহের পুরাতন বর্ণ বিভাগ ও নিয়ম আর পুনঃস্থাপিত হইতে পারে না। কারণ সর্ব্ববর্ণের লোক নিজ নিজ বর্ণনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছামত বিভিন্ন কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাই আমরা ব্যবসাভেদে জাতি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে অভিলাষী হইয়াছি এবং তজ্জন্যই আজ আমরা আপনাদিগকে এই মহাসভায় আহ্বান করিয়াছি। ভবিষ্যতে অবস্থার পরিবর্ত্তনে অন্যবিধ উপায় অবলম্বিত হইতে পারিবে—কিন্তু সম্প্রতি পূর্ব্বোক্ত রূপ সংগঠন প্রণালীকে আমরা অবলম্বনীয় বলিয়া বিবেচনা করি। নিজেদের কঠোর আচার নিষ্ঠার ফলে ধর্ম্মাচার্য্যগণ একশ্রেণীর লোকের দেহকে স্পর্শের অযোগ্য, তাহাদের স্পৃষ্ট অন্নজল ও তাহাদের বন্ধনকৃত অন্ন অপবিত্র ও গ্রহণের অযোগ্য মনে করেন। আবার একশ্রেণীর লোকের দেহ ও স্পৃষ্ট জল শুদ্ধ বিবেচিত হইলেও, "ঘৃতপক্কং পয়ঃ পক্কং পক্কং কেবল বহ্নিনা" ব্যতীত তাহাদের অন্যপ্রকার পক্কান্ন গ্রহণের অযোগ্য বিবেচিত হয়। আমরা সম্প্রতি দেশকাল পাত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ঐ সমস্ত ধারণার ব্যতিক্রম ঘটাইতে চাই না। কিন্তু আমাদিগকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে ক্রমে ক্রমে সকল জাতিকেই সর্ব্বপ্রকারে আচরণীয় করিয়া লইতে হইবে এবং সদাচার উহার মাপদণ্ড হইবে। আচরণীয় জাতির মধ্যে বর্ত্তমানে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মযাজকগণকে "ব্রাহ্মণ" সংজ্ঞায়, সর্ব্বপ্রকার রাজপাদোপজীবী ও রাজা ও রাজন্যগণকে "কায়স্থ" সংজ্ঞায়, সর্ব্বপ্রকার চিকিৎসকগণকে "বৈদ্য" সংজ্ঞায়, সর্ব্বপ্রকার সদ্‌ব্যবসায়ীগণকে "নবশাখ" সংজ্ঞায় অভিহিত করিতে প্রস্তাব করি। অনাচরণীয়গণ "অন্ত্যজ" সংজ্ঞায় অভিহিত হইবেন এবং ক্রমশঃ সদাচারসম্পন্ন হইয়া আচরণীয় হইতে থাকিবেন। ধর্ম্মমত সম্বন্ধে স্বাধীনতা সকলেরই থাকিবে, কিন্তু শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট সদাচারের অধীনতা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ সদাচারকে ভিত্তি করিয়া ও

ধর্ম্মমত সম্বন্ধে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আমরা সমাজ গড়িয়া তুলিব। এতৎব্যতীত বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের উপায়ান্তর নাই। আশা করি আপনারা সকলে আমার এই মত গ্রহণ করিবেন।

গতিই জগতের নিয়ম—হয় ঊর্দ্ধে, নয় অধোদিকে। জগতে স্থিরভাবে কোন স্থানে থাকিবার উপায় নাই। ঊর্দ্ধ-গতি শক্তিসাপেক্ষ। শক্তি সাধনাসাপেক্ষ। কিন্তু সকলের মূলে আত্মরক্ষা। আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে আত্ম-রক্ষায় ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমাদিগকে সংঘবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতে হইবে। "গম্ভীর—নীল—মেঘমেদুর আকাশের নিম্নে শ্যামা গৌড়জননীর প্রতীক্ষা উৎকণ্ঠিত মুখের উপর দারুণ দুর্ভাবনার পাংশুলচ্ছায়া পড়িয়াছে—অদূরে এক বিশ্বগ্রাসী প্রতিদ্বন্দ্বী সভ্যতা ভারতীয় আর্য্য-সভ্যতাকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত লেলিহান্ জিহ্বা বিস্তার করিয়া গৌড়রাজ্যের সিংহদ্বারে হানা দিবার উদ্যোগ করিতেছে। এ সময় গৌড়ের নরনারায়ণকে অবস্থানুযায়ী সজ্জিত করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া রথে তুলিতে হইবে। জীবদেহের ন্যায় সমাজকেও পারিপার্শ্বিকের বিরুদ্ধে প্রতিপদে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। যে সমাজ তাহা পারে না—জড়ের ন্যায় অপরিবর্ত্তনীয় থাকিতে চায়, জগতের অলঙ্ঘ্য নিয়মে তাহার ধ্বংস অনিবার্য্য হইয়া উঠে। জড়তা—অবসাদ—অজ্ঞতা—বৃথা আভিজাত্যগর্ব্বই জাতির ধ্বংসের মূল কারণ। আর্য্যজাতি যে সহস্র বৎসর ধরিয়া জীবনসংগ্রামে কোনরূপে টিকিয়া আছে, তাহার কারণ যে সে কোন কোন ব্যাপারে জীবন ধর্ম্মকে মানিয়া চলিয়াছে—আত্মরক্ষার জন্য পারিপার্শ্বিকের সহিত প্রয়োজনমত সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছে। আজও আমাদিগকে সে তথ্য বিস্মৃত হইলে চলিবে না। আমাদিগের জাতি ও সমাজকে সময়োপযোগী করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ করিতে হইবে। বর্ত্তমানে আমাদের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই কেহ বা পদমর্য্যাদার কুহকে মুগ্ধ—কেহ বা ঐশ্বর্য্য-বিলাসের সুখস্বপ্নে বিভোর; জাতির অবশিষ্টাংশ সাম্প্রদায়িক ঈর্ষাবিদ্বেষে শতধাবিচ্ছিন্ন। ইহারা কেহই দেশের ও জাতির প্রকৃত কল্যাণ চাহে না, বুঝিবা বুঝে না—নিজ নিজ আত্মপ্রতিষ্ঠাই কামনা করে। আমাদিগকে এই সমস্ত সংকীর্ণতা ও হীনতার উপরে উঠিতে হইবে—আমাদিগকে আবার সংঘবদ্ধ হইতে হইবে—সকল প্রকার সম্প্রদায়গত বৈষম্য, সকল প্রকার অনাচার দূর করিতে হইবে, নচেৎ আমাদের পতন ও ধ্বংস অনিবার্য্য।

শুধু আমাদের জাতির আত্মরক্ষার জন্য এই প্রচেষ্টা নহে—বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্য—যাহাতে আর্য্য জাতির বিশেষ আদর্শ, বিশ্ব হইতে বিলুপ্ত না হয়, তজ্জন্যও আমাদিগকে এই গঠন কার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে। সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া আমাদের সমাজের—আমাদের জাতির বুকে যে সকল গোঁড়ামি, ভণ্ডামী ও অনাচারের শিকড় বদ্ধমূল হইয়াছে। আশা করি আজিকার এই ভাববন্যায় সেই মূলগুলি শিথিল ও উৎপাটিত হইয়া যাইবে—যুগ যুগান্তরের পুঞ্জীভূত অন্ধকার আজিকার এই মহামিলনের বিদ্যুতালোকে দূরীভূত হইয়া যাইবে। হয়তঃ আমাদের এই গঠন কার্য্যে নানাপ্রকার ত্যাগ স্বীকার ও দুঃখ কষ্টকে বরণ করিয়া লইতে হইবে; কিন্তু আমাদিগের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের নিমিত্ত ও জগতের হিতার্থ আমাদিগকে বর্ত্তমানে সেই সহস্র দুঃখকেও অম্লানচিত্তে বহন করিতে হইবে। অকর্ম্মণ্যতার ক্রোড়ে সুখসুপ্ত থাকিলেই আমরা দুঃখের কবল হইতে পরিত্রাণ পাইব না। আমাদিগকে আজ দুঃখের দেবতার দীপ্ত ললাটের দিকে সরল-নির্ভীক দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতে হইবে—'আমরা অজ্ঞান, অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াইব, লোভে-মোহে, ভয়ে ভাবনায় সত্যকে ও ন্যায়কে লেশমাত্রও খর্ব্ব করিব না। আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম অপ্রিয় হউক, অকুণ্ঠিতচিত্তে পালন করিব। কোন সুখ-সুবিধা, আরাম-আবেশ, শাসন-পীড়নকে সত্যের অপেক্ষা বড় বলিয়া স্বীকার করিব না।' ইহাই আমাদের সনাতন সাধনার ধারা। সেই সাধন ধারাকে অব্যাহত রাখিবার জন্য গৌড় জননীর সুসন্তানগণ কি দুর্য্যোগের বজ্র ও বারিধারা উন্নত মস্তকে বহন করিয়া অগ্রসর হইবেন না?"

এই বলিয়া ভট্টজি আসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সমুচ্চকণ্ঠের শেষ শব্দগুলি মুহূর্ত্তের জন্য সুবিস্তৃত সভামণ্ডপের চতুর্দ্দিকে যেন দ্রুতবেগে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল—আর সভাস্থ সকলেই যেন নির্ব্বাক্ হইয়া তাহাই শুনিতে লাগিলেন। অতঃপর সভাপতি সমবেত সভ্যগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করিতে আহ্বান করিলেন। তখন সপক্ষে ও বিপক্ষে কিছু কিছু বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। অবশেষে সর্ব্ব সর্ব্বসম্মতিক্রমে ভট্টজির অভিমত সকলেই গ্রহণযোগ্য বলিয়া স্থির করিলেন। এইরূপে সেদিন আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষগণ একত্র মিলিত হইয়া গৌড়মণ্ডলের তাৎকালিক একটি গুরুতর সমস্যার সমাধান করিয়া লইলেন।

—— শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেনবর্ম্মা বি-এল

আমার ডাক্তারী

সে আজ অনেক দিনের কথা। তখন সবে বি, এ, পাশ করে আইন কলেজে নাম লেখানো হয়েছে।

দেশ থেকে ম্যালেরিয়ার জ্বর নিয়ে শরীরটা খারাপ হয়েছিল। তাই পাঁচ জন বন্ধুর খোসামোদ করে আইন ক্লাসে proxyর বন্দোবস্ত করে সেজমামা ছিলেন মজঃফরপুরে রামপুর ষ্টেটের ম্যানেজার সেখানে হাওয়া বদলাতে যাওয়াই স্থির করলাম।

একটা ট্রাঙ্ক ও বিছানা নিয়ে শুভদিন দেখে ট্রেণে রওনা হয়ে পড়লুম। পরদিন রামপুর পৌঁছে দেখি মামার বাড়ীটা বেশ, তিনি একাই থাকেন, কারণ বিপত্নীক; একটা বড় ঘরে আমার যায়গা হ'লো।

খাওয়া দাওয়ার আয়োজন প্রচুর। মামার লোকলস্করও বিস্তর। আমার কাজের মধ্যে বেড়ান আর মাছধরা। তবে সঙ্গী অভাবে বিশেষ কষ্ট হ'তো।

গ্রামে একটা মধ্যইংরাজী স্কুল আছে। কিন্তু তবে মাষ্টারগুলি সেই দেশীয় হিসাবে মেলামেসার বড় সুবিধা হইতনা। বিশেষতঃ আমার হিন্দি এমনই হাস্যজনক হইয়া উঠিত যে খুব সপ্রতিভ হইলেও আমার মধ্যে মধ্যে লজ্জা হইত। আর তাদের একটা মস্ত দোষ বা গুণ, কোন রকম তাস, পাশা খেলাই তাদের অভ্যাস নাই। আর মাছ ধরার দিকদিয়েই তারা যান না কারণ,—তারা সকলেই নিরামিষাশী।

একদিন মামা বল্লেন "ওরে রমেশ, তুইত এখন পূজো অবধি থাক্‌বি তা আমাদের স্কুলের হেডমাষ্টার তিনমাসের ছুটি নিচ্চে, তা তুই সে কাজে লেগে যা, সারাদিন ভাল লাগে না, ছেলে পড়িয়ে একরকম লাগ্‌বে মন্দ নয়। আবার টাকাও ত পাবি।

আমি বলিলাম "খুব রাজি আছি, তবে আমার হিন্দিটা :—"

মামা বলিলেন "ও সে তুই ছেলেদের সঙ্গে কথা কয়ে বেশ ভাল হিন্দী শিখে যাবি।" তবে, হেডমাষ্টারী ছাড়া আর একটি কাজও করতে হবে। আমাদের একটি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে, তার ডাক্তারও তোমাকে হ'তে হবে।

আমি বলিলাম "সে কি করে হবে, আমি ডাক্তারীর কি জানি? মামা—

ও সে রকম ডাক্তারী নয়, এ হ'চ্ছে হোমিওপ্যাথিক, কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই, এও রাণীকে অনেক কষ্টে বলে কয়ে বেশী খরচ হবেনা বুঝিয়ে স্থাপন করিয়েছি।

তার পরদিন থেকে হেডমাষ্টারী কার্য্যে ব্রতী হইলাম। একরকম হ'লো ভাল। দুপুর বেলা ঘুমের হাত থেকে নিস্কৃতি লাভ করা হোলো, আর তারপর প্রধান শিক্ষক বলে মনে একটু গর্ব্বও যে হয় নাই তা নয়, যদিও মধ্য ইংরাজী স্কুলের; আবার বিশেষ যখন ইন্‌স্পেক্টর আফিস থেকে your most obedient servant লেখা চিঠি আস্‌তো।

সকাল বেলা যেতে হ'তো সেই দাতব্য চিকিৎসালয়ে, সেও ঐ স্কুলের বাহিরের দিকে একটা ঘরে। তার আস্‌বাবের মধ্যে একটা টেবিল, একখানা বেঞ্চি ও একটা আল্‌মারী, আল্‌মারীর কতকগুলা ছাপানো ফর্ম্ম। ২।১ খানি পুরানো খাতা, পুরানো কাগজের ফাইল ও ধুলায় পরিপূর্ণ; স্কুলের বেহারাটাই এখানে কাজ করে ও থাকে, সেজন্য একপাশে তার একখানা খাটিয়া আছে। সে একটা চাবী এনে জোর করে বল্লে যে সেটা ঐ আল্‌মারীরই চাবী, তখন আমিও জোর করে খুলিবার অনেক চেষ্টা করিলাম কিন্তু কিছুতেই খুলিল না। তাহাতে আমার চিকিৎসার বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। কারণ টেবিলে একটা বড় ঔষধের বাক্স ছিল ও তার একখানা বই। যারা শিশি আনিবে তাদের শিশিতে, আর যারা না আনিবে, তাদের সাদা গুড়া বা গুলির সহিত ঔষধের ব্যবস্থা। মামার একখানা পুরাতন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার বই ছিল, সেটাই হ'লো আমার ডাক্তারী বিদ্যার অবলম্বন। মিনি পয়সায় ঔষধ ব'লে এবং তিক্ত রস বর্জ্জিত বলিয়া রোগীর সংখ্যা নেহাৎ কম হইত না। আবার গ্রামে যখন রটিয়া গেল যে এবার পাশ করা ডাক্তার আসিয়াছে, তখন রোগীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতে লাগিল।

পাশকরা ডাক্তার নাম রটিবার কারণ আর কিছুই নয়। আমি বি-এ পাশ এবং ডাক্তারিও করি, অতএব দুটোতে সমান করে আমাকে পাশকরা ডাক্তার নামে খ্যাত করিল।

রোগীদের উপকার যে হইত না তাহা নয়। তাহা আহা অবশ্য আমার চিকিৎসার গুণে একেবারেই নয়,—উপরন্তু ঔষধের সংখ্যা অধিক নয়, মাত্র এক বাক্স বলিয়া, বই দেখিয়া যে ঔষধ দিবার দরকার মনে করিতাম তার অভাবে অন্য একটি প্রায়ই দিতে হইত।

কয়েক দিন পরেই একটি রোগী আসিল। সেটি স্ত্রীলোক, তার হয়েছে শোথ, তার স্বামীর সঙ্গে এসেছে। তিন মাস সরকারী হাঁসপাতাল থেকে কোন ফল লাভ হয় নাই বলিয়া তারা ছেড়ে দিয়াছে এবং তার স্বামী আমার নাম ডাক শুনে দেড়ক্রোশ দূর থেকে চিকিৎসার জন্য আমার কাছে এনেছে।

যতদূর সম্ভব গম্ভীর হইয়া পরীক্ষা ও প্রশ্ন করার পর, আমি পুস্তক হাতে করিয়া বসিলাম, এবং তাহারাও যথানির্দ্দিষ্ট বাহিরে মহুয়া গাছ তলায় বসিল।

পুস্তক খুলিয়া দেখি প্রথমেই এক বিপদ—অর্থাৎ কিনা ইংরাজী "ড' অক্ষরের কোটায় অনেক গুলি পাতা নাই। সর্ব্বনাশ! এটা একটা যাকে কিনা serious case বলে, কেন না ব্যায়রামটা dropsy। তবে কিনা তিনমাস যখন সরকারী হাসপাতালে কিছু করিতে পারেন নাই, তখন দায়ীত্ব হিসাবে মনকে অনেকটা প্রবোধ দিলাম।

খুঁজিতে খুঁজিতে দেখি dropsy বা শোথ ব্যায়রামের শেষ দিকটার পাতা আছে।

অনেক লক্ষণ মিলিয়ে স্থির করিলাম একটা ঔষধ, তার নাম সাইলোসিয়া ২০০ ক্রম।

কি বিপদ, ঔষধের বাক্স নিয়ে দেখি, সে ঔষধই নেই, তা ২০০ বা ৩০ সাইলিউসান!—এখন উপায়? আর একটা পাওয়া গেল—কতক মেলে, কতক মেলেনা। আরসেনিক, তাও আছে ২০০ শক্তির। তা হ'তে রোগীকে দিনকার মত ৪ বারের ঔষধ দিলাম ও খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা সাধারণ বুদ্ধি থেকে সমস্ত শুক্‌নো শাক্‌না খাবার বলে দিলাম।

তারপর প্রায় ১৫।২০ দিন তার স্বামী এসে ঔষধ নিয়ে যেত। আমি কোন দিন বা শুধু গুলি বা গ্লোবিউল দিতাম, কোন দিন বা ঔষধ দিয়ে দিতাম।

তার আর স্বামী এলোনা দেখে আমি ভাবিলাম রোগীর ভবলীলা সাঙ্গ হইয়াছে। আমার হেডমাষ্টারী ও ডাক্তারী লীলার শেষ হতে প্রায় মাস খানেক আছে, এমন সময় একদিন তার স্বামী একটা প্রকাণ্ড থালা ক'রে মিষ্টান্ন ও শাক সবজী ও দই এনে উপস্থিত। আমি ভাবিলাম ডাক্তার বাবুর চিকিৎসার চূড়ান্ত পুরস্কার স্বরূপ রোগীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে কিঞ্চিৎ ভেট।

কিন্তু বৃদ্ধ খুব উৎফুল্ল হয়ে জানালে যে আমারি চিকিৎসার গুণে তার স্ত্রী আরোগ্য লাভ করেছে, এবং কৃতজ্ঞতা স্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ নজর আনিয়াছে। আরো জানাইল যে এইরূপ আয়োজনে তাহাদের দেও বা দেবতাকে পূজা পাঠাইয়াছে। আমি ভাবিকাম ঠিক ;—একটি দেবতাকে আর একটি উপদেবতাকে পূজা হ'লো।

শ্রীআশুতোষ ঘোষ।

ব্রাহ্মণের নিকট নিবেদন

এই বঙ্গদেশে হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য সমস্ত জাতির মধ্যে একটা প্রশ্ন উঠিয়াছে—আমরা কোন্ বর্ণ ?

প্রশ্নটা উঠিবার একটা কারণ হইল, স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন বলিয়া গিয়াছেন—কলিতে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ব্যতীত অন্যবর্ণ অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নাই। কেন নাই, বা কিরূপে এই দুই বর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গেল, রঘুনন্দন সে তর্ক উঠান নাই, কাজেই মীমাংসাও করেন নাই।

রঘুনন্দন সমগ্র ভারতবর্ষের হিন্দু-সমাজ সম্বন্ধে একথা বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এক বঙ্গদেশ ব্যতীত আর কোন প্রদেশে তাঁহার এ ব্যবস্থা মানিয়া লয় নাই। তিনি বাঙ্গালী স্মার্ত্ত, বঙ্গদেশে তাঁহার বিধি চলিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য জাতি—এমন কি কায়স্থ ও বৈদ্য পর্য্যন্ত আপনাদিগকে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় শূদ্র বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। তখন শূদ্র কথাটা অপমান জনক বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। শূদ্র কে ? তাহার অধিকার কি ? তাহাও বিচার করিয়া দেখিবার প্রয়োজন হইয়া উঠে নাই।

এরূপ না হইবার কারণ ইহাই অনুমিত হয় যে, যদিও কায়স্থ নামে শূদ্র বলিয়া কথিত হইতেন,তথাপি কার্য্যতঃ উঁহারা ক্ষত্রিয় বৈশ্যের আসন অধিকার করিয়াছিলেন। সমাজে ব্রাহ্মণের পরেই তাঁহাদের মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত ছিল। বলিতে গেলে উহারা উপবীত হীন দ্বিজাতিরূপে সমাজে দ্বিজাতির সকল

অধিকারই ভোগ করিতেন। ব্রাহ্মণের সহিত পার্থক্য ছিল কেবল উপবীতে। অন্যান্য জাতিরও সামাজিক এক একটা অধিকার মর্য্যাদা নির্দ্দিষ্ট ছিল। নামে শূদ্র হইলেও অন্ততঃ জল আচরনীয় হিন্দুর কোন সম্প্রদায়ই শূদ্রের মত হেয় ও মর্য্যাদাহীন ছিল না ও ধর্ম্মে তাহাদের অধিকার স্পষ্ট ছিল।

তথাপি ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য সমুদায় বাঙ্গালী হিন্দু শূদ্র আখ্যা পাইয়াছিল। রঘুনন্দন ও জানিতেন চতুর্ব্বর্ণ দেশে না থাকিলে সে দেশ, ম্লেচ্ছ দেশ হয়, তথাপি বঙ্গদেশের অমন একটা অপমান ঘটাইতে সেটা মনে আনেন নাই। 'জঘন্য কলিযুগে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ব্যতীত অন্যবর্ণ নাই' লিখিবার সময় একথাটা একবারও ভাবিলেন না, যুগটা যদি এত জঘন্য—যাহাতে ক্ষত্রিয় বৈশ্যই থাকিতে পারে না,—তবে তেমন সময়ে সর্ব্ববর্ণের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ রহিলেন কেন ? অবশ্য ব্রাহ্মণের কথায় রঘুনন্দন —"সর্ব্বেশূদ্র-সমাচারাঃ"— লিখিয়াছেন সত্য ; কিন্তু ব্রাহ্মণ নাই একথা লিখেন নাই। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্বন্ধেও ঐ কথা— "সর্ব্বে শূদ্রসমাচারাঃ"—লিখিলেই বোধহয় বাঙ্গালার জাতি-তত্ত্বের সমস্যা এমন হইয়া দাঁড়াইত না।

বাঙ্গালার ব্রাহ্মণের প্রধান চিহ্ন উপবীত। বহুকাল যাবৎ এ দেশে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন জাতির উপবীত ছিল না। কিন্তু তাই বলিয়া কোন দিনই ছিল না, তাহা নহে। যে কারণেই হউক, বাঙ্গালী ক্ষত্রিয় বৈশ্য এক স্মরণাতীত মুহূর্ত্তে হেয় ভাবিয়াই বৈদিকাচার ও বেদ পরিত্যাগ করিয়াছিল। তাহার পরে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ে বাঙ্গালায় যখন আবার ব্রাহ্মণ সৃষ্টি হইল, পরিত্যক্ত বেদ পুনর্গৃহীত হইতে লাগিল, তখন ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি জাতি ক্রমে ক্রমে বৌদ্ধতান্ত্রিকতা ত্যাগ করিয়া বৈদিক আচারের পথে আসিল বটে কিন্তু স্বার্থোচিত অধিকারের দাবী করিতে পারিল না। পতিত সাবিত্রিক বলিয়া সেকালেই শূদ্র আখ্যা পাইল।

বাঙ্গালায় প্রথম চৈতন্য হইল বৈদ্য জাতির। ইহারা আয়ুর্ব্বেদ-জীবী ; কাজেই সংস্কৃতের অনুশীলন করিতেন, শাস্ত্রগ্রন্থাদির সংবাদ রাখিতেন। ইহাঁরা দেখিলেন, হীনতার জন্য বৈদ্য, শূদ্র হইয়া যাইতেছে। ইহার নিবারণের নিমিত্ত ইহাঁরা উপনয়ন গ্রহণ করিতে উদ্যোগী হইলেন। বলা বাহুল্য, সহজে তাঁহারা এ বৈদিক অধিকার প্রাপ্ত হন নাই। অর্থ, বিদ্যা ও প্রভুত্ব বলে তাঁহাদিগকে এ অধিকার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। যাহাহউক সে সময়ে সর্ব্বসম্মত না হইলেও এখন বৈদ্য জাতির অম্বষ্ঠত্ব ও বৈশ্যত্ব সর্ব্ব-সম্মত।

তাহার পরে হাইকোর্টের আদালতেই হউক কি সেন্‌সাস্ রিপোর্টের খোঁচাতেই হউক কায়স্থ জাতির এবিষয়ে চৈতন্যের সঞ্চার হয়। "আর্য্যস্ত্রৈবর্ণিকঃ"—আর সে ত্রিবর্ণের চিহ্ন—উপবীত ; কাজেই যাহার উপবীত নাই, সে অনার্য্য—শূদ্র। দেশী ও বিদেশী ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের এই সিদ্ধান্ত শুনিয়া কায়স্থ বুঝিতে পারিল,—উপবীত ত্যাগ করিয়া সে বিদেশী ভট্টগণের সম্মুখে আপনার সে হীনতার ছবি ধরিয়া রাখিয়াছে। আর সেই ভট্টগণের শিক্ষায় শিক্ষিত প্রাড্‌বিবাক্ ও শিক্ষকগণ এই অপূর্ব্ব শূদ্র তত্ত্ব সমাজে আনিয়া পঁহুছাইতেছেন। এতকাল নামে শূদ্র হইলেও কায়স্থগণ, ক্ষত্রিয় অধিকার —ক্ষত্রিয় মর্য্যাদা ভোগ করিয়া আসিয়াছে, তাহাতে কেহ বাধা দেয় নাই। রঘুনন্দন, ব্রাহ্মণেতর জাতিকে শূদ্র বলিয়াও কায়স্থের উচ্চতা প্রকারান্তরে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আর থাকেনা। কাজেই কায়স্থগণ, ত্যক্ত উপবীত আবার তুলিয়া লইতেছে। অবশ্যই এ ব্যাপারটিকে অনেক ব্রাহ্মণেই প্রীতির চক্ষে দেখিতেছেন না। দেশবিখ্যাত ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের মধ্যেও কেহ কেহ একবার উহা শাস্ত্রসম্মত এবং আর একবার অশাস্ত্রীয় বলিয়া পাতি দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ না করিয়া কায়স্থজাতিটিকে লইয়া শাস্ত্রের মাঠে ফুটবল খেলিতেছেন। কিন্তু কায়স্থগণ, কায়স্থ হইয়া থাকিবার জন্যই তথাপি ব্রাহ্মণের নিকট হইতেই উপবীত না লইয়া থাকিতে পারিতেছে না।

কায়স্থ ও বৈদ্য বাঙ্গালার দুই শ্রেষ্ঠ জাতি,—ভারতবর্ষের দুইটি প্রধান গৌরবস্তম্ভ। ইহাঁদের অতীত ইতিহাস গৌরবময়, বর্ত্তমান—উজ্জ্বল. ভবিষ্যৎ—বিস্ময়কর। ইহাঁদিগকে ত্যাগ করিলে বাঙ্গালী হিন্দুর গৌরবের কতটুকু অবশেষ থাকে? তথাপি ইহাঁদেরই বর্ণনির্ণয় ও বর্ণোচিত অধিকার গ্রহণ সম্বন্ধেই যখন এইরূপ, তখন অন্য জাতির সম্বন্ধে যে সমস্যা আরও গুরুতর, তাহাতে সন্দেহ কি? উহাদের মধ্যে কেহ জল-আচরনীয়, কেহ জল অনাচরনীয়। কিন্তু আচরনীয়—অনাচরনীয় সকলেই ব্রাহ্মণের নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছে,—আমরা কোন বর্ণ? এবং সকলকেই বর্ণোচিত অধিকার গ্রহণের জন্য ব্রাহ্মণের চতুষ্পাটীর দ্বারে উপস্থিত।

এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ যদি সকলকে সেই চিরাগত অভ্যস্ত বাণী—"তোমরা শূদ্র"—শুনাইয়া বিদায় করেন, তাহা এই জাগ্রত-জগৎ মানিবে কি? তৃপ্ত ও তুষ্ট যে হইবে না, কেবল তাহাই নহে। আপনার বর্ণোচিত অধিকার গ্রহণের জন্য ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবে। তাহার ফলে ব্রাহ্মণকে অগ্রাহ্য করিয়াই সে জোর করিয়া

অধিকার গ্রহণ করিবে। নয়, এই সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী কাটিয়া বাহির হইয়া কোন উদার মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হইবে। যেখানে দাঁড়াইয়া সে বিদ্রূপের সহিত বলিতে পারিবে,—ঠাকুর তোমার সেই ধনু চণ্ডাল, যাহার ছায়া তুমি ছুঁইতে না, সেই ধনু আমি এখন দেলওয়ার মহম্মদ, কি মাইকেল ষ্টুয়ার্ট হইয়াছি। আগে তোমাকে প্রণাম করিলে ফিরিয়া চাহিতে না, এখন ছেলাম দেই, সেলাম নাও। তোমার ধর্ম্ম মানুষকে ছোট করিয়া রাখিতে পারে, বড় করে না ; জাত মারিতে পারে জাত দেয় না ; শূদ্র করিতে পারে, ব্রাহ্মণ করে না। তুমি যে ক্রমে নিভিয়া আসিলে, সে দিকে চাহিতেছ কি?

এ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ সমাজের কর্ত্তব্য কি? অবশ্যই ব্রাহ্মণ-সভা তাহা আলোচনা করিতেছেন। তাঁহারা কোন্ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন, স্বদেশ তাহা অবগত নহে। শুনা যায়, ব্রাহ্মণ-সভা কায়স্থকে শূদ্র বলিয়া ব্যবস্থা-পত্র সংগ্রহ করিয়াছেন। অসম্ভব নয়। যাহারা পুরুষপরম্পরায় উপবীত ত্যাগ করিয়া তন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগকে শূদ্র বলিয়া পাতি সংগ্রহ করা কঠিন কর্ম্ম নহে। কঠিন কর্ম্ম—তাহাদের পাতিত্য মোচন করিয়া স্ববর্ণে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা। ব্রাহ্মণ সমাজ, সে জন্য কি করিয়াছেন, উহা জানিবার জন্য আজ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মী সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছে।

বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতায় বঙ্গদেশ পতিত হইয়াছিল। সে পাতিত্যের স্বখাত সলিলে ক্ষত্রিয় বৈশ্য ডুবিয়া মরিয়াছে সত্য, কিন্তু ব্রাহ্মণওত সে পঙ্কিল সলিলে অস্পৃষ্ট রহেন নাই। তাঁহাকেও বেদ ছাড়িয়া যে বেদের জন্যই ব্রাহ্মণত্ব—তন্ত্র ধরিতে হইয়াছে। আর ঐ পতিত ক্ষত্রিয় বৈশ্য—যাহাদিগকে ব্রাহ্মণ শূদ্র বলেন—তাহাদেরই যাজকতা, অধ্যাপকতা ও গুরুতা করা হইয়াছে। তাহাদের অন্ন ও জল, ভূমি ও মুদ্রা গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ক্ষত্রিয় বৈশ্য-হীন বাঙ্গালায় তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্ব রক্ষার কোন বিধি. কোন স্মৃতি সংহিতায় আছে কিনা তাঁহারাই বলিতে পারেন। যদি না থাকে, তাহা হইলে আর ভট্টভট্টাচার্য্যের সেই কথা—"কলিযুগে ব্রাহ্মণ আর শূদ্র ব্যতীত অন্য জাতি নাই"—বলা চলে না। হয়, বলিতে হয়—বঙ্গদেশে শূদ্র ছাড়া দ্বিজ জাতি নাই ; নয়, লুপ্তাচার ক্ষত্রিয়-বৈশ্যকে স্ব-বর্ণে পুনঃ স্থাপন করিয়া ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করা কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে।

হিন্দু ধর্ম্ম—ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ; হিন্দুর সমাজ—ব্রাহ্মণ্যসমাজ। কাজেই ব্রাহ্মণকেই এই ধর্ম্ম ও এই সমাজ রক্ষা করিতে হইবে। যুগে যুগে ব্রাহ্মণ

তাহাই করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু রক্ষা করিতে হইলে কেবল বর্জ্জন করিলে চলিবে না, কেবল হীন করিয়া রাখিবার পাতি বাহির করিলে হইবে না। যুগানুযায়ী ব্যবস্থা করিতে হইবে, গুণ-কর্ম্মানুসারে বর্ণাধিকার দিতে হইবে। নতুবা সমাজরক্ষা ও ব্রাহ্মণের প্রাধান্য-রক্ষা অসম্ভব হইয়া উঠিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ব্রাহ্মণ-সমাজ উল্টা পথে চলিয়া অন্যকেও আঘাত করিতেছেন, আপনিও আত্মঘাতী হইতেছেন! হিন্দুকে রক্ষা করিতে হইলে এখন এক নতুন রঘুনন্দনের প্রয়োজন।

এই যে প্রতি সপ্তাহে মুসলমান-সম্পাদিত কাগজে দলে দলে হিন্দুর মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণের সংবাদ প্রকাশিত হইতেছে, ব্রাহ্মণ-সভা উহা লক্ষ্য করিতেছেন না কি? কেন ইহা ঘটিতেছে, কিরূপে এই যে সমাজে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ বিধবা ভ্রূণ-হত্যা করিতেছে, ইহার জন্য দায়ী কে? শাস্ত্র না শাস্ত্রিমহাশয়েরা? ব্রহ্মচর্য্যের মাহমাকীর্ত্তনে এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে কি? নরহত্যা যে সমাজের অনুমোদিত, সে সমাজ যদি ধ্বংস না হয়, তবে ধ্বংস হইবে কি? কাজেই হিন্দু, ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। যদি ব্রাহ্মণ কেহ থাকে, সমাজ রক্ষা কর।

শ্রীরসিকচন্দ্র বসুবর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ।

ইতিহাস বনাম রূপকথা

ঐতিহাসিকের লেখনী ধারণ করিয়া অতিরঞ্জিত ভাবে নিজ গুণকীর্ত্তন করা ও পর প্রতিভা ম্লান করার প্রয়াস পাওয়া সাধু জনোচিত কার্য্য বলিয়া সুধীগণ বিবেচনা করেন না। "কায়স্থ-সমাজ" পত্রে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বাবু "বাজু-সমাজ" শীর্ষক প্রবন্ধে সেইরূপ কার্য্যের অবতারণা করিতেছেন। তিনি উক্ত প্রবন্ধে সাজাপুরের দত্তরায় মহাশয়দিগকে "আচার ওয়ালা," অম্রপুরের বসুমজুমদারদিগের পূর্ব্ব পুরুষকে গোলাম বেশে মোগল-রাজ সমক্ষে উপস্থিত করিতেছেন। আবার স্বীয় পূর্ব্বপুরুষ উগ্রকণ্ঠ গুহকে লোকলস্করসহ রাজবেশে

মাসতারায় আনিয়া উপস্থিত করিতেছেন। ইহার কি কোনও নির্ব্যূঢ় প্রমাণ আছে?

ঐ প্রবন্ধে লিখিয়াছেন--"উগ্রকণ্ঠ গুহের প্রতাপাদিত্য সহ মানসিংহের যুদ্ধ লইয়া মতদ্বৈধ ঘটায়, তিনি যশোহর ত্যাগ করিয়া পৌত্র গোপাল ও বলরামকে সঙ্গে লইয়া বাজুদেশে মাসতারার মাঠে আসিয়া দুনিয়ার আদমের মত প্রথম লোকালয় সৃষ্টি করেন এবং উগ্রকণ্ঠের প্রপৌত্র সুবুদ্ধি খাঁ, স্বীয় দৌহিত্রদিগকে মাসতারার অংশ বিশেষকে মাধববাড়ী নাম করণ করিয়া দান করিয়াছিলেন। দৌহিত্র রাধামাধবকে সুবাদার ইস্‌লাম খাঁ লেখাপড়া শিখাইয়া সৈনিক বিভাগে একটী চাকরি দিয়াছিলেন।" ইতিহাস পাঠে অবগত অবগত হওয়া যায়, মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধের সময় হইতে ইস্‌লাম খাঁর সময় পর্য্যন্ত মাত্র বিশ বৎসর ব্যবধান! এই বিশ বৎসরে উগ্রকণ্ঠের পাঁচ পুরুষ গত হইয়া (উগ্রকণ্ঠের পৌত্র বলরাম, বলরামের পুত্র সুবুদ্ধি খাঁ; সুবুদ্ধি খাঁর কন্যা সরস্বতী এবং সরস্বতীর পুত্র রাধামাধব) ষষ্ঠ পুরুষে পদার্পণ করিল কি প্রকারে? এই সমস্ত অসামঞ্জস্য কথায় তাহার উক্তি অলিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তিনি উগ্রকণ্ঠের মাসতারা আগমন সম্বন্ধে ঢাকার ইতিহাসের ৪০০ শত পৃষ্ঠার দোহাই দিয়াছেন। তাহাও উক্ত ইতিহাস সঙ্কলনকারী যতীন বাবুকে তিনিই লিখিয়া পাঠাইয়া ছিলেন। এ কথা যতীন বাবু অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

নীলকান্ত বসুর সঙ্কলিত 'বংশ-মালা' গ্রন্থের ৩৭ পৃষ্ঠায় লিখিত বিনগুহের বংশধর গোপাল বলাই মাসতারা আগমন করেন। এ কথা প্রিয়নাথ বাবুর জ্যেষ্ঠতাতপুত্র স্বর্গীয় হলধর গুহমজুমদার মহাশয় সমর্থন করিতেন এবং রাজরাট প্রদেশান্তর্গত মোনাইল গ্রামে বলাই গুহের পৈতৃক ভিটা ও তৎ সংলগ্ন দুইটী বৃহৎ পুষ্করিণী অগভীর অবস্থায় এখনও বর্ত্তমান আছে। তাঁহার নিকট ইহাও শোনা গিয়াছে, পাগর বা পড়াগার দেবদত্ত রক্ষিতের পুত্র মহাপণ্ডিত বিরোচন রক্ষিতের ভ্রাতুষ্পুত্র সুরোচন রক্ষিতের বংশধর কামদেব বাড়ী (প্রকাশ নিয়োগী বাড়ী) নিবাসী নিয়োগী উপাধিধারী কন্দর্প রক্ষিতের কন্যা বিবাহ করিয়া মাসতারা প্রভৃতি সাতখানা মৌজা বা কিসামত যৌতুক প্রাপ্ত হইয়া মাসতারায় বাস করেন। স্বর্গীয় চন্দ্রকান্ত মৌলিক মহোদয় সঙ্কলিত 'কায়স্থ বংশাবলী' পুস্তকে মাসতারার গুহমজুমদারগণের পূর্ব্ব নিবাস রাজরা (রাজরাট) উল্লেখ আছে। প্রিয়নাথ বাবু এই সমস্ত

প্রমাণ উপেক্ষা করিয়া আরব্য উপন্যাস বা রূপকথার ন্যায় অদ্ভুত আখ্যান রচনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ নবাবী আমলের জমিদার। জিজ্ঞাসা করি, ওয়াশীলতুমার ও জমাকামল বন্দোবস্তে কাহার নামে ঐ জমিদারী বন্দোবস্ত হইয়াছিল? পঞ্চসনার কাগজে শ্রীনারায়ণ, রমানাথ, জগন্নাথ মজুমদার নামে যে তালুক লিখা যায়, ঢাকা জেলার কালেক্টরীর কাগজে তাহাই ৯১৯৪।৯২১১ নং তৌজী লেখা আছে। এই তৌজির ভূমি কোনোও জমিদারীর অন্তর্গত দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রিয়নাথ বাবু কি তাহার নিজ মত সমর্থনকারী কোন প্রমাণ দিতে পরেন? তিনি ঐ সকল প্রবন্ধে যে যে কথার অবতারণা করিয়াছেন, তাহার কি কি প্রমাণ আছে, জানাইলে বাধিত হইব।

শ্রীদ্বিজেশচন্দ্র গুহ।

বাজু-সমাজ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মাসতারার গুহবংশে বলরাম পাজী, তৎপুত্র সুবুদ্ধিখাঁ ও তৎপুত্র রতিনাথ গুহ নিয়োগী এবং রতিনাথের জ্যেষ্ঠ সহোদরা সরস্বতী ঠাকুরাণীর কতিপয় সন্তান ও পিতৃস্বসা রঙ্গিনমালার কতিপয় সন্তানের বৃত্তান্ত ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। রতিনাথের ৪ পুত্র ;—রাজারাম গুহমজুমদারের (বড়হিস্যা) রাজবল্লভ গুহমজুমদার (মধ্যমহিস্যা) রাজীবলোচন গুহমজুমদার (অকৃতদার মৃত্যু) রাজকিশোর গুহমজুমদার (ছোটহিস্যা) ইঁহারা সকলেই গুহবংশের ১৭ পর্য্যা ভুক্ত। রাজারামের পৌত্র দুর্গাচরণ, রাজবল্লভের পৌত্র কালীচরণ, এবং রাজকিশোরের পৌত্র রঘুনাথ ইঁহারা স্বয়ং দুর্গাপূজা করিতেন, *পুরোহিত কেবল তন্ত্রধারের কাজ করিতেন। আলস্য, অজ্ঞতা বা প্রতিবন্ধকতা নিবন্ধন কখন কখন এই নিয়মের যে অন্যথাচারণ না হইয়াছে এমনও বলা যায় না। এই বংশের সকলেই মিতরার অধিকারী বংশের ভট্টাচার্য্য ঠাকুর মহাশয়দিগের শিষ্য ও মহাতান্ত্রিক ছিলেন। উক্ত ঠাকুর বংশের ২ ঘর শ্রীবাড়ীতেই স্থাপিত হইয়াছিলেন। সাতআনি মাসতারার ছামে তাঁহাদের বসতি স্থান অদ্যাপিও আছে।

* সকল পূজাই কৃতীর নিজের করণীয় ; অসমর্থের পুরোহিত নিয়োগ ব্যবস্থা আছে। কাঃ সঃ সঃ

ঠাকুর মহাশয়দিগেরও তখন তপস্যার ক্ষমতা এবং যোগবল অসাধারণ ছিল। এই সম্বন্ধে এই পরিবারের একটী ঘটনায় বিষয় বর্ণন করা প্রয়োজন হইয়াছে।

কালীচরণ গুহ মজুমদার মহাশয় প্রৌঢ় কাল পর্য্যন্তও সন্তানমুখ সন্দর্শনে অসমর্থ হওয়ায় একদিন কাতর ভাবে তাঁহার গুরুদেব স্বর্গীয় রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে—নিভৃতে চরণবন্দনা পূর্ব্বক স্বীয় অনপত্যতার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। কালীচরণ টাঙ্গাইলের অন্তর্গত বাঘিলের মিত্রবংশের কন্যা পরমেশ্বরীকে বিবাহ করেন। স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই স্বাস্থ্য উত্তম অথচ সন্তান হয় না। ঠাকুর মহাশয় কতক কতক দ্রব্যের আয়োজনের উপদেশ দিয়া বলিলেন—কালীচরণ! তুমি এই এই দ্রব্য আমাকে সংগ্রহ করিয়া দিয়া পূজার আয়োজন করিয়া দাও, আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানি কেন তোমাদের সন্তান হয় না। ঠাকুর মহাশয়ের আদেশ মত দ্রব্যাদির সংগ্রহ ও পূজার অয়োজন হইল। ঠাকুর মহাশয় নিশিথে চণ্ডীমণ্ডপে পূজা ও হোম আদি সমাপন করিয়া শিষ্য এবং তাহার পত্নীকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "মার আদেশ প্রাপ্ত হইলাম—তিনি বলিলেন—তোমরা উভয়ে পদব্রজে জগন্নাথ দর্শন করিয়া আসিলে পর তোমাদের একটী মাত্র পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে।" শিষ্য বলিলেন "প্রভো! এতো বড়ই কঠিন সমস্যা, ঘর বাহির হইলেই ডাকাতে গলাকাটে—আর এই প্রৌঢ় বয়সে প্রৌঢ়া স্ত্রী লইয়া পদব্রজে এতদূর গতায়াত করা আমাদের জীবন ও স্বাস্থ্যে কখন হইবে কি? জগন্নাথ দূর স্থান; রাস্তায় ডাকাইতের হাতেই আমাদের প্রাণ যাইবে। গুরুদেব যোগশক্তির প্রভাবে উত্তর করিলেন "মা আদেশ করিতেছেন--তোমাদের কোনও চিন্তা নাই, রাস্তায় তিনিই তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন এবং জগন্নাথও দর্শন হইবে। তাঁহাকে দর্শন করিলেই দুষ্প্রারব্ধ বিনাশ হইয়া তোমাদের সুসন্তান লাভ হইবে।"

এইরূপে গুরুদেবের আজ্ঞা ও তাঁহার নির্দ্দিষ্ট সময়ানুসারে তাঁহার পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া স্ত্রী পুরুষ উভয়ে কুটুম্ব বন্ধুবান্ধবের সহিত দেখা সাক্ষাৎ ও তাঁহাদের প্রদত্ত পিঠা পায়স প্রভৃতি খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইলেন। জটাশ্মশ্রু বিমণ্ডিত দেহ গৈরিক বসন পরিধান, কক্ষে ঝুলি, সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীর বেশে, সস্ত্রীক কালীচরণ জগন্নাথ দর্শন সমাপন ও নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া প্রায় দেড় বৎসর পরে নিরাপদে

মাসভাড়া নিজ আলয়ে প্রত্যাগত হইলেন। যথাকালে পরমেশ্বরী গর্ভলাভ ও সুসন্তানমুখ দর্শন করিলেন, দম্পতি হৃষ্ট হইলেন। গুরুদেবের আদেশ মত বালকের নাম রাখা হইল জগন্নাথ।

তীর্থযাত্রার পথে কালীচরণ দস্যুভয় ও ব্যাঘ্রভীতি হইতে যে যে আশ্চর্য্য রূপে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা অতীব শ্রুতিমধুর হইলেও বাহুল্যভয়ে তাহার বর্ণনা এখন ত্যাগ করা গেল। জেলে, জাল, পাটুনী বারুই, পানের বরজ, ফকির সন্ন্যাসী ইত্যাদি নানা বিষয়ের গল্প তাঁহাদের আত্মরক্ষার ব্যাপারে উপস্থিত হইবে। জগন্নাথের পথে ময়ুর ভট্টাচার্য্যের জন্ম বিবরণ গোছের ভগবানের অনানুষিক লীলা মাহাত্ম্য ও ঐশি শক্তির ব্যাখ্যা, ভক্তের বিশ্বাষ ইত্যাদি নানা কথা বলিতে হইবে, এখন তাহার বর্ণনা পরিত্যাগ করিলাম, সময় পাইলে পরে বলিব।

এই জগন্নাথ শৈশবে পিতৃহীন হইয়া জননীর সঙ্গে বাখিল গ্রামে মিত্র মহাশয়দের বাড়ী মাতুলালয়ে গমন করেন ও বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত মাতুলালয়েই বাস করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া জননাকে সঙ্গে করিয়া পৈতৃক আলয় মাসভাড়ায় ফিরিয়া দেখেন, তাঁহার বাড়ী ঘর সম্পত্তি সমস্তই বড় ও ছোট হিস্যার জ্ঞাতিগণ আত্মসাৎ করিয়াছেন। তখন গুরুতর গৃহ-বিবাদ আরম্ভ হইল। প্রাচীন কুটুম্বগণ মধ্যে দত্তরায়বংশের মহাত্মা শিব-প্রসাদ রায় পক্ষাবলম্বী হইলেন। সেই সময় মামলা মোকদ্দমার বড় প্রচলন ছিল না, বলের দ্বারাই বিবাদ মীমাংসা হইত, এক্ষেত্রেও তাই হইল। কতিপয় খুন জখমের পর জগন্নাথ লাঠিয়ালগণকে লইয়া ছোট হিস্যার খানা বাড়ী যাহা ৺সুবুদ্ধি খাঁর বাড়ীর দক্ষিণ প্রকোষ্ঠে, তাহাই দখল করিয়া উহাতে বসিয়া গেলেন। খানাবাড়ীর মধ্যভাগেই মধ্যম হিস্যা অর্থাৎ জগন্নাথের বাড়ী ছিল এবং উহা বড় ও ছোট হিস্যার মধ্যগত বলিয়া ঐ বাড়ীটী তত বিস্তীর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই। দক্ষিণ দিক হইতে জগন্নাথের প্রচণ্ড আক্রমণ আরম্ভ হওয়ায় ছোটহিস্যার কর্ত্তাগণ সপরিবারে উত্তর দিকে ঐ অপ্রশস্ত স্থানে মধ্যমহিস্যার বাড়ীতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন। জগন্নাথ অপহৃত সম্পত্তিও দখল করিয়া ফেলিলেন। এই ব্যাপারে শিবপ্রসাদ রায় মহাশয় জগন্নাথের নিকট অতি সামান্য খাজনা ধার্য্যে একটী ইনাম তালুক প্রাপ্ত হইলেন। এই তালুকের জমিগুলি বেশ উর্ব্বরা। এই গৃহবিবাদ ১২০০ সালের ঘটনা।

জগন্নাথের সময়েই পঞ্চসনা পরে দশশালা বন্দোবস্তের কাজ হয় এবং তিনি তখন বড় ও ছোট হিস্যার সংশ্রব ত্যাগ করিয়া নিজের সম্পত্তির পৃথক্ তৌজী নম্বর করিয়া লন। বড় ও ছোট হিস্যার সম্পত্তির এজমালীতে ও একত্রে তৌজী নম্বর ধার্য্য হয়।

জগন্নাথের দানশক্তি ও গুরুভক্তি অসাধারণ ছিল। বহু জমি ও বাড়ী তিনি ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মোত্তর করিয়া দিয়া গিয়াছেন। তখন ব্রাহ্মণদের সহিত কায়স্থ জমিদারগণের কিরূপ পাঠাপাঠ ও ভাষার ব্যবহার হইত, নিম্নের লিখিত দলিল খানিতেই তাহার পরিচয় পাইবেন।

এই দলিলে জগন্নাথ গুহ 'রঘুনাথ ভূমিক' নামক একটি ব্রাহ্মণকে চারিপাখী জমি ব্রহ্মোত্তর দান করিতেছেন। উহার অবিকল নকল নিম্নে দেওয়া হইল। দলিল পাঠে আরও বুঝা যায়, লিপি লিখনে দাঁড়ি কমার কোনও ব্যবহার ছিল না। যথা:—"৭শ্রীশ্রীহরি।

সকল মঙ্গলালয় শ্রীরঘুনাথ ভূমিক সুচরিত্রেষু—

লিখিতং শ্রীজগন্নাথ গুহস্য—

ব্রর্ম্মওত্তর পত্র মিদং সন ১২০০ সন বারসত্ত সালাব্দে লিখনং কার্য্যাঞ্চাগে আমার তালুক তপ্পে সামিনি পরগণে মুলতানপ্রতাপ মৌজে বোত্তালি বনামে তালুক গদাধর মজুমদার লিখা যায় তাহাতে……পচা মান্দা মুদাকত জোতের বন্দ জমী।০ চাইরপাখী তোমাকে আমার পিতৃ পুণ্যে ব্রর্ম্মওত্তর দিলাম আবাদ আমল করিয়া পরমসুখে তোমার পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ করহ দান বিক্রির সত্য তোনার কস্মীনকালে আমার ও আমার ওয়ারিশাণের সহিত কোন এলাকা নাহি এতদর্থে ব্রর্ম্মওত্তর পত্র দিলাম ইতি।……২রা মাঘ"

দলিলের উপরে "শ্রীজগন্নাথ গুহস্য" বলিয়া স্বাক্ষর আছে। এইরূপ আরও অনেক দলিলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। দলিলের বিবেচ্য বিষয় এস্থানে এই যে একজন কায়স্থ ধর্ম্মোদ্দেশ্যে একজন ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মোত্তর দান করিতেছেন, কিন্তু তিনি বর্ত্তমান রঘুনন্দনি কায়স্থের ন্যায় "পরম পূজনীয়", বা "শ্রীচরণেষু" শব্দ লিখিতেছেন না এবং তাঁহার নিকট দাস বা সেবক বলিয়াও আত্ম পরিচয় প্রদান করিতেছেন না; অধিকন্তু commanding toneএ 'তুমি', 'তোমাকে,' 'তোমার,' 'করহ', ইত্যাদি অনুজ্ঞা সূচক শব্দ প্রয়োগ দ্বারা তাঁহাকে স্বত্বাধিকার প্রদান এবং নিজের উত্তরাধিকারীগণের সত্ত্বাধিকার খর্ব্ব করিতেছেন। ইহাতে এই বুঝা যায় যে, পূর্ব্বেকার ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের সম্বন্ধ

এখনকার সম্বন্ধ অপেক্ষা খুব নিকটবর্ত্তী ছিল। এখনকার কায়স্থগণ পূর্ব্বস্থান ভ্রষ্ট হইয়া বড়ই নীচে নামিয়া যাইতেছেন, ইহাঁর জন্ত দায়ী উভয় পক্ষই।

জগন্নাথ তাঁহার গুরুদেব গোপালগোবিন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে একদিন কোন ক্রিয়া উপলক্ষে তাঁহার নিজ বাড়ীতে আনায়ন করিয়া ভোজন করাইতে-ছেন। গুরুদেব ভোজনে বসিয়াছেন। জগন্নাথ স্বয়ং গুরুদেবকে সুপক্ক আম্র চোঁচা এড়াইয়া পরিবেশন করিতেছেন। আম্র আস্বাদন করিতে করিতে গুরুদেব বলিলেন জগন্নাথ! এত বড় উত্তম আম, ইহা কোন্ গাছের? জগন্নাথ সবিনয়ে উত্তর প্রদান করিয়া নিজ বসত বাড়ীর সেই গাছটী দেখাইয়া দিলেন ও দেখানোর সঙ্গে সঙ্গেই গাছটী তৎক্ষণাৎ গুরুদেবকে মৌখিক দান করিয়া ফেলিলেন। উক্ত আম গাছটী অতি বৃদ্ধ হইয়া জগন্নাথের পৌত্রের বাল্যকাল পর্য্যন্ত জীবীত ছিল, তাহার ফল আর শেষে ধরিত না। জগন্নাথের আমল হইতেই উহার ফলবান অবস্থার এবং শুষ্ক পত্র সমস্ত কুড়াইয়া মজুদ করিয়া ঠাকুরবাড়ী (গুরুদেবের বাড়ী) প্রেরিত হইত। বৃক্ষটীর জীর্ণাবস্থায় অনুমতি লইয়া উহাকে কাটিয়া মোথা উঠাইয়া সমস্ত খড়ি ঠাকুর বাড়ীতে দিয়া জায়গা কোপাইয়া পরিষ্কার করা হয়।

জগন্নাথ গুহমজুমদার তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। তিনি মহাশঙ্খের মালা জপ করিতেন ও জপান্তে উহাকে মদের মধ্যেই ডুবাইয়া রাখিতেন। মদ্য পান করা তান্ত্রিক সাধনার একটী অঙ্গ। শেষকালে এই পানের মাত্রা তাঁহার কিছু অধিক হইয়া পড়ায়, তাহার পরিণাম সকলের যেমন হয়, তাঁহারও সেই প্রকার হইয়াছিল। এক বোতল উত্তম মদ্য দানের পুরস্কার স্বরূপ মূল্যবান জমি ও দ্রব্যাদি দান করা তাঁহার অভ্যাসে পরিণত হইয়াছিল, ইহার জন্য বহু সম্পত্তি তাঁহার ধ্বংস হইয়াছে।

বড় হিস্যার শ্রীনারায়ণ ও ছোট হিস্যার রমানাথ গুহমজুমদার, ইহার সম-সাময়িক। শ্রীনারায়ণও জগন্নাথ জ্ঞাতি ভ্রাতা ও রমানাথ ভ্রাতুষ্পুত্র সম্বন্ধ ছিল। শ্রীনারায়ণ ১১৪৫ সালে একটী সুবৃহৎ পুষ্করিণী ও তাহার ঈশান কোণে মঠ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে শিব সংস্থাপন করেন। তাঁহার কোনও পুত্র সন্তান ছিল না। ছয়টি কন্যা জন্মে, তাহার একটী কন্যা সরস্বতী ঠাকুরাণীর বংশধর প্রসিদ্ধ সাধক নীলকণ্ঠ বসুমজুমদারের সহিত বিবাহ দেন। এই নীলকণ্ঠের বিবরণ ইতাগ্রেই বর্ণিত হইয়াছে।

অন্য একটী কন্যার বিবাহ হয় ৺কাশীনাথ দত্ত রায়ের সহিত। মাসতাড়ার

বড় ও ছোট হিস্যা হইতেও বহু ব্রহ্মোত্তর এবং দেবোত্তরাদির সৃষ্টি হইয়াছে। মাসতাড়ার গুহবংশে এখন ২২ হইতে ২৭ পর্য্যা চলিতেছে। বিরাট গুহ হইতে ১২শ পর্য্যায়ের উগ্রকণ্ঠ গুহ তাঁহার পৌত্র বলরাম ও গোপালকে লইয়া এই স্থানে আগমন করেন। তাঁহার এই আগমন বৃত্তান্তের আভাস টাঙ্গাইলের সুপ্রসিদ্ধ উকীল ৺নীলকান্ত বসু মহাশয় প্রায় ৩৭ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার কৃত বংশমালা (প্রথমভাগ) গ্রন্থের ৩৭ পৃষ্ঠায় এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"মাসতাড়াতে লিখা যায় গোপাল বলাই" এই বলাইই পূর্ব্ববর্ণিত বলরাম গাজী এবং এই গোপাল তাঁহার খুড়তাত ভ্রাতা। কালক্রমে পারিবারিক বিভাগে বলরামের বংশধরগণ ৷৵০ আনা ও গোপালের বংশধরগণ ।৶০ আনা মাসতাড়া প্রাপ্ত হন। গোপালের কোনও বংশ এখন মাসতাড়ায় নাই। সম্প্রতি তাঁহার বংশ নিম্নের "ক" তফশীলের লিখিত স্থান সমূহে বিদ্যমান আছে, এরূপ জানা গিয়াছে।

নীলাম্বর গুহের বংশ মাসতাড়া প্রকাশ শ্রীবাড়ী এবং মজলিশপুর, ভারড়া, এলাসীন প্রভৃতি স্থানে অবস্থান করার বৃত্তান্ত ও ঐ বংশমালা পুস্তকের ৩৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে।

জামালপুর, শান্তিপ্রেসে দেবেন্দ্রচন্দ্র পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত "সমাজ তত্ত্ব ও বংশাবলী" নামক পুস্তকের ৩ পৃষ্ঠাতেও মাসতাড়ার এই গুহ বংশের বিষয় বর্ণিত আছে।

ঢাকার ইতিহাসে (১ম খণ্ড) ৪০০ পৃষ্ঠায় মাসতাড়ার গুহ বংশের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং তদ্বংশীয় সুবুদ্ধি খাঁর নির্ম্মিত ৺লক্ষ্মীনারায়ণের মঠের প্রতিকৃতি লিখিত ও অঙ্কিত রহিয়াছে।

প্রায় ১৪।১৫ বৎসর পরে ঢাকা বিভাগের সেটেলমেণ্ট্ অফিসার মিঃ য়্যাস্কলী (Aascaly) সাহেব ও উক্ত মন্দিরের দুইটি ফটো লইয়া গিয়াছিলেন, তিনি ও তাঁহার ষ্টেটমেণ্টে উহা প্রকাশ করার সম্ভব।

এ পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে মাসতাড়ার গুহবংশ নিম্নলিখিত স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। তন্মধ্যে কোন কোন স্থানের বংশ বিস্তীর্ণতা লাভ করিয়াছে। সমস্ত স্থানের সম্পূর্ণ বিবরণ ও বংশাবলী এ পর্য্যন্তও পাওয়া যায় নাই। যতদূর প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে নিম্নের তপশীলে তাহা বিবৃত হইল।

বাজু সমাজে নীলাম্বর গুহের বংশ মাসতাড়া ও মজলিসপুর গ্রামে বিদ্যমান থাকা—কুলগ্রন্থে প্রকাশ। উকিল নীলকান্ত বসু মহাশয় গ্রন্থের সেই পদটী

তাঁহার পুস্তকে সংকলন করিয়া গিয়াছেন। বহু চেষ্টায় মজলিসপুর গ্রামের সন্ধান পাইয়াছি। তথাকার গুহ বংশীয় সকলেই অবস্থাপন্ন। ঐ গ্রাম ময়মনসিংহ জেলার অধীনে। তাহার ইতিবৃত্ত যথাকালে প্রকাশিত হইবে।

১। টাঙ্গাইল মহকুমার পোড়াবাড়ী নামক গ্রামে ৺দেবনাথ গুহ নামে এক সদাশয় মহাত্মা ছিলেন। তিনি মাসতাড়ায় গুহবংশ সম্ভূত। তাঁহার বংশধর কোনও পুত্র নাই। চারিটী কন্যার বংশ স্থানে স্থানে আছে। উক্ত গুহ মহাশয়ের ঊর্দ্ধতন বংশাবলী এতকও পাওয়া যায় নাই।

২। ঐ মহকুমার এলাসিন গ্রামে ৺গুরুদাস গুহ খাসনবীস নামে এক ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার বংশীয়গণ আছেন, তাঁহারও পূর্ব্বতন বংশাবলী পাওয়া যায় নাই।

৩। ঐ মহকুমার ভারড়া (ডাক নাম আড়রা ভাড়রা) গ্রামে রামনরসিংহ গুহখাসনবীশ নামে এক ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পৌত্র বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ গুহখাসনবীস মহাশয় মুরসিদাবাদ জেলার অধীন কাঞ্চনতলা গ্রামে বাস করেন। তিনি আমাকে একটী অসম্পূর্ণ কুর্হিনামা দিয়া উহার পরিপূরণ ও অনুসন্ধানের ভার অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার প্রতিই ন্যস্ত করিয়াছেন।

৪। ঐ মহকুমার আরও কতিপয় গ্রামে মাসতাড়ার গুহবংশ বিদ্যমান আছে। সাংসারিক অবস্থা কাহারও স্বচ্ছল, কাহারও অসচ্ছল। সম্পূর্ণ বংশাবলী কতক সংগৃহীত হইয়াছে ও কতক এপর্য্যন্তও সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই। জামালপুরের অন্তর্গত দিলুপাতিয়া এণ্টেন্স স্কুলের শিক্ষক চারান নিবাসী শ্রীমান নিবারণচন্দ্র গুহকে ঐ সমস্ত গ্রাম ভ্রমণ করিয়া তত্তৎ গুহ বংশের কুর্হিনামা সংগ্রহের ভার প্রদান করা হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন মানিকগঞ্জের অধীন বাইষ্টার গুহমজুমদারগণ, বুতুনীর গুহ চৌধুরীগণ ও মাসতাড়ার গুহমজুমদারগণ একই বংশোৎপন্ন ও একই ব্যক্তির সন্তান বলিয়া কেহ কেহ প্রকাশ করেন। অবশ্য বংশ একই, কারণ সকলেই গুহ বংশীয়। অনুসন্ধান ও বহু পরিশ্রম করিয়া ঐ তিন গ্রামেরই গুহ বংশলতিকা সংগ্রহ করিয়া মিল করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহার শাখা স্থান সমূহ কিছু বিভিন্ন। নিম্নে তাহা বিবৃত হইল। বাইষ্টার গুহবংশ ;—৪ লক্ষণ গুহের বংশে ১০ম কৃষ্ণগুহের ধারায় তৎ পুত্র শুক বা শুক্লাম্বর গুহ হইতে উদ্ভব। টাঙ্গাইলের অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ দুয়াজানির (দুর্গাজানির) গুহ মজুমদারগণ এই

বাইষ্টার গুহ বংশ হইতে উৎপন্ন। বুতুনীর গুহ বংশ :—৪। ভরত গুহের বংশে ৯ম অশ্বপতি বা আশ গুহের ধারায় তৎ পুত্র ১০ম সদাশিব গুহ হইতে উৎপন্ন। এই সদাশিবের আরও দুই সহোদর ছিলেন। তাঁহাদের নাম গজপতি ও বানেশ্বর গুহ। গজপতির বংশে ১৪শ মহারাজা প্রতাপাদিত্যের এবং বানেশ্বরের বংশে সিমুলিয়ার ২০শ রাজা গঙ্গাধরের জন্ম হয়।

মাসতাড়ার গুহ বংশ :—উক্ত ৯ম অশ্বপতির সহোদর বিনায়ক বা বিন গুহ হইতে উৎপন্ন। উক্ত বিনের বংশে ১২শ উগ্রকণ্ঠ, ১৪শ বলরাম গাজি, তৎ পুত্র ১৫শ সুবুদ্ধি খাঁর জন্ম হয়। নামের অগ্রে যে অঙ্কগুলি লিখিত হইল উহা স্বত্বেও আগত মূল পুরুষ বিরাট গুহকে ১ নম্বরে বা পর্য্যায়ে নিরূপণ করিয়া তাঁহা হইতে একাদি ক্রমিক পর্য্যায়ে নম্বর (cerial number) লিখিত হইয়াছে। উহা দ্বারা গুহবংশের মধ্যগত মেম্বর অর্থাৎ জ্ঞাতিগণের পরস্পরের সম্বন্ধ অনায়াসে নির্ণয় করা যায়।

(২২) ৺চন্দ্রকান্ত গুহমৌলিক মহাশয় টাঙ্গাইল সন্তোষের গুহ বংশীয়া সুপ্রসিদ্ধা জমিদার ৺জাহ্নবী চৌধুরাণী মহাশয়ার আমাত্য ছিলেন। তিনি প্রায় ৩৬ বৎসর পূর্ব্বে "কায়স্থবংশাবলী" নামে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। উহার মধ্যে তিনি কেবল মাসতাড়া ও বাইষ্টার গুহ মজুমদারগণকেই একজনের সন্তান বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহার ঐ সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক। তিনি ঐ ঐ বংশের কোনও প্রমাণ অনুসন্ধান করেন নাই। যদি তাহা করিতেন, তাহা হইলে তিনি কখনও ঐরূপ সিদ্ধান্ত উপনীত হইতে পারিতেন না। তাঁহার গ্রন্থপ্রকাশের এক বৎসর পূর্ব্বেই, অর্থাৎ প্রায় ৩৭বৎসর পূর্ব্বে টাঙ্গাইলের সুপ্রসিদ্ধ উকীল ৺নীলকান্ত বসুমহাশয় কর্ত্তৃক 'বংশমালা' নামক একখানি গ্রন্থ সঙ্কলিত হয়, তাহাও তিনি অবগত হইয়াছিলেন না।

অবশ্য ধন্যবাদের সহিত ইহা স্বীকার্য্য—যে তাঁহার উদ্যম প্রশংসনীয়। তিনি তাৎকালিক কঠোর চেষ্টা দ্বারা অনুসন্ধান করিয়া কতক কতক বংশাবলী তাঁহার উক্ত পুস্তকে মুদ্রিত করিয়া পরবর্ত্তী লিখকদিগের উৎসাহ ও আকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধিত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। উকীল ৺নীলকান্ত বসু মহাশয়ও সমস্ত বংশাবলী সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। প্রকৃত পক্ষে ইহা একাধিক জনের বহু দীর্ঘ সময় ও অর্থ ব্যয় সাপেক্ষ। যাঁর যাঁর বংশ বৃত্তান্ত তাঁহারাই তাহা ভাল জানেন, তাঁহারা উহা উদ্যোগ করিয়া মুদ্রণ জন্য লিখিয়া না পাঠাইলে অন্যে তাহা কিরূপে জানিতে পারিবে ?

মাসতারার ২২। হলধর মজুমদার মহাশয় বংশের কুঁছিনামা কাহাকেও মামলা মোকদ্দমার আশঙ্কা করিয়া দেখাইতেন না। তাঁহার বহু শরিকের সহিত সংঘর্ষ ছিল। শ্রীবাড়ীর কবিবর ৺দীনেশচরণ বসুমজুমদার মহাশয় হলধর বাবুর নিকট কুছিনামার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও না পাওয়ায় তাঁহার নিজ পুস্তকে ঐ জন্য আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

মাসতারায় গুহ বংশের কুটুম্ব ও স্থাপিত একটী ঘোষ বংশ ছিলেন। তাহাদের স্বচ্ছল অবস্থার পরিচয়ও পাওয়া যায়। তাঁহাদের খনিত পুষ্করিণীর ঈশান কোণে শিবমন্দির বা মঠের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপিও আছে। তাঁহাদের কোনও বংশ এখন মাসতারায় নাই। তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করিতেছেন। পাবনা জেলার অন্তর্গত পোতাজিয়া গ্রামে এই ঘোষ বংশের শাখার একটী সন্ধান আমি পাইয়াছি। তথাকার সুপ্রাচীন ৺গোলকচন্দ্র ঘোষ মহাশয় অত্যন্ত আহ্লাদ সহকারে আমার সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন তাঁহারা তিন পুরুষ যাবৎ মাসতারা ত্যাগ করিয়া বারেন্দ্র দেশে পাবনার পোতাজিয়া গ্রামে বসবাস করিতেছেন। বিস্তারিত ইতিবৃত্ত সহ তাঁহাদের কুঁছিনামা আমার নিকট পাঠাইবেন বলিয়াছিলেন; হঠাৎ তিনি দেহত্যাগ করায় আর উহা পাওয়া যায় নাই।

এই ঘোষ বংশের কোন কোন শাখা টাঙ্গাইল অঞ্চলে বাউয়াজানি, দৌলতপুর, ভাদড়া প্রভৃতি স্থানে ও বগুড়ার চান্দাইকোণার নিকট সিংহেরসিমুলিয়া গ্রামে আছেন, এরূপ জানা গিয়াছে।

টেপড়ার ৺হরিমোহন ঘোষ মহাশয় এই ঘোষ বংশের জ্ঞাতি ছিলেন। তাঁহার এক মাত্র পুত্র শ্রীমান বেণীমাধব ঘোষ ডাক্তারী করেন। তিনি টাঙ্গাইল অঞ্চলে বাঁশাইল কি ভাড়রা গ্রামে বাস করিতেছেন ঠিক বলিতে পারি না। কোনও প্রকার পত্র ব্যবহারও নাই, তিনি জীবিত কি মৃত তাহাও জানি না। কাহারও বংশাবলী সম্পূর্ণ এতক সংগ্রহ হয় নাই।

এই টেপড়া গ্রাম মাসতারার সংলগ্ন গ্রাম। ৺সুবুদ্ধি খাঁ তাঁহার দৌহিত্র ৺রাধামাধব বসুকে যে মাধববাড়ী নামক বাড়ী ও তৎসহ তালুক প্রদান করেন, ঐ বাড়ী তাঁহার পুষ্করিণী বা তড়াগের দক্ষিণ চালায় অবস্থিত। পূর্ব্বে ঐ স্থানে ৺উগ্রকণ্ঠ গুহের যশোর হইতে আনীত নাপিতের বাড়ী ছিল। নাপিত পঞ্চবিত্তার মধ্যে নিত্য আবশ্যকীয়। সুতরাং তাহার বাড়ী ও পুরোহিতের বাড়ীর

নিকটবর্ত্তী হওয়াই প্রয়োজন, উগ্রকণ্ঠের আনীত পুরোহিতের বাড়ীও ঐ তড়াগের পূর্ব্বতীরে ছিল। তৎবংশের শেষ ব্যক্তি ছিলেন বৈদ্যনাথ বিদ্যালঙ্কার। তিনি একজন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। সুবুদ্ধি খাঁ রাধামাধব বসুকে বাড়ী করিয়া দিবার জন্য উক্ত নাপিত বাড়ীটী ঐ স্থান হইতে উঠাইয়া দিয়া নাপিতদিগকে মাসতারা মৌজার দক্ষিণ ভাগের মাঠে বসাইয়া দেন। উক্ত নাপিত বংশ ক্ষীণবংশ—এখনও বিদ্যমান আছে, ঐ প্রদেশের নাপিত-সমাজে তাহাদের সম্মান অধিক ও তাহারা প্রাচীন বংশ বলিয়া বিশেষ পরিচিত। এই নাপিত বাড়ীর স্থানকেও চলিত কথায় টেপড়া গ্রাম বলিয়া সাধারণে প্রকাশ করেন। সুতরাং টেপ্‌ড়া গ্রাম মাসতারার অতি নিকটবর্ত্তী।

ময়মনসিংহের সুপ্রসিদ্ধ উকিল ও বঙ্গদেশের জনৈক বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু গুহ মহাশয়দিগের পূর্ব্ব পুরুষ ১২। মন্মথ গুহ এই টেপ্‌ড়া গ্রামে বসতি করিয়াছিলেন। মন্মথ গুহ ১০। ব্যাস গুহের পৌত্র ছিলেন। মন্মথের বংশের কয়েকপুরুষ টেপড়া গ্রামে বসতির পর টাঙ্গাইল বেল্‌তা গ্রামে গিয়া বসত করিতে আরম্ভ করেন ও সেই স্থানেই ঐ বংশীয় রামভদ্র গুহ বিশেষ খ্যাত হন। এই রামভদ্র গুহ ও তৎ পূর্ব্ববর্ত্তী উল্লিখিত মন্মথ গুহের মধ্যে অনুমান ৩।৪ পুরুষের নাম বহু অনুসন্ধানেও এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই—এই সম্বন্ধে উক্ত অনাথ বাবুর অনুসন্ধান এ পর্য্যন্তও চলিতেছে। অনাথ বাবু এখন কাশীধামে বাস করেন। তিনি রামভদ্রের কতিপয় উত্তর পুরুষের নাম প্রাপ্ত না হওয়ায় উক্ত রামভদ্রকেই ১ পর্য্যায়ে অবধারণ করিয়া তাঁহার পুত্রত্রয় (অখিলবন্ধু, বসন্তকুমার, অঘোরবন্ধু) পর্য্যন্ত ৭ পুরুষের যে বংশাবলী আমাকে দিয়াছেন, তাহা পর্য্যালোচনা করিলেই উক্ত রামভদ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী ৩।৪ পুরুষের নাম খোয়া যাওয়া বুঝিতে পারা যায়। এই টেপড়া গ্রামে বর্ত্তমান সেটেল্‌মেণ্ট রিপোর্টে 'শিবরামপুর' নাম লিখিত হইয়াছে কিন্তু সাধারণে টেপ্‌ড়া গ্রাম বলিয়াই জানে। শিবরামপুর উহার কোন ডাকনামও নহে।

মাসতারা ও তৎসংসৃষ্ট বিভিন্ন প্রাচীন ভদ্রবংশের পরিচয় যতদূর অনুসন্ধান করা গিয়াছে ও স্মরণে উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সমস্তই প্রকাশ করা গেল। অন্যান্য বিবরণ, এবং অম্রপুরের বসুমজুমদার বংশ ও সাহাজাপুরের দত্তরায় বংশ ও তাঁহাদের গৃহ-জামাতাদিগের বংশবিবরণ অতঃপর প্রকাশ বোধ করিয়া ক্রমে ক্রমে অন্যান্য গ্রামের ও বংশের ইতিহাস লিখা আরম্ভ করা যাইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রিয়নাথ গুহবক্সীমজুমদার

কায়স্থ কি ?

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বন্দ্যঘটীয় ভট্টাচার্য রঘুনন্দন "ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়াদিনামপি শূদ্রত্ব মাহ মনুঃ" (—অর্থাৎ "আধুনিক ক্ষত্রিয়াদিরও শূদ্রত্ব মনু বলিয়াছেন—") বলিয়া মনু সংহিতার দশম অধ্যায়ের প্রসিদ্ধ ৪৩ শ্লোক—"এই সকল (৪৪ শ্লোকে বক্ষ্যমাণ ক্ষত্রিয় জাতি ক্রিয়ালোপ এবং ব্রাহ্মণের আদর্শননিবন্ধন ক্রমশঃ **বৃষলত্ব** প্রাপ্ত হইয়াছে" তুলিয়াছেন এবং তাহার পরে "অতএব বিষ্ণুপুরাণম্—'মহানন্দিসুতঃ শূদ্রাগর্ভোদ্ভবোঽতিলুব্ধোমহাপদ্মনন্দঃ পরশুরাম ইবাখিলক্ষত্রিয়ান্তকারী ভবিতা। ততঃ প্রভৃতি শূদ্রাভূপাভবিষ্যন্তীতি তেন মহানন্দিপর্যন্তং ক্ষত্রিয় আসীৎ (২৫)'—(অর্থাৎ,—অতএব বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন, 'মহানন্দী মহারাজার শূদ্রাগর্ভোদ্ভব অতিলুব্ধ মহাপদ্মনন্দ নামক পুত্র পরশুরামের মত নিখিল ক্ষত্রিয়ের নাশকারক হইবেন, তাহার পর হইতে শূদ্ররাজগণ হইবেন ইতি' সুতরাং মহানন্দী পর্যন্ত ক্ষত্রিয় ছিল) বলিতেছেন।

স্মার্ত ভট্টাচার্য যে "ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়গণের শূদ্রত্ব মনু কহিয়াছেন" বলিয়া উক্ত অসম্পূর্ণ অর্থদ্যোতক একটী শ্লোক তুলিয়াছেন, ইহা নিশ্চয়ই তাঁহার উপযুক্ত হয় নাই। মনু মহারাজা তাঁহার সময়েরও পূর্বের ঐতিহ্য স্মরণ করিয়া" পৌণ্ড্রকাদি দ্বাদশবিধ ক্ষত্রিয় জাতির "বৃষলত্ব" (শূদ্রত্ব নহে, তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি) প্রাপ্তির কথা বলিয়াছেন। তাঁহার ৪৩শ শ্লোকের "ইমাঃ" (বক্ষ্যমাণ) তুলিয়া "পৌণ্ড্রক, ওড্র, দ্রবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ ও খশ" এই দ্বাদশটি জাতির নাম সংযুক্ত ৪৪শ শ্লোকটি উদ্ধার না করায় স্মার্ত ভট্টাচার্য মহাশয় মনু মহারাজের উপর বিশেষ অবিচার করিয়াছেন। ফলতঃ মনু মহারাজ স্মার্ত ভট্টাচার্য মহাশয়ের সময়ের কোনও ক্ষত্রিয়ের সম্বন্ধে কোনও কথাই বলেন নাই। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর ক্ষত্রিয়দিগের শূদ্রত্বের কথা মনু মহারাজ যদি কহিতেন তাহা হইলে স্পষ্ট ভাষায় ভবিষ্যৎ কালের "লকার" প্রয়োগ করত তাহা কহিতেন। আর তাঁহার কথা বেদের ন্যায় সর্বকাল মান্য যদি ধরিয়া লওয়া

(২৫) অষ্টাবিংশতি তত্ত্বান্তর্গত শুদ্ধিতত্ত্ব, হৃষীকেশ শাস্ত্রি-সংস্করণ (বঙ্গবাসী ১৩১৫ সালের) ১৬৬-১৬৭ পৃষ্ঠা।

যায় (যদিও তাহা এখন পরাশর-স্মৃতি দ্বারা সীমাবদ্ধ), তাহা হইলেও সূর্যবংশীয় চন্দ্রবংশীয়, নাগকুল এবং অগ্নিকুল ক্ষত্রিয়দিগের সম্বন্ধে তাঁহার কথা অদ্যে প্রযুক্ত হইতে পারে না। সগর রাজার দ্বারা লাঞ্ছিত ঐ জাতির ক্ষত্রিয়গুলি সম্বন্ধে পৌরাণিক প্রাচীন প্রবাদ মনুমহারাজ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন মাত্র তাঁহাকে সাক্ষিস্বরূপ আহ্বান করা এক্ষেত্রে তাই সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইয়াছে। পৌণ্ড্রকাদি ক্ষত্রিয়জাতিরাও যে ভরতখণ্ডে কখনও ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য কোনও বর্ণরূপে (শূদ্রত্বের অপবাদ ত দুরাস্তাং) গৃহীত হন নাই, তাহা আমরা পূর্ব্বাগ্রেই দেখিয়াছি।

এইবারে বিষ্ণু-পুরাণের প্রমাণের কথা। বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশ, ২৩শ অধ্যায়ের ঐতিহ্য স্মার্ত ভট্টাচার্য মহাশয় উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে মহানন্দী পর্যন্ত ক্ষত্রিয় কলিযুগে ছিল, তাঁহার পুত্র মহাপদ্মনন্দী (শূদ্রার পুত্র সুতরাং শূদ্র) সমস্ত ক্ষত্রিয়কে বিনাশ করায় মহানন্দীর পর আর পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়ের অস্তিত্ব নাই। মহাপুরাণ গ্রন্থাবলীর মতে মগধরাজ মহানন্দী প্রসিদ্ধ শেষ নাগ অথবা শিশু নাগবংশীয় রাজাছিলেন এবং তাঁহার উর্দ্ধতন আজাতশত্রু (তাঁহার ৮ম পুরুষ উর্দ্ধতন) রাজার সময়ে প্রসিদ্ধ শাক্যসিংহের দেহান্তর ঘটিয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধ বৌদ্ধসূত্র "মহাপরিনিব্বাণ সুত্তে" লিখিত রহিয়াছে (২৬) এই উভয় প্রমাণ একত্র করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে স্মার্ত-ভট্টাচার্য মহাশয়ের মতে শাক্য-বুদ্ধের আবির্ভাবের চারি পুরুষ পর পর্যন্ত (অনুমান ১০০ বৎসর) ক্ষত্রিয় বর্ণ পৃথিবীতে ছিল ;—তাহার পর মহানন্দীর পুত্র মহাপদ্মনন্দীর অত্যাচারেই নিখিল ক্ষত্রিয় বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া আর ক্ষত্রিয়ের অস্তিত্ব নাই। বিষ্ণুপুরাণ কার যে স্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছেন 'মহানন্দিসুত.....পরশুরাম ইবাখিল ক্ষত্রিয়ান্তকারী ভবিতা"—অর্থাৎ "মহানন্দিপুত্র মহাপদ্মনন্দ পরশুরামের মত অখিল ক্ষত্রিয়ের অন্তকারী হইবেন",—স্মার্ত ভট্টাচার্য তাহার প্রতি কি লক্ষ্য করেন নাই ? রামায়ণ, মহাভারত এবং মহাপুরাণাবলীতে (বিশেষতঃ দেবীভাগবত পুরাণের সপ্তম স্কন্দ, ষোড়শ অধ্যায়ের হৈহয় ক্ষত্রিয়গণ কর্তৃক ভার্গবদিগের বধ বৃত্তান্ত) বর্ণিত পরশুরাম কর্তৃক ক্ষত্রিয় বিনাশের বিবরণ যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই দেখিয়াছেন যে কার্তবীর্য এবং তাঁহার পুত্র পৌত্রাদি কতক-

(২৬) মহাপরিনিব্বাণ সুত্ত, ৬ষ্ঠ অধ্যায়। (Sacred Book of the East seris).

গুলি আত্মীয় ভিন্ন পরশুরামের হস্তে সূর্য, চন্দ্র ও নাগবংশের ক্ষত্রিয়েরা যে নিহত হইয়াছিলেন তাহার কোনও প্রমাণ নাই ; অধিক কি ঐ অবতার পুরুষ কার্তবীর্যকেও নির্বংশ করিতে পারেন নাই। যেহেতু কার্তবীর্যের তালজঙ্ঘাদি পঞ্চপুত্র হইতেই হৈহয় বংশ পৃথিবীতে বিস্তৃত হইয়াছিল, বীতিহোত্র ভোজ; অবন্তি এবং কুণ্ডিকের অথবা তুণ্ডিকের প্রমুখ বংশের বিবরণ পৌরাণিক মাত্রেই অবগত আছেন, সন্দেহ নাই। হৈহয়বংশ দেবযানীগর্ভজ মহারাজ যযাতির জ্যেষ্ঠপুত্র সহস্রজিৎ হইতে প্রবৃত্ত এবং সহস্রজিতের কনিষ্ঠ ক্রোষ্টা অথবা ক্রোষ্টু হইতেই বৃষ্ণি, অন্ধক, ভোজ, কুকুর এবং শূরসেনাদি শতাধিক শাখায় বিভক্ত বিশাল যাদব ক্ষত্রিয় বংশের প্রসার এবং প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল এবং হৈহয়বংশ "কলচুরি" এবং হৈহয়" নামে আজিও ধরাধামে স্বীয় অস্তিত্ব ঘোষণা করিতেছে। যদি পরশুরাম কর্তৃক সত্যই ক্ষত্রিয় নাশ ব্যাপার সংঘটিত হইত, তাহা হইলে তাহা ভারতমহাসমরে ৬৬,০১,৪৪,১৬৫ (ছষট্টি কোটী, একলক্ষ, চুয়াল্লিশ হাজার, একশত পঁয়ষট্টি) জন ক্ষত্রিয় যোদ্ধা সমবেত হইইতে পারিত না (২৭)। অতএব, পরশুরাম যেরূপ অসংখ্য ক্ষত্রিয়ের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তিকে মারিয়াছিলেন, মহাপদ্মনন্দও তদ্রূপ মগধের নিকটবর্তী কয়েকজন ক্ষত্রিয়ের নাশ করিয়াছিলেন। অথবা তাঁহার ক্ষুদ্রায়তন রাজ্যের ভিতরকার সকল ক্ষত্রিয়ের General massacre (বধ) হয়ত করিয়াছিলেন, তাই "অখিল ক্ষত্রিয়" নাশের আখ্যান পৌরাণিক প্রবাদে স্থান পাইয়াছে। মৌর্যবংশীয় রাজাদের কেহ জৈন ও কেহ বৌদ্ধ মত পরিগ্রহ হেতু তাঁহাদের বৃষলত্ব অথবা শূদ্রত্ব প্রাপ্তির কথাও পৌরাণিক ঘোষণা করিতে পারেন।

(২৭) "মহাভারতের যুদ্ধের কতবীর মারা গিয়াছেন? ধৃতরাষ্ট্রের এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন. "দশাযুতানামযুতং সহস্রানি চ বিংশতিঃ

কোট্যঃ ষষ্টিশ্চ ষট্‌চৈব হ্যস্মিন রাজন্ মৃধে হতাঃ ॥৯॥

অলক্ষিতানাং বীরাণাং সহস্রাণি চতুর্দ্দশ।

দশচাণ্যানি রাজেন্দ্রশতং ষষ্টিশ্চ পঞ্চ চ ॥১০॥মহাভারত, স্ত্রীপর্ব্ব, ২৬ অধ্যায়।

এই সংখ্যা সে কালের ভারতবর্ষের অর্থাৎ পূর্ব জাপান হইতে পশ্চিমে মিসর পর্যন্ত ব্যাপি মহাদেশের—ক্ষুদ্র Indiaর নহে।

বুদ্ধদেব শাক্যসিংহের মৃত্যুর সময়ে প্রাচ্যভারতে যে মগধের "নাগ" (অজাতশত্রু) কপিলবস্তুর "শাক্য" রামগ্রামের "কোলিয়", অল্লকল্পের "বুলী" পাবা এবং কুশীনগরের "মল্ল" বৈশালীর "লিচ্ছবি" এবং পিপ্পলীবনের "মোরিয়" (মৌর্য) এই কয়েক প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় বংশ বিদ্যমান ছিল, তাহা পূর্বোক্ত "মহাপরিনিব্বাণ সূত্ত" হইতে সুস্পষ্ট জানা গিয়াছে। এই "মহাপরিনিব্বাণ সূত্ত" যে বুদ্ধ নির্ব্বাণের অত্যল্পকাল পরেই সংগৃহীত হইয়াছিল এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ইহা অতিশয় প্রামাণ্য শাস্ত্র, তাহা পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন। এই মোরিয় বংশেই চন্দ্রগুপ্তের উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া সিংহলের সুপ্রসিদ্ধ "মহাবংশে' লিখিত আছে। যাঁহারা নাপিতানী মুরা হইতে মৌর্য বা মোরিয় বংশের আষাঢ়ে গল্প শুনিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের জানিয়া রাখা ভাল যে এই বংশ চন্দ্রগুপ্তের জন্মের অন্ততঃ শতবর্ষ পূর্বে বুদ্ধদেবের লোকান্তরগমনের সময়ে "পিপ্পলীবনে" রাজত্ব করিতেছিলেন এবং গুপ্তদিগের ন্যায় তাঁহারা মগধরাজ্য হইতে ভ্রষ্ট হইলেও ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হন নাই। প্রসিদ্ধ মেবাড় বংশের বীর পুরুষ বাপ্পারাওলের মাতামহ এই মোরি বংশেরই রাজা ছিলেন এবং ইহাদেরই এক শাখা খৃষ্টীয় ৫৬৭—৫৯১ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রের উত্তর-কোঙ্কণে রাজ্য করিতেছিলেন (২৮)। মহাভারতের প্রসিদ্ধ বীর নকুল পশ্চিমভারতে যে "ময়ুর" উপাধিধারী ক্ষত্রিয়দিগকে দিগবিজয় উপলক্ষে জয় করিয়াছিলেন, সেই ময়ুরগণ হইতেই "মোরিঅ," "মোরিয়," "মোরি" অথবা মৌর্য-বংশ উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়াই বোধ হয়। মেবাড় রাজ্যের পূর্বতন অধিকারী বাপ্পারাওলের মাতামহ বংশ নাপিতানী-বংশ সম্ভব "শূদ্র" হইলে রাজবাড়ার ইতিহাসে গৌরবের সহিত সেই সম্বন্ধের কথা লিখিত হইত না।

মৌর্যবংশের পর শুঙ্গবংশীয় রাজারা মগধে রাজত্ব করিয়াছেন। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা সেনাপতি পুষ্যমিত্র (অথবা পুষ্পমিত্র) যে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন তাহা নানা গ্রন্থে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। কবি কালিদাস

(২৮) Tods' Rajsthan, Vol, I. Ch VII. P 97. (Ambika Ukil's Edition) and P 29 of Dr. Bhandarkar's (R. G.) Early History of Dekkan.

তাঁহার "মালবিকাগ্নিমিত্র" নাটকেও মহারাজ অগ্নিমিত্রের পিতা এই পুষ্যমিত্রের অশ্বমেধের পরিচয় উপলক্ষে তাঁহাকে সগর মহারাজার সহিত তুলিত করিয়াছেন। এই শুঙ্গবংশ যে বেদাচারী ক্ষত্রিয় তাহার সম্বন্ধে "আর্য-কায়স্থ-পত্রিকাপত্রে" ইত্যগ্রে আলোচনা করিয়াছি।

সুপ্রসিদ্ধ সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা এখন এত প্রসিদ্ধ হইয়াছে যে সে সম্বন্ধে অধিক কথা বলাই অনাবশ্যক; এই সমুদ্রগুপ্ত আপনাকে লিচ্ছবি-দৌহিত্র বলিয়া পুনঃ পুনঃ পরিচিত করিয়াছেন। সুতরাং লিচ্ছবিগণ সমুদ্রগুপ্তের সময় পর্যন্ত (৩২৬—৩৭৬ খৃষ্টাব্দ) কুলীন ক্ষত্রিয় ছিলেন বুঝিতে পাড়া যাইতেছে।

বিখ্যাত রাজা প্রবরসেন আপনাকে "চতুরশ্বমেধযাজীসম্রাট" এবং পিতৃপুরুষগণকে "দশাশ্বমেধাবভৃতস্নাত" বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন (২৯)। মহারাজ কবিশ্রেষ্ঠ শূদ্রক "ঋগ্বেদ ও সামবেদাদির অধ্যেতা, পরমজ্ঞানী এবং অশ্বমেধযাজী দ্বিজমুখ্যতম বলিয়া "মৃচ্ছনাটক" প্রকরণের উপাদ্‌ঘাতে আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন (৩০)। এই নাটকের টীকাকার পৃথ্বীধর (মহোপাধ্যায় উপাধিধারী) "দ্বিজমুখ্যতম" বাক্যের টীকায় লিখিতেছেন, "দ্বিজমুখ্যতমঃ ক্ষত্র-জাতিশ্রেষ্ঠঃ।' ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ' ইতি স্মৃতেঃ ক্ষত্রিয়েঽপি দ্বিজ-প্রয়োগঃ।"

গুপ্তরাজগণ আনুমানিক ৩২০ হইতে ৪৮০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রবল প্রতাপে রাজ্য করার পর তাঁহাদের বংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া কতক মালবে এবং মগধে রাজ্য করিতে থাকেন এবং তাহার পরেই কন্নৌজে মৌখরি বর্মবংশ উত্থিত হয় এবং পরে থানেশ্বরের বর্দ্ধন বংশ প্রবল হইলে মালবের গুপ্ত, কন্নৌজের মৌখরি এবং স্থাণ্বীশ্বরের বা থানেশ্বরের বর্দ্ধনবংশ পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধে যুক্ত হইয়াছিলেন। আর্যাবর্তের সম্রাট বৌদ্ধমত গ্রাহী হর্ষবর্দ্ধনের সখা ও রাজকবি তদীয় কথাগ্রন্থ "কাদম্বরীর মঙ্গলাচরণে গুরু ভৎসু (অথবা ভরু) দেবের বর্ণনায় যে "মুকুটধারী মৌখরিগণ মুকুটসহ তাঁহার চরণকমলে প্রণত হইয়া

(২৯) Asiatic Socity's Journal, Nov, 1836. P 728 বিদ্যাসাগর-ধৃত।

(৩০) শূদ্রকের "মৃচ্ছকটিকের" প্রস্তাবনা, ৩য় হইতে ৫ম শ্লোক। (বোম্বাই নির্ণয়-সাগর সংস্করণ)।

অর্চনা করিতেন" লিখিয়াছেন, সেই মৌখরিগণ কন্নৌজের বর্ম উপাধিধারী ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন,—পরন্তু বেদপাঠে মুখর ব্রাহ্মণবটু ছিলেন না। তদ্রূপ বাণভট্টের প্রপিতামহ কুবের ব্রাহ্মণকে যে "অনেক 'গুপ্তে'রা চরণ পূজা করিয়া অর্চনা করিতেন, তাঁহারাও মালব অথবা মগধের গুপ্তরাজগণ,—বৈশ্যশূদ্রাদয়ঃ ছিলেন না (৩১)। টীকাকার ব্রাহ্মণেরা ঐতিহাসিক তত্ত্ব না জানাতেই "মৌখরি"কে ব্যাকরণের কসরতের দ্বারা ব্রাহ্মণ এবং অনেক গুপ্তার্চিতং পাদপঙ্কজঃ পদে গুপ্ত পাইবামাত্র বিষ্ণুপুরাণের গুপ্ত দাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ বাক্য স্মরণ করত বৈশ্যশূদ্রাদয়ঃ করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ মৌখরি এবং গুপ্তেরা বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়ই ছিলেন। হর্ষবর্দ্ধনের মিত্র কামরূপ রাজ-কুমার ভাস্করবর্মাও ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন সন্দেহ নাই। হর্ষবর্দ্ধনও ক্ষত্রিয় ছিলেন;—ব্রাহ্মণগণের মতে "বৃষল" বলিয়া গণ্য হইলেও তাঁহার জাতি যায় নাই। বৌদ্ধগণের যে জাতি যাইত না তাহা আমরা পূর্বেই সপ্রমাণ করিয়াছি।

হর্ষের সমসাময়িক সোলাঙ্কী অথবা চৌলুক্য বংশীয় দক্ষিণাপথের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট পুলকেশীকে ক্ষত্রিয় বংশী এবং তিনি এবং তাঁহার বংশের কোন কোন রাজা অশ্বমেধ, অগ্নিষ্টোম, অগ্নিচয়ন, বাজপেয়, বহুসুবর্ণ ও পৌণ্ডরিক নাম বৈদিক বহুযজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণনা এই বংশের অনেক শিলালিপি ও তাম্রশাসনাদিতে পাওয়া গিয়াছে। এই প্রসিদ্ধ বংশ দক্ষিণাপথের নানা বংশে ও শাখায় খৃষ্টীয় ৫৬৭ অব্দ হইতে মুসলমান বিজয়কাল পর্যন্ত প্রসিদ্ধ ভাবে রাজ্য শাসন করিয়াছেন (৩২)।

টডের রাজস্থান পুস্তকে রাজবাড়ার রাজকুলের যে পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হইতে পঞ্চনদ হইতে গৌড়দেশ পর্যন্ত যাবতীয় প্রদেশের রাজগণ যে ক্ষত্রিয়ই ছিলেন, তাহাই প্রতীত হয়। ঐতিহাসিক বলিয়া বিখ্যাত নিখিলনাথ রায় মহাশয় এই সকল সংবাদ অবশ্যই অবগত আছেন। আমাদের বিশ্বাস হয়

(৩১) কাদম্বরী, মঙ্গলাচরণ, ৪র্থ শ্লোক, কবি-বংশবর্ণন, ১ম শ্লোক।

(৩২) Dr. R. G. Bhandarkar's "Early History of Deccan" and "সোলঙ্কিয়োঁকা প্রাচীন ইতিহাস" by Rai Bahadur Pandit Gouri Sankar Hirachand Ojha.

যে যদি স্মার্ত ভট্টাচার্য বঙ্গবিহারের রাজা বিজয়সেন অথবা বল্লাল সেনের সময়েও জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে কদাপি তাঁহার সময়ে ক্ষত্রিয়ের অভাব দেখিতে পাইতেন না। তাঁহার দুর্ভাগ্য,—আমাদের দুর্ভাগ্য, যে তিনি অতি ভীষণ পাঠান-বিপ্লব-কালে জন্মিয়াছিলেন,—সে সময়ে দূরদেশে গতায়াত অতি দুরূহ হওয়ায় পণ্ডিত মহাশয়গণ আদিপুরাণের নাম করিয়া দূরদেশে তীর্থগমনও নিষেধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইংরাজী শিক্ষিত ঐতিহাসিকও কি বলিবেন, ভারতে ক্ষত্রিয় নাই? ইংরেজের আদালত তাহা শুনেন নাই; আমরাও শুনিতে পারিব না। প্রত্যক্ষ প্রমাণে দেখিতেছি ক্ষত্রিয়বর্ণ ভারতে চিরকাল হইতে বিদ্যমান আছে (৩৩)।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ

নারীধর্ম্ম

পরম পূজনীয় আর্য্য ঋষিগণ ভারতীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের যে সকল কর্ম্ম বিধান স্থিরীকৃত করিয়া রাখিয়াছেন নারীধর্ম্ম তাহার অন্যতম। বাস্তবিক নর-নারী উভয় জাতি লইয়া যখন সংসার তখন উভয় জাতির ধর্ম্মকর্ম্ম স্থির করা মনস্বীতারাই পরিচায়ক। ঋষিগণ জ্ঞানবলে ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ এই ত্রিকাল-দর্শী ছিলেন। তাঁহাদের প্রণীত শাস্ত্র পুরাতন ও নূতন বিজ্ঞানের সহিত বিশেষ ভাবে বিজড়িত ছিল ও আছে, সামান্য চিন্তাতেই ইহা উপলব্ধি হয়।

ভগবান মনুষ্য সৃষ্টির সময় নর ও নারী জাতির শরীর পৃথক উপাদানে প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহা ভাবিয়াই ঋষিগণ নরধর্ম্ম ও নারীধর্ম্ম পৃথক ভাবে রচনা করিয়াছেন। নর শরীরে যাহা সহনীয়, নারী শরীরে তাহা

---

(৩৩) প্রিভি কৌন্সীলের নজির, চৌধুরী বনমর্দন সেন এবং প্রহ্লাদ সেন (সিংহ হইবে) Suther land's Digest, Vol I. P 313; সত্যাতী তম্বুরীবঃ কতুকৌলাতী পিলে Moor's Indian Appeals Vol. III. P 359.

সহনীয় নহে। আবার নারী শরীরে যাহা সহনীয় তাহা নর-শরীরে সহনীয় নহে। নর জাতির ও নারী জাতির মনোবৃত্তি যে পৃথক্ তাহা সকলেরই স্বীকার্য্য। উভয় জাতির শরীর এক উপাদানে গঠিত হইলে মনোবৃত্তি একই রকম হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। পুরাকালে ও বর্ত্তমানকালে নারী জাতির মধ্যে কেহ কেহ পুরুষোচিত কার্য্যে কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া যশস্বিনী হইয়াছেন দেখা যায়। ইহাতে একদল আপত্তিকারী উত্থিত হইতে পারেন কিন্তু তাঁহাদের আপত্তি ভিত্তিহীন। কেননা যে সকল নারী কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের শরীরে গর্ভাশয় আছে—কোন নর-শরীরে উহা থাকা অসম্ভব।

মনুষ্য হইতে মনুষ্যেতর সকল জীবে একই নিয়ম। অর্থাৎ পুং জাতীয় জীবের শরীর হইতে স্ত্রী জাতীয় জীবের শরীর পৃথক্ উপাদানে প্রস্তুত। নর জাতির ও নারী জাতির প্রকৃতি অর্থাৎ আহার ব্যবহার সম্পূর্ণ পৃথক্ দৃষ্টি হইতেছে। এই প্রকৃতি ও মনুষ্য এবং মনুষ্যেতর জীবে সমান ভাবে বর্ত্তমান।

এই সকল নানা কারণ দৃষ্টে স্পষ্টই বুঝাইতেছে যে ঋষিগণ নরধর্ম্ম ও নারীধর্ম্ম পৃথক প্রণয়ন করিয়া হিন্দু সমাজের অশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। নতুবা সমাজে বিষম ব্যতিক্রম সংগঠিত হইত।

নারীধর্ম্ম কি এবং অধুনা বিকৃত শিক্ষাবশে তাহার ব্যতিক্রম ঘটাইয়া সমাজে কিরূপ অনর্থপাত হইতেছে, সমাজে নিবৃত্তিমার্গ লুপ্ত হইয়া প্রবৃত্তি-মার্গের কিরূপ বৃদ্ধি হইতে চলিয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করাই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বর্ত্তমান শিক্ষায় লোকের এরূপ রুচিবিকার জন্মিয়াছে যে, নিবৃত্তির বিষয় আদৌ মনেও স্থান পায় না। শিক্ষিতগণ প্রবৃত্তির দিকেই ঝুঁকিয়াছেন। ইহা হিন্দু জাতির পক্ষে শুভ লক্ষণ নহে। প্রবৃত্তির ঝোঁকে সাহসের খর্ব্বতা, ভোগের বৃদ্ধি, ত্যাগের হ্রাস দৃষ্ট হইতেছে। আমরা যে ত্যাগীর উত্তর পুরুষ তাহা ভুলিয়াই গিয়াছি।

ঋষিগণ নারীগণের জন্য এই স্বতন্ত্র ধর্ম্ম প্রণয়ন করিয়াছেন, যে স্বামী-সেবা, স্বামীর রূপ চিন্তা, স্বামীকে মহা গুরুজ্ঞানে মান্য করা, স্বামীর ধর্ম্মকার্য্যে সহায়তা করা, স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখা, স্বামী চরণে সহমৃতা হওয়া প্রভৃতি এবং স্বামী ধর্ম্মই নারীধর্ম্ম। এজন্য বিবাহিতা স্ত্রীর অপর নাম সহধর্ম্মিণী। স্ত্রীর দেহ মন প্রাণ স্বামী হইতে স্বতন্ত্র নহে। বিবাহের সময় যে সকল মন্ত্র পাঠ বা

প্রতিজ্ঞা বাক্য উচ্চারিত হইয়া থাকে তাহার অর্থ স্ত্রী পুরুষের অর্থাৎ নর নারী উভয়ের শরীর একত্রিত করণ। অতএব এক শরীরে দুই ধর্ম্ম হইতে পারেনা। স্ত্রী পুরুষ দুইজন দুই ধর্ম্মী হইলে সহধর্ম্মিণী শব্দের অর্থের সার্থকতা থাকে না। বিবাহ সময়ের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়। স্বকৃত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের পাপ অর্জ্জিত হয়। সন্তান জন্মিলে সেগুলি বর্ণসঙ্কর হয়। বর্ণসঙ্কর সমাজের অকল্যাণকর। অনেকে বলেন—স্বামীর অনুমতি লইয়া স্ত্রী ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে পায়। ঐ কথাটা নিতান্ত হেয় ও হাস্যকর। কোন স্বামী আপন স্ত্রীকে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করার অনুমতি দেওয়ার অধিকার রাখেন না। কেননা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ ও পুরুষান্তর গ্রহণ একই কথা। বিশেষতঃ তাহাতে আপন অঙ্গ চ্ছেদ বুঝায়। অঙ্গচ্ছেদ মৃত্যুতুল্য। ইহাতে আত্ম হত্যার তুল্য পাপ জন্মে। সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞেও আত্মহন্তা পাপীর মুক্তি নাই, ইহাই ঋষ্যাদেশ।

প্রবন্ধের প্রথমেই যে নারী জাতির স্বতন্ত্র ধর্ম্ম উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা কেবল স্বামীসেবা প্রভৃতি। পুরুষের নানা প্রকার ধর্ম্মকার্য্য পুণ্যকার্য্য আছে কিন্তু স্ত্রীলোকের একমাত্র স্বামীই মহাগুরু এবং স্বামী সেবাই ধর্ম্মকার্য্য, স্বামী সেবাই পুণ্যকার্য্য ইহাই স্বতন্ত্র নারীধর্ম্ম এবং ইহাই স্বামীধর্ম্মের সহিত ওতঃপ্রোত ভাবে বিজড়িত। শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—

"গুরুরগ্নির্দ্বিজাতীনাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণোগুরু।
পতিরেকোগুরুঃ স্ত্রীণাং সর্ব্বত্রাভ্যাগতোগুরুঃ॥"

"পতিরেকো গুরু স্ত্রীণাং" প্রয়োগে ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, স্ত্রীলোকের একমাত্র স্বামীই গুরু। অন্য গুরু নাই। অন্য গুরু হইতে পারে না। মহাভারতে আছে, পতি যে কোন প্রকারে পতিত হউন না কেন পত্নী সেবাদ্বারা বিপন্ন পতির উদ্ধার করিবে। আমরা এখন এরূপ হই নাই যে বেদবাক্য, শাস্ত্রবাক্য, ভারত উক্তি, ঋষিবাক্য প্রভৃতি অবহেলা করিতে পারি। মহাভারতে আরো আছে—

"ইহকালে ভার্য্যাহতে থাকে নানা সুখে,
মরণে সংহতি হইয়া তারে পরলোকে।"

সহধর্ম্মিণীই প্রকৃত বন্ধু। তিনি পতিত পতির সেবা করিয়া নিজে উদ্ধার হন এবং সেই পুণ্যবলে বিপন্ন পতিকেও পরলোকে উদ্ধার করেন। এক সম্প্রদায় বিকৃত মস্তিষ্ক নবধর্ম্মী লোক অধুনা গজাইয়াছে, তাহারা বলে

পতি পত্নীর ঐহিক দৈহিক সম্বন্ধ মাত্র। ইহারা ইহকাল সর্ব্বস্ব। পরকাল মানে না। আবার হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবার লোভও সম্বরণ করিতে পারে না। এই নবধর্ম্মীগণ কিরূপ হিন্দু, পাঠক পাঠিকা বিবেচনা করিবেন।

ঋষিগণ শাস্ত্র করিয়াছেন—স্ত্রীলোকগণের স্বতন্ত্র তিনটী ধর্ম্ম আছে। প্রথমতঃ স্বামী সেবা। স্বামীর নিকটে আজ্ঞাবহ থাকিয়া সেবাদ্বারা সন্তুষ্ট করা। এই সেবাধর্ম্মের দ্বারা স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গ ফল লাভ হয়। স্বামীর প্রতি অবজ্ঞা ও স্বামী-বাক্য অবহেলা করা সতীধর্ম্মের ব্যাঘাতজনক কার্য্য। স্বামী যদি নিকটে না থাকেন, তবে দূরস্থিত স্বামীর রূপ কল্পনা করিলে স্বামী সেবা হয়। ইহার দৃষ্টান্ত অতি সুন্দর। কোন নিরন্ন গৃহস্থদ্বারে অতিথি উপস্থিত হইলে গৃহস্থ যদি অতিশয় ভোজ্যদানে অসমর্থ হইয়া অতিথির নিকট বলিয়া রোদন করিলে যেমন গৃহস্থের অতিথি-সেবার ফল হয়; তেমন সতী স্ত্রীলোকগণ দূরস্থিত স্বামীর রূপ চিন্তা করিলে স্বামী-সেবা হয় ও সতীধর্ম্ম অব্যাহত থাকে।

দ্বিতীয়তঃ স্বামীর মৃত্যু হইলে সহগমন করা অর্থাৎ স্বামীর সহিত এক চিতায় জীবন্ত দেহ ভস্মীভূত করার নামই সহমরণ বা অনুমৃতা। ইহাতে তন্ময়তা ও সাহসের আবশ্যক। বহুতর বাধা বিঘ্নও আছে। যথা শিশু পুত্র কন্যা থাকিলে, রুগ্ন থাকিলে, রজস্বলা থাকিলে, জ্ঞাতিবর্গের মৃতাশৌচ বা জননাশৌচ থাকিলে, গর্ভাবস্থা থাকিলে সতীগণ সহমরণ যাইতে অধিকারিণী হইতেন না। আরোও বহুতর বাধা ছিল, অনাবশ্যক বোধে উল্লেখ হইল না।

তৎপর ঋষিগণ তৃতীয় বিধান করিলেন, যে সকল পত্নীর স্বামী সেবা বা সহগমন হইল না, তাঁহারা বিধবা হওয়ার পর আজীবন ব্রহ্মচর্য্য বরণ করিবেন। এই ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা স্বামীসেবা ও সহমরণের ফল লাভ হইবে। সতীর ব্রহ্মচর্য্যবলে পতিত স্বামীও উদ্ধার হইবেন। পরকালে স্বামী স্ত্রী মিলিত হইবে।

মহাভারতে ময়ূরধ্বজ উপাখ্যানে স্ত্রী স্বামীর বামঅঙ্গ বলিয়া উল্লেখ আছে। অতএব স্ত্রীর পুণ্যে স্বামী উদ্ধার হওয়া অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই। "শরীরার্দ্ধস্থিতা জায়া" বলিয়াও নানাস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

বর্ত্তমানকালে রামায়ণোক্ত ও ভারতোক্ত কোন কোন বিষয় কোন কোন ব্যক্তি যেমন অবিশ্বাস করেন—কবিকল্পনা বলিয়া ব্যক্ত করেন, উত্তর কালে তেমন কতকগুলি লোক গজাইবে তাহারা সতীর সহমরণ অবিশ্বাস

করিবে—কবিকল্পনা বলিবে—ইতিহাস অতিরঞ্জিত ব্যাখ্যা করিবে। এখনও সহমরণ প্রথা অবিশ্বাস করার কারণ উপস্থিত হয় নাই! তবে কিনা এখনও কেহ কেহ মনে করে, কেবল অসম সাহস! কেবল সহিষ্ণুতা! কি ভয়াবহ নিষ্ঠুরতা!!! এই সকল ব্যক্তির একটু ধীরভাবে চিন্তা করা উচিত যে বর্ত্তমান সময়ে লোকে নানা প্রকারে যে সকল নির্য্যাতন ভোগ করিতেছে, তাহা সতীদাহ অপেক্ষা অধিক কষ্টকর কিনা? ধর্ম্মের জন্য লোকে সহাস্য সৎ সাহসে প্রাণ দিতে পারে, মহাত্মা যীশু ও নানক তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন।

খৃষ্টিয় ১৪৯৩ সালে ভারতের তদানিন্তন বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিং আপন অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতা বলে বুঝিয়াছিলেন, দিনের পর দিন ভারতীয় লোকের ধর্ম্মভাব হ্রাস হইবে, সৎসাহস হারাইবে, নিবৃত্তিমার্গ হইতে সরিয়া প্রবৃত্তিমার্গে আরোহণ করিবে, অত্যাগী ভোগলিপ্সু হইবে, তখন সতীদাহ নামে অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইবে। অতএব এখনই সতীদাহ বা সহমরণ প্রথা বন্ধ করা আবশ্যক। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিং ইউরোপ ভূমিতে ভোগীর দেশে সম্ভূত হওয়াও ঐরূপ বুঝিবার অন্যতম কারণ। তিনি আইন প্রণয়ন ও আইন জারি করিয়া সতীদাহ প্রথা রহিত করেন। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রাপ্ত ভোগী অহিন্দু বলিয়া তাঁহার মনে এই কথা উদয় হইল না যে সহমরণ প্রথা বন্ধ হওয়ায় অপার মহিমাময় হিন্দুধর্ম্মের গৌরব কমিয়া যাইবে।

শাস্ত্রবিদ্ বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পাঁতি লইয়া মুসলমান রাজগণের আমলে কাজির ও ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে জেলার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক সহমৃতা হইবার রীতি ছিল। পূর্ব্বোক্ত রূপে কোন বাধা না থাকিলে পণ্ডিত পাঁতি দিতেন এবং পণ্ডিতের পাঁতি দৃষ্টে রাজ-পুরুষের অনুমতি পাওয়া যাইত।

এই স্থলেও পূজনীয় ঋষিগণের দূরদর্শিতার ফল পরিস্ফুট হইতেছে। তাঁহারা যদি একমাত্র সহমরণই স্ত্রীলোকের কর্ম্ম বিধান করিতেন ইদানিন্তন কালে হিন্দু ধর্ম্ম হিন্দু জাতি পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইত। স্ত্রীজাতি সহমরণের অভাবে ব্রহ্মচর্য্য বিধান স্থিরীকরণেই হিন্দু ধর্ম্ম, হিন্দু জাতি স্থিরতর আছে। স্ত্রী জাতি স্বামীসেবা, স্বামীরূপ চিন্তা, সহমরণ ও তদভাবে ব্রহ্মচর্য্য বিধান কিরূপ যজ্ঞের পরিচায়ক তাহা গভীর চিন্তা ভিন্ন কেহ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। বাস্তবিক উক্ত চারিপ্রকার ধর্ম্ম ব্যতীত স্ত্রী জাতির স্বতন্ত্র

ধর্ম্ম নাই ও হইতে পারে না। যাহারা স্ত্রী জাতির স্বামীর সহিত ঐহিক পৈহিক সম্বন্ধ প্রকাশ করে, তাহার মতন সংকীর্ণ জ্ঞানী কেহ আছে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। এ সকল লোক আবার হিন্দু বলিয়াও পরিচয় দিয়া থাকে। ইহাদের মনের ভাব আবশ্যকানুসারে যাহার তাহার সহিত দৈহিক সম্বন্ধ করা যাইতে পারে, অনুমান করিলে অসঙ্গত হইবেনা বোধ হয়।

স্বচক্ষে সহমরণ বিধান দেখিয়াছেন এমন লোকে ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বেও জীবিত ছিলেন। নিষেধ আইন জারি হইতে কোন কোন স্থানে ৫।৭ বৎসর সময় লাগিয়াছিল। চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বৃদ্ধগণের মুখে সহ মরণের যে সকল নিয়ম, যে সকল আচরণ চলিয়া গিয়াছে তাহা এখন রূপকথায় পরিণত হইয়াছে। এখনও নানা স্থানে সতীর দেহভস্ম অতি ভক্তি সহকারে পরম যত্নে রক্ষিত হইতেছে। আপদকালে মঙ্গলার্থে ব্যবহার হইয়া থাকে। অল্প কতিপয় বৎসর হইল পশ্চিম দেশে জগন্নাথ মিশ্র নামক ব্রাহ্মণের সহধর্ম্মিণী সহমৃতা হইয়াছিলেন। তাহাতে জগন্নাথ মিশ্রের একমাত্র পুত্র ও কয়েক জন আত্মীয়ের কারাদণ্ড হয়। বঙ্গবাসী প্রভৃতি বিশিষ্ট সংবাদপত্রে এই প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছিল। জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র ও আত্মীয়গণ এই ধর্ম্মকার্য্যের জন্য কারাবরণ করিয়াছিলেন। অম্বরাধিপতি মহারাজ মান-সিংহের ষষ্ঠী সংখ্যক পত্নী সহমৃতা হইয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে।

পূর্ব্বকালে বঙ্গদেশের নানা স্থানে মহাবিষুব সংক্রান্তি দিনে ও তৎপর সন্ন্যাস কাণ্ডে একজন মানুষকে সন্ন্যাসী সাজে সাজাইয়া তাহার পৃষ্ঠদেশে একটী এক আলা বড় বড়শী গাঁথিয়া উচ্চবৃক্ষে রসি ঝুলাইয়া পাক দিত। ঐ কাণ্ড দেখিয়াছেন এমন লোক এখনও হাজার হাজার জীবিত আছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় যে বিনা ঔষধে তাহার পৃষ্ঠের ক্ষত আরাম হইত পুনরায় ঐরূপ করিত। একজন লোক ত্রয়োদশ বৎসর সন্ন্যাসী সাজিয়া-ছিলেন, তাঁহার পৃষ্ঠদেশে কুড়িটী ক্ষত দাগ আছে দেখিয়াছি। প্রাতে ৺হর-গৌরী পূজা করত অপরাহ্ণে সন্ন্যাসীর পীঠ ফুঁড়িয়া পাক দেওয়া হইত। এই উপলক্ষে প্রকারান্তরে বহু প্রকার জিনিষ খরিদ বিক্রী হইত। বিক্রয় জিনিষের মধ্যে অধিকাংই খেলানা ও আমোদের জিনিষ।

প্রায় পঞ্চাশবৎসর পূর্ব্বে ঐ ধর্ম্ম সঙ্গত অসমসাহসিকতার আমোদটী ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট আইন করিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। লোকে ধর্ম্ম কর্ম্ম বলিয়া

বিশ্বাস করিয়া সন্ন্যাসী সাজিত, পীঠফোঁড়ায় কোন ক্লেশ মনে করিত না। ইচ্ছা পূর্ব্বক, আগ্রহের সহিত সন্ন্যাসী সাজিত। অনেকের মা বাপ এবং অনেকে স্বয়ং আপদ হইতে উদ্ধারের জন্য সন্ন্যাসী সাজিত ও মানস করিত। আইনে নিষেধ হইলেও হিন্দুগণের বিশেষ ইষ্টানিষ্ট হয় নাই কিন্তু সহমরণ প্রথা রহিত করায় নারীগণের সতী ধর্ম্মের সম্পর্ক আছে। উহাদ্বারা হিন্দুধর্ম্ম হীনতেজ হইয়াছে।

হিন্দু গৃহের সধবা বিধবা স্ত্রীলোকগণ বিশেষতঃ কায়স্থিনীগণ বৎসরের প্রতি মাসেই নানা প্রকার ব্রতানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ঐসকল ব্রত পূজা হোম প্রভৃতি আছে। ব্রতাদির ফলশ্রুতিও অতি মনোহর। প্রশ্ন হইতে পারে কায়স্থিনীগণ এসব করেন কেন? ইহার উত্তর অতি সহজ। সামাজিক সম্ভোষ শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এই সকল ব্রতাদি করা একান্ত আবশ্যক। ইহাতে পুণ্য সঞ্চয় হইতে পারে।

হিন্দুগৃহে যে কোন অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, ইহাতে শুধু যে হিন্দুজাতি উপকৃত হয় এমন নহে। অপরাপর জাতিরও লাভ হয়। সকল জাতি মিলিয়া পরস্পর প্রীতি রক্ষাই তাবৎ অনুষ্ঠানের মূলনীতি। হিন্দুগণের পঞ্চাগ্নি, নবাগ্নি, রুদ্রাগ্নি প্রভৃতি মহাযজ্ঞ স্ত্রী সহযোগে ভিন্ন হইতে পারেনা। স্ত্রীলোকের সাবিত্রীব্রত ও অন্যান্য ব্রতাদি স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ও সহযোগ ভিন্ন হইতে পারে না। অযোধ্যাধিপতি সম্রাট ভগবান রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করার জন্য সীতা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কেননা পূর্ব্বে সীতাদেবীকে নিষ্কলঙ্ক জানিয়াও প্রজা তুষ্টির জন্য বনবাস দিয়াছিলেন। এখন যজ্ঞ করার অভিপ্রায় প্রকাশ করাতে ঋষিগণ ব্যবস্থা দিলেন "সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ" শাস্ত্রে আছে, অতএব সীতাদেবীর সহযোগ বিনা অশ্বমেধ যজ্ঞ হইতে পারিবে না। তৎপরে সকল ঋষি সমবেত হইয়া ব্যবস্থা দিলেন—স্বর্ণময়ী সীতা প্রস্তুত করিয়া যজ্ঞ সমাপ্ত করুন। এই ব্যবস্থায় রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত হইয়াছিল। ইহাও প্রকাশ আছে যে সীতাদেবী বনবাসে থাকিয়া রামরূপ চিন্তা করিতেন. ইহা দ্বারা স্ত্রী পুরুষের অচ্ছেদ্য ইহকালীয় সম্বন্ধই সূচিত হইতেছে। এখন হিন্দু স্ত্রীপুরুষের ঐহিক দৈহিক সম্বন্ধ যে প্রকাশ করে তাহার মত মূর্খ কে?

হিন্দুগণের যজ্ঞাদি পূজা পার্ব্বণাদিতে যে অপরাপর জাতির সহিত প্রীতি বর্দ্ধন হয় তাহা অহরহ প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে। কর্ম্মকার, কুম্ভকার, ক্ষৌরকার সূতারমিস্ত্রী, রাজমিস্ত্রী প্রভৃতি বহু জাতি বহু ব্যবসায়ী সকলেই লাভবান

হয় বলিয়া হিন্দু কর্ম্মীগণের সহিত প্রীতিবর্দ্ধন হইয়া থাকে। এমন কি বাদ্যকার মালাকার প্রভৃতি জাতিও হিন্দুপর্ব্বে উৎসাহিত হয়। উদারচরিত্র ব্যক্তিগণই ঐ সকল মহৎ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। নীতিকার বলিয়াছেন—

"অয়ং নিজপরা বেত্তি গণনালঘুচেতসাম্।
উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকং।"

উদার চরিত্র লোকগণ পৃথিবীর সকল লোককেই আপন কুটুম্ববৎ জ্ঞান করেন। অধুনা এই মহৎ নীতিবাক্য প্রতিপালিত হইতেছে না। কাজেই উদার লোক নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ইহারা স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী মনে না করিয়া বিলাশের সামগ্রী মনে করে। তাই বলে স্ত্রীর সহিত ঐহিক দৈহিক সম্বন্ধ। ঐ সকল ব্যক্তি শরীর এবং টাকা কড়িকেই সংসারে আপন মনে করে। পৃথিবীতে আর কিছুই আপনার নাই। সেজন্য প্রীতিবন্ধন আবশ্যক মনে করে না। প্রীতিবন্ধনের পুণ্য সঞ্চয়ের খরচ করিতেও অনিচ্ছুক।

মহাভারতের ভীমের উক্তি প্রকাশ করিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। ভীমের মতন সরল মহাভারতের কোন নায়ক নাই। সরল লোকে যাহা বলে তাহা অবিসংবাদিত সত্য। যখন ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক বরপ্রাপ্তে দ্রৌপদী দেবী পঞ্চ পাণ্ডবকে দাসত্ব মুক্ত করিলেন তখন মহাবীর কর্ণ পাণ্ডবগণকে টিট্‌কারী দিয়া বলিলেন—সর্ব্বদেশে সর্ব্ব কালে স্বামী কর্ত্তৃক স্ত্রী রাক্ষিত হইয়া থাকে। তোমরা এমন ঘৃণিত লোক যে অন্য স্ত্রী কর্ত্তৃক রক্ষিত হইলে! ধিক ধিক!! কর্ণের তিরস্কার ভীমের অসহ্য হইল। ভীম কুপিত হইয়া কর্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—তোমার মতন অজ্ঞান মূর্খ জগতে নাই। তুই শাস্ত্র জানিস না। সাধু সঙ্গ-ত হয়ই নাই। শাস্ত্রের আদেশ শুন;—

" ভীম বলে শাস্ত্র জ্ঞাত নহিস দুর্ম্মতি
শুনহ যা বলেন দেবল বৃহস্পতি।
সংসারের মধ্যে ভার্য্যা শ্রেষ্ঠ সখা গণি
সর্ব্ব সুখে হীন নর বিহিন রমণী।
বিবাহ মাত্রতে লোক গৃহস্থ বলায়,
নানা ধর্ম্ম উপার্জ্জয় ভার্য্যারি সহায়।

দান যজ্ঞ ব্রতকরে সহায় যাহার,
পুত্র জন্মাইয়া করে বংশের উদ্ধার।
পতিত কুপিত হয় কর্ম্ম অনুসারে,
জ্ঞাতিগণ ছাড়ে ভার্য্যা ছাড়িবারে নারে।
ইহ কালে ভার্য্যা হইতে বঞ্চে বহু সুখে,
মরণে সংহতি গিয়া তরে নরলোকে।
পরলোকে তরে ভার্য্যা কহে হেন নীত,
এ লোকে তরিতে কেন নহে সমুচিত।
ভার্য্যার শরীর হয় আপন শরীর,
তুই মূর্খ কি জানিবি আদেশ ঋষির ?"
সা ভার্য্যা যা শুচি দক্ষা সা ভার্য্যা যা পতিব্রতা,
সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা সা ভার্য্যা যা প্রীয়ংবদা।
" পুত্র প্রয়োজনো ভার্য্যা পুত্র পিণ্ডং প্রয়োজনং।" ইত্যাদি

সরল প্রাণের কি সুন্দর উক্তি! স্ত্রীর সহমরণে স্বামি-স্ত্রী উভয়ের উদ্ধার আবার স্ত্রীর গর্ভে পুত্র উৎপাদনে, তৎ পুত্রের পিণ্ডদানে বংশ সহ সকলের উদ্ধার, ইহাই শাস্ত্রাদেশ। যে শাস্ত্রাদেশ হিন্দুগণের শিরোধার্য্য সেই হিন্দুগণ কি স্বামি-স্ত্রীর ঐহিক দৈহিক সম্বন্ধ বলিতে পার? আর যাহারা স্বামি-স্ত্রীর ঐহিক দৈহিক সম্বন্ধ বলে—তাহারা হিন্দু নহে, তাহারা বিকৃত মস্তিষ্ক। আবার কেহ বলে তাহারা সুবিধান্বেষী কুচরিত্র স্বার্থপর। যিনি যাহা বলুন না কেন তাহারা যে অহিন্দু তাহাতে সংসয় নাই।

মহাভারতে আছে 'লোকে ধার্ম্মিক পুত্রের কামনা করিবে' কেননা তন্মধ্যে কেহ না কেহ কৃত হইয়া গয়ায় পিণ্ডদান করত আপন বংশ উদ্ধার করিবে। কেহ নীলবর্ণ বৃষ উৎসর্গ করত পূর্ব্ব পুরুষকে স্বর্গে স্থাপন ও স্বর্গভোগ করাইবে। নীল বর্ণের বৃষের বর্ণনা এইরূপ।

" লোহিতযস্ত বর্ণানাং মুখেপুচ্ছে চ পাণ্ডুঃ।
শ্বেত ক্ষুর বিষাণাভ্যাং স নীল বৃষ উচ্চতে॥

ব্যাসাদেশ আরো আছে—কর্ম্মফলে যাহাদের পুত্রলাভ না হইয়া কন্যা লাভ হয় সেই কন্যার গর্ভজাত পুত্রই অর্থাৎ দৌহিত্রই পুত্রবৎ। দৌহিত্রের পুণ্যবলে বহু লোক স্বর্গগামী হইয়াছে।

মণিপুরে চিত্রভানু নামক রাজার চিত্রাঙ্গদা নাম্নী সুন্দরী কন্যাকে

তৃতীয়পাণ্ডব অর্জ্জুন বিবাহ করার প্রস্তাব করাতে রাজা অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন যে, আমার পূর্ব্ব পুরুষ প্রভঞ্জন পুত্র কামনায় মহাদেবের উপাসনা করিয়াছিলেন। মহাদেব বর দিয়াছিলেন—তুমি এবং তোমার পরবর্ত্তী সকলেরই একজন গুণী পুত্র জন্মিবে। কাহারো একাধিক পুত্র হইবে না। আমার কর্ম্মফলে পুত্র না জন্মিয়া এই কন্যাটী জন্মিয়াছে। মনে করিয়াছি যাহাকে কন্যাদান করিব তাহাকেই রাজ্যে স্থাপন করিব। কন্যার পুত্র জন্মিলে এই রাজ্যে রাজা হইয়া আমার উদ্ধার সাধন করিবে। তুমি বড় বংশের লোক, এই প্রস্তাব শোভনীয় নহে; অতএব প্রতিজ্ঞা কর আমার কন্যার গর্ভে প্রথম যে পুত্র সন্তান জন্মিবে সে এই রাজ্যে রাজা হইবে এবং আমার ও আমার স্ত্রীর অন্ত্যেষ্টি ও পারলৌকিক ক্রিয়া—শ্রাদ্ধ করিবে। অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হওয়ায় রাজা কন্যাদান করিলেন। এই চিত্রাঙ্গদার গর্ভজ মহাবীর বভ্রুবাহন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনিই মণিপুরে রাজা ছিলেন। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ সময়ে স্বীয় পিতা অর্জ্জুনকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন।

অর্জ্জুনরমণী চিত্রাঙ্গদা পিতৃরাজ্যে থাকিয়া অর্জ্জুনের রূপচিন্তা করিতেন। তাঁহার স্বামীরূপ চিন্তার পুণ্যবলে যুদ্ধে মৃত অর্জ্জুন প্রাণদান পাইয়াছিলেন। সত্য বাক্য যেমন অলঙ্ঘনীয় তেমন সতীর প্রার্থনাও অপূর্ণ থাকে না। সতীর অবমাননায় ও অভিসম্পাতে রক্ষবংশ কুরুবংশ ধ্বংস হইয়াছিল। ভারতের নারীধর্ম্ম এমন গৌরবময়। যুগে যুগেই নারীধর্ম্মেই ভারতীয় হিন্দুগণ গৌরবান্বিত! পৃথিবীর সর্ব্ব স্থানীয় সভ্যতাও অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। হায়! সেই নারীধর্ম্মের কি অধোগতিই ঘটিতে আরম্ভ হইয়াছে! কলিযুগের আরম্ভেই এই অবস্থা, কালের মধ্যভাগে বা শেষ অবস্থায় কিরূপ হইবে ভগবানই জানেন।

সংসার ও [illegible] পুত্র দৌহিত্র দ্বারা যেমন নরক হইতে উদ্ধার হওয়া [illegible] উদ্ধারের প্রশস্ত পথ। অতএব যাহাতে নারীধর্ম্ম অব্যাহত থাকে হিন্দুগণের তদ্রূপ সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। *

শ্রীহরিশ্চন্দ্র বিশ্বাস।

* প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্যটী ছোট করিয়া, অবান্তর কথা বিস্তার করিয়া পাঠকগণের ধৈর্য্য রাখিতে লেখক মহাশয় সমর্থ হইবেন কি? কাঃ সঃ সং

সমালোচনা।

দি প্যাগোডাটী।—এটী এবৎসরের কলিকাতা প্রদর্শনীর মুখপত্র, এবং এইটি শেষ সংখ্যা। প্রদর্শনীর নিদর্শন স্বরূপ যে কয়টী চিত্র পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে ছবিগুলি ইহাতে আছে। এরূপ প্রদর্শণী ভারতবর্ষে আর কখনও হয় নাই। পরিচালন সমিতি নানারূপে অভূতপূর্ব্ব আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করিয়া অভ্যাগতগণের আনন্দের প্রচুর বন্দোবস্ত করিয়াছেন। পরিচালন সমিতিতে কায়স্থের মধ্যে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মিত্র শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে, আই-সি এস, এবং মিসেস্ কে-সি-দে, অনেকগুলি শাখা-সমিতির কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন।

পঞ্চশস্য—শ্রীপাঁচকড়ি ঘোষ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত কয়েকটি প্রবন্ধ। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। রামমোহন রায় ও মহারাণী শরৎসুন্দরীর জীবনচরিত দুইটী প্রথম প্রবন্ধ পুণ্যচরিতের অন্তর্গতঃ। স্কুলপাঠ্য জীবনচরিতের মত মোটেই লেখা নয়। উভয়ের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মতের বিশদ বিশ্লেষণ আছে। পরে প্রাচীন কবি জগদ্রাম রায়ের রামায়ণের ভরতবিলাপ ও কবি-রঞ্জনের কাব্যের সমালোচনা। বেশ চিন্তাশীল প্রবন্ধ। তার পর প্রভাসমিলন ও কমলাকান্তের আলোচনা। সীতার বনবাস, প্রতাপ-আদিত্য সম্বন্ধেও ভ্রমর ও জয়ন্তী চরিত্রের গবেষণাপূর্ণ বিশ্লেষণই শেষ কয়টি প্রবন্ধ। বঙ্গসাহিত্য-সেবী ও কলেজের ছাত্রগণের পক্ষে এই পুস্তকখানি বিশেষ উপকার সাধন করিবে কোন সন্দেহ নাই।

শান্তি—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বি-এ প্রণীত একখানি কবিতা পুস্তক। মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র। অধিকাংশ কবিতাই ভগবানের উদ্দেশ্যে লিখিত; সংসারের কঠিন আঘাতে যাহাদের বুক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে শান্তিদানই পুস্তকখানির প্রধান উদ্দেশ্য। কয়েকটি কবিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য, যথা—"নূতন", "তাঁরবাণী," "জাগরণ গীত," "নীরবরাতে," "জীবনকথা," প্রত্যেক কবিতাটিই কবিহৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে লিখিত বলিয়া মনে হয়। যেরূপ ভাব ও ভাষা, কয়েকটি কবিতার ছন্দ সেইরূপ হইলে, চমৎকার সামঞ্জস্য হইত। শেষের দিকের কবিতা "ঋষিনরোত্তম্" স্বদেশপ্রেমে সমুজ্জ্বল। এটি পড়িয়া কবি হেমচন্দ্রের ভারত-সঙ্গীত মনে পড়িয়া গেল।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

প্রচার :—

আমাদের সমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র গুহবর্ম্ম বিদ্যারত্ন বর্দ্ধমান, বীরভূম ও মালদহের কায়স্থ-প্রধান স্থানসমূহে প্রায় মাসাধিককাল ভ্রমণ করিয়া, কতিপয় সভা করিয়া উপস্থিত কায়স্থমণ্ডলী মধ্যে সমাজের উদ্দেশ্যাবলী বুঝাইয়া দেওয়ায় অধিকাংশস্থলেই মাঘমাসে উপনয়ন নেওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে পত্র লিখিয়াছেন।

চিত্রগুপ্ত পূজা :—

চাঁদাইকোনা হইতে শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ চন্দবর্ম্মা লিখিয়াছেন—"গত ২৪ কার্ত্তিক ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় সরাইদহ নিবাসী শ্রীযুক্ত মাখনলাল ঘোষবর্ম্মা মহাশয়ের ভবনে ভগবান চিত্রগুপ্তদেবের পূজা যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে নৃত্য গীত ও স্বজাতি ভোজও পূর্ব্ববৎ হইয়াছে।" আমরা এই উৎসবে কাহাকেও উপনয়ন গ্রহণ করিতে না দেখিয়া দুঃখিত হইলাম।

প্রাপ্তি স্বীকার :—

বগুড়া ভবানীপুর কাছারীর নায়েব, সমাজের হিতৈষী সভ্য শ্রীযুত গঙ্গানন্দ বাকী মহাশয় গত ভাদ্রমাসে আমাদের প্রচারক শ্রীযুত গণেশ বাবুর নিকট ৲ টাকা প্রচারার্থ প্রদান করিয়াছেন।

কাড়াপাড়ার অন্যতম জমিদার, রায়সাহেব নিকুঞ্জবিহারী রায় তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ উপলক্ষে সমাজের প্রচারের সাহায্য কল্পে ২৫৲ পঁচিশ টাকা তাঁহার কর্ম্মস্থল রেঙ্গুন হইতে প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা স্বজাতির হিতি কামী এই মহোদয় দ্বয়ের স্বেচ্ছাকৃত দান গভীর ধন্যবাদের সহিত সাদরে প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

উপনয়ন :—

১৩২৯।১৮ই ফাল্গুন পাবনার মোক্তার শ্রীযুত কৈলাসচন্দ্র সরকার যথারীতি ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্রা-উপনয়ন গ্রহণ করেন। ইনি বারেন্দ্র কায়স্থ।

১৩৩০।২৪শে কার্ত্তিক, পাবনা-বেণটিয়া। বারেন্দ্র শ্রীযুত গয়ানাথ সরকার এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র পাবনা জজকোর্টের উকিল, শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সরকার বি-এল্ এবং কনিষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সরকার বি-এল্ যথারীতি ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্ত অন্তে ক্ষত্রিয়োচিত সাবিত্র্যুপনয়ন গ্রহণ করেন এবং তাঁহাদের চেষ্টায়

হাতকোড়া, নালি, সিমুলকান্দি প্রভৃতি গ্রামের আরও প্রায় দুইশত কায়স্থ-সন্তান উপনয়ন গ্রহণ করেন।

১৩৩০।২৪শে কার্ত্তিক, রাজসাহীতে ভগবান চিত্রগুপ্তদেবের পূজা উপলক্ষে এবারও কতিপয় কায়স্থ-সন্তান ক্ষত্রিয় বর্ণোচিত সাবিত্র্যুপনয়ন গ্রহণ ও ব্রাহ্মণ ভোজাদি যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। উপনীতগণ ঃ—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোবিন্দ রায় বি-এল্, বীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বি-এল্, হরনাথ নন্দী (মহাজন) প্রমথনাথ চৌধুরী (জমিদার) সত্যচরণ চৌধুরী (জমিদার) উপেন্দ্রমোহন সরকার (ক্লার্ক) যোগেন্দ্রচন্দ্র রায় (জমিদার) ভোলানাথ রায় (জমিদার) যজ্ঞেশ্বর দাস, (শিক্ষক) এই নয়টী কায়স্থ-সন্তান ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে বৈদিক সাবিত্রী গ্রহণ করিয়াছেন।

সামরিক উপাধি ঃ—

আমাদের সমাজের সহঃসম্পাদক হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুত আশুতোষ ঘোষবর্ম্মা মহাশয়ের ভ্রাতষ্পুত্র শ্রীমান বিকাশচন্দ্র ঘোষ এবৎসর প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ইতিহাসে সম্মানের সহিত বি-এ পাশ করিয়া উত্তীর্ণ হইয়া ২৫৲ টাকা মাসিক বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি University Territorial force এ Second Lieutenant পদের কমিশান প্রাপ্ত হওয়ায় আমরা আনন্দ প্রকাশ করিতেছি।

সভাসমিতি ঃ—

হাবড়া শালিখা হইতে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ মিত্র লিখিতেছেন ;—

উলুবেড়িয়া অন্তঃপাতী "ঘুঘুবেনীয়া রাজীবপুর দুর্গাপুর গ্রামসমূহে অধিকাংশ কায়স্থের বাস। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এতগুলি কায়স্থের একত্র অবস্থান হইলেও আহারাদি সূত্রে ইঁহারা পরস্পর পৃথক ছিলেন। অল্পসংখ্যক ঘর লইয়া একএকটি দল ছিল এবং সেই দলস্থ ব্যক্তিগণই কেবলমাত্র পরস্পর আহারাদি হইত। ব্যক্তিগত, সমাজগত অথবা গ্রামসংক্রান্ত অসূয়া প্রভৃতিই তাঁহাদের মনোবিবাদের একমাত্র কারণ ছিল।

মহিষাদল নিবাসী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত উমেশচন্দ্র সেন মহাশয় ইহাদিগকে একদলভুক্ত করিবার জন্য গত তিনবৎসর হইতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া আসিতে ছিলেন। উমেশ বাবুর মত উদার চেতা স্বজাতিপ্রিয় অতি বিরল দৃষ্ট লয়। তিনি আজীবন চিরকুমার থাকিয়া পরহিতে হৃদয় উৎসর্গ করিবেন, ইহাই তাঁহার ঐকান্তিক কামনা।

১লা অগ্রহায়ণ প্রত্যুষেই ঘুঘুবেণীয়া ৺মনসাদেবীর প্রাঙ্গণে সকলে সমবেত হইয়া উমেশ বাবুর উদ্দীপনাময়ী তিনটি গীত গাহিতে গাহিতে দুর্গাপুর ও রাজীবপুর পরিভ্রমণ করিয়া অপরাহ্ণ ২টায় ফিরিয়া পুনরায় মায়ের প্রাঙ্গণে আসিলাম। সন্ধ্যার মধ্যে সভাস্থল জনতায় পূর্ণ হইয়া গেল, পুনরায় আমরা জাতীয় সঙ্গীত দ্বারা উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের আহ্বান করিলাম। অতঃপর রাত্রি ৭॥০ টার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। সর্ব্বসম্মতি ক্রমে শ্রীযুত উমেশচন্দ্র সেন মহাশয়ই সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিলেন। আমি তাঁহাকে মাল্য চন্দনে ভূষিত করিলাম। সভাপতির নির্দ্দেশক্রমে শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র বসু তাঁহার স্বরচিত একটি সামাজিক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইহার পর স্বয়ং সভাপতি প্রায় দুই ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করেন ; কায়স্থ জাতির উৎপত্তি ও বর্ত্তমান অবস্থা বুঝাইয়া দিয়া তিনি আসন গ্রহণ করেন। অতঃপর সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র সেন সমিতির উদ্দেশ্য বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেন। রাত্রি প্রায় ৮॥০ টায় সেদিনকার মত সভা ভঙ্গ হয়।

পরদিন প্রদোষকালে পুনরায় সভার অধিবেশন হয়। দ্বিতীয় দিন পূর্ব্বদিন অপেক্ষা জনতা খুবই বেশী হইয়াছিল। সেদিন স্থানীয় ব্রাহ্মণগণ এবং ভিন্নগ্রামবাসী সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকগণ উপস্থিত হইয়া সভার শোভা আরও বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। আমুত্র হিমাচল পরিভ্রমণ করিয়া উমেশবাবু কায়স্থ জাতির যে পুরাবৃত্ত সংগ্রহ করিয়াছেন, তিনি এদিন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ বর্ণনা করিয়া ছিলেন এবং বর্ত্তমান সময়ে আমাদের এই সমিতিটিকে কি ভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে, তাহাও আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন "এই সমিতির সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, সর্ব্ব প্রথম আমাদিগের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিয়া একত্রিত হইতে হইবে। এক জননীর সন্তানের মত একে অন্যকে প্রাণদিয়া ভালবাসিতে হইবে। এতদিন পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষের যে অনলশিখা প্রাণের কোমল বৃত্তিগুলিকে পুড়াইয়া ছারখার করিয়া দিতেছিল, আজ এই শুভ মিলনের দিনে একতার শান্তিময়ী পুণ্যাম্বুধারে সেই বিদ্বেষবহ্নির সমাধি করিতে হইবে।

ইহার পর সকলে আমাদের সমাজিক খাতায় একে একে নাম সহি করিলেন। মা মনসাদেবীর সম্মুখে, পূজনীয় ব্রাহ্মণদিগের সম্মুখে এবং সমাগত মাননীয় ভদ্রবৃন্দের সম্মুখে সকলে প্রাণের আবেগ উন্মুক্ত করিয়া সম্পূর্ণ দ্বিধাশূন্য হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন ;—"আজ হতে আমারা সব এক মায়ের সন্তান।"

অমনি চারিদিক হইতে উচ্চ জয়ধ্বনি গভীর নিনাদে নৈশ আকাশ প্রতিধ্বনিত করিল—"জয় কায়স্থ জাতির জয়!"

ইহার পর "চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার" নামে একটী ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে। ইহার উপর কায়স্থসমিতি ও কায়স্থ জাতির আশা নির্ভর করিতেছে। অতএব যাহাতে এই ভাণ্ডারের উন্নতি ও পুষ্টিসাধন হয়, তদ্বিষয়ে প্রত্যেক কায়স্থ মাত্রেরই মনোযোগ ও সহানুভূতি থাকা একান্ত আবশ্যক। ইহার আয় অনুপাতে, ছাত্র, বিধবা ও নিঃস্ব স্ত্রীলোকগণের ভরণ পোষণ সাধ্যমত নির্ব্বাহ করা হইবে। কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিগণকেও উহা হইতে সাহায্য করা যাইবে। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ পাল ও শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ দে উভয়ে এই ভাণ্ডারের রক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। সাধারণের নিকট আমাদের এই বিনীত প্রার্থনা যেন তাঁহারা ইহার উন্নতির জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন।

তৃতীয় দিন সমিতির অন্যতম পরিচালক শ্রীযুক্ত হরিচরণ পাল তাঁহার নিজালয়ে ভোজনের বিপুল আয়োজন করেন। এই পংক্তিভোজে আমরা প্রায় শতাধিক কায়স্থ একত্রে বসিয়াছিলাম। উমেশ বাবুর আজ আনন্দ দেখে কে? ভোজনকালে তিনি আমাদের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া আহারের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। এতদিন পরে তাঁর জীবনের মহান্‌ব্রতের উদ্‌যাপন হইল।

শ্রাদ্ধ :—

আমাদের সংবাদদাতা লিখিতেছেন—"সিরাজগঞ্জের অদূরে হাটবয়ড়া গ্রামের স্বর্গীয় কোকনচন্দ্র দেব অবস্থাপন্ন বঙ্গজ কায়স্থ ছিলেন। তিনি পাঁচটী উপযুক্ত পুত্র রাখিয়া ১০৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ১১ই অগ্রহায়ণ যথাকালে তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উক্ত দেব মহাশয় বা তাঁহার পুত্রগণ উপনয়ন গ্রহণ করেন নাই কিন্তু উপনয়নের বিশেষ পক্ষপাতী, দৈব ও পৈত্র কর্ম্মে নামান্তে কখনও "দাস" শব্দ ব্যবহার করেন না। এজন্য তাঁহাদের প্রতি স্থানীয় ব্রাহ্মণদের অসন্তোষের কারণ।

দেব মহাশয়ের মৃত্যু হইলে, তাঁহার পুত্রগণ বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাদের পুরোহিতকে ব্রাহ্মণগণ আয়ত্ব করিয়াছেন ও এই শ্রাদ্ধ ব্যাপারেই ব্রাহ্মণগণ মন্ত্র পাঠ কালে সঙ্কল্পে 'দাস' শব্দ ব্যবহার করাইবেন। ব্যাপার বুঝিয়া তাঁহারা নৈহাটি গঙ্গাতীরেই শ্রাদ্ধ করিতে মনস্থ করিলেন। তখন পুরোহিতগণ দেখিলেন, এতবড় বিপদ, ধুম্‌ধামের শ্রাদ্ধ, লাভের ব্যাপার তো ছুটিয়া যায়! তখন সকলে

বলিয়া বাড়ীতেই শ্রাদ্ধের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে প্রবৃত্ত করাইলেন। এ সমস্ত ঘটনাই যথাকালে পাবনায় তাঁহাদের মোক্তার শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহমজুমদার মহাশয়ের নিকট পৌঁছিতে লাগিল। শ্রাদ্ধের দুইদিন পূর্ব্বেই তাঁহাকে তার করা হইল "Come at once with three priests." তখন পাবনা সহরে অনেক বিবাহ লাগিয়া গিয়াছে। তথাপিও তিনি তাড়াতাড়ি কোনও রূপে মাত্র একটি পুরোহিত সংগ্রহ করিয়া পাঠান। পুরোহিত অশৌচান্ত দিনে কর্ম্মস্থলে উপস্থিত হইয়া ঘাট পিণ্ডাদি দেওয়াইলেন, কিন্তু পুরোহিত যে আরো আবশ্যক। এজন্য পুনরায় তার হইল "Send more priests with বিরাট, গীতা, রাস your presence solicited". প্রিয়নাথ বাবু এই দ্বিতীয় তার পাইয়া আর একটি পুরোহিত লইয়া স্বয়ং বিরাটগীতা ও রাসপঞ্চাধ্যায়, পুরোহিতদর্পণ পণ্ডিত আশুতোষ তর্কতীর্থ সঙ্কলিত "আদ্যশ্রাদ্ধপ্রয়োগ" নামক পুস্তক লইয়া শ্রাদ্ধের দিন প্রাতঃকালে উপস্থিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বাবুর পৌঁছিবার পূর্ব্বেই স্থানীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে পণ্ডিত রাধবচন্দ্র তর্করত্ন প্রমুখ দশজন আসিয়া উপস্থিত। যথাকালে শ্রাদ্ধ মণ্ডপে সকলে আসিয়া আসন গ্রহণ করিয়া দান, ষোড়শ এবং বিরাট, গীতা, রাসপঞ্চাধ্যায় পঠন ও শ্রবণ করিবার বরণ, মহাভারত নাম ১০৮ বার জপ করিবার জন্য একটি বরণ এবং বৃষোৎসর্গ ব্যাপারের ব্রহ্মা, হোতা, অধ্বর্য্যু সদস্যবরণার্থ আচমনান্তে সঙ্কল্পেই তর্করত্ন প্রমুখ ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের যজমানের জনককে 'দেবস্য' না বলিয়া "দাসস্য" বলিবার জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন। যজমানের পক্ষে প্রিয়নাথ বাবু এবং পুরোহিত তর্করত্ন উভয়ে তখন বাদপ্রতিবাদ লাগিয়া গেল।

তর্করত্ন বলিলেন,—কোকন দেব শূদ্র ছিলেন, অতএব তাঁহার প্রতি "প্রেতস্য" ও "দাসস্য" শব্দই প্রযুজ্য।

প্রিয়নাথ বাবু বলিলেন—কোকন দেব শূদ্র ছিলেন না, তিনি কায়স্থ—ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়, অতএব "প্রেতস্য" শব্দের পরে "দেবস্য" শব্দেরই ব্যবহার বিধেয়।

তর্করত্ন—রঘুনন্দনের বাক্য অনুসারে কোকন দেব শূদ্র।

প্রিয়বাবু :—রঘুনন্দনের সহিত কোকন দেবের কোনই সম্বন্ধ নাই। কোকন দেবের পুত্রগণ বলিতেছেন যে, তাঁহাদের পিতা ব্রাত্য ক্ষত্রিয় ছিলেন। অতএব তাঁহার পুত্রগণের কথামতই আপনাদের কাজ করা কর্ত্তব্য। হয় না হয় ইঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করুন।

এই সময় সভাস্থ সকলের হাস্য। পুত্রদের মধ্যে শিক্ষিত দুই জন মোক্তার

অমনি চারিদিক হইতে উচ্চ জয়ধ্বনি গভীর নিনাদে নৈশ আকাশ প্রতিধ্বনিত করিল—"জয় কায়স্থ জাতির জয়!"

ইহার পর "চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার" নামে একটী ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে। ইহার উপর কায়স্থসমিতি ও কায়স্থ জাতির আশা নির্ভর করিতেছে। অতএব যাহাতে এই ভাণ্ডারের উন্নতি ও পুষ্টিসাধন হয়, তদ্বিষয়ে প্রত্যেক কায়স্থ মাত্রেরই মনোযোগ ও সহানুভূতি থাকা একান্ত আবশ্যক। ইহার আয় অনুপাতে, ছাত্র, বিধবা ও নিঃস্ব স্ত্রীলোকগণের ভরণ পোষণ সাধ্যমত নির্ব্বাহ করা হইবে। কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিগণকেও উহা হইতে সাহায্য করা যাইবে। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ পাল ও শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ দে উভয়ে এই ভাণ্ডারের রক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। সাধারণের নিকট আমাদের এই বিনীত প্রার্থনা যেন তাঁহারা ইহার উন্নতির জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন।

তৃতীয় দিন সমিতির অন্যতম পরিচালক শ্রীযুক্ত হরিচরণ পাল তাঁহার নিজালয়ে ভোজনের বিপুল আয়োজন করেন। এই পংক্তিভোজে আমরা প্রায় শতাধিক কায়স্থ একত্রে বসিয়াছিলাম। উমেশ বাবুর আজ আনন্দ দেখে কে? ভোজনকালে তিনি আমাদের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া আহারের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। এতদিন পরে তাঁর জীবনের মহানব্রতের উদ্‌যাপন হইল।

শ্রাদ্ধ:—

আমাদের সংবাদদাতা লিখিতেছেন—"সিরাজগঞ্জের অদূরে হাটবয়ড়া গ্রামের স্বর্গীয় কোকনচন্দ্র দেব অবস্থাপন্ন বঙ্গজ কায়স্থ ছিলেন। তিনি পাঁচটী উপযুক্ত পুত্র রাখিয়া ১০৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ১১ই অগ্রহায়ণ যথাকালে তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উক্ত দেব মহাশয় বা তাঁহার পুত্রগণ উপনয়ন গ্রহণ করেন নাই কিন্তু উপনয়নের বিশেষ পক্ষপাতী, দৈব ও পৈত্র কর্ম্মে নামান্তে কখনও "দাস" শব্দ ব্যবহার করেন না। এজন্য তাঁহাদের প্রতি স্থানীয় ব্রাহ্মণদের অসন্তোষের কারণ।

দেব মহাশয়ের মৃত্যু হইলে, তাঁহার পুত্রগণ বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাদের পুরোহিতকে ব্রাহ্মণগণ আয়ত্ত করিয়াছেন ও এই শ্রাদ্ধ ব্যাপারেই ব্রাহ্মণগণ মন্ত্র পাঠ কালে সঙ্কল্পে 'দাস' শব্দ ব্যবহার করাইবেন। ব্যাপার বুঝিয়া তাঁহারা নৈহাটি গঙ্গাতীরেই শ্রাদ্ধ করিতে মনস্থ করিলেন। তখন পুরোহিতগণ দেখিলেন, এতবড় বিপদ, ধুমধামের শ্রাদ্ধ, লাভের ব্যাপার তো ছুটিয়া যায়! তখন সকলে

বলিয়া বাড়ীতেই শ্রাদ্ধের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে প্রবৃত্ত করাইলেন। এ সমস্ত ঘটনাই যথাকালে পাবনায় তাঁহাদের মোক্তার শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহমজুমদার মহাশয়ের নিকট পৌঁছিতে লাগিল। শ্রাদ্ধের দুইদিন পূর্ব্বেই তাঁহাকে তার করা হইল "Come at once with three priests." তখন পাবনা সহরে অনেক বিবাহ লাগিয়া গিয়াছে। তথাপিও তিনি তাড়াতাড়ি কোনও রূপে মাত্র একটি পুরোহিত সংগ্রহ করিয়া পাঠান। পুরোহিত অশৌচান্ত দিনে কর্ম্মস্থলে উপস্থিত হইয়া ঘাট পিণ্ডাদি দেওয়াইলেন, কিন্তু পুরোহিত যে আরো আবশ্যক। এজন্য পুনরায় তার হইল "Send more priests with বিরাট, গীতা, রাস your presence solicited". প্রিয়নাথ বাবু এই দ্বিতীয় তার পাইয়া আর একটি পুরোহিত লহিয়া স্বয়ং বিরাটগীতা ও রাসপঞ্চাধ্যায়, পুরোহিতদর্পণ পণ্ডিত আশুতোষ তর্কতীর্থ সঙ্কলিত "আদ্যশ্রাদ্ধপ্রয়োগ" নামক পুস্তক লইয়া শ্রাদ্ধের দিন প্রাতঃকালে উপস্থিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বাবুর পৌঁছিবার পূর্ব্বেই স্থানীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে পণ্ডিত যাদবচন্দ্র তর্করত্ন প্রমুখ দশজন আসিয়া উপস্থিত। যথাকালে শ্রাদ্ধ মণ্ডপে সকলে আসিয়া আসন গ্রহণ করিয়া দান, ষোড়শ এবং বিরাট, গীতা, রাসপঞ্চাধ্যায় পঠন ও শ্রবণ করিবার বরণ, মহাভারত নাম ১০৮ বার জপ করিবার জন্য একটি বরণ এবং বৃষোৎসর্গ ব্যাপারের ব্রহ্মা, হোতা, অধ্বর্য্যু সদস্যবরণার্থ আচমনান্তে সঙ্কল্পেই তর্করত্ন প্রমুখ ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের যজমানের জনককে 'দেবস্য' না বলিয়া "দাসস্য" বলিবার জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন। যজমানের পক্ষে প্রিয়নাথ বাবু এবং পুরোহিত তর্করত্ন উভয়ে তখন বাদপ্রতিবাদ লাগিয়া গেল।

তর্করত্ন বলিলেন,—কোকন দেব শূদ্র ছিলেন, অতএব তাঁহার প্রতি "প্রেতস্য" ও "দাসস্য" শব্দই প্রযুজ্য।

প্রিয়নাথ বাবু বলিলেন—কোকন দেব শূদ্র ছিলেন না, তিনি কায়স্থ—ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়, অতএব "প্রেতস্য" শব্দের পরে "দেবস্য" শব্দেরই ব্যবহার বিধেয়।

তর্করত্ন—রঘুনন্দনের বাক্য অনুসারে কোকন দেব শূদ্র।

প্রিয়বাবু:—রঘুনন্দনের সহিত কোকন দেবের কোনই সম্বন্ধ নাই। কোকন দেবের পুত্রগণ বলিতেছেন যে, তাঁহাদের পিতা ব্রাত্য ক্ষত্রিয় ছিলেন। অতএব তাঁহার পুত্রগণের কথামতই আপনাদের কাজ করা কর্ত্তব্য। হয় না হয় ইঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করুন।

এই সময় সভাস্থ সকলের হাস্য। পুত্রদের মধ্যে শিক্ষিত দুই জন মোক্তার

বাবুর কথা অনুমোদন করিতে লাগিলেন। তখন এক মজা হইল। প্রথম দানকালে বাক্য হইল "প্রেতস্য কোকনচন্দ্র দেবস্য" আর দ্বিতীয় দানের কালে তর্করত্ন মহাশয়ের কোলাহলে বাক্য হইল "প্রেতস্য কোকনচন্দ্র দেবোপাধিকস্য" এবং তৃতীয় দানের কালে তর্কের শেষ পরিণামে প্রথম দানের বাক্য "প্রেতস্য কোকনচন্দ্র দেবস্য"।

অতঃপর তর্করত্ন মহাশয়কে বুঝাইয়া দেওয়া হইল—তিনি শূদ্র যাজন করিতে এখানে আসেন নাই ও শূদ্র যাজন করিলে তাঁহাকেও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতে হইবে; যেহেতু শূদ্রান্ন রুধিরবৎ অপবিত্র ইত্যাদি।

আদ্যশ্রাদ্ধের সময় আর এক গোল উপস্থিত হইল। পাবনা অঞ্চলের মধ্যে দুইটী নিয়ম আছে;—আদ্যশ্রাদ্ধে পুরোহিত মন্ত্র পড়ান না, জল অনাচরনীয় অগ্রদানী ব্রাহ্মণ ঐ কার্য্য করাইয়া থাকেন। বহু কষ্টে ঐ কুপ্রথাটী উঠাইয়া দেওয়া গিয়াছে। [illegible] জল অব্যবহার্য্য, আমি যার স্পৃষ্ট জল পান করি না, আমার পিতাকে তাহার স্পৃষ্টজল ও পিণ্ড কি প্রকারে ভোজন করাইব! [illegible] অগ্রদানী ব্রাহ্মণ প্রথমে গোল [illegible] প্রমথনাথ বাবুকে ও তাঁহার সঙ্গীয় পুরোহিতকে কার্য্যে [illegible] আপত্তায় শেষে পূর্ব্বের পুরোহিতই আদ্যশ্রাদ্ধ [illegible] অগ্রদানীদ্বয়কে ভোজন করাইয়া দক্ষিণা করা গেল।

শ্রাদ্ধে, ভূমি দান কালে [illegible] অর্দ্ধাবাদী জমি ব্রহ্মোত্তর দান করিয়াছেন। জমি [illegible] সান্নিধ্যে, মূল্য অন্ততঃ দুইশত টাকার কম হইবে না। [illegible] সংগৃহীত হইয়া ছিল। ১০ মণ আটা, ৭মণ চাউল, [illegible] নিমন্ত্রিত ও অনিমন্ত্রিত সকলকে পরিতোষ সহকারে [illegible] হইয়াছিল।

উপনয়নের আবশ্যকতা [illegible] বাবুকে বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করেন। তিনি [illegible] তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বাগ্মীতা ও পাণ্ডিত্য ও যুক্তিদ্বারা [illegible] থাকার অপকারিতা বিষদ-ভাবে বুঝাইয়া দেন, [illegible] অনুষ্ঠান হইবে [illegible] ব্রাহ্মণের মধ্যে [illegible] আমাদের কায়স্থগণের [illegible] তিনি পৌরোহিত্য [illegible]

প্রায় ৩২ বৎসর সরকারী চাকরী [illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত গঙ্গানাথ বর্ম্মরায় [illegible] ৭২ বৎসরে দিব্যজ্ঞানে তাঁহার রংপুরের বাসাবাটীতে [illegible] দেহ ত্যাগ করেন। তাঁহার স্বধর্ম্মনিষ্ঠ প্রিয়পুত্র [illegible] ১৩শ দিনে [illegible] অগ্রহায়ণ আদ্যকৃত্য মহা-সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। তদুপলক্ষে সহরের অনেক গণ্যমান্য লোক নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত [illegible]।

কায়স্থ-সমাজ

৪র্থ বর্ষ | ফাল্গুন, ১৩৩০। | ১১শ সংখ্যা

ঠাকুরমহাশয়

১

সঙ্গীতে সংজ্ঞা।

পদ্মার তীরে খেতরী গ্রাম। গ্রামের মধ্য দিয়া সুপ্রসন্ন রাজপথ।

সার্দ্ধ তিনশত বৎসর পূর্ব্বে একদিন প্রাতঃকালে একজন উদাসীন সেই পথ দিয়া মধুরকণ্ঠে গাইয়া যাইতেছিলেন—

"পাইয়া দুর্ল্লভ তনু শ্রীকৃষ্ণ ভজন বিনু
হেন জনম যায় অকারণে।"

গাইতে গাইতে বাবাজীর অশ্রুপাত হইতেছিল।

বাবাজীর পরিধানে কৌপীন ও বহির্ব্বাস, স্কন্ধে ভিক্ষার ঝুলি, মুণ্ডিত-মস্তকে নামাবলী, হস্তে করতাল। করতালের তালে বাবাজীর কণ্ঠ কতই উৎকণ্ঠা, কতই নির্ব্বেদ ও কতই দৈন্য নিবেদন করিয়া যাইতেছিল; তাঁহার অশ্রুপূর্ণ অরুণ-নেত্র কত জ্ঞান, কত আর্ত্তি জানাইতেছিল। উদাসীন, আপনি গায়ক, আপনার নির্ব্বেদ ও দৈন্যের আপনি শ্রোতা। আপন মনে গাইতে গাইতে রাজপথ দিয়া যাইতেছিলেন।

সেই সুপ্রসন্ন পথ, গ্রামের মধ্যে আসিয়া এক বৃহৎ প্রাসাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গিয়াছে! বাবাজী, যাইতে যাইতে সেই প্রাসাদের নিকটে আসিলেন।

প্রাসাদের সম্মুখে পথের প্রান্তে কয়েকটি বালক খেলা করিতেছিল। উদাসীনের সঙ্গীত শুনিয়া উহার মধ্যে পঞ্চম বর্ষীয় একটী বালক উঠিয়া দাঁড়াইল, একমনে বাবাজীর গান শুনিতে লাগিল।

বাবাজী, বালকের দিকে চাহিয়া চমকিয়া উঠিলেন। তিনি নিত্য যে একখানি ভুবনমোহন গৌরাঙ্গ রূপের পট পূজা করেন, এ যে তেমনই রূপ। পটের সেই মোহন গৌর রূপের মুখের মতই এ মুখ খানি। বাবাজী দাঁড়াইয়া বালকের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার কণ্ঠের গান থামিয়া গেল। বালক কহিল, বাবাজী তুমি কি গাইতেছিলে আবার গাও; তোমার গান আমার বড় ভাল লাগিয়াছে। বাবাজী গাইলেন—

"পাইয়া দুর্লভ তনু শ্রীকৃষ্ণ ভজন বিনু
হেন জনম যায় অকারণে।"

পাঁচ বৎসরের বালক, সেই সঙ্গীত শুনতে শুনতে আত্মহারা হইল, অশ্রুতে উহার বদন-মণ্ডল ভিজিয়া গেল, চক্ষু আরক্ত ও দেহ পুলকিত হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে বালক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

যে প্রাসাদের সম্মুখে এই ঘটনা হইল, উহা খেতরীর রাজ-প্রাসাদ। রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্ত ও পুরুষোত্তম দত্ত দুই ভাই খেতরীর রাজা। তখন বাঙ্গালা দেশ পাঠান সুলতানের অধীন। গৌড়, বাঙ্গালার রাজধানী। কৃষ্ণানন্দ ও পুরুষোত্তম দত্ত, একজন পাঠান জায়গীরদারের অধীন থাকিয়া খেতরী রাজ্য শাসন করিতেন। কৃষ্ণানন্দ জ্যেষ্ঠ, তিনিই রাজা; কনিষ্ঠ ভ্রাতা পুরুষোত্তম তাঁহার সহকর্ম্মী। দুই ভাই, দেহে দুইজন হইলেও প্রাণে এক। ইঁহারা উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ; গৌড়ের সুলতান ইঁহাদিগকে 'মজুমদার' উপাধি দিয়াছেন। রাজা কৃষ্ণানন্দের একমাত্র পুত্র নরোত্তম, পঞ্চম বৎসরের বালক। পুরুষোত্তমের এক পুত্র, নাম—সন্তোষ। সন্তোষ নরোত্তমের কনিষ্ঠ।

পাড়ার বালকদিগকে লইয়া রাজকুমারদ্বয় নিত্যই প্রাসাদের বহির্ভাগে পথের উপর খেলা করেন। আজও খেলিতেছিলেন। খেলিবার কালে বাবাজীর গান শুনিয়া নরোত্তম মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

কি হইল, কি হইল বলিয়া কোলাহল হইতে লাগিল। রাজা কৃষ্ণানন্দ, মসনদ ছাড়িয়া দৌড়িয়া আসিলেন। পুরুষোত্তম আসিলেন। রাজপুরীর মধ্যে যে যেখানে ছিল, সিংহদ্বারের দিকে দ্রুত আসিতে লাগিল। সকলেই জিজ্ঞাসা করিতেছে—কি হইয়াছে?

রাজা কৃষ্ণানন্দ, নরোত্তমকে কোলে তুলিয়া লইয়া সঙ্গে বাবাজীকে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক সুকোমল শয্যায় বালককে শোয়াইয়া আপন হস্তে উহার চক্ষু ও মুখে সুবাসিত শীতল জল প্রক্ষেপ

করিলেন। পরিচারকেরা শ্বেত চামরের বাতাস দিতে লাগিল। বৈদ্য আসিল, ঔষধের ব্যবস্থা হইল; কিন্তু মূর্চ্ছা আর সারে না।

কৃষ্ণানন্দ, অনিমেষনেত্রে পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। মূর্চ্ছায়ও মুখ এমন সুন্দর! প্রফুল্লকমলের শোভা যে এ মুখের কাছে হার মানে! কেবল কৃষ্ণানন্দ নহেন, যে, সে মুখের দিকে একবার চাহিতেছে, সেই-ই আর মুখ ফিরাইতে পারিতেছে না। এ সৌন্দর্য্য রক্তমাংসের নহে, বর্ণের নহে, গঠনের নহে। রক্তমাংসে বর্ণ গঠনে এমন সৌন্দর্য্য ফোটে না। বালকের চক্ষু নিমীলিত, কিন্তু সেই নিমীলনের ভঙ্গী অপূর্ব্ব, সে ভঙ্গিতে স্বর্গের শান্তি যেন মাখাইয়া দিয়াছে। রক্ত অধর, থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, সে কম্পনে কত দৈন্য, কত সুখ, কত বিরহ তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিতেছে। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে কৃষ্ণানন্দের চক্ষু, অশ্রুতে ভরিয়া গেল। বৈদ্যের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। বৈদ্য কহিল—রাজা, এ বাতোন্মন বিকার, মকরধ্বজের ব্যবস্থা করিয়াছি কিন্তু ক্রিয়া হইতেছে না। কৃষ্ণানন্দ মুখ ফিরাইয়া বাবাজীর দিকে চাহিলেন। একবার বাবাজীর আপাদমস্তক দেখিয়া লইলেন। তাহার পরে আকুলকণ্ঠে কহিলেন—বাবাজী, নরু কেন এমন হইল? কৃষ্ণানন্দ—বৈষ্ণব; রাজা হইয়াও ভক্ত বৈষ্ণব; ভক্তির বিকারের কিছু কিছু সংবাদ রাখিতেন।

বাবাজী কহিলেন—রাজা, বৈদ্য রোগ চিনতে পারেন নাই। এ বাতের বিকার নহে। আপনি সৌভাগ্যবান, বহু পুণ্যফলে এমন পুত্র লাভ হয়। আপনার পুত্র সামান্য মানুষ নহেন। দেখিতেছেন না, মূর্চ্ছায় কি মানুষের এমন রূপ ফোটে? আমি নির্ব্বেদের পদ লইতেছিলাম, বালক সেই পদ শুনতে লাগিল আর শুনিয়াই মূর্চ্ছিত হইল। এ সামান্য বালক নহে। যে গৌররূপে একবার ভুবন পবিত্র হইয়াছে, এ তাহারই দ্বিতীয় প্রকাশ। আপনারা কৃষ্ণ নাম করুন, আমি আবার সেই নির্ব্বেদের পদ গান করি, সঙ্গীতে সংজ্ঞা আসিবে। এই বলিয়া বাবাজী গাইতে লাগিলেন:—

"হরি হরি, বড় দুঃখ রইল মরমে।
পাইয়া দুর্লভ তনু শ্রীকৃষ্ণ ভজন বিনু,
হেন জনম যায় অকারণে।"

বাবাজীর কণ্ঠ অমৃত ছড়াইতে লাগিল। কৃষ্ণানন্দ, আবেগভরে বাবাজীর কণ্ঠে মিশাইয়া গাইতে লাগিলেন—

"হেন জনম যায় অকারণে।"

সঙ্গীতধ্বনি প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে নিনাদিত হইয়া যেন সমগ্র বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িল। সকলে তন্ময়। সেই সঙ্গীতের তালে কোন্ মুহূর্ত্তে যে বালক উঠিয়া বসিয়াছিল, কেহ জানিতে পারে নাই।

বাবাজী কহিলেন—রাজা, পুত্র কোলে লও। তোমার কৃষ্ণানন্দ নাম সার্থক করিবার জন্য ইহার আবির্ভাব।

কৃষ্ণানন্দ, বাবাজীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বৈরাগী, প্রেমবিহ্বল-নেত্রে বার বার বালকের মুখের দিকে চাহিয়া প্রাসাদ হইতে রাজপথে বাহির হইল।

কৃষ্ণানন্দ ডাকিলেন—বাবাজী!—কেহ উত্তর দিল না। ক্ষণপরে শুনা গেল দূরে কে গাইতেছে—

"হেন জনম বার অকারণে।"

কৃষ্ণানন্দ মুগ্ধের মত সে গীত শুনিতে লাগিলেন।

নরোত্তম ডাকিল—বাবা! কৃষ্ণানন্দ চমকিয়া উঠিয়া তাহাকে কোলে লইলেন। আদর করিয়া কহিলেন—নরু, তুমি এমন হইয়াছিলে কেন বল দেখি? নরু কহিল—বাবা, বেশি কিছুত মনে পড়ে না। কেবল মনে পড়ে, বৈরাগীর গানের মধ্য দিয়া যেন এক গৌরবর্ণ বালক হাসিতে হাসিতে আসিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিল। আর কিছু জানি না। বাবা, ও বালক কে?

কৃষ্ণানন্দ কহিলেন—ও কিছু নয় নরু! তুমি স্বপ্ন দেখিয়াছিলে।

শ্রীরসিকচন্দ্র বসু বিদ্যাবিনোদ

কায়স্থ কি?

ঃ। কায়স্থ কি? কায়স্থ ব্রাহ্মণ, বৈশ্য অথবা শূদ্র নহেন,—তিনি ক্ষত্রিয়। শাস্ত্রমত এবং ভূয়োদর্শন জনিত প্রমাণে (Method of agreement and difference) কায়স্থ ক্ষত্রিয়।

গত প্রস্তাবে "কায়স্থ কি?" এই প্রশ্নের উত্তরে কায়স্থ জাতি অনুসারে কায়স্থ এবং বর্ণের হিসাবে ক্ষত্রিয় এই কথা বলিয়াছি এবং

কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবির অনুকূল শাস্ত্রীয় প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছি। শাস্ত্র অথবা শাস্ত্রবাক্যে যাঁহাদের শ্রদ্ধা আছে, তাঁহারা অবশ্যই শাস্ত্রের উপদেশের অনুসরণ করিতেছেন এবং করিবেন। তথাচ, একথা নিতান্তই সত্য যে কোনকালেই সমাজের সকল লোক নির্বিকার-চিত্তে শাস্ত্র-বাক্যের অনুবর্ত্তী হন নাই,—একালের লোকের ত কথাই নাই। আপ্তবাক্যের বা বেদবাণীর প্রতিকূলে লৌকায়তিক ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছিল; কেবল মনুষ্য বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার ফলে অপৌরুষেয় শ্রৌত এবং তদনুগামী স্মার্ত-মার্গের বিরোধী বৌদ্ধমার্গ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, এমনকি স্বয়ং সুরগুরু বৃহস্পতিই বেদ-বিরোধী লৌকায়তিক চার্বাক ধর্মের প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া পরম্পরাগত প্রাচীন প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে। শাস্ত্রাদেশের ব্যাখ্যা করিবার সময় তর্ক এবং যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত, অন্যথায় যুক্তিহীন বিচারের ফলে ধর্মহানি হইয়া থাকে—এই সূত্রটিও দেবগুরু বৃহস্পতির প্রচারিত বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। সেই প্রাচীন কালেও যখন যুক্তির এরূপ আদর ছিল, তখন এখনকার কালে দেশী বিদেশী তর্কশাস্ত্রের প্রভাবে প্রভাবান্বিত সমাজের সকল লোকে সংস্কৃত ভাষার উপরোক্ত দুই চারিটী সূত্র অথবা শ্লোক শুনিয়া বিনা বিচারে সুবোধ বালকের পিতৃ মাতৃ বাক্য পালনের সুদৃষ্টান্ত মানিয়া চলিবে এরূপ আশা নাই; এবং সেরূপ আশা আমরা করিতেও চাহিনা। যাহারা প্রকৃতই মনুষ্য বুদ্ধি প্রযুক্ত যুক্তির সাহায্যে কোন বিষয়ের তথ্যানুসন্ধানের অনুরাগী, তাঁহারাও শাস্ত্রে শ্রদ্ধাসম্পন্ন সজ্জনগণের ন্যায় আমাদের সম্মান ভাজন সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান প্রস্তাবে, আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধির সাহায্যে সাধারণ যুক্তি তর্কদ্বারা 'কায়স্থ কি' এই প্রশ্নের হিন্দুসমাজানুগত বর্ণাশ্রম (ধর্মকে মানিয়া যাহারা চলেন তাঁহাদের দিক্ হইতে) কি উত্তর দেওয়া যাইতে পারে তাহার আলোচনা করিতেছি। এই প্রস্তাবে আবশ্যক শাস্ত্রবাক্যগুলির আমাদের বুদ্ধিমত যুক্তি প্রয়োগে অর্থ নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিব সুতরাং প্রসিদ্ধ টীকা অথবা ভাষ্যগৃহীত অর্থের যুক্তিযুক্ত অনুবর্ত্তন, পরিবর্ত্তন অথবা পরিবর্জন করিবার স্বাধীনতাও গ্রহণ করিব। তবে ইহাও বলিয়া রাখা আবশ্যক যে যতদূর সাধ্য প্রাচীনগণের পদানুবর্ত্তী হইয়াই আমাদের এই কর্ত্তব্য করিতে যত্ন করিব।

এই যুক্তিমার্গের অনুসরণ পূর্ব্বে প্রাচীনেরাই করিয়াছেন। ব্রহ্মার মুখ

হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরুহইতে বৈশ্য এবং পদ হইতে শূদ্রের উৎপত্তির কথা শাস্ত্রমুখে শুনিলেও কেবল সেই সংবাদে প্রাচীনেরা পরিতুষ্ট হইতে না পারিয়া ঐ ঐ শব্দের অন্তবিধ অর্থবোধের চেষ্টা করিয়াছেন। সেই চেষ্টার ফলে ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ ব্রহ্মবিৎ বা বেদবিৎ প্রথমেই প্রকাশিত হইয়াছে। ক্রমশঃ তাহাতেও পরিতুষ্ট না হওয়ায় ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর পুত্র" এইরূপ সামান্য অর্থ এবং "জাতি-কুল-বৃত্ত-সাধ্যায়-শ্রুতসম্পন্ন এই বিশেষ অর্থ প্রকটিত হইয়াছে। শাস্ত্রে এবং সমাজে ব্রাহ্মণের মহিমা দেখিয়া লোকে "ব্রাহ্মণ" শব্দের ঐরূপ অর্থেও সন্তোষ লাভ করিতে না পারায়, আরও উৎকৃষ্টতর পরিভাষা প্রস্তুত হইয়াছে। মহাভারতের শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম পর্বে এবং বৌদ্ধ "ধম্মপদ" গ্রন্থের "ব্রাহ্মণোবগ্‌গে" ব্রাহ্মণত্বের অত্যুচ্চ আদর্শ প্রকটিত হইয়াছে। উহাতে "যিনি ক্রোধ করেন না অথবা প্রদ্বেষ হন না, সম্মানিত অথবা অপমানিত বোধ করেন না এবং যিনি সর্বভূতের অভয়দানকর্তা, তিনিই ব্রাহ্মণ; যিনি জনসমুদায়ের সংসর্গকে সর্পের ন্যায় ভীতিপ্রদ মনে করেন, সুখভোগকে নরকবৎ জ্ঞান করেন, নারীকে শবদেহবৎ জ্ঞান করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ; ধর্মার্থে যাঁহার জীবন, ধর্মেই যাঁহার আনন্দ, রাত্রি দিন যিনি পুণ্যময়কার্যেই অতিবাহিত করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ—"এইরূপ ব্রাহ্মণের লক্ষণ ব্যক্ত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ "বজ্রসূচী" নামক উপনিষদ্ ত ব্রাহ্মণের লক্ষণ নির্দেশ করিবার জন্যই প্রকাশিত হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। এই উপনিষদে প্রথমেই প্রশ্ন করা হইয়াছে "কে ব্রাহ্মণ? তিনি কি জীব (জীবাত্মা), না দেহ না জাতি, না জ্ঞান, না কর্ম, না ধর্ম?" এবং ইহার উত্তরে এই সকল অভিধান বা উপাধিগুলিই একে একে প্রত্যাখ্যাত হইতেছে। যেহেতু অতীত অনাগত এবং বর্তমান সমস্ত দেহেই কর্মবশে একরূপ জীবই গতায়াত করে, সুতরাং 'জীব' ব্রাহ্মণ নহেন; আর আচণ্ডাল সমুদায় মনুষ্যেরই পাঞ্চভৌতিক দেহ একরূপ জরামরণাদি ধর্মাধর্মের বশবর্তী, ব্রাহ্মণ শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ, বৈশ্য পীতবর্ণ ও শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ এরূপ নিয়মও দেখিতে পাওয়া যায় না এবং পিতামাতা প্রভৃতির মৃতদেহ দাহ করার জন্য পুত্রাদির 'ব্রহ্মহত্যা' পাপও হয় না, সুতরাং 'দেহ'ও ব্রাহ্মণ নহেন; তবে কি জাতিই ব্রাহ্মণ? না তাহাও নহে;—যেহেতু মৃগীর পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ, কুশজাত কৌশিক, জম্বুক-জাত জাম্বক, বল্মীক-জাত বাল্মীকি, কৈবর্তকন্যার

পুত্র বেদব্যাস, শশপৃষ্ঠজাত গৌতম, কলস-জাত অগস্ত্য এবং উর্বশীপুত্র বসিষ্ঠ ইত্যাদি নানা জাতি হইতে মহর্ষিগণের উদ্ভবের বার্তা শুনিতে পাওয়া যায়,—সুতরাং জাতিও ব্রাহ্মণ নহেন; জ্ঞানও ব্রাহ্মণ নহেন,—যেহেতু পরমার্থদর্শী এবং জ্ঞানী অনেক ক্ষত্রিয়াদিও সমাজে রহিয়াছেন; কর্মও ব্রাহ্মণ নহেন, যেহেতু প্রারব্ধ সঞ্চিত কর্ম হইতেই কর্মের প্রেরণাপ্রাপ্ত হইয়া লোকে কর্মাচরণ করিয়া থাকে; ধর্ম বা ধার্মিকও ব্রাহ্মণ নহেন, যেহেতু ক্ষত্রিয়াদির মধ্যেও অনেকে সুবর্ণাদি দান করিয়া ধর্ম উপার্জন করিয়া থাকেন; তবে কে প্রকৃত ব্রাহ্মণ? যিনি এক অদ্বিতীয়, জাতি গুণ ক্রিয়াহীন, জন্মজরাদি সর্ব পরিণাম দোষরহিত, সত্যজ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ, নির্বিকল্প অশেষ ভূতের অন্তর্যামী আকাশবৎ সর্ববস্তুতে অনুস্যূত অখণ্ড আনন্দস্বরূপ, অপ্রমেয় এবং অনুভবমাত্র বেদ্য আত্মতত্ত্বকে স্বয়ং অপরোক্ষ ভাবে অবগত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন এবং তৎপ্রসাদে কামরাগাদি দোষ শূন্য, শমদমাদিসম্পন্ন ভাবমাৎসর্যতৃষ্ণামোহবর্জিত এবং দম্ভাহঙ্কার শূন্য অবস্থা পাইয়াছেন,—এইরূপ লক্ষণযুক্ত পুরুষই শ্রুতিস্মৃতি পুরাণাদি আর্ষশাস্ত্রের মতে "ব্রাহ্মণ" বলিয়া সম্মানিত হইবার যোগ্য, তাহা যাঁহার নাই, তাঁহার 'ব্রাহ্মণত্ব' নিশ্চয়ই নাই।" এইরূপ আদর্শ ব্রাহ্মণ সমাজে অল্প থাকিলেও প্রাচীনেরা ব্রাহ্মণত্বের জন্য যে অতি উচ্চ আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। "ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন" এই শাস্ত্রবাক্যের উপর সর্বপ্রকার লোকের অগাধ বিশ্বাস থাকিলে উক্তরূপ সমস্যার উদয় এবং তাহার সমাধানের এইরূপ চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যাইত না।

"ক্ষত্রিয়বর্ণ ব্রহ্মার বাহু হইতে জাত হইয়াছিল—এইরূপ প্রাচীন শ্রুতিবাদ থাকিলেও সেই ক্ষত্রিয়ের নাম নির্বাচন লইয়াও অল্প চেষ্টা হয় নাই। সংস্কৃত ভাষায় "ক্ষত্র" এবং "ক্ষত্রিয়" একার্থবাচী ও রাজা শব্দও সেই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মনুসংহিতা এবং বায়ুপুরাণে সাধারণ প্রজাকে রক্ষা করিবার জন্যই রাজা অথবা ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় (১)। মহর্ষি বেদব্যাস প্রথমে ক্ষত হইতে ত্রাণ করেন বলিয়া ক্ষত্রিয়, এবং, প্রজাকে অনুরঞ্জন করিয়াছিলেন বলিয়া রাজা এই দুই

(১) মনুসংহিতা, সপ্তম অধ্যায়, ৩য় শ্লোক এবং বায়ুপুরাণের, প্রথম পাদ, অষ্টম অধ্যায়, ১০২ শ্লোক (বঙ্গবাসী)।

নিরুক্তি ঠিক করেন (২) এবং পরে কবি কালিদাস ঐ দুইটাই স্বকীয় রঘুবংশ কাব্যে লিখিয়াগিয়াছেন (৩)। তাহার পর ব্যাকরণকারেরা নিজ নিজ রুচিমত "ক্ষদতি, রক্ষতি জনান্ ক্ষত্রঃ অথবা ক্ষতাৎ ত্রায়তে ইতি ক্ষত্রঃ" লিখিয়া এবং ক্ষত্রিয় শব্দ ক্ষত্র শব্দ হইতে স্বার্থ অথবা অপত্যার্থে ইয় (ত) প্রত্যয়দ্বারা নিষ্পন্ন করিয়া লোক-শিক্ষার সহায়তা করিয়াছেন। আমাদের প্রাচীন প্রতিবেশী এবং জ্ঞাতি পারসিকদিগের সেকালের ভাষায় ক্ষত্রং (Khshatram) শব্দের অর্থে রাজ্য এবং রাজমুকুট এবং ক্ষত্র × ইয় ক্ষত্রিয় শব্দে রাজা বুঝাইত এবং প্রাদেশিক মণ্ডলপতিকে ক্ষত্রপা তথবা ক্ষত্রপাব বলিত। রাজার রাজা অথবা মহারাজা বুঝাইতে এই প্রাচীন ভাষায় ক্ষত্রিয়ঃ ক্ষত্রিয়ণাম্ (Khshayathiya Khshayathiyanam) পদ ব্যবহৃত হইত (৪)। এই প্রাচীনপারসীক Khsharapa অথবা Khsharapava শব্দ হইতে গ্রীকভাষার Satrapes এবং আধুনিক ইংরাজি ভষায় Satrap শব্দের জন্ম হইয়াছে বলিয়া য়ূরোপীয় শাব্দিকগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের দেশের (সিন্ধু গুর্জর এবং মহারাষ্ট্রীয়াদি প্রদেশের) লোকদিগের মুখে প্রাচীন পারসীক ক্ষত্রম্ ছত্রম শব্দে এবং ক্ষত্রপা ছত্রপা ও অবশেষে ছত্রপতি শব্দে পরিণত হইয়া গিয়াছিল বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয়। অনুমান হয় যে অতি প্রাচীন কালে এদেশের ভাষাতেও 'ক্ষত্রম' শব্দে রাজ্য বুঝাইত; প্রাচীন বৈদিক ভাষার শব্দতত্ত্বে সুপণ্ডিত সজ্জনগণের নিকট এ সম্বন্ধে আমরা

(২) মহাভারত দ্রোণপর্ব, ৬৯ অধ্যায়, ৫ম শ্লোক এবং বায়ুপুরাণ ৬২ অধ্যায়, ১৩৩ শ্লোক; বিষ্ণুপুরাণাদিতেও এই "রাজা" শব্দের নিরুক্তি আছে।

(৩) রঘুবংশ, দ্বিতীয়সর্গ, ৫৩তম শ্লোক এবং চতুর্থসর্গ, ১১শ শ্লোক। ("ক্ষত্রাদ্ ঘঃ" (পাণিনি ৪।১।১৩৮ এবং ৭।১।২ সূত্রানুসারে "ঘঃ" স্থানে "ইয়" হইয়াছে।)

"Mathista Baganam mam Khsyathiyam akunaush -Khshatram hauva agar bayata" (The greatest of the gods made me King, he seized the Empire—Darius, Besistun Inscription Rawlinson's Eat Monarchies)—Col. III Para 3 & 5 P.

(৪) উক্ত প্রাচীন পারসীক ভাষার পংক্তিগুলি নিম্নরূপ সংস্কৃতে অনুবাদ করা যায় কি!— "মহীষ্ঠঃ ভগানান্ (ভগবান্) মাম্ ক্ষত্রিয়ং অকরোৎ সং ক্ষত্রম্ অগ্রহীৎ।"

উপদেশের আশা করিতে পারি। যাহা হউক একথা নিশ্চয় যে রাজা-কেই সেকালে প্রধানতঃ ক্ষত্রিয় বলিত, তাহার পর রাজার বংশজাত (গোত্রাপত্য) লোকগুলি সেই আখ্যায় পরিচিত হইয়াছেন। ধর্মশাস্ত্র এবং পুরাণাদিতে রাজা অথবা ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ খুব বিস্তৃত ভাবেই প্রদত্ত হইয়াছে কিন্তু সে সকল কথা কহিয়া প্রস্তাবের দীর্ঘতা সম্পাদন করিবার কোন আবশ্যকতা নাই।

কায়স্থ শব্দের অর্থ "লেখক" অনেক স্থলে পাওয়া গিয়াছে এবং "কায়স্থ" ও "লেখক" অনেক গ্রন্থে একার্থবাচী শব্দরূপেই ব্যবহৃত হইয়াছে। "কায়স্থ" নামে পরিচিত জাতি ও ভরতখণ্ডের প্রায় সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতির উৎপত্তির পৌরাণিক প্রবাদ "কায়স্থ সমাজের" পাঠক মণ্ডলীর অবিদিত নাই সুতরাং সেই প্রবাদের কথা পুনঃ পুনঃ শুনাইয়া লাভ নাই। যুক্তিযুক্ত উপায়ে এই জাতির উৎপত্তির কথা এবং তদ্রূপ উপায়েই তাহার সামাজিক সম্মানের পরিচয় নির্ধারণ করার চেষ্টা আমাদের বর্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। এক্ষণে আমাদের সামান্য বিদ্যাবুদ্ধি মত সেই চেষ্টাই করিতেছি।

আদিম মনুষ্য-সমাজে সভ্যতাবিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা দমনকারী শক্তিশালী সর্দার বা রাজার আবির্ভাব হইয়া থাকে এবং ক্ষাত্রশক্তির সাহায্যে ক্রমশঃ উচ্ছৃঙ্খলতা বিদূরিত হইবার পর শান্তির প্রতিষ্ঠা এবং সমাজের কল্যাণকামী পুরোহিত বা ব্রাহ্মণবর্গের অভ্যুদয় হইয়া থাকে। য়ূরোপীয় পণ্ডিতদিগের গবেষণা ফলে আদিম সভ্যতা বিকাশের এইরূপ স্তর বিন্যাসই প্রকটিত হইয়াছে। অসভ্য মনুষ্যসমাজে সমধিক শক্তিশালী একজন সর্দার বা রাজা স্বকীয় শক্তিবলে—উত্থিত হইয়া প্রথমতঃ সেই সমাজে একটা শাসন প্রবর্তিত করিয়া শান্তি আনয়ন করিয়া থাকেন; তখন সেই সমাজের সকলেই সর্ব বিষয়ে সেই সর্দার বা রাজার আজ্ঞানুবর্তী হইয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া থাকে। অরণ্যভূমি পরিষ্কৃত করিয়া বাসোপযোগী করা, বন্যপশু শীকার করা, পশুপালন, কৃষিকার্য এবং নিকটবর্তী অপরাপর দলের বা সমাজের লোকের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহ দ্বারা নিজের দলের বা সমাজের রক্ষা ও বিস্তৃতি সাধন করা—ইত্যাদি সর্বপ্রকার কার্যেই সকলেরই দলপতি রাজার আদেশ প্রতিপালন করিয়া থাকে। সেই আদিম কালের দলপতিকে প্রথমতঃ পুরোহিতের কার্য অর্থাৎ মন্ত্রতন্ত্রপ্রয়োগে রোগাদি নিবারণ, শত্রু পরাজয় এবং ভূত প্রেত তাড়ান ইত্যাকার অত্যাবশ্যক

কার্য করিতে হয়; পরে যুদ্ধ বিগ্রহাদি প্রকৃত রাজকার্যের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গেই দৈবকার্যের জন্য তাঁহার সময়াভাব হওয়ার অথবা দৈবকার্যের বিস্তৃতির সহিত তাহার আনুষঙ্গিক নানা প্রকার নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবিত এবং প্রয়োগের আবশ্যকতা উপস্থিত হওয়ায় সমাজের তীক্ষ্ণবুদ্ধি কতিপয় লোক দৈবকার্যের সম্পূর্ণ ভার বা দায়িত্ব গ্রহণ করত রাজাকে সেই কার্য হইতে অব্যাহতি প্রদান করে। রাজা এই দায়িত্ব হইতে অবসর প্রাপ্ত হইয়া সেনাদল গঠন ও যুদ্ধ বিদ্যার উন্নতি করিবার যেরূপ সুযোগ পান অপর পক্ষে দৈবকার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিরাও দেবতাতুষ্টির চিকিৎসা এবং ইন্দ্রজাল বিদ্যারও যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিতে থাকেন। এই ভাবে সমাজে ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ক্রমশঃ গঠিত এবং প্রতিভান্বিত হইয়া উঠেন। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ এই প্রকারে সমাজতত্ত্ব, রাজতত্ত্ব এবং পৌরহিত্য প্রভৃতি তত্ত্বের উদ্ভব এবং বিকাশের ব্যাখ্যা করিয়াছেন (৫) এবং আমাদের পৌরাণিক প্রবাদেও সেইরূপ ব্যাখ্যার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় (৬)।

ব্রাহ্মণগণের প্রভাব বর্ধিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেব পূজা, যজ্ঞ এবং ধার্মিক অন্যান্য বিবিধ সংস্কার ক্রমশঃ নানাবিধ আকারে বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং সেই ধার্মিক ও সামাজিক অবশ্য কর্তব্য কার্যগুলি সুচারুরূপে নির্বাহ করিবার জন্য নানারূপ মন্ত্র, তন্ত্র, আদেশ, পদ্ধতি, ইত্যাকার শাস্ত্রসমূহ আবিষ্কৃত, প্রণীত এবং বিধিবদ্ধ হইতে থাকে। প্রথম প্রথম সেই সকল মন্ত্র তন্ত্র খুব গোপনীয় ভাবে কতিপয় লোকের মুখে মুখে চলিতে থাকে, কিন্তু ক্রমশঃ সেগুলি প্রাকৃতিক নিয়মের বশে এবং প্রভুত্বের ইচ্ছা, ঈর্ষ্যা, অনুকরণ ইত্যাদি নানা কারণে এত বাড়িয়া উঠে যে তখন আর উহাদিকে কেবল কণ্ঠস্থ করিয়া রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে। মুখে মুখে চলিতে চলিতে চলিতে মন্ত্র অথবা শাস্ত্রগুলির পাঠভেদ, শাখা ভেদ, পৌর্বাপৌর্য শৃঙ্খলাভেদ ইত্যাদি দুর্দশা যত বাড়িতে থাকে, ততই

(৫) J. G. Frazer, D.C. L., L. L. D. Litt. D's The Golden Bough" and 'Lecturs on the longly History on the Kingship" &c. &.

(৬) বায়ুপুরাণ, প্রথম পাদ, অষ্টম অধ্যায়, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, জিনসংহিতা ইত্যাদি

...াদিগকে নির্দিষ্ট আকারে ধরিয়া রাখার জন্য চেষ্টা চলিতে থাকে। ...কার্যেও নানা কারণে আয় ব্যয়াদির হিসাব ও রাজ্যতন্ত্রের শৃঙ্খলা ...ানের নিয়মসমূহের রক্ষার প্রয়োজনীয়তা ক্রমশই উত্তরোত্তর বর্ধিত ...তে থাকে। রাষ্ট্রের ও সভ্যতার উন্নতির সহিত তাই লিপি অথবা ...খের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী এবং সকল দেশেই এইরূপে লেখ এবং ...কের উদ্ভব হইয়াছে।

প্রত্যেক প্রাচীন সভ্য সকল সমাজেই এইরূপে অর্থাৎ রাজ কার্য এবং দৈব-...র্যের সহায়তার জন্যই অক্ষর লেখন-বিদ্যার এবং সেই বিদ্যাবিদ্ লেখকজাতির ...র হইয়াছিল। যুরোপীয় পণ্ডিত মহাশয়েরা বহু পরিশ্রমের ফলে অনেকদিন ...ই বাহির করিয়াছিলেন যে চীন, মধ্য-আমেরিকা, মিশর এবং মেশোপোটা-...য়া এই চারিটি দেশে অনেক কাল পূর্বেই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অর্থাৎ অপরের ...হায্য নিরপেক্ষ ভাবেই—লেখন-কলার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল এবং হিট্টাইট্ ...দের প্রাচীন কীর্তি চিহ্ন গুলির আবিষ্কারের পরে, তাঁহারা উক্ত হিট্টাইট্ ...দেরও আরো অন্য একরূপ স্বতন্ত্র লেখন শিল্পের অস্তিত্বের বিষয় জানিতে ...রিয়াছেন (৭)। উক্ত য়ুরোপীয় মহাপণ্ডিতগণের মতে উক্ত পাঁচটী প্রদেশে ...প্রকার স্ব স্ব প্রধান লেখন-কলার আবিষ্কার হইয়াছিল। মেশোপোটো-...য়ার সেই আদিম লিপিই "সেমেটীক" এই সাধারণ এবং "আরামিক" "হিব্রু" ...ং "আরবীয়" এই বিশেষ নাম ও আকার প্রাপ্ত হইয়া পরে পরিবর্তিত হইতে ...তে গ্রীক্ এবং রোমান লিপির আকার প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সম্ভবতঃ মিশরিয় ...লিপিও এই কার্যে কিছু সহায়তা করিয়াছে বলিয়া উক্ত পণ্ডিতেরা বিশ্বাস ...রেন। মিসরের প্রাচীন ইতিহাসের কোন পুস্তক খুলিলেই (৮) মিসরের ...ক সম্প্রদায়ের বিবরণ ও দুই চারিজন সম্মান ভাজন রাজ লেখকের চিত্র ...ক মহাশয়গণের নয়নগোচর হইবে। মিসর দেশের এবং য়ুরোপের ও বড় ...নগরের (যথা ব্রিটীশ মিউজিয়মে) কোন কোন যাদুঘরেও উক্ত প্রাচীন ...রের উক্ত লেখক সম্প্রদায়ের দুই এক ব্যক্তির প্রস্তর মূর্তি দেখিতে পাওয়া ... বলিয়া আমরা শুনিয়াছি। আমাদের অল্পমাত্র অধ্যয়নের ফলে যতদূর ...তে পারিয়াছি তাহাতে প্রাচান মিশরের Scribe বা লেখক সম্প্রদায়

(৭) *Historians' History of the world*, Vol II. PP 392-393.
(৮) যথা,—Prof-Mospero's *The Down of Cibilisation.*

এদেশের কায়স্থলেখকগণের মতই সামাজিক সম্মানের পাত্র ছিলেন বলিয়া বোধ হইয়াছে।

প্রাচীন বাইবেলের লেখক বা Scribe সম্প্রদায়ের বর্ণনা হইতেও তাঁহাদের উচ্চ সামাজিক সম্মানের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন বাইবেলের নানা পুস্তকের নানা স্থানে Scribe অথবা লেখকগণকে একপক্ষে পুরোহিত-গণের সমানস্তরের সম্মানভাজন ধর্মপুস্তকের লেখক এবং রক্ষকরূপে এবং অন্যপক্ষে রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী (State Secretary), যুদ্ধসচিব (Secretary for war)। স্বরাষ্ট্র-সচিব (Secretary of Home officers), রাজার খাস্ মুন্সী বা প্রধান লেখক (Amanuensis (ইত্যাদি বহু সম্মানাস্পদ রাজপুরুষরূপে দেখিতে পাওয়া যায় (৯)। যদি কোনও ধৈর্যশীল ব্যক্তি সভ্যতা এবং সটীক প্রাচীন বাইবেল গ্রন্থাবলী লইয়া তদুল্লিখিত লেখক, বা Scribe সম্প্রদায়ের বিবরণগুলি সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহা হইলে আমাদের দেশের বর্তমান কায়স্থকুলের না হউক, পশ্চিম এসিয়ার প্রাচীন কায়স্থ-সমাজের অনেক অবশ্য প্রয়োজনীয় তথ্য বাহির হইতে পারে। আমাদের পক্ষে উপযুক্ত পুস্তক এবং সময় দুইএরই অভাব থাকায়, এ বিষয়ে আর অধিক দূর অগ্রসর হইবার উপায় নাই।

প্রাচীন হিট্টাইট, মিট্টানী, মেসোপোটেমিয়া, বাবেলোনিয়া এবং ক্যাপ্তিয়া, মিডিয়া ও পারসীক (অর্থাৎ প্রাচীন ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশ এবং চীন (অর্থাৎ প্রাচীন ভারতবর্ষের পূর্বাংশ) দেশের প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থের অভাববশতঃ তত্তৎদেশের লেখক অথবা কায়স্থ-সম্প্রদায়ের কোনও সংবাদ আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। যাঁহাদের সেই সব সুবিধা আছে, তাঁহারা যদি কৃপা করিয়া এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন তাহা হইলে আমাদের বড় উপকার হয়। আর যাঁহারা মৌলিক মিসরীয় হিব্রু, আসীরিয়, হিট্টাইটীয়, গ্রীক, চৈনিক ইত্যাদি ভাষার পুস্তকাদি পাঠের অধিকারী, তাঁহাদের কৃপা হইলে ত আমাদের মত অল্পজ্ঞানের অশেষ উপকার হয়। মিসরীয় এবং হিব্রু প্রভৃতি প্রাচীন ভাষায় Scribe শব্দের কি কি প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হইত, তাহা জানিতে পারিলে "কায়স্থ"

(৯) II. Kings. Ch, XIX. 22, II. Kings, Ch. XXV. Nehemia XIII 313. also Ch. VII. Jermiah XI-III. 23 XIV, ইত্যাদি।

শব্দের নির্বচনে বোধ করি অনেক সাহায্য হয়;—সংস্কৃত ব্যাকরণের অথবা আমাদের দেশের প্রচলিত কোন ঐতিহ্যের সহায়তায় এ যাবত "কায়স্থ" শব্দের যে সকল নিরুক্তি স্থির করার চেষ্টা হইয়াছে, তাহার একটিও সুসঙ্গত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। আমরা তাই "বোঝার উপর শাকের আটি'র হিসাবে আমাদের মনগড়া আরও একটা অতিরিক্ত নিরর্থক নির্বচন দিবার চেষ্টা করি নাই।

লেখন-শিল্পের বয়স নির্ধারণের সহিত লেখক-সম্প্রদায়ের আবির্ভাবের কাল স্থির করিবার নৈকট্য সম্বন্ধ আছে। মিসর, মেসোপোটামিয়া এবং হিট্টাইট দেশের প্রাচীন লেখন অথবা লিপি-শিল্পের প্রাদুর্ভাব খৃঃ জন্মের কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বে (অন্ততঃ এক সহস্র বৎসরের পূর্বে) এবং চীন ও রাহদিগের লিপি-শিল্পের উৎপত্তি খৃষ্ট জন্মের কয়েক শত বৎসর পূর্বে হইয়াছিল বলিয়া য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ প্রচার করিয়াছেন। প্রাচীন লেখক প্লিনি ব্যাবেলিয়ানগণের মধ্যে এই বিদ্যার অস্তিত্বের যে পরিচয় পাইয়া গিয়াছেন, তাহাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। তিনি লিখিয়াছেন যে অতিশয় প্রামাণ্য প্রাচীন লেখক এপিগেনিশের লিখিত বৃত্তান্ত হইতে জানিতে পারা যায় "ঐ দেশের জ্যোতিষিগণ (সেই সময় হইতে) ৭,২০,০০০ অতদক্ষ কুড়িহাজার বৎসর পূর্ব হইতে নিয়মিত ভাবে নক্ষত্রগণের গতিবিধি আদি পর্যবেক্ষণের ফল অগ্নিপক্ক মৃৎফলকে (ইষ্টকে) লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেছেন এবং বেরোসাস ও ক্রাইটোডিমাস নামক লেখকদ্বয়ের মতে (যাহারা এই দীর্ঘ সময় যতদূর সম্ভব কম করিয়াছিলেন) উক্ত সময় ৪,৯০,০০০ চারিলক্ষ নব্বই হাজার বৎসর মাত্র।" এই শেষোক্ত লেখকদ্বয় এপিগেনিশের সংগৃহীত সংবাদে আস্থা স্থাপন করিতে না পারিয়া নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধি এবং অনুসন্ধানের সাহায্যে কাটিয়া ছাঁটিয়া (২,৩০,০০০ দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার বৎসর কমাইয়া) শেষোক্ত কাল নির্ণয় করিয়াছিলেন (১০)। আধুনিক য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ আবার এই শেষোক্ত সময়কেও

(১০) "On the other hand, Epigenes, a writer of very great authority in forms no that the Babylonians have a Series of observations on the stars, for a period of (720,000) Seven hundred and twenty-thousand years inscribed on baked bricks. Berosus and Critodemus, who make the period the shortest, give it (4,90,000) four hundred and ninety thousand years." *Pliny's* Natural History. Vol. II. Book VII. Ch. LVII. P. 221.

দারিদ্রহীন অতিশয়োক্তির নিদর্শন বলিয়া অবহেলার সহিত পরিত্যাগ করিয়াছেন। যাঁহারা যীশুখৃষ্টের জন্মের ৪০০৪ বৎসর পূর্বে পৃথিবী এবং আদিম মানব-মানবীর প্রথম সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করেন করেন সেই সকল খৃষ্টান পণ্ডিতের পক্ষে ব্যাবিলোনিয়া দেশে প্রচলিত ঐতিহ্যকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা নিশ্চয়ই অসম্ভব, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

প্রাচীন ভরতখণ্ডের অধিবাসীবর্গের, অর্থাৎ আমাদের পক্ষে কিন্তু ব্যাবিলোনিয়ার প্রবাদে অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ নাই। আমাদের দেশের চিরকালাগত পৌরাণিক প্রবাদ অনুসারে ৭,২০০০ বৎসর পূর্বের কালকে খুব একটা অবিশ্বাস্য অথবা কাল্পনিক প্রাচীন কাল বলিবার অধিকার আমাদের নাই। আমাদের দেশের প্রাচীন গণনানুসারে বর্তমান কালে বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের অন্তর্গত কলিযুগের ৫০২৪ গতাব্দ চলিতেছে। এই বর্তমান কলিযুগ আরম্ভ হইবার পূর্বে ৮,৬৪,০০০ বৎসর ব্যাপিয়া দ্বাপরযুগ ছিল; সুতরাং গ্রীক লেখক এপিগেনিশ মহাশয়ের ৭, ২০, ০০০ বৎসর পূর্বের নময় অচির বিগত দ্বাপরযুগের মধ্যেই গিয়া পড়িতেছে। দ্বাপরের পূর্বে ত্রেতাযুগ ছিল, তাহাতেই চাতুর্বর্ণ্যের প্রতিষ্ঠা এবং তাহাদের নিজ নিজ বর্ণোচিত জীবিকা অথবা বৃত্তির ব্যবস্থা প্রচলিত হইবার ঐতিহ্য প্রাচীন পুরাণ মাত্রেই পাওয়া যায়। সুতরাং প্রাচীন ভারতবর্ষের একাংশ এবং আমাদের প্রতিবেশী স্থানীয় ব্যাবিলোনিয়ায় গ্রীকলেখক বিশেষের ৭,২০,০০০ বৎসর পূর্বে লিপি অথবা লেখন-শিল্পের অস্তিত্বের কথায় সন্দিহান হওয়ার বিশেষ কোনও কারণ দেখা যায় না।

ব্যাবেলোনিয়ায় যাহাই হউক, য়ুরোপীয় পণ্ডিতবর্গ ভরতখণ্ডের (India) উপর কিন্তু বড়ই নিষ্ঠুর হইয়াছেন। আমাদের দেশের সভ্যতার প্রাচীনত্ব কিয়ৎ পরিমাণে স্বীকার করিলেও তাঁহারা এদেশের লিপিবিদ্যাকে প্রাচীনত্বের সম্মান দিতে কিছুতেই প্রস্তুত নহেন। প্রোফেসার ম্যাকসমূলর এ সম্বন্ধে খুব উচু গলায় বলিয়াছেন যে এদেশের ব্রাহ্মণেরা পুরুষানুক্রমে বেদ বেদাঙ্গ বেদান্ত পুরাণেতিহাস স্মৃতিশাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদ ধনুর্ব্বেদ শিল্পসঙ্গীত শাস্ত্রাদি অগণ্য অসংখ্য গদ্য পদ্যও সূত্রময় গ্রন্থ (!) (অপর সাধারনের নিকট অপ্রকাশিত রাখিয়া নিজ নিজ প্রভাব অব্যাহত রাখিবার উদ্দেশ্য) কণ্ঠস্থ রাখিতেন, সুতরাং তাঁহাদের লেখন-কলার আবিষ্কারের প্রয়োজনই হয় নাই; পরে দক্ষিণাপথের বণিক সঙ্ঘ ব্যাবেলোনিয়া প্রভৃতি দেশবাসী

পাশ্চাত্যগণের সংসর্গবশতঃ তৎকালে প্রচলিত সেমেটীকলিপি এদেশে আনিয়া তাঁহাদের ব্যবসায়ের হিসাব প্রভৃতি লিখিবার প্রথা আরম্ভ করে এবং তাহাদিগের নিকট সেই সেমিটিক লিপির অক্ষরগুলি ব্রাহ্মণেরা চুরি করিয়া তাহাদের কাট ছাঁট পরিবর্তন পরিবর্জ্জন এবং পরিবর্দ্ধন ইত্যাদির সাহায্যে এক অদ্ভুদ লেখন প্রণালী প্রস্তুত করত তাহাকে ব্রাহ্মীলিপি নাম দিয়া গ্রহণ ব্যবহার এবং প্রচার করিয়াছেন এবং য়ুরোপীয় গুরুদিগের এই "অভয়-প্রগল্‌ভোচ্চারণকে পারমার্থিক সত্য স্বরূপ গ্রহণ ও প্রচার করিয়া এ দেশী শিষ্য সঙ্ঘ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ মর্যাদা পাইয়া ধন্য ও কৃতজ্ঞ হইয়াছেন ও হইতেছেন। সুপ্রসিদ্ধ টেলার সাহেব হইতে নূতন আচার্য শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গনাথ বন্দোপাধ্যায় (১১) পর্যন্ত অনেক ইংরাজী নবিস পণ্ডিতই নানা ভাবে এই সকল কথার প্রচার করিয়া এদেশে লোকশিক্ষার সহায়তা করিয়াছেন এবং করিতেছেন (১২)। তাঁহাদের মত অত্যুচ্চ-শিক্ষিত পণ্ডিতগণের উচ্চনিনাদের নিকট আমাদের মত অল্পজ্ঞজনের ক্ষীণস্বর ঢাকের কাছে টেমটেমির শব্দের মত ব্যক্ত করাই ধৃষ্টতা। তথাচ অভ্যাস-দোষে এসকল কথা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া যাইবারও উপায় নাই।

প্রাচীন ও নবীন সংস্কৃত ভাষায় প্রোফেসার ম্যাক্‌সমূলারের অগাধ পাণ্ডিত্যের যশঃ যে পৃথিবী-পরিব্যাপ্ত, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। তথাপি তাঁহাকে আপ্তপুরুষ বলিয়া কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারিব না। "অর্য" শব্দকে "আর্য" শব্দের সহিত অভেদ ভাবিয়া তিনি যে মহাকুল "আর্যকে" কৃষি-বৃত্তিকচাষা "আর্য" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তাহা অনেকেই জানেন এবং তাঁহার এই ভুল য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরাই ধরিয়া দিয়াছিলেন। ম্যাক্‌সমূলার বলিয়াছেন যে পাণিনি ব্যাকরণ রচিত হওয়ার সময় পর্যন্তও

(১১) Dr Gouranganath Banerjee M. A. F. R. S. A. ইত্যাদি প্রণীত ডাক্তার উপাধি প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে রচিত পুস্তব Hellenism in Ancient India ২৪৫ পৃষ্ঠা—ইত্যাদি।

(১২) মহীশুর রাজ্যের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামশাস্ত্রী বি-এ মহাশয় The Indain Antrepnary পত্রের ১৯০৭—১৯০৮ বর্ষে এ সম্বন্ধে একটী সুলিখিত প্রস্তাব লিখিয়া টেলার প্রভৃতির মত খণ্ডন করিয়াছেন, ডাক্তার গৌরাঙ্গ বাবু উহা দেখিয়াছেন কিনা বলিতে পারিনা।

ভারতখণ্ডের ব্রাহ্মণ (শিক্ষিত) গণের মধ্যে লেখন-শিল্পের উৎপত্তি হয় নাই। অথচ, পাণিনি যে মহাভারত মহাকাব্যের পরে রচিত হইয়াছিল তাহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। পাণিনীর অষ্টাধ্যায়ীতে মহাভারতের নায়কগণের মধ্যে "যুধিষ্ঠির" "অর্জ্জুন" "বাসুদেব" ও "সহদেব" ইত্যাদি শব্দের সাধন ও তাহাদের উপর প্রত্যয়াদি যোগে নূতন শব্দ ঘটনের প্রমাণ ব্যতিরিক্ত "বাসুদেব এবং অর্জ্জুনের উপর ভক্তি প্রদর্শনকারিগণকে" বুঝাইতে গিয়া, অর্থাৎ "বাসুদেব এবং অর্জ্জুনের উপাসক" বলিয়া বুঝাইবার জন্য একটি সূত্র রচনা দেখিয়া (১৩) ম্যাকস্মুলার মহোদয় পাণিনিসূত্রকে মহাভারতের পরবর্ত্তী বলিয়া ধরিয়াছেন। এই পাণিনি সূত্রে রাজা এবং রাজ্যের বিবিধ কার্য পরিচালনার উপযোগী, সেনাপতি, সেনা অন্যান্য কর্মচারী, তাহাদের বেতন ব্যবস্থা রাজ্যের আয়-ব্যয় এবং বাণিজ্য ব্যবসায়ের উপযোগী ক্রয়, বিক্রয়, পণ্য, মূল্য ইত্যাদি বাচক শত শত শব্দের ব্যবহার এবং শত, সহস্রাদি সংখ্যা ও তাহাদের পূরণবাচক শব্দনির্ণয় প্রণালী দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায় যে এই সূত্রসংকলনের বহুপূর্বেই সভ্যতার সুপরিচায়ক রাষ্ট্র এবং রাজনীতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে এবং রাষ্ট্রের বিবিধ বিভাগের পরিচালনার নিমিত্ত আবশ্যক সকল বন্দোবস্তই করা হইয়াছে। বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ, দর্শন, কল্পধর্ম ও গৃহ্যাদি সূত্র, ছন্দঃ, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, ইত্যাদি ভিন্ন জটিল রাজনীতি, মনুষ্য হয় হস্তী প্রভৃতির জন্য আয়ুর্বেদ, হয়ায়ুর্বেদ, গজায়ুর্বেদ, বৃক্ষায়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, শিল্প ও সঙ্গীত শাস্ত্র ও কামশাস্ত্রও না হয় ব্রাহ্মণেরা মুখস্থ করিয়া রাখিলেন, (অগস্ত্য ত গোটা সমুদ্রকেই এক গণ্ডুষে পেটে পুরিয়াছিলেন), কিন্তু রাজ্যের সমুদায় মামলা মোকদ্দমা, দলীল দস্তাবেজ, হিসাব কিতাব, অর্থাৎ আজকালকার হিসাবে সমস্ত বিভাগের বিশাল দপ্তরখানাগুলিও কি সেই অত্যাশ্চর্যময় অঘটনঘটনাপটু ব্রাহ্মণবটুরা মুখে মুখে ধরিয়া রাখিতেন? প্রকৃতই যদি ম্যাকস্মুলার প্রমুখ য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা এই অসম্ভব অত্যাশ্চর্য ব্যাপার বিশ্বাস করিয়া থাকেন,—তাহা হইলে তাঁহাদের মনের বিশ্বাস প্রবণতার নিশ্চয়ই

(১৩) বাসুদেবার্জুনাভ্যাম্ বুন্ ।৯৮। ৪র্থ অধ্যায়, ৩য় পাদ "বাসুদেবক" "অর্জুনক" শব্দপ্রস্তুত হয়।

খুব প্রশংসা করা ভিন্ন আর আমাদের কোনই গত্যন্তর থাকে না। এইরূপ বিশ্বাসের বলে মুক্তি পর্য্যন্ত লাভ করিবার কথা শুনিতে পাওয়া যায়—প্রত্নতত্ত্বনির্ধারণের কথায় আর বিস্ময়ের বিষয় কি? আমরা কিন্তু এরূপ বিশ্বাস-স্থাপনে সম্পূর্ণ অসমর্থ, তাহা স্বীকার করিতেছি।

পাণিনিসূত্র-শাস্ত্রে আমাদের অধিকার নিতান্তই সীমাবদ্ধ; তথাপি আমাদের বিশ্বাস যে পাণিনি মুনি নিরক্ষর ছিলেন না এবং তাঁহার সূত্রে লেখন-বিদ্যার প্রমাণ পাওয়া যায়। পাণিনিসূত্রগুলি যাঁহাদের কণ্ঠস্থ আছে, তাঁহারা নিশ্চয়ই সে সম্বন্ধে অনেক সংবাদ প্রদান করিতে পারেন। আমাদের সামান্য জ্ঞানে যেরূপ বুঝিয়াছি, তাহা নিবেদন করিতেছি। সেকালে তালপত্র, ভূর্জপত্র অথবা অগুরুত্বকে (অন্যান্য বৃক্ষপত্রে ও বৃক্ষত্বকে, ধাতুপট্টেও লেখা হইত) লিখিতব্য বিষয় লিখিয়া পাতাগুলির মাঝখানে ছিদ্র করত সেই পাতাগুলিকে মালাগাঁথার মত দড়ি দিয়া গাঁথিয়া লইতে হইত, এই জন্য পুস্তককে "গ্রন্থ" বলিত। পাণিনির "অধিকৃত্যকৃতে গ্রন্থে" (১৪) সূত্রে এইরূপ "গ্রন্থের"ই সূচনা হইতেছে, পরন্তু গানবাঁধা বা শ্লোক গাঁথা বুঝাইতেছে না। "ইবে প্রতিকৃতৌ" (১৫) সূত্রে প্রতিকৃতি অথবা চিত্রের অস্তিত্ব এবং তদ্বিদ্যার সূচনা করিতেছে; ছবি লেখার অক্ষর লেখার এতই নিকট সম্বন্ধ যে অনেক দেশেই ছবি লেখা হইতেই অক্ষর লেখার উৎপত্তিকে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। তুলি দিয়া রঙ লেপিয়া "লিপি" এবং লৌহাদি ধাতুর সূচীবৎ লেখনী দিয়া আঁক পাড়িয়া "লেখার" জন্ম হইয়াছে। "যবন" শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে 'আনুক" প্রত্যয় করিয়া যে "যবনানী" শব্দ প্রস্তুত হয় (১৬) তাহার অর্থ যবন-দেশীয়া নারী (যবনী) নহে, পরন্তু "যবন-দেশীয় লিপি" বলিয়া বৃত্তিকার ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। "ললিত-বিস্তর" গ্রন্থে বহুদেশীয় লিপির সহিত "যবন লিপি"ও বুদ্ধদেব অভ্যাস করিয়াছিলেন বলিয়া বিখ্যাত আছে।

(১৪) ৪র্থ অধ্যায়, ৩য় পাদের ৮৭ তম সূত্র।

(১৫) ৫ম অধ্যায়, ৩য় পাদ, ৯৬ তম সূত্র। 'অশ্ব ইব প্রতিকৃতি – অশ্বকঃ' ছবির ঘোড়া।

(১৬) ইন্দ্রবরুণভবশর্বরুদ্রমৃড়হিমারণ্যযবযবনমাতুলাচার্য্যাণামানুক্ ।৪৯। ৪র্থ অধ্যায়, ১ম পাদ। "যবনাল্লিপ্যাম্" – যবনানাং লিপির্যবনানী।

পাণিনি মুনি যদি যবনগণের লিপি বুঝাইবার জন্য একটা প্রত্যয় স্বীকার করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহার নিজের লিপি অথবা লেখার সম্বন্ধে কোন জ্ঞান ছিল না, এরূপ সিদ্ধান্ত করা শিষ্ট সম্মত হইবে না। তিনি শিলালি এবং কৃশাশ্ব কৃত নটসূত্রের আভাস দিয়া (১৭) নাটক রচনা এবং সেই রচনার শাস্ত্র পদ্ধতির ও অস্তিত্বের পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। নাটক মাত্রেই নটনটীর শিক্ষিতব্য পাঠ (acting) ব্যতিরিক্ত অভিনয়োপদেশ (Stage-Direction) দেখিতে পাওয়া যায়। এই উপদেশগুলিও মুখে মুখে চলিত কি? সেরূপ ক্ষেত্রে স্থলবিশেষে পাত্র পাত্রীর ভ্রমে উপদেশ বাক্যের সহিত প্রকৃত পাঠের মিশ্রণবশতঃ অভিনয় একেবারে মাটী হওয়ার সম্ভাবনা। আর পাণিনি মুনি তাঁহার ব্যাকরণের পরিভাষাধিকারে "অদর্শনং লোপঃ" (১৮) এই সূত্রের দ্বারা লোপের সংজ্ঞা অথবা পরিভাষা করিয়া লেখন অথবা লিপির অস্তিত্বের সুস্পষ্ট পরিচয় দিয়াছেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয়। "প্রসক্তস্যাদর্শনং লোপসংজ্ঞং স্যাৎ"—অর্থাৎ বিদ্যমানের অদর্শনকে 'লোপ' বলে। যদি সূত্রকারের সময়ে লিখিত বস্তুর ব্যবহার না থাকিত, তাহা হইলে "বিদ্যমানের অদর্শনকে 'লোপ বলে' না বলিয়া বিদ্যমানের অশ্রবণকে 'লোপ বলে' এই সূত্র করা সঙ্গত হইত। ফলতঃ পাণিনীয় ব্যাকরণের পরিপাটী অনুধাবন করিয়া দেখিলে, লেখনসহায়তা ব্যতিরেকে এই শাস্ত্রের পঠন পাঠন কোনও কালে যে সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হইতে পারিত তাহা কিছুতেই আমাদের বোধগম্য হয় না।

যে মহাভারতকে পাণিনীয় সূত্রাদির পূর্বগামী বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে. তাহার প্রথমেই লেখা এবং লেখকের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতের প্রথম অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে ভগবান্ বেদব্যাস মহাভারত রচনার বিষয়ে কৃতসঙ্কল্প হইয়া কিরূপে ইহার অধ্যাপনা করাইব ভাবিয়া চিন্তিত হইয়াছিবেন। মনে মনে শ্লোক রচনা সম্ভব হইলেও এবং কাহারও কাহারও পক্ষে সাঙ্গোপাঙ্গ সরহস্য সোপবেদ চতুর্বেদ ধারণা করা সম্ভব হইলেও লিখিত পাঠের সাহায্য ব্যতিরেকে অধ্যাপনা করান অথবা পাঠ দেওয়া সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না; দ্বৈপায়ন বেদব্যাস ঋষির পক্ষে

(১৭) পারাপর্যশিলালিভ্যাম্ ভিক্ষুনটসূত্রয়োঃ ।১১০। কর্মন্দ কৃশাশ্বাদিনিঃ ।১১১।
৪ অঃ ৩য় পাদ।

(১৮) ১।১।৬০ সূত্র।

তাই অধ্যাপনার জন্য লেখকের সাহায্যের আবশ্যকতা হইয়াছিল এবং তিনি ব্রহ্মার পরামর্শানুসারে গণেশকে আহ্বান করত তাঁহার সাহায্যে সমগ্র মহাভারত মহাকাব্য অথবা মহেতিহাস লেখাইয়াছিলেন (১৯)। ব্রহ্মা অথবা গণেশের ঐতিহাসিক অস্তিত্বের সম্বন্ধে যাহাই হউক, যে ভাবে "লেখক', এবং "লেখার" বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে মহাভারতের রচনার সময়ে লেখক এবং তাঁহার কার্য উভয়ই যে সমাজে সুপরিচিত ছিল তৎ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না।" মহাভারতের এই প্রবাদ মিথ্যাপ্রিয় ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক পরে রচিত এবং প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে বলিলে সকল আপত্তির শেষ হইয়া যায় বটে, কিন্তু আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে এইরূপ সর্বনাশকর প্রক্ষিপ্তবাদের প্রশ্রয় দিতে আমরা কখনই প্রস্তুত নহি। মহাভারতের সভাপর্বের পঞ্চম অধ্যায়ে নারদ ঋষির প্রশ্নমুখে কথিত রাজনীতি প্রসঙ্গে যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসিত হইয়াছেন "আয়-ব্যয় নির্ধারণে অভিজ্ঞ গণক এবং লেখকগণ প্রত্যহ তোমার আয় ব্যয়ের হিসাব লইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হয় ত? (২০) রাজ্য ব্যবস্থার বিশেষ আবশ্যক অঙ্গস্বরূপ সুদক্ষ গণক এবং লেখকগণ যুধিষ্ঠিরের সুপ্রতিষ্ঠিত শাসন তন্ত্রে নিজ নিজ কর্তব্য সুচারুরূপে নির্বাহ করিত. এই সংবাদ মহাভারতকার এই প্রসঙ্গে দিয়াছেন, সন্দেহ নাই। সভ্যতার উন্নতির সহিত জ্ঞান বিজ্ঞান এবং রাজনীতির সহায়স্বরূপ লেখকের সমুচিত সম্মান সেই প্রাচীন কালেই সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রকৃত প্রস্তাবে বৈদিক ব্রাহ্মণ এবং অরণ্যকাদি গ্রন্থে কাশী. কোশল কেকয়, ও বিদেহাদি রাজ্যের রাজগণের যে প্রকার ধনজনাদিপূর্ণ ঐশ্বর্য, জ্ঞান এবং বিদ্যাবত্তার বর্ণনা আছে, বাল্মীকি-প্রণীত রামায়ণে অযোধ্যা এবং লঙ্কানগরের যেরূপ অগাধ ধন সম্পত্তি শিল্প বাণিজ্যাদির সংবাদ পাওয়া যায় তাহাতে লেখন ও লেখকের সাহায্য ব্যতীত ঐরূপ বহুজনাকীর্ণ ও ঐশ্বর্য পরিপূর্ণ রাজ্যসমূহের রাজা প্রজার নিত্য নৈমিত্তিক কার্য সুচারু-রূপে নির্বাহিত হইবার কোনও সম্ভাবনা দেখা যায় না। শান্তির সময়ই হউক অথবা যুদ্ধবিগ্রহের সময়ই হউক, আয়-ব্যয়ের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম হিসাব ভিন্ন

(১৯) মহাভারত, আদিপর্ব, ১।৫৫—৮৩ শ্লোক।
(২০) মহাভারত, সভাপর্ব, ৫।৭২ শ্লোক।

রাষ্ট্র অথবা বাণিজ্যের কোন কার্যই চলিতে পারেনা;—তাই রাজনীতি-শাস্ত্রে লেখককে ও গণককে সুনির্দিষ্ট স্থান দিতে হইয়াছে। রাজার সহায় স্বরূপ পুরোহিত, সেনাপতি, প্রতিহার দূত, রক্ষিবর্গ তাম্বূলধারী সান্ধিবিগ্রহিক, দেশরক্ষক, খড়্গধারী. ধনুর্ধর, সারথি, সূদাধ্যক্ষ, ধর্মাধিকারী, সভাসদ, ধনাধ্যক্ষ, আয়ব্যয় নির্ধারক ও পরীক্ষক. বৈদ্য, গজাধ্যক্ষ, অশ্বাধ্যক্ষ, দুর্গাধ্যক্ষ, বাস্তবিদ্যাবিশারদ (ইঞ্জিনিয়ার) অস্ত্রাচার্য ও অন্তঃপুরাধ্যক্ষাদির ন্যায় লেখকও অতিশয় সম্মানের সহিত শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছেন (২১)। লেখকের লক্ষণে উক্ত হইয়াছে,—

সর্বদেশ প্রচলিত অক্ষরে অভিজ্ঞ এবং সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত লেখকই রাজার সর্বপ্রকার অধিকরণে (Departments) নিযুক্ত হইবার যোগ্য। যিনি লিখিবার সময় অক্ষর গুলির আকার বেশ সম্পূর্ণ ভাবে লিখেন, পংক্তিগুলি বেশ সরল হয় প্রত্যেক পংক্তিতে অক্ষরগুলিকে সমানভাবে সাজাইতে পারেন অক্ষরগুলির মাত্রাগুলি (ফাঁক) সমান ও ঠিক ঠিক দেন এবং প্রত্যেক অক্ষর শব্দ ও পংক্তির অন্তরাল (ফাঁক) সমান ও সুসঙ্গত রাখেন, তাঁহাকেই শ্রেষ্ঠ লেখক বলে। আর দুর্গম রাজনৈতিক ব্যাপারে সুগম উপায় আবিষ্কার করিতে সমর্থ, যথাযোগ্য বাক্যব্যবহারে নিপুণ সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং বহুভাব এবং অল্পবাক্যের সাহায্যে প্রকাশকারী ব্যক্তিই সত্য সত্য লেখক পদ বাচ্য জানিবে। (২২)।

(২১) মৎস্যপুরাণ, ২১৫ তম অধ্যায়। রাজনীতি সম্বন্ধে পরাশর, উশনা, শুক্রনীতি প্রভৃতি শাস্ত্রও দ্রষ্টব্য।

(২২) সর্বদেশাক্ষরাভিজ্ঞঃ সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ ।২৫।
লেখকঃ কথিতো রাজ্ঞঃ সর্বাধিকরণেষু বৈ।
শীঘ্রোপেতান্ সুসম্পূর্ণান্ সমশ্রেণি গতান্ সমান্ ।২৬।
আন্তরান্ বৈ লিখেদ্ যস্তু লেখকঃ স বরঃস্মৃতঃ।
উপায়বাক্যকুশলঃ সর্বশাস্ত্র-বিশারদঃ ।২৭।
বহ্বর্থবক্তাচাল্পেন লেখকঃ স্যান্নৃপোত্তম। মৎস্যপুরাণ, ২১৫তম অধ্যায় (বঙ্গবাসী)

শ্লোকসংখ্যা গুলিকে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া রাখিলে যেন ভাল হইত বোধ হইতেছে; যেরূপচ্ছেদ ও শ্লোক-সংখ্যা দেওয়া আছে তাহাতে বিন্যাস বেশ সুষ্ঠু হইয়াছে বোধ হয় না।

রাজনীতি প্রসঙ্গে শাস্ত্রের সর্বত্রই দ্বিজবর্ণের প্রধান লোককে রাজার সভাসদ্ করিবার জন্য উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে এবং শূদ্রসংসর্গ সর্বথা পরিত্যাগ করিতে বলা হইয়াছে। লেখক এবং লেখ্য সম্বন্ধে পরাশর, চাণক্য এবং বৃহস্পতির ও অন্যান্য নানা মুনির নানা মত আছে।"

প্রকৃত প্রস্তাবে সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং সুলেখক না হইলে লিখকের কার্য সুসম্পন্ন করা সহজ নহে। এই হেতু মহর্ষি বেদব্যাস সর্বজ্ঞ গণেশের সহায়তা লইয়া মহাভারতরূপ মহাগ্রন্থের প্রচার করিয়াছিলেন। নানা বিষয়ক শাস্ত্র যথাযথরূপে লেখাও যেরূপ অজ্ঞ ব্যক্তির কার্য্য নহে, গভীর রাজ কার্যে সাহায্য করাও তদ্রূপ অল্পবিদ্যজনের শক্তির অতীত। উপরে রাজনীতি শাস্ত্র সম্মত লেখকের যে লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে, উহাতে সুশিক্ষিত এবং সুলেখক (Cultured and Caligraphist) এই উভয়বিধ গুণশালী সজ্জনকেই বুঝাইতেছে।

বেদ-সংহিতা ব্যতীত তন্ত্রে লিখিত আছে যে "পুথিতে লেখা বেদ পাঠ করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়।" আর যাবতীয় শাস্ত্রগ্রন্থই অক্ষরপংক্তির অথবা লিপির সহায়তা দ্বারা অতি প্রাচীন কাল হইতেই এদেশে রক্ষিত হইত। সাহেবেরা যাহাই বলুন, আমরা আমাদের দেশের পুরুষ পরম্পরাগত অখণ্ডিত প্রবাহ-প্রবাদ পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ। অতি প্রাচীনকাল হইতেই দ্বিজ বালকের উপনয়ন সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গেই যে হাতে খড়ি এবং অক্ষর পরিচয় হইত, তৎসম্বন্ধে অর্থাৎ আগে "লেখা" তাহার পরে "পড়া" অভ্যাস করিয়া তাহাকে "লেখা পড়া" শিখিতে হইত, তৎসম্বন্ধে সংশয়ের কোন কারণ নাই। তাড়াতাড়ি অক্ষরগুলি লিখিয়া লইতে না পারিলে পুথি নকল করিয়া পাঠ লওয়া দুরূহ হইত, সেকালেত এক আনা পয়সা দিলে ছাপান বর্ণপরিচয়, শিশুশিক্ষা অথবা তাদৃশ কোনও বহি কিনিতে পাওয়া যাইত না—সুতরাং পুথি নকল করিতে না পারিলে লেখা পড়া শিখাই দায় হইত। সে কালের ব্রাহ্মণগণের হস্তাক্ষর কিরূপ উৎকৃষ্ট হইত, তাঁহাদের প্রস্তুত পুথি যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই তাহা অবগত আছেন। এই কারণে আমাদের মনে হয়, শাস্ত্রগ্রন্থ নকল করিবার উদ্দেশ্যে এদেশে অতি প্রাচীনকাল হইতেই ব্রাহ্মণ লেখকগণের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল।

রাজ্যশাসন ব্যবস্থা প্রধানতঃ ক্ষত্রিয়গণের হস্তেই থাকায় রাজকার্যের সাহায্যার্থ যে সকল লেখকের প্রয়োজন হইত তাহা প্রধানতঃ ক্ষত্রিয়বর্ণের মধ্য হইতেই সংগৃহীত হইলেও রাজ-সভায় অমাত্য, ধর্মাধিকারী এবং সভাসদ্‌বর্গের মধ্যে ব্রাহ্মণগণের আধিক্য থাকায় ব্রাহ্মণবর্ণের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি রাজ-লেখক পদে নিযুক্ত হইতেন সন্দেহ নাই। কৃষি গো-রক্ষা এবং বাণিজ্যবৃত্তিধারী বৈশ্যবর্ণের মধ্যে রাজলেখক পদের যোগ্য সুশিক্ষিত লোক পাওয়ার সম্ভাবনা অল্পই ছিল কিন্তু তাঁহাদিগকে নিজ নিজ জীবিকা চালাইবার উপযুক্ত লেখা পড়া-

অবশ্যই শিখিতে হইত এবং সেজন্য বাণিজ্য ব্যবসায়ে বৈশ্যবর্ণের লেখকের ও অস্তিত্ব ছিল, সন্দেহ নাই। জৈনদিগের জিনসংহিতায় "অসি, মসী, কৃষি, বিদ্যা, বাণিজ্য এবং শিল্প এই ছয় প্রকার বৃত্তি প্রজার জীবনোপায় রূপে বর্ণিত হইয়াছে" (২৩)। বর্তমান সময়েও দেখিতে পাওয়া যায় যে অসির সাহায্যার্থ লেখনী সর্বদা প্রস্তুত না থাকিলে রাজ কার্য একপদও চলিতে সমর্থ হয় না। প্রকৃত প্রস্তাবে পক্ষীর উভয় পক্ষের ন্যায় রাজনীতি অসি এবং মসীর সাহায্যেই নিজের জীবন যাত্রা রক্ষা করিয়া থাকে। সে কালেও ইহার ব্যতিক্রম ছিল বলিয়া মনে হয় না।

অতি প্রাচীন সময়ে লেখকের বৃত্তি খুব সম্ভব প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় এই উভয় বর্ণেরই উপজীব্য ছিল এবং লেখক অথবা "কায়স্থ" আখ্যা-ধারী কোন বিশেষ সম্প্রদায় অথবা জাতির সৃষ্টি তখন হয় নাই। তবে, সেকালে শূদ্রবর্ণের কোনও লোক যে ব্রাহ্মণদিগের শাস্ত্র-লেখকের অথবা রাজসভার "সর্বশাস্ত্র বিশারদ দ্বিজমুখ্য সভাসদ্ রাজলেখকের" পদ পাইতেন, তাহা আদৌ সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। ধর্মশাস্ত্রের যেখানে সেখানে ব্রাহ্মণ এবং রাজাকে সর্বপ্রকার শূদ্রসংসর্গ বর্জন করিবার জন্য বারংবার সাবধান করা হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। যাহার স্পর্শন ও দর্শন মাত্রও নিষিদ্ধ, সেই শূদ্রকে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়েরা আত্মীয় ভাবে নিকটে বসাইয়া পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থ লিখিতে অথবা গোপনীয় রাজতন্ত্রে প্রবেশ করিতে দিবেন, তাহা আদৌ বোধ হয় না। শূদ্রের নিকট হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় যে সেকালে শত সহস্র হস্ত দূরে থাকিয়া স্ব স্ব পবিত্রতা অথবা নীতি রক্ষা করিতেন, একথা শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করত সপ্রমাণ করার আবশ্যকতা নাই। তাই প্রাচীন কালের লেখকদিগের মধ্যে শূদ্রবর্ণের প্রবেশের অধিকার সহজ অথবা অব্যাহত ছিল না; তবে ব্যতিরেক থাকিতে পারে, তাহা আমরা অস্বীকার করিতেছি না। গণক এবং লেখককে বিজাতির অন্তর্গত বলিয়াই মধ্যযুগের স্মার্ত পণ্ডিতেরা পরিচিত করিয়া গিয়াছেন।

প্রাচীন মিশরের লেখক সম্প্রদায় যে তথাকার পুরোহিত এবং রাজন্য সম্প্রদায়ের অত্যন্ত সম্মান ভাজন ছিলেন, তাহার আভাস মিশরীয় পুরাতত্ত্বে পাওয়া যায়, এবং পুরাতন বাইবেল হইতে দেখাযায় যে য়িহুদীদের লেখকগণ পুরোহিতসম্প্রদায়ের একাংশরূপে গণ্য ও পূজ্য ছিলেন;—এই সকল কথা

(২৩) জিন সংহিতা, ৪র্থ পরিচ্ছেদ, বিশ্বকোষধৃত; "জৈন"শব্দ দ্রষ্টব্য।

আমরা ইত্যগ্রেই বলিয়াছি। এক্ষণে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য হইতেও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে এদেশের প্রাচীন লেখকসম্প্রদায় ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় এই দুই সর্বোচ্চ বর্ণ হইতে সংগৃহীত হইয়া নিজ নিজ দল পুষ্ট করিয়াছিলেন। অনেককাল পরে এই লেখকসম্প্রদায় এক বিশেষ সম্প্রদায় অর্থাৎ "কায়স্থ" নামে অভিহিত এবং পরিচিত হইয়াছিলেন, দেখিতে পাওয়া যায় (২৪)।

রাজ্যরক্ষা এবং প্রজাপালন ক্ষত্রিয়বর্ণের পরম্পরাগত বৃত্তি; ভাল করিয়া লেখাপড়া শিখিয়া এবং ব্যবহারগত রাজকার্যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া এই ক্ষত্রিয়বর্ণের লেখকসম্প্রদায় সর্বপ্রকার রাজকার্যেই বিশেষ দক্ষ হইয়া উঠিলেন, এবং তাঁহারা ক্রমশঃ রাজ্যের অত্যুচ্চ পদ গুলি হইতে নিম্নস্তরের কার্যগুলি পর্যন্ত অধিকার করিতে লাগিলেন। এইরূপ দক্ষতার ফলে তাঁহারা যেমন একদিকে "রাজবল্লভ" হইয়া নিতান্ত প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী হইতে লাগিলেন, অন্যদিকে তেমনি অসিজীবি ক্ষত্রিয়গণ ঈর্ষ্যা ও অভিমানবশতঃ সেই লেখক ক্ষত্রিয়গণ হইতে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিলেন;—এইরূপে মসিজীবিগণ অসিজীবিগণ হইতে ক্রমশঃ পৃথক্ হইয়া পড়িলেন। ব্রাহ্মণ-বর্ণের ব্যক্তিরা চিরকালই নিজ জাতির পবিত্রতা এবং স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ক্ষত্রিয়-লেখকদিগের সহিত রাজনীতিক্ষেত্রে অথবা রাজ-সেবায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা যুদ্ধে কথঞ্চিৎ আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন, তাঁহারাও স্বাধীনতার সহিত নিজ জাতি কুল রক্ষা করিতে লাগিলেন, সুতরাং ক্ষত্রিয় লেখক-সম্প্রদায় আচার ব্যবহার এবং আদান প্রদানে তাঁহাদের নিজ সম্প্রদায়ের ভিতর সীমাবদ্ধ থাকিয়া ক্রমশঃ এক পৃথক্ জাতির সৃষ্টি করিয়া বসিলেন। হিন্দুসভ্যতার যুগে এই জাতি পরে অতিশয় প্রভাবশালী হইয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এই উভয় বর্ণেরই ঈর্ষ্যা এবং বিরাগ-ভাজন হইয়াছিল। "অশোক-অনুশাসন" নামে বিখ্যাত শৈলানুশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে "দেবানাং প্রিয়দসি নাম রাজা" ব্রাহ্মণগণের পরিবর্তে 'রাজুক' অথবা 'লাজুক' সম্প্রদায়কে

(২৪) পরাশর-সংহিতা ১০ম অধ্যায় (পরাশর ধর্মশাস্ত্র নহে) হইতে "লেখকানপি কায়স্থান্ লেখকৃত্যে বিচক্ষণান্ কুর্যাৎ—" শ্লোকাংশ "শব্দকল্পদ্রুম কোষে" ধৃত হইয়াছে। শুক্রনীতিতেও "লেখক কায়স্থকেই করিতে হইবে" এইরূপ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা অথবা ক্ষত্রপ-পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার সাম্রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। এই 'রাজক' 'রুজ্জক' (ক্ষুদ্ররাজা ?) 'রাজুক' অথবা 'লাজুক' শব্দ দ্বারা "দিবির" অথবা "কায়স্থ"-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণকে বুঝাইত বলিয়া পণ্ডিতবর্গ মত প্রকাশ করিয়াছেন। খুব সম্ভব যে ক্ষত্রিয়-লেখক-সম্প্রদায় এইরূপে রাজানুগ্রহবশতঃ অত্যধিক প্রভাব-শালী ও স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত এবং রাজ্যতন্ত্রের আপাদমস্তক সমুদায় অঙ্গে একায়ত্ব অধিকার স্থাপন করায় (২৫) দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সম্প্রদায়ের দ্বেষ, ঈর্ষ্যা ও বিরাগ-ভাজন হইয়া পড়িয়াছিলেন; এবং কায়স্থগণের সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ ঠাকুরদের সেই উষ্মার তাপ যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি, উশনানীতি হইতে আরম্ভ করিয়া কাব্য-নাটক-আখ্যানাখ্যায়িকা এবং উদ্ভট শ্লোকাদিতে বিকটরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া সামাজিক সেই পূর্ব অবস্থার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে (২৬) প্রাত্ন-তত্ত্বিক পণ্ডিতগণের চেষ্টায় আবিষ্কৃত প্রাচীন লেখসমূহ হইতে দেখা যাইতেছে যে সেই অতীতকালে এই লেখক সম্প্রদায়ের লোক মণ্ডল-পতি, বিষয়-পতি, মন্ত্রী, অমাত্য, সান্ধি-বিগ্রহিক এবং সভাসদ প্রভৃতি বিষেষ সম্মানার্হ এবং অর্থপ্রদ কার্যে নিযুক্ত হইতেন। আর্যাবর্তের প্রায় সকল প্রদেশ হইতেই এই বিষয়ের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। গৌড়বঙ্গে আবার আরও এক প্রকার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। গৌড়বঙ্গে মধ্যযুগে ক্ষত্রিয় এবং লেখক জাতীয় ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ যে সমস্ত রাজা এবং (মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর-পরম ভট্টারক ইত্যাকার উপাধিযুক্ত) মহারাজা রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন,

(২৫) রাষ্ট্র অথবা রাজাকে যদি "কায়" রূপে কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে একদা লেখক শ্রেণীর লোকে সেই কায়ের আপাদ মস্তক অধিকার করিয়াছিল বলিয়া তাহাদিগকে "কায়স্থ" বলা যাইতে পারে কি ?

(২৬) যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার "চাটুভট্টা"দি শ্লোকে নানা পুরাণ ও অন্যান্য গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে এবং কায়স্থজাতির নিন্দা সংস্কৃত সাহিত্যের অনেক কাব্যে, নাটক এবং শ্লোকে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। সে সকল তুলিয়া ব্রাহ্মণজাতির ঈর্ষা বা রোষ দেখাইবার স্থান ইহা নহে। মিতাক্ষরাকার কায়স্থকে "রাজবল্লভ, দুর্নিবার এবং মায়াবী" বলিয়াছেন। বাঙ্গালার বাহিরে বেহার হইতে পঞ্চনদ পর্যন্ত সর্বত্র রাজকার্যে এবং ওকালতী ডাক্তারী প্রভৃতি Learned Profetionএ হিন্দুজাতির মধ্যে কায়স্থেরই প্রায় একায়ত্ব অধিকার আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে।

তাঁহাদের বংশধরগণ ক্রমশঃ লেখক অথবা কায়স্থ জাতির সহিত মিশিয়া গিয়াছেন। গৌড়বঙ্গের "দেব", "পাল", "সেন", "বর্ম্মা" এবং "চন্দ্র" প্রভৃতি উপাধিযুক্ত স্বাধীন এবং পরাক্রান্ত রাজবংশের বংশধরেরা অবশেষে "কায়স্থ" অথবা "লেখক" সমাজে একেবারে 'বেমালুম' মিশাইয়া গিয়াছেন।

যুদ্ধজীবী ক্ষত্রিয়বর্ণের অঙ্গচ্যুত হইয়া "লেখক" অথবা "কায়স্থ" সম্প্রদায়ের ন্যায় আরও কয়েকটি সম্প্রদায় পৃথক্ পৃথক্ জাতিতে পরিণত হইয়াছে। জৈনধর্মাবলম্বী ওসোবাল" শ্রেণীর বণিক সম্প্রদায় যে পূর্বে রাজপুত অথবা ক্ষত্রিয় ছিলেন, তাহা "রাজস্থান-ইতিবৃত্ত" লেখক কর্ণেল টড্ সাহেব সপ্রমাণ করিয়াছেন। আয়ুর্বেদ শাস্ত্র ব্যবসায়িগণ প্রথমে "কায় চিকিৎসক" এবং শল্যচিকিৎসক" (Physicians and Surgeons) এই দুইসম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন এবং সেই শাস্ত্রের "কায়চিকিৎসা" অংশের আচার্য ভরদ্বাজ, আত্রেয় ও পুনর্বসু প্রভৃতি ব্রাহ্মণ এবং শল্যতন্ত্রের আচার্য ধন্বন্তরি, সুশ্রুত, নকুল ও সহদেবাদি ক্ষত্রিয় ছিলেন। সম্ভবতঃ সেকালে ব্রাহ্মণেরাই আচার্য পরম্পরায় কায়চিকিৎসা এবং ক্ষত্রিয়েরা সেইরূপ শল্যতন্ত্রের ব্যবসায় করিতেন। বঙ্গ-দেশ ভিন্ন ভরতখণ্ডের প্রায় সর্বত্রই ব্রাহ্মণগণকে আজিও আয়ুর্বেদের কায়চিকিৎসক স্বরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। আর্যাবর্তের দ্বাদশশ্রেণী কায়স্থের মতে "অম্বষ্ঠ" শ্রেণীর লোকেও চিকিৎসা ব্যবসায় করিয়া থাকেন বলিয়া শুনিয়াছি; তবে তাঁহারা কায়চিকিৎসা এবং শল্যতন্ত্র এই উভয়বিধ চিকিৎসাই করেন কিনা জানিনা। আমাদের মনে হয় যে কায়চিকিৎসক ব্রাহ্মণেরা বরাবর ব্রাহ্মণত্ব বজায় রাখিয়া চলিয়া আসিয়াছেন; কিন্তু যুদ্ধজীবী ক্ষত্রিয়েরা অত্যধিক আত্মাভিমানবশতঃ শস্ত্রচিকিৎসক সম্প্রদায় হইতে ভিন্ন হইয়া পড়ায় (এবং অতি প্রাচীন "অম্বষ্ঠ" আখ্যার ক্ষত্রিয়েরা প্রধানতঃ এই ব্যবসায় গ্রহণ করায়) স্বতন্ত্র থাক অথবা জাতিতে পরিণত হইয়া প্রথমতঃ কেবল "অম্বষ্ঠ" এই নামে এবং পরে "অম্বষ্ঠ-কায়স্থ" নামে পরিচিত হইয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস হয় এই "অম্বষ্ঠ-শ্রেণীরই কতিপয় ব্যক্তি কম্বোজ, দরদ অথবা পঞ্চনদ প্রদেশ হইতে গৌড়বঙ্গে আসিয়া প্রথমতঃ ব্যবসায় গত "বৈদ্য" নামে ও পরে জাতিগত বৈদ্য" নামে পরিচিত হইয়াছেন এবং রহিয়াছেন (২৭)। সামাজিক পরিবর্তনের ফলে চাতুর্বর্ণ্য

(২৭) বাঙ্গালার কুলশাস্ত্র-প্রসিদ্ধ "আদিশূর" রাজা "অম্বষ্ঠ" কায়স্থ কুলোদ্ভূত এবং "দরদ" দেশ হইতে ভারতে আগত বলিয়া ধ্রুবানন্দ মিশ্রের গ্রন্থে লিখিত হইয়াছেন। প্রাত্নতাত্ত্বিক

আর্যসমাজে বৃত্তিগত জাতিগুলির (Functional castes) সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে স্মার্ত পণ্ডিতগণ তাহাদের উৎপত্তির কাল্পনিক উপাখ্যান প্রস্তুত করিয়া সামাজিকগণের জিজ্ঞাসা প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি সম্পাদন করিয়াছেন। প্রাচীন মনুসংহিতার "অম্বষ্ঠ" ও "উগ্র" প্রভৃতি হইতে আধুনিক ব্রহ্মবৈবর্ত অথবা বৃহদ্ধর্মপুরাণের "আগুরী", "রজপুত" এবং "জোলা" পর্যন্ত নানাজাতির "উৎপত্তির বৃত্তান্ত" এইরূপেই প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়। যাহা হউক, আমাদের কথা এই যে শল্যতন্ত্র-ব্যবসায়ী ক্ষত্রিয়বর্ণের চিকিৎসকগণও পরে মূলবর্ণ হইতে চ্যুত হইয়া বিদ্যোপজীবী লেখক ক্ষত্রিয়গণেরই শ্রেণী বিশেষে (এবং বঙ্গদেশে "বৈদ্য" জাতিতে) পরিণত হইয়াছেন। বঙ্গদেশেও সামাজিক সম্মানে ও সামাজিক আচার ব্যবহারে কায়স্থ ও বৈদ্যজাতি পরস্পর যত নিকট, অন্য কোনও দুই জাতিই সম্ভবতঃ সেরূপ নহে ; আর বঙ্গদেশ ভিন্ন চিকিৎসাব্যবসায়ী এই "বৈদ্যজাতি"র অস্তিত্বও আর কোন প্রদেশে আছে বলিয়া আমরা শুনি নাই।

যাহা হউক, যতদূর দেখিলাম তাহাতে আমরা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে রাজ্যশাসক ক্ষত্রিয়বর্ণ অসিজীবী এবং মসীজীবী Militory এবং Sivil Service) এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হওয়ায় লেখক ক্ষত্রিয় অথবা কায়স্থ জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। অযোধ্যা প্রদেশের স্কুলসমূহের ভূতপূর্ব্ব ইনস্পেক্টর মিঃ জে, সি, নেসফিল্ড এম, এ, ভারত-গবর্ণমেন্টের হোমডিপার্টমেণ্টের ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বের তারিখের সার্কুলারের আজ্ঞানুসারে জাতি-সমূহের আচার-বিচার সম্বন্ধে যে অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, সেই অনুসন্ধানের রিপোর্টের মধ্যে কায়স্থ জাতির উৎপত্তির বিষয় এবং তাহাদের আচার-বিচারের কথা লেখা আছে। এই সাহেব ও ক্ষত্রিয় রাজগণের কনিষ্ঠ পুত্রগণের শাখা প্রশাখা হইতে কায়স্থ সম্প্রদায়ের উদ্ভব হওয়া যুক্তিসঙ্গত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

আরও এক উপায়ে "কায়স্থ কি ?" এই প্রশ্নের সমাধান হইতে পারে। যাঁহারা হস্তীতত্ত্বে পণ্ডিত, তাঁহারা হস্তী দেখিয়াই যেমন তাহার

প্রমাণে, সেনবংশ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় এবং দক্ষিণাপথ হইতে কোন প্রাচীন কালে রাঢ়দেশে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, দেখা যায়। পরে "অম্বষ্ঠ-কায়স্থ" দরদাগত শূরবংশের সহিত আত্মীয়তা করিয়া সেন রাজাগণ কায়স্থ হইয়াছিলেন।

[...]জাতি" ঠিক ধরিতে পারেন, যাঁহারা অশ্বতত্ত্বে প্রবীন তাঁহারাও অশ্ব [...]দেখিয়াই তাহার "জাতির" কথা বুঝিতে পারেন, তদ্রূপ যাঁহারা ভারতীয় [...]তত্ত্বের রহস্যাভিজ্ঞ, তাঁহারা কোনও মনুষ্য সমাজের গুণ এবং কর্ম [প]রীক্ষা করিয়া তাহাদের "বর্ণ বিনির্ণয়" করিয়া দিতে পারেন। মনু [মহ]রাজও তাঁহার প্রসিদ্ধ ধর্মশাস্ত্রে বর্ণ বিনির্ণয় সূত্র নির্ধারণ করিয়া দিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, "বর্ণ হইতে বিচ্যুত, অজ্ঞাত, প্রকৃত [অ]নার্য অথচ আর্যের রূপধারী নিকৃষ্ট জাতীয় মনুষ্যের কর্ম দেখিয়া অর্থাৎ [ভা]লরূপে পরীক্ষা করিয়া তাহার প্রকৃত বর্ণ ধরিতে হইবে। অসাধুতা, নিষ্ঠুরতা, (কঠোরতা) ক্রুরতা (নৃশংসতা, Destructiveness) এবং [ক্রিয়া]নুষ্ঠান-রাহিত্য—এই সকল লক্ষণ মনুষ্যের হীনজাতিত্ব ধরাইয়া দেয় (২৮)। [ভা]রতখণ্ডের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই 'কায়স্থ-নামধেয় জাতির অস্তিত্ব আজিও [বি]দ্যমান আছে। তাহাদের বিদ্যা বুদ্ধি, কর্ম, ধর্ম, স্বভাব, সামাজিক সম্মান [এ]বং প্রভাব উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে মনুক্ত উপায়ে (ভুয়োদর্শন [জ]নিত জ্ঞানের সাহায্যে) অক্লেশেই তাহাদের বর্ণ-বিনির্ণয়" হইতে পারে। [...]তত্ত্বে এবং সমাজতত্ত্বে সাধারণতঃ অনভিজ্ঞ ইংরেজ জাতীয় বিচারকগণও [...]ক বিষয়গুলির যথাসাধ্য প্রমাণ সংগ্রহ আলোচনা এবং বিচার করিয়া [কা]য়স্থের বর্ণ বিনির্ণয় করিয়াছেন। বেহার এবং যুক্তপ্রদেশের ধর্মাধিকরণে [কা]য়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত বলিয়া স্বীকৃত এবং গৃহীত হইয়াছেন। বঙ্গদেশের [...]বিতারগণ প্রাচীন ও নবীন প্রমাণে কায়স্থগণকে "ক্ষত্রিয়বর্ণজাত" স্থির [ক]রিয়াও (তাহাদের নামের শেষে "দাস" উপাধি দেখিয়া এবং তাহাদের [...]ার পৈতা না দেখিয়া) তাঁহাদিগকে শূদ্রত্বে অবনমিত বলিয়া প্রকাশ [ক]রিয়াছেন। অযোধ্যা প্রদেশের কায়স্থ উকিল মুন্সি কালীপ্রসাদ জী এবং [...]ত্রিয় ডেপুটী কলেক্টার কুমার (পরে রাজা) লক্ষ্মণসিংহের তর্কযুদ্ধের ইতিহাস [যা]হারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে যুক্তপ্রদেশে অনেক ক্ষত্রিয় [প]রিবারেও পৈতা গ্রহণ প্রথা না থাকিলেও সমাজে অথবা ধর্মাধিকারে কখনও [ত]াহাদের বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়ত্ব অস্বীকৃত হয় না (২৯)। প্রাচীন ব্রাত্যক্ষত্রিয়, যদু,

(২৮) মনুসংহিতা, দশম অধ্যায়, ৫৭-৫৮ শ্লোক।

(২৯) স্বর্গগত মুন্সী কালীপ্রসাদ জী কায়স্থ জাতীয় বিদ্যার্থিবর্গের উপকারের জন্য [এলাহা]বাদের প্রসিদ্ধ "কায়স্থ পাঠশালা" (এখনে প্রথম শ্রেণীর কলেজ) এবং কায়স্থ

লিচ্ছবি ঋল্ল এবং মল্ল প্রভৃতির কথা দ্বিতীয় প্রস্তাবেই আমরা বলিয়াছি। ফলতঃ শাস্ত্রোক্ত কোন সংস্কারের অভাবে কোন বর্ণের কৌলীন্যের মাত্রা কিছু কমিতে পারে মাত্র কিন্তু সেই বর্ণ স্ববর্ণ হইতে খারিজ হইয়া নিম্নতর বর্ণে দাখিল হইতে পারে না—কখন হয়ও নাই এইজন্যই, কৌলীন্যের তারতম্যবশতঃ ব্রাহ্মণ বর্ণ আজি ১৮০০ অষ্টাদশ শত শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেও ব্রাহ্মণ মাত্রেই, যে কোন শ্রেণীর এবং যতই কেন ছোট ব্রাহ্মণ হউন না তবু তিনি ব্রাহ্মণ.—ক্ষত্রিয় কি বৈশ্য নহে। তদ্রূপ কোনও ক্ষত্রিয়কুলে যতই হীন হউন, তবু তিনি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র নহেন। কেবল মুসলমান ধর্ম আসিয়া ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়কে টানিয়া এক পংক্তিতে বসাইয়াছে। প্রাচীনকালে দক্ষিণাপথে খৃষ্টানের মধ্যেও ব্রাহ্মণ শূদ্র ভেদ ছিল, অপরের কথায় কাজ কি?

অতএব, যে দিক দিয়াই দেখা হউক, শাস্ত্রবাক্য শিরোধার্য করি বা না করি, "কায়স্থ" ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্গত সুতরাং ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কারের অধিকারী হইতেছেন, সন্দেহ নাই।

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

কায়স্থ সমস্যা

কায়স্থের ক্ষত্রিয়তা প্রতিপাদন ও উপবীত গ্রহণ সম্বন্ধে সম্প্রতি আর এক প্রতিবাদ উপস্থিত হইয়াছে। প্রতিবাদী পক্ষ ব্রাহ্মণ নহেন, ক্ষত্রিয় নহেন, বৈশ্য নহেন, বৈশ্য নহেন' মাহিষ্য বা অন্য কোন জাতি নহেন, তাঁহারা কায়স্থ। কায়স্থ-কুল-তিলক মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পবিত্র লীলাভূমি যশোর-সমাজের

সাধারণের হিতের জন্য কায়স্থব্যাঙ্ক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা এবং কায়স্থ জাতির স্ববর্ণোচিত সম্মানের রক্ষার জন্য অনেক সৎকার্য করিয়া "কায়স্থকুলভাস্কর" উপাধি এবং অক্ষয় যশ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। রাজা লক্ষ্মণ সিংহ সংস্কৃত এবং ইংরেজী ভাষায় পরমপণ্ডিত এবং সুকবি ছিলেন। কবি কালিদাসের "অভিজ্ঞান শকুন্তলা" নাটক এবং "মেঘদূত" কাব্যের হিন্দীভাষায় অনুবাদ করিয়া রাজা লক্ষ্মণসিংহ বিশেষ যশস্বী হইয়াছিলেন। তাঁহার অনুদিত "শকুন্তলা" হিন্দিভাষার অত্যুৎকৃষ্ট পুস্তকরূপে এদেশে এবং য়ুরোপে গৃহীত এবং অধ্যাপিত হইতেছে।

খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত গীষ্পতি কাব্যতীর্থ ও তদীয় সহোদর শ্রীযুক্ত ভূপতি কাব্যতীর্থই ইহার নেতা! তাঁহারা শুধু মৌখিক প্রতিবাদ করিয়াই ক্ষান্ত হ'ন নাই। তাঁহারা "কায়স্থের জাতিতত্ত্ব" নামক এক পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছেন? "কায়স্থ" নামক একখানি মাসিক পত্র গত বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত করিয়া স্বীয় মত প্রচার করত কায়স্থ-বিদ্বেষী সমাজে বাহবা লইতেছেন, কায়স্থ বিদ্বেষটা সংবাদ-পত্রের স্তম্ভে তাহাদের প্রশংসা আর ধরে না।

তাঁহারা বলেন, কায়স্থ চারিবর্ণের বহির্ভূত সূত-মাগধের ন্যায় একটি স্বতন্ত্র মৌলিক জাতি। তাহারা চির উপবীত হীন, কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা শূদ্র নহে।" তাহারা পদ্মপুরাণ হইতে দেখাইয়াছেন,—'ব্রাহ্মণ চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টির পর, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে কায়স্থ উদ্ভূত হইয়াছিল, তাই এজাতির নাম কায়স্থ হইয়াছে। পুরুষানুক্রমিক আচার পদ্ধতি অবলম্বনই ইহাদের ধর্ম্মকর্ম্ম! তাহারা মহানির্ব্বাণতন্ত্র হইতে দেখাইয়াছেন, শূদ্র ভিন্ন অন্য উপবীত হীন জাতি আছে। তাহারা উপনয়ন ব্যতীত অন্য নয়বিধ সংস্কারের অধিকারী।'

এক্ষণে আমরা কাব্যতীর্থযুগলের এই প্রতিবাদ সম্বন্ধে দুই একটি কথা আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি, আপনারা একবার অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহার সারবত্তা নির্দ্ধারণ করুন।

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশাং শূদ্রানাঞ্চ পরন্তপ।
ধর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাব প্রভবৈর্গুণৈঃ॥

হে পরন্তপ! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রগণের ধর্ম্ম বিভাগ তাহাদের স্বভাব প্রভাবে গুণানুযায়ী হইয়া থাকে। অর্থাৎ সত্বঃ রজঃ ও তম গুণানুসারে তাহাদের ধর্ম্মবিভাগ হইয়াছে—ইহা কোন মানুষের শাসন বা ব্যবস্থানুসারে হয় নাই। উহা স্বভাব জাত।'

গীতায় ১৮শ অধ্যায়ের ৪০ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন:—

"নতদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিস্যা প্রিতির্গুণৈঃ॥"

অর্থাৎ ভগবানের রাজ্যে সত্ব রজস্তম এই তিন গুণের বহির্ভূত কেহ নাই। এই ভগবদুক্তিতেই স্পষ্টতঃ বুঝা যাইতেছে, আর্য্য ধর্ম্ম চারিভাগে বিভক্ত। অন্যান্য শাস্ত্রেও এই চারি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কথাই আছে;—কোথাও পঞ্চম বর্ণ বা ধর্ম্মের উল্লেখ নাই।

"ব্রাহ্মণ স্বত্ত্বগুণাবলম্বী,—

তত্র সত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখ সঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥"

'সত্বগুণ নির্ম্মল, স্বপ্রকাশ ও উপদ্রব রহিত প্রযুক্ত সুখ ও জ্ঞান সঙ্গ দ্বারা জীবাত্মাকে একত্র রাখে। আর রজগুণে মানুষকে,—

"রজোরাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গ সমুদ্ভবং।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনাম্ ॥"

তৃষ্ণা সঙ্গ ও অনুরাগে আবদ্ধ রাখে এবং তমগুণে জীবসমূহ ভ্রম প্রমাদ নিদ্রা আলস্য ও অজ্ঞান অন্ধকারে বদ্ধ হয়। ইহাই ভগবান্ গীতায় ১৪শ অধ্যায়ের ৬।৭।৮ শ্লোকে বলিয়া গিয়াছেন। এই তিন গুণের মধ্যে যাহাতে যে গুণ প্রবল সে সেই বর্ণের ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া থাকে; ইহাই স্বাভাবিক।

কায়স্থ চারি বর্ণ সৃষ্টির পর সৃষ্ট হইলেও তাহাকে এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অধীন হইতে হইয়াছে। অর্থাৎ সে পৃথক্ জাতি হইলেও, তাহাকে ধর্ম্মাচরণ করিতে হইলে;এই চারি বর্ণের কোনটার মধ্যে আসিয়া ধর্ম্মাচরণ করিতে হইবে। আমরা গীষ্পতি বাবুর নিকট এই প্রশ্ন উত্থাপণ করিলে, তিনি বলিয়াছেন,—"তাঁহারা চারি বর্ণ হইতে কিছু কিছু লইয়া পুরুষানুক্রমিক প্রথানুসারে ধর্ম্ম যাজনা করিবে।" তিনি তাঁহার বৈশাখেই সংখ্যার "কায়স্থ" পত্রিকায় ১৭-২০ পৃষ্ঠায় এই অমূল্য ব্যবস্থাই দিয়াছেন। কোন্ বর্ণের কোন্ অংশটুকু কায়স্থ গ্রহণ করিবে তাহা কিছু নির্দ্দেশ করেন নাই। পুরুষানুক্রমিক আচারাদি কি, তাহাও তিনি উল্লেখ করেন নাই। পুরুষানুক্রমিক আচার স্থান ও সময় ভেদে নানারূপ হইয়া থাকে। দশবিধ সংস্কারের মধ্যে পুংসবন একটি সংস্কার; কিন্তু আব্রাহ্মণ চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলেই ঐ সংস্কারটি একরূপ বর্জ্জন করিয়াছেন। এক্ষণে ইহাতে কি বুঝিব যে ঐ সংস্কার পরবর্ত্তী পুরুষগণের পূর্ব্ব পুরুষের আচার নয় বলিয়া পরিত্যাগ যোগ্য হইবে? অনেক হিন্দু পীরের সিণি করেন এবং অনেক মুসলমান কালীপূজায় চান্দা দেন বলিয়া কি তাহার সন্তানগণেরও কি তাহা পুরুষাক্রমিক আচরিত ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করা উচিত? মনুসংহিতায় শ্রাদ্ধ বাসরে কদাচারী ব্রাহ্মণ ভোজনের নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্বেও যে বর্ত্তমান সমাজে তাহা অগ্রাহ্য করিয়া অবাধে আচার ভ্রষ্ট, সুরাপায়ী, বেশ্যাশক্ত, ব্রহ্মজ্ঞান হীন ব্রাহ্মণ সন্তানকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ান হইতেছে ইহার পরবর্ত্তী পুরুষগণের কি এই আদর্শ পূর্ব্ব পুরুষাচরিত ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করা উচিত? এই সকল

অনাচার কালানুসারে ও অবস্থা গতিকে সমাজে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। দূরদর্শী শাস্ত্রকারগণ এ সকল যে ঘটিবে তাহা তাঁহারা দিব্যচক্ষে পূর্ব্বেই দেখিতে পাইয়া অনেক স্থানে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ও অধ্যাত্ম রামায়ণ ইত্যাদিই তাহার প্রমাণ। যখন এই সকল আচারাদির এরূপ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে তখন কায়স্থের পুরুষানুক্রমিক আচারেও নিশ্চয়ই বিপর্য্যয় ঘটা অসম্ভব নহে। এরূপ স্থলে কাব্যতীর্থ মহাশয় কায়স্থের প্রকৃত আচার কি তাহা জানাইলে কায়স্থ সমাজ বাস্তবিকই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইত।—তাহা হইলে তাহাদের সেই পবিত্র আচারের কোন ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকিলে তাহাও সংশোধন করিতে পারিত। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই; সুতরাং তাঁহার অমূল্য উপদেশ এস্থলে অঙ্গহীন বলা যাইতে পারে।

তিনি মানুষের মিশ্রধর্ম্ম গ্রহণের সমর্থন জন্য মনুসংহিতার ১০ম অধ্যায়ের ৮০ হইতে ৮৫ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন. যথা,—

"বেদাভ্যাসো ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রিয়স্যচরক্ষণং।
বার্ত্তাকর্ম্মৈব বৈশ্যস্য বিশিষ্টানি স্বকর্ম্মসু ॥
অজীবংস্তু যথোক্তেন ব্রাহ্মণঃ স্বেনকর্ম্মণা।
জীবেৎ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মেণ স হ্যস্য প্রত্যনন্তরঃ ॥
উভাভ্যামপ্যজীবংস্তু কথং স্যাদিতিচেদ্ভবেৎ।
কৃষিগোরক্ষমাস্থায় জীবেদ্বৈশ্যস্য জীবিকাম্ ॥
বৈশ্যবৃত্ত্যাপি জীবংস্তু ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োঽপিবা।
হিংসাপ্রায়াং পরাধীনাং কৃষিং যত্নেন বর্জ্জয়েৎ ॥
ইদন্তুবৃত্তিবৈকল্যাত্ত্যজতোধর্ম্মনৈপুণং।
বিট্‌-পণ্যমুদ্ধৃতোদ্ধারং বিক্রেয়ং বিত্তবর্দ্ধনম্ ॥

'ব্রাহ্মণের বেদাভ্যাস, ক্ষত্রিয়ের রক্ষা এবং বৈশ্যের বাণিজ্য ও পশু পালই বিশিষ্ট কর্ম্ম। ব্রাহ্মণ যদি নিজ কর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে না পারেন, ক্ষাত্রধর্ম্মাবলম্বনে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। তাহাতেও অভাব মোচন না হইলে, কৃষি-গোরক্ষারূপ বৈশ্য বৃত্তি অবলম্বন করিবেন; কিন্তু হিংসাবহুল কৃষিবৃত্তি সযত্নে পরিত্যাগ করিবেন। এইরূপ বৃত্তি বৈকল্যে স্বধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলে বক্ষ্যমাণ পণ্য দ্রব্য নিচয় ব্যতীত, বৈশ্যের অন্যান্য ধন বৃদ্ধিকর পণ্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন।' এক্ষণে আপনারা একবার বিচার করিয়া দেখুন এই ব্যবস্থাটি কি পরলোক

মুক্তির জন্য ধর্ম্মাচরণের ব্যবস্থা, না,—ইহকালের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা? বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন,—ইহা ধর্ম্মের ব্যবস্থা নহে, এ ব্যবস্থা গ্রাসাচ্ছাদনের। শেষ শ্লোকে ভগবান্ মনুই বলিয়া দিয়াছেন,—এই বৃত্তি বৈকল্যে ধর্ম্মানুরাগ কমিয়া যাইবে; সুতরাং আমরা কাব্যতীর্থ মহাশয়ের এই উপদেশ ধর্ম্মের জন্য গ্রহণ করিতে পারি না। তাঁহার বুঝা উচিত ছিল, ধর্ম্ম ও বৃত্তি এক নহে। ধর্ম্মের প্রয়োজন আত্মার; বৃত্তির প্রয়োজন দেহের।

হিন্দুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মশাস্ত্র ভগবদ্গীতার মতে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম,—

"শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেবচঃ।
জ্ঞানবিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥

ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম,—

"শৌর্য্যং তেজোধৃতির্দাক্ষ্য যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বর ভাবশ্চ ক্ষাত্রকর্ম্মস্বভাবজম্॥

বৈশ্যের ধর্ম্ম,—

"কৃষি-গোরক্ষা বাণিজ্য বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।

শূদ্রের ধর্ম্ম, —

"পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥

এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া আপনারা সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন মিশ্রধর্ম্ম কাহারও হইতে পারে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ধর্ম্ম মানুষের অন্তর্নিহিত গুণানুসারে হইয়া থাকে। এক্ষণে দেখিতে হইবে কাব্যতীর্থ মহাশয়ের এই চারিবর্ণ বহির্ভূত কায়স্থে কোন্ গুণের প্রভাব প্রবল? যখন কায়স্থ ব্রহ্মকায় হইতে উৎপন্ন, তখন ইহার গুণের প্রাধান্য নির্ণয়ে অধিক কষ্ট পাইতে হইবে না। ব্রহ্মার মুখ সত্ব গুণ বিশিষ্ট, তাহার গ্রীবা হইতে কটিতট পর্য্যন্ত রজঃ গুণ,—উরুতেও অর্দ্ধ পরিমাণ রজঃ গুণ, আর অর্দ্ধ পরিমাণ তমোগুণ, মাত্র পা দু'খানি শুদ্ধ তমো গুণাশ্রিত। সুতরাং কায়স্থ রজোগুণাধিক্য বলিয়াই ধরা যাইতে পারে। এই জন্যই রজোগুণোচিত শৌর্য্য তেজ দক্ষতা দান ও প্রভুত্ব যেমন কায়স্থ জাতিতে প্রকটিত, তেমন অন্য আর কোন জাতির মধ্যে দেখা যায় না। কায়স্থ মহারাজ প্রতাপাদিত্য, সীতারাম রায়, কেদার রায় ও দনুজমর্দ্দন দেব প্রভৃতি যে শৌর্য্য দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা আর কোন্ জাতি দেখাইতে পারিয়াছে? লালা কীর্ত্তিনারায়ণ, তারকনাথ পালিত ও রাসবিহারী ঘোষের দান বঙ্গের গৌরবের সামগ্রী।

দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, রামনাথ মুন্সী, নবকৃষ্ণ দেব ও সত্যপ্রসন্ন সিংহের দক্ষতা ও প্রভুত্ব অন্য কোন্ জাতির মধ্যে আছে?

ব্রহ্মা লেখক সৃষ্টি করিবার জন্যই নিজ শরীর হইতে কায়স্থের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। লিখন একটি কর্ম্ম; ইহা দ্বারা বেদাদির অনুশীলন হয়। রজোগুণের ধর্ম্ম লোককে কর্ম্মে আবদ্ধ করা; ইহাই গীতায় ভগবান্ বলিয়া গিয়াছেন। যখন কর্ম্মাসক্ত করিবার জন্যই, ব্রহ্মা কায়স্থ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তখন কায়স্থ যে রজোগুণ সম্পন্ন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আদর্শ লেখককে ব্রহ্মা নিশ্চয়ই, ভ্রম প্রমাদ প্রভৃতি তমোগুণের সীমা হইতে দূরে রাখিয়াছিলেন। কারণ লেখকের ভ্রমপ্রমাদ থাকা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে। বিশেষতঃ চিত্রগুপ্ত যখন জীবের কর্ম্মাকর্ম্মের বিবরণলিপি রক্ষা করিতেই সৃষ্ট হইয়াছেন, তখন তিনি ভ্রম প্রমাদের বশবর্ত্তী হইতে পারেন, এরূপভাবে তাঁহাকে ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন নাই।

গীষ্পতি বাবু বলেন, চিত্রগুপ্তের যে উপনয়ন হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ নাই। তদুত্তরে আমরা বলিতে পারি, যিনি রজোগুণ প্রধান, তিনি নিশ্চয়ই রজোগুণের আচার পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, ইহা সহজেই বুঝা যায়। যদি তাহা না করিতেন, তাহা বরং পুরাণেতিহাসে লিখিবার বিষয় হইত; কিন্তু তেমন কথাত কোথাও পাওয়া যায় না। তিনি রজোগুণাবলম্বী,—রজোগুণোচিত ক্রিয়া, তিনি করিয়াছেন সুতরাং তাঁহার সেই নিত্যকৃত্য কর্ম্ম পুরাণেতিহাসে না থাকাই স্বাভাবিক। কবিগুরু বাল্মীকি রামায়ণে রামচন্দ্রের উপনয়নের কথা উল্লেখ করেন নাই বলিয়া কি বুঝিব যে রামচন্দ্রের উপনয়ন হইয়াছিল না?

স্কন্দপুরাণ মতে উপবীতহীন পুরুষমাত্রেই শূদ্র। ব্রহ্মা কি বেদাঙ্গচর্চ্চার জন্য শূদ্র জাতীয় দ্বিতীয় সংস্করণ তাঁহার শরীর হইতে বাহির করিয়াছিলেন? তাহা কখনই নহে। তিনি নিশ্চয়ই ভ্রমপ্রমাদ জনক তমোগুণ বর্জ্জিত রজোগুণ সম্পন্ন এই কর্ম্মী জাতির সৃষ্টি করিয়া ইহাদের হস্তে অসির পরিবর্ত্তে লেখনি দিয়াছেন।

এক্ষণে বোধ হয় আপনারা অসঙ্কুচিত ভাবে বলিতে পারেন, কাব্যতীর্থ মহাশয় যে এই রজোগুণ প্রধান চিত্রগুপ্তের বংশধরগণকে উপবীত হীন জাতি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। এবং সেই ভ্রমাত্মক ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি যে কায়স্থ জাতির জন্য মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের ব্যবস্থা বিতরণ

করিয়াছেন, তাহা আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। কায়স্থ রজোগুণ প্রধান, সুতরাং ক্ষত্রিয়। ক্ষাত্র ধর্ম্মই তাহার ধর্ম্ম, ক্ষাত্রাচারই তাহার অবলম্বন। তাহা না করিলে তাহাকে স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়া বর্ণসঙ্কর হইতে হইবে। তাহার পরিণাম গীতার ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় :—

"নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম।"

শ্রীপ্রমদাকিশোর সরকার

নরসিংহ

(একবিংশ পরিচ্ছেদ)

উপসংহার।

"বলিতে পার, কি অপরাধে আমাদের এই গৌড়ভূমি মুষ্টিমেয় বিদেশীর পদানত হইতেছে,"—

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদ বর্ণিত ঘটনাবলীর পর প্রায় দুইশত সুদীর্ঘ বৎসর দেখিতে দেখিতে অনন্ত কাল সাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছে। আর ইহারই মধ্যে গৌড়-রাষ্ট্রের রঙ্গমঞ্চে যে অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে তাহা স্মরণ করিয়া আজিও ঐতিহাসিকগণ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া থাকেন। যে দুর্জ্জয় গৌড়-বাহিনীর বীর্য্যবলে মহারাজ বিজয়সেন দেব পাল-সাম্রাজ্যের অবসানে নূতন গৌড়-সাম্রাজ্যের পত্তন করিয়াছিলেন—যাঁহাদিগের বাহুবল ও বুদ্ধিবল আশ্রয় করিয়া মহারাজ বল্লালসেন দেব কলিঙ্গ, কামরূপ ও পাশ্চাত্যচক্র জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেব যাঁহাদিগের অমিততেজের সাহায্যে প্রয়াগে জয়স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং কামরূপ ও কলিঙ্গে গৌড়াধিপত্য বদ্ধমূল করিতে পারিয়াছিলেন—যাঁহাদিগের বীরত্ব কথা এককালে কাশ্মীর হইতে দাক্ষিণাত্য পর্য্যন্ত কীর্ত্তিত হইয়াছিল, তাঁহাদিগের বংশধরগণ আলস্য পরতন্ত্র হইয়া ও বিলাসিতার আবিলস্রোতে অঙ্গ ভাসাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ফলে, পাঠানগণের দ্বারা নালন্দা

অধিকারের সংবাদ পাইয়াই নবদ্বীপ ও বরেন্দ্রীর অধিকাংশ ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য নাগরিকগণ অশিতিপর বৃদ্ধ রাজাকে নবদ্বীপে অসহায় অবস্থায় রাখিয়া দলে দলে সমতটবঙ্গ ও কামরূপে পলায়ন করিতেছিলেন। তারপর, সেই সুযোগে দুর্দ্ধর্ষ পাঠানগণ যখন পরবৎসর বিহার হইতে অগ্রসর হইয়া নবদ্বীপ লুণ্ঠনপূর্ব্বক নিরাপদে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইল, তখনই বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণসেন আর নবদ্বীপে বাস করা সঙ্গত বোধ করিলেন না—সমতটবঙ্গে সুবর্ণগ্রাম রাজধানীতে প্রস্থান করিয়া তথা হইতে পুত্রগণের সহায়তায় গৌড়রাজ্য রক্ষার আয়োজনে চেষ্টিত হইলেন। তখন মহারাজ লক্ষ্মণসেনের জ্যেষ্ঠপুত্র মাধবসেন লক্ষ্মণনগরে (লখ্‌নৌর) থাকিয়া ও কলিঙ্গ, মধ্যম পুত্র কেশবসেন লক্ষ্মণাবতীতে থাকিয়া বরেন্দ্রী ও কনিষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপসেন সুবর্ণগ্রামে থাকিয়া সমতটবঙ্গ ও কামরূপ শাসন করিতেছিলেন। দূরদর্শী মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেব যখন দেখিলেন লক্ষ্মণাবতী রক্ষা করা সম্ভবপর নহে, তখন তিনি কেশবসেনকেও লক্ষ্মণাবতী ছাড়িয়া সুবর্ণগ্রামে আসিতে আহ্বান করিলেন এবং সুবর্ণগ্রাম সুরক্ষিত করিয়া তথা হইতে পাঠান বাহিনী ও তাহাদের নেতা ইক্তিয়ার উদ্দীন বিন্‌বক্তিয়ার খিলিজিকে বাধা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখিতে দেখিতে পরিত্যক্ত রাজধানী লক্ষ্মণাবতী একপ্রকার বিনা রক্তপাতে পাঠানগণের হস্তগত হইল। কিন্তু ইক্তিয়ার উদ্দীন তখনও পৌণ্ড্রবর্দ্ধন দুর্গ অধিকারে সাহসী হইলেন না। তিনি দেবকোট পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া তথায় সেনানিবাস স্থাপন করিলেন এবং তথা হইতে একদল অশ্বারোহী লইয়া স্বয়ং কামরূপ ও তিব্বত অধিকারে অগ্রসর হইলেন এবং তাঁহার সেনাপতি শেরাণকে আর একদল সৈন্য দিয়া লক্ষ্মণনগর অধিকারে প্রেরণ করিলেন। মাধবসেন লক্ষ্মণনগর রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া মাতুলালয়ে কুমারাজ্যে প্রস্থান করিলেন; কিন্তু কামরূপে বিশ্বরূপের হস্তে পাঠান বাহিনী যে শিক্ষা লাভ করিল তাহার ফলে বিশ্বরূপ "গর্গযবনান্বয়প্রলয়কালরুদ্র" আখ্যা লাভ করিলেন এবং কিয়ৎকাল যাবৎ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুর, সমতটবঙ্গ ও কামরূপ নিরাপদ রহিল। তারপর ক্রমে মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেব ও কেশবসেন দেব কালগ্রাসে পতিত হইলেন। কিন্তু সুবর্ণগ্রামে বিশ্বরূপের বাহুবল তখনও পাঠান বাহিনীর ভীতি উৎপাদন করিতেছিল। আজি সেই বিশ্বরূপ পাঠানগণের সহিত একটী খণ্ডযুদ্ধে সহসা সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া সুবর্ণগ্রামের রাজ-প্রাসাদের একটী সুপ্রশস্ত দ্বিতলকক্ষে অন্তিম শয্যায় শয়নে রহিয়াছেন। তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ (নরসিংহের পৌত্র) প্রৌঢ় সুষীসিংহ আসন্ন মৃত্যু মহারাজের

মস্তক সমীপে সজল-নয়নে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। চারিদিকে মৃত্যুর ছায়া ক্রমে ঘনায়মান হইয়া আসিতেছিল। আহত মহারাজের শয্যা ঘিরিয়া বন্ধু বান্ধব আত্মীয়, স্বজন, মহামন্ত্রী, সেনাপতি প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজ-পাদোপজিবীগণ বিষণ্ণবদনে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় বসিয়াছিলেন। রাজ-বৈদ্য নিস্ফল বিবেচনায় ঔষধ প্রয়োগ বন্ধ করিবার আদেশ দিয়া ম্রিয়মাণচিত্তে এক পার্শ্বে বসিয়া শেষ মুহূর্ত্তের কথা চিন্তা করিতেছিলেন। সেনবংশের একমাত্র বংশধর চতুর্দ্দশ বর্ষীয় দনুজ রায় শোকভারাক্রান্ত হৃদয়ে মহারাজের পদতলে নীরবে বসিয়াছিলেন।

মহারাজ ধীরে ধীরে একবার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া লইলেন, তারপর ধীরে ধীরে সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—তোমরা বলিতে পার কি, কি অপরাধে আমাদের এই সোণার গৌড়ভূমি মুষ্টিমেয় বিদেশী যোদ্ধার পদানত? আবার কোন্ দুর্জ্জয় বলে বলীয়ান্ হইয়া পাঠানগণ পঙ্গপালের ন্যায় সমগ্র ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে? হায়, অন্তিম কালেও আমি চিত্তে শান্তি পাইতেছি না। আমাদের এই দুর্ভাগ্য গৌড়দেশে এমন কি কেহই নাই যে আমার সম্মুখে আমার এই আসন্নকালে, আশার আলোক-বর্ত্তিকা উজ্জ্বল করিয়া ধরিতে পারে?"

মহামন্ত্রী বিশ্বমিশ্র বলিলেন "কিন্তু মহারাজ, মানুষের যাহা সাধ্য তাহা করিতে তো আমরা ত্রুটী করিতেছি না! বিধাতা বাম হইলে মানুষ কি করিতে পারে!" মহারাজ ধীরে ধীরে পুনরায় বলিতে লাগিলেন—

"বিধাতার বিধান কি তাহা জানি না—কিন্তু আমরা কি বাস্তবিকই মানুষের অভাবেই—আমাদের নিজের চরিত্রহীনতার জন্যই আমরা স্বাধীনতা হারাইতেছি। মন্ত্রীবর আর তোমরা আত্মপ্রতারণা করিও না। আত্ম শুদ্ধি করিতে চেষ্টা কর। নীচ স্বার্থপরতা, জঘন্য ইন্দ্রিয়পরায়ণতা বিলাসব্যসন, মিথাচার, কপটতা ও ভীরুতা সাহসের সহিত পরিহার কর। দেশে মনুষ্যত্বের সৃষ্টি কর—মানুষকে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে আবার মানুষের অধিকার দিয়া সকলে সঙ্ঘবদ্ধ হও। বৃথা আভিজাত্য ও সংকীর্ণতা ত্যাগ কর। যে শাস্ত্র নিজেরা মানিতে পার না, তাহা অন্যের প্রতি প্রয়োগ করিও না। আবশ্যক হইলে আর্য্য সভ্যতার মূলতত্ত্ব ও মূলনীতি রক্ষা করিয়া সময়োপযোগী নূতনশাস্ত্র রচনা কর। জাতির স্বাধীনতা রক্ষা না হইলে—জাতি রক্ষা না হইলে, কে জাতীয় আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করিবে? আত্মঘাতি-নীতি পরিত্যাগ

করিয়া আচরণীয় অনাচরণীয় ভেদ উঠাইয়া দাও। জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে বীর্য্যবান্, চরিত্রবান্ মরণভয়রহিত, নিঃস্বার্থ সত্যপ্রিয় মানুষ সংগ্রহ কর। এই মনুষ্যত্ব সৃষ্টির উপরেই তোমাদের ভবিতব্য নির্ভর করিতেছে।"

মহারাজ নীরব হইলেন। সমগ্র গৃহখানি তাঁহার সেই তেজোগর্ভ বাণী নীরবে শ্রবণ করিতেছিল। মহারাজ নীরব হইলে সুধীসিংহ চমকিতের ন্যায় লম্ফ দিয়া দণ্ডায়মান হইল এবং উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিল "মহারাজ, ঠিক্ বলিয়াছেন। এ দেশে আবার মানুষ চাই। গৌড়বাসী মনুষ্যত্ব হারাইয়াছে। তাহার একাংশ অন্যায় জাত্যাভিমানে ও ক্ষমতাবলে সত্য ও ন্যায়ের মর্য্যাদা পদদলিত করিয়া—শাস্ত্রের কুটার্থ করিয়া—লক্ষ লক্ষ নিরিহ দেশবাসীকে মনুষ্যত্বের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিছে এবং নিজেরাও ক্রমে চরিত্রহীন, কাপুরুষ ও আত্মপ্রবঞ্চক হইয়া উঠিয়াছে। আমরা হীন স্বার্থ রক্ষা করিতে যাইয়া বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি অন্ধ হইয়া উঠিয়াছি। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিবার বুদ্ধি ও ক্ষমতা আমরা হারাইয়াছি। আমাদের সমাজ শতধা বিচ্ছিন্ন—আমাদের স্পর্শ দোষের জ্ঞান অতীব হাস্যকর—আমাদের বাহ্য আচার অনুষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে প্রাণহীন। ইহাই আমাদের জীবনীশক্তি হীনতার প্রধান কারণ ও সঙ্ঘবদ্ধ হইবার প্রধান অন্তরায়। মহারাজ, এই মনুষ্যত্বহীন জাতি দ্বারা স্বাধীনতা রক্ষা হইবে না। এ দেশে মানুষ নাই—এ দেশে আবার পুরুষ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইবে—মানুষ গড়িবার সাধনা করিতে হইবে। কিন্তু মহারাজ, যত দূর দৃষ্টি চলে, কেবলই আঁধারের পর আঁধার ঘনাইয়া আসিতেছে—এই অদূরদর্শী আত্মপ্রতারক জাতির চৈতন্য সম্পাদন করিতে পারে এমন কাহাকেও দেখিতেছি না।

সুধীসিংহ নিস্তব্ধ হইল। তাহার চক্ষুর্দ্বয় হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল। মহারাজ অতিকষ্টে একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তার পর অতিকষ্টে মৃদুকণ্ঠে পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"হায়, সুধীসিংহ, তোমার কথা এ দুর্ভাগ্য দেশে কে শুনিবে? আমার সবল বাহু যাহা করিতে পারে নাই—এক্ষণে সেই আমার ক্ষীণকণ্ঠের অনুরোধই বা কে রাখিবে! অন্তিম সময়েও আমি শান্তি পাইতেছি না। দনুজ বীর হইলেও বালক মাত্র। তারপর সে এই বয়সেই বিলাস ব্যসনে রত। গৌড়-জননীর যে অংশ বুকের রক্ত ঢালিয়া এখনও রক্ষা করিতেছি,

আমার অভাবে হয়ত তাহাও বিদেশীর পদানত হইবে। হয়তঃ অভ্যাসে অভ্যাসে দাসত্ব এ জাতির সহ্য হইয়া যাইবে—তখন হয়তঃ দাসসুলভ মনোবৃত্তি লইয়া উচ্ছিষ্টভোজী দাসের দল তাহাতেই গৌরব অনুভব করিতে অভ্যস্ত হইবে। আর আমরা যে একদিন জননী জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এত দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া অসীম সাহসে যুদ্ধের পর যুদ্ধ চালাইয়া জীবনপাত করিয়াছিলাম তাহার কথা বিস্মৃতির অতল জলে ডুবিয়া যাইবে।"

মহারাজ পুনরায় নির্ব্বাক হইলেন। মুহূর্ত্তের জন্য সমগ্র প্রকোষ্ঠ আবার নীরব হইল। কিন্তু পদপ্রান্তোপবিষ্ট মহাকুমার দনুজ সহসা সে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ধীরে ধীরে মহারাজের মস্তক প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তারপর তথায় জানু গাড়িয়া উপবেশন করত কোষ হইতে তরবারী অর্দ্ধোন্মুক্ত করিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন "পিত, বালক পুত্রের অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। হয়তঃ বিদেশী শত্রুর কবল হইতে গৌড়-জননীর পুনরুদ্ধার করা আপনার এ অধম সন্তান দ্বারা সম্ভব হইবে না, কিন্তু পিত, আপনার সমক্ষে আপনার স্বহস্ত প্রদত্ত এই তরবারী স্পর্শ করিয়া ভগবানের নামে আজি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, আজ হইতে দনুজকে কেহ বিলাসব্যসনে নিযুক্ত দেখিবে না। আর এক কথা, জীবনে আমি স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া বিদেশী শত্রুর পদানত হইব না। জীবনের বিনিময়ে স্বাধীনতা রক্ষা করিব।"

মহাকুমার দনুজ এই বলিয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহার সেই দৃঢ়তাব্যঞ্জক ও নির্ভীক আকৃতি মুহূর্ত্তের জন্য সকলের বিস্ময় আকৃষ্ট করিল। মুহূর্ত্তের জন্য মহারাজের নিষ্প্রভ বদনমণ্ডল যেন এক অপূর্ব্ব জ্যোতিতে দীপ্তিমান হইয়া উঠিল। কি যেন তাঁহার সেই আসন্নকালে সত্য সত্যই তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় শিবনেত্রের আকার ধারণ করিল। দেখিতে দেখিতে অল্পক্ষণ মধ্যেই সব শেষ হইয়া গেল।

সমাপ্ত।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেনবর্ম্মা।

বাঙ্গালার প্রাণকথা

(২)

বঙ্গের জন্ম-মৃত্যু-সংখ্যা-রহস্য যেমন অদ্ভুত, তেমনি ভয়, বিস্ময় ও যারপর নাই দুঃখ জনক। জাপানে জন্ম শতকরা ৩২·৮ এবং মৃত্যু ২০·৮ সুতরাং উদ্বৃত্ত ১২, ভারতে জন্ম ৩৮·৫, মৃত্যু ৩৪·২, বৃদ্ধি ৪·৩ এবং বঙ্গে জন্ম ৩১·৬, মৃত্যু ৩২·৮, সুতরাং বৃদ্ধি শূন্য; অর্থাৎ মৃত্যুই বেশী। বঙ্গে ক্ষয় হাজার করা ১০২ জন।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের লোক-সংখ্যানির্ণয়ে বঙ্গে শতকরা লোক হ্রাসের সংখ্যা :—

বর্দ্ধমানে ৬·৫, বীরভূমে ৯·৫, বাঁকুড়ায় ১০·৪, মেদিনীপুরে ৫·৫, হুগলীতে ৩·১, নদীয়ায় ৮, মুর্শিদাবাদে ৮, যশোহরে ১, পাবনায় ২·৭, মালদহে ১·৮, এবং কোচবিহারে ০·১ জন। উঃ! কি ভীষণ ধ্বংসলীলা! —কি মহা বিভীষিকাময় চিত্র! হায়!—

চারিদিকে দুঃখ দৈন্য মৃত্যু-হাহাকার!
বিলুপ্ত বাঙ্গালী জাতি নাহি রক্ষা আর।

শুধু যে বঙ্গের ১/৬ শিশুই সূতিকা-গৃহে কাল কবলিত হয়, তাহা নহে, অর্দ্ধাংশ আবার ৮ বৎসর বয়স মধ্যেই ভবলীলা সাঙ্গ করে। বঙ্গীয় হিন্দু-মহিলাগণ ৩০ হইতে ৩৫ বৎসর বয়স মধ্যে ১/৫ এবং ৩৫ হইতে ৫০ বৎসর বয়স মধ্যেই ১/৬ বিধবা হইয়া থাকেন। এদেশে সাধারণতঃ হিন্দু-পতি-পত্নীর বয়সের ৫ হইতে ১০ বৎসর পার্থক্য হইয়া থাকে; অর্থাৎ স্ত্রী অপেক্ষা স্বামী ৫ হইতে ১০ বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ হইয়া থাকে। সুতরাং হিন্দু পুরুষের ১/৩ অংশ ৩৫ হইতে ৪০ বৎসর এবং ১/৬ অংশ ৪০ হইতে ৫৫ বৎসর বয়স মধ্যেই পরলোক গত হয়। ইহাতে স্বতঃই প্রতীয়মান হয় যে, পৃথিবীর সকল দেশের সকল জাতি অপেক্ষা বাঙ্গালী হিন্দুই মৃত্যু-পতির শ্রেষ্ঠতম প্রীতি-ভাজন; অন্যথা বঙ্গীয় হিন্দুর বাচিয়া থাকিবার চেয়ে মরিবার ক্ষমতা এত অধিক হইবে কেন?

বঙ্গে নর অপেক্ষা নারীর সংখ্যা কম হইয়া পড়িয়াছে। প্রতি সহস্র পুরুষে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৯৩২ জন মাত্র। প্রজনন বা সৃষ্টির হিসাবে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী-সংখ্যা হ্রাস পাওয়া শুভ লক্ষণ নহে। তাহাতে লোক-

সংখ্যা হ্রাস ও জাতির ধ্বংসপথে অগ্রসর-বার্ত্তাই সূচিত হইয়া থাকে। ধ্বংসোন্মুখ সুধি বাঙ্গালী হিন্দুগণ বিষয়টা একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি? মৃত্যু শিরে দণ্ডায়মান, এ সময় সুখ-নিদ্রার শুভ কাল নহে।

বাজিছে কালের ভেরী—নাহিক নিস্তার,
সন্মুখে মৃত্যু-বিভীষিকা—শুধু অশ্রু-উপহার!

ইনফ্লুয়েঞ্জায় বহু লোকের মৃত্যুর কথায় ভূতপূর্ব্ব ভারতসচিব মিঃ মণ্টেগু বলিয়াছেন,—

"দারিদ্র্য হেতু পথ্যের ও আবরণের অভাবে এদেশের লোক রোগের বেগ সহ্য করিতে পারে না; মৃত্যুমুখে পতিত হয়।"

কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটী প্রকাশ করিয়াছেন যে,—"অল্পবিত্ত ভদ্র-সন্তানগণের মধ্যে ক্ষয়রোগের বৃদ্ধি লক্ষিত হইতেছে। খাদ্য ও পরিধেয়ের দুর্ম্মূল্যতাই ইহার কারণ।"

স্বাস্থ্য-বিভাগের কর্ম্মচারী ডাঃ বেণ্টলীন সুস্পষ্ট বলিয়াছেন যে,—সাধারণ খাদ্য এবং অপ্রচুর বস্ত্রাদির ব্যবহারের ফলেই মানুষের জীবনী শক্তি হ্রাস হইতেছে তজ্জন্যই জ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জায় এত অধিক লোক প্রাণত্যাগ করিতেছে। তাঁহার মতে দারিদ্র্য ও অর্থাভাবই মৃত্যুর কারণ।"

বড় দুঃখে বাঙ্গালার কবি বলিয়াছেন—

"পেটে ভাত নাই ফ্যাল ফ্যাল চাই
পর-মুখচেয়ে থাকি;
দেহে নাহি বল হৃদয় বিকল
মরিতে কেবল বাকী।"

এ প্রেত-ভূমি রোগ শোকের আকর বাঙ্গালাকে আবার স্বাস্থ্য-নিবাসে—অকাল মৃত্যুহীন নীরোগ সুখ-শান্তি পূর্ণ স্বর্গধামে পরিণত করিতে প্রচেষ্টা করিতে হইবে। সাধনায় সিদ্ধি। বাঙ্গালী যে সাধনায় এত পশ্চাৎপদ কেন? আপন আপন স্বাস্থ্য-সুখ বর্দ্ধন ও জীবন রক্ষা-প্রচেষ্টায় আমাদের এত অমনোযোগ—এত উপেক্ষা কেন? শিক্ষার অভাবই আমাদের এ অধোগতির—এ অশান্তি-দুর্গতির—এ অকাল-মৃত্যুর প্রধানতম কারণ নহে কি?

শুধু কি ভারতের লোক সংখ্যাই হ্রাস পাইতেছে?—না, তা নয় ১৯১৭ সাল হইতে ১৯২১ সাল পর্য্যন্ত বিগত ৪ বৎসর কাল মধ্যে বৃটীশ ভারতের গোধনও হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে! গোধন হারা হইয়া আমরা ক্রমে ক্রমে লক্ষীছাড়া হইয়া পড়িতেছি!

নিম্নে গোধন হ্রাসের তালিকা দেখুন;—

বৎসর।	বৃটীশ ভারতের গো-সংখ্যা।
১৯১৭—১৮	১৪৯, ১১২, ০০০
১৯১৮—১৯	১৪৮, ৯০১, ০০০
১৯১৯—২০	১৪৬, ১৬৬, ০০০
১৯২০—২১	১৪৫, ১০৩, ০০০

উঃ! কি ভীষণ ব্যাপার! মানুষের মৃত্যুর তুলনায় ভারতের গোধন ধ্বংসের পরিমাণও বড় সামান্য নহে। ইহার প্রতিকারের কি কোনও উপায় নাই?

বঙ্গে চির দুর্ভিক্ষ লাগিয়াই আছে। এবার মোট ধান্যের চাষ হইয়াছে (আশুধান্য বাদ) ৫কোটী ২৬ লক্ষ ৮২ হাজার ১শত ৭৯ বিঘা। উৎপন্ন ফসল ১৯ কোটী ৭৭ লক্ষ ৭৫ হাজার ১শত ২৫মণ। যদি বঙ্গের লোক সংখ্যা ৪কোটী ৬২ লক্ষ ৮২ হাজার ৬শত ১৭জন হয়, তবে প্রত্যেকের ভাগে পড়ে মাত্র ৪ মন ২০ সের।

সরকারী কয়েদিদের দৈনিক খোরাকী ১৩ ছটাক। একটু কম করিয়া ১২ ছটাক ধরিলেও প্রত্যেকের প্রতিবৎসর প্রয়োজন ৬মণ ২৪সের। ইহার মধ্যে শিশুও আছে। সুতরাং প্রত্যেকের প্রতিবর্ষে মোট প্রয়োজন প্রায় ৩০ সের। তন্মধ্যে আমরা পাই ৪মণ ২০ সের। সুতরাং প্রতিবর্ষে প্রত্যেকের কমপড়ে ১মণ ১০ সের। আশু ধান্য বেশী হয়না, সে জন্য ২০ সের ছাড়িয়া দিলেও প্রতিবৎসর প্রত্যেকের কম পড়ে ৩০ সের। ইহার উপর আবার বিদেশীয় রপ্তানি যে গোদের উপর বিস্ফোট! ধরণী অর্থবলে চিরদিনই উদর পুরিয়া খায় সুতরাং দরিদ্রের অদৃষ্টে অর্দ্ধাশন—অনশন অনিবার্য্য! তাই তাহারা—

অন্নাভাবে শীর্ণ জ্বরে জ্বরে জীর্ণ
রোগে শোকে মৃতপ্রায়!

এ দেশের শতকরা ৫জন মাত্র লিখাপড়া জানে; যারা কোন রূপে স্বীয় নামটী মাত্র লিখিতে পারে, তারাও এই শিক্ষিতের (?) তালিকা ভুক্ত! বাকী ৯৫ জন নিরক্ষর—মূর্খ আর পৃথিবীর অন্যত্র—বহু উন্নত স্থানসমূহে শতকরা

৯৫ জনই সুশিক্ষিত ৫জন মাত্র অশিক্ষিত। আমাদের বার্ষিক আয় জনপ্রতি ২৭৲ টাকা—মাসে ২।০ মাত্র। পাশ্চাত্য ঐশ্বর্য্যশালী দেশসমূহের তুলনায় এ আয় অতি নগণ্য। দরিদ্র আমরা—অনশনে মরিব তাহাতে বিচিত্র কি? তাই আমাদের—

প্রাণ সমতুল, হৃদয় অতুল
অন্ন-বস্ত্রে ক্লেশ পায়।

জন্ম-মৃত্যু অভাব-অশান্তি রোগ-শোক-দুঃখ-দৈন্য ও সুখ-শান্তি প্রভৃতি শুধুই অদৃষ্টাধীন বা দৈব প্রেরিত নহে; উহার মূলে মানুষের কর্ম্মফলও নিহিত আছে। অদৃষ্টের সহিত পুরুষাকারকেও মানিয়া চলিতে হয়। পুরুষাকারহীন অদৃষ্টবাদ অলসতার প্রসূতি—অকর্ম্মণ্যতার রাক্ষসী জননী। এঘোর অদৃষ্টবাদই বাঙ্গালী হিন্দুর এত অবনতির—এত দুর্দ্দশা দুর্গতির—এত অভাব অশান্তির নিদান। অদৃষ্টের সহিত পুরুষকেও মানিয়া না চলিলে এ জাতির আর নিস্তার নাই।

জাগ বাঙ্গালী! উঠ ভাই, হিন্দু মুসলমান! আর আলস্যের মোহনিদ্রায় বৃথা সময় পাত করিও না। ঐ দেখ, আমাদের সম্মুখে কি সুবিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্র পড়িয়া আছে; কাজে লাগিয়া যাও। শিক্ষায়-দীক্ষায় জ্ঞানে-বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত হইয়া—আবার এ দেশকে নিরাময় ও ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ করিয়া আমাদিগকে স্বাস্থ্যময় সুখ-শান্তিপূর্ণ সুদীর্ঘ জীবন ভোগ—রোগ শোক পূর্ণ এধরায় স্বর্গ-সুখ লাভ করিতে—বিশ্ববাসীর দ্বারে প্রকৃত মানুষ বলিয়া পরিচিত হইতে হইবে—অন্যথা এ জাতির চিরবিলোপ ধ্বংসোন্মুখ বাঙ্গালীর পূর্ণ ধ্বংস অনিবার্য্য।

উঠ জাগ সুপ্তসিংহ ঘুমিও না আর,
ঐ দেখ মহাকাল সম্মুখে তোমার।
বাজিছে মৃত্যুর মহা ভীষণ বিষাণ,
অচিরে বাঙ্গালী গৃহ হইবে শ্মশান!

শ্রীবরদাকান্ত ঘোষকবিরত্ন

আচার্য্য-শিষ্য-সংবাদ

(২)

প্রায় বৎসরাধিক কাল যাবৎ বঙ্গজ কায়স্থের যশোহর-সমাজের কতিপয় ধর্ম্মপরায়ণ কায়স্থ-সন্তান ক্ষত্রিয় বর্ণবিহিত (ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে) সাবিত্রী সংস্কার গ্রহণ করেন। তাহাতে ঐ সমাজস্থ দুই একজন ভদ্রলোক মীমাংসিত বিষয়টীর প্রতিবাদ করিতে বরাহনগরে কয়েকটী সভা করেন; দুইখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রচার করেন, সর্ব্বশেষে ক্ষুদ্রকায় একখানি মাসিকপত্রও প্রকাশ করিয়াছেন।

কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্ব বিষয়ের প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া গেলেও তাঁহারা যে প্রতিবাদ উপস্থিত করিয়াছেন, তাঁহাদের সেই সংশয়গুলির নিরাসের জন্য মদীয় পরমপূজনীয় আচার্য্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পার্ব্বতী চরণ তর্কতীর্থ মহোদয়কে ইতঃপূর্ব্বে একদিন প্রশ্ন করি, তাহাতে তাঁহার নিকট হইতে যে সকল উপদেশ পাইয়াছিলাম, গত আশ্বিনকার্ত্তিকের "কায়স্থ-সমাজ" পত্রে তাহাই যথাযথভাবে প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু "উল্টা বুঝলি রাম" দুঃখের বিষয় আচার্য্যদেবের সেই সমস্ত মহামূল্য উপদেশ প্রতিবাদকারীর হৃদয়ে সুষ্ঠরূপে প্রবেশ করিতে পারে নাই। আবার "কায়স্থ-সমাজে"ও জনৈক লেখকেরও কোন কোন বিষয়ে তাদৃশ অবস্থা হইয়াছে দেখিতে পাইলাম! ইনিও যেমন নানাজাতীয় গ্রন্থের নাম করিয়াছেন, কোথায় বা অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন অথচ বিচার মীমাংসার দিকে যান নাই, পূর্ব্বে কথিত প্রতিবাদকারীও সেইরূপ বিচার মীমাংসার দিকে পদার্পণ করেন নাই। অনর্থক পূজনীয় আচার্য্যদেবের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। তাঁহাকে কতিপয় কায়স্থের "অনুগত এবং বৃত্তিভোগী ও ব্যবস্থাপক" বলিয়া লিখিয়াছেন।

কি দুঃখের কথা! কি ভীষণ অসত্যাপবাদ! যিনি জীবনে কখনও কোন কায়স্থের আনুগত্য করেন নাই, কখনও কোন কায়স্থের বৃত্তি গ্রহণ করেন নাই, তাঁহার প্রতি যিনি এরূপ অনৃত অপবাদ করিতে পারেন, তিনি নিতান্তই কৃপার পাত্র, ইহা ব্যতীত তাঁহাকে ভদ্রভাবে আর কি বলিতে পারা যায়? পরমপূজ্যাস্পদ মহামহোপাধ্যায় আচার্য্যদেব যেমন

ব্রাহ্মণ-সভার কোন সম্পর্ক রাখেন না তেমনই কায়স্থ-সভারও কোন ধার ধারেন না। জ্ঞানী, সৎ, বিদ্বান কোন কায়স্থের সহিত যদি তাঁহার সৌহৃদ্য থাকে, তাহাতে কি তাঁহাকে তাহার অনুগত বা বৃত্তিভোগী বলিয়া কোন স্থিরধী ব্যক্তি বলিতে পারেন? পূজনীয় আচার্য্যদেব কায়স্থের ক্ষত্রিয়তায় নিঃসংশয়িত হইয়াছেন বলিয়াই তাঁহার এই অকৃতি অন্তেবাসীকে উপদেশ করিয়াছেন। যদি কোন কৃতবিদ্য মীমাংসক কায়স্থকে ক্ষত্রিয় ভিন্ন স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া বুঝাইয়া দিতে পারেন তাহা হইলে সেই স্বাধীন-চেতা নির্ভীক নির্লোভ মহাত্মা তন্মুহূর্ত্তেই কায়স্থের ক্ষত্রিয়তার সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিবেন; তাহাতে লোকে যদি তাঁহাকে নিন্দাও করে, তাহাতে তিনি দৃক্‌পাত করিবেন না—যেহেতু তিনি স্তুতি নিন্দার ভয়ে কখনও সত্যের মর্য্যাদা রক্ষায় পশ্চাৎপদ হননা।

আচার্য্যদেব জাতি ও বর্ণ দুইটীকে এক পদার্থ বলায় অর্থাৎ স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ না করায় এবং স্বতন্ত্রবাদীর মতের অনুকূলে প্রমাণ প্রয়োগ না দিয়া শাস্ত্রের নিগূঢ় রহস্য ভেদে অসমর্থ বিধায় যাঁহারা প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাঁহাদের সংশয়চ্ছেদের জন্য আবার উপদেশ প্রার্থনায় আচার্য্যচরণে নিবেদন করিলাম যে সাধারণতঃ লোকে, চণ্ডাল জাতি, কৈবর্ত্ত জাতি, বৈদ্য জাতি ও মূর্দ্ধাভিষিক্ত জাতি ইত্যাদি রূপে জাতি শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু চণ্ডাল বর্ণ, কৈবর্ত্ত বর্ণ, বৈদ্যবর্ণ ও মূর্দ্ধাভিষিক্ত বর্ণ ইত্যাদি রূপে সচরাচর ব্যবহার করেনা, ইহাতেই সংশয়ীদের ধারণা হইয়াছে জাতি ও বর্ণ দুইটী স্বতন্ত্র পদার্থ। ইহা সত্যকি?

আচার্য্য। জাতিবর্ণ ও একই পদার্থ। ঘট কলসের মত সাধারণের নিকট (বিশেষতঃ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের নিকট) স্বতন্ত্র বলিয়া ব্যবহার হয় মাত্র, কিন্তু মন্বাদি শাস্ত্রের প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেই ঐ বিভিন্নতা জ্ঞান অর্থাৎ ভ্রম দূর হয়। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র বাবু প্রভৃতি ঐ ভেদাভেদ সম্বন্ধে ততদূর পর্য্যালোচনা করেন নাই, কারণ তাঁহাদের মুখ্য ক্ষত্রিয়তাবাদ সম্বন্ধে, ঐ ভেদাভেদে কিছু মাত্র আসে যায় না, অতএব তাঁহাদের ততদূর লক্ষ্য ছিল না।

শিষ্য। মনুতে ঐ জাতি ও বর্ণের অভিন্নতা সম্বন্ধে কিরূপ প্রমাণ আছে তাহা উপদেশ পাইতে ইচ্ছা করি।

আচার্য্য। মনুর ১০ম অধ্যায়ে ৪ সংখ্যা "নাস্তিতুপঞ্চমঃ" ইত্যন্ত শ্লোকে কুল্লুক ভট্ট বলিয়াছেন "পঞ্চমঃ পুনর্ব্বর্ণো নাস্তি সঙ্কীর্ণজাতীনাং তু অম্বষ্ঠবৎ

মাতাপিতৃ ব্যতিরিক্ত জাত্যন্তরত্বাৎ নবর্ণত্বং, অয়ঞ্চ জাত্যন্তরোপদেশঃ শাস্ত্রে-সংব্যবহরণার্থঃ" অর্থাৎ পঞ্চম বর্ণ নাই কিন্তু সঙ্কর জাতির মাতা পিতা ব্যতিরিক্ত অম্বষ্ঠের মত জাত্যন্তরবশতঃ বর্ণত্ব নাই। জাত্যন্তর (অন্যজাতি) বলা হইল, 'শাস্ত্রে ব্যবহারার্থ' এই কুল্লুকের অনুবাদ। ইহাতে যে 'ব্যবহারার্থ' অন্য জাতি বলা হইল তাহাদ্বারাই কি বর্ণসঙ্করের ভাক্ত জাতি ভিন্ন প্রকৃত জাতি বারণ করা হইল না? যদি বর্ণসঙ্করেরও প্রকৃত জাতি থাকিবে তবে ব্যবহারার্থ বলিবার কি প্রয়োজন ছিল?

শিষ্য। প্রকৃত মনু বচন দ্বারা (টীকা দ্বারা নহে) ঐ জাতি বর্ণের একতাপ্রতি-পাদিত হয় কি না?

আচার্য্য। মনুর ঐ ১০ম অধ্যায়েরই উহার পরের শ্লোকে অর্থাৎ ৫ম শ্লোকে "জাত্যাজ্ঞেয়া স্তএবতে" অর্থাৎ জাতি বিশিষ্ট যাহারা, তাহারই বর্ণ এইরূপ আছে সুতরাং "লতা যাতি" লতাটি যাইতেছে, "রথোগচ্ছতি" রথ চলিতেছে "গগনং পশ্যতি" আকাশকে দেখিতেছে ইত্যাদি স্থলে যেমন লতা, রথ ও আকাশের কর্ত্তৃত্ব, কর্ম্মত্ব ভাক্ত, সেইরূপ বর্ণসঙ্করের ও ভাক্ত জাতি। প্রকৃত পক্ষে উহাদের জাতি বা বর্ণ কিছুই নাই। বিশেষতঃ জাতি বর্ণ এই দুই পদার্থ স্বীকার না করিয়া অভিন্ন বলিয়া ঘট কলসের মত একজাতি স্বীকার করা লাঘব। অদৃশ্য অনেক পদার্থই লঘু গুরু বিচারে স্থির হয়।

শিষ্য। ভাক্ত, আরোপিত বা উপদিষ্ট এইরূপ ভাষা বোধ হয় অনেকেরই বোধগম্য হইবে না। সে যাহাই হউক বর্ণও ভাক্ত আছে কি? অর্থাৎ বর্ণ নয় অথচ বর্ণ বলিয়া শাস্ত্রে কোথাও পাওয়া যায় কি না?

আচার্য্য। তাহা আছে বৈ কি। মনুর ১০ম অধ্যায়ের ৩১ শ্লোকে "বর্ণান্ পঞ্চদশৈবতু" অর্থাৎ পঞ্চদশ বর্ণ, এই পঞ্চদশটা বর্ণ ভাক্ত ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারেনা। অতএব ভাক্তবর্ণ বা ভাক্ত জাতির কথা অনেক স্থলেই পাওয়া যায়। "বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ" এই বর্ণ শব্দও ভাক্ত, তাহা না হইলে বর্ণসঙ্করের কি ব্রাহ্মণ গুরু নয়, এইরূপ ঐ বচনের তাৎপর্য্য।

শিষ্য। বঙ্গীয় কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়তা বিষয়ে যে আপনি সেইদিন 'অনুমান' কথাটীর প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাতেও সাধারণ লোকের মনে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, কারণ অনুমানকে তাহারা আন্দাজী বলা মনে বুঝিয়া থাকে।

আচার্য্য। পৌরাণিকগণ 'সম্ভব' বলিয়া যে একটা প্রমাণ মানেন, সাধারণ লোকে তাহাকেই 'অনুমান' বলিয়া ভাবে, প্রকৃত পক্ষে প্রত্যক্ষ প্রমাণের পরেই

অনুমান প্রমাণ। একমাত্র চার্ব্বাক্ ভিন্ন সকলেই অনুমান মানেন শব্দ প্রমাণও অনুমানের নিম্নস্থ, কারণ কণাদ ও সুগত, শব্দ প্রমাণকে মানেননা। "প্রত্যক্ষমেকং চার্ব্বাকাঃ কণাদ সুগতৌ পুনঃ, অনুমানঞ্চ তচ্চাপি সাংখ্যঃ শব্দঞ্চ তে উভে তাবৈকদেশিনো প্যেবং উপমানঞ্চ কেবলং। অর্থাপত্ত্যা সহৈতানি চত্বার্য্যাহঃ প্রভাকরাঃ। অভাব ষষ্ঠান্যেতানি ভট্টাবেদান্তিনস্তথা, সম্ভবৈতিহ্য যুক্তানি তানি পৌরাণিকা জগুঃ।" সে যাহা হউক সাধারণ লোকের জন্য বা যাঁহারা বুঝিয়াও স্বার্থান্ধতার নিমিত্ত স্বীকার করেন না তাহাদের প্রবোধার্থ পূর্ব্ব প্রকাশিত "আচার্য্য-শিষ্য-সংবাদ" নহে। অভিজ্ঞ লোকে নিরপেক্ষ ভাবে দেখিয়া বিচার করুন এই অভিপ্রায়েই সেই সময়ের প্রশ্নাবলীর উত্তর করা হইয়াছিল।

শিষ্য। যিনি হিন্দু শাস্ত্রের প্রতি প্রথমে অগাধ বিশ্বাসের কথা বলিয়া স্বমত স্থাপনাবসরে আপনার নির্দ্দেশিত মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের সার্ব্বদেশিক অপ্রতিষ্ঠার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া আচার্য্যের প্রতি ঈঙ্গিত করিয়াছেন, পরন্তু স্বমত অক্ষুণ্ণ রাখিতে শাস্ত্র বাক্যে অবহেলা করিয়াছেন; তাঁহাকে কি উপায়ে মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রের প্রদেশ বিশেষের প্রতিষ্ঠার কথা বুঝাইয়া দিব?

আচার্য্য। মহানির্ব্বাণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সর্ব্বদেশে কি কোন এক দেশে তাহা শৈব বিবাহ জাত সন্তানের জাতিবিচার প্রসঙ্গে জানিতে পারিবে। ঐ তন্ত্র সম্বন্ধে আমার পূর্ব্বকথিত স্থানটী পুনরায় পাঠ করিলেই সংশয়ীর আর সংশয়িত হইবার সম্ভাবনা নাই; আজ আর তৎসম্বন্ধে কিছু বলিব না। শ্রীপ্রমোদেশ্বর সেন।

ইংলণ্ডের পথে

(পত্র)

(১)

পাটনা।
১৬ই জুলাই।

শ্রীচরণ কমলেষু,

বাবা,

মা নিশ্চয়ই ছাড়বার পর আমার কি রকম মনে হ'ল জান্‌তে উৎসুক হয়ে থাক্‌বেন—আর সকলেও বোধহয় তাহা জান্‌তে চাইবেন। আমার অনেক দিন বড়ই মনে মনে সেই চিন্তা হ'ত।

কাল ছাড়্‌বার ঠিক সময় সকলের সঙ্গে handshake কর্‌তেই তো শেষের কয় মিনিট কেটে গেল। সেই সময় No 3. platform এ দিদিমা ও মাকেও একবার দেখলাম। যতক্ষণ ট্রেণ থেকে সকলকে দেখা যাচ্ছিল ততক্ষণ তো দাঁড়িয়ে দেখলাম, তারপর বসে এক এক করে সকলকে মনে পড়তে লাগল। রাজার কথা খুব মনে হতে লাগল; আর বাড়ীর ও ভবানীপুরের সকলের কথা ও ষ্টেশনে যারা এসেছিল তাদের কথা মনে হতে লাগ্‌ল ও যাতে সকলে ফের ফিরে এসে এই রকম ভাবেই পাই, ইচ্ছা হতে লাগল।

মা কি করলেন? দিদিমাই বা কি করলেন? আর সকলেই বা কে কি কর্‌লেন?

নানা রকম কথা মনে কর্‌তে কর্‌তে মনে হ'ল যে হেমবাবু ও কবিরাজ মহাশয়ের কোচমান সহিসকে বোধহয় কিছু দেওয়া উচিত ছিল—যদি তাহা উচিত মনে করেন আপনি আমার নাম করে দেবেন। আপনার ছড়ি ও ছাতার সঙ্গে রমণের দেওয়া ঝাল্‌দার একটা লাঠি আছে, সেটা যত্ন করে রাখবেন—যেন না হারায় বা ভাঙ্গে।

—কে আমি আমার painting boxটা use করতে দেব বলেছিলাম (কাঠের বাক্সে আমার কাগজ পত্রাদির সঙ্গে আছে)—সেটা তাকে দেবেন—কিন্তু বাক্সটা যেন ফেলে না দেয়, রংগুলি শেষ হয়ে গেলে বাক্সটা তুলে রাখবেন। ওটা আমার prizeএর। কাঠের বাক্সে আমার ষ্ট্যাম্প্‌ collection আছে—loose-stamp যেন গোকায় না কাটে বা না হারায়।

এখানে ট্রেণ ৫।৬ মিনিট late পৌঁছেছিল। তখন আমার পাইখানা ও মুখ ধোয়া হয়ে গেছে। ষ্টেশনে গাড়ী ছিল। একবার Eucalyptus খেয়েছি।

কাল রাত্রি ১১টা অবধি নানা চিন্তায় ঘুম হয় নি। অবশ্য আমি কাঁদিনি—সেটা আমাদের কেমন সহজে আসে না। কষ্ট কিন্তু খুবই হচ্ছিল। ১১টার পর অল্প অল্প ঘুম হইয়াছিল কিন্তু একটানা ২ ঘণ্টার বেশী একবারও নয়। ট্রেণের দু'জন Kiulএ নেবে গেল, তারপর আমি নামিলাম। এখন দুধ খাব।

Influenzaর ছিট চল্‌ছে। সর্দ্দি খুব কম—স্নান অল্প করেই করব। আর বেশী কি লিখব?

ইতি—

আপনাদের স্নেহের জীমূতবাহন।

(২)

বোম্বাই মেল।

মোগলসরাইর পর।

রাত্রি ৪॥টা।

শ্রীচরণেষু :—

বাবা,

এখন আর ঘুম হচ্ছে না, কাজেই চিঠি লিখতে বস্‌লাম। চিঠির কাগজ অনেক নীচে, তাই যাতা ছেড়া কাগজ ব্যবহার করছি।

আজ সকালে দশটার সময় ভাত, কড়াইয়ের ডাল, মৌরলা মাছ ভাজা, আলু ভাজা, বড়ির অম্বল ও একটা রসগোল্লা খেয়েছি। কত দিন এসব খেতে পাবোনা তারপর খানিকক্ষণ ছোট কাকার বিছানায় ঘুমুতে চেষ্টা করে ঘণ্টা ২৷৷০ ঘুমিয়েছি। ঘুম একটানা হয় নি—মধ্যে মধ্যে ভেঙ্গে যাচ্ছিল—বাঁকীপুরে বড় গরম। মাছির জ্বালায় অস্থির। মশারি ফেলে ঘুমুতে হয়েছিল। সর্দ্দি খুব কম, Eucalyptus তিনবার খেয়েছি। বিকালে ৫টার সময় লুচী, মাছের ডালনা, (আলু পটল দিয়ে), আলু ভাজা, ১টা মিহিদানা ও ক্ষীর খেয়ে সেখান থেকে রওনা হয়েছি। ষ্টেশনে ঘরের গাড়ীতেই এসেছিলাম—কাকারা ও দাদা বাবু তুলে দিতে এসেছিলেন।

সকালে ট্রেণের নাড়ানীতে ভাল বাহ্য হয়নি—বাঁকীপুরে সামান্য হয়েছিল। পুনরায় ট্রেণে রাত্রি ১২॥ টায় ও মোগলসরাইয়ে ৩॥ বাহ্য ভালই হইয়াছিল এখন পেট খালিও হয়েছে।

বাঁকীপুরে ট্রেণ আস্‌তে ½ ঘণ্টা দেরী হয়েছিল। ৭½টা থেকে ১১½টা অবধি অল্প অল্প ঘুমিয়েছি। সেই ট্রেণে এক সাহেব বেশধারী আমাকে উঠতেই ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করলে যে আমি বিলাত যাচ্ছি কি না। সে দিন হাওড়ায় আমাদের দেখেছিল—বল্‌ছিল যে অনেক ladies & gents

তোমাকে see off করতে এসেছিল। সে সেই ট্রেণে Jhajhaতে নেমেছিল। কিন্তু সে যে কোন দেশীয় বুঝতে পারলাম না। ইংরাজী মিশ্রিত বলে প্রায় কিন্তু উচ্চারণ খারাপ (U. P. manএর মত), খেলে মোটা মোটা রুটী. অথচ ইংরাজীতে সর্ব্বদা কথা বলে ও সঙ্গে বন্দুক আছে। খিরিঙ্গি বলেও একবার মনে হল—আবার মুসলমানও হতে পারে। সঙ্গে মুসলমান খানসামা। সেও বিলাত যাবে, তবে এ জাহাজে নয়।

সেই ট্রেণে অন্য compartmentএ এক সাহেব আমাদের সহযাত্রী যাবে—trunkএ label থেকে বুঝ্‌লাম। অতি অসভ্য—আমরা (আমি ও একজন) মোগলসরাই ষ্টেশনে platformএ easy chairএ বসেছিলাম, সেই chair বেয়ারা দিয়ে চেয়ে পাঠালে—আমাদের ছোট চেয়ারে বস্‌তে বলে। অবশ্য আমরা দিই নাই।

আর এক compartmentএ এক মুসলমান, বোধ হয় আমাদেরই সহযাত্রী যাবেন, অনেকে see off করতে এসেছিল—Dinaporeএ অনেক মুসলমান তারই সঙ্গে দেখা করে গেল। Buxar এ আর এক জন সাহেব বেশধারী জিজ্ঞাসা করলে Cambridgeএর কথা, সে Cambridge যাবে। সে তো এখানেই whisky soda খেতে খেতে যাচ্ছিল। আমাদের চেয়ে অনেক বড় বোধ হয়। ও ট্রেণে কিছু খাই নি। মোগলসরাইএ ১৩ মিনিট lateএ পৌছে। গল্প করে কাটান গেল। কাশী থেকে কিছু ডালমুট প্রভৃতি এসেছিল,সামান্য খেয়েছি। সেখানে একবারের কুলীভাড়া আমার কাছে চেয়া ছিল না। অনেক কষ্টে ৪ পয়সা খরচ করে ১৲ টাকা ভাঙ্গিয়েছি। Reserveএর ব্যবস্থা ছিল কিন্তু upper borth ছাড়া কিছুই পাওয়া যায়নি; এক lowerberthএর একটিকিট আমায় দিয়েছে। সন্দেশ কাল অবধি মোটে খবর হয়নি; অর্দ্ধেক কাশীর বন্ধুটীকে দিলাম। আমি (ছোট ৫টা) একটা নেকড়ায় বাধিয়া সঙ্গে নিলাম।

আজ বড় দিদিমণির কথা মনে পড়েছে। আপনাদের খবর কি? প্রণাম জানিবেন ও মাকে জানাইবেন। খুষী কি করছে? ভুষী কেমন আছে? ইতি।

স্নেহের জীমূত বাহন।

(৩) বোম্বাই মেল।
নর্সিংপুর।
১৭ই জুলাই, বেলা ৩॥ টা।

শ্রীচরণ কমলেষু,

মা, কাল সকালে ও শেষ রাত্রে বাবাকে চিঠি লিখেছি। দ্বিতীয় চিঠি মির্জাপুরে post করেছি—এটা Itarsi তে post করতে চেষ্টা কর্‌ব। সে চিঠিতে বাবাকে লিখেছি যে upper berth পেয়েছি কিন্তু Cheoki তে একজন সাহেব (তিন জনের মধ্যে) নেমে যাওয়াতে lower central berth টাই আমি নিয়েছি। সঙ্গের অন্য দুই সাহেবই Chinar যাত্রী, Bombay অবধি যাবে। একজন 3rd cabin এ ও অপরটী 2nd open cot. দু'জনেই ব্যবহারে বেশ ভদ্র, বিশেষ প্রথমটী। দ্বিতীয়টীর কিন্তু একটী অভ্যাসের জ্বালায় অস্থির—সে মধ্যে মধ্যে whisky চালিয়েছে। কেহই খুব high class নহে, বড় dirty linen পরে আছে। প্রথমটীর বয়স ২৫।২৬, মদ্যপায়ীটির কিছু বেশী। সকালে কিছু খাইনি bath roomএ আধাস্নান করেছি, কাল পুরান্নানের লোভটা ছাড়িতে পারি নাই, কিন্তু খুব শীঘ্র সেরেছিলাম, কিছু ক্ষতি হয়নি। Sutna Jn এর পরে restaurant car এ breakfast (1st class) করেছি (11' o' clock)। সঙ্গে গিয়ে জুটলেন Mr —, তিনি সুধাবাবুর নাম করে ভাব করলেন। যতদূর আন্দাজ বুঝলাম, তিনি কোন এটর্ণীর ছেলে—দ্বিতীয় বার বিলাত যাচ্ছেন, খাওয়া বেশ পেটভরেই হল—এখনও তেমন জোর খিদে পায়নি।

মোগলসরাই এ নিজের কুঁড়োমির দরুণ কুঁজায় জল ভরা হয়নি। জব্বলপুরে ভরলাম। সেখানে আমাদের এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা হল, তিনি আর একজন বিলাত যাত্রী বাঙ্গালীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।

জব্বল পুরের পর আমি হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। নর্সিংপুরে আসতেই —বাবু ডেকে তুল্‌লেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর স্ত্রীও আমাকে দেখ্‌তে এসে ছিলেন। লুচি টুচি কি দিয়ে গেছেন, এখনও খুলে দেখি নাই।

ট্রেণ মধ্যে থেমেছিল ফের ছাড়ল, কাজেই লেখা আবার খারাপ হবে।

হাঁ, Mr—বড় চালিয়াৎ—আমার বেশ ভাল লাগেনা। তোমার dressing table এর পর আমার সেই মুখের ব্রণর lotion খানিকটা আছে —খারাপ হয়ে গেছে—ফেলোদও।

আজ সমস্ত দিন মধ্যে মধ্যে ঘুমিয়েছি—একটু পড়েছি। ট্রেণ packed—সাতজন বাঙ্গালী সহযাত্রী আছেন। তার মধ্যে এক জনের (কে জানিনা) সঙ্গে আমার একবার সঙ্গীত সঙ্ঘের concert এ আলাপ হয়েছিল। বিলাত যাত্রী অনেক। বাঙ্গালী বেশধারী আমি ও Mr—। Jubbulpore এ এক soldier আমাদের compartment ঐ উঠেছে, বোধ হয় Bombayর আগের mail station কল্যাণ অবধি যাবে; আমার সঙ্গে কোন কথা হয় নি, তবে আভাসে বুঝলাম।

বাহ্য আজ হয়নি, সর্দ্দি খুবই কম। Eucalyptus দুবার খেয়েছি, আর একবার খাব।

তুমি কেমন আছে? তার মুখের ঘা কি রকম? জ্বর কি চলছে? খুসীর খবর কি? ছোট দি কবে শ্বশুর বাড়ী যাবে? বড় দি কেমন? জ্বর কমিয়াছে কি? তুমি কেমন আছ? আজও বোসের ওখানে যাও কি? বাবা ও বাড়ীর অন্যান্য সকলে কেমন আছেন? মামার বাড়ীর খবর কি?—সেরে উঠেছেতো?

এ দিকেতো সকাল থেকে নাগাড় বৃষ্টি হোয়েছে, ও দিকে কি রকম? যেন একটু পরিস্কার হইয়াছে—রোদ উঠছে।

—মামা ও অন্যান্য সকলকে লিখেন যে আমার লিখিবার সময় ছিলনা। —মাসীমাকে লিখতে ভুলোনা।

এখন আর কিছু মনে আসচেনা প্রণাম জানিবে ইতি। তোমার স্নেহের

জীমূতবাহন।

শ্রীচরণ কমলেষু— (৪)

বাবা,—বাবুর আফিসে বসে লিখ্‌ছি। তিনি আমাকে lunch খেতে বল্লেন। আধ ঘণ্টা বসে যাব। ৩টার সময় একবার Bandra যেতে হবে—বাবুর ইচ্ছা। সেই সময় জিনিষগুলিও রেখে আস্‌ব—তার list পরে পাঠাব।

এখন বাল মাকে চিঠি লেখবার পরের কথাই লেখা যাক। প্রথম তো তা'তে লিখেছিলাম যে ৩বার Eucalyptus খাব—কিন্তু তৃতীয় বারে খেতে ভুল হয়ে গেছে। আজ একবার Eucalyptus খেয়েছি, আর দুবার খাব বলে ইচ্ছা আছে। সর্দ্দি খুব কম। কাল চিঠি লিখে উঠে ৫টার সময় লুচি, আলু ছেঁচকি ও আলুর দম, ৪খানা কচুরী (ছোট) ও একটা নারিকেল লাড়ু খেলাম। সবই নর্সিংপুরে পাই। অনেক লুচী প্রভৃতি বাকী ছিল—সহযাত্রী

বাঙ্গালীদের দিলাম, তাঁরা বেশ আনন্দে খেলেন। তাঁদের মধ্যে কাল যে Mr.——এর কথা লিখেছিলাম, তাঁর নাম Mr.……বাবু চেনেন। ……বাবুর এক মামা ও আরও জন ছয়েক বাঙ্গালীও যাচ্ছেন। কাল বাকী সময় গল্প গুজব ও কতক পড়াশুনা করে কাটান গেল। রাত্রি নয়টার পর ২টা আম, ৪টা রসগোল্লা ও একটা সন্দেশ খেয়ে কাটালাম। কাশ্মীর চম্ চম্ ভাল না বলে যেতে পারলাম না। রাত্রে বেশ ঠাণ্ডা পড়েছিল, তায় আবার সাহেবরা fan চালালেন, (blanket গায়ে দিয়ে) কাজেই বালাপোষ গায়ে দিয়ে ঘুমালাম। ঘুম মন্দ হয় নি। ৪টার সময় ঘুম ভাঙ্গিল, আর বিশেষ হয় নি। ৫টার আগেই উঠে পাইখানা সেরে আধা স্নান করা গেল। সকালে জল খাই নাই, কারণ জব্বলপুরের জলে কি একটা গন্ধ। কাল রাত্রে সেই জন্য জল সাধারণ অপেক্ষা কম খেয়েছি।

আজ সকাল বেলা প্রকৃতি-দেবীর শোভা উপভোগ করতে করতে আসা গেল। নানা রকমের পাহাড়—কোনটা তেকোণা, কোনটা বা উপরটা সরু থাকের মত, কোনটা গোল, বেশ নানা রকমের গাছপালায় ভর্ত্তি। কোথাও শালের বন, কোথাও লম্বা লম্বা তালগাছ, শুদ্ধ মাথায় একটী করে পাতা, অন্যত্র বন। দেওলালি ষ্টেশনের আগে থেকে পাহাড়ে হাওয়া দিতে লাগল, আর পাহাড়ের গায়ের ছোট বড় ঝরণা গুলি বড় সুন্দর। দেওয়ালির কাছে বাড়ীগুলি বড় সুন্দর, দেখতে, টিনের ছাদ। দেওয়ালি পৌঁছে টিন্ধেরিয়া প্রভৃতির মত মনে হয়। তারপর ক্রমেই পাহাড়ে উঠতে লাগলাম, আর পরের পর ৮।১০টা বড় tunnel পেরোতে লাগলাম। ছোট tunnel ও ৭।৮টা পাহাড়ের উপর থেকে দূরে সমতল ভূমি—সবুজে ঢাকা—বড়ই ভাল লাগছিল। মধ্যে একটী নদী এঁকে বেঁকে চলেছে, জলটা ঝক্‌মক্ করছিল। দূরের পাহাড়গুলি মেঘে ঢাকা, কোনটার শৃঙ্গ, কোনটার তলা দেখা যায়। নদীটার উপর অনেক বার রেলের লাইন গেছে।

আজ বড় তাড়াতাড়ি তাই এখানেই শেষ কচ্ছি। আপনাদের খবর দেবেন। Watson'sএ জায়গা ছিল না Great Western ও Majestic দেখে অবশেষে Appoloতে উঠেছি। ঘর ভাল। খাওয়ার কথা পরে জানাব। প্রণাম জানিবেন। ইতি—

আপনাদের স্নেহের
জীমূতবাহন।

(৫)

খ্যাপলো হোটেল,
বোম্বাই, ১৯এ জুলাই।

বড়দি,

এতদিন বাবা ও মাকে চিঠি লিখেছি, সব খবরই পেয়েছ।

পাটনা ও মোগলসরাই থেকে তার করিনি ব'লে মা ও তুমি হয়ত রাগ করেছ। কিন্তু বৃথা খরচ। বাবা এক রকম বলেই দিয়েছিলেন যে বোম্বাই গিয়ে কোথায় থাক একটা তার করো—আর এও বলে দিয়েছিলেন যে তাও দরকার ছিল না, তবে জ্বর একেবারে ছাড়্‌বার আগেই চলে এসেছি তাই।

এই হোটেলে উঠেছি তা তার কাল করেছি। বাবা ঠিকই বলেছিলেন যে মধ্যবিত্ত লোকের বড় লোকের অতিথি হওয়া ঠিক নয়, আর হোটেল বড় স্বাধীনতাও সুখ। মধ্যবিত্ত লোকেরও যদি অতিথি হতুম, তাদের আদরের ঠেলায় অস্থির হতুম।

কাল প্রায় বেলা ১২টায় এখানে এসে উঠেছি। বেশ ভাল ঘর পেয়েছি। এখানে কাল lunch খাইনি, কারণ—বাবু আমাকে Brandon Restaurant এ নিয়ে গিয়েছিলেন। সন্ধ্যার পর এখানে খেয়েছি। বেশ খাওয়ায়। সস্তাও বোধ হয়। ২৪ ঘণ্টার জন্য ১২৲ টাকা মাত্র।

এখানে ঘর ঠিক করেই—বাবুর সঙ্গে দেখা করি ও King King'দের ওখানে যাই। তারপর lunch করে এখানে ফিরে এসে সব জিনিষ যা ফেলে যাবো তা নিয়ে—বাবুর বাড়ীতে গেলুম। সে এখান থেকে রেলে যেতে এক ঘণ্টা। সহরে থাকা সহজ নয়।—বাবুর বাড়ীতে প্রায় দেড় ঘণ্টা ছিলুম। সমুদ্রের হাওয়া বড় সুন্দর সেখানে। Colaba থেকে সেখান পর্য্যন্ত বরাবর রেল থেকে সমুদ্র দেখা যায়। এক যায়গায় লম্বা এক সার নারিকেল গাছ—এত কাছাকাছি যে পাতায় পাতায় সব ঠেকে আছে। বড় সুন্দর দেখতে।

সেখান থেকে ফিরে এসে ৮॥টায় dinner খেয়ে প্রায় ১০টা ৪৫ মিঃ শুলুম।

মাকে বোলো যে আজ দুবার বই Eucalyptus খেতে পারিনি, কারণ সুযোগ পাইনি—হোটেলে অসুখটা ছিল, আর এত কম সময় হোটেলে ছিলাম যে দুবারের বেশী খেতে গেলে বড় কাছাকাছি খাওয়া হোতো।

এখানের সব বাড়ীগুলো প্রায়ই খুব বড় এবং দেখ্‌তেও ভাল—কোন কোনটীর গোল towers আছে, কোন কোনটী Gothic. Victoria

Terminus ষ্টেসনটী চমৎকার ও খুব বড়। এখানের tram car গুলো খুব লম্বা লম্বা এবং শ্রেণী ভাগ নেই। কিন্তু রাস্তা গুলো বড় নোঙরা ও বড় ধূলা। বোধ হয় জল দিবার ব্যবস্থা নাই বলিয়া ধূলা বেশী। এখানে কলিকাতার চেয়ে মোটর কার্ ঢের বেশী। ট্যাক্সি কম এবং গাড়ী ভাড়া অত্যন্ত বেশী। দুই শ্রেণীর গাড়ী নাই। ভাড়া প্রথম ঘণ্টা ১৸০, তাহার পর বরাবর প্রতিঘণ্টা ১৲। সকল জিনিষেরই দাম বড় আক্রা এবং এখানের খাওয়া দাওয়ার খরচ অসম্ভব রকম বেশী। শুনছিলুম যে এখানে কলিকাতার চেয়ে ২০ গুণ হইতে ৪০ গুণ বাড়ী ভাড়া এবং বড় বড় বাড়ীগুলো ৩০।৪০ লাখে বিক্রয় হয়—আমারও মনে হয় সে বাড়ীগুলো কলিকাতায় ৫।৬ লাখে বিক্রয় হয়।

বাবাকে বোলো যে King King দের কাছ থেকে জাহাজের টিকিট পেয়েছি এবং তাহাদের বলে দিয়েছি, তাঁহাদের বিলেতের শাখায় শীঘ্র আমার হিসাব পাঠিয়ে দিতে।

আর সময় নেই। কাপড় চোপড় পর্‌তে হবে ও সব জিনিষ গুছিয়েনিতে হবে। আ-ভুবি কেমন আছে? ভাল আছে আশা করি। ছোটদি কোথায় এখন? দুষ্টুটা কেমন? অপর সকলে কেমন!

আমি অপেক্ষাকৃত ভাল আছি। মাকে বলো কোন চিন্তা নেই।

ভালবাসা জেনো। ইতি—

তোমার দাদা।

পুঃ—ছোটদিকে বোলো শীঘ্র তাকে লিখ্‌বো।

(৬)

জাহাজ থেকে

২১শে জুলাই।

শ্রীচরণেষু

বাবা, ক'দিন ধরে আপনাকে চিঠি লিখব মনে করচি কিন্তু লেখা আর হয়ে উঠছে না। প্রথমে তো আমি আপনাকে...বাবুর কাছে যে জিনিস রেখে এসেছি তার লিষ্টটা দিই নাই। তা' এই :—

১টা বালিস, ১খানা দেশী কালপাড় ধুতী, ২টা বালিসের ওয়াড়, ১খানা গামছা ১ টিন ও ২টা পাথরের বাটী (———শ্বশুরের), ১ ভূটিয়া চাদর।

সেদিন তো হোটেল থেকে King King এর লোক জিনিসপত্র নিয়ে জাহাজে তোল্‌বার ব্যবস্থা করলে। তারপর একবার Pier এ গিয়ে আমি ...বুর taxiতে Victoria Terminusএ গেলাম। সেখানে H. S. Kingএর ...খানা, আর মার একখানা চিঠি পেলুম। মার চিঠির জবাব পরে দিব। ...Health Examinationএর সময় আমার pulse দেখে জ্বর সন্দেহ করে ...emperature নেয়, তারপর ছেড়ে দিলে। Temp মুখে 98.6° ...য়েছিল।

...জাহাজে উঠে তাড়াতাড়িতে ফের telegram করতে পারলাম। ১২টায় ...াহাজ ছাড়িল ২টার সময় lunch পেলাম। তার পর আর কিছু খেলাম ...া। বিকাল থেকে পেট গুলতে আরম্ভ করলে। রাত্রি বমি হইল ২ বার।

আপনার স্নেহের

জীমূতবাহন

(ক্রমশঃ)

সামাজিক যৎকিঞ্চিৎ

রাজা পরমানন্দ রায় সমাজ-সংস্কার আরম্ভ করিলে, কুলীনদিগের মধ্যে ...গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় কতক চন্দ্রদ্বীপ হইতে বাজুদেশে আসিয়া ...াস করেন। এই সামাজিক বিপ্লবের সময়ে বাজুদেশে নূতন সমাজ সংস্থাপিত ...য়। রাজা পরমানন্দের পূর্ব্বে বঙ্গজ কায়স্থ-সমাজে প্রচলিত কুলবিধির যাহাতে ...পরিবর্ত্তনে বাধা প্রদান করা যায় সেই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া কতিপয় ...কুলীন-সন্তান চন্দ্রদ্বীপ-সমাজ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে সমাজ স্থাপনে যত্নবান ...ন। বাজু-সমাজে আগত কুলীনদিগের মধ্যে রাজা পরমানন্দের পুত্র বঙ্কু ...ঠাকুর ছিলেন।* বঙ্কু ঠাকুরের বংশ বাজু-সমাজে সুপ্রসিদ্ধ। থাক মিত্র বংশীয় ...ানন্দ মিত্র (শ্রীরাম খাঁ) ও বাজুদেশের প্রধান জমিদার গুণরাজ খাঁ বাকলার ...মহারাজ দনুজমর্দ্দন দেবের প্রায় সমসাময়িক ছিলেন। তৎকালে গুণরাজ খাঁ ...ীয় অসামান্য প্রতিভা গুণে বাজুদেশের অধীশ্বর 'রাজা' খ্যাতি অর্জ্জন করেন।

* 'বঙ্কুঠাকুর' নামে রাজা পরমানন্দের কোন পুত্র বা বংশধর ছিলেন, ঘটক বা স্বর্ণমাত্যের ...ে দৃষ্টি হয় না, এই বঙ্কু ঠাকুরের বর্ত্তমান বংশধর কোথায়, কাহারা, লেখক দয়া করিয়া ...িস্তারিত লিখিবেন। কাঃ সঃ সং

এই সমস্ত বংশ সম্বন্ধে এঅঞ্চলে একটী ছড়া প্রচলিত আছে,—যে "কর, কাহিনী কাশ্যপ, এই তিন বাজুর অধীশ্বর।" কাহিনী ও কাশ্যপ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজে সুপরিচিত। গুণরাজ খাঁও তদীয় বংশধরগণ এবং থলসীর শ্রীবৎসরাজ রায় বাজুদেশের নানাস্থানে কুলীন কায়স্থ স্থাপন করায় বাজু-সমাজ কোন কোন বিষয়ে চন্দ্রদ্বীপের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠে। পাঠান ও মুঘল রাজত্ব সময় এই সমাজস্থ কায়স্থদের প্রতিপত্তি বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। কুলীনদিগের মধ্যে আশ ও নীলাম্বর গুহবংশীয় কায়স্থ সন্তানগণ অশেষ ক্ষমতাশালী হন। যশোহর-সমাজের ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পূর্ব্বপুরুষ রামচন্দ্র গুহনেয়োগী বাকলা হইতে যশোহরে যান এবং তদ্বংশীয় বসন্তরায় কর্ত্তৃক আনুমানিক ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে যশোহর-সমাজ সংস্থাপিত হয়। পূর্ব্বে বর্ণিত বিষয় অখণ্ডনীয় প্রমাণ রূপে গ্রহণ করা যায় না। কারণ আশগুহের বংশ চন্দ্রদ্বীপ সমাজে নাই। বাজু সমাজে আশ গুহ বংশীয় কায়স্থ অনেক স্থানে আছে। এতদ্দেশস্থ আশগুহবংশ ও যশোহরের রাজ বংশ একই বংশ সম্ভূত এরূপ কথা বাজুসমাজস্থ অনেকেই অবগত আছেন। আশ, বিদ, বিন গুহ বংশ যশোহর ও বাজুতে মাত্র দৃষ্ট হয়। অন্য কোন সমাজের সহিত এরূপ সামঞ্জস্য বিরল। 'নিয়োগী' উপাধি চন্দ্রদ্বীপ-সমাজে কখনও নাই; পরন্তু বাজু-সমাজে এই উপাধিটী পূর্ব্বাপর হইতে চলিয়া আসিতেছে। অতএব রামচন্দ্র গুহ নিয়োগীর পূর্ব্ব নিবাস বাজুদেশে ছিল এরূপ অনুমান করা অযুক্তিকর নহে।

সানন্দ খাঁর বংশধরগণ বাঙ্গালার সুবেদারের দরবারে নিজেদের প্রতিপত্তি পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই কারণ বশতঃ "রাজা" পরমানন্দের অধিকতর কোন দৃষ্টিতে পতিত হন; তিনি মিত্র বংশকে কৌলীন্য হইতে অবনমিত করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করেন। কিন্তু সে চেষ্টা বাজু-সমাজে আদৌ ফলবতী হইল না। দুইটী বিষয় তাহার অন্তরায় হইয়াছিল। রাজা পরমানন্দের প্রবর্ত্তিত বিশৃঙ্খলা কুলবিধিগুলিদ্বারা তিনি এই সমাজের ক্ষমতা বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন না এবং তিনি যে পুরবসু হইতে উদ্ভূত, সেই পুরবসু রাজা দনুজকে কন্যা সম্প্রদান করিয়া কৌলীন্যাসনের উচ্চস্থানে আর তিষ্ঠিতে পারেন নাই; সম্ভবতঃ সেইরূপ ঘটনার পুনরাভিনয় হওয়াতে মিত্রবংশের সম্মান ও মর্য্যাদা বাজু-সমাজে মালিন্য প্রাপ্ত হইল না। কালক্রমে এই প্রসিদ্ধ মিত্র বংশীয়গণই ঐ বসুরাজার দৌহিত্রসূত্রে চন্দ্রদ্বীপের রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া সমাজপতি রূপে অধিষ্ঠিত হইলেন।

[ঙ্গী]য় সমাজে বাজু-সমাজের স্থান নির্দ্দেশ করা জটিল সমস্যারূপে পরিগণিত হইতে পারে না। চন্দ্রদ্বীপ সমাজ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় বাজু-সমাজের সামাজিক প্রথা ও কুলনিয়ম নব পদ্ধতিতে গঠিত হয়। ষোড়শ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে এই সমাজস্থ অনেকে উচ্চ রাজ সম্মানে সম্মানিত হন। তন্মধ্যে আশ গুহবংশীয় রাজা গঙ্গাধর, বশিষ্ঠ গুহ বংশীয় রাজা প্রভুরাম রায়, হংসবসু বংশীয় গুণরাজ খাঁ, ও শ্রীবাড়ীর রাজা কালিকাদাস দত্ত রায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন সমাজ-ভুক্ত কায়স্থের মধ্যে বিদ্বেষভাব বিদ্যমান থাকায় কায়স্থ জাতি অজানিতভাবে হীনত্বে পরিণত হইতেছে। এইরূপ ভাব ও বিশ্বাস সঙ্কীর্ণতা মূলক। সত্যের প্রতিষ্ঠা দ্বারা ইহার অপনোদন হইতে পারে এই আশায় অনুপ্রাণিত হইয়া বাজু-সমাজের পূর্ব্ব ইতিহাসের রেখা সঙ্কলন করিতে সাহসী হইলাম।

শ্রীশশপদ নেয়োগী

সমালোচনা

কায়স্থ-পরিচয়। শ্রীবসন্তকুমার বসু প্রণীত, শ্রীরামপুর "কায়স্থ-পরিচয়" কার্য্যালয় হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডিমাই ৮ পেজী, ৫ ফর্ম্মা, মূল্য ।।০ আট আনা মাত্র।

কায়স্থ-পরিচয়ের এখানি সাধারণ খণ্ড অর্থাৎ সামাজিক নিয়ম প্রণালী। পুস্তকে দশটী পরিচ্ছেদ আছে। প্রথম পরিচ্ছেদে আদিশূর ও বল্লাল সেনের বিবরণ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে পঞ্চপ্রধানের বঙ্গে আগমন উপলক্ষে "তদর্থে প্রেরিতা যজ্ঞে উপযুক্ত দ্বিজাদশ" স্থলে ইনি 'দ্বিজাপঞ্চ' করিয়াছেন। বচনটী গ্রন্থকার কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন সে প্রমাণ নাই। পঞ্চ প্রধানের বঙ্গে প্রত্যাগমন ও শেষ অধ্যায়টীতে উত্তররাঢ়ী ও বারেন্দ্র-কায়স্থ-সমাজ বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন। তৎপরই দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থের সমাজিক বিবরণ চুম্বক ভাবে দিয়া গ্রন্থ পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। পুস্তকের শুদ্ধাশুদ্ধের দিকে গ্রন্থকার

কোনরূপ দৃষ্টি রাখিতে পারেন নাই, তাহা পুস্তকখানি হাতে লইলেই বুঝা যায়। ফলতঃ যেরূপই হউক সামাজিক বিষয় লইয়া যত পুস্তক প্রকাশিত হয়, ততই পাঠক সাধারণের পাঠলিপ্সার নিবৃত্তির সুযোগ ঘটে, ইহাই আমরা মনে করি।

সাময়িক প্রসঙ্গ

কায়স্থের শূদ্রত্ব বিষয়ে হাইকোর্ট :—

কায়স্থ-ডোম-সংসৃষ্ট মোকদ্দমায় পুলিশকোর্টের ব্যবহৃত অসামাজিক মজির বলে দণ্ডপ্রাপ্ত আসামী ভোলানাথ মিত্র হাইকোর্টের আপীলেও বিফল মনোরথ হইয়া কারাগারে নীত, এ সংবাদ পাঠকবর্গ কায়স্থ-সমাজ পত্রের গত সংখ্যার ৪৯০ পৃষ্ঠায়ই পাঠ করিয়া থাকিবেন। উক্ত উভয় কোর্টের মোকদ্দমায় আসামীর বসতবাটী বিক্রীত এবং সর্ব্বস্বান্ত হইলেও পরনারী-হরণে ভদ্র-সমাজের সহানুভূতিতে বঞ্চিত। যে সম্ভ্রান্ত কায়স্থজাতিকে মাননীয় বিচারপতিগণ সমাজের নিম্নস্তরে অর্থাৎ অন্ত্যজশূদ্রের স্তরে স্থান নির্দ্দেশ করিলেন অথচ তাহাতে কায়স্থ জাতি তথা হিন্দু-সমাজ উদাসীন। জাতীয় জাগরণের দিনে, সাম্প্রদায়িক অভ্যুত্থানের দিনে, সমাজের এইরূপ ঔদাসীন্য শ্লাঘার বিষয় নহে। বিচার-বিভ্রাট-জনিত কলঙ্ক শুধু দণ্ডিত আসামীর প্রতিই কার্য্যকরী নহে, ইহা আমাদের জাতীয় অখ্যাতি সুতরাং এই কলঙ্ক মোচনের জন্য উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুসন্তান মাত্রেরই যত্নশীল হওয়া বাঞ্ছনীয়। বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজ হাইকোর্টের মীমাংসার বিরুদ্ধে বিলাত আপীল করিতে (উচ্চতম আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে) অগ্রসর হইয়াছেন; কিন্তু বিপুল ব্যয় সাপেক্ষ, কারণ আপীল দায়ের করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিপক্ষের খরচ ৪০০০৲ টাকা ডিপজিট দিতেই হইবে, অধিকন্তু এ পক্ষের ব্যয়ও ৪০০০৲ টাকার কমে কিছুতেই হইবে না,—বরং বেশীও লাগিতে পারে। এই আট হাজার টাকার জন্য সমাজকর্ত্তৃপক্ষ জাতীয় উন্নতিকামী আচার-ধর্ম্ম-নিষ্ঠ সহৃদয় ব্যক্তিগণের নিকট এই মোকদ্দমার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। যিনি যাহা দিবেন তাহাই সাদরে ও

কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে। প্রেরিত টাকা সত্বর আমাদের এই কার্য্যালয়ের ঠিকানায় সম্পাদকের বরাবর পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

প্রচারক প্রয়োজন :—

গত কয়েক বৎসর যাবৎ আমাদের সমাজের প্রচারকার্য্য পাবনা বারইভাগ নিবাসী শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র গুহবর্ম্মা করিয়া আসিতেছিলেন। এ বৎসর তাঁহার দ্বারা প্রচার কার্য্য অতি অল্পই পাওয়া গিয়াছে। এজন্য সমাজ কর্ত্তৃকপক্ষ স্থির করিয়াছেন, যদি কেহ স্বজাতির কল্যাণ কামনা করেন, তিনি শাস্ত্রজ্ঞ, কায়স্থজাতি ও সমাজ-তত্ত্বে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া থাকেন, মিষ্টভাষী হন, এরূপ দুই বা তিনজন বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজের হিতৈষি কায়স্থ-সন্তান পাইলে তাঁহাদের যথোপযুক্ত বেতন ও পাথেয় ব্যবস্থা করিয়া প্রচারক নিয়োগ করিতে পারেন। আবেদনকারীগণ সমাজ কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইয়া আবেদন করিবেন।

প্রচার :—

টাঙ্গাইলের অন্তর্গত কেদারপুরের শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের আহ্বানে আমাদের সমাজের পরম হিতৈষি সভ্য, অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী পুলিস সুপারিণ্টেডেণ্ট, বৈষামুড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রলাল বসুবর্ম্মা মহাশয় উপস্থিত হইয়া একটী সভায় কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব ও উপনয়নের আবশ্যকতা সম্বন্ধে উপস্থিত ভদ্র মহোদয়গণকে বুঝাইয়া দেন। ইহাতে জয়ভোগ প্রভৃতি ৫।৬ খানি গ্রামের কায়স্থবৃন্দ অগৌণে ক্ষত্রিয়োচিত সাবিক্র্যুপনয়ন গ্রহণ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন। আমাদের সংবাদদাতা আরও লিখিয়াছেন—এই উদ্যমশীল স্বধর্ম্মানুরাগী ক্ষেত্রলাল বাবু অতঃপর সিরাজগঞ্জের শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দেব-মজুমদার মহাশয়ের আহ্বানে তথায় গিয়া গত ১৩ই পৌষ তারিখে একটি মহতী সভা করেন। তাহাতে উপস্থিত কায়স্থবৃন্দ তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতায় ধর্ম্মের প্রতি দৃঢ় নিশ্চয় হইয়া অগৌণে উপনয়ন সংস্কার গ্রহণার্থ প্রস্তুত হইতেছেন। আমরা স্বজাতির কল্যাণকর্ম্মী সভা আহ্বানকারী ও বক্তৃবর মহোদয়দ্বয়কে তাঁহাদের এই প্রকার স্বজাতি হিতৈষণায় আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

উত্তরায়ন সম্মেলন :—

গত ২৯শে পৌষ বাগবাজার "লক্ষ্মী-নিবাসে" শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের আহ্বানে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় সাহিত্যিক ও সুহৃৎ সজ্জনের এক

প্রীতি-সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে প্রথমে একটী আবাহন গীত হইলে তৎপর বিষয়র শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম-এ, বি-এল, বেদান্তরত্ন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অতঃপর আহ্বায়ক মহাশয় তাঁহার নিবেদন পাঠ করেন। বিনয়ভূষণ সাহিত্যামোদি কিরণ বাবু তাহাতে দেখাইয়াছেন বাঙ্গালা সাহিত্যের কিসে উন্নতি হইতে পারে এবং জাতীয় সাহিত্যের উন্নতিকারী যে সকল মাহাত্মা বাঙ্গলা সাহিত্যক্ষেত্র হইতে কালের কঠোরশাসনে অন্তর্হিত হইয়াছেন, তাঁহাদের জন্য সমবেদনা প্রকাশ করেন। তৎপর অধ্যাপক মন্মমোহন বসু, মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকটী বক্তৃতা করেন। সম্মেলন স্থল পরিত্যাগ কালে তাঁহার অগ্রজ শ্রীযুক্ত হরিপদ দত্ত মহাশয়ের বিনয়-নম্র-সৌজন্য ব্যবহারে কেহই মিষ্টমুখ না করিয়া ফিরিতে পারেন নাই ; সর্ব্বশ্রেণীর গণ্য মান্য ভদ্র মহোদয়গণই উপস্থিত হইয়াছিলেন। আশাকরি লক্ষ্মী সরস্বতীর সেবক দত্ত মহোদয়গণ প্রতিবৎসর এই প্রকার মকর সংক্রান্তির ব্রতোদ্‌যাপন করিয়া পুণ্যার্জ্জন করিবেন।

উপনয়ন :—

২২শে পৌষ ১৩৩০ রংপুর-নলডাঙ্গা। এইস্থানে একটী কেন্দ্র স্থাপিত হইয়া টাঙ্গাইল পুটীয়া জান নিবাসী শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র ধর, অবিনাশচন্দ্র ধর, নরেন্দ্রকুমার সরকার ; পাবনা সন্ন্যাসীবাধা নিবাসী শ্রীযুক্ত বিনোদরঞ্জন দেব-শিকদার, নীরোদবিহারী দেব শিকদার, নিকুঞ্জবিহারী দেবশিকদার, দিগিন্দ্র-নাথ দেব, যতীন্দ্রনাথ দেবপট্টনায়ক ; মুন্সিগঞ্জ আউটসাহী নিবাসী শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন দেব সরকার, কবিরাজ রমেশচন্দ্র দেবসরকার ভিষগরত্ন, কালীপদ দেবসরকার ; পাবনা দয়ালনগরের শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র, প্রাণনাথ দেব; টাঙ্গাইল-আবাদপুরের শ্রীযুক্ত গণেশ চন্দ্র নন্দী, ফরিদপুর-বঙ্গেশ্বরদি নিবাসী শ্রীযুক্ত বেণীমাধব সরকার, আশুতোষ সরকার ; বরিশালের কবিরাজ ললিতমোহন কর কবিরঞ্জন; মানিকগঞ্জ-রূপসা নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার চন্দ; পাবনা-দয়ারামপুরের শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস, হৃদয়নাথ ভদ্র, সুরেন্দ্রনাথ রায়, বন্ধুবিহারী বসু, ভুবনমোহন কর ; টাঙ্গাইল-লালহারা নিবাসী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ধর পাবনা-ঘোপসিলঙ্গা নিবাসী শ্রীযুক্ত নগরবাসী দেবমণ্ডল, নগেন্দ্রনাথ দেব-মণ্ডল, শ্রীবাস ঘোষ ; গাইবান্ধা হাইস্কুলের শ্রীযুক্ত চারুকুমার দেব এই ২৮জন বঙ্গজ-কায়স্থ-সন্তান যথারীতি ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে বৈদিক সাবিত্র্যুপনয়ন গ্রহণ করেন। এই কেন্দ্রের আচার্য্য হইয়াছিলেন টাঙ্গাইলের অন্তর্গত মেরুয়া-

ঘোণানিবাসী তর্করত্ন উপাধিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী এবং কায়স্থ-পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দেববর্ম্মা উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করেন। এই কেন্দ্র স্থাপনে শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র ধরবর্ম্মা ও বিনোদরঞ্জন দেববর্ম্মসিকদার যে প্রকার যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে আমরা উৎসাহিত হইয়া তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

২৫শে পৌষ, ১৩৩০। বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজের কেন্দ্র। হাওড়া বাঙ্গাল-বাবুর বাটী বঙ্গজ কায়স্থ-সমাজে সুপ্রসিদ্ধ। এই বাটীর শ্রীযুক্ত হিরণ-কুমার বসু যথারীতি ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে বৈদিক সাবিত্রী গ্রহণ করেন। এজন্য রংপুরের শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ঘোষবর্ম্মা বিশেষ যত্ন করেন। একার্য্যে আমরা উভয়কেই ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

৪ঠা মাঘ, ১৩৩০। মুর্শিদাবাদ—খাগড়া। এখানে একটি কেন্দ্র স্থাপিত হইয়া বঙ্গজ শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রমোহন সরকার, গিরিন্দ্রমোহন সরকার, মহাদেব গোবিন্দ সরকার ও সতীশচন্দ্র বসু এম-এ যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্র্যুপনয়ন গ্রহণ করেন।

৪ঠা মাঘ, ১৩৩০। পাবনা-কাওয়াকোল-কেন্দ্র। শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র সরকার তালুকদার মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র সরকার তালুকদার, কৃষ্ণদাস সরকার, হরিদাস সরকার, দুর্গাদাস সরকার পূর্ণচন্দ্র মিত্র, শ্যামাপ্রসন্ন মজুমদার, হরিপদ মজুমদার, কেদারনাথ মকুমদার বি-এ, প্রভাতকুমার মজুমদার, সুধাংশুশেখর মজুমদার, কবিরাজ ত্রৈলোক্য নাথ মজুমদার কবিভূষণ, কেদারনাথ গুহ, শচীন্দ্রনাথ গুহ, যদুনাথ গুহ, মহিমচন্দ্র গুহ, অনাথবন্ধু দত্ত, চক্রধর দত্ত, ললিতমোহন দত্ত, জ্ঞানেন্দ্র মোহন দত্ত. সুরেন্দ্রনাথ সেন. উপেন্দ্রনারায়ণ বসু, সুরেন্দ্রনাথ গুহ, নায়েব, কামিনীমোহন মজুমদার, কুমুদবন্ধু মজুমদার, প্রভাতচন্দ্র মজুমদার. কৈলাস চন্দ্র সরকার, গোপালচন্দ্র দাস, নগেন্দ্রনাথ দাস, প্রসন্নকুমার বিশ্বাস, প্রতাপাদিত্য বিশ্বাস, রজনীকান্ত বিশ্বাস, নারায়ণচন্দ্র নন্দী, নগেন্দ্রনাথ তরফদার, অমূল্যরতন তরফদার, রামচন্দ্র সেন. তালুকদার, প্রাণচন্দ্র সেন, জিতেন্দ্রনাথ সেন, যতীন্দ্রনাথ মিত্র, জগদিন্দ্রনাথ মিত্র ; দশশিকানিবাসী শ্রীযুক্ত ষষ্ঠীকুমার সেন ; তেঁতুলিয়ানিবাসী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র নেউগী ; সিরাজ-গঞ্জের শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন গুহ. নীরোদমোহন গুহ. দামোদর গুহ জল-ধর দত্ত, নগেন্দ্রনাথ দত্ত ; বয়রানিবাসী শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র সরকার, হরচন্দ্র

গুণ, হৃদয়নাথ দেব, পূর্ণচন্দ্র গুহ, সচ্চিদানন্দ দত্ত এই ৫১ জন বঙ্গজ কায়স্থ-সন্তান যথারীতি ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্র্যুপনয়ন গ্রহন করেন। পাবনা-সৈদপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য আচার্য্য এবং টাঙ্গাইল নারিন্দা নিবাসী শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ভাট্টাচার্য্য সদস্যের কার্য্য করেন।

আমাদের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন—"এই বিরাট অনুষ্ঠানের সফলতার জন্য বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজের সুযোগ্য প্রচারক শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র গুহবর্ম্মা মহাশয় বিশেষ ধন্যবাদার্হ। এই কার্য্যে তিনি প্রভূত উৎসাহ ও বিশেষ রূপে সহায়তা করেন। উপনয়নক্ষেত্রে গণেশ বাবু ও শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বিদ্যালঙ্কার উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুহবর্ম্মা মহাশয় আগন্তুক প্রায় দেড় শতাধিক ভদ্রলোকের ও বহু দীন দুঃখী হিন্দু মুসলমানদিগকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইয়াছেন। এই কার্য্যের অগ্রণী আমাদের হিতৈষীসভ্য বনওয়ারী লাল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের গণিতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দেববর্ম্মামজুমদার বি-এ।" তাঁহাদের যত্ন ও চেষ্টা সফল হওয়ায় আমরা ইহাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

৪ঠা মাঘ, ১৩৩০। বগুড়া-কায়স্থ-সভার উদ্যোগে শিববাটির প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত গৌরগোপাল রায় ও মোক্তার শ্রীযুক্ত ভুবনকিশোর ধর মহাশয়ের বাসায় দুইটী কেন্দ্র হইয়া বারেন্দ্র শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায় (কালেক্টারীর সেরেস্তাদার) মিউনিসিপাল ভাইস চেয়ার ম্যান শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায়, নগেন্দ্রনাথ রায়, উপেন্দ্রনাথ রায় (উকীল) রমণীমোহন রায়, সুবলচন্দ্র রায়, মোক্তার, বৃন্দাবনচন্দ্র রায়, জ্যোতিশ্চন্দ্র রায়, হেমচন্দ্র মজুমদার(১) রাধিকানাথ মজুমদার, শরচ্চন্দ্র চাকী বি-এল্,বিন্দুমাধব চাকী,মোক্তার,রজনীনাথ নন্দী, উকীল, উপেন্দ্র কিশোর ধর, বিনোদবিহারী চাকী, হেমচন্দ্র মজুমদার (২); উত্তররাঢ়ীয় শ্রীযুক্ত রাধাশ্যাম সিংহ, মোক্তার; বঙ্গজ শ্রীযুক্ত প্রিয়শঙ্কর গুহ, বি-এল্, সতীশচন্দ্র গুহ এম-এ বি-এল, ক্ষিতীশচন্দ্র গুহ, জগদীশচন্দ্র গুহ, শ্রীশচন্দ্র গুহ, জ্যোতিষচন্দ্র গুহ, অজিতকুমার গুহ, পূর্ণচন্দ্র দেব, হরিপদ দাস এই ২৬ জন কায়স্থ-সন্তান যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্য অন্তে সাবিত্র্যুপনয়ন গ্রহণ করেন। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সিংহ বাহাদুর, সবডিভিসনাল অফিসার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকৃষ্ণ ঘোষ, ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র ঘোষ, উকিল

শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেনবর্ম্মা প্রভৃতি ভদ্র মহোদয়গণ উভয়কেন্দ্র উপস্থিত হইয়া সকলের উৎসাহ ও আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

৭ই মাঘ ১৩৩০। পাবনা-খলতা কেন্দ্র। কাওয়াকোলের উপনয়নানুষ্ঠানে উৎসাহিত হইয়া খলতানিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু, দিগিন্দ্রনাথ ঘোষ বসন্তকুমার ঘোষ, ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ, হরিবল্লভ ঘোষ, তারিণীকান্ত ঘোষ, মথুরাকান্ত ঘোষ, মেঘনাদ ঘোষ, মণীন্দ্রনাথ ঘোষ, রাজকুমার ঘোষ, রাজেন্দ্র কুমার ঘোষ, রাধিকুমার ঘোষ, যোগেশচন্দ্র দত্ত, উমেশচন্দ্র দত্ত, উপেন্দ্রনাথ দত্ত, দিগিন্দ্রনাথ দত্ত; বেলতানিবাসী শ্রীযুক্ত গঙ্গাগোবিন্দ সেন; বানিয়া-বাড়ী নিবাসী শ্রীযুক্ত মধুসূদনদাস; বয়ড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত মনোমোহন দাস; যোগেন্দ্রনাথ সরকার, দিগিন্দ্রনাথ সরকার,( ) প্যারীলাল সরকার, তারকনাথ সরকার, দিগিন্দ্রনাথ সরকার, (২) শৈলেন্দ্রনাথ সরকার, অক্ষয়কুমার সরকার, লক্ষ্মীকান্ত সরকার,মধুসূদন সরকার; বানিয়াফৈড় নিবাসী শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র গুহ রায় এই ২৯ জন বঙ্গজ কায়স্থ-সন্তান যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্র্যুপনয়ন গ্রহণ করেন। এই কেন্দ্রের আচার্য্য হইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীযুক্ত রমণীমোহন শর্ম্মা তালুকদার; রজনী কান্ত ভট্টাচার্য্য সহায়তাকারী হইয়াছিলেন এবং প্রচারক গণেশবাবু পরিদর্শক ছিলেন।

৪ঠা মাঘ, ১৩৩০। বসিরহাট। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষবর্ম্মা মহাশয়ের বাড়ীতে এক কেন্দ্র স্থাপিত হইয়া ২৬ জন দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ-সন্তান এবং ৬ই মাঘ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দেববর্ম্মা মজুমদার মহাশয়ের বাটীতে কেন্দ্র হইয়া ৬০ জন দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ-সন্তান যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্র্যুপনয়ন গ্রহণ করেন। উপনীত ভদ্র মহোদয়গণের সাকিন না পাওয়ার নাম প্রকাশ করা হইল না। এই দুইটি কেন্দ্রের সাফল্যের জন্য প্রচার-পরিষদের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা এ অঞ্চলে ১২টী সভা করেন। সুতরাং তাঁহার প্রচারে তাঁহাকে আমারা আন্তরিক ধন্যবাদ করিতেছি। এই কেন্দ্রে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র স্মৃতিরত্ন ও নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন আচার্য্যের কার্য্য করেন।

২৫শে মাঘ ১৩৩০। বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজ কেন্দ্র। বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত শিকড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত সন্ন্যাসীচরণ চন্দ্র, বিধুভূষণ চন্দ্র কালশশী চন্দ্র,

নিকুঞ্জবিহারী ঘোষ এই ৪ জন দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-সন্তান যথারীতি ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্র্যুপেনয়ন গ্রহণ করেন।

চট্টগ্রাম হইতে নব প্রকাশিত সাপ্তাহিক, সহযোগী 'আলোক' ৬ই মাঘের সংখ্যায় লিখিতেছেন—"৪ ঠা মাঘ, চট্টগ্রামে অনেক কায়স্থ, বৈদ্য উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে কধুরখিলগ্রামে একটী কায়স্থ-সভা হইয়াছিল; তাহাতে অনেক কায়স্থ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ক্ষত্রিয়োচিত উপনয়ন গ্রহণ করেন! ভাটিখাইন ও ধলঘাটের বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণাচারে সাবিত্রী-দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাদের এই জাগরণহিল্লোলে কেহ কেহ হয়ত বিচলিত হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু যাঁহারা হিন্দু-সমাজের বহু জাতির অস্তিত্ব ও পার্থক্য স্বীকার করেন। তাঁহাদের পক্ষে কায়স্থ বৈদ্যের সংস্কার সমর্থন না করিবার কারণ নাই। মহামান্য হাইকোর্ট যখন শূদ্রাচারী বৈদ্য কায়স্থের সহিত অন্ত্যজ ও সমাজে অস্পৃশ্য হাড়ি ডোম প্রভৃতিকে একবর্ণের অন্তর্গত সাব্যস্ত করিতেছেন, তখন আচারের পরিবর্ত্তন ভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থা রক্ষা করা সম্ভব নহে। সুতরাং এই কায়স্থ, বৈদ্যগণ সেই শূদ্র পর্য্যায়ভুক্ত না হইয়া আপনাদের পূর্ব্ব পুরুষোচিত দ্বিজবর্ণের অন্তর্ভূক্ত হওয়া ভিন্ন সমাজের স্থিতিরক্ষার অন্য কোন উপায় নাই।" আমরা সহযোগীর এই অভিমত সর্ব্বদা সমর্থন করি।

শ্রাদ্ধ :—

২৬শে পৌষ ১৩৩০। কলিকাতা রঘুনাথ চাটার্জির ষ্ট্রীট নিবাসী ধর্ম্ম-প্রাণ বসন্তকুমার সেনবর্ম্মা মহাশয়ের পরলোকগমনে তদীয় পত্নী ত্রয়োদশাহে তাঁহার আদ্যকৃত্য সম্পন্ন করেন।

১৪ই মাঘ, ১৩৩০। মধুপুর। ১৭নং বৃন্দাবন পাললেন নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসুমহাশয় গত ৩রা মাঘ তাঁহার মধুপুরের বাসায় দেহত্যাগ করেন। তাঁহার স্নেহাশীর্ব্বাদপুষ্ট পুত্র শ্রীমনে শৈলেন্দ্রনাথ বসু, ১৪ই মাঘ সোমবার তাঁহার আদ্যকৃত্য মহাসমারোহে সম্পন্ন করেন। কলিকাতা ও মধুপুরের উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ কৃতির দান দাক্ষিণ্যে সন্তুষ্ট হন। স্থানীয় এবং কলিকাতায় ব্রাহ্মণ কার্য্য করেন।

কায়স্থ-সমাজ

৪র্থ বর্ষ } চৈত্র, ১৩৩০। { ১২শ সংখ্যা

অগ্‌গঞ্ঞ সুত্তন্তং

(৩)

নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্‌স।

এবং মে সুতং একং সময়ং ভগবা সাবথিয়ং বিহরতি পুব্বারামে মিগার-মাতু-পাসাদে। তেন খো পন সময়েন বাসেট্‌ঠ-ভারদ্বাজা ভিক্‌খূসু পটিবসন্তি ভিক্‌খুভাবং আকঙ্খমানা। অথখো ভগবা সাযনহ সময়ং পটিসল্লানা বুট্‌ঠিতো পাসাদা ওরোহিত্বা, পাসাদ-চ্ছায়ায়ং অব্‌ভোকাসে চঙ্কমতি। অদ্দসখো বাসেট্‌ঠো ভগবন্তং সাযনহ সময়ং পটিসল্লানা বুট্‌ঠিতং পাসাদা ওরোহিত্বা পাসাদ্-চ্ছায়ায়ং অব্‌ভোকাসে চঙ্কমন্তং। দিস্বান ভারদ্বাজং আমন্তেসি—অযং আবুসো ভারদ্বাজ! ভগবা সাযনহ সময়ং পটিসল্লানাবুট্‌ঠিতো, পাসাদা ওরোহিত্বা পাসাদ-

বঙ্গার্থ :—

মৎকর্ত্তৃক এইরূপ শ্রুত হইয়াছে যে একসময় ভগবান 'সাবথি'তে (শ্রাবস্তীনগরীতে) পুব্বারামে (পূর্ব্বারামে) মিগার-মাতার প্রাসাদে (১)

(১) 'বিসাখা' নাম্নী জনৈক মহা পুণ্যবতী উপাসিকা লোকোত্তর ধ্যান (সোতপত্তি) প্রাপ্ত হইয়া, অনবরত সদ্ধর্ম্মের হিতার্থে দান করিয়াছিলেন। তাঁহার শ্বশুরের নাম 'মিগার' শ্রেষ্ঠী। তিনি মিথ্যা দৃষ্টি উপাসক ছিলেন। বিসাখা 'মিগার' শ্রেষ্ঠীর অন্ধতা অপনোদনের জন্য বহু কৌশলে মহা কারুণিক ভগবান সম্যক্ সম্বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করিয়া শ্বশুরালয়ে আনয়ন করত সদ্ধর্ম্ম শ্রবণ করাইয়াছিলেন। তাহাতে উঁহার ও শ্রোতাপ্রাপ্তী ফল লাভ হয়। তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া আপন বধূকে মাতা সম্বোধন করেন। সেই হইতে বিসাখার নাম 'মিগারমাতা' হয়। সেই মিগারমাতার ১৮ কোটী ধনত্যাগে যে প্রাসাদ তৈয়ারি হইয়াছিল সেই প্রাসাদে।

চ্ছায়াযং অব্‌ভোকাসে চঙ্কমতি। আয়ামাবুসো ভারদ্বাজ! যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমিস্‌সাম; অপ্‌পেব নাম লভেয্যাম ভগবতো সংমুখা ধম্মিকথং সবনায়া'তি। এবমাবুসোতখো ভারদ্বাজো বাসেট্‌ঠস্‌স পচ্চস্‌সোসি। অথখো বাসেট্‌ঠ-ভারদ্বাজা যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমিংসু। উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা, ভগবন্তং চঙ্কমন্তং অনুচঙ্কমিংসু। অথখো ভগবা বাসেট্‌ঠং আমন্তেসি—

তুম্‌হে খ্‌বত্থ বাসেট্‌ঠ! ব্রাহ্মণ-জচ্চা, ব্রাহ্মণ-কুলিনা, ব্রাহ্মণকুলা অগারস্মা অনাগারিযং পব্‌বজিতা। কচ্চি বো বাসেট্‌ঠ! ব্রাহ্মণা ন অক্কোসন্তি, ন পরিভাসন্তীতি?

তগ্‌ঘ নো ভন্তে! ব্রাহ্মণা অক্কোসন্তি, পরিভাসন্তি, অত্তরূপায পরিভাসায পরিপুণ্ণায, নো অপরিপুণ্ণাযা'তি।

বাস করিতেছিলেন। সেই সময়ে 'বাসেষ্ঠ' ও 'ভারদ্বাজ' (১) ভিক্ষুত্বার (ভিক্ষুত্ব) আকাঙ্ক্ষা করিয়া ভিক্ষুদের সহিত বাস করিতেছিলেন। অতঃপর ভগবান ধ্যান (২) হইতে উঠিয়া প্রাসাদ হইতে অবরোহণ করত প্রাসাদের ছায়ায় অভ্যবকাশে (শূন্যস্থানে) চক্রমণ (৩) করিতেছিলেন। 'বাসেষ্ঠ' সায়াহ্ন সময়ে ধ্যান হইতে উঠিয়া প্রাসাদ হইতে অবরোহণ করত, প্রাসাদ-ছায়ায় অভ্যবকাশে ভগবানকে চক্রমণ করিতে দেখিলেন। দেখিয়া ভারদ্বাজকে আমন্ত্রণ করিলেন—

বন্ধু ভারদ্বাজ! ঐ ভগবান সায়াহ্ন সময়ে ধ্যান হইতে উঠিয়া, প্রাসাদ হইতে অবরোহণ করত প্রাসাদ-ছায়ায় অভ্যবকাশে চক্রমণ করিতেছেন। আসুন, বন্ধু ভারদ্বাজ! যথায় ভগবান তথায় উপস্থিত হই; অল্পায়াসেই (সুন্দররূপে) ভগবানের সম্মুখে ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিতে পারিব। হাঁ বন্ধো! বলিয়া ভারদ্বাজ 'বাসেষ্ঠে'র প্রত্যুত্তর করিলেন।

অতঃপর বাসেষ্ঠ ও ভারদ্বাজ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া, ভগবানকে অভিবাদন করত ভগবানের চক্রমণের অনুচক্রমণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর ভগবান বাসেষ্ঠকে আমন্ত্রণ করিলেন (ডাকিলেন)—

(১) ইঁহারাও জম্বুদ্বীপের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন।

(২) ফলসমাপ্রাপ্তী ধ্যান।

(৩) হাঁটিয়া হাঁটিয়া ধ্যান করিতেছিলেন।

যথা কথংপন বো বাসেট্‌ঠ! ব্রাহ্মণা অক্কোসন্তি, পরিভাসন্তি, অত্তরূপায পরিভাসায পরিপুণ্ণায, নো অপরিপুণ্ণাযা'তি?

ব্রাহ্মণা ভন্তে! এবমাহংসু;—ব্রাহ্মণোব সেট্‌ঠোবণ্ণো, হীনা অঞ্‌ঞে বণ্ণা। ব্রাহ্মণোব সুক্কোবণ্ণো, কণ্হা অঞ্‌ঞেবণ্ণা। ব্রাহ্মণাব সুজ্ঝন্তি, নো অব্রাহ্মণা। ব্রাহ্মণাব ব্রহ্মুনো পুত্তা, ওরসা, মুখতো জাতা, ব্রহ্মজা, ব্রহ্মনিম্মিতা, ব্রহ্মদায়াদা। তে তুম্হে সেট্‌ঠং বণ্ণং হিত্বা, হীনমত্তবণ্ণং অজ্ঝুপগতা। যদিদং—মুণ্ডকে সমণকে, ইব্ভে কণেহ, বন্ধু-পাদা-পচ্চে। তয়িদং ন সাধু তয়িদং নপ্পটিরূপং, যং তুম্হে সেট্‌ঠং বণ্ণং হিত্বা, হীনমত্তবণ্ণং অজ্ঝুপগতা, যদিদং মুণ্ডকে সমণকে. ইব্ভে, কণেহ বন্ধু-পাদা-পচ্চে। এবংখোভন্তে! ব্রাহ্মণা অক্কোসন্তি, পরিভাসন্তি, অত্তরূপায পরিভাসায পরিপুণ্ণায, নো অপরিপুণ্ণা'তি। তগ্‌ঘ বো বাসেট্‌ঠ! ব্রাহ্মণা পোরাণং অসরন্তা এবমাহংসুঃ—ব্রাহ্মণোব সেট্‌ঠো বণ্ণো, হীনা অঞ্‌ঞেবণ্ণা। ব্রাহ্মণোব সুক্কো বণ্ণো, কণ্হা অঞ্‌ঞেবণ্ণা। ব্রাহ্মণাব সুজ্ঝন্তি, নো অব্রাহ্মণা। ব্রাহ্মণাব ব্রহ্মুণো পুত্তা. ওরসা, মুখতোজাতা, ব্রহ্মজা ব্রহ্মনিম্মিতা ব্রহ্মদায়াদা'তি।

হে বাসেষ্ঠ! তোমরা ব্রাহ্মণজাতি, ব্রাহ্মণ কুলীন এবং ব্রাহ্মণ কুলের অগার হইতে অনাগারে প্রব্রজিত হইয়াছ। হে বাসেষ্ঠ! ব্রাহ্মণগণ তোমা-দিগকে আক্রোশ ও পরিভাষণ করে না কি?

প্রভো! নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণগণ আমাদিগকে আত্মরূপ (নিজ ইচ্ছানুসারে) পরিপূর্ণ পরিভাষায় আক্রোশ ও পরিভাষণ করে, অপরিপূর্ণ (পরিভাষায়) নহে।

হে বাসেষ্ঠ! ব্রাহ্মণগণ যে তোমাদিগকে আত্মরূপ পরিপূর্ণ পরিভাষায় আক্রোশ ও পরিভাষণ করে, অপরিপূর্ণ ভাষায় নহে, তাহা কিরূপ?

প্রভো! ব্রাহ্মণগণ এইরূপ বলেন:—ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠবর্ণ, অন্যেরা হীন বর্ণ। ব্রাহ্মণই শুক্লবর্ণ, অন্যেরা কৃষ্ণবর্ণ। ব্রাহ্মণগণই শুদ্ধ হইতে পারেন, অব্রাহ্মণগণ পারে না। ব্রাহ্মণগণই ব্রহ্মার পুত্র, ঔরষ, মুখ হইতে জাত, ব্রহ্মজ, ব্রহ্মনির্ম্মিত, ব্রহ্মদায়াদ (১)। সেই তোমরা শ্রেষ্ঠবর্ণ ত্যাগ করিয়া হীনমাত্র বর্ণ অধ্যুপগত (লাভ করিয়াছ)। যেমন—মুণ্ডক শ্রমণকগণকে গৃহীর ন্যায় হীন

(১) ব্রহ্মত্ব লাভের উত্তরাধিকারী।

দিস্সন্তি খোপন বাসেট্ঠ। ব্রাহ্মণানং ব্রাহ্মণিযো উতুনিযোপি, গব্ভিনিযোপি, বিজাযমানাপি, পাযমানাপি। তে চ ব্রাহ্মণা যোনিজা সমানা এবমাহংসু—ব্রাহ্মণোব সেট্ঠোবণ্ণো…পে…ব্রহ্মদাযাপা'তি তে চ ব্রহ্মাণঞ্চেব অব্ভাচিক্খন্তি, মুসা চ ভাসন্তি, বহুঞ্চ অপুঞ্ঞং পসবন্তি।

চত্তারোমে বাসেট্ঠ! বণ্ণা;—খত্তিয়া, ব্রাহ্মণা, বেস্সা, সুদ্দা। খত্তিয়োপি খো বাসেট্ঠ! ইধেকচ্চো পাণাতিপাতীহোতি, অদিন্নাদায়ী, কামেসু মিচ্ছাচারী, মুসাবাদী, পিসুণাবচো, ফরুসবচো, সম্পপ্পলাপী, অভিজ্ঝালু, ব্যাপন্নচিত্তো মিচ্ছাদিট্ঠি। ইতি খো বাসেট্ঠ! যে মে ধম্মা অকুসলা, অকুসলসঙ্খাতা, সাবজ্জা, সাবজ্জসংখাতা, অসেবিতব্বা অসেবিতব্বসংখাতা, ন অলমরিযা, ন অলমরিযসংখাতা, কণ্হা, কণ্হবিপাকা বিঞ্ঞূগরহিতা, খত্তিযোপি তে ইধেকচ্চে সন্দিস্সন্তি।

কৃষ্ণবর্ণ বন্ধু-পাদা-পত্যগণকে (২)। তোমরা যে শ্রেষ্ঠবর্ণ ত্যাগ করিয়া হীনবর্ণ মাত্র লাভ করিয়াছ, যেমন মুণ্ডক শ্রমণকগণকে গৃহীর ন্যায় হীন, কৃষ্ণবর্ণ বন্ধু-পাদা-পত্যগণকে, তাহা সাধু হয় নাই, প্রতিরূপ হয় নাই। প্রভো! এইরূপে ব্রাহ্মণগণ আত্মরূপ পরিপূর্ণ পরিভাষায় আক্রোশ ও পরিভাষণ করে, অপরিপূর্ণ (পরিভাষায়) নহে।

হে বাসেষ্ঠ! নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণগণ পৌরাণ বিষয় স্মরণ না করিয়া এইরূপ বলেন,—ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠবর্ণ, অন্যেরা হীনবর্ণ। ব্রাহ্মণগণ শুক্লবর্ণ, অন্যেরা কৃষ্ণবর্ণ। ব্রাহ্মণগণই শুদ্ধ হয়, অব্রাহ্মণেরা নহে। ব্রাহ্মণগণই ব্রহ্মার পুত্র, ঔরষ, মুখ হইতে জাত, ব্রহ্মজ, ব্রহ্মনির্ম্মিত, ব্রহ্মদায়াদ।

হে বাসেষ্ঠ! ব্রাহ্মণগণের ব্রাহ্মণীরা ঋতুমতী হইতেও, গর্ভিণী হইতেও, সন্তান প্রসব করিতেও এবং সন্তানকে দুগ্ধপান করাইতেও দেখা যায়। সেই ব্রাহ্মণগণ যোনিজ হইয়াও এইরূপ বলে—ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠবর্ণ—(পুর্ব্ববৎ)—ব্রহ্মদায়াদ। তাহারা ব্রহ্মাকেও নিন্দিত করে, মিথ্যাও বলে এবং বহু অপুণ্যও প্রসব করে (সঞ্চয় করে)।

হে বাসেষ্ঠ! এই চারিপ্রকার বর্ণ:—ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র। হে বাসেষ্ঠ! কোন কোন ক্ষত্রিয়ও প্রাণাতিপাতী (জীবঘাতী)। অদানাদায়ী

(২) বন্ধু ও পাদাপত্য, বন্ধু (কন্দর্পের বন্ধু) ও পাদাপত্য ব্রহ্মার পাদ হইতে উৎপন্ন সন্তান।

ব্রাহ্মণোপি খো বাসেট্ঠ! ইধেকচ্চো পাণাতিপাতী… [illegible] বেস্সোপিখো বাসেট্ঠ!……পে। সুদ্দোপিখো বাসেট্ঠ [illegible] পাতী হোতি, অদিন্নাদায়ী……পে…মিচ্ছাদিট্ঠি, ইতি [illegible] ধম্মা অকুসলা অকুসলসংখাতা, সাবজ্জ, সাবজ্জসংখাতা, [illegible], অসেবিতব্বসংখাতা, ন অলমরিযা, ন অলমরিযসংখাতা, কণ্হা কণ্হবিপাকা বিঞ্ঞূগরহিতা…সুদ্দেপি তে ইধেকচ্চে সন্দিস্সন্তি। খত্তিযোপি খো বাসেট্ঠ! ইধেকচ্চো পাণাতিপাতা পটিবিরতো হোতি, অদিন্নাদানা পটিবিরতো, কামেসু মিচ্ছাচারা পটিবিরতো মুসাবাদা পটিবিরতো, পিসুণায় বাচায় পটিবিরতো, ফরুসায বাচায পটিবিরতো, সম্পপ্পলাপা পটিবিরতো, অনভিজ্ঝালু, অব্যাপন্নচিত্তো, সম্মাদিট্ঠি। ইতি খো বাসেট্ঠ। যে মে ধম্মা কুসলা, কুসলসংখাতা, অনবজ্জা, অনবজ্জাসংখাতা, সেবিতব্বা, সেবিতব্বসংখাতা, অলমরিযা, অলমরিযসংখাতা, সুক্কা, সুক্কবিপাকা, বিঞ্ঞূপসট্ঠা, খত্তিযোপি খো বাসেট্ঠ! তে ইধেকচ্চে সন্দিস্সন্তি।

(চোর) কামসমূহে মিথ্যাচারী (ব্যভিচারাদি দোষে দোষী) মৃষাবাদী (মিথ্যাবাদী) পিশুনবচাঃ (১) পারুষবচাঃ (২) সম্প্রলাপী (৩) অভিধ্যালু (৪), ব্যাপন্নচিত্ত (৫) ও মিথ্যা দৃষ্টি (৬) হয়। এই যে ধর্ম্মগুলি অকুশল ও অকুশল সংস্কৃত সাবদ্য ও সাবদ্যসংস্কৃত অসেবিতব্য ও অসেবিতব্যসংস্কৃত, অনার্য্যোচিত ও অনার্য্যোচিতসংস্কৃত, কৃষ্ণ, কৃষ্ণবিপাকী, বিজ্ঞগণগর্হিত, তৎ সমূহ কোন কোন ক্ষত্রিয়েরও দেখা যায়।

হে বাসেষ্ঠ! কোন কোন ব্রাহ্মণও প্রাণাতিপাতী…ক্ষত্রিয়ও…বৈশ্যও—শূদ্রও প্রাণাতিপাতী অদানাদায়ী…(পূর্ব্ববৎ)…মিথ্যাদৃষ্টি হয়। এইরূপে হে বাসেষ্ঠ! এই যে ধর্ম্মসমূহ অকুশল ও অকুশলসংস্কৃত, সাবদ্যও সাবদ্যসংস্কৃত, অসেবিতব্য ও অসেবিতব্যসংস্কৃত, অনার্য্যোচিত ও অনার্য্যোচিতসংস্কৃত, কৃষ্ণ- ও কৃষ্ণ বিপাকী, বিজ্ঞগণ গর্হিত…কোন কোন শূদ্রেও সেই ধর্ম্মসমূহ দেখা যায়।

১। প্রিয়শূন্য করিবার বাক্য বা ভেদজন্য কথাকে। ২। কর্কশভাষী। ৩। বহুভাষী। ৪। লোভী, ৫। ক্রোধী; ৬। শাশ্বৎ উচ্ছেদাদি ৬২ প্রকার নির্ব্বাণ লাভের অযোগ্য দৃষ্টি।

ব্রাহ্মণোপি খো বাসেট্‌ঠ! · বেস্‌সোপি খো বাসেট্‌ঠ!······সুদ্দোপি খো বাসেঠ! ইধেকচ্চো পাণাতিপাতা পটিবিরতো হোতি···পে···অনভিজ্‌ঝালু অব্যাপন্নচিত্তো সম্মাদিট্‌ঠি। হোতি খো বাসেট্‌ঠ! যে মে ধম্মা কুসলা, কুসলসংখাতা অনবজ্জা অনবজ্জসংখাতা, সেবিতব্বা, সেবিতব্বসংখাতা, অলমরিয়া অলমরিযসংখ্যাতা, সুক্কা, সুক্কবিপাকা, বিঞ্‌ঞু পসট্‌ঠ, সুদ্দেপি তে ইধেকচ্চে সন্দিস্‌সন্তি। ইমেসু খো বাসেট্‌ঠ! চতুসু বণ্ণেসু এবং উভযবোকিণ্ণেসু বত্তমানেসু কণহসুক্কেসু ধম্মেসু, বিঞ্‌ঞূগরহিতেসুচেব বিঞ্‌ঞূ পসেট্‌ঠসুচ যদেথ ব্রাহ্মণা এবমাহংসু—ব্রাহ্মণোব সেট্‌ঠ বণ্ণো, হীনা অঞ্‌ঞে বণ্ণা, ব্রাহ্মণো সুক্কো বণ্ণো, কণহী অঞ্‌ঞে বণ্ণা, ব্রাহ্মণাব সুজ্‌ঝন্তি, নো অব্রহ্মণা, ব্রাহ্মণাব ব্রহ্মুণো পুত্তা, ওরসা, মুখতো জাতা, ব্রহ্মজা, ব্রহ্মনিম্মিতা 'ব্রহ্মদাযাদা' তি; তং তেসং বিঞ্‌ঞূ নানুজানন্তি। তং কিস্‌সহেতু; ইমেসংহি বাসেট্‌ঠ! চতুন্নং বণ্ণানং যো হোতি ভিক্‌খু অরহংখীণা-সবো, বুসিতবা, কতকরণীযো, ওহিতভারো, অনুপ্পত্ত-সদত্থো, পরিক্‌খীণভব-সংযোজনো, সম্মদঞ্‌ঞা বিমুত্তো সো নেসং অগ্‌গমক্‌খাযতি ধম্মেন নো অধম্মেন। ধম্মোহি বাসেট্‌ঠ! সেট্‌ঠো জনেতস্মিং দিট্‌ঠে চেবধম্মে অভিসম্পরাযঞ্চ।

হে বাসেষ্ঠ! কোন কোন ক্ষত্রিয়ও প্রাণাতিপাত হইতে (জীব হিংসা হইতে) প্রতিবিরত হয়, অদত্তাদান হইতে প্রতিবিরত হয়, কামসমূহে মিথ্যাচার হইতে প্রতিবিরত হয়, মৃষাবাদ, পিশুনবাক্য, পরুষবাক্য ও সম্প্রলাপ হইতে প্রতিবিরত হয় এবং অনভিধ্যালু (১) অব্যাপন্নচিত্ত (২) সম্যকদৃষ্টি হয়—এইরূপে হে বাসেষ্ঠ! এই যে ধর্ম্মসমূহ কুশল ও কুশলাসংস্কাত, অনবদ্য ও অনবদ্যসংস্কাত সেবিতব্য ও সেবিতব্যসংস্কাত, আর্য্যোচিত ও আর্য্যোচিতসংস্কাত শুক্ল ও শুক্লাবিপাকী, বিজ্ঞজনপ্রশস্ত (৩) সেই ধর্ম্মসমূহ কোন কোন ক্ষত্রিয়েও দেখা যায়। হে বাসেষ্ঠ! কোন কোন ব্রাহ্মণও······বৈশ্যও······শূদ্রও প্রাণাতিপাত হইতে প্রতিবিরত হয়······অভিধ্যালু অব্যাপন্নচিত্ত ও সম্যকদৃষ্টি হয়। হে বাসেষ্ঠ! এই যে ধর্ম্মসমূহ কুশল ও কুশলসংস্কাত অনবদ্য ও অনবদ্য-সংস্কাত, সেবিতব্য ও সেবিতব্যসংস্কাত, আর্য্যোচিত ও আর্য্যোচিতসংস্কাত। শুক্ল শুক্লবিপাকী, বিজ্ঞজন প্রশস্ত, সেই ধর্ম্মসমূহ কোন কোন। হে বাসেষ্ঠ! কৃষ্ণশুক্ল, বিজ্ঞগণগর্হিত ও বিজ্ঞগণপ্রশস্ত এই-

(১) নির্লোভী (২) নির্দ্দোষচিত্ত বা যাহার চিত্তে ক্রোধ নাই। (৩) প্রশংসিত।

ভদমিনাপেতং বাসেট্‌ঠ! পরিযাযেন বেদিতব্বং, যথা ধম্মোব সেট্‌ঠ জনেতস্মিং দিট্‌ঠেচেব অভিসম্পরাযঞ্চ। জানাতি খোপন বাসেট্‌ঠা! রাজা পসেনদী কোসলো সমণো গোতমো অনুত্তর সক্যকুলা পব্বজিতোতি। সক্যা খোপন বাসেট্‌ঠ! রঞ্‌ঞো পস্‌সেনদিস্স কোসলস্‌স অনন্তরা অনুযুত্তা ভবন্তি। করোন্তি খো বাসেট্‌ঠ! সক্যা রঞ্‌ঞো পস্‌সেনদিমিহ কোসলে নিপচ্চ করং; অভিবাদনং পচ্চুট্‌ঠানং, অঞ্জলীকম্মং, সামীচিকম্মং। ইতি খো বাসেট্‌ঠ! যং করোন্তি সক্যা রঞ্‌ঞো পস্‌সেনদিমিহ কোসলে নিপচ্চকারং অভিবাদনং, পচ্চুট্‌ঠানং, অঞ্জলীকম্মং, সামীচিকম্মং, করোতি তং রাজা পস্‌সেনদী কোসলো তথাগতে নিপচ্চকারং, অভিবাদনং পচ্চুট্‌ঠানং অঞ্জলীকম্মং সমীচিকম্মং। ননু সুজাতো সমণো গোত্তমো, দুজ্জাতোহমস্মিং রূপরা

রূপ উভয়াবকীর্ণ (কুশলাকুশলাদি উভয় বিক্ষিপ্ত) ধর্ম্মসমূহে বর্ত্তমান এই চারি প্রকার জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণগণ যাহা এইরূপ বলে—ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠবর্ণ, অন্যেরা হীনবর্ণ, ব্রাহ্মণই শুক্লবর্ণ, অন্যেরা কৃষ্ণবর্ণ; ব্রাহ্মণগণই শুদ্ধ হন, অন্যেরা নহে। ব্রাহ্মণগণই ব্রহ্মার পুত্র, ঔরষ, মুখ হইতে জাত, ব্রহ্মজ, ব্রহ্মনির্ম্মিত ও ব্রহ্মদায়াদ তাহা তাঁহাদের বিজ্ঞেরা জানেনা। তাহার কারণ কি? হে বাসেষ্ঠ! এই চারি প্রকার জাতির মধ্যে যে ভিক্ষু অর্হত্‌ (১) ক্ষীণাশ্রব (২) ব্রহ্মচর্য্যার চরম প্রাপ্ত (৩) কৃতকরণীয় (৪) অবহিতভার (৫) অনুপ্রাপ্ত-সদর্থ (৬) পরিক্ষীণ-ভব-সংযোজন (৭) ও সম্যক্‌ জ্ঞানে বিমুক্ত (৮) সে ইহাদের মধ্যে ধর্ম্মের দ্বারা 'অগ্রজ' বলিয়া আখ্যাত হয়, অধর্ম্মবশে নহে। হে বাসেষ্ঠ! ধর্ম্মই এই লোকে দৃষ্ট ধর্ম্মে (ইহকালে) ও পরকালে শ্রেষ্ঠ।

(১) কলুষাদি হইতে 'অর্' বা দূর ভাবতঃ বা প্রত্যয়াদির—দানযোগ্য বলিয়া অর্হৎ।
(২) কাম-ভব-দৃষ্টি-অবিদ্যাদি আশ্রব বা পাপ সমূহ ক্ষীণ করিয়াছেন বলিয়া।
(৩) ব্রহ্মচর্য্যায় বাস করা যাঁহার সমাপ্ত হইয়াছে।
(৪) সোতাপন্ন, সকদাগামী, অনাগামী ও অর্হত্‌মার্গে অভিজ্ঞা, প্রহাণ প্রত্যক্ষকরণ ও ভাবনাবশে দুঃখ সমুদয়ে নিরোধ মার্গ সমূহের কৃত্য করিয়া যিনি শেষ করিয়াছেন।
(৫) পঞ্চ স্কন্ধাদি ভারকে অনাগতে অনুৎপন্ন বশে যাঁহার (তায়) নিক্ষিপ্ত করা হইয়াছে।
(৬) সদর্থ—অর্হত্ব।
(৭) যাঁহার ভববন্ধন সর্ব্বতোভাবে ক্ষীণ হইয়াছে।
(৮) সম্যক্‌ জানিয়া কলুষ রাশি হইতে বিমুক্ত।

সমণো গোতমো, দুব্বলোহমস্মিং পাসাদিকো সমণো গোতমো দুব্বণ্ণো-হমস্মিং মহেসক্খো সমণো গোতমো, অপ্পেসক্খোহমস্মিন্তি। অথ খো নং ধম্মং যেব সক্করোন্তো, ধম্মং গরুং করোন্তো ধম্মং মানেন্তো, ধম্মং পূজেন্তো, ধম্মং অপচায়মানে। এবং রাজা পস্‌সেনদী কোসলো তথাগতে নিপচ্চকারং করোতি, অভিবাদনং, পচ্চুট্ঠানং অঞ্জলীকম্মং সামীচিকম্মং? ইমিনাপি খো এতং বাসেট্ঠ! পরিযাযেন বেদিতব্বং যথা ধম্মোব সেট্ঠো জনেতস্মিং দিট্ঠেচেব ধম্মেঅভিসম্পরাযঞ্চ।

হে বাসেষ্ঠ! ধর্ম্ম যে এই লোকে ইহ ও পরকালে শ্রেষ্ঠ তাহা এই পর্য্যায় বশেও জ্ঞাতব্য। হে বাসেষ্ঠ! রাজা 'পস্‌সেনদী কোসল' (১) শ্রমণ, 'গোতম' অনুত্তর শাক্যকুল হইতে প্রব্রজিত বলিয়া জানেন। হে বাসেষ্ঠ! শাক্যগণ রাজা পস্‌সেনদী কোসলের অনন্তর অনুযুক্ত (২) হয়। হে বাসেষ্ঠ! শাক্যগণ রাজা পস্‌সেনীকোসলে সম্মান (৩), অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম্ম সামীচীকর্ম্ম (৪) করিয়া থাকে। হে বাসেষ্ঠ! এইরূপে শাক্যগণ পস্‌সেনদী কোসলে যে সম্মান, অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম্ম ও সামীচীকর্ম্ম করে, রাজা পস্‌সেনদী কোসল তথাগতে সেই সম্মান, অভিবাদন, প্রত্যুত্থান ও সামীচীকর্ম্ম করে। [তাহাতে রাজার মনে হয় কি?] শ্রমণ গোতম সুজাত, আমি দুর্জ্জাত হইয়াছি, শ্রমণ গোতম বলবান্, আমি দুর্ব্বল, শ্রমণ গোতম প্রাসাদিক (৫) আমি দুর্ব্বর্ণ, শ্রমণ গোতম মহাপরিবারসম্পন্ন, আমি অল্প পরিবার সম্পন্ন; অতঃপর ধর্ম্মকেই সৎকার করিয়া, ধর্ম্মকেই গৌরব করিয়া, ধর্ম্মকেই মানিয়া, ধর্ম্মকেই পূজা করিয়া ও অপচায়ন (৬) করিয়া এইরূপে পস্‌সেনদী কোসল তথাগতে সম্মান, অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম্ম ও সামীচীকর্ম্ম করেন, নহে কি? হে বাসেষ্ঠ! এই পর্য্যায়বশে ধর্ম্মই এই লোকে ইহকালে ও পরকালে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে।

(১) ইনি কোশলদেশের মহাপ্রতাপশালী রাজা ছিলেন। পূর্ব্বজন্মে জনৈক মহোদর শ্রামণেরকে অঙ্গুলীদ্বারা উদরে মৃদুপ্রহারকরত উপহাস করিয়াছিলেন বলিয়া সেই কর্ম্মের বিপাকে তাঁহার উদরও বৃহৎ হইয়াছিল। তাহাতে সোজাভাবে বসিয়া ভাত খাইতে পারিতেন না, পার্শ্বে রাখিয়া খাইতে হইত বলিয়া তাহার নাম পস্‌সেনদী হইয়াছিল। ইনি দিবসে তিনবার ভগবানের পাদবন্দনা ও সৎকারাদি করিতে বিহারে যাইতেন।

(২) কুলে অন্তররহিত বা সদৃশ হইয়া বশবর্ত্তী হয়।

(৩) নিপচ্চকারং—বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তির অল্পবয়স্ক ব্যক্তির প্রতি যেই সম্মান।

(৪) সামিচিকম্মং (ব্রহ্মপুস্তকে)—আচার্য্য উপাধ্যায়াদির ব্রতপূরণের ন্যায় ব্রত পূরণ কর্ম্ম।

(৫) যাঁহাকে দেখিলে চিত্ত প্রসন্ন হয়। সুচ্ছবি।

(৬) বিশেষরূপে পূজা করিয়া।

তুমেহ খ্বত্থ বাসেট্ঠ! নানা জচ্চা, নানা নামা, নানা গোত্তা, নানা কুলা অগারস্মা অনাগারিযং পব্বজিতা। কে তুমেহতি পুট্ঠা সমানা, সমণা সক্যপুত্তি-যাম্হাতি পটিজানাথ। যস্‌স খো পনস্‌স বাসেট্ঠ! তথাগতে সদ্ধা নিবিট্ঠা মূলজাতা, পতিট্ঠিতা, দল্হা, অসংহারিযা সমণেনবা, ব্রাহ্মণেনবা, দেবেন বা, মারেনবা, ব্রহ্মুনাবা, কেনচিবা, লোকস্মিং, তস্মেতং কল্লং বচনায়ঃ—ভগবতো-মিহ পুত্তো, ওরসো, মুখতো জাতো, ধম্মজো, ধম্ম-নিম্মিতো, ধম্ম-দায়াদো'তি। তং কিস্‌স হেতু? তথাগতস্ম হেতং বাসেট্ঠ! অধিবচনং ধম্মকাযো ইতিপি ব্রহ্মকাযো ইতিপি, ধম্মভূতো ইতিপি, ব্রহ্মভূতো ইতিপি।

হোতি খো বাসেট্ঠ! যং কদাচি করহচি দীঘস্‌স অদ্ধুনো অচ্চযেন অযং লোকো সংবট্টতি। সংবট্টমানে লোকে যেভুয্যেন সত্তা আভস্মর সংবত্তনিকা হোন্তি। তে তত্থ হোন্তি মনোমযাপীতিভক্খা সযংপভা অন্তলিক্খচরা সুভট্ঠাযিনো, চিরং দীঘমদ্ধানং তিট্ঠন্তি।

হে বাসেষ্ঠ! তোমরা নানাজাতি, নানা নাম, নানা গোত্র এবং নানা কুল ও অগার হইতে অনাগারে প্রব্রজিত হইয়াছ। তোমরা কে বলিয়া পৃষ্ট (জিজ্ঞাসিত) হইলে, 'আমরা শাক্যপুত্র' বলিয়া প্রত্যুত্তর জানাইও। হে বাসেষ্ঠ! যাহার তথাগতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবিষ্ঠা (১) মূলজাত প্রতিষ্ঠিতা (২) দৃঢ় এবং শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ বা দেব বা মার বা ব্রহ্ম বা লোকে কাহারও দ্বারা অসংহৃতা (৩) তাহারই এইরূপ বলা যোগ্য;—আমি ভগবানের পুত্র (৪) "ওরস, মুখ হইতে জাত (৫) ধর্ম্মজ, ধর্ম্ম-নির্ম্মিত, ধর্ম্মদায়াদ। তাহার কারণ কি? হে বাসেষ্ঠ। ধর্ম্মকায় (৬) বলিয়া ব্রহ্মকায় বলিয়া, ধর্ম্মভূত বলিয়া ও ব্রহ্মভূত বলিয়া তথাগতের তাহা অধিবচন।

হে বাসেষ্ঠ! কখন কখন দীর্ঘ কাল (অধ্বন) অত্যয়ে এইলোক সংবর্ত্তিত হয়। লোক সংবর্ত্তিত হইলে সত্বগণ বহুলভাবে আভস্‌সর (৭) সংবর্ত্তনিক হয়। তাহারা তথায় মনোময় প্রীতিভক্ষ (৮) স্বয়ংপ্রভ (৯) অন্তরীক্ষচর ও শুভস্থায়ী হয় এবং অতি দীর্ঘকাল তথায় থাকে। (ক্রমশঃ)

শ্রীআচার্য্যবংশ ভিক্ষু।

(৬) অচলা [স্রোতাপন্ন পুদ্গলেরই দৃষ্টিক্ষয় বশতঃ শ্রদ্ধা অচলা হয়। অসিদ্ধার উঁহার শিরচ্ছেদন করিলেও বুদ্ধকে অবুদ্ধ, ধর্ম্মকে অধর্ম্ম এবং সংঘকে অসংঘ বলিবেন না। সুরম্বষ্ঠ নামক জনৈক স্রোতাপন্ন উপাশক বুদ্ধের নিকট হইতে ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া ঘরে আসিলে দুষ্ট মার সেরূপ গ্রহণ করিয়া তাঁহার ঘরের দ্বারে স্থিত হইয়া 'শাস্তা' আসিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে সংবাদ

পণ্ডিত পরাজয়

সেবার পণ্ডিত নামে পরিচিত ষড়বিংশ শর্ম্মা চট্টল-সমাজে এই যে অগ্নি জ্বালাইয়াছিলেন তাহা পাঠকবর্গকে সংক্ষেপে মনে করাইয়া দিতেছি। এই সংক্ষিপ্ত সার পাঠ করিলে পূর্ব্বকার সকল ঘটনাই পাঠকবর্গের মনে হইলে বুঝিতে পারিবেন, কতদূর অঃধপতন ঘটিয়াছে। ষড়বিংশ শর্ম্মার একজন কর্ণধার আছেন এবং তাঁহার কয়েকজন দোহারী আছেন। তাঁহারাই ষড়বিংশ শর্ম্মার দ্বারা ব্যবস্থাপত্র করাইয়াছিলেন এবং এখনও ঐ কর্ণধার ও দোহারীগণ সেই পাঁতির অগ্নিতে ফুৎকার দিতে বিরত হন নাই—তাঁহাদের ইচ্ছা সর্ব্বদাই অগ্নি প্রজ্বলিত থাকে।

বহুবৎসর হইতে চট্টগ্রামে কায়স্থ বৈদ্যগণ সংস্কৃত হইয়া ক্ষত্রিয়াচার বৈশ্যাচার গ্রহণ করত আপন আপন দৈব পৈত্রকার্য্য করিয়া আসিতেছেন পণ্ডিতগণ তত্তাবৎ কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। কোন প্রকার আপত্তি উত্থিত হয় নাই। চট্টল-সমাজের সকল কায়স্থ বৈদ্য যে সংস্কৃত হইয়া উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন এমনও নহে; অনেক অনুপবীতি কায়স্থ বৈদ্যও আছেন। হঠাৎ একটি বৈবাহিক ঘটনা উপলক্ষে কয়েকজন বৈদ্যের মনে

দিল। তাহাতে সুরশ্বষ্ঠ আসিয়া ভগবান সংজ্ঞায় মারকে বন্দনা করিলে মার বলিল হে সুরশ্বষ্ঠ! তোমাকে যে আমি রূপং অনিচ্চং [রূপ অনিত্য] সদ্দং অনিচ্চং [শব্দ অনিত্য] ইত্যাদি ধর্ম্ম দেশনা করিয়াছি তাহা তুমি গ্রহণ না করিয়া রূপ নিত্য শব্দ নিত্য ইত্যাদি রূপে গ্রহণ কর। তখন উপাসক উহাকে মার বলিয়া জানিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। ওহে তুমি মার কি? [সে মিথ্যা কথা বলিতে সমর্থ না হইয়া 'হাঁ, আমি মার—] বলিয়া প্রত্যুত্তর করিলে 'তুমি কেন আসিয়াছ বলিয়া উপাসক জিজ্ঞাসা করিলেন। 'তোমার শ্রদ্ধা' টলাইতে আসিয়াছি বলিয়া মার প্রত্যুত্তর করিলে উপাসক বলিলেন—তোমার ন্যায় মার একজন কেন শতজন সহস্র জন মার আসিয়া চেষ্টা করিলেও আমার শ্রদ্ধা টলাইতে পারিবে না। তাদৃশী শ্রদ্ধাকে নিবিষ্টা শ্রদ্ধা বলে। [২] মূলজাত হইলে যেমন বৃক্ষ সুদৃঢ় হয় তেমন মূলমূল জাত হইয়া প্রতিষ্ঠিতা। (৩) সুনিখাত পাষাণস্তম্ভবৎ চালনের অযোগ্য। (৪) ভগবানকে আশ্রয় করিয়া অনার্য্যভূমি হইতে আর্য্যভূমি পর্য্যন্ত জাত পুত্র। (৫) ভগবানের ভরে স্থিত ধর্ম্ম প্রকাশিত হইলে তচ্ছ্রবণে জাত। (৬) ত্রিগিটক ধর্ম্মের বা লোকত্তর ধর্ম্মের অঙ্গ। (৭) আভস্সর নামক রূপব্রহ্মের ষষ্ঠ ভূমিতে উৎপন্ন হয়। (৮) তাহাতে মনোময় ধ্যানের দ্বারা যেই প্রীতি উৎপন্ন হয়, তাহাই উঁহাদের ভক্ষ্য। (৯) নিজ নিজ শরীরের প্রভায় বিচরণ করেন।

ধারণা হইল যে আমরা বৈশ্যাচার গ্রহণ করায় ও পক্ষাশৌচ পালনে কায়স্থগণের নিম্নস্তরে নামিয়া পড়িলাম! ব্রাহ্মণাচারে দশাহ অশৌচ গ্রহণ না করিলে কায়স্থজাতির উচ্চস্তরে স্থান পাইবার কোন উপায় নাই সুতরাং তাঁহারা আপনাদিগকে অষষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে একটী সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইল। তাঁহারা সামান্য অর্থবলে পাঁচজন পণ্ডিতকে বশীভূত করিয়া বৈদ্যগণের অষষ্ঠ ব্রাহ্মণত্ব স্বীকারে একটী পাঁতি প্রস্তুত করাইয়া তাহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিলেন। ইহাতে সমস্ত চট্টগ্রামে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। ঐ পাঁচজন পণ্ডিত পতিত হইলেন। ইহার মধ্যে চারিজন পণ্ডিত নাকে খত দিয়া পুনরায় সমাজে উঠিলেন। একজন ষড়বিংশ দলে রহিয়া গেলেন, তাঁহার মনুষ্যত্বের সঙ্গে সঙ্গে তাহার আয় ও সম্মান বৃদ্ধি হইল. এজন্য শুদ্ধিটা শব্দ মাত্রে পর্য্যবসিত হইল।

ব্যক্তিগত বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্বোক্ত কর্ণধার দোহারী সহযোগে ষড়বিংশ সঙ্গিকে চালাইতে লাগিলেন;—বৈদ্যগণ যে ব্রাহ্মণত্বের দাবী করেন, ইহা অশাস্ত্রীয়, এইরূপ একটী পাঁতিকরা ষড়বিংশ শর্ম্মার ইচ্ছা ছিল কিন্তু কর্ণধার ও দোহারীগণের দ্বারা চালিত হইয়া ষড়বিংশ শর্ম্মা কায়স্থ বৈদ্য উভয় জাতিকে আক্রমণ করিয়া সামাজিক অগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন। ষড়বিংশ শর্ম্মা যদি বৈদ্যগণের মূল বৈদ্যত্বটুকু অপহরণ চেষ্টা না করিতেন কোন গোলোযোগই উত্থিত হইত না, ইহাই সংক্ষিপ্ত সার।

বর্ত্তমানে চট্টগ্রামে ক্ষুদ্র একদল ব্রাহ্মণাচারী বৈদ্য ও একদল বৈশ্যাচারী বৈদ্য ও একদল শূদ্রাচারী বৈদ্য এই তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া আছেন। সুখের বিষয় যে তাঁহাদের মধ্যে কোন বাহ্যিক বিবাদ নাই।

পণ্ডিতগণ আপনাদের শোচনীয় অবস্থা অপনোদন জন্য পূর্ব্বকৃত "কুর্ব্বন্তি কারয়ন্তি" উল্টাইয়া ১৩৩০ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে সদরে সমবেত হইয়া সাব্যস্ত করিলেন যে, যিনিই কায়স্থ বৈদ্য বলিয়া আপনাকে উল্লেখ করিবেন, অমরা তাঁহাকে উপবীতী করাইব। কায়স্থ বৈদ্যগণ আমাদের প্রতিপালক, যাহাতে তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, আমাদের উদর পোষণ জন্য তাহাই কর্ত্তব্য। তবে কিনা যাহারা অব্রাহ্মণ হইয়া ব্রাহ্মণত্বের দাবী করে, ব্রাহ্মণাচার গ্রহণ করিতে চাহে, দশাহ অশৌচ প্রতিপালন করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের সহিত যোগদান করিবেন না।

কয়েকজন পণ্ডিত কয়েকজন বৈদ্যের শরণাগত হইয়া এই প্রার্থনা

জানাইলেন যে, আপনারা যদি ব্রাহ্মণত্বের দাবী উইড্র করেন অর্থাৎ তুলিয়া লন আমরাও আমাদের শিকায়পুরী পাঁতির "ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্য অগণিত পুরুষ-পরম্পরায় উপনয়নাদি সংস্কার রহিতা—ঃ" ও কুর্ব্বান্ত করায়াস্তি প্রায়শ্চিত্তাই।" শব্দগুলি তুলিয়া লইব, ইহাতে আপনাদের অধিকসংখ্যক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অভাবের ও আমাদের অর্থাভাবের কষ্ট অপনীত হইবে।

বাস্তবিক বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সংখ্যা বৃদ্ধি বাঞ্ছনীয় নহে; কেন না তাহাতে তাঁহাদের লভ্যাংশের হানী হইবে, ইহা দূরদর্শিতার পরিচায়ক। পূর্ব্বকালে উৎকলে ও দাক্ষিণাত্যে কর, ধর, নন্দি, দাস, ভদ্র প্রভৃতি অব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণ হইবার সময় তৎকালের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ যদি আপত্তি করিতেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইতে পারিতেন না—অন্য ব্রাহ্মণগণের লভ্যাংশের ও হানী হইত না।

কয়েকজন বৈদ্য স্বীকার করিলেন যে আপনারা (ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ) যদি আমাদের মূল বৈশ্যাচার পঞ্চদশাহ অশৌচ অব্যহত রাখেন ও স্বীকার করত শ্রাদ্ধাদিতে যোগদান করেন, আমরা ব্রাহ্মণাচারের দাবী করিবনা। ইহাতেই চারিবৎসরে এই পর্ব্বের সমাধান হইল। পৌষের শেষ ভাগে এক শ্রাদ্ধ বাড়িতে বহুসংখ্যক পণ্ডিত বৈদ্যদলের পণ্ডিতের সহিত সভায় যোগ দিয়া পঙক্তি ভোজন করিলেন। বৈদ্যদলের যে ত্রিধাভাগ উপরে বর্ণিত হইয়াছে, পণ্ডিতগণের ও তদ্রূপ দ্বিধাভাগ ঘটিয়াছে ঐ ক্রিয়াবাড়ীতে নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়া অনেক পণ্ডিত যান নাই এবং কেহ কেহ যাইয়াও আহার করেন নাই। সিধা বিদায় গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদের অভিমান—আমাদের অমতে সদরে সভা আহ্বান করিয়া ঐরূপ করা আমাদের আত্মমর্য্যাদার ব্যাঘাত জনক।

অনেক পণ্ডিত পুনঃ পুনঃ কণ্ঠমুক্ত করিয়া বলিয়াছিলেন—যাহাতে শীকার-পুরের ষড়বিংশশর্ম্মার পাঁতি অব্যাহত থাকে প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিব এবং একা থাকিব তবুও কোন কায়স্থ বৈদ্যের সংস্কারে বা তাহাদের দলস্থ পণ্ডিতের সহযোগে পান ভোজন করিব না। এখনও দেখাযাইতেছে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বৈদ্যের বাড়িতে খাইয়াছেন, তাঁহাদের পুরোহিতের সহিত পান ভোজনে দাম্ভিকগণের কোন আপত্তি হইতেছে না। গত মাঘ মাসে সেই বৈবাহিক ক্রিয়াও শেষ হইয়া গেল।

'ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন' পণ্ডিতগণ এই নীতির অনুসরণ করিলে এরূপ পরাজয় ঘটিত না, এখন এই ঘটনার দ্বিতীয় পর্ব্ব আরম্ভ হইয়াছে বটে এবং উক্রমাণিকাও শেষ হইতে চলিল। বেশীদিন গড়াইবে বোধ হয় না,

সংসারে যাহারা লোভী অথবা যাহাদের অন্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয় তাহারা—

তোমার শীল তোমার নোড়া
তোমার ভাঙ্গিব দাঁতের গোড়া

এরূপ উক্তি করিতে পারেনা, তাহাতে পরাজয়ই—ঘটীয়া থাকে।

পণ্ডিত সম্মিলনের পরে পৌষের শেষ ভাগের শ্রাদ্ধ বাড়ীতে পণ্ডিত সম্মিলীত হইবার পূর্ব্বে চট্টগ্রাম ব্রাহ্মণ-সভা হইতে এক কমিউসিক প্রচার হইয়াছে। তাহার শিরোনাম "সমাজ সমীপে নিবেদন" স্বাক্ষরকারী সাতজন কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে ষট্‌কর্ম্মজীবী বা শাস্ত্রব্যাপারী একজনও নাই। ইঁহারা জন্মগত ব্রাহ্মণ মাত্র। অর্থগত ব্রাহ্মণ নহেন। সকলেই ব্রাহ্মণেতর জাতির ব্যবসায় অর্থোপার্জ্জন করেন। কাব্যতীর্থ উপাধি বিশিষ্ট লোক আছেন বটে কিন্তু কাব্য শাস্ত্র হিন্দু জাতির দৈব পৈত্র কার্য্যের সহায়ক নহে।

ইঁহারা শিকারপুরের ষড়্বিংশ শর্ম্মার পাঁতি অব্যাহত রাখিতে চাহেন। ইঁহাদের নিবেদনে পণ্ডিত কয়েকজনের নিন্দা ও কায়স্থ বৈদ্যগণকে স্থানে স্থানে গালি বর্ষণ করিয়াছেন। নিবেদনের একস্থলে আছে "পণ্ডিতগণ কোন শাস্ত্রা-নুসারে কহিয়াছেন?" স্বাক্ষরকারীগণ সকল শাস্ত্র অবগত আছেন কি? যিনি সর্ব্বজ্ঞ তাঁহার জিজ্ঞাসায় আবশ্যক কি? সমষ্টি লইয়াই সমাজ, ব্যাষ্টি লইয়া নহে। সমাজ সর্ব্বজ্ঞ বা শাস্ত্রজ্ঞ হইলে পণ্ডিতের আবশ্যকতাই ছিল না। পণ্ডিত যাহা ব্যবস্থা দিবেন সমাজ তাহাই আচরণ করিবে ইহাইত চিরন্তন প্রথা।

নিবেদনের তৃতীয় প্যারায় আছে "চট্টগ্রামের সমস্ত ব্রাহ্মণ সমাজকে অর্থ-লিপ্সা ত্যাগ করিতে সভাপতি আদেশ করিয়াছিলেন।" সেই আদেশ সভাপতি নিজে তথাস্বাক্ষরকারীগণ প্রতিপালন করিতেছেন কি? তাঁহারা অর্থলিপ্সা ত্যাগ স্ববর্ণাচিত কর্ম্ম করিতেছেন কি? নিজের বেলা স্বেচ্ছাচার পরের বেলা উপদেশ যুক্তি সঙ্গত কি?

নিবেদনের চতুর্থ প্যারায় দ্বিতীয় সভাপতির আদেশ "ব্রাহ্মণোচিত পবিত্রতা ও শাস্ত্রের সম্মান রক্ষা" এই আদেশ কয়জন প্রতিপালন করিয়াছেন ও করিতে-ছেন, বুকে হাত দিয়া বলুন দেখি?

নিবেদনের পঞ্চম প্যারায় স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ জমিদারের নিকট পণ্ডিতগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে। পণ্ডিতমণ্ডলী স্বাধীনচেতা বলিয়াই সর্ব্বদা সকল

সময় সকল বিষয়েই যত দ্বিধা ঘটিয়া থাকে। পণ্ডিতমণ্ডলী ঐ ব্রাহ্মণ জমিদারের প্রজা নহেন যে তিনি যাহা বলিবেন তাহাতে একমত হইয়া সকলে তাঁহার আদিষ্ট পথে চলিবেন।

মোট কথা স্বাক্ষরকারীগণের এইরূপ ইচ্ছা ছিল যে, চারিবৎসর পূর্ব্বে চট্টগ্রামে যে সামাজিক অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে তাহা চিরকাল জ্বলিতে থাকুক, আর রঘুনন্দন যে বলিয়াছেন—কলিযুগে ব্রাহ্মণ শূদ্র ব্যতীত অন্যবর্ণ থাকিবেন। তাহাও স্বার্থক হউক। রঘুনন্দনের মত যে সমীচীন নহে, কলিযুগের সেই সময় আগত হইতে যে বহু বিলম্ব তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি, জ্যোতিষশাস্ত্র হইতে প্রমাণ করিয়াছি, পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই কলিতে বিদেশী অহিন্দু রাজার সাম্যনীতি, ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় আমলে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু আচার ব্যবহার রক্ষায় একমাত্র ভরসাস্থল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-গণই ছিলেন, হিন্দুজাতি ভাগ্যদোষে যখন তাঁহাদের ঐক মত্য নাই তখন সকলেই স্বেচ্ছাচারী হওয়া স্বাভাবিক। পণ্ডিতগণ যখন অর্থ লিপ্সায় স্বেচ্ছায় স্বধর্ম্ম ও সদাচার ত্যাগী ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতির স্তুতি করেন, অর্থবান, আচারহীন, চরিত্রহীন হিন্দুগণের সহিত মিলিত হইয়া পান ভোজনে গৌরব বোধ করেন—বৈবাহিক সম্বন্ধে গৌরবান্বিত হন, তখন, তাঁহারাও ত্যাগ সংযম হীন হইয়াছেন সুতরাং এজন্য প্রতিবাদে পরাজয় হইবেনা কেন? আপনার বর্ণধর্ম্ম আপনার কুলধর্ম্ম আপনি বজায় রাখা ভিন্ন গত্যান্তর আছে কি?

শিক্ষায় রুচিবিকার ঘটিয়া সমস্ত দেশই বিলাসে ভরপুর হইয়াছে। কুশিক্ষার মূলোৎপাটন করিয়া তথায় ত্যাগ সংযম রোপণ করিতে পারিলে তবে হিন্দুর ধর্ম্ম, হিন্দুর আচার ব্যবহার রক্ষিত হইবে। বিলাসের স্রোত বন্ধ না হইলে কিছুরই আশা করা যায় না। ব্রাহ্মণই বলুন আর ব্রাহ্মণেতরই বলুন হাজার করা কয় জন লোক অঙ্গসৌষ্ঠব ত্যাগ ও রসনা সংযম করিতেছেন?

সেই শ্রাদ্ধ বাড়ীর সম্মিলনীতে পণ্ডিতসমাজের পান-ভোজনের পর বৈদ্য-সম্মিলনীর পঞ্চদশ অধিবেশনের এক মুদ্রিত কাগজ বিতরিত হইয়াছে। তাহাতে "দাশ শর্ম্মা" "সেনশর্ম্মা" "গুপ্ত শর্ম্মা" পদবিক পঞ্চবিংশতি জনের স্বাক্ষর আছে। উহাতে একজন মান্যমান দত্তশর্ম্মার নাম থাকায় তিনি নিম্নোদ্ধৃত প্রতিবাদ পত্রখানি প্রচার করিয়াছেন। পত্রখানি বৈদ্যস ম্মলনীর আহ্বায়কদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিত :—

"বৈদ্য সম্মিলনীর বৈদ্যশর্ম্মা মণ্ডলী সমীপেষু।

গতকল্য আপনাদের একখানা (আগামী ১৬ই মাঘ বৈদ্যসম্মিলনীর সভার) নোটিশ পাইয়াছি। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই, আপনাদের নোটীশের ২য় দফায় 'রায় বাহাদুর দুর্গাদাস দত্তশর্ম্মা' নাম দেখিয়া আমি মনে করিতেছি যে, আমাকেই উপলক্ষ করিয়া ধন্যবাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হইবে। আপনাদের সমীপে আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আমি আমার নামের পরে 'শর্ম্মা' শব্দ ব্যবহার করিতে চাহিনা এবং আমি বহুবার প্রাকাশ্যে জ্ঞাপন করিয়া আসিতেছি, ইহা সত্বেও আমার নামের পরে 'শর্ম্মা' শব্দ উল্লেখ করিয়া যদি কোন কার্য্য করেন তাহাতে আমার কোন সম্মতি নাই। অধিকন্তু আমি আপনাদের 'বৈদ্য-সম্মিলনী'র পক্ষ হইয়া কোন কার্য্য করি নাই এবং আপনাদের বৈদ্য-সম্মিলনীর কোন সভ্যও বর্ত্তমানে নহি। যেহেতু আপনাদের বৈদ্য-সম্মিলনীর মূলনীতি অনুসারে আমি কোন কার্য্য করিতে পারিবনা সুতরাং আমাকে ধন্যবাদ দেওয়ার কোন কারণ নাই এবং সেইরূপ অকারণ ধন্যবাদ আমি গ্রহণ করিতে চাহিনা।

চট্টগ্রাম। বঙ্গাব্দ—
১০ই মাঘ ১৩৩০ সন শ্রীদুর্গাদাস দত্ত।"

ব্রাহ্মণত্বকামীদিগের সংহত মান্যমান রায় বাহাদুর ঐকমত্য নহেন জানিয়া সুখী হইলাম কিন্তু যাঁহারা এখন ব্রাহ্মণ হইতে উদ্যত হইয়াছেন এবং যাহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন, তাঁহারা (গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় সাহিত্যসংবাদে প্রকাশিত ব্রাহ্মণের সংজ্ঞা কিসে লাভ করা যায়) জৈন শাস্ত্রোদ্ধৃত অংশ পড়িয়া দেখিতে বলি :—

"যিনি ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হন তিনি অগ্নির ন্যায় মহিমান্বিত। জ্ঞানিগণ তদ্রূপ প্রকৃত তেজঃসম্পন্ন ব্যক্তিকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত করেন। ১৯॥ যিনি কোনও পার্থিব আকর্ষণে আবদ্ধ নহেন; সন্ন্যাস-গ্রহণে কদাচ যাঁহার মনে অনুশোচনা আসে না, সৎকর্ম্মেই যাঁহার আনন্দ;—তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলা যায় ২০॥ যিনি রাগ-দ্বেষ-আশঙ্কা প্রভৃতির অতীত, যিনি অগ্নিদগ্ধ সুবর্ণের ন্যায় জ্যোতিঃ-সম্পন্ন—তাঁহাকেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলা যায়। ২১॥ যে আত্মসংযম-শীল সাধু অস্থি-কঙ্কাল সার হইয়াও পবিত্রতাসম্পন্ন নির্ব্বাণ-পথের পথিক—তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলা যায়। ২২॥ যিনি সর্ব্বতোভাবে প্রাণি-পর্য্যায়-তত্ত্বে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন গতিশীল বা স্থিতিশীল কোনও জীবের প্রতিই কোনও প্রকার-

অনিষ্টকারী নহেন—তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলা যায়। ২৩॥ যিনি ক্রোধে বা পরিহাসছলে অথবা লোভ পরবশ হইয়া বা ভীতিপ্রাপ্ত হইয়া কদাচ মিথ্যা-বাক্য প্রয়োগ করেন না—তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলা যায়। ২৪॥ অল্প হউক অধিক হউক প্রয়োজনীয় হউক, অপ্রয়োজনীয় হউক, যিনি অদত্ত বস্তু কদাচ গ্রহণ করেন না—তাঁহাকেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলা যায় ২৫॥ চিন্তায়, বাক্যে বা কার্য্যে কোনও মনুষ্যের বা কোনও প্রাণীর প্রতি যাঁহার ইন্দ্রিয় আসক্ত নয়—তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ পদবাচক। ২৬॥ পদ্ম যেমন জলমধ্যে অবস্থিত থাকিয়াও জলে আসক্ত আদ্র নয়, সেইরূপ সংসারে সুখের মধ্যে থাকিয়াও যাঁহার চিত্ত সে সুখে কলুষিত নহে—তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলা যায়। ২৭॥ যাঁহার লোভ নাই, যিনি অজ্ঞাতবাসে জীবন যাপন করেন, যাঁহার গৃহ নাই বা যিনি কোনও সম্পত্তির অধিকারী নহেন এবং সাংসারিক কোনও ব্যক্তির সহিত যিনি বন্ধুত্ব বন্ধনে আবদ্ধ নহেন—তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলা যায়। ২৮॥ আত্মীয় স্বজন প্রভৃতির সহিত যাঁহার সর্ব্বরূপ সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়াছে এবং যিনি কোনরূপ সুখের জন্য আদৌ আকাঙ্খা মুক্ত নহেন—তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলা যায়। ২৯॥

কেবল মস্তক মুণ্ডন করিলেই শ্রমণ হওয়া যায় না; কেবল ওঁকার শব্দ উচ্চারণ করিলেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না; কেবল অরণ্যে বাস করিলেই তাপস হওয়া যায় না। রাগ দ্বেষ প্রভৃতির প্রতি সাম্যভাব উপস্থিত হইলেই শ্রমণ হওয়া যায়; ব্রহ্মচর্য্য দ্বারাই ব্রাহ্মণ হওয়া যায়; জ্ঞানের দ্বারাই মুনি হওয়া যায়, সংযমের দ্বারাই তাপস হওয়া যায়। কর্ম্মের দ্বারাই ব্রাহ্মণ, কর্ম্মের দ্বারাই ক্ষত্রিয়, কর্ম্মের দ্বারাই বৈশ্য, কর্ম্মের দ্বারাই মানুষ শূদ্র হয়। যিনি সর্ব্ব-কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে সমর্থ তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ—

সব্ব কম্ম বিনিমুক্কং তং বয়ং বুমমাহণং ॥ ৩৪ ॥"

বৈশ্য-সমাজের কতিপয় ব্যক্তির আচরণে ব্রাহ্মণগণ বিশেষ উত্তেজিত হইয়াছিলেন। শুনা যায় পণ্ডিতগণের মধ্যে কয়েক জন যে মতলব আটিয়াছেন তাহাতে অশান্তি আরও বাড়িবে।

বর্ত্তমান যুগ ধর্ম্ম ও শিক্ষা অনুসারে কেহই হীন থাকিবার ইচ্ছুক নহে। নর সমাজের চতুর্থ বর্ণ হীন বর্ণ-ই বটে কেননা, তাহাদের সেবাধর্ম্মই হীনতার দ্যোতক। শিক্ষায় ও ব্যবসায় উন্নত হইলে আর হীনতা রহিল কৈ? রাজদ্বার বর্ত্তমানে কাহারো একচেটিয়া নহে। শিক্ষিত হইয়া উচ্চ পদে অবরোহণ করিতে কোন বাধা নাই। পদমর্য্যাদার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় মর্য্যাদা বৃদ্ধি

করিয়া লইতে হইবে। ব্রাহ্মণ জাতিই হিন্দু জাতির শীর্ষস্থানীয়। তাঁহাদের শরণাগত হওয়া ভিন্ন উদ্ধারের বা উর্দ্ধগতির অন্য উপায় নাই। ব্রাহ্মণ জাতির শীর্ষ স্থানীয়ই পণ্ডিত অতএব পণ্ডিতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

এদিকে পণ্ডিতগণ বিলাস বাসনের নিমিত্ত অর্থলিপ্সায় একান্তই অভিভূত। বিশেষতঃ চারি বৎসরের অনশন ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া চক্ষে অন্ধকার দেখিতেছেন। তাঁহাদের ত্যাগ সংযম বহুদিন পূর্ব্বেই সাগর পারে পলাইয়াছে। এই সুবর্ণ সুযোগ ছাড়িবেন কেন? কয়জন পণ্ডিত মিলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, শূদ্র এবং শূদ্রেতর সকল জাতিই ইদানীং কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে যেমন শিক্ষিত হইয়াছেন তেমন অপর উপাধি পরিবর্ত্তন করিয়া কায়স্থ বৈদ্যের উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব এই শূদ্র ও শূদ্রেতর জাতীয় ধনাঢ্য শিক্ষিত রাজদ্বারে সম্মানিত ব্যবসায়ে সম্মানিত ব্যক্তিগণকে কায়স্থ বৈদ্যোচিত সংস্কার ক্ষত্রিয়াচার বৈশ্যাচার গ্রহণ করাইয়া অর্থোপার্জ্জন করিলাম মন্দ কি? তাহাদের দৈব পৈত্র কার্য্য সকল নিষ্ফল হইল তাহাতে আমাদের কি বহিয়া গেল। হতভাগ্যগণ ইহা মনে করিল না যে, ক্রিয়া শেষ "ব্রাহ্মণ বচনাৎ সর্ব্বং সাঙ্গ" যে মন্ত্র উচ্চারিত হইয়া থাকে তাহার প্রত্যবায় ভাগী কে হইবে!

ইহা প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে যে একজন শূদ্রেতর শিক্ষিত লোক আপন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বর্ত্তমানে তাহাকে অতিক্রম করিয়া বৎসরান্তে পিতার সপিণ্ডিকরণ করার উদ্যত হওয়ায় পুরোহিত আপত্তি করিয়াছিলেন। তখন সে স্পষ্টই পুরোহিতকে বলিয়াছিল—আমার পিতার কার্য্যে বলির ভোগে পড়িবে তাতে আপনার কি? আমার ক্রিয়া নষ্ট হউক বা পণ্ড হউক আপনি দক্ষিণা পাইলেই হইল। ধর্ম্মজ্ঞ পুরোহিত উচ্চকণ্ঠে বলিলেন—তোমার ক্রিয়া নষ্ট হইবে আর আমি পাপী হইব এমন কাজ আমি করিতে পারিব না। পুরোহিত তাহার বাড়ী আহার বা তাহার কোন দ্রব্য গ্রহণ করিলেন না। সে অন্য ব্রাহ্মণ দ্বারা তাহার ইচ্ছামত কার্য্য নির্ব্বাহ করিল। যদি তাহার ব্রাহ্মণের অভাব ঘটিত তবেই সে শাসিত হইত কিন্তু ব্রাহ্মণাভাব হইল না—বিধায় প্রশ্রয় পাইল।

বৈশ্য-সমাজ হইতে একটী গীতি পুস্তিকা প্রচার হইয়াছে। পুস্তকের একটী গানের ভাবার্থ "কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় হইতেছে। তোমরা (বৈদ্যগণ) বেশ নিশ্চেষ্টভাবে আছ, শীঘ্র ব্রাহ্মণ হইতে বদ্ধপরিকর না হইলে তাহাদের

(কায়স্থদের) নীচে স্থান প্রাপ্ত হইবে। ব্রাহ্মণ হইলে উচ্চস্থান অধিকার করিতে পারিবে। এই গীতি পুস্তিকা পাঠ করিয়াই কেবলমাত্র কায়স্থের উপরে স্থান পাইবার লালসায় বৈদ্যগণের এত আড়ম্বর উপলব্ধি করিয়াছি। বৈদ্যগণের মধ্যে ত্রিধা বিভাগ হওয়ায় আমরা দুঃখিত আছি। তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইবেন বেশ, তাহাতে ব্রাহ্মণব্যতীত অন্য জাতির কোন আপত্তি নাই। শাস্ত্রে আছে "সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে" ব্রাহ্মণেরা কেন উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন—বাধা জন্মাইতেছেন? তাহারা কি পরাজয়ের ভাবনা ভাবিতেছেন না? তাহারা যে ভাবে দ্বিধা বিভক্ত তাহা চিন্তা করিতেছেন না? তাঁহারা যদি বাছিয়া বাছিয়া কুকর্ম্মী ব্রাহ্মণগণকে সমাজ হইতে ত্যাগ করেন, কুকর্ম্মীর সহিত অসহযোগী হন তবেই বৈদ্যগণের চেষ্টা নিষ্ফল হইবে; কেননা ব্রাহ্মণ বর্জ্জন-রূপ সমস্যমানকর্ম্মে কেহই যাইতে সাহসী হইবেন না—ত্যাগী সংযমী হইতে পারিবেন না।

একজন দূরদর্শি লোক বলিয়াছিলেন—শিবায়পুরের ষড়বিংশ শর্ম্মার প্রচারিত পাঁতি প্রত্যাহার না করিলে পণ্ডিতগণের পরাজয় অবশ্য ঘটিবে। তাঁহার কথা সার্থক হইয়া পণ্ডিত পরাজয় ঘটিল। পরাজিত হইয়া ও বৈদ্য-গণের বৈশ্যাচার স্থিরতর রাখায় পণ্ডিতগণের সম্মানের পথ আরও প্রশস্ত হইল ইহা অতি আহ্লাদের বিষয়।

গত ১৯২৩ ইং ২৬শে জুন, চট্টগ্রামের খ্যাতনামা ১৮জন কায়স্থ বৈদ্য সম্মিলিত হইয়া ডাক্তার বেণীমোহন দেববর্ম্মার সভাপতিত্বে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা কার্য্যে পরিণত হওয়ায় পণ্ডিত-সমাজ ভয় খাইয়াছিলেন, ক্ষতিগ্রস্থও প্রচুর মতে হইয়া শেষে আপনাদের অন্যায় উক্তি আপনারা প্রত্যাহার করিয়া পরাজিত হইলেন। পণ্ডিত পরাজয়ের দ্বারা পণ্ডিতগণের সম্মান হানী হইয়াছে বলিয়া কোন ভদ্রলোক মনে করিতেছেন না, এই পাঁতি প্রত্যাহার রূপ পণ্ডিতগণের প্রশংসা ও উদারতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। কিঞ্চিৎ শিক্ষাও এই হইল যে স্বাধীন শাস্ত্রব্যবসায়ীগণ অন্যের দ্বারা চালিত হইলে পরাজয়ই স্বাভাবিক। পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে ভারতের নানা স্থলের মহামনস্বী বিখ্যাত ব্যক্তিগণ শাস্ত্রসাগর মন্থন করিয়া কায়স্থের যে ক্ষত্রিয়াচার স্থিরকৃত করিয়াছেন, ব্যক্তি বিশেষের প্ররোচনায় তুচ্ছ অবান্তর বিষয়ের সহিত বিজড়িত করিয়া সেই কায়স্থ জাতিকে আক্রমণ করার জন্য তাঁহারা অনুতপ্তও হইয়াছেন। আবার বলি পণ্ডিত সমাজ বৈদ্যগণের ব্রাহ্মণত্বের

দাবী অশাস্ত্রীয় মনে করিলে কৌশলে তাহাদিগকে নিরস্ত না করিয়া কায়স্থ জাতিসহ জড়াইয়া অন্যায় পাঁতি প্রস্তুত করা সঙ্গত হইয়াছিল কি? এখন যে তাঁহারা আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছেন ও সংশোধন করিলেন তজ্জন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ।

কায়স্থ এবং বৈদ্য দুইজাতি লইয়াই পণ্ডিতগণের সম্মান। উভয় জাতির সহিত যদি সংশ্রব ত্যাগ হইল, তবে অন্য কে তাঁহাদের মর্য্যাদা বুঝিবে? প্রকৃত কথা বলিতে হইলে বিদ্যার মর্য্যাদা ব্যতীত ধনমর্য্যাদা পণ্ডিতসমাজের মধ্য কয়-জনের আছে? ধনশালী ব্রাহ্মণগণ, কুশীদজীবিগণ, নানা ব্যবসায়ে উপার্জ্জনশীল ব্রাহ্মণগণ এই দুর্দ্দিনে—চারিবৎসর কাল পণ্ডিগণকে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন কি? যদি না করিয়া থাকেন কায়স্থ বৈদ্যগণের উপর পণ্ডিতগণকে দিয়া তাঁহাদের আর্থিক সর্ব্বনাশ কেন করিলেন? পূর্ব্বোক্ত কায়স্থ সম্মিলনীর সভায় যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল সেই প্রস্তাবে পণ্ডিতসমাজ ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছেন, ভবিষ্যতেও হইবেন। তাঁহারা আপন ভ্রম জন্য পরাজয় স্বীকার করিয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য করিয়াছেন! কায়স্থ বৈদ্য সম্মিলিত সভায় গৃহীত বিষয় এই;—

১। যে সব পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণ চট্টগ্রামের কায়স্থ ও বৈদ্যগণকে শূদ্র বলিয়া অভিহিত করেন, তাঁহাদিগের সঙ্গে কায়স্থবৈদ্যগণ সামাজিক সংশ্রব পরিত্যাগ করিবেন এবং তাঁহাদের আত্মীয় বন্ধুগণ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে উক্ত ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতগণের সামাজিক সম্পর্ক পরিত্যাগ করিতে সচেষ্ট হইবেন।

২। "বর্ত্তমান ভারত" নামক পত্রিকা বৈদ্য কায়স্থগণের বিরুদ্ধে অযথা উক্তি করায় উক্ত পত্রিকা চট্টলবাসীগণের আপাঠ্য সাব্যস্ত করা হউক।

৩। যে সকল পণ্ডিত কায়স্থবৈদ্যকে দ্বিজ স্বীকার করিয়া ক্রিয়া করান তাঁহাদের তালিকা প্রস্তুত করা হউক।

আমরা বিশেষ বিনয় সহকারে পণ্ডিত সমাজকে নিবেদন করিতেছি, তাঁহারা যেন স্বাধীনভাবে স্থির থাকেন! অন্য কর্ত্তৃক চালিত না হন। পণ্ডিতগণ যে সকল বৈদ্যগণকে উপবীত করিবেন তাহারা যেন অকায়স্থ অবৈদ্য না হয়; এই বিষয় কার্য্য বিবেচনার সহিত করিবেন। অন্যথা পুনঃ পণ্ডিত পরাজয়ের অভিনয় হইবে। অতএব সাবধান।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র বিশ্বাস।

কায়স্থ কথা।

কায়স্থ-সমাজের পক্ষে "কায়স্থ-কথার" মত প্রিয়কথা আর কিছুই নাই। জগতের সভ্যজাতি মাত্রেরই নিকট কায়স্থের কার্য গৌরবের কার্য। পৌরোহিত্য এবং রাজ্য-শাসন এই উভয় উচ্চাঙ্গেই কায়স্থের কার্য আপনার প্রাধান্ত বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। মানব-সমাজে সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই একদিকে দেবদেবীর পূজা অর্চনার নিমিত্ত এবং অপর দিকে রাজ্যতন্ত্রের পরিচালনার জন্ত লেখা এবং লেখকের আবশ্যকতার উদ্ভব হইরয়াছিল এবং তজ্জন্য রাজন্ত ও পুরোহিত সম্প্রদায়ের সহিত লেখক সম্প্রদায়েরও অভ্যুদয় হইয়াছে। গত ফাল্গুন-সংখ্যা "কায়স্থ-সমাজে" আমরা এই তত্ত্বের আভাস দিয়াছি।

ভারতখণ্ডের ঋষিপ্রণীত এবং অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত শাস্ত্র এবং প্রবাদ অনুসারে আর্যজাতির আদিম নিবাস ভারতবর্ষেরই মধ্যে এবং সেই "ভারতবর্ষ" আধুনিক রাজনৈতিক ইণ্ডিয়া নহে পরন্তু পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর হইতে পশ্চিমে অতলস্তক (আটলাণ্টিক) মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল মহাদেশ ছিল। য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরাই গত উনবিংশ শতাব্দে প্রথম প্রচার করেন যে আর্যগণ এদেশের আদিম অধিবাসী নহেন এবং তাঁহারা দেশান্তর হইতে এদেশে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। এই আর্যাভিযানের (Aryan invasionএর) গল্প সকলেই শুনিয়াছেন, সুতরাং সে কথা বাড়াইয়া লাভ নাই। তবে আর্যগণ কোন দেশ হইতে আসিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে য়ুরোপীয় কল্পনা এসিয়া এবং য়ুরোপের অনেক স্থানেই দৌড়াদৌড়ি করিয়াছেন। এসিয়ার অন্তর্গত তিব্বত, বোখারা এবং আর্মেনিয়া প্রভৃতি হইতে য়ুরোপের গ্রীস, রুষিয়া এবং নরওয়ে-সুইডেন পর্যন্ত অনেক স্থানে তাঁহারা সেই আদিম নিবাসের অস্তিত্ব নির্দেশ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া সম্প্রতি অষ্ট্রীয়া হঙ্গেরীর ভিতরে গিয়া পৌছিয়াছেন। আধুনিক য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে সেই আদিম আর্যগণকে "বীরো" (Wiro) বলাই উচিত, এবং সম্ভবতঃ তাঁহারা হঙ্গেরীর ভিতরেই বাস করিতেন (১)। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের এই উক্তির মূলে কেবল কল্পনা ভিন্ন কোন প্রমাণ আদৌ নাই। তাহারা এই আর্যাভিযানের গল্প আমরা মুখস্থ করিতে বাধ্য হইলেও (তাহা মুখস্থ না করিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় খেতাব এবং মোটা মাহিয়ানার চাকরী পাওয়া যাইবে না) বিশ্বাস করিতে পারি না। তাঁহারা যে বলিয়াছেন "আর্যগণ খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দের কাছাকাছি ইণ্ডিয়ায় আসিয়া এদেশের আদিম অসভ্য মানুষ গুলিকে তাড়াইয়া দিয়া বসবাস করিতে লাগিয়া গিয়াছিলেন," এই কথার মূলে তাঁহাদের উর্বর মস্তিষ্কের সুচারু কল্পনা ভিন্ন এদেশী অথবা বিদেশী কোনই প্রমাণ নাই।

য়ুরোপীয়গণের মতে মিসরীয়গণের সভ্যতা অতি প্রাচীন, আসীরিয়-ক্যাল্ডিয়ার সভ্যতাও প্রায় তত প্রাচীন, যাহুদীগণের সভ্যতাও অনেক প্রাচীন, আর ভারতীয় সভ্যতা ইহাদের কনিষ্ঠ; গ্রীক (যবন) দিগের সভ্যতা ভারতীয়গণের সভ্যতার প্রায় সমবয়সী। আমাদের মতে ইহা "অন্ধহস্তী-ন্যায়ের" সুন্দর নিদর্শন। অন্ধগণের কেহ বলিয়াছিল, 'হাতী সাপের মত,' কেহ বলিয়াছিল 'না সে কুলার মত,' অপরে বলিয়াছিল, 'দূর! তা কেন,—সে যে থামের মত'। আসল কথা এক একজন হাতীর বৃহৎ দেহের এক এক অংশ হাত দিয়াছিল,—কেহই সমস্ত হাতীটার দেহের সকল অংশে হাত বুলাইতে পারে নাই,—সেই জন্য ওই ঝগড়া হইয়াছিল। এখানেও তাই, হইয়াছে। মিসর, অসুর দেশ (আসীরিয়া ক্যাল্ডিয়া,) যাহুদী দেশ (জুডিয়া) এবং যবন দেশ—(যোনিয়া-Jonia) এ সকলই প্রাচীন ভারতবর্ষের অংশ; সুতরাং প্রাচীনত্বে সকলেই উনিশ-বিশ মাত্র,—প্রভেদ অধিক নাই,—থাকিবার কথাও নাই।

আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের এই পরাধীন দেশের ইতিহাস নাই। যাহা আমরা "ইতিহাস" বলিয়া ভক্তির সহিত পড়ি, তাহা বিজয়ী-বীরগণের লেখা। সিংহের হাতে তুলি থাকিলে মানুষের ছবি কিরকম হইতে পারে, তাহাই আমরা য়ুরোপীয় মনিব মহাশয়গণের রচিত ইতিহাসে দেখিতেছি। তাই মিসর আসীরিয়া, যুদীয়া, এবং গ্রীক দেশে রাজতন্ত্র অথবা পৌরহিত্য স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে লেখা ও লেখকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, কিন্তু এই দেশের পুরোহিতগণ এবং রাজতন্ত্রের কর্মিগণ "নিরক্ষর" ছিলেন বলিয়া জানিতে বাধ্য হই। মিসরে আসীরিয়ায়, এসিয়া মাইনরে অথবা গ্রীক ভূমিতে লেখা ও লেখকের অস্তিত্বের প্রাচীন প্রমাণ আছে'—আর আমাদের সবই মুখে মুখে ছিল! বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক উপনিষদ্ হইতে পুরাণ স্মৃতি পর্যন্ত গাড়ী গাড়ী "গ্রন্থ" সবই মানুষের মুখে ছিল,—আর রাজ্য শাসনের খাজনা আদায় করার দাখিলা খতিয়ান হইতে

(১) The Cambridge History of India, Vol. I. (1922) ch. III. p. 68.

বিচার ব্যবস্থায় নথীপত্র সওদাগরগণের কারবারের, আমদানী রপ্তানীর ও দেনা পাওনায় হিসাব সবই মুখে মুখে ছিল! অন্ততঃ খৃষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত এদেশের সওদাগরেরাও যে লেখাপড়া জানিতেন না,—অথবা এদেশে কোনও রকম লেখার ব্যবহার ছিলনা, এইতত্ত্ব সাহেবেরা শিখাইয়াছেন। এদেশের পুরাতন "ব্রাহ্মী" (অশোক অনুশাসনের অক্ষর) অক্ষর ও যে সেমেটীক (আরেমিক) "আলেফ্, বে, সে" ইত্যাদির নকল তাহাও তাঁহারা বলিয়াছেন। এদেশের ব্রাহ্মণেরা সেই অপূর্ব মূর্ত্তির "আলেফ্, বে, সে" হইতে আমাদের "অ আ ক খ" ইত্যাদি জগতের বিস্ময়কর এবং সম্পূর্ণাঙ্গ বর্ণমালার সৃষ্টি করিয়াছিলেন,—এই কথা আমাদের শ্বেতাঙ্গ গুরু মহাশয়েরা সযত্নে শিখাইয়াছেন। এই শিক্ষা কণ্ঠস্থ না করিলে আমাদের উপায় নাই,—সুতরাং আমরাও তাহা করিতেছি। আমাদের দেশে স্বদেশী অনুসন্ধান আরম্ভ হইলেও এবং কোন বিদ্বান্ স্বাধীনভাবে সেই বিষয় (যেমন মহীশূরের শ্যামশাস্ত্রী বি-এ) প্রচার করিলেও উৎসাহের অভাবে তাহা বিদ্বৎসমাজে আদৃত ও গৃহীত হয় নাই। এই হেতু এদেশে লেখাপড়ার অতি প্রাচীন ঐতিহ্য থাকিলেও এবং লেখার দেবী সরস্বতী ঠাকুরাণীর এবং লেখক গণেশ এবং চিত্রগুপ্ত ঠাকুরের পূজা প্রচলিত থাকিলেও প্রাচীন দলীলের অভাব হেতু কায়স্থ বা লেখক জাতির অতি প্রাচীনত্ব আমরা সপ্রমাণ করিতে পারি না।

ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্গত বিষ্ণু-স্মৃতিতে কায়স্থ এবং "লেখ্য" আছে। যুরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে বিষ্ণুস্মৃতি খুব প্রাচীন নহে। মনুসংহিতার বয়সই তাঁহাদের মতে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দের পূর্বে নহে, বিষ্ণুস্মৃতিকে তাঁহারা আরও নূতন বলেন। বৌদ্ধ জাতক গল্পগুলিকে কিন্তু তাঁহারা খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দের এবং বৌদ্ধ সূত্র পিটককে আরও পুরাতন বলেন। বৌদ্ধ সূত্র গুলিতে লিচ্ছবি, মল্ল এবং শাক্য প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণের গণতন্ত্র রাজশাসন প্রণালীর উল্লেখ আছে। ঐ সকল গণতন্ত্রী রাজ্যের সংস্থাগার (সভা—পার্লামেণ্টের মত) ছিল, সভ্যগণ তথায় উপস্থিত হইয়া রাজকর্ম করিতেন। সংস্থাগারে সভ্যগণের মতামত (ভোট) গ্রহণ করার প্রথা ছিল (২) তাহাদের সেই সকল মতামতের লিপিবদ্ধ বিবরণ

(২) Dr. Rhys Davis প্রণীত The Buddhist India শ্রীযুক্ত বিমল-চন্দ্র লাহা প্রণীত Kshatriya class of Buddhist India এবং The Cambridge History of India Vol .1. ch vII.

রাখা হইত, ইহা য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা মনে করিয়াছেন। তথাচ বৌদ্ধশাস্ত্রে লেখকের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে বলিয়া আমরা শুনিনাই।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের গুরু ভদ্রবাহু শ্রুতকেবলী কল্পসূত্র গ্রন্থে বর্দ্ধমান স্বামীর (মহাবীর জিনের) জীবনী লিখিয়াছেন। সেই জীবনীতে লিখিত আছে, রাজগৃহের নিকট পাবাগ্রামে (আধুনিক পাবাপুরী পাটনা,—জিলার বেহার সরিফের নিকটবর্ত্তি) রাজা হস্তিপালের কায়স্থ বা লেখক মহাশয়ের গৃহে ৭২ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন (৩)। এই প্রমাণে উপলব্ধ হইতেছে যে মহাবীরের জীবদ্দশায় অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে "কায়স্থ" নিজ জাতীয় উপাধি দ্বারা পরিচিত হইতেন। "মুদ্রারাক্ষস" নাটকে যে ঐতিহ্য রক্ষা করিতেছে, তাহাতেও বোধ হয় যে মগধ-রাজ্যে বুদ্ধদেবের প্রাদুর্ভাবের পূর্ব হইতেই "কায়স্থ" সুপরিচিত জাতি বলিয়া সমাজে বিখ্যাত হইয়াছেন। আমরা ইহার পূর্বে "কায়স্থ কি?" শীর্ষক প্রস্তাবে বলিয়াছি যে রাজ্যশাসন ব্যবস্থা সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই "কায়স্থ" জাতিরও প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। রামায়ণ, মহাভারত, এবং মহাপুরাণে আর্য-সমাজের যে ছবি আমরা দেখিতে পাই,—তাহা হইতে "কায়স্থ"কে তুলিয়া লইলে তাহার অঙ্গহানি হয়। এই জন্যই এদেশে প্রবাদ আছে যে "যত দিন চন্দ্র সূর্য থাকিবে তত দিন আমরা কায়স্থ" (৪)

(৩) The Cambridge History of Indaia Vol I Ch VI (by Dr. Jorl charpentier. Ph D) p 163

(৪) মহীশূরের শ্রীযুক্ত শ্যামশাস্ত্রী বি, এ, মহাশয়ের আবিষ্কৃত "কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র" প্রকাশিত হইবার পর হইতে য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা এদেশের লিপিবিদ্যার প্রাচীনতার সম্বন্ধে সুর বদলাইয়াছেন। মৌর্য সাম্রাজ্যের ইতিহাস লিখতে গিয়া Dr. F. W. Thomas M.A. Ph. D. বলিতেছেন "That writing was in common use not only for literary purposes, but also in public business, the edicts of Asoka exist to prove. But this is by no means all. Epistolary correspondence was perfectly usual; (Artha Sastra, pp 28, 29 & 30. Strabo XV. 67 and ?, mentions writing on cloth) and written documents were employed in the courts of land: Moreover, the administration was versed in book-keeping and registrarion on a large scale and systematically arranged." *The Cambridge History of India,* Vol I. Ch. XIX, p 483.

"কায়স্থ" নাম কোথা হইতে আসিল, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন তাহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি কিন্তু সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। "কায়স্থে"র আর একটি প্রতিশব্দ "দিবির"—কিন্তু ঐ শব্দের অর্থ কি?—তাহা খুজিয়া পাই নাই। স্কাইথিয়া ও কায়থল প্রভৃতি মহাদেশ অথবা দেশের নাম হইতে অথবা পারসীক "ক্ষত্রিয়" বা "খাইথিয়" (Khshaythiya) জাতি হইতে পণ্ডিতেরা "কায়স্থ" শব্দের জন্ম হইয়াছে বলিয়াছেন. তাহা আমাদের মনঃপুত হয় নাই। আমরাও কোন ভাল নিরুক্তি দিতে পারি না। শাস্ত্রে অনামিকা অঙ্গুলীর মূলকে "কায়তীর্থ বলে.—আগে এদেশের লোকেরা "মুট কলমে" কলম ধরিয়া লিখিতেন এবং সেই রকমে ধরিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন বলিয়া "কায়ে তিষ্ঠতি কায়স্থ" নামে পরিচিত হইয়াছিলেন এবং "ক" শব্দে প্রজাপতি বা ব্রহ্মাকে বুঝায় বলিয়া অবশেষে ঐ কায়তীর্থ ব্রহ্মার কায় বা দেহ বলিয়া পৌরাণিক প্রবাদে গৃহীত এবং গল্প লিখিত হইয়াছে। এই নিরুক্তি এক রকমে করা যায়,—কিন্তু ঠিক কিনা জানি না; সুতরাং ভদ্রসমাজে "নিবেদন" করা ভিন্ন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতে পারিতেছি না।

গত ফাল্গুন-সংখ্যা "কায়স্থ-সমাজে" প্রকাশিত "কায়স্থ কি?" প্রস্তাবের (২৫) সংখ্যক পাদটীকায় (৫০৮ পৃষ্ঠা) "কায়স্থ" শব্দের আর একটি নিরুক্তির সঙ্কেত করিয়াছি। রাজ্য অথবা রাষ্ট্রের (অথবা কোন দেশ রাজতন্ত্রীই হউক, অথবা গণতন্ত্রীই হউক, তাহার শাসন যন্ত্রের) সর্ববিধ অঙ্গ বা Departments (বিভাগসমূহ) কায়স্থের অধীন থাকায় (৫), রাষ্ট্রকে "কায়" বলিয়া কল্পনা করত সেই "কায়ের" সর্বত্র বিদ্যমান্ কর্মচারী সম্প্রদায়কে "কায়স্থ" নামে অভিহিত করা অযৌক্তিক বলা যাইতে পারে না। কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্র" আলোচনা করিলে সুস্পষ্ট প্রতীত হয় যে ভরতখণ্ডে মৌর্য কালের পূর্ব হইতেই অতি সুন্দর এবং সম্পূর্ণাঙ্গ রাজ্যশাসন-ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সেই ব্যবস্থার পরিচালন প্রধানতঃ কায়স্থের হস্তেই থাকিত।

(5) "We have here, (Artha Sastra) matter for the work of a large establishment and an elaborate clerical system. More over, both in town and country the various grades of officials maintained full register both of property and of the population. *Ibid.* pp 487-488.

"কায়স্থ" শব্দের একটী শব্দ-সাদৃশ্য পারসীক বেদ "অবস্থায়" পাওয়া যায়। পৌরাণিকগণ অবগত আছেন যে যমরাজ বিবস্বান্ (সূর্য্য) দেবের পুত্র এবং সেই জন্য তাঁহার অন্যতম নাম "বৈবস্বত।" অতি প্রাচীন মৎস্যপুরাণে যে প্রসিদ্ধ "যমায় ধর্মরাজায়" ইত্যাদি "যমতর্পণ" (১০২ তম অধ্যায়, বঙ্গবাসী) পাওয়া যায়, উহাতে উল্লিখিত চৌদ্দটি নামের মধ্যে "বৈবস্বত"নামটি পঞ্চম নাম এবং "চিত্র" এবং "চিত্রগুপ্ত" যথাক্রমে ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ নাম দেখা যায়। যমের সহিত চিত্রগুপ্তের এইরূপ অভেদ কল্পনা কেবল মৎস্য পুরাণেই দেখা যায়. তাহা নহে। গরুড়পুরাণেও দেখা যায়, যমরাজার রাজধানীতে বিংশতি যোজনব্যাপী চিত্রগুপ্তের সহর (অথবা মহল) আছে এবং সেখানে অনেক "কায়স্থ" মৃত মানবসমূহের পাপ পুণ্যের বিচার করিয়া থাকেন। "কায়স্থ" দিগের সহিত চিত্রগুপ্ত নামক যমের এইরূপ নৈকট্য সম্বন্ধ গরুড় পুরাণে স্বীকার করিয়াছেন; অন্যান্য পুরাণে ত স্পষ্ট লেখাই আছে যে কায়স্থেরা চিত্রগুপ্তের বংশধর। পারসীক বেদ "অবস্থা" গ্রন্থে "বিবণ ঘণ্টের" পুত্র "যিম-রাজের" এবং তাঁহারই সহিত "মনুশ্চিথ্র" নামক পিতৃপুরুষের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় (৬)। উক্ত অবস্থার "বেন্দিদাদ" এবং "যষ্ট" প্রকৃতি প্রকরণে এই "যিম-রাজের" অনেকবার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় এবং আর্য বৈদিক এবং পৌরাণিক সাহিত্যের "বৈবস্বত মনু"র মত তিনি প্রলয়ের সময়ে এক বিশাল "বর" (মৃত্তিকাতলের দুর্গ অথবা জাহাজ) প্রস্তুত করিয়া পৃথিবীর সর্ববিধ প্রাণীর বীজরক্ষা করিয়াছিলেন। আমাদের বৈবস্বত মনু, চিত্রগুপ্ত এবং চিত্রের সহিত "অবস্থার" মনুশ্চিথ্র এবং আমাদের বৈবস্বতে যমরাজের সহিত উক্ত "যিম-রাজের" সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে। বৈদিক "যম" এবং আবেস্থিক "যিম" যে একই ব্যক্তি, তাহা য়ুরোপীয়গণও বেশ স্পষ্ট বুঝিতে

(৬) Sacred Books of the East Seriesএর অন্তর্গত "*Zend-Avestha*" translated by James Dermesterer. এই গ্রন্থের Vendidat এবং Yast অংশের বহুস্থানে Yima Khshaet এর উল্লেখ আছে (the Index) এবং ২৯শ Yast এর ১৩১তম শ্লোকে Manuschittra. (২২১ পৃষ্ঠা, ২য় ভাগ) নাম আছে। Yima প্রায়শঃই King Yima son of Vivangha*nt* বলিয়া পরিচিত।

পারিয়াছেন। আবেস্থা গ্রন্থে এই "যমরাজকে" পুনঃ পুনঃ "যিম খায়েত" (Yima Khshaet) বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে। আমাদের এই মফস্বলে আবেস্থিক ভাষার কোন অভিধান না থাকায় এই "খায়েত" বা "কায়েত" শব্দের প্রকৃত অর্থ কি বুঝিতে পারি নাই। তবে, এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে "স্কাইথিয়া," "কায়থল," "খায়থিয়" ইত্যাদি শব্দ অপেক্ষা এই "খায়েত" বা "কায়েত" শব্দের প্রাকৃত ভাষার "কায়েত" ("কায়স্থের" চলিত নাম) শব্দের সাদৃশ্য যে খুব নিকট, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। "কায়স্থ" শব্দের নিরুক্তি নির্দ্ধারণকারক পণ্ডিতগণের মধ্যে এই "যিম-খায়েত" শব্দের কথা কেহ বলিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত নাই। তজ্জন্য এই নিরুক্তিটির বিষয়ও আমরা বিনয়ের সহিত "কায়স্থ-সমাজের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

পারসীক আর্যগণ আমাদের পর নহেন। প্রাচীন ভারতবর্ষের কেকয়, মদ্র এবং পারসীকগণ বেদ-বিহিত যাগযজ্ঞ এবং পূজার্চ্চনা করিতেন। য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা প্রথম প্রথম সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া এসিয়া মহাদেশের দক্ষিণ ভাগের (জাপান চীন হইতে মিসর পর্যন্ত সভ্যতার ইতিহাস বুঝিতে অনেক ভুল বুঝিয়াছিলেন, এবং তজ্জন্য আমাদিগকেও অনেক ভুল শিখিতে এবং মুখস্থ করিতে হইয়াছিল। সুখের বিষয় ক্রমশঃ তাঁহাদের ভুল কমিতেছে এবং প্রকৃত সত্য কথা তাঁহারা শিখিতেছেন। "ভারতবর্ষ" যে, India নহে—তাহা এতদিনে তাঁহাদের কাহারও কাহারও হৃদয়ঙ্গম হইতেছে (৭)। আর্য সভ্যতা

(৭) "The confusion of this Geographical term ('India' of the Greeks) with its later meaning (in the sense of ভারতবর্ষ) has been the couse of endles misconception all through the middle Ages even down to the present day. 'India' was 'the Country of the Indus.'

The Cambridge History of India, Vol. I. Ch. II. (By E.I. Rapson M.A, Professor of Sanskrit, Cambridge.) P 59. আমরা এই কথাই আজ ত্রিশ বৎসর হইতে বলিয়া আসিতেছি "ভারতবর্ষ", প্রথম-বর্ষ আশ্বিনসংখ্যা, "ভারতবর্ষ" প্রস্তাব এবং ঢাকার "প্রতিভা" পত্রিকায় "ভারতের আর্য ও অনার্য" প্রস্তাব দ্রষ্টব্য।

যে এককালে বহুদূর বিস্তৃত ছিল বৈদিক ইন্দ্র মিত্র বরুণ এবং নাসত্য (অশ্বিদ্বয়) খৃষ্টপূর্ব ১৪শ শতাব্দেও যে এশিয়ামাইনরেও পূজিত হইতেন তাহা তাঁহারা বুঝিতেছেন। পারসীক রাজধানীর প্রাসাদসমূহের সহিত পাটলিপুত্রের প্রাসাদ-সমূহের সাদৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইবার যে কিছুই নাই—তাহাও ক্রমশঃ তাঁহারা বুঝিতেছেন (৮) মেদিনীপুর জিলার বাঙ্গালীর সভ্যতার সহিত শ্রীহট্ট জিলার বাঙ্গালীর সভ্যতার সাদৃশ্য যেমন স্বাভাবিক, প্রাচীন ভারতের কোশলদেশের সভ্যতার সহিত (আধুনিক আর্মেনিয়ার অন্তর্গত) কেকয় দেশের সভ্যতার সাদৃশ্যও তদ্রূপ স্বাভাবিক। দ্রৌপদীর সয়ংবর-সভায় যবন রাজার নিমন্ত্রণ এবং আগমন তাই বিস্ময়ের বিষয়ও নহে এবং প্রক্ষিপ্ত উৎক্ষিপ্তবাদের প্রশ্রয়ের যোগ্যও নহে। মিসরের শিবলিঙ্গের সহিত কামরূপের শিবলিঙ্গের সাদৃশ্য অথবা বাঙ্গালার চড়কগাছের উৎসব যবন দেশে (Jonia অথবা গ্রীসেও দেখিলেও ভয় পাইবার কিছুই নাই। তাঁহারাও যে আমরা। তাই পারসীক যিম রাজও মনুশ্চিত্রকে মধ্যদেশ বা প্রয়াগের যমরাজ ও চিত্রগুপ্তরূপে দেখিয়া বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। কাম্বোজ বংশাবতংশ নৃপতির প্রতিষ্ঠিত শিব দিনাজপুরে এখনও ত দেখিতেছি। ধ্রুবানন্দ মিশ্র আদিশূরের ইতিহাস বলিতে গিয়া বলিয়াছেন, "অগমদ্ ভারতং বর্ষং দারদাৎ স রবিপ্রভঃ"—সেই সূর্যসম তেজস্বী (অম্বষ্ঠ কায়স্থ) আদিশূর দরদদেশ হইতে গৌড়মণ্ডলে আসিয়াছিলেন। দাদিস্থান এবং বুখারা হইতে যদি রাজারা গৌড়মণ্ডলে আসিতে পারেন, যদি গৌড়ের রাজা ধর্মপাল সেই কাম্বোজে (আধুনিক বুখারার নিকটবর্ত্তী প্রদেশ) জয় করিতে পারেন, যদি মগ ব্রাহ্মণেরা এদেশে আসিয়া রাজকুলের কুল ক্রমাগত মন্ত্রী হইতে পারেন, (যেমন বৃদ্ধ পাঞ্চাল মিশ্র, গুরব মিশ্র পালরাজগণের সময়ে হইয়াছিলেন।) তাহা হইলে পারসীক "খায়েত" অথবা 'কায়েত' উপাধিও এদেশে আসবার বাধা কি? খুব সম্ভব 'খায়েত' 'কায়েত' অথবা 'কায়েত' শব্দকে সংস্কৃত 'কায়স্থে' পরিণত করা হইয়াছিল। প্রাচীন শব্দতত্ত্বের পণ্ডিত মহাশয়েরা যে এরূপ অনেক কৃতক অথবা কৃত্রিম সংস্কৃত শব্দের সহিত পরিচিত আছেন, তাহা বলাই বাহুল্য। পারসীক "মিথ্র" শব্দের অপভ্রংশ জাত "মিহর্" শব্দ যে সংস্কৃত "মিহির" শব্দে পরিণত হইয়া "কৌলীন্য মর্যাদা" পাইয়াছেন, তাহা সকলেরই সুপরিজ্ঞাত। এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে। সম্ভবতঃ "কায়স্থ" ও কৃতক সংস্কৃত শব্দ, তাই শাব্দিকেরা সংস্কৃত

(৮) *Aryan Rule in India* by Hauel.

ভাষার সাহয্যে তাহার নিরুক্তি ঠিক করিতে পারেন নাই। "দিবির" শব্দকে আমরা ত কোন প্রকারেই "কায়দা" করিতে পারি নাই। আজ "কায়স্থ কথা" এই পর্যন্তই রহিল।

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতী-ভূষণ

ঠাকুর মহাশয়

(২)

গোস্বামী লোকনাথ

যশোহরের তালগড়ি গ্রামে পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তীর নিবাস। পদ্মনাভ, কুলীন, বিদ্বান্ ও ভক্ত। লোকনাথ, পদ্মনাথ চক্রবর্ত্তীর পুত্র।

অল্পবয়সে নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া লোকনাথ, ভক্তিগ্রন্থ পড়িতে লাগিলেন। পড়িতে পড়িতে তাঁহার হৃদয়ে ভক্তির উন্মেষ হইল, ভগবৎ প্রাপ্তির জন্ত আকুলতা জন্মিল, বিষয়ে বিতৃষ্ণা হইল।

তখন নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব। লোকনাথ শুনিলেন, পতিতোদ্ধারের জন্ত ভগবান্ ভক্তরূপে অবতীর্ণ হইয়া নবদ্বীপে প্রেমভক্তি বিতরণ করিতেছেন। লোকনাথ, শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শন লালসায় উন্মত্ত হইলেন।

অগ্রহায়ণ মাসের অর্দ্ধরাত্রি। বিনিদ্রলোকনাথ, দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিলেন। বহির্জ্জগৎ আজ বড় মনোরম। জ্যোৎস্নাকাশে চারিদিকে উজ্জ্বল, বৃক্ষ, লতা, পুষ্প, পত্র শিশির সিক্ত হইয়া আজ বড়ই স্নিগ্ধ। তাহার উপর চাঁদের কিরণ পড়িয়াছে, বাতাসে কুলপাতা কাঁপিতেছে। লোকনাথ দেখিলেন, যেন সমস্ত জগৎ এক রসের ধারায় স্নান করিয়া হাসিতেতেছে। এ রসের স্বরূপ যিনি, হায়, জীব তাঁহাকে জানিতে চায় না, পাইতে চাহেনা; তুচ্ছ বিষয়ের মোহে ভুলিয়া থাকে, দেহের আকাঙ্খার আগুণে পুড়িয়া মরে। এমন সময় দূরে কে গাহিল—

তাতল সৈকতে বারিবিন্দু-সম
সুত-মিত-রমণী-সমাজে,
তোঁহে বিসরি মন তাঁহে সমজনু
অব মঝু হব কোন কাজে?

লোকনাথ উৎকর্ণ হইয়া সে সঙ্গীত শুনিলেন, আবার স্নিগ্ধ প্রকৃতির দিকে চাহিলেন। জগতের এত আনন্দ, এত সৌন্দর্য্য, এত রস যাঁহা হইতে আসিয়াছে, মানুষ তাঁহাকে ছাড়িয়া সংসাররূপ তপ্ত সৈকতে বারিবিন্দু তুল্য পুত্র, মিত্র ও রমণীতে কেন মুগ্ধ হয়? লোকনাথ দাঁড়াইয়া তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। শেষে মাতা ও পিতার চরণে উদ্দেশে প্রণাম জানাইয়া নবদ্বীপ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তৃষ্ণার্ত্ত বৎস, যেমন ব্যগ্রভাবে গাভীর দিকে ছুটিয়া যায়,লোকনাথ তেমনই ব্যগ্রভাবে শ্রীগৌরাঙ্গের নিকটে যাইবার নিমিত্ত চলিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে রাত্রি প্রভাত হইল,বিহঙ্গমগণ ডাকিয়া উঠিল, কাক অরুণের রক্তোজ্জ্বল কিরণ, বিখে, ছড়াইয়া পড়িল, লোকনাথও থামিলেন না, তেমনই দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলেন। মধ্যাহ্নে লোকনাথের ললাট হইতে দরদর ধারে ঘর্ম্মস্রাব হইতে লাগিল, পা ফাটিয়া গেল, মুখ শুকাইল কিন্তু মনের আবেগে লোকনাথ তথাপি একবারও থামিলেন না। শেষে অপরাহ্নকালে শ্রীগৌরাঙ্গের আঙ্গিনায় যাইয়া দাঁড়াইলেন।

শ্রীবাস, মুরারি, মুকুন্দ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তগণ লইয়া গৌরাঙ্গ, কৃষ্ণকথা কহিতেছিলেন, এমন সময়ে লোকনাথকে দেখিয়া আনন্দে দুইবাহু প্রসারিত করিয়া 'এস এস' বলিতে বলিতে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন। সে প্রেমস্পর্শে লোকনাথ মূর্চ্ছিত হইয়া গৌরাঙ্গের পদতলে পড়িয়া গেলেন। ভক্তেরা চাহিয়া রহিল; এ ভাগ্যবানকে, বুঝিতে পারিলেন না।

গৌরাঙ্গ, লোকনাথকে কোলে তুলিয়া লইয়া শ্রীবাসকে কহিলেন—পণ্ডিত, ইনি লোকনাথ, কৃষ্ণের পরম কৃপাপাত্র, সংসার বিরক্ত ব্রহ্মচারী। কৃষ্ণ ইহাঁদ্বারা অনেক ভুবন-মঙ্গল সাধন করিবেন। আপনারা ইহাঁকে আশীর্ব্বাদ করুন।

মূর্চ্ছাভঙ্গে লোকাথ দেখিলেন, যাঁহার করুণা-কণা পাইবার জন্ত চিত্ত এতক্ষণ তৃষ্ণাকুল ছিল, তিনিই আজ কোলে তুলিয়া লইয়াছেন। আনন্দে লোকনাথের চক্ষু হইতে দরদর ধারায় অশ্রুপাত হইতে লাগিল। গদ্‌গদ্ কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন—প্রভু, আমি অধম, তোমার কৃপার যোগ্য নহি। আমাকে-এ দুর্ল্লভ পদে স্থান দিয়া তোমার 'দীন-দয়ার্দ্র' নামের মহিমা দেখাইলে। আর আমার চাহিবার কিছু নাই, আমার বাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে।

গৌরাঙ্গ কহিলেন—লোকনাথ, কৃষ্ণ তোমাকে কৃপা করিয়াছেন। উঠ, তোমার দ্বারা তাঁহার অনেক কার্য্য সাধন করাইবেন।

লোকনাথ, উঠিয়া বসিলেন। ভক্তগণকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ মাগিয়া লইলেন।

সন্ধ্যা হইল। ভক্তেরা গৌরাঙ্গকে লইয়া শ্রীবাসের গৃহ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। গৌরাঙ্গ কহিলেন, লোকনাথ, শ্রীবাস-পণ্ডিতের অঙ্গনে কৃষ্ণ কীর্ত্তন হইবে, চল। লোকনাথ সকলের পাছে পাছে চলিলেন। যাইতে যাইতে গৌরাঙ্গ বলিতে লাগিলেন—লোকনাথ,—

"চেতো দর্পণ-মার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং।
শ্রেয়ঃ-কৈরব-চন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যা-বধূ-জীবনং।
আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং।
সর্ব্বাত্ম-স্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনং।"

শুন লোকনাথ, কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের ফল অনেক, ইহাতে চিত্ত শুদ্ধ হয়, সংসারের সকল জ্বালা নিভিয়া যায়, সকল শ্রেয়ো লাভ হয়, সকল বিদ্যা হৃদয়ে স্ফুর্ত্তি পায়, আনন্দ-সাগরে উথলিয়া উঠে। ইহার প্রতিপদে অমৃতের পূর্ণ আস্বাদন পাওয়া যায়, সর্ব্বেন্দ্রিয়ের পরম তৃপ্তি হইয়া থাকে। এমন আর কিছু নাই।

বলিতে বলিতে গৌরাঙ্গ, ভক্তগণ সহ শ্রীবাসের গৃহে উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। মৃদঙ্গের মধুর নাদে ভক্তগণের দেহ পুলকিত হইয়া উঠিল।—

"হরায় নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।"

বলিয়া গদ্‌গদ্ কণ্ঠে গৌরাঙ্গ কৃষ্ণ নাম গান করিতে লাগিলেন। তাঁহার কণ্ঠের অপূর্ব্বস্বরতরঙ্গীতে বিশ্ব যেন গলিয়া গেল। ভক্তগণ আনন্দে আত্মবিস্মৃত হইয়া কেহ নাচিতে লাগিলেন কেহ গাহিতে লাগিলেন, কেহ অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। এইভাবে রাত্রি গেল। প্রভাতে সকলে আপন আপন গৃহে ফিরিলেন। লোকনাথ, গৌরাঙ্গের সঙ্গে তাঁহার গৃহে আসিলেন।

গৌরাঙ্গের গৃহে প্রসাদ পাইয়া এবং শ্রীবাসঅঙ্গনে কৃষ্ণকীর্ত্তন শুনিয়া লোকনাথ, কৃতার্থ হইতে লাগিলেন। এইরূপ ৩।৪ দিন গেল। একলা গৌরাঙ্গ, নিভৃতে বলিলেন—লোকনাথ তুমি বৃন্দাবনে যাইয়া বাস কর। লোকনাথ কহিলেন—প্রভু, আমি ত বৃন্দাবনে বাস কামনা করি নাই। আমি তোমাকে চাই, তোমার সঙ্গেই আমার সকল সুখ।

গৌরাঙ্গ—লোকনাথ, তুমি কেবল আপনার সুখ চাহিতেছ, জগতের হিত কামনা করিতেছ না। আত্ম সুখেচ্ছা—কাম; জগতের হিত কামনা—

প্রেম। কামে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় না। তুমি সকল বন্ধন ছিঁড়িয়াছ, এটুকুও পরিত্যাগ কর।

লোকনাথ—হউক প্রভু কাম, আমি তোমাকে ছাড়িয়া বৃন্দাবন চাইনা।

গৌরাঙ্গ—শোন লোকনাথ, বৃন্দাবন গুপ্ত হইয়াছে। তুমি গেলে উহা প্রকাশিত হইবে। জগতের জীব বৃন্দাবনে বাস করিয়া তৃপ্ত হইবে।

লোকনাথ—তাহাতে আমার কি প্রভু? আমি কেবল তোমার সঙ্গে সুখ চাই, আর কিছু চাই না।

গৌরাঙ্গ—আমাকে ছাড়িতে হইবে না, লোকনাথ। আমিও শীঘ্রই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বৃন্দাবন যাইব। তুমি আগে যাও, নহিলে আমার যাওয়া হয় না।

লোকনাথের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। একি কথা প্রভু? সত্যই তুমি এই কেশ মুণ্ডন করিবে, নদীয়ার এ আনন্দ-লীলার অবসান ঘটিবে?

গৌরাঙ্গ—হাঁ, লোকনাথ, আর এ সংসারে গুটিকয়েক আপনা লইয়া থাকিতে পারিতেছি না। জগতের সকলকে আপনা করিয়া সকলকে হরিনাম শুনাইবার জন্য আমাকে সংসার ছাড়িতে হইবে। সম্মুখে মাঘমাস, এই মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিব। আমার নাম গোত্র, আমার জাতি ও পাণ্ডিত্য, আমাকে অভিমানের ডোরে বাঁধিয়া রাখিয়াছে; সে ডোর ছিঁড়িতে হইবে। তুমি ইহা কাহাকেও বলিবে না। আগামী কল্য প্রত্যুষেই বৃন্দাবন যাত্রা কর।

লোকনাথ—বৃন্দাবন কোথায়, কোন্ পথে যাইতে হয়, কিছুই ত জানিনা প্রভু।

গৌরাঙ্গ—ভাগবতে বৃন্দাবনের বর্ণনা পড়িয়াছ, উহাই ধ্যান কর; তোমার চিত্তে বৃন্দাবন স্ফুর্ত্তি পাইবে, বাহিরে গুপ্ততীর্থসমূহ আপনি তোমার নিকট প্রকাশিত হইবে। শ্রীযমুনা এখনও আছেন, মথুরা এখনও বিদ্যমান, গোবর্দ্ধন-গিরি এখনও লোকে দেখাইয়া দিতে পারিবে। তুমি বৃন্দাবন যাও, আমি পাছে আসিতেছি। পরদিন প্রভাতে গৌরাঙ্গকে প্রণাম করিয়া লোকনাথ, বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে একটি কপর্দ্দক সম্বল নাই, সঙ্গী সহচর নাই, পথেরও পরিচয় নাই। অজানা পথে একাকী দুইমাস চলিয়া লোকনাথ শ্রীমথুরা ধামে উপস্থিত হইলেন। সেখানে শুনিলেন—বৃন্দাবনের সকল তীর্থ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কেহ উহা দেখাইয়া দিতে পারে না, কোন্ বন কোথায় ছিল, কেহ বলিতে পারে না; সমগ্র ব্রজমণ্ডল মহাবনে পরিণত হইয়াছে।

লোকনাথ, যমুনা উত্তীর্ণ হইয়া মনে মনে ভাগবতের অমৃত মধুর কবিতামালা আবৃত্তি করিতে করিতে বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কেহ বনে তাহাকে বলিয়া দিতে লাগিল, এই সেই নন্দালয়, এইখানে কৃষ্ণ মা যশোদার অঙ্ক শোভিত করিয়াছিলেন। এই সেই মহাবন—এই স্থানে কৃষ্ণ গোপবালকদিগকে লইয়া গোচারণ করিতেন; এইখানে ব্রহ্মা, গোহরণ করিয়া কৃষ্ণের অনন্ত ঐশ্বর্য্যে বিমূঢ় হইয়াছিলেন. এই সেই যমুনাপুলিনের কদম্ব বন, এই কদম্ব বৃক্ষে আরোহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ত্রিজগতের মনোহর বংশীধ্বনি করিতেন; এই সেই রাসস্থলী, শারদ পূর্ণিমায় ভগবান্ গোপীগণ লইয়া এইস্থলে রাসনৃত্য করিতেন। এই সেই বৃকভানুপুর, এইখানে সর্ব্বগোপী মুখ্যা ভগবানের হ্লাদিনী শক্তি রাধা-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এইরূপে লোকনাথ পঞ্চক্রোশ পর্য্যন্ত ঘুরিয়া তন্ময়চিত্তে সকল বন দর্শন করিলেন। তাহার পরে ছত্রবনের পার্শ্বে কিশোরীকুণ্ডের তীরে এক বৃক্ষতলে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

নিঃসঙ্গ লোকনাথ, গৌরাঙ্গের আগমন প্রতীক্ষায় দিনের পর দিন কাটাইতে লাগিলেন। 'হা গৌরাঙ্গ'—বলিয়া দিন রাত্রি তাহার অশ্রুপাত হইতে লাগিল; কিন্তু গৌরাঙ্গ আসিলেন না। একদিন কে বলিল, গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী হইয়া নীলাচলে গিয়াছেন। তাঁহার নাম হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। লোকনাথ নীলাচলের দিকে ছুটিয়া চলিলেন। সেখানে যাইয়া শুনিলেন, চৈতন্য দক্ষিণদেশে গিয়াছেন। লোকনাথ দক্ষিণদেশে যাত্রা করিলেন। দক্ষিণের শেষ সীমা সেতুবন্ধে যাইয়া শুনিলেন, চৈতন্য বৃন্দাবনে গিয়াছেন। লোকনাথ সেতুবন্ধ হইতে বৃন্দাবন অভিমুখে চলিলেন। বৃন্দাবনে আসিয়া শুনিলেন—চৈতন্য, বৃন্দাবনে কয়েকদিন অবস্থান করিয়া প্রয়াগে চলিয়া গিয়াছেন। লোকনাথ অবসন্ন হইয়া কিশোরীকুণ্ডের তীরে আপনার পূর্ব্বাশ্রমে বসিয়া পড়িলেন। আর চলিবার শক্তি নাই।

রাত্রি হইল; লোকনাথ অনাহারে এক বৃক্ষতলে পড়িয়া রহিলেন। চৈতন্যসঙ্গ লাভ হইল না বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন নিশীথে লোকনাথ দেখিলেন গৌরাঙ্গ, সন্ন্যাসী হইয়াছেন। সেই নীল কুঞ্চিত কেশ আর তাঁহার মাথায় নাই, মস্তক মুণ্ডিত। সেই রক্তপ্রান্ত নীলবস্ত্র আর তাঁহার পরিধানে নাই, কৌপীন পরিয়াছেন। কিন্তু এ বেশেও গৌর কি মনোহর, বদন কেমন প্রফুল্ল, দীর্ঘ নেত্রে কি প্রসন্ন দৃষ্টি নবীনসন্ন্যাসী শিয়রে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন—বাছা, লোকনাথ,

আমার জন্য তুমি বড়ই ক্লেশ পাইলে; কিন্তু আমিও তোমার জন্য ক্লেশ পাইতেছি। তোমার আর্ত্তি ও দৈন্য আমাকে আকুল করিয়া তুলিতেছে। তোমার সঙ্গে বাস করিব বলিয়াই ব্রজে আসিয়াছিলাম কিন্তু থাকিতে পারিলাম না। আমাকে নীলাচলে যাইতে হইবে। তুমি প্রয়াগে যাইও না, সেখানে আমাকে পাইবে না। তোমায় আমায় আর শরীরে দেখা হইবে না। কিন্তু আমি তোমার মনে, তোমার হইয়া চিরদিনের জন্য রহিলাম। তুমি বৃন্দাবনে থাকিয়া কৃষ্ণ ভজন কর। যদি আমাকে ভালবাস, তাহা হইলে বৃন্দাবন ছাড়িয়া আর কোথাও যাইও না। অল্পদিন মধ্যেই সাধন-সিদ্ধ ভক্তগণ এখানে আসিয়া তোমার সঙ্গী হইবেন। সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ কথায় বড় আনন্দে তোমার দিন যাইবে; এ আনন্দ বৈকুণ্ঠেও নাই।

লোকনাথ ব্রজে যে রঙ্গের লীলা হইয়াছিল, সাধনে ধ্যানে তাহা মূর্ত্তিমতি হইয়া তোমাদের চিত্তে প্রকাশিত হইবে। আমার বড় প্রিয় রূপ-সনাতন, সেই রস জগতে জানাইবার জন্য শীঘ্রই তোমার নিকট আসিতেছেন। তুমি বৃন্দাবন ছাড়িয়া কোথাও যাইও না। বলিতে বলিতে নবীন সন্ন্যাসী অন্তর্হিত হইলেন, লোকনাথের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

লোকনাথ উঠিয়া বসিলেন। তখনও প্রভাত হয় নাই। প্রভু তবে আর তোমাকে দেখিতে পাইব না? আমার প্রতি কেন এমন কঠিন আদেশ করিলে?—বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিছু কাল এই ভাবে গেল। তাহার পরে চিত্ত স্থির করিয়া বলিলেন—ইহাই যদি তোমার আদেশ, ইহাতেই যদি তুমি সুখী হও, তবে তাহাই হউক।

প্রভাত হইল। লোকনাথ কিশোরীকুণ্ডে স্নান করিয়া সেই বৃক্ষতলে বসিয়া নাম গান করিতে লাগিলেন। নিকটে গ্রাম; গ্রামের লোক আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া যাইতে লাগিল। অপরাহ্ণে এক কৃষ্ণবর্ণ বালক, এক ভাঁড় দুধ লইয়া আসিয়া বলিল—সাধু, তুমি এই দুধ খাও; মা আমাকে দুধ দিয়া পাঠাইয়াছেন। লোকনাথ, চক্ষু মেলিলেন। বালকের মূর্ত্তি বড় মনোহর, কথাগুলি বড় মধুর, লোকনাথ তাঁহার দিকে অনিমিষে চাহিয়া রহিল। বালক বলিল—সাধু, মা তোমার জন্য দুধ পাঠাইয়াছেন, দুধ খাও। বালকের স্বর বড় মমতা মাখা; লোকনাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—আমি উপবাসী, কেমনে জানিলে? বালক বলিল—আমি বনে বনে উপবাসী খুঁজিয়াই বেড়াই; মা আমাকে এই কাজের ভার দিয়াছেন। তুমি দুধ খাও, আমাকে আবার আর এক বনে যাইতে হইবে।

লোকনাথ দুগ্ধ পান করিতে করিতে ভাবিতে লাগিলেন এ কি? এ বালক কে? ইহার মাই বা কে? আমার প্রতি এত দয়া কেন?—কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারা গেল না। দুধ খাওয়া হইলে বালক ভাঁড় লইয়া চলিয়া গেল। লোকনাথ সারাদিন বৃক্ষতলে বসিয়া নাম করেন, অপরাহ্নে বালক আসিয়া দুধ দিয়া যায়,—এই ভাবে কয়েক দিন গেল।

একদিন লোকনাথের মনে হইল, নামে চিত্তের আধান হইতেছে না, যদি একখানি শ্রীবিগ্রহ পাই, তাহাতেই চিত্ত অর্পণ করিয়া সেবা করি। শ্রীবিগ্রহের কথা ভাবিতে ভাবিতে লোকনাথ নিদ্রিত হইলেন। প্রভাতে নিদ্রালস নেত্রে লোকনাথ উঠিয়া বসিয়াছেন, এমন সময়ে কে বলিল—গোসাঁই, এইনেও শ্রীরাধাবিনোদ; তুমি সেবা করিতে চাহিয়াছ, তাই ইনি, আসিয়াছেন। লোকনাথ, হাত বাড়াইয়া বিগ্রহ লইলেন; কিন্তু যে দিল, সে কোথায়? চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কেহ কোথাও নাই।

সেই দিন হইতে লোকনাথ শ্রীরাধাবিনোদের সেবা করিতে লাগিলেন। ছিন্নবস্ত্র দিয়া এক ঝোলা করিয়া লোকনাথ, রাধাবিনোদকে গলায় ঝুলাইয়া রাখেন, সেবার সময় বাহির করিয়া সেবা করেন। কুটীর-হীন বৃক্ষতল-বাসী সেবক এইরূপে নিতান্ত অন্তরঙ্গ হইয়া প্রেমে ও বাৎসল্যে রাধাবিনোদ বিগ্রহ সেবা করিতে লাগিলেন। এই ভাবে মাস ও বৎসর গেল। তাহার পরে রূপগোস্বামী বৃন্দাবনে আসিলেন। তিনি কিশোরীকুণ্ড হইতে লোকনাথকে চিরঘাটে আনিলেন। সেখানে রাধাবিনোদের কুঞ্জ হইল, লোকনাথ সেই কুঞ্জে থাকিয়া রাধাবিনোদের সেবায় দেহ মন অর্পণ করিলেন।

একদিন রূপগোস্বামী, লোকনাথকে বলিলেন—প্রভু, আপনি শ্রীচৈতন্যের পরম কৃপা পাত্র, সে কৃপার কণা, জগতে বিতরণ করিতে হইবে।

লোকনাথ—তুমি শিষ্য করিতে ও গ্রন্থ লিখিতে বলিতেছ, রূপ? উহাও এক বন্ধন। আর মায়া বাড়াইতে চাহিনা। আমার সকল কামনা রাধাবিনোদের পায়ে দিয়াছি। যা করিতে হয়, তুমি কর; তোমায় আশীর্ব্বাদ করিতেছি।

রূপ—আপনার আশীর্ব্বাদ ও প্রেরণাতে গ্রন্থ লিখিয়াছি কিন্তু কথায় ত সকল তত্ত্ব ব্যক্ত হয় না। সকলই শিষ্যের প্রয়োজন। গুরুর শক্তি ও সাধনার ফল শিষ্যেই প্রকাশ পায়।

লোকনাথ—তাহা সত্য। কিন্তু আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। আমিই কিছু বুঝি নাই, কাহাকে কি বলিব?

আর একদিন কৃষ্ণদাস কবিরাজ আসিয়া কহিলেন—প্রভু, চৈতন্যচরিত বর্ণনা করিতে রূপ ও রঘুনাথ গোস্বামী আমাকে আদেশ করিয়াছেন। আপনার আশীর্ব্বাদ ও আদেশ প্রার্থনা করি।

লোকনাথ বলিলেন—চৈতন্য-চরিত বর্ণনা করিবে, উত্তম কথা। কৃষ্ণের ইচ্ছায় সকল তত্ত্ব তোমার হৃদয়ে স্ফুরিত হউক, আশীর্ব্বাদ করি। কিন্তু একটি কথা, আমার সম্পর্কে কোন কথা তোমার গ্রন্থে লিখিও না।

কৃষ্ণদাস—কেন প্রভু, এমন আদেশ করিলেন? চৈতন্য-লীলা সরোবরে গোস্বামীগণের চরিত্র প্রস্ফুটিত পদ্ম সদৃশ; উহা ভুবন মঙ্গল।

লোকনাথ—কবিরাজ, তুমি মিথ্যা বল নাই। সনাতনের দৈন্য পাণ্ডিত্য রূপের রসজ্ঞতা, কবি রঘুনাথের বৈরাগ্য, ভুবন দুর্ল্লভই বটে। মহাপ্রভু কৃপা করিয়া ইহাঁদের হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। তুমি ইহাঁদের মহৎ চরিত্র বর্ণনা করিও। কিন্তু আমি অধম, আমার কোন প্রসঙ্গ করিও না। কবিরাজ ক্ষুণ্ণমনে বিদায় হইলেন।

শ্রীরসিকচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ।

তীর্থ-প্রসঙ্গ

হিন্দুশাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় "গৃহীদের ধর্ম্ম সঞ্চয় করিতে হইলে বড় বড় তীর্থদর্শন করা দরকার, ইহাতে তাঁহাদের মনের এব অন্ধকার দূরীভূত হইয়া ঈশ্বরে ভক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।" ইহা সত্য হইতে পারে কিন্তু আমি কয়েকটি তীর্থস্থান দর্শন করিয়া যে অশান্তি ভোগ করিয়াছি, সে বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। আমার বিশ্বাস যাঁহারা তীর্থদর্শন করিতে আসেন তাঁহারা প্রত্যেকেই পাণ্ডাদের অত্যাচারে ও কুব্যবহারে তীর্থের উপর ভক্তিহীন ও শ্রদ্ধাহীন হইয়া ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে অধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়া যান।

আমি ১৩২৭ সালের জ্যৈষ্ঠমাস হইতে মহাত্মা গান্ধির ডাকে জাগরিত হইয়া জন্মভূমির কাজে আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলাম। পরে দেশের বড় বড় নেতাগণ যখন কারারুদ্ধ হয়েন তখন দেশের কাজ শিথিল হইয়া পড়ায় আমি হিন্দুদিগের

তীর্থদর্শন ও নানা স্থান পরিভ্রমণ করিতে বহির্গত হইয়া প্রথমে চন্দ্রনাথ দেখিয়া ব্রহ্মপুত্রে যাই, সেখান হইতে নবদ্বীপ হইয়া বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ তীর্থ কালীঘাট আসিয়া দেখিতে পাইলাম, এখানকার ব্রাহ্মণ পাণ্ডাদের ভারি অত্যাচার। তখন আমার মনে হইল বাঙ্গালাদেশের পাণ্ডারা অত্যাচারী হইয়া থাকিবে, কিন্তু পশ্চিম দেশে হিন্দুদের যে সমস্ত তীর্থস্থান আছে, তাহাতে এরূপ অত্যাচার নাও হইতে পারে।

আমি কবিরাজী শিক্ষা করিবার জন্য ১৩২৮ সালের ২রা শ্রাবণ, মহাতীর্থ প্রয়াগধামে আসিয়াছি। এখানকার দেবতা স্থান, পাণ্ডাদের অত্যাচার ও ব্যবহার দেখিয়া আমার আদৌ প্রীতি হয় নাই বরং শান্তি ও ভক্তির পরিবর্ত্তে মানসক্ষেত্রে অশান্তি ও অশ্রদ্ধার বীজ উপ্ত হইয়াছে।

১৩১৯ সালের পৌষ মাসে তীর্থরাজ কাশীধামে বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা দর্শন করিবার নিমিত্ত গিয়াছিলাম। সেখানকার পাণ্ডাদের ব্যবহার অসহনীয়, কারণ যদি কোন গরীব লোক কাশীধামে বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা দর্শন করিবার জন্য যান, তবে অর্থাভাবে এবং পাণ্ডাদের অত্যাচারে, তাঁহার বিশ্বনাথ দর্শন ভাগ্যে ঘটিবে না।

এখানে গেরুয়া বসন ধারী ধর্ম্ম ব্যবসায়ী প্রতারকের অভাব নাই। তাহাদের বিষয় বেশী লেখা নিষ্প্রয়োজন—মোট কথা তাহাদের ব্যবহার যারপর নাই কদর্য্য।

আমি যখন ১৩৩০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে ঘাটীতে যাই, তখন হিন্দুদের মুক্তি-তীর্থ গয়াধাম হইয়া গিয়াছিলাম। সেখানে বুদ্ধদেবের মন্দিরাদি দেখিয়া যদিও মনে কিছু শান্তি ও ভক্তি আসিয়াছিল, কিন্তু তন্মুহূর্ত্তেই পাণ্ডাদের অত্যাচার দেখিয়া সেই নির্ম্মল শান্তি ও ভক্তির পরিবর্ত্তে অশান্তি ও অশ্রদ্ধার উদ্রেক হইয়াছিল। তৎপরে ভাদ্রমাসে (Special Congress দেখিবার জন্য) দিল্লী যাই, সেখান হইতে মথুরা, বৃন্দাবন, কুরুক্ষেত্র ও আগ্রা গিয়াছিলাম। দেখিলাম সব যায়গাই ব্রাহ্মণ বেশধারী পাণ্ডাদের ভীষণ অত্যাচার। গত পৌষমাসে সীতাপুর ও লক্ষ্ণৌ দেখিয়া শান্তিতীর্থ অযোধ্যায় গিয়া দেখিতে পাইলাম সব চেয়ে এখানকার পাণ্ডারাই বেশী অত্যাচারী।

আমি সরযূ ঘাটে স্নান করিয়া প্রথমে রামচন্দ্রের জন্মস্থান দেখিতে গিয়া পাণ্ডার ব্যবহারে যে কিরূপ মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম তাহা এই সামান্য লেখনীর দ্বারা ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য। সেখানে দরজায় একটী ব্রাহ্মণ রূপধারী পাষণ্ড

পাণ্ডা বসিয়া থাকে, যে সকল যাত্রী শ্রীরামচন্দ্রকে দেখিতে যান, সে নানা প্রকার ছলে, বলে ও কৌশলে তাঁহাদের নিকট হইতে টাকাগুলি আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করে। আমরা ১০।১২ জন লোক একসঙ্গে যাইয়া যখন তাহার নিকট শ্রীরাম দর্শন করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলাম তখন তিনি মনে করিয়াছিলেন, আজ একটী টাকার খুতি পূর্ণ করিবেন। তাই সংক্ষেপে রামায়ণ শেষ করিয়া তৎপর বলিতে লাগিলেন—শাস্ত্রে লিখিত আছে, "যদি স্বর্গ প্রাপ্তির ইচ্ছা থাকে, তবে এখানে গো দান কিম্বা সহস্র মুদ্রা দান, অগত্যা পক্ষে একটী পাকা বা কাঁচা ভোগ ও দ্বাদশজন ব্রাহ্মণ ভোজন দিতে হয়।" অবশেষে তিনি প্রতিজ্ঞা করাইতে আরম্ভ করিলেন।

সর্ব্বাগ্রে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা আমাদের সঙ্গীয়কে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইলেন। তাঁহারা পাণ্ডা ঠাকুরের অর্দ্ধ বাঙ্গালা ও অর্দ্ধ হিন্দী মিশ্রিত বাক্য বোধগম্য করিতে না পারিয়া মনে করিয়াছিলেন বোধ হয় ২।৩৲ টাকার ভিতরই তাঁহাদের স্বর্গবাস হইবে। এই মনে করিয়া প্রত্যেকে এক একটী করিয়া পাকা ভোগ ও পাঁচ জন ব্রাহ্মণ ভোজ দিতে স্বীকৃত হইলেন। তখন পাণ্ডাঠাকুর বলিলেন "পাঁচজন ব্রাহ্মণ ভোজন ও একটী পাকাভোগে ১২৲ টাকা করিয়া দিতে হইবে।" এই বাক্য শুনিয়া বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা স্বর্গের আশা ত্যাগ করিয়া কি প্রকারে পাণ্ডা ঠাকুরের হস্ত হইতে মুক্ত হইবেন সেই জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন এবং এক এক জন ৫৲ টাকা করিয়া দিয়া পাণ্ডা ঠাকুরের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন। ঠাকুর মহাশয় যখন আমাকে বলিলেন আপনি কি করিবেন? তখন আমি বলিলাম "আমি ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি দিয়া তাঁহার পূজা করিতে আসিয়াছি, অর্থের দ্বারা পূজা করিতে আসি নাই, তবে আমার যাহা কিছু সাধ্য আপনাকে দিতে পারি কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিতে পারি না। অবশিষ্ট লোক কয়জনও আমার কথাই সমর্থন করিলেন।

হে ভূতভাবন ভগবন্! প্রকৃতই কি ধর্ম্ম নাই! ব্রাহ্মণের অত্যাচার আর কত দিন সহ্য করিতে হইবে! ব্রাহ্মণের অত্যাচারে দেশ একেবারে অধঃপাতে যাইতেছে, ইহাদের জন্যই হিন্দুজাতির এত দুর্গতি হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ কায়স্থ জাতিটী ব্রাহ্মণের অত্যাচারে ও অবিচারে যে কত দূর নিম্নগামী হইয়াছেন তাহা যদি তাঁহারা একবার বিবেচনা করিয়া দেখেন তবে নিশ্চয়ই ইহাদের সংসর্গ ত্যাগ করিবেন।

ব্রাহ্মণের অত্যাচারের জন্য দেশ গেল, ধর্ম্ম গেল, তীর্থ গেল, হিন্দুদের সর্ব্বস্ব অতল জলে ডুবিয়া গেল তথাপি আমাদের জ্ঞান হইল না। এই অত্যাচার হইতে ধর্ম্ম, তীর্থ ও জাতীয় দুর্গতি হইতে উদ্ধার করিবার জন্য কি কাহারও প্রাণ কান্দিবে না?

যে কালীঘাটে জগৎ-তারিণী, যে গয়াতীর্থে বুদ্ধদেব, যে কাশীধামে বিশ্বনাথ, যে প্রয়াগধামে হিন্দুদের প্রসিদ্ধ স্নান-স্থান ও ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম, যে অযোধ্যায় শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থান, যে মথুরায় ও বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান ও লীলাভূমি, যে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান সেই সব পুণ্যভূমি ব্রাহ্মণের দোষে নষ্ট হইতেছে নানারূপ আচরণে পবিত্রস্থানগুলি পঙ্কিলময় হইতেছে।

উপরন্তু পৃথিবীতে যে সমস্ত সাধু সন্ন্যাসী আছেন, তাঁহাদের নিকটও প্রকৃত ধর্ম্ম আছে বলিয়া বোধ হয় না। এবার প্রয়াগে অর্দ্ধকুম্ভ মেলায় ২।৩ লক্ষ সাধু সন্ন্যাসী সমবেত হইয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবহার যথেষ্ঠ হইল। সঙ্গমে স্নান করিতে যাওয়ার জন্য যে সময় রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছিল তাহার উত্তর পার্শ্বে সাধু সন্ন্যাসীদের থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। দক্ষিণ পার্শ্বে যত পরমাত্মবাদী সাধু সন্ন্যাসী ছিলেন। উত্তর পার্শ্বে সর্ব্ব পশ্চিমে ছিল নিরঞ্জনী আখড়া, তার পর ছিল পুনা আখড়া, ইহার পূর্ব্বে শঙ্করাচার্য্য সম্প্রদায়; পরে নাগা সন্ন্যাসী, তার পূর্ব্বে বৈরাগী আখড়া এবং সকলের পূর্ব্বে ছিলেন জগন্নাথ দেবের শিষ্যবর্গ।

আমি প্রত্যহ ত্রিবেণীতে অর্দ্ধকুম্ভ মেলা দেখিতে যাইতাম। মকর সংক্রান্তির দিন স্নান করিতে যাইতে দেখিতে পাইলাম, গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কেল্লা হইতে গঙ্গা পর্য্যন্ত সঙ্গমের স্থান সমস্ত বন্ধ হইয়াছে এবং ঘোষিত হইয়াছে যে কেহ ত্রিবেণীতে স্নান করিতে পারিবে না। অসংখ্য অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য দ্বারা সঙ্গমের পথ অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। "এই সমস্ত দেখিয়া মনে মনে বলিলাম হে ভগবন! তোমার রাজ্যে এত অবিচার কেন? কলিকালে কি ধর্ম্মের দিকটা একেবারে দৃষ্টির অন্তরাল করিয়া রাখিয়াছ? তাহা না হইলে আজ লক্ষ লক্ষ ধর্ম্ম প্রাণ হিন্দুধর্ম্মের জন্য ত্রিবেণীতে স্নান করিতে আসিয়া দুঃখিত মনে ফিরিয়া আসিতে হইবে কেন? আবার মনে হইল—ইহারা ধর্ম্ম সঞ্চয় করিতে আসেন নাই। যদি ধর্ম্মের জন্যই আসিতেন তবে ধর্ম্মার্জ্জনে কুণ্ঠিত হইতেছেন কেন?

এইরূপ মনে মনে সাধুদিগকে অধিকার দিতেছি ঠিক এমন সময় মাতৃভূমির সুপুত্র পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও জহরলাল নেহরু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহারা মহাত্মার অসহযোগ নীতি অবলম্বন করিয়া প্রায় ১০।১২ শত লোক একত্র করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিয়ম অমান্য করিয়া বেড়া ভাঙ্গিয়া সঙ্গমে স্নান করিলেন; তারপর থেকেই সকল যাত্রীরই সেই পথ দিয়া সঙ্গমে যাইবার পথ হইয়াছিল। অর্দ্ধকুম্ভ দিন (ঐ পথ দিয়া) সাধু সন্ন্যাসী-দিগকে পুলিশ ও ভলাণ্টিয়ারগণ স্নান করাইয়াছিলেন। আমি যখন সঙ্গমে স্নান করিয়াছিলাম, তখন ঈশ্বরের নিকট মহাত্মার মুক্তি ও মঙ্গল কামনা করিয়াছিলাম; যেহেতু আজ মহাত্মার অনুকরণ করিতেই সাধু সন্ন্যাসী ও অন্যান্য যাত্রীগণ সঙ্গমে স্নান করিতে সক্ষম হইয়াছেন। আমি স্নান করিয়া কংগ্রেস কমিটির নিকট যাইয়া যখন শুনিলাম ঐ দিনই মহাত্মা কারামুক্ত হইয়াছেন, তখন প্রাণ ভরিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিয়াছিলাম। অর্দ্ধকুম্ভের তিন দিন পরে মেলায় গিয়া দেখিতে পাইলাম—নাগা বাবাজারা ও বৈরাগী গোঁসাইরা সামান্য একখণ্ড জ্বালানী কাঠ লইয়া মারামারি করিতেছেন, কিন্তু ইহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া বৈরাগী গোঁসাইরা নাগাদের থাকিবার ঘর-গুলিতে আগুন ধরাইয়া দেন। তাহাতে তাঁহাদের থাকিবার স্থানগুলি দগ্ধ হইয়া যাওয়ায় নাগাদের অনেকগুলি টাকার নোটও পুড়িয়া যায়। সাধু সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণদিগের এইরূপ অধর্ম্মের জন্যই ভারতবর্ষের হিন্দু নর নারী দিন দিন শারীরিক ও মানসিক কষ্টভোগ করিতেছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চন্দবর্ম্মা।

ইংলণ্ডের পথে

জাহাজ থেকে, এডেনের পরিকট।

(পত্রাবলী) ২৪শে জুলাই, বেলা ৪টা।

(৬)

শ্রীচরণেষু,—

বাবা! সেদিন আপনাকে চিঠি লিখ্তে ২ বড় গা বমি করে উঠতে বন্ধ করেছি, এখন সেটাও নীচে আছে আর কাগজও নীচে—ডেক থেকে, নীচে গেলে শরীর খারাপ হয় বমি আসে। এদিকে জাহাজের কাগজও সেই

৪৷৷০ টার আগে পাওয়া যাবে না—কাজেই আর একজন ভদ্রলোকের কাগজে চিঠি লিখেছি। কে জানেন? সেই———।

শনিবার জাহাজে উঠে ১০।১৫ মিনিটের মধ্যে নিজের luggage খুঁজে নিজের cot এর নীচে রাখলাম। Open cot তো মোটেই খোলা নয়, উল্‌টে এত বন্ধ যে সেখানকার হাওয়া পর্য্যন্ত দূষিত হয়ে আছে—সেখানে গেলেই আমার শরীর কেমন করে, বমি আসে। সব নীচের তলায় (তলা জাহাজে), আর monsoons এর জন্য সমস্ত port-holes বন্ধ থাকে—সেখানে গেলে হাঁপিয়ে উঠতে হয়। যাইহোক তারপর তো deck এ এসে দাঁড়ালাম—১টা ৪০ মিনিট (Standard) এর সময় জাহাজ ছাড়্‌ল—প্রায় ২টার সময় খেতে গেলাম। Pier এ অনেক লোক ছিল, তাদের দেখে আমার নিজের চেনা লোকদের দেখতে ইচ্ছে হ'ল। পরে জাহাজ চল্‌তে আরম্ভ করতে এমন অদ্ভুত ভাবে দুল্‌তে লাগ্‌ল যে তার চোটেই যেন সকল কথা ভুলিয়ে দিতে লাগল। কিন্তু এত দুলুনিও গোলমালের মধ্যেও যেন আমি ভারতের কথা আর আমাদের বাড়ীর কথা ভুল্‌তে পার্‌ছিলাম না। জাহাজটা কতদিনের জন্য এই দুই স্থান থেকে আর সেখানকার লোকদের কাছ থেকে আমাকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে যতক্ষণ সম্ভব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দূরে বিলীন বোম্বাই সহর দেখ্‌তে লাগলাম।

এখন আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক বাজে কথা লিখে ফেল্‌ছি—আর সময় নাই—নিজের শরীরের কথাটাই লিখি। শনিবার lunch খেয়ে অবধি আর কাল breakfast meals খাই নাই। Lunch খেয়ে উঠে deck chair খুজ্‌তে পেচনের ডেকের উপরে যেতে হয়েছিল, সেখানে যা ভয়ানক দুলুনি যে পেটের ভিতর এসে গুলিয়ে উঠ্‌ল। যাই হোক কোন গতিকে first class ডেকে এসে বস্‌লাম। পাইখানায় খুব গা বমি কর্‌তে লাগল। যাই হোক আমি ত সেখান থেকে বেরিয়ে পাশে bathএ জলশৌচ করিলাম; শুনেছিলুম সে সব হয় না। কিন্তু ১টা mug আনলে আরও সুবিধা হত—সেটা ভুল হয়েছে। উপরে এসে পুনরায় একটু ভাল বোধ হ'ল কিন্তু পেটব্যথা করে ও গুলতে থাকল। গা বমি করে নি। ৯।টার পর—সঙ্গে তাদের cabin থেকে ঔষধ আন্‌তে গেলাম। সেটা একেবারে সামনে—বড় দোলে। আমাদের টা মাঝখানে সব চেয়ে কম দোলে—আমাদের cabinএ ১৮টা cot একজনের মাথায় আর এক জন। Fan

বড় কম—মাত্র দুটা—জানি না গরম হলে কি হবে। যাই হোক সেখানে গিয়েই আমার বমি হল। বমি হবার মতন হওয়া অবধি আমি আজ পর্য্যন্ত জল খাই নাই, তৃষ্ণা পেলেই বরফ sip করেছি বা Soda Water খেয়েছি। যাই হোক কোন রকমে ঔষধ খেয়ে উপরে এসে রাত্রি ১১৷৷টা অবধি উপরে রহিলাম—একটু ঘুমও তখন হয়েছিল। তারপর cabinএ গিয়ে কাপড় ছেড়ে শুলাম—ভাল ঘুম হল না। শোবার আগেই আবার বমি হয়। ভোর হোলে ৫টায় উঠে স্নানাদি করে কিছু খেলাম (১টা সন্দেশ ও গোটা কতক গজা)। খেয়ে বমি হ'ল। কোন গতিকে কাপড় পড়ে উপরে এলাম—এসে অনেক ভাল ছিলাম। শনিবার lunch খাবর ইচ্ছা ছিল না—কিন্তু সবাই ভয় দেখালে যে না খেলে আমি sick হব—এখন দেখছি যদি তা না খেতাম তো আমি কখনই sick হতাম না। সেই অবধি সে দিন আর কিছুই খাই নাই—কেবল ২টা soda আর মধ্যে মধ্যে বরফ। খাবারের কথা পর্য্যন্ত মনে পড়লে বমি আস্‌ছিল। খালি fruits খেতে ইচ্ছা ছিল। আর নীচে গেলাম না, আর একজনের দ্বারা আমার কম্বল ও বালিস উপরে আনিয়ে deck চেয়ারে সমস্ত রাত কাটালুম। Normal conditions এ steward বা বিছানা উপরে নিয়ে আসে, কিন্তু এখন stewardsও সংখ্যায় কম (২৫০ জনের পক্ষে) আর ডেকে যায়গা নাই যে বিছানা পড়ে—শোব—deck chairsএ ভর্ত্তি একটা সরু রাস্তা ছাড়া। যাই হোক সে রাত্রি ঘুম মন্দ হয় নি—কোন গতিকে মধ্যে মধ্যে জেগে ঘুমন গেল। ৫টার সময় ফের কষ্টে নীচে গিয়ে কোন গতিকে স্নান সমাপন কর্‌লাম, সেখানে গিয়ে ৩ বার বমি করলাম। তখনও খাংসের গন্ধে বা নামে বমি আস্‌ছিল। ১টা আম (আমার সঙ্গের) খেলাম ও পরে গোটা দুই এক কুচা গজা কতক কুমড়াবিচি ভাজা—সমস্ত দিন আবার deckএ কাটালাম। রাত্রে ২টা tangorin (কমলা লেবুর মত ফল) খাই। রাত্রে পুনরায় উপরে শুইলাম—বেশ ঘুম হয়েছিল। অবশ্য মধ্যে মধ্যে ভেঙ্গে যাচ্ছিল। Soda ও ১টা lemon squash খাই। একবার পরদিনও Apomorphia 30 দিয়েছিল।

সারাদিনও কতকটা তাই—নীচে যতদূর সম্ভব কম গেছলাম। বমি সকালে একবার ও রাত্রে দশটায় একবার হয়েছিল। Sodawater খাই নাই, একবার lemon squash খেয়েছিলাম (একবার prepared না দিয়ে নেবুর রস

জলে গুলে দিয়েছিল; তেতো করে ফেলেছিল)। খাবার মধ্যে ৪খানা বিস্কুট (একজন মহযাত্রী দিয়েছিল), ২টা tangorin (লেবু জাতীয়) ২টা কমলা লেবু ও গোটা কতক গজা। গজাগুলা সব বাঙ্গালীরা বড় স্ফূর্ত্তির সহিত খেলেন, অনেকেই sick ছিলেন কাহারও খাবার রুচি ছিল না, গজাগুলো বড়ই আনন্দের সহিত খাওয়া গেল—আবার আপন মনে খেতে খেতে বাড়ীর দিকে ছুটে যেতে লাগল। এখানকার খাবার যে কয়বার খেলাম এত খারাপ লাগল যে কি বাল। রান্না বড় খারাপ আর বেশীভাগ ham ও beef. কাল থেকে আমাদের:(যারা ham beef খায় না) জন্য chicken এর ব্যবস্থা হয়েছে। সকালে Apomorphia খেয়েছি।

কাল অন্ত সব এক। বমি কেবল একবার। রাত্রে গা বমি ছিল, কিন্তু বমি হয় নি। অনেক কষ্টে কাল কাপড় ছেড়েছি, এতদিন নীচে বেশীক্ষণ থাকতে পারিনিলাম না বলে এক কাপড়ে ছিলাম। কেবল পানের জন্য যতটুকু সময় লাগে তাই নীচে থাকতাম। বড়ই কষ্ট হত আর খালি মনে হত যে অসুস্থ হয়ে বাড়ীতে থাকলে কত যত্ন আদর পাই। সে যত্ন আবার কতদিন পাব না। যতই তাই ভাবি ততই মনে হয় যে নিশ্চয়ই অবিলম্বে কৃতকার্য্য হয়ে আবার সেই যত্নের মধ্যে ফিরে আসব। যে ভাবে ছিলাম সেই ভাবেই ফিরব বলে এখন খুব মনের জোর হচ্ছে। কাল তারপর আর কোন meals এ যাইনি। Breakfast এ scrambled eggs নিয়ে একটা খারাপ গন্ধে বিঘ্ন জন্মে গেল। তারপর এক পেয়ালা চা (সুধু দুধের extracharge) খেলাম। তাতে চৌদ্দ আনা দুধ ঢেলেছিলাম—সেটা allowed. বিকালে ———কাছে যা কুচাগজা ছিল তাই আনন্দে খাওয়া গেল। এতদিন নীচে না থাকতে পারায় গজাজলি একটু খারাপ হয়েছিল—কিন্তু বেশী খারাপ হয় নি, খাওয়া গেল। কাল বাহু দুবার হয়েছিল। রাত্রে একটা apple খেয়ে কাটিয়েছি। সন্ধ্যার সময় ১টা lemonade খেয়েছিলাম। কয়দিন উপরে বেশ শীত ছিল, সন্ধ্যার পরেই কম্বল মুড়ি দিতে হচ্ছিল আর কাল গরম মোজা পরেছি। বাইরে (deck) কম্বল চাপা দিয়ে ঘুমন যে কত বেশী সুখকর যে কি বলব। সর্দ্দি হয় নি বা ঠাণ্ডা লাগেনি। আজ অপেক্ষাকৃত গরম। মনে করেছি যতদিন সম্ভব উপরে শোব, অন্ততঃ দুটা কম্বল গায়ে দিয়ে।

পরশুর আগের দিন বিকাল থেকে sea খুব rough হয়েছিল, ক্রমে ক্রমে বেড়ে। উপরে ডেক দুধারে ভেসে যাচ্ছিল। আমরা মাঝখানে (normally 1st class deck এর পিছনদিক, অর্থাৎ যেদিকে উপরকার cabin এর দরজা নেই) বেশ ঘুমিয়েছি। কাল থেকে কমতে আরম্ভ করে আজ সকালে সমুদ্র একেবারেই শান্ত হয়ে গেছে। এখন প্রায় গঙ্গার উপর দিয়ে যাচ্ছি বল্লেই হয়, pitching বা rolling কিছুই নাই। প্রথমটাই আমরা বেশী ভোগ করেছি ও খুব জোর রকম—roll কম করেছে—কিন্তু যখন করেছে. তখন খুব বেশী। Pitching ই বেশী কষ্টকর। কাল বমি হয়নি।

আজ সকালে brea kfast এর আগে ১টা কমলালেবু ও বিস্কুট (জাহাজের) খেয়েছি। Breakfast এ ১টা মটন চপ ও কালকের মত ১ পেয়ালা চা ও lunch এ একটু মটন রোষ্ট খেয়েছি। Dinner ও বোধ হয় খাব। আমার গা বমি খুব mild type এরা শোনাতে পারি নি। তাই—ঔষধই দিতে চায় নি। আমি যখনই ইচ্ছা চলা ফেরা করেছি—ও পড়েছি। তবে নীচে যেতে ইচ্ছা করে নি—বা পারি নি। এ পর্য্যন্ত bath room বমি করি নাই। সবাই আশ্চর্য্য ও বলে bath roomএ হলেই বা। তোমরা, খুখী ও তুষী কেমন? প্রণাম জানবেন। ইতি—

আপনাদের জী—

(৭)

লোহিত সমুদ্র। ২৬এ জুলাই।

শ্রীচরণ কমলেষু,

মা, আমাদের সেই বন্ধুরা যেদিন Victoria Terminus এ আসে আমরা গিয়াছিলাম, সেখানে তারা তোমার চিঠিখানাও সেই সঙ্গে H. S. King এর চিঠি দিয়েছে। চিঠিখানা পেয়ে কত আনন্দ হয়েছে তা' লিখে জানাবার নয়—আগে বোধ হয় কখন চিঠি পেয়ে আমার এত আনন্দ হয় নাই। প্রত্যহ তোমাদের পেতে যে কত ইচ্ছা হয়, কিন্তু আশা ত' মোটেই নেই—এই রকম করে রোজ চিঠি পাব না বলেই বোধ হয় চিঠি পেতে এত ভাল লাগে ও পাবার জন্য মন এত চঞ্চল থাকে।

H. S. King এর চিঠি কখনই হারাব না, বা বিষয় তুমি নিশ্চিন্ত

থেকো। জানতো আমার কোন জিনিষই হারায় নি, আশা করি এখানেও অসাবধান হব না।

জাহাজের বিবরণ পূর্ব্বেই লিখেছি। আমার খুব কষ্ট হচ্ছে না, এক রকম চলে যাচ্ছে। এখন আমাদের (বাঙ্গালীদের জন্য) দরুণ প্রত্যহ fish curry ও chicken curry হচ্ছে; আর রান্না ও ক্রমে improve কর্‌ছে। আমি এখন চা ছাড়া সব সময়ই খেতে যাই, অবশ্য ২টা course এর বেশী আমি খেতে পারি না। খেয়ে প্রত্যহ আঁচানটাও ভুলি না, না আঁচালে বড় খারাপ লাগে। স্নান প্রত্যহ করি, যথেষ্ট সময় পাই। আমি এত সকালে উঠি যে তখন কেহ স্নান করতে যায় না—আর এক জন বাঙ্গালী ছেলে ছাড়া। আজ একটু বেলা হয়ে ছিল, একটা সাহেব খুব ধাক্কা ধাক্কি করেছিল—কিন্তু আমি আমার কাজ পূরা সেরে পরে তাকে একটু বকে দিলাম। সাহেবরা ভাল মানুষ ভারতীয়দের সঙ্গে একটু বদ্ মায়েসি কর্‌ছে, কিন্তু আমাদের কয়েক জনের সঙ্গে পাত্তা পায় না। নিজেরা তো ৭।৮ দিন অন্তর ৫ মিনিটে স্নান সারে—তাই বলে কি আমাদের তা' পোষায়। মধ্যে মধ্যে পড়া একটু আধটু হয়—একদিন আর দুপুরে ঘুমই নি। মধ্যে মধ্যে তাস খেলি ও অন্য সময় গান গাই। আমার গান গাইতে বড় ভাল লাগে জানাই ত', আর যেন অসুখের সময় আরও ভাল লাগে। ভাগে ছুটর জন্য বড় মন কেমন কর্‌ছে।

আমি ভালই আছি। Influenza ও পেটের গোল নিয়ে এসেছিলুম। এখন পেটের গোল কিছু মাত্র নেই। Deck এ আস্‌ছি বলে ভয় পেয়ো না। সুন্দর ঘুম হচ্চে, সর্দ্দি কিছু মাত্র নেই। শরীর খুব ভালই ত' আছে। মেশমহাশয়ের কথা না শুনে সত্য সত্যই বড় ভুল করেছি, একটা আলপাকা কোট ও বাড়তি পেণ্টালুন আনা খুব উচিত ছিল। হয়তো এই গরমে গরম সুট (suit) পর্‌তে হবে। কাকাবাবু বলেন যে ফেরবার সময় suit পরে ছিলেন—সে তাঁরই বলে, আমার নয়। তবে বোধ হয় কোন গতিকে চলে যাবে Second Class বলে।

যা হোক বোম্বাই সহরটির সমুদ্র ছাড়া আমার আর বড় কিছু ভাল লাগে না। বাড়ী গুলি দেখ্‌তে বেশ সুন্দর কিন্তু সহর তত পরিষ্কার নয়। শুন্‌লাম Separate Engtish quarters নেই। ছোট বাড়ী নেই বল্লেই চলে। Tram গুলি নূতন রকমের—1st. Class 2nd Claass নেই, যদিও কতক

গুলিতে trailer আছে। গাড়ীর চেয়ে taxi সুবিধা। গাড়ীর ভাড়া ১৸০ প্রথম ঘণ্টা ও ১৲ পরের ঘণ্টা; কম দূর যেতে সত্যই taxi তে কম পড়ে। বেশী কিছু দেখ্‌তে পারিনি, কিন্তু Strandটা বড়ই সুন্দর। সে বিষয় আগে লিখেছি।

সমুদ্র তীর থেকে আরও দেখেছি বটে কিন্তু এরকম ভাবে তো আগে কখন দেখিনি। দেখ্‌তে আমার খুবই ভাল লেগেছে। বিশেষতঃ বিভিন্ন সময়ে বরুণ দেবের বিভিন্ন মূর্ত্তি প্রকৃতই সুদৃশ্য ও মনোহর। কিন্তু অনেকক্ষণ এক রকম থাক্‌লেই খারাপ লাগে—সেতো স্বাভাবিক। আরব সাগরে সাগরের যেন রণমূর্ত্তি; প্রথমে যখন জাহাজ ছাড়্‌ল যেন জাহাজের বিনানুমতিতে প্রবেশে অল্প ক্রুদ্ধ ভাব—প্রায় সমস্ত নীল. মধ্যে মধ্যে সাদা ফেণা, ঢেউ গুলি নাতি বৃহৎ। জাহাজ ত' তারই মধ্যে দুলিতে দুলিতে ঢেউয়ের উপর দিয়ে চল্‌তে লাগব। পরে যতই সময় যেতে লাগল সমুদ্রের মূর্ত্তি ভীষণ হইতে ভীষণতর হতে লাগল। শনিবার সন্ধ্যায় ও রবিবার আকাশ যেন সমুদ্রকে অনুসরণ করতে লাগল, আকাশ তারাতে ভর্ত্তি ছিল, ক্রমে কাল হতে লাগ্‌ল। কিন্তু যাই হক এ সমস্ত তেজ আমাদের উপর তত পড়্‌ল না, আমরা সাধারণ পথে না গিয়ে ঝড় এড়িয়ে চল্লাম। মঙ্গলবার সকাল থেকেই সমুদ্র একে বারে সাদায় ভরে গেল—দেখিতে বড়ই সুন্দর। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ গুলি যেন তেড়ে আস্‌তে লাগ্‌ল, আর জাহাজে যেন একবার পড়ে ডুবে যাবার জন্য নীচু হয়ে, আবার পর মুহূর্ত্তে হেসে লাফিয়ে উঠ্‌তে লাগল। একবার ঢেউ জাহাজের উপর লাফিয়ে উঠে উপর পর্য্যন্ত ভাসিয়ে দিতে লাগল, আবার পর মুহূর্ত্তে জাহাজ ঢেউএর উপর নাচ্‌তে লাগল। বুধবার সমুদ্র একটু শান্ত হইল। তখন দৃশ্য আরও সুন্দর। বড় বড় নীল ঢেউ এর উপর অল্প শ্বেত ফেণা যে কত সুন্দর দেখতে সে কি বলব! বৃহস্পতিবার দুপুর বেলা থেকে সমুদ্রের সব রাগ পড়ে গেল, একেবারে সাদার চিহ্নগুলি মুছে গেল। ছোট ছোট নীল ঢেউগুলির উপর দিয়ে জাহাজটি নাচ্‌তে নাচ্‌তে চল্‌তে লাগল, আর সুন্দর হাওয়াতে মন প্রাণ স্নিগ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। আমার এসব লিখতে লিখতে এক একবার লজ্জা কর্‌ছে—কিন্তু যেমনই হোক তোমার কাছে আর লিখ্‌তে দোষ কি?

কাল সকাল থেকে সমুদ্রের জল আরও নীচু হয়ে গেল—জাহাজের হেলা দুলা থেমে গেল, চল্‌ছে কিনা বোঝা যায় না। জাহাজটি যদিও কাল থেকে আরও জোরে যাচ্ছে। ঢেউগুলি দেখলে গঙ্গার উপর ঘাট থেকে ঢেউ এর

শোভা দেখার কথা মনে পড়ে প্রাণটই ছুটে সেই সকল যায়গায় চলে যায়। দক্ষিণেশ্বরের সেই বাগানটার কথা খুব মনে হচ্ছিল। এই ঢেউ এর ফেনা দেখতে দেখতে কাল এডেনের পাহাড় গুলি হঠাৎ যেন জল থেকে ঠেলে বেরিয়ে পড়্‌ল। এত দিন সে দিকে চাই সেই দিকেই ধুধু করছে জল, তখন ফের পাহাড় দেখে খুব আহ্লাদ হল ফের একবার ডাঙ্গায় পা দিবার জন্ত বড়ই ইচ্ছে হল, আর যদি না নাম্‌তে দেয় এই ভয়ে একটু একটু খারাপ লাগ্‌ছিল, কিন্তু যখন শুন্‌লাম যে খুব সম্ভব নাম্‌তে দেবে তখন আবার দ্বিগুণ আহ্লাদ হল। যাই হক্ বেলা বারটার সময় নঙ্গর ফেল্‌লে, আর আমরা ১টার lunch খেয়ে নৌকা ক'রে তীরে গেলাম।

এডেন্ সহরটি দেখে আমার বড় আহ্লাদ হল, ইচ্ছা হল সকলের সঙ্গে এসে কিছু দিন এখানে থাকি। এখনকার দৃশ্য সত্য সত্যই বড় মনোরম ও অদ্ভুত। সমস্ত সহরটিতে গাছ পালা নেই বল্লেই চলে, কিন্তু এই মরুভূমির ন্যায় স্থানে ও পর্ব্বত ও সমুদ্রে দুইয়ের সমাবেশে প্রকৃতি সুন্দর বেশ ধারণ করেছে। কাল কাল পাহাড় গুলি সমুদ্রের মাঝখান থেকে উঠেছে, একটিও গাছ পালা তাতে নেই। আর ও তাতে বালু কণা নেই বলে সমুদ্রের প্রভেদটা আরও বেশ ফুটে উঠেছে। এই পাহাড় গুলির অবস্থিতিতে সমুদ্র এখানে শান্ত ও তরঙ্গ বিহীন, সেই নীল জলে পাহাড় গুলির ছবি পড়েছে আর রোদে সমস্ত জলভাগ হ্রদের জলের মত চক্‌মক্ করছে। পাহাড়ের উপর ছোট বড় লাল নীল ও নানা আকারের বাড়ী গুলি ঠিক ছবির মত দেখাচ্ছে। সমুদ্রের একেবারে উপর লাল club বাড়ী, তার ঠিক পাশে ছোট Catholic Church এ পাশে pier, পেছনে Telegraph Office। Stand Roadটি প্রকৃতই সমুদ্রের ধারে, তাহার এক দিকে সমুদ্রের ছোট ছোট ঢেউ গুলি এসে লাগছে। এডেনের আর এক গুণ—সকল সময় সমুদ্র থেকে স্নিগ্ধ বাতাস এসে হৃদয় পুলকিত করে; অত গ্রীষ্মের তাপও যেন অনুভব করতে পারা যায় না।

আমরা তো দুই taxi নিয়ে (৮ জন বাঙ্গালীতে) প্রথমে tanks বলে একটা স্থানে গেলাম। পথে inner Aden—সেটা town সমুদ্রের ধারে নয়, যদিও অনতিদূরে। সেটির এক রকম অদ্ভুৎ দেখতে যেন পাহাড়ের মাঝখানটা কেহ খুঁড়ে সমান করে নিয়ে সহর তৈয়ারী করেছে। কতকটা Nainital Lakeটা যদি সহর হত সেই রকম। বাইরের সহর থেকে দুটি পাহাড়ের মাঝখানে ফুট ৮ একটা ফাঁক দিয়ে ভেতরের সহরে যেতে হয়। উপরটা পাহাড়

দুটা প্রায় জুড়ে গেছে—একটা artificial arch দিয়ে জোড়া। সেই খানটা আর একটি দেখবার জিনিষ আমার সাধ্য নাই দেখে বুঝাই। Tank জিনিষটা হচ্ছে reservoir of water—সহরটা মরু প্রায় বলে। কোথাও খুড়ে জল পাওয়া যায় না—লোক খায় কি তার ঠিক নাই। সেই জলকষ্ট দূর করবার জন্ত পুরাকালে এই পাহাড় খুড়ে উপরি উপরি কতকগুলি গর্ত্ত খোঁড়া হয়েছিল। বৃষ্টিতে সেইগুলি জলে ভর্ত্তি হলে প্রায় দুই কোটি গ্যালন (gallon) জল ধরে—সেই জলে লোকে তৃষ্ণা নিবারণ করত। এই ট্যাঙ্ক্‌গুলি পাহাড়ের স্তরে স্তরে একটির উপর আর একটি বড় সুন্দর দেখতে। উপর থেকে দূরে সমুদ্র দেখতে পাওয়া যায়, সেই সমুদ্রের মধ্যে একটি ছোট পাহাড়। এই খানেতে দুইটা কূপ আছে—তাতে খাবার জল পাওয়া যায়—একটা প্রায় ১৫০ শত ফুট, অন্যটি তদপেক্ষা অধিক। এটা আমরা চির কেলে সময় দেখে হিসাব করে দেখলাম। সব চেয়ে উপরের tank টার নীচ থেকে তিনটী আরব বালক 'অহ' করে শব্দ করছিল—সেই শব্দ চারি দিক থেকে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল! আমরা পয়সা ফেল্‌তে তারা কাড়াকাড়ি করতে লাগল। শুন্‌লাম দেশটা বড় দরিদ্র। Tank এর এক যায়গায় এডেনের একমাত্র বটগাছ, অন্যত্র খেজুর, বাবলা বা ঝাউ গাছ, এক আধ জায়গায়—এক সঙ্গে সব। তা না হলে চারি দিক ধুধু করছে। মরুভূমির কতকটা আভাস পাওয়া যায়। তার পর "সেখ ওক মান" বলে একটী উটের হাটে গেলাম। পথে একটী বাগান—oasis জাতীয়—চারিদিকে বালির মধ্যে কতকগুলি গাছ। তার কাছে Salt Factory—৯টা windmill দিয়ে মাসে ২০০টন নুন সমুদ্রের জলে তৈয়ারী হচ্ছে। Magnesium salts and other salts বার করে তাও সেই পরিমাণে হচ্ছে। Windmill চালাবার পক্ষে এমন সুবিধার জায়গা আর কখনও দেখিনি—এত হাওয়া, আর সমস্ত ক্ষণ অবিরাম বইছে। ৩৷৷০টার ফিরে একটা হোটেলে কিছু কেক্ ও লেমোনেড খেয়ে হেঁটে একটু বেড়াতে বেরোলুম। ৫ টার পর থেকে Hockey and Football খেলা দেখলাম ও ৭ টার জাহাজে ফিরে এলাম ও dinner খাওয়া গেল। তার পর থেকেই ভালই আছি। সমুদ্র এখনও (রবিবার বেলা ৩টা পর্য্যন্ত) খুব শান্ত—জাহাজ একবারেই steady. গরম খুব চল্‌ছে। জাহাজে বাঙ্গালীদের সঙ্গে ভাব হয়েছে, কেহই Cambridge যাচ্ছে না, সকলের বিষয় পরের চিঠিতে লিখিব। আশা করছি, বুধবার Port Said পৌছব। আমার প্রণাম জেনো ইতি। জীমূতবাহন।

সমালোচনা

গ্রহবিপ্র-ইতিহাস (শাকদ্বীপি-ব্রাহ্মণ বিবরণ) বিবিধ গ্রন্থ প্রণেতা, সংস্কৃত কলেজের জ্যোতিষ শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীরাধাবল্লভ স্মৃতি-ব্যাকরণ-জ্যোতিস্তীর্থ সঙ্কলিত, ৯৬।১নং শ্যামবাজার বেদাঙ্গ চতুষ্পাঠী হইতে শ্রীবিজেন্দ্র নাথ পাঠক কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। রয়াল ১৬ পেজী ১৭২ পৃষ্ঠা, ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট।

গ্রন্থকার বেদ, পুরাণ ইতিহাস প্রভৃতি হইতে বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন গ্রহবিপ্রগণ বঙ্গে যে ভাবে সামাজিক আসনে অবস্থান করিতেছেন, বস্তুত উহা সামাজিকগণের নির্য্যাতনের নামান্তর মাত্র, প্রকৃতপক্ষে এই ব্রাহ্মণ শ্রেণী উৎকৃষ্ট দিব্য ব্রাহ্মণ। ইঁহারা প্রাচীন কালে এই বঙ্গে ও বঙ্গের বাহিরে ক্ষত্রিয় নৃপতিদের গুরু পুরোহিত ছিলেন। সুপ্রাচীন কালে ইহাঁরা যাদবগণ কর্ত্তৃক শকদেশ হইতে আগমন করিয়া সসম্মানে অবস্থান করিতেছেন। রাঢ়ীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজের পূর্ব্বপুরুষ পঞ্চ মহাতপা কণৌজ ব্রাহ্মণ সন্তান বঙ্গে যখন আগমন করিয়াছিলেন,এবং তৎকালে কণৌজে যে সকল ব্রাহ্মণ অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শাক-দ্বীপি ব্রাহ্মণগণই সমধিক ক্রিয়ান্বিত ও বেদজ্ঞ ছিলেন। তাঁহাদের বংশ-জ্ঞাপক যে সকল সংজ্ঞা ছিল, তাহা এ দেশের শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ সমাজেও কতকাংশ দৃষ্ট হয়। এই সমস্ত আলোচনা করিয়া শাকদ্বীপের সীমা, সরযূ নদীর গতিপ্রবাহ প্রভৃতি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। পুস্তকখানি অনু-সন্ধিৎসু ও জাতিতত্ত্বপিপাসুর অনেক সহায়তা করিবে।

নাভারাজ্যের আসল কথা। (অমৃতসর গুরুদ্বার-সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত) নাভার মহারাজ রিপুদমন সিংএর রাজ্যচ্যুতি ও তাঁহার সহিত শিখধর্ম্মের অভ্যুদয়পথে বাধা বিঘ্ন সম্বন্ধে আইন-সঙ্গত উপায়ে প্রতিকার কল্পে এই পুস্তিকা খানি ইংরাজী ভাষায় লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ :—

নাভা, পাতিয়ালা ও ঝিন্দ, তিনটি রাজ্যই সপ্তদশ শতাব্দীতে মহাত্মা ফুলের পুত্রদ্বয়ের দ্বারা স্থাপিত। তিলক সিংএর প্রপৌত্র হামির সিং ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে নাভা নগরী নির্ম্মাণ করেন। মহারাজ রণজিৎ সিংএর অভ্যুদয়ের সময়ই—এই তিনটি রাজ্য ইংরাজরাজের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। সিপাহি বিদ্রোহের সময় তিনজনেই বিশেষরূপে ইংরাজের সহায়তা করেন।

নাভা রাজের সহিত যে কয়টি সন্ধি হয় তাহার মর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮১০ খৃঃ অঃ প্রথম সন্ধি। ১৮৩০ এ দ্বিতীয় সন্ধি। উভয়েই নির্ব্বিবাদে নিজরাজ্য ভোগ দখল, বিষয় কার্য্য, রাজস্ব আদায় ও ব্যয় করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। মহারাজ রিপুদমন সিং ১৯১১ সালে রাজ্য লাভ করেন। যখন যুবরাজ ছিলেন, তখন তিন বৎসর বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। গত যুদ্ধের সময় ৪৫ লক্ষ টাকা ও একখানি জাহাজ ইরাজ-রাজকে দান করেন। শিখধর্ম্মের উন্নতি ও প্রবর্ত্তন কল্পে তিনি বরাবরই সচেষ্ট ছিলেন। শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ পদ্ধতি সংস্কার কল্পে আইন তাঁহারই প্ররোচনায় প্রবর্ত্তিত হয়। শিখধর্ম্মে যখনই যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে, সে বিষয়ে প্রতিকার প্রার্থী হইয়া মহা-রাজাই সর্ব্বাগ্রে উদ্যোগী হইয়াছেন। তাঁহার স্বদেশহিতৈষিতা ও মনের স্বাধীন গতির জন্য তিনি বহুদিন হইতেই লোকপূজ্য হইয়াছিলেন। তিনি কোনওরূপ খ্যাতি বা সম্মানের জন্য কখন কিছু করেন নাই। একবার ছোট লাট স্যার লুইডেন, নাভা রেলওয়ে ষ্টেসনে নাভার মহারাজ উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও, তাঁহার সহিত দেখা না করিয়াই চলিয়া যান। এই অপমানের পরিবর্ত্তে মহারাজাও ছোটলাটের পরিভ্রমণ কালে তাঁহাকে নিজ রাজ্যে নিমন্ত্রণ করেন নাই। তিলক-স্মৃতি সভায় মুশৌরীতে তিনি সভাপতি হন এবং অনেক টাকা দান করেন। জাতীয় সৈন্যদল গঠন সম্বন্ধে তিনি লাটসভায় একটি চিন্তাশীল ও গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা করেন। পাতিয়ালা ও নাভারাজ্যের বিবাদেই নাভারাজের পতনের সূত্রপাত। বিবাদ সালিশীর জন্য উভয় রাজাই ইংরাজের শরণাপন্ন হন। বিচারপতি ষ্টুয়ার্ট ১৯২৩ সালে জানুয়ারী হইতে যে পর্য্যন্ত তদারক করেন। বিচারের ফলে মহারাজকে অবসর গ্রহণ করিবার এবং তাঁহার অবস্থিতি সম্বন্ধে নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ হয়। নাভার শত্রুপক্ষের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। মহারাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীরা যে উপায়ের দ্বারা মিথ্যা অভিযোগ প্রতিপন্ন করিয়াছে তাহাই অপনোদন করিবার সঙ্কল্পে এই পুস্তিকা রচিত। গুরুদ্বার-সমিতি সেই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। পুস্তকে সমস্ত ব্যাপারটা এইভাবে বিবৃত হইয়াছে এবং নাভারাজ যে খেলার পুত্তলীরূপে ব্যবহৃত হইয়াছেন তাহাই প্রতিপন্ন করা পুস্তিকার উদ্দেশ্য।

সাময়িক প্রসঙ্গ

বার্ষিক অধিবেশন :—

আমাদের "বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজের" চতুর্থ-বার্ষিক অধিবেশন মফঃস্বলে করার জন্য দুই দিক হইতে দুইটী আহ্বান আসিয়াছে। যদি গুড্ ফ্রাইডের বন্ধে কোন স্থানের অয়োজন হওয়া সম্ভব না হয়, আমরা বার্ষিক অধিবেশন কলিকাতায়ই নির্দ্দিষ্ট সময় করিব, স্থির করিয়াছি।

জাতিসঙ্ঘে বাঙ্গালী :—

কায়স্থ-জাতির সর্ব্বজন মান্য নেতা, হাইকোর্টের স্বনাম ধন্য বিচারপতি প্রাতঃস্মরণীয় ৺সারদাচরণ মিত্রবর্ম্মা মহোদয়ের পৌত্র, আমাদের সমাজের শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক, হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র কল্যাণভাজন শ্রীমান সুকুমার মিত্রবর্ম্মা B.A. (Cantab) Wrangler সম্প্রতি Conference of the Universities League of Nation Federation Group in Great Britain এর একমাত্র প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন। অতঃপর তিনিই উক্ত মহাসভায় ভারতীয় Executive Member নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আশা করি শ্রীমান স্বদেশের মঙ্গল সাধনপূর্ব্বক গৌরবের যশোমাল্যে বিভূষিত হইয়া দেশে প্রত্যাগত হইতে পারিবেন।

উপনয়ন :—

৩রা মাঘ, ১৩৩০। জয়বার—ঢাকা। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দাসবর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। যোগেন্দ্র বাবু তাঁহার ১৩শ বর্ষীয় পুত্র শ্রীমান্ জিতেন্দ্র নাথ ও ১১শ বর্ষীয় কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান তেজেন্দ্রনাথের ক্ষত্রিয়োচিত প্রাপ্ত বয়সেই সকল প্রকার অনুষ্ঠান করিয়া উপনয়ন দিয়াছেন। এই উপলক্ষে তাঁহার আত্মীয় শ্রীযুক্ত আশুতোষ ব্রহ্ম, বারিতোষ ব্রহ্ম, নীরদবরণ ধর, উপেন্দ্র চন্দ্র ধর, কেশবচন্দ্র সরকার, বেণীমাধব সরকার, রাইমোহন হোড়, মণীন্দ্রচন্দ্র সরকার এই ৮ জন বঙ্গজ কায়স্থ সন্তানকেও যথারীতি ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্রী সংস্কার করাইয়াছেন।

যোগেন্দ্র বাবু পুত্রদ্বয়ের উপনয়ন উপলক্ষে কালীপূজাও করিয়াছিলেন, এবং জ্ঞাতি কুটুম্ব ও সামাজিক ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক পরিতোষ সহকারে ভোজন করান। এই কার্য্যে বরঙ্গাইল নিবাসী শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র

বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন শর্ম্মবিশ্বাস ও রমণীমোহন শর্ম্মবিশ্বাস ও শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ঘোষবর্ম্মগুণাকর উপস্থিত ছিলেন।

২৭শে মাঘ, ১৩৩০। সড়াইগ্রাম—সিরাজগঞ্জ। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ নন্দী বর্ম্মা তাঁহার পুত্র দ্বয়ের উপনয় কাল উপস্থিত হওয়ায় তাহাদের ক্ষত্রিয়োচিত সাবিত্রী সংস্কার করেন। তদুপলক্ষে দাঁতিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত হৃদয় নাথ সরকার ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া রীতিমত সাবিত্র্যুপনয়ন গ্রহণ করেন। ইঁহারা সকলেই বারেন্দ্র কায়স্থ।

২৮শে মাঘ, ১৩৩০। সিরাজগঞ্জ—বওসাগাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত ললিত চন্দ্র দেববর্ম্ম মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দেব, জ্যোতিষচন্দ্র সরকার, জ্ঞানেন্দ্র নাথ নন্দী, নরেশচন্দ্র দেব, প্রমথচন্দ্র দেব ও প্রসন্নকুমার দাস এই ছয় জন বারেন্দ্র কায়স্থসন্তান যথারীতি ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে ক্ষত্রিয়োচিত সাবিত্র্যুপনয় গ্রহণ করেন। এই কেন্দ্রের আচার্য্য হইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত গৌরগোপাল চক্রবর্ত্তী এবং প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল স্মৃতিতীর্থ, কালীপ্রসন্ন ন্যায়রত্ন ও নকুলেশ্বর চক্রবর্ত্তী ইঁহারাও প্রত্যেকে এক একটী বরণ গ্রহণ করেন।

২৯শে মাঘ, ১৩৩০। দক্ষিণ-টাঙ্গাইল-কায়স্থ-সমিতির যত্নে ত্রিমোহন নিবাসী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সরকার মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সরকার, পরেশগোবিন্দ সরকার, অতুলচন্দ্র সরকার, নরেশচন্দ্র সরকার, দেবেশচন্দ্র সরকার, দীনেশচন্দ্র সেন, শচীন্দ্রচন্দ্র সেন, সুরেন্দ্রকুমার চন্দ, নরেন্দ্রকুমার চন্দ, শশিকুমার দাস, প্রফুল্লকুমার দাস, নৃপেন্দ্রলাল নাগ, জিতেন্দ্রনাথ নাগ, দেবেন্দ্রনাথ নাগ, হেমেন্তকুমার নাগ, শচীন্দ্রকুমার নাগ, যতীন্দ্রকুমার নাগ, কুমুদকুমার দাস, কৃষ্ণকুমার চন্দ, রজনীকান্ত চন্দ, কেদারনাথ চন্দ, অশ্বিনীকুমার চন্দ, রোহিনীকুমার চন্দ, প্রফুল্লকুমার চৌধুরী, প্রমথকুমার চৌধুরী, উমাচরণ বিশ্বাস, গজেন্দ্রলাল বিশ্বাস, মতিলাল বিশ্বাস, রাসবিহারী কর, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, যতীন্দ্রনাথ দত্ত, ললিতমোহন দত্ত; গুড়িআইল নিবাসী শ্রীযুক্ত হারাণ চন্দ্র সেন, সুরেন্দ্রনাথ সেন, নিবারণচন্দ্র সেন, লালমোহন সরকার, অশ্বিনী কুমার সরকার, মাখনচন্দ্র গুহ, মাখনচন্দ্র বসু, নিবারণচন্দ্র পাল, মোহিনী মোহন পাল, খগেন্দ্রযোহন পাল, বিমানবিহারী পাল, অক্ষয়কুমার ঘোষ, সুরেশচন্দ্র সরকার; নাগরপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত মণীগোপাল চৌধুরী,

করাইল নিবাসী শ্রীযুক্ত তপনেন্দ্র সরকার, তাপসেন্দ্র সরকার; ভাতকুড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীমন্তকুমার দাস; সেহরাতৈল নিবাসী শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস চৌধুরী, মনীরঞ্জন চৌধুরী, অক্ষয় কুমার কর; বাগজান নিবাসী শ্রীযুক্ত মাখন চন্দ্র ঘোষ, দেবেন্দ্র নাথ গুহ, বৈষ্ণবপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু এই ৫৬ জন বঙ্গজ কায়স্থ সন্তান যথারীতি ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে ক্ষত্রিয়োচিত সাবিত্র্যুপনয়ন গ্রহণ করেন। কেন্দ্রের আচার্য্য হইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত অভয় চন্দ্র সিদ্ধান্ত বাচস্পতি এবং অমূল্যচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সদস্য পদে বৃত হইয়াছিলেন।

আমাদের সংবাদদাতা জানাইয়াছেন, "এই কেন্দ্রের উদ্যোগী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সরকার মহাশয় এ অঞ্চলে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। তাঁহার পুরোহিত মৃজাপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার কাব্যতীর্থ, হঠাৎ স্মৃতির পণ্ডিত হইয়া এবং তাঁহারই মত আরও কয়েক জনকে জুটাইয়া 'কায়স্থেরা উপবীত গ্রহণ করিলে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইবে ও তাহাদের উপনয়নে আচার্য্যাদির কর্ম্মকারী ব্রাহ্মণদিগেরও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে' বলিয়া এক পাতি প্রচার করেন। ইঁহাদের বিশ্বাস ছিল এই প্রমাণহীন সংস্কৃত বাক্য-বিন্যাসে কায়স্থেরা সঙ্কল্প ভ্রষ্ট হইবেন, ফলতঃ তাহা হইল না। অতঃপর বলিলেন, 'পৈতা লওয়ার আমাদের আপত্তি নাই অশৌচ সঙ্কোচেই আপত্তি, যদি অশৌচ-সঙ্কোচ না করেন, যেরূপ পৌরোহিত্য করিতেছিলাম, সেইরূপ করিব।' কিন্তু কেদার বাবু এ প্রস্তাবে সম্মত হইতে না পারিয়া অন্য কৃতবিদ্য পুরোহিত দ্বারা কার্য্য করান। অশৌচ সম্বন্ধে তাঁহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ কি আছে, তাহা প্রদর্শন জন্য কায়স্থ-সমিতি হইতে আহ্বান করা হইয়াছিল, আসিবেনও বলিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের পণ্ডিত উপস্থিত হইলে তিনি কোথায় লুকাইলেন আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। ফলে তাঁহার দুই কুলই গেল।" ইহার উপর আমাদের কোন বক্তব্য নাই আমরা শুধু কেদার বাবুর দৃঢ়তা ও উপনীতবৃন্দের সৎসাহসে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

৭ই ফাল্গুন, ১৩৩০। পাবনা-নেওয়ারগাছা নিবাসী বারেন্দ্র শ্রীযুক্ত বিজয়-শঙ্কর সরকার ও নবীপুরের শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল রায় যথারীতি ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্রী সংস্কার গ্রহণ করেন।

১৪ই ফাল্গুন, ১৩৩০। সিরাজগঞ্জ—বয়ড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত কেশব চন্দ্র দেব মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে ঘাটাইল নিবাসী শ্রীযুক্ত

ধীরেন্দ্রনাথ গুহনেউগী, কেশবচন্দ্র দেব, সুরেন্দ্রনাথ দেব, ভূপেন্দ্রনাথ দেব, প্রফুল্লচন্দ্র দেব, এই ৫টী বঙ্গজ কায়স্থ সন্তান যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে ক্ষত্রিয়োচিত সাবিত্র্যুপনয়ন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিবাহ :—

(ক্ষত্রিয়াচারে)

২৬শে মাঘ, ১৩৩০। নড়াইল। যশোহর পরমেশ্বরপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র বসুবর্ম্মা মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ চিরঞ্জীবকুমার বসুবর্ম্মার সহিত, নড়াইলের শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সরকার মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী নির্ম্মলাবালা দেবীর ক্ষত্রিয়াচারে শুভ পরিণয় সুসম্পন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ কুশণ্ডিকা, সপ্তপদীগণ প্রভৃতি তাবৎ বৈদিক অনুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন হইয়াছে।

১৪ই ফাল্গুন, ১৩৩০। সিরাজগঞ্জ—বয়ড়া। টাঙ্গাইল—ঘাটাইল নিবাসী ডাক্তার ৺রাজেন্দ্রনারায়ণ গুহনেউগী মহাশয়ের কন্যার, ৺কোকনচন্দ্র দেব মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দেববর্ম্মার সহিত শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন হয়।

(আসুর বিবাহ)

কোন্নগর মন্দিরবাটীর প্রসিদ্ধ মিত্রবংশের শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র Engineering করিয়া প্রভূত ধনশালী, পরন্তু তাঁহার পৈতৃক বিত্তভূমও যথেষ্ট আছে। তাঁহার পুত্র শ্রীমান শ্রীকুমার মিত্র A. T. S. Calcutta port commissioner Office-এ 1st Indian Sporstman. ইহার সহিত বর্দ্ধমানের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বসু মহাশয়ের কন্যার সম্প্রতি শুভ পরিণয় হইয়াছে। আমাদের সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন, "বরকর্ত্তা আশুবাবু কন্যাকর্ত্তা শরৎ বাবু হইতে এজন্য ১২০০০৲ হাজার টাকা নগত পণ লইয়াছেন।" ইহার উপর আমাদের মন্তব্য করা বৃথা, কারণ, ইহা আমাদের শুনা কথা মাত্র, তবে বৌধায়ন প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রবর্ত্তকেরা বলিয়াছেন—"ধনেনোপত্যাসুরঃ"। সুতরাং আমরা এ বিবাহটীকে আর্য্য বিবাহ বলিতে পারিলাম না।

অসবর্ণ বিবাহ :—

সংবাদ পত্রে প্রকাশ ৭নং অদ্বৈত মল্লিক লেন নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিদাস ভাদুড়ী, নিজে ব্রাহ্মণ হইয়া কায়স্থ কন্যা শ্রীমতী কমলারাণী ঘোষের পাণিগ্রহণ

করিয়াছেন। ডাঃ গৌরের অসবর্ণ বিবাহ আইনানুসারে হিন্দু-প্রথায় এই বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রাদ্ধ :—

(ত্রয়োদশাহঃ)

২৪শে মাঘ, ১৩৩০। সিরাজগঞ্জ-কাওরাকোলা নিবাসী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মিত্রবর্ম্মার পত্নী নগেন্দ্রবালা দেবীর দেহান্তরে ক্ষত্রিয়াচারে ১৩শ দিনে চন্দনধেনু শ্রাদ্ধ হয়। শ্রীযুক্ত ভবশঙ্কর সান্ন্যাল, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ ব্রাহ্মণবৃন্দ এই কর্ম্মে ব্রতী ছিলেন। এতদুপলক্ষে সামাজিক ব্রাহ্মণ কায়স্থ সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়া ভূরিভোজন করিয়া তৃপ্ত হয়েন।

১লা ফাল্গুন, ১৩৩০। ৫১নং শুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা। জেলা ফরিদপুরের অন্তর্গত কৃষ্ণপুরের সোমবিশ্বাস বংশ সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। এই বংশের শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রচন্দ্র বর্ম্মাবিশ্বাস মহাশয়ের জ্যেষ্ঠতাত পত্নীর মৃত্যুতে, দিগিন্দ্র বাবু তাঁহার স্বর্গকামনায় ক্ষত্রিয় রীত্যনুসারে ত্রয়োদশাহে আদ্যশ্রাদ্ধ করেন; যেহেতু মৃতার পুত্র কন্যাদি আর কেহ ছিল না। দেশের ও কলিকাতার কতিপয় অধ্যাপক পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ সাহিত্যাচার্য্য ইহার অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন।

৫ই ফাল্গুন, ১৩৩০। বগুড়া—চান্দাইকোণা নিবাসী শ্রীযুক্ত গুরুগোবিন্দ নাগবর্ম্মার বিমাতার মৃত্যুতে তাঁহার আদ্যকৃত্য বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ ক্ষত্রিয়াচারে ১০শ দিনে সম্পন্ন হয়। এই শ্রাদ্ধে দেশী বিদেশী অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও সমাজস্থ প্রায় ১৫০ শত কায়স্থ ভোজন করেন। গুরুদেব পৈতার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু বৃহৎ ক্রিয়ায় আর্থিক ক্ষতি বিবেচনায় আসিয়া ভোজন করত তাঁহার বরণ গ্রহণ করেন।

৭ই ফাল্গুন, ১৩৩০। ইদিলপুর-সিঙ্গারডাহা নিবাসী শ্রীযুক্ত কালী কুমার গুহবর্ম্মার ভ্রাতৃবধূর মৃত্যুতে তাঁহার আদ্যকৃত্য ও বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ ক্ষত্রিয়াচারে ত্রয়োদশ দিনে সম্পন্ন হয়। এই কার্য্যে বেজনীসার নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীকমল বিদ্যারত্ন হোতা, সিঙ্গারডাহা নিবাসী শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত কাশ্যপ ও কালীকান্ত ভট্টাচার্য্য বিরাট ও গীতা ও গদাধর বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রহ্ম-বরণ গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব কার্য্য করেন। ইহাছাড়া আরও ২৫।৩০ জন ব্রাহ্মণ ও আত্মীয় স্বজন সকলেই আহারাদি করেন।

১০ ফাল্গুন, ১৩৩০। পাবনা-ভট্টকাক নিবাসী শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুহবর্ম্মার ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ গুহবর্ম্মার মৃত্যুতে, তাঁহার আদ্যকৃত্য ১০শ দিনে সম্পন্ন হয়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন—পঞ্চদশ অধিবেশন :—

আগামী ৬ই ও ৭ই বৈশাখ (১৩৩১) ১৯ এ ও ২০ এ এপ্রিল শনি ও রবিবার খানাকুল কৃষ্ণনগর সমাজের আহ্বানে স্বর্গীয় মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় মহোদয়ের জন্মস্থান হুগলী জেলার অন্তর্গত রাধানগরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের পঞ্চদশ অধিবেশন হইবে। শ্রীযুক্ত ধরণীমোহন রায় জমিদার মহোদয় পৃষ্ঠপোষক; মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু এম্-এ-বি-এল্ মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি; কবিরাজ শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন গুপ্ত এম্ এ সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্ এ. কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সম্মিলনের বিভিন্নবিভাগের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সাধারণ সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি, আই, ই, এম্, এ, এফ্ আর এস্; সাহিত্য শাখার সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর; ইতিহাস শাখার সভাপতি—শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি-এল্; দর্শনশাখার সভাপতি—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্-এ; বিজ্ঞান শাখার সভাপতি—ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্ সি, বি-এ।

প্রবন্ধ লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া ২৮শে চৈত্রের মধ্যে তাঁহাদের প্রবন্ধ ও তাহার চুম্বক অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক কবিরাজ শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন গুপ্ত এম্ এ, মহাশয়ের নিকট ৭৪।১ হরিঘোষ ষ্ট্রীট ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। সাহিত্যিক অনুষ্ঠান ও পাঠাগার প্রভৃতি যাঁহারা সম্মিলনে প্রতিনিধি পাঠাইবেন তাঁহারা উক্ত সম্পাদক মহাশয়ের নিকট ২০শে চৈত্রের মধ্যে প্রতিনিধির নাম ঠিকানা প্রভৃতি পাঠাইয়া দিবেন। টাকাকড়ি যিনি যাহা পাঠাইবেন অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদকের নিকট উপরি লিখিত ঠিকানায় অথবা কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্ এ মহাশয়ের নিকট ১৪ নং বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীটে পাঠাইবেন।

সংগ্রহ মাধুরী :—

(সাগরের জল)

সাগরের জলে কি উপকার হয় তাহা একবার দেখিলে আশ্চর্য্য হইয়া যাইতে হয়। গাঁইট বাত ও বেদনাতে সাগরের জল অব্যর্থ ঔষধ বলিয়া

ডাক্তারেরা সাগরের জল দিয়া রোগীকে ইন্‌জেকসন করিতেছেন; কিন্তু ইহার অত্যাশ্চর্য্য শক্তি ও গুণ দেখিয়া তাঁহারা আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছেন। কণ্ঠনালী ও শ্বাসযন্ত্রের যাবতীয় রোগ এই জলে আরোগ্য হয়। বোধ হয় পাঠক-পাঠিকারা জ্ঞাত আছেন যে যক্ষা ও হাঁপানী রোগীকে ডাক্তারেরা পুরী বা ওয়ালটেয়ারে পাঠাইবার পরামর্শ দেন। সাগরে স্নান করিবার সময়ে সাগরের ফেণার সহিত জলে মুখ ফিরিয়া স্নান করিতে হয়। কারণ উহা ফেণার সহিত আসিয়া অনেকখানি অম্লজান (অক্সিজেন) দিয়া থাকে। ছেলেদের কলেরাতে একটা অব্যর্থ মহৌষধ। দাস্ত পরিষ্কার রাখিতে এমন ঔষধ আর নাই। বমি করিবার প্রয়োজন হইলে ইহাতে বমি করাইয়া দিবে। উহার জলে স্নান করিলে বহুদিনের পুরাতন ঘুষঘুষে জ্বর ছাড়িয়া যায়। হাত বা পায়ে আঘাত লাগিলে সাগরের গরম বালির মধ্যে পা বা হাত ডুবাইয়া রাখিলে অচিরে আরাম হয়। আমি পুরীতে ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। সাগরের জল গরম। দিনে ২।৩ বার স্নান করিলেও অসুখ করিবার ভয় নাই। মাথার মধ্যে বা বুকে সর্দ্দি বসিলে বুকে বেদনা হইলে, আধকপালে মাথা ধরা বা মাথা ব্যথা ইহাতে স্নানে আরাম হয় যে পরিশ্রম হয়, তাহাতে হৃৎপিণ্ডের কাজ দশগুণ বর্দ্ধিত হয়। সাগরের উপর দিয়া যে লবণাক্ত বাতাস আইসে তাহাতে রক্তের বিষাক্ত বীজাণু নষ্ট করে। সাগরের বালিতে ফসফরাস বেশী পরিমাণে থাকে সেইজন্য এই বালিতে খালি পায়ে বেড়ানই ভাল, তাহাতে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। তেমন স্মরণশক্তি তীক্ষ্ণ হয়। সাগরের জলে কার্ব্বন আছে বলিয়া সাগরে স্নান করিলে দেহের রং কালো হয়। সাগরের জলে লৌহ (Iron) আছে, তাহাতে হজম শক্তি বাড়ে।

বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজ

চতুর্থবার্ষিক পরিচালন সমিতির সপ্তমাধিবেশন।

২১শে পৌষ, ১৩৩০ সাল, অপরাহ্ণ ৫টা।

কলিকাতা, ৮৫নং গ্রে ষ্ট্রীট ভবনে

উপস্থিত :—

(উ) মহারাজা শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ রায় বর্ম্মা বাহাদুর (সভাপতি)
(দ) শ্রীযুক্ত তারকনাথ দেববর্ম্মা।
(ব) ,, কেদারনাথ ঘোষবর্ম্মা।
(ব) ,, মণীন্দ্রমোহন বসুবর্ম্মা।
(দ) ,, মণীন্দ্রমোহন দেববর্ম্মা মজুমদার।
(ব) ,, নলিনীমোহন বসু।
(ব) ,, উপেন্দ্রনাথ বসু (পত্রিকা-সম্পাদক)
(ব) ডাঃ রমেশচন্দ্র বসু বর্ম্মা।
(ব) শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকিশোর বসুবর্ম্মা রায়।
(দ) মিঃ কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা।
(বা) শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মচৌধুরী।
(দ) ,, আশুতোষ ঘোষবর্ম্মা।
(দ) ,, শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা (সম্পাদক)

সভারম্ভে গত মাসের কার্য্যবিবরণী পঠিত এবং সংক্ষিপ্ত হিসাব প্রদর্শিত হইলে উভয়ই সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। অধ্যাপক অমূল্যচরণ ঘোষবর্ম্ম বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র পালবর্ম্মা এবং রাজসাহীর শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ ঘোষবর্ম্মচৌধুরী অদ্যকার অধিবেশনে উপস্থিত হইতে না পারিয়া যে সহানুভূতি জানাইয়াছেন তাহাও সমিতিতে জানান হয়। অধ্যাপক মন্মথ মোহন বসু বর্ম্মা তাঁহার কন্যার ২।৪ দিন অগ্রে মৃত্যু হওয়ায় তিনি আসিতে পারেন নাই।

প্রথম প্রস্তাব। সমাজ হিতৈষী সভ্যাদির রাজ সম্মান প্রাপ্তিতে আনন্দ প্রকাশ। সমাজের অন্যতম সভ্য

ভারত সরকারের মিলিটারী ফাইনান্স সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঘোষ বি-এ 'রায়সাহেব' এবং উপবীতকামী কায়স্থের শুভানুধ্যায়ী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে ইংরাজী নববর্ষে বঙ্গেশ্বর কর্তৃক ভূষিত হওয়ায় উপস্থিত সভ্যবৃন্দ সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিলেন। এবং স্থির হইল সমাজের এই আনন্দাভিনন্দন তাঁহাদিগকে পাঠান হউক।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। নূতন সভ্য নির্ব্বাচন। প্রস্তাবক :— শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী :—

১-বা শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর দেববর্ম্মা, রাণীবাজার।
২-দ ,, মন্মথনাথ সরকার, বজবজ।
৩-ব ,, নিবারণচন্দ্র গুহ, দিকপাইত।
৪-ব ,, শশিকুমার ঘোষ দস্তিদার, হ্যারিসন রোড।
৫-দ মিঃ বীরেন্দ্রমোহন মিত্র, বরিশাল।
৬-উ শ্রীযুক্ত ভবতারণ সরকার, পুরুলিয়া।
৭-উ ,, অবিনাশচন্দ্র ঘোষ হাজরা, শ্রীরামপুর।
৮-বা ,, সুরেন্দ্রনাথ নন্দীবর্ম্মা, রাজসাহী।
৯-উ ,, সুরেন্দ্রনাথ সিংহ, মালদহ।
১০-দ ,, [illegible]নাথ মিত্র, জয়নগর।
১১-ব ,, বিপিনচন্দ্র নাগ, বাহাদুরাবাদ।
১২-ব ,, মুকুন্দকুমার নাগ, লক্ষ্মীপুর।
১৩-দ ,, অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ, মীরাট।
১৪-বা ,, ভূপেন্দ্রনাথ দাসবর্ম্মা, নওগাঁ।
১৫-ব ,, বিপিনবিহারী দত্ত, বিলোনিয়া।
১৬-দ ,, নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ, খড়দহ।
১৭-ব ,, বসন্তকুমার ঘোষ, গোয়াইল ঘাট।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র গুহবিশ্বাস, প্রচারক :—

১৮-উ শ্রীযুক্ত যুগলকিশোর দত্ত, কটকী।
১৯-উ ,, বিহারীলাল মজুমদার, ভাঙ্গাগীর।
২০-উ ,, রাধাবল্লভ ঘোষ, পালাকুড়ী।
২১-উ ,, কিশোরীমোহন মিত্র, শিবগঞ্জ।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত প্রাণনাথ গুহমজুমদার :—

২২-ব শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র দেব, হাটবন্দ।

২৩- প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত নীলরতন মিত্র—

২৩-দ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু সর্ব্বাধিকারী, দার্জ্জিলিং।

যাঁহারা স্বজাতির কল্যাণ কামনায় প্রস্তাবিত মহোদয়গণকে আমাদের সমাজের সভ্য করিয়াছেন, উপস্থিত সভ্যবৃন্দ সমাজের পক্ষ হইতে সমবেতভাবে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ করেন।

তৃতীয় প্রস্তাব। আগামী বার্ষিক অধিবেশন সম্বন্ধে। এ সম্বন্ধে যেরূপ চেষ্টা চলিতেছে কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় তাহা বলিলেন। মাননীয় মিঃ কিরণচন্দ্র দে মহোদয় বলেন—"গুড্ ফ্রাইডের বন্ধেই বার্ষিক অধিবেশন করা হউক, কিন্তু উভয় সভা একযোগে কলিকাতায় করা হউক।" শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু বলিলেন—"দুই সভা যুক্তভাবে বার্ষিক অধিবেশন করিলে আবার স্বতন্ত্র সভাপতি নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হইবে।" উত্তরে মিঃ দে পুনরায় বলিলেন—"যুক্ত সভার সভাপতিত্ব আমাদের সভাপতি মহারাজ বাহাদুর করিলে অপর সভার কোন আপত্তি নাই; কায়স্থ-সভার সভাপতি নগেন্দ্র বাবু তাহা বলিয়াছেন।" সম্পাদক মহাশয় বলিলেন "গত বর্ষেও একযোগে বার্ষিক অধিবেশন করার কথা হইয়াছিল, কিন্তু উভয় সভার নীতি ও কার্য্যবিবরণী লইয়াই যত গোল হইল এবং শেষকালে কোন সভাই আর মফঃস্বলে গিয়া বার্ষিক অধিবেশনের সময় করিতে পারিলেন না। এবারও ঐরূপ করিয়া বার্ষিক অধিবেশনের নির্দ্দিষ্ট সময় নষ্ট করা না হয়।" এই সময় কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় রাজসাহীর শ্রীযুক্ত রাধিকা প্রসাদ ঘোষচৌধুরী মহাশয়ের এতদ্বিষয়ক পত্রখানি পড়িয়া শুনান। মাননীয় সভাপতি মহারাজ বাহাদুর বলিলেন, "নীতি পরিবর্ত্তনাদির জন্য স্বতন্ত্র সমিতি গঠন করিলে বোধহয় সহজে মীমাংসা হইতে পারে।" মিঃ দে পুনরায় বলিলেন—"সভার নীতি পরিবর্ত্তন করিতে হইলে নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন করিতে হয়। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির তাহাতে কোন হাত নাই, সাধারণ অধিবেশন ব্যতীত নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন করিতে পারা যায় না।" সম্পাদক মহাশয় বলিলেন "আগামী বার্ষিক অধিবেশনে উভয় সভাই নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন করুন তৎপর যাহা হয় করা যাইবে।" শ্রীযুক্ত কেদার নাথ ঘোষ বলিলেন—"কোন কোন বিষয় কায়স্থ-সভার সহিত আমাদের

বিরোধ এবং উভয় সভার মিলনে তাঁহারা কি চাহেন আমরা বা কি চাহি দেখা কর্ত্তব্য।" শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বলিলেন—ইহাই ঠিক করার জন্য একটী সমিতি গঠন করা হউক, তিনি তাহা লইয়া কায়স্থ-সভার কর্ত্তৃপক্ষের সহিত কথা পাড়ুন। মিঃ দে বলিলেন "আপনি, শরৎ বাবু ও মন্মথ বাবু একত্র বসিয়া উহা ঠিক করুন।" মহেন্দ্র বাবু বলিলেন,—তবে অদ্যই সভার কার্য্য শেষ হইলে করা হউক।" শ্রীযুক্ত [illegible] বলিলেন—মন্মথ বাবু আর সভায় আইসেন নাই [illegible] না।" অতঃপর স্থির হইল—মহেন্দ্র বাবু [illegible] তিন জনে একত্রে বসিয়া সমাজের [illegible] এখন সম্পাদক খসড়া তৈয়ার করিয়া রাখিতে পারেন এবং [illegible] অধিবেশনের পূর্ব্বে মফঃস্বলেও চেষ্টাও করিতে পারেন, কেন না যদি এখানে উভয় সভার অধিবেশন একত্রে না হয়, মফঃস্বলের সুযোগ ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। উভয় সভার প্রস্তাব সংগ্রহ করিয়া মিঃ দে যাহা পরামর্শ দেন তাহা আগামী পরিচালন সমিতিতে আলোচিত হইবে এবং সমিতি নির্দ্দেশ করিলে বার্ষিক অধিবেশনে তাহা উপস্থিত করা হইবে।

চতুর্থ প্রস্তাব। বিবিধ (ক) কায়স্থের শূদ্রত্বে হাইকোর্ট। সম্প্রতি কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় ইংরাজ বিচারপতিদ্বয় ফরাসী চন্দননগরের কোন কায়স্থের কুলস্ত্রী হরগোপালকে ভোলানাথ মিত্রের আপিলের যে রায় দিয়াছেন, সভায় সেই বিষয়টী উত্থাপিত হইলে সভাবৃন্দ নিতান্ত বিরক্তির সহিত অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, যে কায়স্থ জাতি সদাচারে ও আচার নিষ্ঠায় ব্রাহ্মণের নিয়ত প্রতিদ্বন্দ্বী, যাহাদের দৈব ও পৈত্র তাবৎ কার্য্য দশকর্ম্মান্বিত নৈষ্টিক একমাত্র শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণই করিয়া থাকেন, তাহাদিগের প্রতি শূদ্রত্বের আরোপ করা এবং যে দেশে চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের বহিঃস্থ অন্ত্যজ জাতিব্যূহের বিভিন্ন শাখায়ও যখন পরস্পর বিবাহ দুষ্ট হয় না, সেই অন্ত্যজ জাতির অন্তর্ভূক্ত ডোমকে শূদ্র বলিয়া বুঝিয়া, কায়স্থ ও ডোমের বিবাহ আইনসিদ্ধ বলিয়া যাঁহারা রায় দিতে পারেন, সেস্থলে বুঝিতে হইবে যে মাননীয় ইংরাজ বিচারপতিদ্বয় বাঙ্গালী হিন্দুদের সামাজিক ও শাস্ত্রিক নির্দ্দেশগুলির সন্ধান লওয়ার অবসর পান নাই সুতরাং এ জন্য কায়স্থ সমাজের বিচলিত হইবার কারণ নাই।

(খ) শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের হাওলাত সম্বন্ধে। সম্পাদক মহাশয় বলিলেন—

শ্রীশ বাবু পূর্ব্বে কায়স্থ-সভার প্রচারক ছিলেন গত বর্ষে সে স্থান হইতে আসিয়া আমাদের সমাজের কার্য্য গ্রহণ করেন। এ বৎসর আবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য পদ প্রার্থীর জন্য Canvasser এর কার্য্যে যাইবেন বলিয়া, পুনরায় কায়স্থ-সভার প্রচারক হন। যাইবার সময় গত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ তহবীল হইতে ১৲ টাকা হাওলাত নেন। কয়েকবার তাগিদ দিয়া তাহা আর পাওয়া যাইতেছে না; এই টাকা তাঁহার নামে খরচ লিখা হইবে কি? শ্রীযুক্ত [illegible] বাবু বলিলেন—অনেক দিন পূর্ব্বে কায়স্থ-সভা হইতে ১০৲ টাকা লইয়া শ্রীশ বাবু গা ঢাকা দিয়াছিলেন পত্রিকায় পড়িয়াছি [illegible] মনে হয়। ইহাও তাঁহার অভ্যাস। সুতরাং উহা আদায়ের আশা ছাড়িয়া খরচ লেখাই কর্ত্তব্য। ইহার কেহ প্রতিবাদ না করায় টাকাটি খরচ লিখাই স্থির হইল।

স্বাক্ষর
শ্রীশরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা।
সম্পাদক।

স্বাক্ষর
Biswambhr Ray.
সভাপতি।
৫।১১।৩০

অষ্টমাধিবেশন

৫ই ফাল্গুন, ১৩৩০ সাল, অপরাহ্ণ ৫।০ টা।
কলিকাতা, ৮৫নং গ্রে ষ্ট্রীট ভবনে
উপস্থিত :—

(বা) রায় বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর (সভাপতির আসনে)
(ব) শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসুবর্ম্মা।
(দ) ,, হীরালাল মিত্রবর্ম্মা।
(দ) ,, তারকনাথ দেববর্ম্মা।
(দ) ,, রাসবিহারী ঘোষবর্ম্মা।
(ব) ,, উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রবর্ম্মা (পত্রিকা-সম্পাদক)
(দ) ,, শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা (সম্পাদক)
(বা) ,, শৈলজানাথ রায় এম-এ, বি-এল (সাধারণ সভ্য)
(বা) ,, অবলাকান্ত রায় (উপাস্থিত মাত্র)

অদ্যকার অধিবেশনে সভাপতি বা সহঃসভাপতিগণের কেহ উপস্থিত না থাকায় শ্রীযুক্ত তারকনাথ দেববর্ম্মা মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে রায় শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অনুপস্থিতি সদস্যদের মধ্যে রাজসাহীর শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ ঘোষচৌধুরী এবং নন্দরাম সেন ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন দেববর্ম্মমজুমদার উপস্থিত হইতে না পারিয়া যে পত্র লিখেন, সভায় তাহা পঠিত হয়।

সভার গত গত মাসের কার্য্য বিবরণী পঠিত ও পৌষ মাঘ মাসের আয় ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত হিসাব প্রদর্শিত হইলে উভয়ই সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। শ্রীযুক্ত "মণীন্দ্রমোহন বসু বলেন" এ বৎসর নূতন ও পুরাতন কত মেম্বরের টাকা আদায় হইয়াছে আগামী অধিবেশনে যেন তাহা দেখান হয়।

প্রথম প্রস্তাব। নূতন সভ্য নির্ব্বাচন। প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী :—

১-দ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভূজঙ্গভূষণ মিত্র, বর্দ্ধমান।
২-ব রায় সাহেব যশোদাকুমার ঘোষ, নোয়াখালি।
৩-দ শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু, ঝাড়গ্রাম।
৪-ব ,, সতীশচন্দ্র ঘোষ, ঈশ্বরগঞ্জ।
৫-ব ,, দেবেন্দ্রনাথ বসু, ঢাকা।
৬-ব ,, হরিজীবন দত্ত, শ্রীহট্ট।
৭-ব ,, এন-সি বসু, করিমগঞ্জ।
৮-দ ,, সিদ্ধেশ্বর মজুমদার, ভাটপাড়া।
৯-ব মিঃ এস-এন ঘোষ, মাটিপাড়া।
১০-ব শ্রীযুক্ত শিবপ্রসন্ন ঘোষচৌধুরী, দত্তপাড়া।
১১-ব ,, কৈলাসচন্দ্র ধরবর্ম্মা, নড়াজা।
১২-দ ,, কেশবলাল ঘোষ, ঝিনাইদহ।
১৩-ব ,, মুকুন্দলাল ধর, কাছাড়।
১৪-ব ,, সতীশচন্দ্র দত্ত, শ্রীহট্ট।
১৫-দ মিঃ এম-এম ঘোষ বোম্বে।
১৬-ব শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার বসু, পার্ব্বতীপুর।
১৭-ব ,, জলধর দত্ত বর্ম্মা, সিরাজগঞ্জ।
১৮-দ ডাঃ সুধীরকুমার দত্ত, দেবনাথপুর।

১৯-ব শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর গুহবর্ম্মা, চরণ।
২০-ব মিঃ ডি-সি রক্ষিত, মৌলমেইন।
২১-দ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ঘোষ, নৈহাটী।
২২-দ ,, দিগিন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, বদরগঞ্জ।
২৩-ব ,, দেবেন্দ্রকুমার দত্ত, শ্রীমঙ্গল।
২৪-ব ,, আশুতোষ বসু, মঠবাড়ী।
২৫-ব ,, অতুলচন্দ্র দত্ত, মদীনগর।
২৬-ব ,, হরিকান্ত ঘোষচৌধুরী, জামালপুর।
২৭-দ ,, যতীন্দ্রনাথ মিত্র, বগুড়া।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী গুহ :—

২৮-ব শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার গুহ, স্বরূপকাঠী।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা :—

২৯-দ শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ দত্ত, ছাপরা।

প্রস্তাবক—রায় বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর :—

৩০-ব শ্রীযুক্ত শৈলজানাথ রায়, কৃষ্ণনগর।

যাঁহারা স্বজাতির কল্যাণ কামনায় প্রস্তাবিত মহোদয়গণকে আমাদের সমাজের সভ্য করিয়াছেন, উপস্থিত সভ্যবৃন্দ সমাজের পক্ষ হইতে সকৃতজ্ঞ তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ করেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। দুই সভার মিলন প্রস্তাব। সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন, যে উভয় সভার মিলনের অন্তরায়গুলি অবধারণের নিমিত্ত সমাজের পক্ষ হইতে যে শাখাসমিতি গঠিত হইয়াছিল, সে সমিতি এ পর্য্যন্ত কোন কার্য্য করিতে পারে নাই, কারণ শাখা-সমিতির অন্যতম সদস্য নিমতিতার জমিদার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহোদয়ের অসুস্থতা। তাঁহার শেষ পত্র সভায় পঠিত হইল। পত্র শুনিয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল—মহেন্দ্রবাবু আরোগ্য হইয়া যখন কলিকাতায় আসিবেন, সেই সময় শাখা সমিতির কার্য্য করিলেই হইবে, তাঁহাকে বাদ দিয়া সমিতির হঠাৎ কিছু করা সমীচীন নহে, কিন্তু চৈত্রের পরিচালন সমিতির অধিবেশনের পূর্ব্বে তিনি যদি না আসিতে পারেন, শাখা-সমিতির অপর দুই সদস্যের মন্তব্যই বিবেচিত হইবে।

তৃতীয় প্রস্তাব। বার্ষিক অধিবেশন সম্বন্ধে। বার্ষিক অধিবেশন সম্বন্ধে যে যে স্থলে যেরূপ চেষ্টা চলিতেছে, কর্ম্মাধ্যক্ষ তাহা প্রকাশ করিলেন। এ সম্বন্ধে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল, যদি দুই সভা ইতিমধ্যে একত্রিত হইয়া যায় আমাদের বার্ষিক অধিবেশন হওয়া যেস্থানে স্থির হয়, তথায় যুক্ত সভার অধিবেশন হইতে পারিবে, নতুবা শুধু আমাদের সভারই বার্ষিক অধিবেশন গুড্ ফ্রাইডের বন্ধে আগামী ৬ই ও ৭ই বৈশাখ হইবে।

চতুর্থ প্রস্তাব। বিবিধ। একখানি পত্র। মহেশপুর হইতে শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র বসুবর্ম্মা বি-এল্ আমাদের শাস্ত্রী মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছেন, সভায় সেই পত্রখানি পঠিত হইল। উপস্থিত সভ্যবৃন্দ পত্র শুনিয়া শ্রীযুক্ত বসু মহাশয়ের ধর্ম্মবিশ্বাস এবং জাতীয় গৌরব রক্ষায় অবিচলিততার পরিচয় পাইয়া সমাজের পক্ষ হইতে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া পত্র লিখা সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হয়।

অতঃপর সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া অদ্যকার মত সভার কার্য্য শেষ করা হয়।

স্বাক্ষর
শ্রীশরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা।
সম্পাদক

স্বাক্ষর
শ্রীজগদীশনাথ রায়বর্ম্মা।
সভাপতি
৩।১২।৩০

কায়স্থ-সমাজ

মাসিক

বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজের একমাত্র মুখপত্র

চতুর্থ বর্ষ।

সম্পাদক

শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী

কলিকাতা

১৪১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, 'কায়স্থ-সমাজ' কার্য্যালয় হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

[১৩৩০]